অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

সম্পাদক

ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতম্

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

ভূমিকা, মূল, প্রাকৃতানুবাদ, বিসন্ধি, অন্বয়, বাংলা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ, রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকা, সম্পাদক-কৃত 'সুষমা' ও 'অধ্যাপনা' ব্যাখ্যা এবং বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর সম্বলিত

সম্পাদক

শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

এম. এ., পিএইচ. ডি., ডি. লিট., কাব্য-ব্যাকরণ-উপনিষদ্‌তীর্থ

অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণি কোলকাতা- ৭০০ ০০৬

প্রকাশক ঃ
শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কোলকাতা- ৭০০ ০০৬

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ
২৭শে জুলাই, ২০০৫ ; ২০০৮

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৮৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯২; দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৪ ;
তৃতীয় সংস্করণ ঃ প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯৫; দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৬ ;
তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৭; চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৮ ;
চতুর্থ সংস্করণ ঃ প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯৯; দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০১ ; চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০২ ;
পঞ্চম সংস্করণ ঃ প্রথম মুদ্রণ, ২০০৫; দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৬ ;
তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৮

মূল্য ঃ ১৬০.০০

মুদ্রাকর ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কোলকাতা-৭০০০ ০৬

মাতা ঁসুষমা দেবী
এবং পিতা ঁহরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর (সর্ববিদ্যা)-এর
আজন্ম স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভে কৃতার্থ
সন্তানের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’র পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণের মুখবন্ধ

২০০৪ প্রথমদিকে আমার সম্পাদিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’র পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক বৎসর পার হতেই সেই সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে এবং স্নেহভাজন দেবাশিস প্রায় তিনমাস পূর্ব থেকেই এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে বলে। বিগত আঠার বৎসর ধরে এই গ্রন্থটি সমান সম্মান এবং ততোধিক আগ্রহের সঙ্গে পাঠকবর্গ গ্রহণ করেছেন। একজন সম্পাদকের জীবনে এমন অনুভূতি খুব বেশী ঘটে না। শুধু তাই নয় — এ কেবল প্রথাগত পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রদের কারণে হয়নি। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ অকপটভাবে জানিয়েছেন এই গ্রন্থ তাঁদের পাঠদানের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ‘সুষমা’ এবং বিশেষতঃ ‘অধ্যাপনা’ ব্যাখ্যা — এই দুটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং রসজ্ঞ পাঠক সকলের উপকার হয়েছে। রাঘবভট্টের বিস্তৃত ‘অর্থদ্যোতনিকা’ টীকা বাদ দেওয়া যায় কিনা — এরকম কথা প্রকাশক একবার বলেছিলেন। এই ব্যাপারে আমার অভিভাবকস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর, অধ্যাপক কালীকুমার দত্ত শাস্ত্রী, অধ্যাপক সত্যব্রত শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীনিবাস রথ এবং আরো কয়েকজন একবাক্যে জানিয়েছেন — এই ভুল যেন না করা হয়। এই টীকা শিক্ষকরা অবশ্যই পড়বেন, কিছু অংশ ছাত্রদেরও পড়াবেন। ভবিষ্যতে এই ছাত্ররাই বড় হবে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই টীকা পড়বে। ধ্রুপদী সাহিত্যের রসাস্বাদন এবং বিশ্লেষণে এবং তার চাইতেও বড় কথা রস-তাত্ত্বিক ও নাট্যশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা প্রদানে এই টীকার তুলনা নেই। সুতরাং টীকাহীন লঘুতর গ্রন্থ সম্পাদনা থেকে বিরত থাকলাম। এই সুদীর্ঘকাল একই মর্যাদায় সমাদৃত থাকাটাই এই গ্রন্থের বিষয়-সন্নিবেশ এবং সম্পাদনা-পরিকল্পনা যে অবৈজ্ঞানিক কিছু নয় — তা প্রমাণ করে। বেশ কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই গ্রন্থের প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাংশটিই ‘কালিদাস ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ — এই নামে পৃথক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করার অনুরোধ করেছেন একাধিকবার। প্রকাশক মহাশয় শীঘ্রই তা করবেন — এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ যথাযথভাবে পাঠ করা এবং অর্থ উদ্ধার করার সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধক হল সন্ধি এবং সমাসের জটিলতা। এই জটিলতা থেকে বিরক্তি এবং তা থেকে দূরে সরে যাওয়া — এই ক্রম অনুসৃত হয়েছে বহু শত বৎসর। এখনও সংস্কৃতের ভিত পোক্ত নয় এমন ছাত্ররা (কেন পোক্ত নয় — তার নানা কারণ) এবং সাধারণ পাঠকরা বর্ণজ্ঞানহীন পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভুলে ভরা বিকৃত পাঠের সঙ্গে তুলনীয় সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে থাকে। বহু সাহস করে, বহু সমালোচনার ভয় উপেক্ষা করে, সমগ্র গ্রন্থের, (কেবল শ্লোকের নয়) —

সম্পূর্ণ অংশের অর্থাৎ গদ্যাংশেররও প্রতিটি পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ এবং সমস্যমান পদের বিচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাতে ছাত্র এবং সাধারণ পাঠক - দুয়েরই উপকার সাধিত হয়েছে। সংস্কৃত পাঠের ভয় কমেছে। এতে গ্রন্থের সম্মান হানি হয়েছে বলে কেউ ভাবলেও বর্তমান সম্পাদকের কিছু করণীয় নেই। বাস্তবানুসারী বক্তব্য অনেকসময়ই অপ্রিয় হয়।

এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই আমার লেখা '**পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র**' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থেও প্রয়োজনে ছবি দিয়ে কিংবা ক্লাসরুমের বোর্ডে যেভাবে এঁকে সূত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যা করলে সকলের বোধগম্য হয়, সেই পন্থা অবলম্বন করেছি। বই পড়বে বিষয় বোঝার জন্যে ('টিউটর'-এর সহায়তা ছাড়া) — এটা হল মূল সূত্র। অন্যে কে কি ভাবল, তা ভাবলে এই তত্ত্ব থেকে সরে আসতে হয়। আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-পাঠার্থীর সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে নিযুক্ত অধ্যাপকসংখ্যার চাইতেও কম ছিল। 'সিক ফ্যাক্টরী' বলে সহকর্মীরা উপহাস করতেন। এখন ঘর ভর্তি ছাত্রছাত্রী, অনেক ক্ষেত্রে সকল পাঠার্থীর স্থান হয়না। বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পাদনা করা ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আজ না হলেও, বহু বৎসর বাদে এই প্রয়াসের মূল্য নির্ধারিত হবে। বঙ্গাক্ষরের প্রথম ব্যবহার করায় বর্তমান সম্পাদক বহু সমালোচনার ভাগীদার হয়েছিলেন। এখন কিন্তু সকলেই তা যুক্তিযুক্ত ভাবছেন এবং সংস্কৃত বিষয়ক লঘু-গুরু পুস্তক বঙ্গাক্ষরেই প্রকাশ করছেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় আঠারো বৎসর হল। যতবার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ততবারই পূর্বে অনালোচিত বিভিন্ন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কালিদাস-সাহিত্যের বিচিত্র বর্ণালীর পরিচয় প্রদান কোনদিনই শেষ হবে না। দু-হাজার বছর ধরে 'কবিকুলগুরু'র অমর সৃষ্টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা প্রবহমান থাকবে। এই গ্রন্থে শকুন্তলা-চর্চার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস। ভারতবর্ষের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নাটক সংস্কৃত বিভাগে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। পশ্চিমবঙ্গেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অংশবিশেষ এবং বি.এ. স্তরে (পাস এবং অনার্স) সমগ্র নাটক পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। বাংলা বিভাগে এম.এ. স্তরের বিশেষ পত্রে এটি পাঠ্য। ইংরাজী এবং সংস্কৃতে এই নাটকের বহু প্রসিদ্ধ সংস্করণ আছে। বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি থাকলেও সকলের বোধগম্য করার মত প্রতি শব্দের বঙ্গার্থ দিয়ে ব্যাখ্যা, ব্যাকরণাদি আলোচনা সহ সমগ্র গ্রন্থের সংস্করণ বেশী নেই।

বর্তমানে বি.এ. পরীক্ষায়, এমনকী এম.এ., এম.ফিল. পরীক্ষাতেও বাংলা ভাষায় উত্তর লেখার রীতি চালু হয়েছে। ফলতঃ এই নাটকের বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ অপেক্ষিত ছিল। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া কাব্যরসপিপাসু সাধারণ পাঠকের মধ্যেও এই নাটকের মূলানুসরণে প্রতি শব্দের বঙ্গার্থ অনুধাবন ক'রে রস আস্বাদনের প্রচেষ্টা লক্ষ করেছি। এসব কথা মনে রেখেই বেশ কয়েক বছর চেষ্টার পর আমার সম্পাদনায় এই নাটকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটিতে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত মূল, প্রাকৃতাংশের সংস্কৃত অনুবাদ, বিসন্ধিপাঠ, শ্লোকান্বয়, বাংলা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ, রাঘবভট্টবিরচিত 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকা, স্বরচিত 'সুষমা' এবং

'অধ্যাপনা' ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভূমিকায় সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও শ্রেণীবিভাগ, 'নাটকে'র লক্ষণ এবং নাট্যোক্তি, অভিনয়ের কাল ইত্যাদি, কালিদাসের আবির্ভাবকাল, তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিংবদন্তী, জন্মভূমি, সাহিত্যকীর্তি এবং তার পৌর্বাপর্য, কাব্য-নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শিক্ষা, ধর্মমত, রচনারীতি প্রভৃতি, কালিদাস এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' সম্পর্কিত প্রাচীন-আধুনিক বহু প্রশস্তিবাক্য, নাটকের অঙ্কানুসারী সারাংশ, নাটকের উৎস অনুসন্ধান এবং অভিনবত্ব, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' লৌকিক উপাদান, বঙ্গীয় সংস্করণে তৃতীয় অঙ্কের অতিরিক্ত অংশের গ্রহণযোগ্যতা বিচার, সন্ধি-বিশ্লেষণ, নাটকের স্থান-কাল বিবেচনা, দুর্বাসার অভিশাপের তাৎপর্য, সমগ্র কালিদাস-সাহিত্যে অভিশাপের প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্যানুসন্ধান, হংসপদিকার সংগীতের তাৎপর্য, অঙ্কবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, দুই পৃথক্ মিলনচিত্র, সমাজচিত্র, প্রকৃতির ভূমিকা, প্রধান-অপ্রধান চরিত্র বিশ্লেষণ, এই নাটকের উল্লেখযোগ্য সংস্করণ এবং টীকা, বিদেশী ভাষায় অনুবাদ এবং মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে বিচার প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে ছন্দ-বিশ্লেষণ, অলঙ্কার-পরিচয়, প্রাকৃতপরিচয়, নাট্যলক্ষণ এবং নাট্যালঙ্কার, অঙ্গ-পরিচয়, সুভাষিত-সংগ্রহ এবং শতাধিক বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর স্থান পেয়েছে।

এইবার অন্য এক প্রসঙ্গে আসি। বাংলা ভাষায়, বাংলা হরফে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরাটা এখন অতি আবশ্যক কর্তব্য। দেবনাগরী হরফে (যাকে লোকে সাধারণভাবে সংস্কৃত হরফ ব'লে ভেবে থাকে) বই না ছাপলে সংস্কৃত গ্রন্থের মর্যাদা থাকে না — এরকম একটি ধারণা প্রচলিত আছে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ-উপনিষদ্, রামায়ণ-মহাভারত, অসংখ্য পুরাণ, অশ্বঘোষের সাহিত্যকীর্তি, কালিদাসের কাব্য-নাটক, মাঘ-ভারবি-ভট্টির মহাকাব্য, বাণভট্ট-সুবন্ধু-দণ্ডীর গদ্যকাব্য, অসংখ্য অলঙ্কার শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রেরও প্রধান প্রধান সমস্ত গ্রন্থের রচনা যখন হয়েছে — এই নাগরী লিপির তখন অস্তিত্বও ছিল না। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী এসব লিপিতেই তা লেখা হয়েছে। এই নাগরী লিপির প্রচলন মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় দশম শতক থেকে। তার আগেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রায় সমস্ত সৃজনশীল গ্রন্থ রচিত হয়ে গিয়েছে।

ব্রাহ্মীলিপিই সারা ভারতের বিভিন্ন লিপির জন্মদাত্রী বলা চলে। বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তরে' ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মীলিপি, খরোষ্ঠীলিপি, পুস্করশারীলিপি, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে — এখানে বঙ্গলিপির উল্লেখ আছে, নাগরীর নেই। ব্রাহ্মীলিপি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যবহৃত হ'য়েছিল। ব্রাহ্মীলিপির কালেই ভারতের দু-একটি প্রদেশে খরোষ্ঠী লিপির প্রয়োগ দেখা যায়। রাজা অশোকের আমল থেকে এর প্রয়োগ লক্ষিত হ'য়েছে। অশোক পরবর্তী বিদেশী রাজাদের মুদ্রায় এবং শিলালিপিতে এই লিপির ব্যবহার হ'য়েছে। গুপ্তলিপির কাল খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতক। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতক এই লিপিই বিবর্তিত রূপে কুটিললিপি নামে প্রচলিত ছিল। এরপর এল নাগরীলিপি। কাল — মোটামুটিভাবে দশম শতক। তবে দক্ষিণ ভারতে দু'/একটি নাগরীলিপি ব্যবহারের প্রমাণ তারও কিছু আগে মেলে। মগধ অঞ্চলের কুটিললিপি থেকে বাঙলালিপির উদ্ভব হয়। এই লিপিও মোটামুটি দশম শতকের। তবে বাংলা লিপির

বিবর্তনের কাল নিয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি। বাদল-স্তম্ভে খোদিত (১০ম শতকে) লিপিতে বাংলা লিপির প্রবেশ সূচিত থাকলেও "আনন্দচন্দ্রের প্রশস্তির লেখায় পূর্বোত্তর ভারতীয় লিপিভঙ্গি পরিস্ফুট, তাই এ বিষয়ে বঙ্গলিপির বিবর্তন কাল আরো দুই শতাব্দী আগে অনুমিত হ'তে পারে।" (দ্রঃ গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার 'The Palaeography of India' গ্রন্থের অনুবাদক অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ সমাজদারের মন্তব্য। 'প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ ৮১)। বঙ্গলিপি যদি প্রাদেশিক লিপি হয়, নাগরীলিপিও তাহলে প্রাদেশিক। অন্ততঃ তা-ই ছিল। পরবর্তীকালে একে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা হ'য়েছে। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ডঃ অনন্তলাল ঠাকুর মহোদয়ের মত উল্লেখ করছি। "অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশে পূর্বভারতীয় লিপিতেই সংস্কৃতের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। দশম-একাদশ শতকের শিলালেখ, তাম্রলেখ এবং হস্তলিখিত পুঁথিতে আমরা পূর্বভারতীয় লিপির পরিনিষ্ঠিত রূপ দেখিতে পাই। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার প্রচলন সেই সময় হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ইহার নিদর্শন তিব্বত হইতে রাহুল সাংকৃত্যায়নের দ্বারা সংগৃহীত তথা এশিয়াটিক সোসাইটিতে বর্তমান নানা বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায়। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা করাই উচিত বলিয়া মনে করি। দেবনাগর লিপি বঙ্গীয় লিপির মতই প্রাদেশিক লিপি। সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে উহাকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে গ্রহণের চেষ্টা হইয়াছিল। এখনো যদি আমরা সংস্কৃত ভাষাকে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে চাই তবে প্রাদেশিক লিপিতেই তাহা করা সম্ভব হইবে।" (মৎ-সম্পাদিত বর্তমান 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' ডঃ ঠাকুরের আশীর্বচন)।

প্রবহমান সংস্কৃতভাষা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন লিপিতে রক্ষিত এবং পঠিত হয়েছে। সুতরাং বাংলা হরফে সংস্কৃত গ্রন্থ পড়লে বা লিখলে অমর্যাদার কোন' প্রশ্ন নেই — একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। আমাদের দাদু-বাবা-কাকারা সংস্কৃত পড়েছেন বাংলা অক্ষরেই। এপার বাংলা-ওপার বাংলার হাজার হাজার টোল চতুষ্পাঠীতে লক্ষ লক্ষ পুঁথি ছিল বাংলা অক্ষরে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কলাপ-হরিনাম-মুগ্ধবোধ-সারস্বত ইত্যাদি ব্যাকরণ, স্মৃতিশাস্ত্রাদির অসংখ্য গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল এবং সমগ্র বাংলা (এপার-ওপারে), আসাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে সকলের ঘরে ঘরে সেই সব গ্রন্থ শোভা পেত। তাঁরা কেউই সংস্কৃত শেখেননি বা কম জানতেন — এরকম প্রশ্নও কেউ কোন দিন তুলতে পারবে না। সুতরাং আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাও বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত পড়লে কম শিখবে — এ ধারণা অমূলক, ভিত্তিহীন।

এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডের সংখ্যা অসংখ্য। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগেও প্রায় সব বিষয় ছাত্র পড়ে বাংলা মাধ্যমে, অধ্যাপক পড়ান বাংলা মাধ্যমে, ছাত্ররা উত্তর লেখে বাংলা মাধ্যমে — অথচ প্রশ্নপত্রটি কেবল ইংরেজীতে। এইরকম অব্যবস্থার নমুনা পৃথিবীতে কোথাও আছে কি না জানি না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র দেখুন — তাহলেই বুঝবেন। ইদানীং দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. স্তরের প্রশ্নপত্রে ইংরেজীর অনুবাদ বাংলা থাকছে (লক্ষ করবেন — মূল হল ইংরাজী, বাংলা অনুবাদ), এম.

এ.-তে নয়। কী কারণ? বি.এ. স্তরেই যদি করলেন এম.এ. স্তরে নয়. কেন? ছাত্ররা বি.এ. পাশের পর নতুন করে ইংরেজী জ্ঞান অর্জন করছে নাকি? কে দেবে এর উত্তর? অধিকাংশ অধ্যাপক এই 'ব্যবস্থা' যে অব্যবস্থা তা জানেন — জানলেও অনুবাদ কর্মের 'ঝামেলা'য় জড়াতে চান না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীরব থাকছেন। আমরা 'মাতৃভাষা'র জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে দায় সারছি। অথচ যেদিন থেকে উচ্চতর শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার অনুমোদিত হয়েছে (এবং কার্যতঃ শতকরা ৯৯ জন ছাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা ক'রছেন) সেদিন থেকেই শিক্ষকদের উপর এই নৈতিক দায়িত্ব বর্তেছে যে প্রশ্নপত্রও মাতৃভাষাতেই হবে (প্রয়োজনে ইংরাজী অনুবাদ থাকবে)। অতি সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে ছাত্রদের স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে তাঁরা নির্বিকার থাকছেন, অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা করছেন।

বর্তমান 'মুখবন্ধ' প্রণেতা 'অংগ্রেজী হঠাও' এর দলে নন। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অংশীদার হ'তে গেলে ইংরেজী জানতেই হবে এটা তিনি জানেন। আন্তর্জাতিক এমনকী হয়ত জাতীয় স্তরেও ইংরাজীর বিকল্প নেই। তার জন্য দরকার ইংরাজীকে গুরুত্ব সহকারে পড়ানো। সেখানে শিথিলতা এনে কেবলমাত্র 'প্রশ্নপত্রে'র মাধ্যমে ছাত্রদের ইংরাজীতে শিক্ষিত করা যায় কি? — এটাই তাঁর প্রশ্ন।

নাগরী হরফ না জানলে নাগরী লিপিতে লিখিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ পড়া যাবে না, জাতীয় স্তরে পরীক্ষায় অসুবিধা থাকবে — ইত্যাদি সত্য কথা। প্রকৃতপক্ষে শুধু সংস্কৃত গ্রন্থ নয়, নাগরী হরফে মুদ্রিত যেকোন' বিষয়ে রচিত গ্রন্থই এই অঞ্চলের লোকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে হিন্দীভাষায় মুদ্রিত পাঠ্য এবং গবেষণাগ্রন্থের পরিমাণ বিপুল। বিষয়বৈচিত্র্য এবং মানেও তা উত্তম। এমতাবস্থায় নাগরীলিপি এবং হিন্দী ভাষার জ্ঞান যে কোন' শিক্ষার্থীরই একান্ত প্রয়োজনীয়। ইংরেজী না জানলে যেমন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করা কঠিন, ঠিক তেমনি হিন্দী না জানলে ভারতবর্ষের বিদ্যাভাণ্ডারের সদুপযোগ করা যাবে না — তা সাহিত্য, ইতিহাস, এমনকী বিজ্ঞান বিষয়েও। সুতরাং সকল বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই নাগরী শিখুক — এটা অবশ্যকরণীয়।

ব্যবহারিক জীবনেও হিন্দী ভাষা এবং হিন্দী লিপি সারা ভারতে ব্যাপ্ত। সুতরাং ঐ লিপি জানা থাকা ভারতবাসী হিসাবে সকলেরই প্রয়োজন, কেবল সংস্কৃত ছাত্রদের নয়। তবে নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত না পড়লে সংস্কৃত শেখা যাবে না, সংস্কৃত বইয়ের মান কমে — ইত্যাদি কথা সর্বৈব মিথ্যা — এটাই বক্তব্য। দেবনাগরী (হিন্দী) অক্ষরের প্রতি ভীতি সংস্কৃত পাঠের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এবং তা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা কিংবা অহিন্দীভাষী যেকোন' রাজ্যের সংস্কৃতচর্চা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য — একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

বঙ্গীয় উচ্চারণে বর্গীয় ব (ৰ) এবং অন্তঃস্থ ব (ব)-এ পার্থক্য রক্ষিত হয় না — লিপিও এক। শ-ষ-স কিংবা ণ-ন এর উচ্চারণেও পার্থক্য প্রায়শই থাকে না — লিপি কিন্তু পৃথক। সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রণ করতে গেলে বর্গীয় 'ৰ' এবং অন্তঃস্থ 'ব' এর পার্থক্য দেখানো একান্ত জরুরী। এই গ্রন্থের সমস্ত সংস্কৃত অংশে (মূল, রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা', ব্যাকরণের সূত্র, অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধৃতি) বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ ব এর লিপ্যন্তর 'ৰ' এবং

'ব' — এইভাবে করা হয়েছে। নাগরী হরফে বর্গীয় ৰ (ব) এর সঙ্গে তাতে সাদৃশ্যও রক্ষিত হয়। প্রায় পনের বৎসর ধরে আমার সম্পাদিত 'ধ্বন্যালোক', 'মেঘদূত ও সৌদামনী' প্রভৃতি গ্রন্থে এইভাবেই দুই ৰ-ব এর পার্থক্য মুদ্রিত হয়েছে এবং সৌভাগ্যের বিষয় ইদানীং অনেকেই তা-ই গ্রহণ করেছেন।

এই গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ প্রভৃতিতে এবং সাধারণ ভাবে সর্বত্র চলিত-ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে চলিত-ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে বহু ক্ষেত্রেই তা কেবলমাত্র ক্রিয়াপদের চলিত-করণে পর্যবসিত হয়। বিশুদ্ধ চলিত বাংলাভাষায় ধ্রুপদী সাহিত্যকে স্বমহিমায় রাখা দুরূহ ব্যাপার। অনুবাদের ক্ষেত্রে চলিত প্রতিশব্দ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয় হয়। একটা উদাহরণ, দেওয়া যেতে পারে — 'অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ ৰাহূ' (১.১৯) এই অংশের চলিতভাষায় অনুবাদ করতে গেলে — 'ঠোঁট', 'নরম ডালের মত হাত' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করতে হয়। তা ভালো মনে হয়নি। এরকম ক্ষেত্রবিশেষে সাধু শব্দের প্রয়োগ থেকে গেলেও ভাষা চলিতানুগ করারই চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থে মূলকে অংশে অংশে ভাগ করে উপস্থাপনা করা হয়েছে। ১.১ বলতে প্রথম অঙ্কের প্রথম অংশ, ৭.২৫ বলতে সপ্তম অঙ্কের পঁচিশ অংশ — এরকম বুঝতে হবে। শ্লোকের সংখ্যা শ্লোকের পরে দেওয়া আছে। অংশের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। এই অংশবিভাগ সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে করা হয়েছে। এইভাবে অংশতঃ ভাগ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। নাটকে শ্লোকাকারে গ্রথিত নয় এমন অংশের কোন' উল্লেখ করতে গেলে, এইভাবে ভাগ করা না থাকলে, 'অমুক অঙ্কের অমুক শ্লোকের পরে অমুক পঙ্‌ক্তিতে' — এভাবে উল্লেখ করতে হয়। অথবা শুধু 'অমুক অঙ্কে' — এইভাবে বলতে হয়। কোন'টাই অভিপ্রেত নয়। প্রথম ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তি গোণার প্রয়াস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা। **আশা করি, এই অংশ-ভাগ দুয়েরই সমাধা করবে।**

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অগ্রজ-অনুজ সহকর্মীদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহামহোপাধ্যায় ডঃ অনন্তলাল ঠাকুর, ডঃ সুরেশ এ. উপাধ্যায় (মুম্বাই), ডঃ শ্রীনিবাস রথ (উজ্জয়িনী), ডঃ সত্যপাল নারঙ্গ (দিল্লী), ডঃ গৌতম প্যাটেল (আহমেদাবাদ), কবি শেষেন্দ্র শর্মা (হায়দ্রাবাদ), ডঃ আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ ভবতারণ দত্ত, ডঃ গণেশ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বটকিশোর দালাই (পুণা), ডঃ দীপক শর্মা (গৌহাটী), ডঃ সীতানাথ দে (ত্রিপুরা), ডঃ মুনীশচন্দ্র যোশী (দিল্লী), ডঃ অলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অঞ্জলিকা মুখোপাধ্যায়, তাপস বাগচী, ডঃ বিদ্যুৎবরণ ঘোষ — এঁদের এই গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এঁরা কালিদাস সম্পর্কে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমায় নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অন্যভাবে আমার উৎসাহ বর্ধনের কারণ হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ডঃ পবিত্র সরকার সর্বভারতীয় পরিচিতির সুযোগের হাতছানি উপেক্ষা করেও বাংলা ভাষায় এই নাটক সম্পাদনা করায় আমাকে বহুবার সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য মুখবন্ধ লিখে দিয়ে তিনি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হয়েছেন।

আমার ছাত্র ডঃ দুলাল ভৌমিক এবং তার পত্নী ডঃ কল্পনা ভৌমিক (দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত), সুখচর কাঠিয়াবাবা আশ্রমের সঞ্চালক স্নেহভাজন বৃন্দাবনবিহারী দাস, ত্রিপুরা ভোলানন্দ সেবাশ্রমের স্বামী কৃপালান্দ গিরি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রদ্ধেয় ত্যাগাত্মানন্দ স্বামী, বাংলাদেশ 'সৎসঙ্গ' পরিচালক ডঃ রবীন্দ্র কুমার সরকার — এরকম আরো অনেকে আমাকে উৎসাহ প্রদানে এবং শুভকামনায় সিঞ্চিত করে রেখেছেন। এঁদেরও ধন্যবাদ।

সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ আমায় যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রভারতীর প্রধান গ্রন্থাগারিক বন্ধুবর শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল মহাশয়ের সাহায্য এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে অধ্যয়নের সুষ্ঠু পরিবেশ প্রদান ক'রে ইনি আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার ভাজন হয়েছেন। স্নেহাস্পদ শ্রীমান কালীসাধন, কল্লোল, অরণ্য, কৌশিক, মৃন্ময় এবং আরো অনেকে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করে। আমি ওদের অভ্যুদয় প্রার্থনা করি। বন্ধুবর শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দে, ছাত্র ডঃ শুভেন্দু এবং ডঃ বন্দনা এদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রকাশন সংস্থার পরিচালকের কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। সে আমার এতাবৎ প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থের প্রকাশক। ভবিষ্যতেও একাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাকে অনুরোধ করে রেখেছে। শ্রীমান দেবাশিস আমার হাতে কাগজ-কলম ধরিয়েই রেখেছে। তাঁকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি। অলমিতি —

২২শে জুলাই, ২০০৫
বাগবাজার, কোলকাতা- ৭০০ ০০৩

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

আশীর্বাণী

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ অনন্তলাল ঠাকুর

প্রখ্যাত নৈয়ায়িক, লিপি ও পুঁথি বিশেষজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত, বৈদ্যবাটি।

রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র সংস্কৃতের দুর্দিনেও অত্যল্প কালমধ্যে তিনটি সংস্করণ এবং ততোধিক মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের এবং অবাক হইবার মত ঘটনা। এই গ্রন্থ স্বমর্যাদায় ছাত্র-অধ্যাপক-সাধারণ পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহাতে সুবিস্তৃত ভূমিকা আছে, মূল আছে, বিসন্ধি আছে, অন্বয় আছে, প্রতিটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আছে, অনুবাদ আছে, রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকা আছে, ব্যাকরণাদির আলোচনা আছে ('সুষমা') এবং তদুপরি আছে সম্পাদকের রসোপলব্ধির পরিচায়ক 'অধ্যাপনা' ব্যাখ্যা। সকল অংশই প্রয়োজনীয়, কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় নহে।

গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহা আদ্যন্ত বঙ্গাক্ষকে মুদ্রিত। গতানুগতিকভাবে তিনি যে নাগরীলিপির (বিশেষতঃ মূলাংশে) আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই — তাহা তাঁহার সাহস এবং যুক্তিনিষ্ঠতার প্রমাণ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশে পূর্বভারতীয় লিপিতেই সংস্কৃতের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। দশম-একাদশ শতকের শিলালেখ, তাম্রলেখ এবং হস্তলিখিত পুঁথিতে আমরা পূর্বভারতীয় পরিনিষ্ঠিত রূপ দেখিতে পাই। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার প্রচলন সেই সময় হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ইহার নিদর্শন তিব্বত হইতে রাহুল সাং কৃত্যায়নের দ্বারা সংগৃহীত তথা এসিয়াটিক সোসাইটিতে বর্তমান নানা বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায়। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা করাই উচিত বলিয়া মনে করি।

দেবনাগর লিপি বঙ্গীয় লিপির মতই প্রাদেশিক লিপি। সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে উহাকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে গ্রহণের চেষ্টা হইয়াছিল। তবে তখনও প্রাদেশিক নানা লিপিতে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ বন্ধ হয় নাই। এখনো যদি আমরা সংস্কৃত

ভাষাকে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করিতে চাই তবে প্রাদেশিক লিপিতেই তাহা করা সম্ভব হইবে। সংস্কৃত ভাষাকে বাঁচাইতে গেলে, সংস্কৃতের ঐশ্বর্যকে বাঙালীর জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে হইলে, বঙ্গলিপিতেই সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশ করিতে হইবে। অন্যথায় তাহা মুষ্টিমেয় সংস্কৃত পণ্ডিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। তাহা কখনোই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই গ্রন্থের ভূমিকাংশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সম্পাদকের পরিশ্রমের পরিমাপ করা যাইবে। যাহা লিখিয়াছেন — তাহা অনেক। সেই সঙ্গে আরো এক-আধটি বিষয় যোগ করিয়া (মূলাংশ বাদ দিয়া) একটি পৃথক্ গ্রন্থও প্রকাশিত হউক — এই ইচ্ছা পোষণ করি। বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় অঙ্কের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে সত্যনারায়ণবাবু যথেষ্ট যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাহাকে সাধারণভাবে 'অতিরিক্ত', 'অশ্লীল' অংশ বলিয়া ভাবা হয়, তাহা যে সত্য নয় — এই কথা বুঝাইবার জন্য তিনি বঙ্গীয় সংস্করণের সেই অংশগুলি অনুবাদসহ ভূমিকাংশে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ। কালিদাসের আবির্ভাব কাল, তাঁহার রচনাসমূহের পৌর্বাপর্য ইত্যাদি বিষয় এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করায় গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

মূল অংশের প্রথম মঙ্গল শ্লোকের ব্যাখ্যাদিতে সম্পাদক মহাশয় ছাপার অক্ষরে বারো পৃষ্ঠারও অধিক ব্যয় করিয়াছেন। প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৩/৩৪ লাইন। ভাবিতে অবাক লাগিতে পারে। কিন্তু যখন এই মঙ্গলশ্লোকের ব্যাখ্যায় — পৃথিবীতে আদি সৃষ্টি জল কেন নয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা এবং উপনিষদাদিতে সেই কথার সমর্থনের উল্লেখাদি দেখি কিংবা শ্লোকটিকে 'নান্দী' বলা যায় না কেন তাহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দেখি — তখন আর এই বিস্তৃতি পল্লবন বোধ হয় না, বরং প্রয়োজনীয়ই বোধ হয়। প্রতি অংশেই একইভাবে ব্যাখ্যা। রাঘবভট্টের টীকা পুরাপুরি দিয়াছেন — সংক্ষেপ করেন নাই। এই টীকা সংযোজন করায় গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ ছাত্র তাহা পড়িবে কিনা, পড়িলেও কতটুকু পড়িবে — তাহা আদৌ বিচার্য নয়। শিক্ষকেরা তাহা অবশ্য পড়িবেন, অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা এবং গবেষকেরাও তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবেন। গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্যও নজর এড়াইবে না ঃ বাঙালী কবি-সমালোচকদের অনুবাদ, মতামত এবং বৈষ্ণব কবিদের রচনায় তুলনীয় শ্লোকসমূহের বিস্তৃত পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। ইহাতেও মহান উপকার সাধিত হইয়াছে।

আমি আর অধিক কিছু লিখিব না। সত্যনারায়ণবাবু পরিশ্রমী।......তিনি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা কিংবা সম্পাদনা করিয়াছেন। কালিদাসের বাকী কাব্যনাটকের অনুরূপ সম্পাদনার জন্যও তিনি উদ্যমী হইলে আমি সুখী হইব।

সংস্কৃত সাহিত্যের আস্বাদ পাইতে উৎসুক পাঠকবর্গ বর্তমান সম্পাদকের শ্রমের মর্যাদা দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তিনি তাহা পাইবেন।

Mahāmahopādhyāya Professor Dr. Satya Vrat Shastri

Ex-Vice-Chancellor , Sri Jagannath Sanskrit University, Puri.

The Abhijñāna-śakuntalam, edited by Dr. Satyanarayan Chakraborty with the editor's own exposition 'Adhyāpanā' in Bengali along with Rāghavabhaṭṭa's commentary is an unique contribution to Kālidāsa-study. The exposition illuminates numerous points which apparently appears to be obscure. The critical notes have added further weight to the value of this work. The learned Introduction contains a wide range of discussion on various issues relating to Kālidāsa in general and Śākuntala in particular. The discussion on the acceptability of the third Act of this drama in Bengal recension deserves special mention in this regard. I congratulate Dr. Chakraborty for this fine piece of work. Students, researchers and general readers will immensely benefit from this edition and will heartily welcome this well produced and beautifully brought out publication for considerable informative and well-depicted material therein. I like to see some other editions of Kālidāsa's works published by Dr. Satyanarayan Chakraborty soon.

প্রাক্‌কথন

বছরখানেক আগে সম্পন্ন হল মহাকবি গ্যয়টে 'শকুন্তলা' পড়ে যে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করেছিলেন তার দ্বিশতবর্ষের স্মরণ-উৎসব।

উইলিয়াম জোন্‌স প্রথমে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাধাকান্তের কাছে সংস্কৃত ভাষাতেও কিছু নাটক লেখা হয়েছে এবং তার মধ্যে 'শকুন্তলা' শ্রেষ্ঠ — এই খবর পেয়েছিলেন তিনি। ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত হল ওই অনুবাদ SACONTALA/or/ THE FATAL RING। মনিয়ের উইলিয়ামস আমাদের জানাচ্ছেন যে, জোন্‌সই ইয়োরোপের জন্য 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌'-কে প্রথম আবিষ্কার করেন। আমরা এও জানি যে এর পাঁচ বছর আগে জোন্‌স আরেকটি আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর মানুষকে জানান। সে হল সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রিক, লাতিন ইত্যাদি ভাষার অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই অনুমান যে, পরের ভাষাগুলি হয়তো সংস্কৃত থেকে জন্মেছে ; না হয়তো এ ধরণের সব ভাষাই এখন বেঁচে নেই এমন একটি ভাষা থেকে জন্মেছে। প্রথমটি নয়, শেষের অনুমানটিই ঠিক বলে পরে সাব্যস্ত হয়েছে।

জোন্‌সের দুটি আবিষ্কারই ইয়োরোপের বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানচর্চার পরিধিকে যেমন বাড়িয়েছে, তেমনই তার আত্মবোধকেও স্পষ্ট করেছে তার সভ্যতাসংস্কৃতির ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ করে। ইয়োরোপের অহমিকাতে আঘাত করে তার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন করেছে।

সংস্কৃত ভাষা ভিত্তিক জোন্‌সের ওই অনুমান যে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে তা সকলেরই জানা। কিন্তু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' আবিষ্কারও ইয়োরোপের কাছে কম বিপ্লবাত্মক হয়নি।

হয়েছে নানাদিক থেকেই প্রথমত ইয়োরোপ পেয়েছে নাটকের একটি নতুন মডেল বা আদর্শ। গ্যয়টে যে বলেছিলেন 'শকুন্তলা'-তে পাওয়া যাবে "die Blumen des fruehen die Fruchte des spaeteren" যার অনুবাদ কেউ কেউ করেছেন 'বসন্তের ফুল' আর 'শরতের ফুল', আবার রবীন্দ্রনাথ (মনিয়ের উইলিয়ামসের অনুবাদ অনুসরণে) করেন 'তরুণ বৎসরের ফুল' ও 'পরিণত বৎসরের ফল' — তা সেই মুহূর্তে ইয়োরোপীয় নাট্যাদর্শে অনুপস্থিত ছিল। যে শিলার শকুন্তলা পড়ে গ্যয়টের মতোই অভিভূত তাঁর এবং অন্যান্যদের নাটকগুলির কথা আমরা এ প্রসঙ্গে খেয়াল করতে

পারি। নাটকে Sturm und Drang বা 'ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃখকষ্ট'-এর চড়া সুরের ঘাত-প্রতিঘাত তখনকার দিনে জার্মানিতে শিলার, ভাগ্নার, লেন্ট্স, বুর্গার প্রভৃতির নাটককে ক্লিষ্ট করেছে। শুধু জার্মানি কেন, পুরো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপেই এই ধরণের মারদাঙ্গা চিৎকার-চ্যাঁচামেচির নাটকের জয়জয়কার। সেখানে জোন্সের ইংরেজি থেকে ফর্স্টারের করা জার্মান 'শকুন্তলার' প্রকাশ (মে, ১৭৯১) নিশ্চয়ই এক ভিন্নতর এবং পূর্ণাঙ্গতর নাট্যাদর্শ উপস্থিত করেছিল। বিখ্যাত জার্মান মনীষী হার্ডারও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন এই বলে যে, শকুন্তলা'র মতো সৃষ্টি পৃথিবীতে দুহাজার বছরে একবার হয়।

জার্মানদের উচ্ছ্বাসের অবশ্য আরও একটা কারণ ছিল। ওই সময়টা জার্মানিতে রোমান্টিকতার জাগরণ ঘটেছে, জার্মানভাষী গোষ্ঠীগুলি আত্মসচেতন হয়ে আত্মআবিষ্কারে উদ্যোগী হয়েছে। তার একটি অঙ্গ হল অতীত আবিষ্কার, এবং নিজেদের অতীত সম্বন্ধে গৌরব বোধ করার আকাঙ্ক্ষা। সংস্কৃতভাষা জার্মানভাষার নিকট জ্ঞাতি, এবং 'Holy land' ভারতের সঙ্গে জার্মানদের একটি সুদূর আত্মিক যোগসূত্র আছে — এই চিন্তা জার্মানদের আত্মশ্লাঘাকেই আরও উদ্দীপিত করল। 'শকুন্তলা'-সংক্রান্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই আত্মগৌরবের উপাদান কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু তাহলে তা এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হত কিনা সন্দেহ। কারণ আমরা এই বিংশ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত লক্ষ্য করি, জার্মান নাট্যবিদ্দের মধ্যে 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে আগ্রহ এবং উৎসাহ সমান থেকে গেছে। আমরা দেখেছি বেরটোল্ট ব্রেশ্ট এবং তাঁর সহযোগী এরভিন পিসকাটর দুজনেই তাঁদের নাট্যগোষ্ঠীকে দিয়ে 'শকুন্তলা' নাটকের রিহার্সাল করাচ্ছেন। শুধু অভিনয়ের জন্য নয় — 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের মহড়াতে শিল্পীদের নিযুক্ত করতে পারলে অন্য ধরণের জীবন-অভিজ্ঞতার শিক্ষা যেমন হয়, তেমনই ভিন্ন এক নাট্যিক ডিসিপ্লিনেরও শিক্ষা হয়। হৈ-হুল্লোড় নয়, ভয়ংকর নাটকীয় সংলাপ ও ঘাত-প্রতিঘাত নয়, বিপুল ধ্বংস বা প্রবল উচ্ছ্বাস নয় — তা জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশ, আস্তে আস্তে ফুলের ফুটে ওঠার মতো। জাপানের 'নো' নাটকও এই একইভাবে ধ্যানের কাব্যময় নাটক হয়ে ওঠে রসিকের উপভোগে, যেখানে ছন্দময় একটি ছোট্ট পদক্ষেপ, জামার হাতার একটি ছোট আন্দোলনই অনেকখানি কথা বলে। এই সূক্ষ্মতর নাটকীয়তার জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য এখন আরও বেশি করে উৎসুক ও উন্মুখ হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে 'শকুন্তলা' ইয়োরোপকে দু-ধরণের অভিজ্ঞতাই দিয়েছে। তার নিজের ধরণের নাট্যিকতা তাতে যথেষ্টই আছে। রুই মাছের আংটি গিলে ফেলা, পরে সেই মাছের পেট থেকে সেই আংটি পাওয়া, বিদূষকের কথাবার্তা, শকুন্তলার প্রেমব্যাকুলতা ও সখীদের হাস্যপরিহাসের মধ্যে আছে রোমান্টিক কমেডির লক্ষণ। কিন্তু ইয়োরোপে

যা ছিল না তা এই স্বর্গমর্ত্যের সন্নিধান, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ওই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের সম্মিলন ওই অনুশোচনা ও আনন্দের সংযোগ।

ভারতীয় সংস্কৃত নাটকেও এই ব্যাপ্তি অন্যত্র নেই। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে যেটি বহুল পরিচিত প্যাটার্ন — রাজার একাধিক রানি এবং পাটরানি সত্ত্বেও একটি নতুন মেয়ের প্রেমে পড়া এবং নানা কৌতুকময় ঘটনা ও ছদ্ম উৎকণ্ঠার পর তার সঙ্গে মিলন, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' তা থেকে সম্পূর্ণতই আলাদা। এখানে আছে তীব্র দুঃখ, প্রবল আঘাত — একটি নারীর সংসারের কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া। আছে অনুশোচনা। দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ যে দুঃখ ও অনুতাপের কথা বলেছেন তার বেশিরভাগটাই বর্তেছে নারীর উপর, শকুন্তলার উপর। দুষ্মন্তকে তা খুব প্রান্তিকভাবে স্পর্শ করেছে মাত্র। ভালোবাসা ছিল শকুন্তলার সমগ্র পৃথিবী — তা থেকেই হল তার ধিকৃত নির্বাসন। সেখানে দুষ্মন্ত ছিল তার প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যে স্থিত। শকুন্তলার সঙ্গে অন্তিম মিলনে তার যে আনন্দ তাতে প্রিয়ামিলনের সুখের চেয়ে পুত্র ও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী লাভের আনন্দই হয়তো বেশি — এ সন্দেহ আমাদের না জেগে পারে না। পুরুষপ্রধান সমাজে এরকমই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ওই দুঃখ ও অনুশোচনাই প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটক থেকে শকুন্তলাকে পৃথক করে, মহত্তর অবস্থান দেয়।

ডঃ শ্রীমান সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর বিসন্ধি, বাংলা প্রতিশব্দ, অনুবাদ, রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতিনিকা' টীকা, 'সুষমা' পদব্যাখ্যা এবং ভাবার্থপ্রকাশ 'অধ্যাপনা' সহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন, বর্তমানে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বাংলার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতের মহৎ গ্রন্থগুলির পরিবেশন করলে বাংলা ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হবে তেমনই সংস্কৃতের ধ্রুপদী সাহিত্যেরও প্রচার এবং স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হবে। দেড়শ বছর আগে সংস্কৃত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রায় একই কথা ভেবেছিলেন। বাংলাভাষীদের সংস্কৃত ও ইংরেজি শিখতে হবে, সংস্কৃত ভাষীদেরও ইংরেজি শিখতে হবে — কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য হবে "the creation of an enlightened Bengali literature"। যে-বিদ্যা মাতৃভাষার চর্চাকে পুষ্ট করে না বিদ্যাসাগরের কাছে সে বিদ্যা নিরর্থক ছিল বললেই হয়। আমরা মনে করি, যেকোনো বিদ্যা সার্থক ও সঞ্জীবিত হয় নিজের ভাষার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হলে। ডঃ চক্রবর্তীর কাজ সফল হয়েছে, বাঙালি পাঠককুলের কাছে তাঁর গ্রন্থ সমাদৃত হয়েছে। আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

পবিত্র সরকার

প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব

সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব কবে এবং কিভাবে হয়েছে তার কোন প্রামাণিক তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে খুব প্রাচীন কালেই যে সংস্কৃত নাটক ছিল তার প্রমাণ আছে। আদিকাব্য রামায়ণে 'নট', 'নর্ত্তক', 'নাটক' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তুঃ "নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ" (২.৬৭.১৫) ; "নাটকান্যপরে প্রাহুঃ" (২.৬৯.৪)। মহাভারতেও "পশ্যন্তো নটনর্ত্তকান্" (২.২১৮.১০) ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। 'রঙ্গাবতারী', 'রঙ্গোপজীবী' প্রভৃতি শব্দও উপনিষদ্, হরিবংশ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে দেখা যায়। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে শিলালি এবং কৃশাশ্বের নটসূত্রের কথা আছে। তুঃ "পারশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" (৪.৩.১১০), 'কর্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ' (৪.৩.১১১)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'শৌভিক', 'শৌভিকা' প্রভৃতি শব্দের (৩.১.২৬) প্রয়োগ নাট্যরঙ্গের অস্তিত্ব সূচনা করছে। মহাভারতের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে শুরু বলে সাধারণভাবে স্থির হয়েছে। রামায়ণ তারও দু এক শতক আগে বলে অনুমান। পাণিনির আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম (মতান্তরে চতুর্থ) শতক বলে অনেকে বলেছেন। এইসব গ্রন্থে উল্লিখিত 'নট' 'নর্তক' প্রভৃতি যদি নাটকের অভিনেতাকে নির্দেশ করে থাকে ('যদি' বলার কারণ এই যে, কোন' কোন' পণ্ডিত এইসব শব্দের যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন) তবে তারও পূর্বে নাট্যশাস্ত্রের এবং নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। মগধরাজ বিম্বিসার নাগরাজাদের সম্মানার্থে নাটক রচনা করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বৌদ্ধ অনুশাসনে এবং জৈন গ্রন্থেও নাটকের উল্লেখ আছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'বলিবন্ধ' এবং 'কংসবধ' নামে দুটি নাটকের নামও বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। বর্তমানে যে আকারে এই গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে তা মূল কোন গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ মনে হয়। বর্তমান 'নাট্যশাস্ত্র' প্রথম খৃষ্টাব্দের রচনা বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ভাষা নেই অথচ ব্যাকরণ আছে — এ যেমন হয়না, তেমনি নাট্যসাহিত্য না থাকলে নাট্যশাস্ত্র রচনারও প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র পূর্বেই যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ছিল তার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' রূপকের দশ ভেদ এবং পরবর্তীকালে উপরূপকের আঠারো রকমের ভেদ স্বীকার থেকেই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশালতার অনুমান করা চলে।

সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব বিষয়ে 'নাট্যশাস্ত্রে' বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা মানুষের তৃপ্তির জন্য ঋগ্‌বেদ থেকে পাঠ, সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস গ্রহণ করে পঞ্চম নাট্যবেদের সৃষ্টি করেন। তুঃ "জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ। যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥" এও বলা হয়েছে যে মহাদেব তাণ্ডব এবং পার্বতী লাস্য নৃত্যের অনুষ্ঠান করেন এবং বিষ্ণু নাট্যরীতি প্রণয়ন করেন। দেবস্থপতি বিশ্বকর্মা স্বর্গরাজ্যে

অভিনয়ের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেন। ভরতের ব্যবস্থাপনায় স্বয়ং ব্রহ্মার লেখা 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটক অভিনীত হয়। ব্রহ্মার লেখা 'অমৃত-মন্থন' এবং 'ত্রিপুর-দাহ' নামে অন্য দুখানা নাটকের কথাও 'নাট্যশাস্ত্রে' আছে। এই মতের ঐতিহাসিক সত্যতার অনুসন্ধান করা সম্ভব না হলেও সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তিতে ধর্মের যে ভূমিকা আছে তা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। প্রথম নাটকের উপজীব্য দেবগণের দ্বারা দানবদের পরাভব ; পরবর্তী নাটকদুটিতেও ('অমৃত-মন্থন', 'ত্রিপুরদাহ') দেবতাদেরই কীর্তি বিষয়বস্তু।

ঋগ্‌বেদে এমন কতগুলি সূক্ত আছে যা কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত। এগুলিকে বলা হয় সংবাদ-সূক্ত (Dialogue Hymn)। যেমন, যম-যমী সংবাদ (১০.১০), পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ (১০.৯৫), পণি-সরমা সংবাদ (১০.১০৮) প্রভৃতি। এই মন্ত্রগুলিতে যে সংলাপ আছে তাই সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতম রূপ বলা যেতে পারে। কালক্রমে এই সংলাপের সঙ্গে অভিনয়, নাচ-গান যোগ হয়ে নাটকের বর্তমানরূপ এসেছে। এই সংবাদ-সূক্তগুলির কোন পৃথক্ দ্রষ্টার নাম নেই এবং সম্ভবতঃ প্রথমাবস্থায় এগুলির যজ্ঞীয় ব্যাপারে প্রয়োগও ছিল না। এছাড়াও বৈদিক-সাহিত্যের মধ্যে বহু স্থানে নাটকীয় উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, মহাব্রত নামক উৎসবের মধ্যে, সামবেদের সঙ্গীতাংশের মধ্যে, ধর্মমূলক নৃত্যের মধ্যে এবং কাহিনী-মূলক মন্ত্রসমূহের মধ্যে নাটকের বীজ লক্ষ্য করা যায়। সোমযাগে সোমবিক্রেতাকে সোমের মূল্য না দিয়ে প্রহার করে বিদায় দেওয়ার এক অনুষ্ঠান আছে। সম্ভবতঃ গন্ধর্বদের ঠকিয়ে দেবতাদের সোমগ্রহণের অতীত ঘটনার অভিনয় ছিল এই অনুষ্ঠান। দীর্ঘকালীন বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মধ্যে মধ্যে বিরতি হিসাবে সংবাদ-সূক্তগুলি পড়া হ'ত। কোন' কোন' পণ্ডিত এগুলিকে ধর্মীয় নাটকই বলতে চেয়েছেন। 'সুপর্ণাধ্যায়' নামে এক পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থকে অনেকে পরিপূর্ণ নাটকই বলেছেন।

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তিতে ধর্মীয় ব্যাপারের ভূমিকা থাকলেও তা মূলত মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। কোন' রাজার বিশেষ যুদ্ধজয় বা বীরত্বের সাংবৎসরিক স্মরণ-অনুষ্ঠানেরও নাটকের উৎপত্তিতে অবদান আছে।

অধ্যাপক পিশেল এই মত পোষণ করেন যে—সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হয় পুতুল-নাচ থেকে। 'সূত্রধার' 'স্থাপক' প্রভৃতি সংস্কৃত নাট্য-সম্পর্কিত শব্দ পুতুল-নাচের সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তিতে ভূমিকার প্রমাণ বহন করছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

ছায়ারূপক (Shadow play)-কেও সংস্কৃত নাটকের উৎস বলে কেউ কেউ নির্দেশ করেছেন। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' ছায়া-সীতার অভিনয় প্রাচীন কালের ছায়া-রূপকের পরিণতি বলে এঁদের ধারণা।

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি গ্রীক নাটক থেকে—এরকম মত এককালে চালু ছিল। সংস্কৃত নাটকের অঙ্কবিভাগ, প্রস্তাবনা, ভারত-বাক্য, নাটকীয় চরিত্রের মঞ্চে প্রবেশ এবং প্রস্থানের রীতি, রঙ্গমঞ্চের পর্দার যবনিকা-নামকরণ এবং আরো কিছু কিছু বিষয়ের গ্রীক নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য বিবেচনা করে প্রধানতঃ অধ্যাপক উইণ্ডিশ্ এই মত প্রচার করেন। প্রাপ্ত সংস্কৃত নাটকগুলির কোনটিরই খ্রীষ্টপূর্ব আমলে রচিত হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় এবং সম্প্রতি এলাহাবাদের কাছে সীতাবেঙ্গ পর্বতগুহায় গ্রীক নাট্যমঞ্চের ভারতীয় রূপ আবিষ্কৃত

হওয়ায় এইমত কিছু গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু গ্রীক নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশী মনে হয়। যেমন, গ্রীক নাটকের ত্রিবিধ ঐক্য (দেশ, কাল এবং ক্রিয়া) সংস্কৃত নাটকে নেই। 'যবনিকা'র প্রবর্তন পরবর্তীকালে, প্রাচীন নাটকে এর উল্লেখ নেই। তাছাড়া 'যবনিকা' বলতে পারস্যদেশীয় কারুকার্যময় বস্ত্রকেই বোঝান হত—গ্রীস দেশের বস্ত্র নয়। যাই হোক, বর্তমানে গ্রীক প্রভাবে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তির মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ে আরো কিছু মত আছে। যেমন, ইউরোপের বসন্তকালীন উৎসবের মত প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসব, মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা (অধ্যাপক রিজওয়ে), কৃষ্ণ-পূজা, বিষ্ণু-পূজা, শিব-পূজা, রাম-পূজা ইত্যাদি। কিন্তু এসব মত বিচার্য। ভারতবর্ষে বসন্তোৎসবের কোন প্রমাণ নেই; ভারতীয় আর্যদের মৃত সৎকার এক নিতান্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান ; কৃষ্ণ-বিষ্ণু সংক্রান্ত নাটকগুলিই যে প্রাচীনতম ভারতীয় নাটক তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবে এইসব মতামতের বিশেষ গুরুত্ব নেই।

সংস্কৃত নাটক ভারতীয় মণীষার একটি ফল। বিদেশী নাটকের সঙ্গে (বিশেষতঃ গ্রীক নাটকের) কোন' কোন' ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও এটা প্রমাণিত হয় না যে সংস্কৃত নাটক সেই নাটক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গ্রীকরা ভারতবর্ষে বেশ কিছুকাল ছিল। সুতরাং উভয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব স্বাভাবিক ঘটনা। তবে তাকে কখনোই অপরের উৎস বলে নির্দেশ করা চলে না।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য

শ্রেণীবিভাগ

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে — দৃশ্য এবং শ্রব্য। 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ বলেছেন — "দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্।" দৃশ্য হ'ল অভিনেয় অর্থাৎ অভিনয়ের মাধ্যমে যা রসিকজনের কাছে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এধরণের সাহিত্যকে আমরা বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে 'নাটক' বলে থাকি। নাট্যশাস্ত্রকে মেনে চললে 'নাট্য', 'রূপ' বা 'রূপক' বলাই বাঞ্ছনীয় হবে। যাই হোক, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' নাট্যসাহিত্যকে দশভাগে ভাগ করা হয়েছে।

"নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ ॥
ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্যলক্ষণে।"

(নাট্যশাস্ত্র, ১৮ অধ্যায়, শ্লোক ২, ৩কখ)

অর্থাৎ (১) নাটক (২) প্রকরণ (৩) অঙ্ক (৪) ব্যায়োগ (৫) ভাণ (৬) সমবকার (৭) বীথী (৮) প্রহসন (৯) ডিম এবং (১০) ঈহামৃগ — এই হ'ল দশরকমের নাট্য।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের অন্য এক প্রধান প্রবক্তা ধনঞ্জয় তাঁর 'দশরূপক' গ্রন্থেও নাট্যসাহিত্যের অনুরূপ বিভাগ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন —

"নাটকং সপ্রকরণং ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ।
ব্যায়োগসমবকারৌ বীথ্যঙ্কেহামৃগা ইতি ॥"

(প্রথম প্রকাশ, ৮)

দেখা যাচ্ছে যে, ধনঞ্জয় ভরতমুনিকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন।

'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ অভিনেয় দৃশ্যকাব্যকে কেন 'রূপক' বলা হয় তার ব্যাখ্যা দিলেন — "তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্।" এরপর বললেন—রূপক দশ রকমের। সেই দশরকমের ভেদও ভরতানুসারীই। অতঃপর তিনি আঠারো রকমের উপরূপকের কথা বলেছেন।

"নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ ॥

কিংচ —

নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকম্।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা ॥

সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকং চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ্)

দশ রকম রূপকের ভেদতো নাটক, প্রকরণ ইত্যাদি। আঠারো রকমের উপরূপক হল—(১) নাটিকা (২) ত্রোটক (৩) গোষ্ঠী (৪) সট্টক (৫) নাট্যরাসক (৬) প্রস্থান (৭) উল্লাপ্য (৮) কাব্য (৯) প্রেঙ্খন (১০) রাসক (১১) সংলাপক (১২) শ্রীগদিত (১৩) শিল্পক (১৪) বিলাসিকা (১৫) দুর্মল্লিকা (১৬) প্রকরণী (১৭) হল্লীশ (১৮) ভাণিক্।

দেখা যাচ্ছে, নাটকের কত বিচিত্র রূপ স্বীকার করা হয়েছে। শ্রেণীবিভাগের বহর দেখেই নাট্যসাহিত্যের প্রাচুর্য্য অনুমান করা চলে। বিভাগ স্বীকারতো আর কাল্পনিক হয় না। সমলক্ষণ বিশিষ্ট বেশ কিছু সাহিত্য আছে এটা জানা থাকলেই সেগুলিকে এক-একটা গুচ্ছে ভাগ করে এবং বিশেষ নামকরণ দিয়ে শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা হয়। সুতরাং রূপক-উপরূপকের এই বিভাগই প্রতিটি শ্রেণীর বেশ কিছু নাটক ছিল এটা প্রমাণ করে। তবে দুঃখের বিষয় হল এই যে, বিপুল নাট্যসম্ভারের একটা বড় অংশ, সম্ভবতঃ বৃহত্তর অংশ, নানা কারণে আজ লুপ্ত। দু-একটি বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করার মত এক-আধখানা নাটকের নামও পাওয়া যায় না। কোন' কোন' বিভাগের নাটকের নাম বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত থাকলেও তা আজ আর পাওয়া যায় না। যাই হোক, সামান্য পরিসরে রূপক-উপরূপকের সমস্ত বিভাগের আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে প্রতিটি বিভাগের সম্ভবস্থলে একটি করে নাট্যসাহিত্যের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে মাত্র। প্রথমে রূপকের ভেদে—

নাটক—কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
প্রকরণ—শূদ্রক-বিরচিত মৃচ্ছকটিকম্।
ভাণ—লীলামধুকরঃ।
ব্যায়োগ —সৌগন্ধিকাহরণম্। বিশ্বনাথ কবিরাজ বিরচিত।
সমবকার —সমুদ্রমন্থনম্ - বৎসরাজ বিরচিত।
ডিম —ত্রিপুরদাহঃ।
ঈহামৃগ —কুসুমশিখরবিজয়ঃ।
অঙ্ক —শর্মিষ্ঠাযযাতিঃ।
বীথী —মালবিকা।
প্রহসন —হাস্যচূড়ামণিঃ

উপরূপকের ভেদে—

নাটিকা —রত্নাবলী। শ্রীহর্ষ-বিরচিত।
ত্রোটক—কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্।
গোষ্ঠী—রৈবতমদনিকা।

সট্টক —কর্পূরমঞ্জরী।
নাট্যরাসক — বিলাসবতী।
প্রস্থান—শৃঙ্গারতিলকম্।
উল্লাপ্য—দেবীমহাদেবম্।
কাব্য—যাদবোদয়ঃ।
প্রেঙ্খন—বালিবধঃ।
রাসক—মেনকাহিতম্।
সংলাপক—মায়াকাপালিকম্।
শ্রীগদিত—ক্রীড়ারসাতলম্।
শিল্পক—কনকাবতীমাধবঃ।
বিলাসিকা—অজ্ঞাত। বিলাসিকার স্থলে 'বিনায়িকা' পাঠও আছে।
দুর্মল্লিকা—বিন্দুমতী।
প্রকরণী—অজ্ঞাত। বিশ্বনাথ বলেছেন 'মৃগ্যম্'। অর্থ হল 'খুঁজে দেখতে হবে।' পাওয়া যেতে পারে — তবে দুর্লভ। তিনি পাননি।
হল্লীশ—কেলিরৈবতকম্।
ভাণিকা—কামদত্তা।

'সাহিত্য-দর্পণে' এই সব রূপক-উপরূপকের প্রতিটি বিভাগের লক্ষণসহ বিস্তৃত আলোচনা আছে। এইসব নাটকের ভাষা সংস্কৃত না প্রাকৃত, বিষয়বস্তু কল্পিত না প্রসিদ্ধ, প্রধান রস কোন্‌টি, প্রধান বৃত্তি কোন্‌টি, সন্ধির সংখ্যা কত, নায়ক-নায়িকা কারা হবেন, অঙ্কসংখ্যা কত হবে ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় এই গ্রন্থ থেকে জানা যাবে। প্রায় প্রতিটি বিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে নাটকের নামও দেওয়া হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই নাটকের নামমাত্র উল্লিখিত হয়েছে। নাট্যকারের নাম নেই। অনুমান করা চলে বিশ্বনাথের সময়েই (চতুর্দশ শতক) সেই নাটকগুলি দুর্লভ অথবা লুপ্ত হয়েছিল। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'নাটক্' এবং 'প্রকরণ' প্রচুর পাওয়া যায়। ব্যায়োগ, নাটিকা, ভাণ, প্রহসনের সংখ্যাও প্রচুর। অন্যান্য শ্রেণীর নাটকের পরিমাণ কম এবং দু-একটি বিভাগের নাটকের নামমাত্রই পাওয়া যায়।

দ্রুতি-নাট্য, দীপ্তি-নাট্য

কাব্যের বিভাবাশ্রিত চিত্তে ভাবের দু'টি অংশ — ভাব এবং অর্থ। এই দুটি স্বতন্ত্রভাবে থাকে না এটা যেমনি সত্য, তেমনি সত্য হ'ল এই যে এক একটির এক এক সময়ে প্রাধান্য থাকে। একটি প্রধান হলে আরেকটি অপ্রধান। চিত্তে হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যে দ্রুতি-শক্তির স্ফুরণে বস্তুর ভাবময় স্বরূপ বা ভাব প্রাধান্য পায়। আর চিত্তে বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাবল্যে দীপ্তি-শক্তির স্ফুরণে বস্তুর রম্যার্থময় স্বরূপ জাগ্রত হয়। যে নাটকে বুদ্ধিমাত্র দীপ্ত হয়, হৃদয় বিদ্রুত হয় না তা দীপ্তি-নাট্য আর যে নাটকে হৃদয় তৃপ্ত হয় তা দ্রুতি নাটক। 'নাটক' এবং 'প্রকরণ' ছাড়া অন্যান্য রূপককে সাধারণভাবে দীপ্তি-নাট্য বলা চলে। 'নাটক' এবং 'প্রকরণে' যে নাট্যরস তা হৃদয়ের দ্রুতির কারণ, তৃপ্তির কারণ — তাই এগুলি দ্রুতি-নাট্য। চিত্ত (হৃদয় + বুদ্ধি) এবং বস্তু (ভাব + অর্থ)—

এ থেকে এক ধারায় দ্রুতিগুণের মাধ্যমে হৃদয়ের ভাব রসচর্বণার মাধ্যমে আনন্দানুভূতির কারণ হয়। আরেক ধারায় দীপ্তিগুণ সহায় করে বুদ্ধি-স্থিত অর্থ রম্যবোধ আস্বাদনের মাধ্যমে আনন্দানুভূতির কারণ হয়। দুয়ের স্বাদ আলাদা। নাট্যশাস্ত্রে এধরণের বিভাগ স্পষ্টতঃ স্বীকার না করা হলেও "এবংবিধস্তু কার্যো ব্যায়োগো দীপ্তকাব্যরসযোনিঃ" (নাট্যশাস্ত্র) ব্যায়োগ-লক্ষণে এরকম বলা থাকায় এধরণের বিভাগও করা চলে।

নাটক পরিচয়

নাট্যসাহিত্যের যে কোন ভেদকেই আমরা সাধারণভাবে নাটক বলে থাকি। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটি বিশেষ শ্রেণীর নামও নাটক। এখানে সেই বিশেষ শ্রেণীর নাটকের লক্ষণ ইত্যাদি আলোচনা করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে প্রধানভাবে বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থকে উপজীব্য করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' হল 'নাটক' শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য। সেই কারণেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের গ্রন্থে 'নাটকে'র লক্ষণ ইত্যাদি যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তা যথাসংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নাট্যসাহিত্যের ভেদসমূহের মধ্যে 'নাটক'কেই অন্যান্যগুলির প্রকৃতি বলা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীতেই সকল প্রকার রসপরিগ্রহ ঘটে থাকে এবং সর্বাধিক নাট্যলক্ষণও এতে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এই জন্যই প্রথমেই 'নাটকে'র লক্ষণ এবং স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। তুলনীয়ঃ "প্রকৃতিত্বাদথান্যেষাং ভূয়ো রসপরিগ্রহাৎ। সম্পূর্ণলক্ষণত্বাচ্চ পূর্বং নাটকমুচ্যতে ॥"— ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক'। পরে অন্যান্য ভেদসমূহের 'নাটক' থেকে যেখানে যেখানে বৈশিষ্ট্য তা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বিশেষভাবে 'নাটকে'র পরিচয় পেলেও এ আলোচনা থেকে সামান্যভাবে নাটকের পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' 'নাটকে'র স্বরূপ বলতে গিয়ে বলা হয়েছে —

"প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কং চৈব।
রাজর্ষিবংশচরিতং তথৈব দিব্যাশ্রয়োপেতম্ ॥
নানাবিভূতিভির্যুতমৃদ্ধিবিলাসাদিভির্গুণৈশ্চৈব।
অঙ্কপ্রবেশকাঢ্যং ভবতি হি তন্নাটকং নাম ॥
নৃপতীনাং যচ্চরিতং নানারসভাবচেষ্টিতং বহুধা।
সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতং ভবতি হি তন্নাটকং নাম ॥"

(*নাট্যশাস্ত্র*, ১৮ অধ্যায়, ১০-১২)

'সাহিত্য-দর্পণ'-কার বিশ্বনাথের নাটকের লক্ষণ হল —

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি নানারসনিরন্তরম্।

পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ ॥
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্যঃ নির্বহণেঽদ্ভুতঃ ॥
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম্ ॥"
(সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

অর্থ হল ঃ নাটকের বৃত্তান্ত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অথবা লোকবিশ্রুত হবে। সুতরাং কবিকল্পিত বৃত্তান্ত নাটকের উপজীব্য হবে না। নাটকে মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্শ-উপসংহৃতি এই পাঁচ প্রকার সন্ধি থাকবে। বিলাস, সমৃদ্ধি প্রভৃতি গুণের বর্ণনা থাকবে। সুখ-দুঃখের উৎপত্তির বর্ণনা নাটকে থাকবে। শৃঙ্গার-করুণ প্রভৃতি নানা রসে নাটক পরিপূর্ণ থাকবে। অঙ্কের সংখ্যা পাঁচের কম বা দশের বেশী হবে না। নাটকের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত। তিনি দিব্য অর্থাৎ দেবতা, দিব্যাদিব্য অর্থাৎ নরাভিমানী বা নরলীলায় প্রবৃত্ত দেবতা অথবা অদিব্য অর্থাৎ মানুষ হবেন। এই অদিব্য নায়ক রাজর্ষির গুণবিশিষ্ট এবং প্রসিদ্ধ বংশের হবেন। অদিব্য নায়ক যেমন দুষ্যন্ত প্রভৃতি। দিব্য নায়ক শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি। দিব্যাদিব্য নায়ক যেমন শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি।

নাটকের প্রধান রস হবে শৃঙ্গার অথবা বীর। এই একটি প্রধান রস ছাড়া অন্যান্য রসগুলি অপ্রধান বা সহকারী হিসাবে থাকবে। নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুত রসের প্রয়োগ থাকবে। মূল নায়ক ছাড়া নাটকীয় প্রধান কাজের সাধনে সহায়তার জন্য চার-পাঁচজন পুরুষ থাকবে। নাটকের বন্ধন হবে গোপুচ্ছের মত। গরুর লেজের শেষ ভাগে লোমগুলি যেমন শুরুতে স্থূল কিন্তু শেষে সূক্ষ্ম নাটকেও তেমনি প্রথমে বিচিত্র ঘটনা থাকলেও ক্রমশঃ তা একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে যাবে। 'সাহিত্য-দর্পণ'-কার বিশ্বনাথ অবশ্য এই 'গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্র' কথার অন্য অর্থও হতে পারে বলেছেন। গোপুচ্ছের কিছু লোম ছোট, কিছু বড়। তেমনি কিছু নাটকীয় কার্য মুখসন্ধিতেই শেষ হবে, কিছু প্রতিমুখসন্ধিতে, কিছু তার পরে ইত্যাদি। তুঃ "গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রমিতি ক্রমেণাঙ্কাঃ সূক্ষ্মাঃ কর্তব্যাঃ ইতি কেচিৎ। অন্যে ত্বাহুঃ — যথা গোপুচ্ছে কেচিদ্বালা হ্রস্বাঃ কেচিদ্দীর্ঘাস্তথেহ কানিচিৎ কার্যাণি মুখসন্ধৌ সমাপ্তানি কানিচিৎ প্রতিমুখে। এবমন্যেষ্বপি কানিচিৎ কানিচিৎ ইতি।"

'সাহিত্য-দর্পণে'র নাটকলক্ষণে নাটকে মুখ্য (অঙ্গী) রস হিসাবে শৃঙ্গার এবং বীরের কথা বলা হলেও লক্ষ্যানুরোধে শান্তরসকেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কৃষ্ণমিশ্র-বিরচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে শান্তরসই অঙ্গী। 'অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্যঃ নির্বহণেঽদ্ভুতঃ' এই অংশের শেষাংশের পাঠান্তর 'কার্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্' এবং সেক্ষেত্রে নাটকের নির্বহণ সন্ধি খুব অদ্ভুত হবে — এরকম অর্থ ধরতে হবে।

'সাহিত্য-দর্পণে' নাটকের সংক্ষিপ্ত লক্ষণে উল্লেখ না থাকলেও আরো দু-একটি বিষয় বলা দরকার। নাটকের নায়িকারা কুলীনা হন এবং বৃত্তি হয় কৈশিকী, সাত্বতী অথবা ভারতী। শৃঙ্গারে কৈশিকী, বীরে সাত্বতী এবং শান্তে সাত্বতী ও ভারতী।

অঙ্কে বর্জনীয় বিষয়

সংস্কৃত নাটকে লজ্জাকর, সুনীতির পরিপন্থী বিষয়ের নাটকের অঙ্কে প্রদর্শন নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, স্নায়ুর উপর অত্যধিক চাপ বা চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে এমন যে কোন' দৃশ্যেরই প্রদর্শন নিষিদ্ধ। বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন —

"দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা ॥
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্‌ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্ ॥
স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জিতঃ ......।"

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ দূর থেকে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, দেশ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপদান, মল-মূত্র ত্যাগ, মৃত্যু, রতিক্রীড়া, অধরদংশন, নখক্ষত এবং বসনমোচন প্রভৃতি অন্যান্য লজ্জাকর দৃশ্য, শয়ন, চুম্বন প্রভৃতি, নগরের অবরোধ, স্নানে চন্দনের অনুলেপন প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা অংকে বর্জনীয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে সংস্কৃত নাটকে কোন' কোন' ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিষিদ্ধ বিষয়গুলির বর্ণনা পাওয়া যায় কিভাবে। 'উত্তররামচরিত' নাটকে রামের বুকে মাথা রেখে সীতার শয়ন, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে দুষ্যন্তের শকুন্তলাকে চুম্বনের প্রয়াস, শকুন্তলার প্রসাধন ইত্যাদির সমর্থন কিভাবে মিলবে? (এই প্রসঙ্গে ভাসের নাটকসমূহে মৃত্যু প্রভৃতির বর্ণনার কথা উত্থাপন করা হল না। নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম তখনও বিশেষ প্রভাব ফেলেনি এই যুক্তিতে।) উত্তরে বলা চলে যে পরিবেশ বা প্রাসঙ্গিকতাই সেক্ষেত্রে বড় কথা। নাটকীয় প্রয়োজনে বর্ণনা করা হলে লজ্জাকর জিনিষের বর্ণনাও লজ্জাজনক হয় না। অকারণে, কেবলমাত্র স্থূল প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলেই তা নিষিদ্ধ-বর্ণনীয় হবে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' অভিশাপের বর্ণনা বিষ্কম্ভকে আছে। মূল অঙ্কে নয়।

নাটকীয় সংলাপ

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে সংলাপ পাঁচ রকমের। প্রকাশ্য, স্বগত, অপবারিত, জনান্তিক এবং আকাশভাষিত। 'প্রকাশ্য উক্তি' হল যা প্রকাশ্যে উচ্চারিত হচ্ছে। এটাই সহজ এবং স্বাভাবিক। 'স্বগত' ভাষণ হল যা সকলজনের অশ্রাব্য। প্রকাশ্য উক্তির মত সকলের শ্রাব্য না করে অবাঞ্ছিত জনকে পিছনে রেখে বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে যেখানে গোপনে আলাপ করা হয় তাকে বলে 'অপবারিত'। আর যেখানে হাতের ভঙ্গীকে ত্রিপতাকার মত করে (অঙ্গুষ্ঠকে কুঞ্চিত, অনামিকাকে নমিত আর অন্য তিনটিকে উন্নমিত অবস্থায় রাখার ভঙ্গী) বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে গোপনে আলাপ করা হয় তাকে বলে 'জনান্তিক'। 'আকাশভাষিত' হল যেন কেউ অলক্ষ্যে থেকে আলাপ করছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে সংলাপ। 'কিং ব্রবীষি' ইত্যাদি দিয়ে সাধারণতঃ তা শুরু হয়।

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।
সর্বশ্রাব্যং প্রকাশ্যং স্যাৎ তদ্ভবেদপবারিতম্ ॥

রহস্যন্তু যদন্যস্য পরাবৃত্য প্রকাশ্যতে।
ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্যান্তরা কথাম্ ॥
অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকম্।
কিং ব্রবীষীতি যন্নাট্যে বিনা পাত্রং প্রযুজ্যতে ॥
শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যর্থং তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্।"

(সাহিত্য-দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

সুতরাং নাট্যোক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এভাবে দেওয়া চলে। প্রথম ভেদ হল সকলের অশ্রাব্য (স্বগত) এবং শ্রাব্য। শ্রাব্যের আবার তিন ভেদ — সকলের শ্রাব্য (প্রকাশ্য), অভিপ্রেত জনের শ্রাব্য এবং কেবল বক্তার কাছে শ্রাব্য (আকাশভাষিত)। অভিপ্রেত জনের শ্রাব্যের আবার দুই ভেদ — অপবারিত এবং জনান্তিক।

নাট্যাভিনয়ের কাল

সংস্কৃত নাট্য অভিনয়ের কাল সম্বন্ধেও নাট্যশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে। প্রভাত, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ এবং প্রদোষ — এই চারটিকে নাট্যাভিনয়ের কাল বলা হয়েছে। 'নাট্যশাস্ত্রে'র মতে — যা শ্রুতিসুখকর এবং ধর্মীয় আখ্যান বিষয়ক তা শুদ্ধই হোক বা বিকৃতই হোক, তার অভিনয় পূর্বাহ্ণে করণীয়। সাত্ত্বিকগুণযুক্ত, বাদ্যবহুল এবং প্রচুর সিদ্ধিসমন্বিত নাট্য অপরাহ্ণে অভিনেয়। কৈশিকীবৃত্তিযুক্ত, শৃঙ্গাররসাত্মক ও গীতবাদ্যবহুল নাট্যের অভিনয় হবে প্রদোষে। আর যে নাট্য নর্ম (পরিহাস, নিপুণ ক্রীড়া ইত্যাদি) এবং হাস্যযুক্ত, করুণরসবহুল এবং নিদ্রানাশক তার অভিনয় হবে প্রভাতে।

"যচ্ছোত্ররমণীয়ং স্যাৎ ধর্মাখ্যানকৃতং তথা ॥
তৎ পূর্বাহ্ণে বুধৈঃ কার্যং শুদ্ধিং তু বিকৃতং তথা।
সত্ত্বোত্থানগুণৈর্যুক্তং বাদ্যভূয়িষ্ঠমেব চ ॥
পুষ্কলং সিদ্ধিযুক্তং তু অপরাহ্ণে প্রযোজয়েৎ।
কৈশিকীবৃত্তিসংযুক্তং শৃঙ্গাররসসংশ্রয়ম্ ॥
গীতবাদিত্রভূয়িষ্ঠং প্রদোষে নাট্যমিষ্যতে।
যন্নর্মহাস্যসংযুক্তং করুণপ্রায়মেব চ ॥
প্রভাতকালে তৎ কার্যং নাট্যং নিদ্রাবিনাশনম্।"

(সপ্তবিংশ অধ্যায়)

নাট্যাভিনয়ের নিষিদ্ধকাল বলতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে —

"অর্ধরাত্রে ন যুঞ্জীত ন মধ্যাহ্নে তথৈব চ।
সন্ধ্যাভোজনকালে চ নাট্যং ন চ কদাচন ॥"

অর্থাৎ অর্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে এবং সান্ধ্যভোজনকালে নাট্যের অভিনয় নিষিদ্ধ। দেশ, কাল এবং সংশ্রয় (অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে নাট্যবস্তু রচিত হয়) বিবেচনা করে ভাব ও রসের অনুকূল নাট্যসময় নির্ধারণ করা উচিত।

"এবং কালঞ্চ দেশঞ্চ প্রসমীক্ষ্য সসংশ্রয়ম্ ॥
নাট্যবারং প্রযুঞ্জীত যথাভাবং যথারসম্।"
(নাট্যশাস্ত্র, ২৭ অধ্যায়)

উল্লেখ্য যে শ্লোকে 'নাট্যবার' শব্দে 'বার' বলতে রবি, সোম ইত্যাদি দিন বোঝান' হয় নি — সময়কে বোঝান' হয়েছে। এত কথা বলার পরেও 'নাট্যশাস্ত্র'কার কিন্তু বললেন — রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী, প্রভু অথবা প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বক্তব্যই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

"অথবা দেশকালৌ তু ন পরীক্ষ্যৌ কদাচন।
যত্র চাজ্ঞাপয়েদ্ ভর্তা তত্র যোজ্যমসংশয়ম্ ॥"
(নাট্যশাস্ত্র, ২৭ অধ্যায়)

কালিদাস

(ক) জীবনী ঃ কিংবদন্তী

মহাকবি কলিদাস তাঁর অমর সৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যকে এক সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একাসনে বসার যোগ্যতা প্রধানতঃ কালিদাসের সাহিত্যকীর্তির দ্বারাই অর্জিত হয়েছে বলা চলে। কিন্তু এহেন মহাকবি নিজের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেছেন। জন্মভূমি, অর্বিভাব-লগ্ন, পারিবারিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। এই নীরবতাই জন্ম দিয়েছে একাধিক কিংবদন্তীর। কিংবদন্তী কিংবদন্তীই। তাতে ইতিহাসের সত্যতা বিশেষ নেই। তবুও কালিদাসকে নিয়ে প্রচলিত অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোন এক বিদুষী রাজকন্যা একবার এক ধনুক-ভাঙ্গা পণ করলেন — যে পণ্ডিত তাঁর তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন তাঁকেই তিনি পতিত্বে বরণ করবেন। বহু পণ্ডিত এলেন ; কিন্তু কেউই পারলেন না প্রশ্নের সমাধান করতে। বিফল মনোরথ হ'য়ে তাঁরা মন্ত্রণা করলেন — এই অভিমানিনীর উচিত শিক্ষা দেবেন তাঁরা এক নিরেট গোমূর্খের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে। খোঁজে বেরোলেন তাঁরা। একদিন দেখলেন, এক মহামূর্খ কোন এক গাছের ডালে বসে আছেন এবং যেই ডালে বসে আছেন তারই গোড়ার দিক অম্লান বদনে কেটে চলেছেন। স্থির করলেন — এর চাইতে মূর্খ আর হয় না। নিয়ে এলেন তাঁকে সেই বিদুষীর কাছে।

রাজকন্যা মুখে কোন প্রশ্ন করলেন না। সংকেতে একটি আঙ্গুল দেখালেন। মূর্খ কিছু না বুঝেই দুটি আঙ্গুল দেখালেন। অতঃপর রাজকন্যা তিনটি এবং উত্তরে সেই মূর্খ চারটি আঙ্গুল প্রদর্শন করলেন। অবশেষে রাজকন্যা পাঁচটি আঙ্গুল দেখালেন। মূর্খ ভাবলেন — চড় দেখাচ্ছেন রাজকন্যা। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘুঁষি পাকিয়ে দেখালেন।

প্রশ্নের তাৎপর্য বা উত্তরের সারমর্ম যাই হোক না কেন, রাজকন্যা স্বীকার করলেন যে তিনি পরাজিত হয়েছেন। মহাসমারোহে রাজকন্যার বিয়ে হ'ল সেই মূর্খের সঙ্গে। পণ্ডিতদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল।

বাসরগৃহে স্বামী-স্ত্রী আলাপ করছেন — এমন সময় বাইরে উটের ডাক শোনা গেল। স্ত্রী প্রশ্ন করলেন — 'কিসে ডাকছে' ? স্বামী উত্তর করলেন — 'উষ্ট'। পরে সংশোধন করে বললেন 'উট্র'। স্ত্রীর বুঝতে বাকী রইল না যে নববিবাহিত লোকটি নিতান্তই গ্রাম্য এবং মূর্খজন। ক্ষোভে, দুঃখে, সেই মুহূর্ত্তেই বের করে দিলেন তাঁকে। প্রাণ ত্যাগের ইচ্ছায় মূর্খ জলে ঝাঁপ দিলেন। এমন সময় দেবী সরস্বতী তাঁকে বর দিলেন যে তিনি জগতে অদ্বিতীয় কবি হবেন এবং প্রাণত্যাগ থেকে তাঁকে বিরত ক'রলেন। অতঃপর তিনি রাজবাড়ীতে আবার প্রবেশ করলেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে দেখা

করতে চাইলেন। বললেন — "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ।" স্ত্রী অবাক হলেন স্বামীর মুখে এই বিশুদ্ধ সংস্কৃত শুনে। পরবর্তীকালে এই তিনটি শব্দ দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন তিন অত্যুত্তম সংস্কৃত কাব্য। 'অস্তি' দিয়ে শুরু করলেন 'কুমারসম্ভব', 'কশ্চিৎ' দিয়ে 'মেঘদূত' এবং 'বাক্' দিয়ে 'রঘুবংশ'। এই মূর্খই, যিনি সরস্বতীর বরে পরে হয়েছিলেন মহাকবি, আমাদের কবি কালিদাস। এরকম কিংবদন্তী আরো আছে।

কর্ণাটরাজ-মহিষী খুবই বিদুষী এবং সেই সঙ্গে পাণ্ডিত্যাভিমানিনীও ছিলেন। সমকালীন কবিদের কাছে তাঁর প্রশংসাবাণী খুবই অভিলাষের বিষয়। একদা কালিদাস তাঁর লেখা কাব্যগুলিকে মহিষীর কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য — যদি তিনি কোন প্রশংসাসূচক অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য-গর্বিতা সেই মহিষী কালিদাসের কাব্যগুলি না পড়েই অত্যন্ত অবমাননাকর এক মন্তব্য লিখে পাঠালেন। মন্তব্যটি এই —

"একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপর-
স্তে সর্বে কবয়স্ত্রিজগতগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্মহে।
অর্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্বতে
তেষাং মূর্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া ॥"

অর্থ হল — 'বেদকর্তা ব্রহ্মা, মহাভারতকার ব্যাসদেব এবং রামায়ণকার বাল্মীকি— এই তিনজনকেই আমি কবি বলে মনে করি এবং প্রণাম জানাই। এঁরা ছাড়া আর যাঁরা গদ্যপদ্য রচনা করে কবিত্ব প্রকাশ করতে চায়, তাঁদের মাথায় আমি বাম পা স্থাপন করি' [তেষাং মূর্ধ্নি (মম) বামচরণং দধামি]। শোনা যায় পরবর্তীকালে কর্ণাটরাজমহিষী কালিদাসের কাব্যগুলি পড়ে যৎপরোনাস্তি প্রীত হন এবং কালিদাসকে মহাসমাদরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করলেন কালিদাসের পদধূলি নিয়ে এবং সেই মন্তব্যটি পুনরায় আবৃত্তি করে। তবে এবারে অর্থ করলেন চতুর্থ চরণের অন্বয় পরিবর্তন করে এবং তখন বোঝানো হ'ল — 'ঐ তিন কবি ছাড়াও যারা আজকাল কাব্যাদি রচনা দ্বারা মানুষকে চমৎকৃত করেন তাঁদের বাম পা আমি মাথায় তুলে নিই।' [তেষাং বামচরণং (মম) মূর্ধ্নি দধামি]।

অন্য এক কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে যে দণ্ডী এবং কালিদাস — এই দুজনের মধ্যে কবি হিসাবে কে বড় এই নিয়ে বিবাদ শুরু হলে স্বয়ং সরস্বতী সেখানে আর্বিভূত হন এবং সিদ্ধান্ত জানান — 'কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ'। তা শুনে কালিদাস নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করতে থাকেন এবং জানতে চান কবি হিসাবে তাঁর মূল্য কতটুকু। সরস্বতী তখন — 'ত্বমেবাহং ন সংশয়ঃ' অর্থাৎ 'তুমি স্বয়ং সরস্বতী' — এই বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেন।

প্রবাদ আছে যে, সিংহলরাজ কুমারদাস কালিদাসের চিতায় আরোহণ করে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। রাজা কুমারদাস একদিন তাঁর রক্ষিতার গৃহের দেওয়ালে 'কমলে কমলোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন তু দৃশ্যতে' — এই পংক্তি লিখে আসেন এবং তাকে বলে আসেন যে ব্যক্তি ঐ পংক্তির অসমাপ্ত অর্দ্ধাংশ পূরণ করতে পারবেন তাঁকে তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রদান করবেন। ঘটনাচক্রে পংক্তিটি কালিদাসের নজরে আসে এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই 'বালে তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ম্' — এই পংক্তি দিয়ে শ্লোকটির সম্পূর্ণতা আনেন। নিজের রচনা বলে রাজার

কাছে পুরস্কার দাবী করবেন স্থির করে সেই গণিকা কালিদাসকে হত্যা করে। রাজা কিন্তু তাঁর গণিকার অপকীর্তি ধরে ফেলেন এবং নিদারুণ দুঃখে তাঁর প্রিয় বন্ধু কালিদাসের চিতায় আত্মবিসর্জন দেন।

কালিদাস কে ছিলেন এই নিয়ে বহু প্রাচীনকালেই কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেগুলি ঠিক ইতিহাস নয় — বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাল্পনিক এবং ইতিহাসের বিকৃতি। যেমন, বল্লালসেন বিরচিত 'ভোজ-প্রবন্ধে' বলা হয়েছে কালিদাস ছিলেন ভোজরাজের সভাসদ্। কিন্তু এতো প্রামাণিক হতে পারে না। ভোজের রাজত্বকাল দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ। আর কালিদাস যে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। 'ভোজ-প্রবন্ধে' কালিদাসের সমসাময়িক হিসাবে দণ্ডী, ভবভূতি প্রভৃতির নাম করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে কালিদাসের বহু পরবর্তী তার প্রমাণ আছে।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার কথা প্রায় সবারই জানা। বিক্রমাদিত্য ছিলেন গুপ্তবংশের একজন বিদ্যানুরাগী নৃপতি। তাঁর সভায় তখনকার ভারতের শ্রেষ্ঠ সব জ্ঞানীগুণী শোভা পেতেন। এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে প্রখ্যাত নয়জনকে নিয়ে নবরত্ন সভার কথা 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামে এক জ্যোতিষ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এই নয়জন হলেন — ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহমিহির, বররুচি এবং কালিদাস। কিন্তু এও ঠিক ইতিহাস নয়। কেননা 'জ্যোতির্বিদাভরণ' গ্রন্থখানি কালিদাসের হাজার বছর থেকে দেড়হাজার বছর পরবর্তী। সুতরাং এতে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বিশেষ আশা করা যায় না। তাছাড়া নবরত্নের সকলেই সমকালীন নন ব'লে বর্তমানের অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের অনুরোধে কুন্তলরাজের কাছে দূত হিসাবে গিয়েছিলেন — এরকম প্রবাদও আছে।

কল্হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে মাতৃগুপ্ত নামের কবির উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেছেন মাতৃগুপ্তই কালিদাস। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে এধরণের সম্ভাবনা সমর্থিত হয়নি। স্বয়ং কল্হনও বলেননি। তাছাড়া অনেক সদুক্তিসংগ্রহে মাতৃগুপ্ত এবং কালিদাস দুই নামেই শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং এখানেও ঐতিহাসিক সত্যতা নিশ্চিত নয়।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি হিসাবে কালিদাসের যে পরিচয় তাই সমধিক স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। তবে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলার অবকাশ এখন আসেনি।

কালিদাসের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও আমরা প্রায় কোন' কথাই জানতে পারিনা। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল 'শোভনা', 'কমলা' — এরকম কথা কেউ কেউ বললেও তা নিছকই অনুমান বলা চলে। তাঁর কাব্য-নাটকে পুত্রস্নেহের অপরূপ অভিব্যক্তি এবং শিশু-মনস্তত্ত্বের অনুধাবন প্রভৃতি লক্ষ্য করে মনে হয় তিনি সদারাপত্য সুখময় পারিবারিক জীবন উপভোগ করেছিলেন।

(খ) আবির্ভাব-কাল

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল ॥" — রবীন্দ্রনাথ

মহাকবি কালিদাসের আর্বিভাব-লগ্ন নিয়ে যে কি ভীষণ রকম মতপার্থক্য চলে আসছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি। গবেষণা অনেক হয়েছে — ততোধিক গবেষণা এখনও চলেছে। স্থির সিদ্ধান্ত কিন্তু এখনও করা যায় নি। যাই হোক, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে শুরু করে খৃষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাতশো বছরের বিশেষ বিশেষ সময়কে কালিদাসের কাল বলে প্রতিপাদিত করার চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন গবেষকের লেখায়।

ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী কালিদাসকে প্রবাদ-পরম্পরায় বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন বলে স্বীকার করে এসেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক একখানি গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের সভার 'নব-রত্নে'র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্লোকটিকেই এঁরা প্রধানভাবে ভিত্তি করেছেন। শ্লোকটি এই —

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু -
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

বিক্রমাদিত্যের সময় থেকেই বিক্রম সংবৎ এর শুরু। বিক্রম সংবৎ চালু হয় খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে। এই হিসাবে কালিদাস খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলা চলে। কোন' কোন' ইউরোপীয় পণ্ডিতও এই মত সমর্থন করেছেন। যেমন, স্যার উইলিয়ম জোন্স, ডঃ পিটারসন প্রভৃতি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে 'জ্যোতির্বিদাভরণ' গ্রন্থখানির রচয়িতাও কালিদাস — এরকম বলা আছে। এই গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করা হয়েছে — "বর্ষে সিন্ধুর-দর্শনাম্বর-গুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে। মাসে মাধবসংজ্ঞিতেহত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ ॥" (সিন্ধুর = হাতী = আট < অষ্টদিঙ্নাগ। দর্শন = ছয় < ষড়্দর্শন। অম্বর = শূন্য < আকাশ। গুণ = তিন < ত্রিগুণ — সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। ৮৬০৩ < ৩০৬৮ — 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' — এই নিয়মে। সুতরাং কলিযুগ ৩০৬৮ বৎসর অতীত হলে, হিসাবানুসারে, খৃষ্টপূর্ব ৩৩ অব্দে কালিদাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং এই গ্রন্থকে প্রামাণিক ধরলে কালিদাসকে খৃষ্টপূর্বকালীন বলতে হয়। তবে গ্রন্থটি অনেক পরবর্তী কালের তা বর্তমানে স্থির হয়েছে।

এলাহাবাদের কাছে ভীটায় ডঃ মার্শাল এমন একখানা পদক আবিষ্কার করেছেন যাতে কালিদাসের নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' উদ্বোধনী দৃশ্যের মত একটা দৃশ্য চিত্রিত আছে। এই পদকটা শুঙ্গ যুগের। শুঙ্গ যুগেই তাহলে কালিদাসের নাটক যথেষ্ট প্রচলিত ছিল বলে ধরতে হবে। এখন শুঙ্গ যুগের ব্যাপ্তি হ'ল খৃষ্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৭৫ অব্দ। এইসব বিবেচনা করে এবং ভাষা আর ব্যাকরণ বিচার ক'রে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ও কালিদাসকে খৃষ্টপূর্বের কবি বলেই প্রতিপাদন করেছেন।

কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ কালিদাসের সময়ে জীবিত

কোন' রাজার কাহিনী বলে অনেকে মনে করে থাকেন। এই নাটকের ভরত-বাক্যে (অন্তিম শ্লোকে) অগ্নিমিত্র নামে এক রাজার উল্লেখ করা হয়েছে — "সংপৎস্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে"। এখন, 'গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে' — এই অংশটি 'ভাবে সপ্তমী'র এক প্রয়োগ। 'ভাবে সপ্তমী'র দ্বারা ব্যাকরণ অনুসারে সূচিত হয় যে, সেই সময় রাজা অগ্নিমিত্র জীবিত ছিলেন। এই অগ্নিমিত্র হলেন শুঙ্গ-বংশীয় সম্রাট পুষ্যমিত্রের পুত্র এবং তিনি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই বিদ্যমান ছিলেন। এইসব কথা বিবেচনা করে গবেষক শ্রীবালসুব্রহ্মণ্যম্‌ও কালিদাসকে খৃষ্টপূর্বের কবি বলেই মনে করেন। এ ছাড়াও কালিদাসের রচনায় আইন-ব্যবস্থা, উত্তরাধিকারের নিয়ম প্রভৃতি পর্যালোচনা করেও কালিদাসকে খৃষ্টপূর্বাব্দের কবি বলেই মনে করা হয়।

অধ্যাপক আর. ডি. কারমারকার কালিদাসের রচনাগুলির চুলচেরা বিচার করে কালিদাসকে খৃষ্টপূর্ব ৩০ সাল থেকে খৃষ্টাব্দ ৩০ সালের কবি বলে অনুমান করেছেন। (অবশ্য সেইসঙ্গে গুপ্তযুগেও অন্য আরেক কালিদাস ছিলেন বলে তিনি অনুমান করেছেন)। তিনি এবং জি. আর. নান্দারগিকর — দুজনেই সংস্কৃত সাহিত্যের আর এক কবি অশ্বঘোষের লেখার সঙ্গে কালিদাসের লেখার তুলনামূলক আলোচনা করে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে, কালিদাস অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী। অশ্বঘোষের কাল স্থির হয়েছে খৃষ্টাব্দ প্রথম শতক। সুতরাং কালিদাস তারও পূর্বে অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের বলে ধারণা করতে হয়। তাছাড়াও কালিদাসের শৈব ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্তি, 'মেঘদূতে' উজ্জয়িনী নগরীর জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা প্রভৃতি কালিদাস যে গুপ্তযুগের অনেক পূর্ববর্তী তার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে শ্রী কারমারকার মত পোষণ করেন। কারণ তাঁর মতে, গুপ্তরাজারা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং উজ্জয়িনী নগরী গুপ্ত আমলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নগরীরূপে পরিগণিত ছিল। এছাড়াও কালিদাসের কাব্যের 'পৌলোমী' শব্দও ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাতবাহন রাজাদের অন্যতম সিরি পুলুমায়ী ১ (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক) কে নির্দেশ করছে বলে তাঁর ধারণা।

কালিদাস খ্রীষ্টপূর্বের কবি ছিলেন এই বক্তব্যের আরো অনেক যুক্তি দেখানো হয়েছে। কালিদাসের কাব্য-নাটকের বহু স্থানে বৈদিক ব্যাকরণ নিষ্পন্ন শব্দ, বৈদিক শব্দের ইচ্ছামত প্রয়োগ দেখা যায়। বৈদিক ছন্দে রচিত শ্লোক তাঁর নাটকে আছে। বৈদিক ভাষার প্রভাব লৌকিক ভাষার উপর থেকে তখন' সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি — এরকম একটা ধারণা করা চলে। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে — কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'ত্রিয়ম্বকম্ ("আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ" — ৩।৪৪) শব্দ প্রয়োগ করেছেন। লৌকিক প্রয়োগ হ'ল 'ত্র্যম্বক'। 'রঘুবংশ' কাব্যে 'ত্র্যম্বক' শব্দের প্রয়োগও কালিদাস করেছেন ("জড়ীকৃতস্ত্র্যম্বকবীক্ষণেন ..." ২।৪২)। সুতরাং 'ত্র্যম্বক' পদ তাঁর অজানা ছিল না। ছন্দের খাতিরে তিনি এরকম বৈদিক প্রয়োগ করেছেন এরকম কথা টীকাকারেরা বললেও তা যুক্তি-সঙ্গত মনে হয় না। কালিদাসের মত কবি সামান্য ছন্দের কারণে একাজ করবেন কেন? "প্রীতস্তুরাষাডিব শার্ঙ্গিণম্" (রঘু, ১৫।৪০), "প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার" (রঘু, ১৩।৩৬), "তং পাতয়াং প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ" (রঘু ৯।৬১), "সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেতবন্ধুঃ" (রঘু ১৬।৮৬), "পশ্চাদধ্যয়নার্থস্য ধাতোরধিরিবাভবৎ" (রঘু, ১৫।৯) — ইত্যাদি প্রয়োগেও অপাণিনীয় বা বৈদিক প্রয়োগ কালিদাসের কাব্যে আছে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে চতুর্থ অঙ্কে — "অমী বেদিং পরিতঃ কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের আগে 'ঋক্‌ছন্দসা আশাস্তে' এরকম মঞ্চনির্দেশ আছে। (শ্লোকটিতে ত্রিষ্টুপ ছন্দ; ঠিক নিয়মমাফিক নয়। বাতোর্মী এবং শালিনীর মিশ্রণ। তাও ঠিক নিয়মানুসারী নয়)।

এছাড়াও রাজাদের প্রাসাদসংলগ্ন অগ্নিগৃহ, মুনিঋষিদের তপোবনেও অগ্নি-গৃহের এবং অগ্নির নিত্যপূজার বিবরণ প্রভৃতি থেকে কালিদাসের কালে বৈদিক প্রভাবের অনুমান করা যায়।

কালিদাসের কাব্যে অনেক জায়গায় কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। যেমন 'মেঘদূতে' (পূর্বমেঘ, ১৫, ৪৬), 'কুমারসম্ভবে' (৩।১৩), 'রঘুবংশে' (৬।৪৯) ইত্যাদি। কৃষ্ণের উল্লেখ থাকলেও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির উল্লেখ নেই। শ্রীরাধার অনুল্লেখও কালিদাসের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করে। 'মেঘদূতে' দিঙ্‌নাগাচার্যের উল্লেখ থেকে কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দী বা তারও পরে বলার বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য হল যে দিঙ্‌নাগাচার্যকে নিন্দাই যদি করবেন তবে আবার 'গৌরবে বহুবচন' কেন? এই দিঙ্‌নাগাচার্য্য সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নন — অন্য কোন কবি। এই হল কালিদাসের কাল সম্বন্ধে খৃষ্টপূর্বীয় মত।

অধিকাংশ ইউরোপীয় গবেষকের এবং আধুনিক পণ্ডিতবর্গের অনেকের ধারণা যে কালিদাস গুপ্তযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কালিদাসের রচনায় তৎকালীন ভারতবর্ষের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা হ'ল সুখ আর সমৃদ্ধির ছবি, যা নাকি গৌরবময় গুপ্তযুগেরই ইঙ্গিত করে বলে এঁদের ধারণা। গুপ্তযুগের ব্যাপ্তি হল চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত। এই গুপ্তযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। এই বিক্রমাদিত্যেরই নবরত্ন সভায় কালিদাস অন্যতম রত্ন ছিলেন বলে মনে করা হয়। অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্ম উপলক্ষ্য করে কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করেন। এছাড়াও কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে রঘুর আসমুদ্রহিমাচল ভারত-দিগ্বিজয় বর্ণিত হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের ভারত-দিগ্বিজয়ের সঙ্গে তার প্রায় হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের নামকরণে বিক্রমাদিত্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন উল্লেখ থাকতে পারে বলে ধারণা হয়। সব মিলিয়ে গুপ্তযুগের এই সময়টাকে কালিদাসের কাল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে চীনাংশুকের কথা আছে। চীন দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতাও গুপ্তযুগেই হয়েছিল। কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে অশ্বঘোষ নামে এক কবি ছিলেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের' সঙ্গে কালিদাসের লেখার অনেক মিল পাওয়া যায়। কনিষ্ক সম্ভবতঃ প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করতেন। অনেকের মতে তারও পরে। সুতরাং কালিদাস কখনও খৃষ্টপূর্বাব্দের হতে পারেন না বলে এঁরা মনে করেন। কালিদাস তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন। ভাসের কাল নিশ্চিতভাবে স্থির না হলেও অনেকের মতে ভাস তৃতীয় খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং কালিদাস তার পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলতে হয়। এছাড়াও বৎসভট্টি নামক কবির পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে লেখা এক প্রশস্তিতে কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অনুমান করা চলে কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই হিসাবেও কালিদাস চতুর্থ শতকের কবি বলে মানতে হয়। যাই হোক, সংক্ষেপে এই হ'ল কালিদাসের কাল সম্বন্ধে চতুর্থ শতকের মত। এই মতের সমর্থকদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক লাসেন, অধ্যাপক ম্যাকডোনেল, এ. বি. কীথ, ভিনসেন্ট স্মিথ এবং আরো অনেকে।

অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ আরেকদল পণ্ডিতের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হ'ল কালিদাসের আবির্ভাব কাল। এঁরা বলেন — কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে হূনদের পরাজয়ের কথাও উল্লিখিত হয়েছে এবং এই ঘটনাটি গুপ্তবংশীয় শেষ শ্রেষ্ঠ নৃপতি স্কন্দগুপ্তকর্তৃক হূনদের পরাজয়কেই ইঙ্গিত করছে। স্কন্দগুপ্তেরও উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। এছাড়াও কালিদাসের 'মেঘদূতে' দিঙ্‌নাগ আর নিচুলের কথা আছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে কালিদাস 'দিঙ্‌নাগ' এবং 'নিচুল' শব্দদুটোর অন্য অর্থ করেছেন, তবুও শ্লেষের সাহায্যে তিনি হয়ত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য্য এবং বন্ধু নিচুলেরও উল্লেখ করেছেন বলে এঁদের ধারণা। দিঙ্‌নাগাচার্য্য ছিলেন ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের লোক। সুতরাং কালিদাসকেও ঐ সময়ের লোক বলা চলে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় কালিদাস ছাড়া আর এক জনের নাম হ'ল বরাহমিহির। বরাহমিহির ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মারা যান এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং, কালিদাস যেহেতু তাঁর সমসাময়িক, তিনি ষষ্ঠ শতকেরই বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। এই হ'ল কালিদাসের ষষ্ঠ শতকে আবির্ভাব নিয়ে মতের সারাংশ।

এছাড়াও কোন' কোন' গবেষক কালিদাসকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেরও বহু পূর্বে অথবা ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দেরও বহু পরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সেসব মতবাদ বিচারসহ নয় বলে বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে।

কালিদাসের কাল নিয়ে নিশ্চিতভাবে যেটা বলা যায় তা হ'ল এই যে, কালিদাস ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের বেশ পূর্ববর্তী ছিলেন। কারণ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালের জৈন কবি রবিকীর্ত্তি রচিত আইহোল শিলালেখে (৬৩৪ খৃষ্টাব্দ) কালিদাসের নাম উল্লিখিত আছে। এছাড়া কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্ধনের সময়কার কবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে কালিদাসের প্রশংসা করেছেন। হর্ষবর্ধনের কাল হ'ল ৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং কালিদাস সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। স্বয়ং কালিদাস ভাসের প্রশংসা করেছেন তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে। কিন্তু ভাসের কাল স্থিরভাবে নিশ্চিত না হওয়ায় ঊর্ধ্বতম কালের ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না।

(গ) জন্মভূমি

কালিদাস তাঁর জন্মভূমির ব্যাপারে স্বয়ং কিছু বলে যান নি। সুতরাং নিশ্চয় ক'রে কিছু বলার উপায় নেই। কালিদাসের ভাষাও এ ব্যাপারে কিছু প্রমাণ দিতে পারছে না। কেননা, তিনি তাঁর কাব্য-নাটক রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষাতে। আর সংস্কৃত ভাষার প্রসার তখন সারা ভারতে। তাই কালিদাসের লেখা আর লেখার রীতি বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন গবেষকেরা।

কালিদাসের নাম অনেকটা বাঙালী ঢঙের। দেবী কালী বাঙালীর অতি প্রসিদ্ধ দেবতা। তাছাড়া কালিদাসের কাব্যে বাংলাদেশের ধানচাষের বাস্তব বর্ণনা আছে। এসব থেকে অনেকে অনুমান করেন কালিদাস এই বঙ্গভূমিতেই হয়ত' বা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে এ সম্ভাবনা খুব জোরদার বলে মনে হয় না।

সংস্কৃতে লেখার রীতিভেদ আছে। যেমন, গৌড়ী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী প্রভৃতি। কালিদাসের লেখায় বৈদর্ভী রীতির প্রতি বিশেষ পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়ে থাকে "বৈদর্ভীরীতিসন্দর্ভে কালিদাসঃ প্রগল্ভতে"। রীতিগুলির নামকরণ প্রথমদিকে করা হয়েছিল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লেখার ঢঙকে লক্ষ্য করেই। অর্থাৎ রীতিগুলির নামকরণের সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থানেরও যোগ ছিল। বিদর্ভ দেশ হল দক্ষিণ ভারতে। এছাড়াও বিদর্ভ দেশের বেশভূষার প্রতিও কালিদাসের আন্তরিক টান লক্ষ্য করা যায়। এইসব বিচার করলে কালিদাসকে বিদর্ভ অঞ্চলের অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের লোক বলে মনে হয়।

কালিদাসের কাব্যে এবং নাটকে কাশ্মীরদেশের প্রসাধন দ্রব্যের উল্লেখ বার বার দেখা যায়। এছাড়া হিমালয়ের সন্নিহিত অঞ্চলের উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের নিখুঁত বর্ণনাও আছে কালিদাসের কাব্যে। এইসব বিবেচনা করে কালিদাসকে অনেকে কাশ্মীর অথবা হিমালয় সন্নিহিত কোন অঞ্চলের লোক বলে মনে করেন।

মিথিলা অঞ্চলের লোকেদের ধারণা আছে যে কালিদাস ঐ অঞ্চলেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কালিদাসের 'মেঘদূতে' মালব অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ছোট ছোট পাহাড়, নদী, — সবই তিনি বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ উজ্জয়িনীর। এই উজ্জয়িনীকে তিনি স্বর্গের তুল্য বলে মনে করেছেন। উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরের সন্ধ্যারতির কথা পর্যন্ত তাঁর 'মেঘদূতে' উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও বহুপ্রচলিত জনশ্রুতিও এই যে কালিদাস উজ্জয়িনীতেই বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। সব মিলিয়ে মনে হয় উজ্জয়িনী অথবা তার সন্নিহিত অঞ্চলই কালিদাসের জন্মভূমি। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেরই সেই ধারণা। স্থির সিদ্ধান্ত না হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কালিদাস হয় ঐ অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন অথবা জীবনের এক বৃহৎ অংশ ঐ অঞ্চলে অতিবাহিত করেছিলেন।

(ঘ) সাহিত্যসৃষ্টি

কালিদাসের নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তবে তার অধিকাংশই আমাদের মহাকবি কালিদাসের নয় বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সম্ভবতঃ কালিদাস নামে একাধিক কবি প্রাচীন ভারতে বিদ্যমান ছিলেন। (তুলনীয় ঃ 'একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কর্হিচিৎ। শৃঙ্গারে ললিতোদ্‌গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু ॥' — (রাজশেখর)। তাছাড়া অন্যান্য অনেক হীনপ্রতিভাধর কবিও নিজের লেখাকে কালিদাসের লেখা বলে প্রচার করে এসেছেন। এইভাবে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কালিদাসের কবিত্বখ্যাতি এতই প্রসারলাভ করেছিল যে যেকোন ভালো রচনাকেই টীকাকারেরা বা পণ্ডিতেরা কালিদাসের লেখা বলে মনে করতেন। যাই হোক, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে—যেভাবেই হোক না কেন, এমন বহু গ্রন্থ কালিদাসের নামে চলে আসছে যা কোন' অবস্থাতেই মহাকবি কালিদাসের লেখা নয় বলে গবেষকেরা স্থির করেছেন।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' — এই তিনখানি নাটক, 'রঘুবংশম্' এবং 'কুমারসম্ভবম্'—এই দু'খানি মহাকাব্য এবং 'মেঘদূতম্' নামে

একখানি খণ্ডকাব্য, সব মিলিয়ে ছয়খানি কালিদাসের লেখা বলে সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও 'ঋতুসংহার' নামে একখানি কাব্য কালিদাসেরই লেখা বলে প্রায় সমস্ত পণ্ডিতই একমত। কোন' কোন' পণ্ডিতের এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করার অন্যতম প্রধান কারণের মধ্যে আছে প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের এই গ্রন্থের টীকা রচনা না করা এবং আলংকারিকদের এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি না দেওয়া। এছাড়াও এই কাব্যে কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় উৎকর্ষও যথেষ্ট কম। যাই হোক 'ঋতুসংহার'ও কালিদাসের লেখা বলে স্বীকৃত হয়েছে।

এইসব কাব্য-নাটক ছাড়াও 'অম্বাস্তব', 'কালীস্তোত্র', 'কাব্য-নাটকালংকার', 'ঘটকর্পর', 'চণ্ডিকাদণ্ডস্তোত্র', 'দুর্ঘটকাব্য', 'নলোদয়', 'নবরত্নমালা', 'নানার্থকোষ', 'পুষ্পবাণবিলাস', 'প্রশ্নোত্তরমালা', 'রাক্ষসকাব্য', 'লঘুস্তব', 'বিদ্বদ্বিনোদকাব্য', 'বৃত্তরত্নাবলী', 'বৃন্দাবনকাব্য', 'শৃঙ্গারতিলক', 'শৃঙ্গারসার', 'শ্যামলদণ্ডক', 'শ্রুতবোধ', 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ কালিদাসের নামে চলে আসছে। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকখানির প্রকৃত রচয়িতার সন্ধানও এখন পাওয়া গেছে। যেমন, 'নলোদয়'। এই গ্রন্থখানি নারায়ণপুত্র রবিদেবের রচনা বলে আর. জি. ভাণ্ডারকার মহাশয় প্রতিপাদন করেছেন। 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থও কালিদাসের লেখা বলে চলে আসছিল। এই গ্রন্থেই নবরত্ন সভার কবি এবং পণ্ডিতদের নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে পরিষ্কার বোঝা যায় যে গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকেরও পরে লেখা।

(ঙ) কাব্য-পরিচয়

ঋতুসংহার

'ঋতুসংহার' কাব্যে ভারতবর্ষের ছয় ঋতুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। নাটকে কালিদাসের কবিত্ব-প্রতিভা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার স্বল্প অংশই এতে অনুভূত হয়। 'সংহার' কথার সাধারণ অর্থ 'বধ'। কিন্তু এর অন্য আরো অর্থ আছে এবং তার মধ্যে 'সমাহার' বা 'সমষ্টি' এই অর্থের গ্রহণ হয়েছে 'ঋতুসংহার' নাম-করণে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ষড়্‌ঋতুর বর্ণনা এই কাব্যের উপজীব্য। তাই নাম 'ঋতুসংহার'। মোটামুটিভাবে দেড়শ শ্লোক আছে এই কাব্যে। 'মোটামুটি' বলতে হ'ল এই কারণে যে কয়েকটি শ্লোককে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন।

'ঋতুসংহার' কালিদাসের প্রথম বয়সের কাব্য বলে মনে হয়। ঋতুর পরিবর্তনে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য প্রকাশেই এই কাব্য থেমে থাকেনি — সেই সঙ্গে মানব মনেও যে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তার সার্থক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই কাব্যে। বিশেষতঃ প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়বৃত্তিতে ঋতুর পরিবর্তন যে ভাববৈচিত্র্য আনে তা খুব সুন্দর- ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কালিদাসের এই প্রথম প্রয়াসে। এক কথায় বলা যায়, প্রকৃতি এবং মানবজগৎ—দুই যেন মিলেমিশে চলেছে এই কাব্যে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজগতের এই একাত্মতা পরবর্তী কাব্য-নাটকে আরো ব্যাপকভাবে ধরা পড়েছে। 'ঋতুসংহারে' গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের বর্ণনা এবং প্রাণিকুলের শোচনীয় অবস্থার চিত্র যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা এক কথায় অপূর্ব।

মেঘদূত

যক্ষ ছিলেন কুবেরের উদ্যানরক্ষক। কোন একদিন যক্ষের অবহেলায় কুবেরের উদ্যান নষ্ট হল। কুবের অভিশাপ দিলেন—যক্ষকে এক বৎসরের জন্য প্রিয়তমা পত্নীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। যক্ষের নিবাস হিমালয়ের কোলে অলকায়। সেখানে রইলেন তাঁর পত্নী। আর যক্ষের নির্বাসন হ'ল দক্ষিণ ভারতের রামগিরিতে। অভিশাপের আট মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর আষাঢ়ের প্রথমদিনে আকাশে জমল মেঘ। যক্ষ সেই মেঘকেই দূত করে পাঠাবেন তাঁর পত্নীর কাছে—এই স্থির করলেন। কিন্তু কোথায় সেই অলকা—আর কোথায় বা রামগিরি! কি করে এই দূরের পথ মেঘ ঠিকভাবে চিনে যেতে পারবে—এই চিন্তার উদয় হ'ল যক্ষের মনে। তাই প্রথমেই নির্দেশ করলেন অলকায় যাওয়ার পথের নিশানা। একে একে বর্ণনা দিলেন মালক্ষেত্র, আম্রকূট, দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী, দশপুর, কুরুক্ষেত্র, কন্‌খল, কৈলাস প্রভৃতির। সেই সঙ্গে উল্লেখ করলেন পথে-পড়া নর্মদা, নির্বিন্ধ্যা, সিন্ধু, সরস্বতী, শিপ্রা, বেত্রবতী প্রভৃতি নদনদীর। এই নিয়েই মেঘদূতের পূর্বভাগ বা 'পূর্বমেঘ'। পরের ভাগে বা 'উত্তরমেঘে' দিলেন অলকার বর্ণনা। সেই সঙ্গে উপস্থাপিত করলেন বিরহকাতরা যক্ষপত্নীর চিত্র। রইল তাঁর প্রতি আশ্বাসবাণী। এই হ'ল 'মেঘদূতে'র বিষয়বস্তু। শ্লোকসংখ্যা কম-বেশি একশ আঠারো।

স্বল্পপরিসরের কাব্য হ'য়েও 'মেঘদূত' সংস্কৃত সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। এর প্রতিটি শ্লোকই অনন্য। গোটা 'মেঘদূত' মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা। বিরহের বেদনা প্রকাশে এই ছন্দের একটি আলাদা আবেদন আছে। আর তাই, বিচ্ছেদের ছবি আর ছন্দের সৌন্দর্য যেন একে অপরের পরিপূরক হ'য়ে এই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কুমারসম্ভব

তারকাসুর বধের জন্য কুমারের অর্থাৎ কার্তিকেয়ের সম্ভব বা জন্মই 'কুমারসম্ভব' নামক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।[৫] বিভিন্ন পুঁথিতে এই কাব্যের সতেরোটি সর্গ দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানের অধিকাংশ পণ্ডিত এই ব্যাপারে একমত যে 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সাত কিংবা আটটি সর্গই কালিদাসের রচনা। অবশিষ্ট নয় কিংবা দশটি সর্গ পরবর্তীকালের সংযোজন। এই ধারণার পিছনে কিছু কিছু যুক্তিও তাঁরা প্রদর্শন করেছেন। যেমন প্রসিদ্ধ টীকাকারদের অনেকেই পরবর্তী সর্গগুলির কোন টীকা রচনা করেননি। তাছাড়া প্রাচীন আলংকারিকরাও তাঁদের গ্রন্থে 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সাতটি সর্গ থেকে ভূরি ভূরি শ্লোক উদাহরণ হিসাবে তুললেও পরের সর্গগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। সুতরাং অনুমান করা চলে যে, এই ধারণা অর্থাৎ 'কুমারসম্ভবে'র শেষের সর্গগুলি যে কালিদাসের লেখা নয় তা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। তাছাড়াও কালিদাসের কবিপ্রতিভার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষরও এই সর্গগুলি বহন করে না। প্রথম দিকের সর্গগুলিতে সেই ছাপ কিন্তু স্পষ্ট। হরগৌরীর মিলন বর্ণনায় অশ্লীলতার স্পর্শও এই সন্দেহকে আরো বদ্ধমূল করে। কালিদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য এবং গুণগত মান বিশ্লেষণ করলেও এই ধারণা প্রতীত হয় যে কুমারসম্ভবের সতেরটি সর্গই একই কালিদাসের লেখা হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে কালিদাস এই কাব্যখানি আদৌ শেষ করেছিলেন কিনা। এর নিশ্চিত সদুত্তর পাওয়া কঠিন। সম্ভবতঃ শেষ করেছিলেন বলেই অধিকাংশের ধারণা।

'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গে আছে হিমালয়ের মনোরম বর্ণনা। দ্বিতীয় সর্গে আছে তারকাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতাদের ব্রহ্মার নিকট গমন এবং কামদেবের সহায়তায় শিবের যোগভঙ্গের চেষ্টা। অকালেই বসন্তের আবির্ভাব ঘটল। প্রকৃতিতে অভিনব সৌন্দর্যের সমাবেশ হ'ল সহসাই। এই অকাল বসন্তের বর্ণনায় কবির কল্পনাশক্তি এবং বর্ণনার ক্ষমতা যেন চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়েছে। শিবের মনে এল চাঞ্চল্য, ব্যাঘাত ঘটল তপস্যায়। সামনেই দেখলেন মদনকে। ক্ষুব্ধ শিবের তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতে ক্ষণেই ভস্ম হলেন মদন। এই হ'ল তৃতীয় সর্গের বৃত্তান্ত। চতুর্থে আছে মদনের পত্নী রতির বিলাপ। পরের সর্গে আছে পার্বতীর দুশ্চর তপশ্চর্যা এবং তারপরে আছে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব। এরপরে পার্বতীর পরিণয়। এখানেই সপ্তম সর্গের শেষ। পরবর্তী সর্গসমূহে ক্রমশঃ সম্ভোগ, কার্তিকেয়ের জন্ম প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

রঘুবংশ

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে 'রঘুবংশ'ই সর্ববৃহৎ এবং অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠও। সূর্য্য-বংশের নৃপতিগণের চরিত্রবর্ণনই এই কাব্যের উপজীব্য। দিলীপ থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত উনত্রিশ জন নৃপতির জীবনালেখ্য এতে স্থান পেয়েছে। প্রশ্ন হ'তে পারে, কালিদাস তাহ'লে এই কাব্যের নাম 'রঘুবংশ' দিলেন কেন। সম্ভাব্য উত্তর এই যে, কালিদাসের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় ছিল রামচরিত্র এবং দিলীপ থেকে শুরু করে রামের পূর্ববর্তী নৃপতিগণের মধ্যে তিনি রঘুকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন এবং সেই কারণেই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'রঘুবংশ'।

উনিশ সর্গে লেখা 'রঘুবংশে'র প্রথম দু' সর্গে আছে রাজা দিলীপের কথা। তৃতীয় সর্গে আছে রঘুর জন্ম, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি। চতুর্থে আছে রঘুর ভারত-দিগ্বিজয়। তৎকালীন ভারতের প্রামাণিক রাজনৈতিক চিত্র এতে পাওয়া যায়। পঞ্চমে বর্ণিত হয়েছে কৌৎসের উপাখ্যান। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনা আছে ষষ্ঠ সর্গে। সপ্তম সর্গে বর্ণিত হয়েছে অজের সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ এবং যুদ্ধ প্রভৃতি। অষ্টম সর্গে ইন্দুমতীর প্রয়াণে অজের করুণ বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। দশরথের কথা স্থান পেয়েছে নবম এবং দশমে। একাদশ থেকে চতুর্দশে আছে রামের কথা। তার মধ্যে একাদশে আছে রাম-লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন, তাড়কা-নিধন, হরধনুভঙ্গ প্রভৃতি। লঙ্কাবিজয় পর্যন্ত রামের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে দ্বাদশ সর্গে। ত্রয়োদশে আছে রাবণ-বধের পর শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে নিষ্পাপ জেনেও প্রজারঞ্জক রামের তাঁকে বনবাসে পাঠানো বর্ণনা করা হয়েছে চতুর্দশ সর্গে। আশ্রমে কুশ এবং লবের জন্ম, সীতার পুনর্বার অগ্নিপরীক্ষা এবং পাতালে প্রবেশ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে পঞ্চদশ সর্গে। ষোড়শে আছে কুশের শাসন। সপ্তদশে অতিথির। অবশিষ্ট গৌণ রাজাদের কথা অষ্টাদশে স্থান পেয়েছে এবং অন্তিম সর্গে আছে অগ্নিবর্ণের ভোগৈকসর্বস্ব জীবনের চিত্র।

(চ) নাটক-পরিচয়

মালবিকাগ্নিমিত্র

বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকা এবং বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের প্রণয়কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে।

বিদর্ভরাজ মাধবসেন একদা রাজ্যচ্যুত হলেন। ঠিক করলেন নিজের ভগিনী মালবিকাকে বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণ করবেন। বিদিশায় পাঠানোর পথেই দস্যুরা আক্রমণ করল তাঁদের। ভাগ্যক্রমে অগ্নিমিত্রেরই সেনাপতি বীরসেন মালবিকাকে উদ্ধার করলেন এবং অগ্নিমিত্রের প্রথমা পত্নী ধারিণীর সেবায় তাকে নিযুক্ত করলেন। ইতিমধ্যে রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার চিত্র দর্শন করে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হলেন এবং মালবিকাকে পাবার জন্য উৎসুক হলেন। রাজ্ঞী ধারিণী রাজার এই নতুন প্রেমের কথা আন্দাজ ক'রে মালবিকাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বিদূষকের সহায়তায় মালবিকা পরে মুক্ত হল। ইতিমধ্যে বীরসেন মাধবসেনকে মুক্ত করলেন। ক্রমশঃ প্রকাশ হল যে, মালবিকা মাধবসেনের ভগিনী। অতঃপর ধারিণী স্বেচ্ছায় মালবিকাকে রাজার হাতে সমর্পণ করলেন এবং সপত্নীরূপে স্বীকার করলেন। এই হ'ল 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের ঘটনা।

'বিক্রমোর্বশীয়' বা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র মত না হলেও 'মালবিকাগ্নিমিত্র'ও একখানি সুন্দর নাটক। বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রগুলি এই নাটকে খুবই প্রাণবন্ত। নাটকীয় সংঘাত এবং সাস্‌পেন্স এই নাটকে যথেষ্টই লক্ষিত হয়।

বিক্রমোর্বশীয়

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গে মর্ত্যের রাজা পুরূরবার প্রণয় 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের বিষয়বস্তু। কোন এক সময় কেশী নামে এক অসুর উর্বশীকে অপহরণের চেষ্টা করে। উর্বশীর সঙ্গিনীর আকুল আর্তনাদে রাজা পুরূরবা আকৃষ্ট হ'লেন এবং স্বীয় বিক্রমে কেশীকে পরাভূত ক'রে উর্বশীকে উদ্ধার করলেন। বিক্রমের দ্বারা লব্ধ উর্বশীকে নিয়ে যে নাটক তারই নাম 'বিক্রমোর্বশীয়'। যাই হোক প্রথম দর্শনেই উর্বশী এবং পুরূরবা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পুরূরবা চলে এলেন মর্ত্যে। উর্বশী রইলেন স্বর্গে।

স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ংবর নামে নাটক অভিনীত হচ্ছে। উর্বশী নেমেছেন লক্ষ্মীর ভূমিকায়। অভিনয়ের মধ্যে মেনকা প্রশ্ন করেলেন — "তুমি কাকে ভালোবাসো?" লক্ষ্মীর ভূমিকায় উর্বশীর উত্তর দেওয়া উচিত ছিল 'পুরুষোত্তমকে', অর্থাৎ বিষ্ণুকে। কিন্তু উর্বশী পুরূরবার প্রেমে এতই মগ্ন ছিলেন যে তিনি ভুলে গেলেন — তিনি অভিনয় করছেন। আর তাই

অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল তাঁর সত্যিকারের ভালোবাসার পাত্রের নাম। বলে ফেললেন — 'পুরূরবাকে'। আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে ভরত মুনির অভিশাপ নেমে এল — 'যা তুই মর্ত্যে।' ইন্দ্র অনুমতি দিলেন মর্ত্যে পুরূরবার সঙ্গে থাকার। তবে যতদিন পুরূরবা পুত্রমুখ দর্শন না করেন — এই শর্তে। যাই হোক, উর্বশী নেমে এলেন মর্ত্যে। দিন যায় সুখে। ইতিমধ্যে একদিন রাজা পুরূরবাকে এক বিদ্যাধরকন্যার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন উর্বশী। অভিমান হ'ল তাঁর। ক্রোধের বশে প্রবেশ করলেন কুমারবনে — যে বনে নারীর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিণত হলেন এক লতায়।

পুরূরবা উর্বশীর অন্বেষণ করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে উর্বশীর জন্য তিনি হলেন উন্মত্তপ্রায়। ময়ূর, কোকিল, হাঁস, চক্রবাক, ভ্রমর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী — সবার কাছে প্রশ্ন করেন — উর্বশী কোথায়? চেতন-অচেতন সকলের কাছে আকুল আকুতি জানান তাঁকে খুঁজে দিতে। অবশেষে দৈব কৃপায় লাভ করলেন সঙ্গমনীয় মণি। সেই মণির প্রভাবেই লতা হয়ে থাকা উর্বশী নিজের রূপে আবার আবির্ভূত হ'লেন। এরপর ঘটনাচক্রে রাজা পুত্রমুখ দর্শন করলেন। উর্বশী তখন সব কথা খুলে জানালেন এবং তাকে স্বর্গে চলে যেতে হবে জানালেন। রাজা স্থির করলেন তিনি বনে গমন করবেন, কেননা, উর্বশী ছাড়া প্রাণ ধারণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ইতিমধ্যে নারদ এসে জানালেন যে ইন্দ্র উর্বশীকে রাজার সঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। নাটক শেষ হ'ল পুরূরবা-উর্বশীর অভীষ্টলাভের মধ্যে।

'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকটি লেখা হয়েছে পাঁচ অঙ্কে। এই নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে গোটা চতুর্থ অঙ্ক কেবলমাত্র পুরূরবার উক্তিতেই ভরা এবং তাও প্রাকৃত ভাষায় রচিত বহু সঙ্গীতে। ফলতঃ নাটকের চাইতেও অপেরার ঢঙ্ যেন ফুটেছে এখানে। উর্বশীর বিরহে পুরূরবার শোচনীয় অবস্থা কালিদাস খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এই নাটকে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল

কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। পুরুবংশের রাজা এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজা দুষ্যন্ত মালিনী নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এসে শকুন্তলাকে দেখলেন এবং গান্ধর্বমতে তাকে বিবাহ করে অনতিবিলম্বেই তাকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যাবার সময় তাঁকে দিয়ে গেলেন রাজাঙ্গুরীয়। ইতিমধ্যে আশ্রমে মহর্ষি দুর্বাসা অতিথি-সৎকারের অবহেলার অভিযোগে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন যে তার প্রণয়ী তাকে চিনতে পারবেন না। পরে সখীদের অনুরোধে অভিজ্ঞানাভরণ দর্শাতে পারলে শাপের অবসান হবে এই ব্যবস্থা হয়। শকুন্তলা রাজার কাছে গেলে রাজা তাকে চিনতে পারলেন না। শকুন্তলাও অভিজ্ঞানাভরণ দেখাতে না পারায় প্রত্যাখ্যাতা হলেন। পরে ধীবরের কাছ থেকে অঙ্গুরীয়ক ফিরে পেয়ে রাজার সব বৃত্তান্ত মনে পড়ল এবং স্বর্গে যুদ্ধজয়ের পর ফেরার পথে মারীচাশ্রমে সপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন।

[নাটকের অঙ্কানুসারী বিষয়-সংক্ষেপ পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]

(ছ) সাহিত্যসৃষ্টির পৌর্বাপর্য

'ঋতুসংহার', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' এবং 'রঘুবংশ' — কালিদাসের এই চারটি কাব্যের মধ্যে 'ঋতুসংহার' কালিদাসের প্রথম রচনা — এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। কালিদাসের অন্যান্য রচনার সঙ্গে তুলনা করলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। এরপর যথাক্রমে 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' এবং 'রঘুবংশ' লেখা হয়েছে বলে অধিকাংশের ধারণা। কিংবদন্তী অনুসারে মূর্খ কালিদাস সরস্বতীর আশীর্বাদে মহান্ প্রতিভার অধিকারী হয়ে পত্নীর কাছে ফিরে এসে বলেছিলেন 'অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ'। এই কথারই ক্রম অনুসারে তিনি প্রথমে লিখেছিলেন 'অস্তি' দিয়ে শুরু ("অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবাতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ") 'কুমারসম্ভব', তারপর লিখেছিলেন 'কশ্চিৎ' দিয়ে শুরু ("কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ") 'মেঘদূত' এবং অবশেষে 'বাগ্‌বিশেষে'র 'বাক্' অংশ দিয়ে শুরু ("বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে") 'রঘুবংশ'। 'রঘুবংশে'র রচনাসৌকর্য, শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার ছাপ প্রভৃতি লক্ষ করেও এই কাব্যকে পরিপক্ক হাতের রচনা বলে মনে করা হয়। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম দিকের কয়েকটি সর্গ পড়লে কল্পনার আধিক্য অনুভব করা যায়। তাছাড়া 'মেঘদূত' এবং 'রঘুবংশে' কোন' কোন' জায়গায় 'কুমারসম্ভবে'র ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে 'কুমারসম্ভব'ই 'ঋতুসংহারে'র অব্যবহিত পরের কাব্য বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মত দিয়েছেন।

ইদানীংকালে কয়েকজন গবেষক কিন্তু 'রঘুবংশ'কেই কালিদাসের দ্বিতীয় কাব্য বলতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে এই 'রঘুবংশে'ই আমরা কেবল মঙ্গলশ্লোক দেখতে পাই । তাছাড়া কবি নিজেও আত্মবিশ্বাসের অভাব সূচিত করেছেন গ্রন্থারম্ভে (তুলনীয় ঃ 'আমার মত অল্পমতি কবির পক্ষে সূর্য্যবংশ বর্ণনা করতে যাওয়া আর ভেলায় করে সমুদ্র পার হতে চাওয়া — এক কথা। আমি বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইছি ....' ইত্যাদি। অবশ্য এসবই নিছক বিনয় বললে অন্য কথা)। তাছাড়াও 'রঘুবংশে'র বিষয় এমন যে তা যে কোন জায়গা থেকে শুরু করা যায় এবং যে কোন জায়গাতে ইতিও টানা যায়। বিষয়বস্তুও সেইসঙ্গে ব্যাপক। সামান্য কোন অনুভূতি বা ঘটনাকে কাব্যে রূপ দেবার মত সামর্থ্য হয়ত তখনও তাঁর ছিল না। 'কুমারসম্ভব' এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র দাম্পত্য প্রেমের চিত্র পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এখন 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' যে কালিদাসের পরিণত বয়সের লেখা তা ঐ নাটকের চূড়ান্ত উৎকর্ষ প্রভৃতি বিচার করে সকলে একমত হয়েছেন। সুতরাং 'কুমারসম্ভব'কে কালিদাসের শেষের দিকের রচনা মনে হয়। 'রঘুবংশ' সম্পূর্ণ মহাকাব্য। 'কুমারসম্ভব' অসম্পূর্ণ ; ('কুমারসম্ভবে'র শেষের নয় বা দশটি সর্গ পরবর্তী সংযোজন)। কালিদাস কাব্যটি শেষ করতে পেরেছিলেন বলে নিশ্চিত করে বলা যায় না। এইসব বিবেচনা করে এই গবেষকেরা 'ঋতুসংহারে'র পর 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত' এবং 'কুমারসম্ভব'-এই ক্রম পছন্দ করেছেন।

নাটকের মধ্যে প্রথমে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', তারপর 'বিক্রমোর্বশীয়' এবং সবশেষে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' — এই ক্রম প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র প্রস্তাবনায় — 'ভাস, সৌমিল্ল, কবিপুত্র প্রভৃতির প্রসিদ্ধ নাট্যগ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কালিদাসের নাটক রচনা ধৃষ্টতার পরিচয়' — বিনয়মিশ্রিত দীনতা প্রকাশ করে কবি দর্শকদের কাছে অনুরোধ

করেছেন যে কেবলমাত্র নবীন নাট্যকার — এই কারণেই তাঁর নাটককে যেন অবজ্ঞা না করা হয়। তাছাড়া কবিত্বের প্রথম উন্মেষ, প্রেমের উচ্ছলতা প্রভৃতি বিচার করেও এটিই তাঁর প্রথম নাটক একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। কালিদাসের নাট্য-প্রতিভার চূড়ান্ত উৎকর্ষ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'। সুতরাং এটিকে সর্বশেষ ধরলে নাটকের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান হয় 'বিক্রমোর্বশীয়ে'র। তিনটি নাটকের ঘটনার গতি-প্রকৃতিও তাই সমর্থন করে।

কাব্য-নাটক দুই মিলিয়ে অনেকের মতে ক্রমটি এই রকম — 'ঋতুসংহার', 'কুমারসম্ভব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'মেঘদূত', 'বিক্রমোর্বশীয়', 'রঘুবংশ' এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'। আগেই বলা হয়েছে কয়েকজন গবেষকের মতে 'রঘুবংশ' কাব্যের মধ্যে দ্বিতীয়। সেই হিসাবে 'কুমারসম্ভব' এবং 'রঘুবংশ' পরস্পর পরস্পরের স্থান গ্রহণ করবে।

(জ) শিক্ষা

কিংবদন্তীতে যাই থাক না কেন, কালিদাস যে 'হঠাৎ-কবি' ছিলেন না, তা তাঁর কাব্য নাটক পড়লেই অনুধাবন করা যায়। যে কলানৈপুণ্য এবং শাস্ত্রজ্ঞানের সুষ্ঠু কাব্যিক প্রয়োগ আমরা এসব কাব্য-নাটকে পাই, তা যে অতি উচ্চমানের শিক্ষা এবং অনলস অধ্যবসায়ের ফল তা বুঝতে কারুরই অসুবিধা থাকার কথা নয়। কালিদাসের জীবনের এই দিকটি সম্ভবতঃ কবি নিজেই ইঙ্গিত করেছেন 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র প্রস্তাবনায়।

ভারতীয় আলংকারিকদের অধিকাংশই নৈসর্গিক প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং নিরন্তর অভ্যাস — এই তিনটিকেই কবিত্ব প্রকাশের বাহন বলে নির্দেশ করেছেন। ব্যুৎপত্তি আসবে বিবিধ শাস্ত্রের, যেমন ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান, চতুঃষষ্ঠি কলা, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, অশ্ব, গজ, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন থেকে। এই সব শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন না করে কাব্য লেখার প্রচেষ্টা নিরর্থক হবে বলে মনে করা হ'ত। এছাড়াও পুরাণাদির জ্ঞান, ভৌগোলিক জ্ঞান, ঋতু, ফুল, ফল প্রভৃতিরও জ্ঞানার্জন আবশ্যক বলে মনে করা হ'ত। কালিদাসের কাব্যেও এইসব শাস্ত্রজ্ঞানের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ, কোষ, অভিধান প্রভৃতিতেও কালিদাসের যে গভীর জ্ঞান ছিল তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কালিদাসের যে কোন কাব্য-নাটকের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই তা অনুধাবন করা যায়।

কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং 'মেঘদূতে'র পূর্বমেঘে রামগিরি থেকে অলকা যাবার পথ-নির্দেশ প্রসঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ, লতা, ফুল এবং জনপদের এক বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ স্থানের প্রসিদ্ধ দ্রব্যেরও উল্লেখ পাই এই বর্ণনায়। কৃষিব্যবস্থার কথাও উল্লিখিত হয়েছে প্রয়োজনবোধে। নিখুঁত ভৌগোলিক জ্ঞান না থাকলে এ ধরণের বাস্তব বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির গভীর জ্ঞান কালিদাসের কাব্যে ছাপ রেখেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি কালিদাসের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা পাই তাঁর কাব্যের মধ্যে। যাগযজ্ঞাদির যে চিত্র আমরা পাই তা তাঁর

বেদজ্ঞানের পরিচায়ক। কালিদাস 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' বৈদিক ছন্দে একটি শ্লোকও রচনা করেছেন (দ্র. ৪র্থ অঙ্ক, ৮নং শ্লোক)।

অর্থশাস্ত্রের (রাজ্য-শাসন বিষয়ক) গভীর জ্ঞানও 'রঘুবংশ' প্রভৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের কথা, রাজোচিত আচার-ব্যবহারের কথা প্রভৃতিতে এর প্রমাণ রয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের সঙ্গেও কালিদাসের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি, সত্ত্বাদির কথা তিনি বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। যোগ দর্শনের কথাও তাঁর কাব্যে আছে। 'কুমারসম্ভবে'র পঞ্চম সর্গে তপস্যারতা পার্বতীর দেহে প্রথম বৃষ্টিপতনের অপূর্ব বর্ণনার মধ্যেই পার্বতীর উপবেশন ভঙ্গী যে যোগশাস্ত্রানুযায়ী ছিল তা অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন ('স্থিতাঃ ক্ষণং ... 'ইত্যাদি শ্লোকের 'চিত্রমীমাংসা'য় অপ্পয় দীক্ষিতকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনও তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত ছিল।

কামশাস্ত্রের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচিতির সাক্ষ্য বহন করছে কাব্য এবং নাটকে নায়ক-নায়িকার মিলন এবং বিরহে বিচিত্র অনুভূতির বর্ণনা। সদ্যোযৌবনা ব্রীড়াবনতা নায়িকার চিত্রে, উদ্রিক্ত কামনায় নায়ক-নায়িকার আপন গন্ধে বিভোর কস্তুরীমৃগের মত চাঞ্চল্যের বর্ণনায়, প্রোষিতভর্তৃকার বিরহকাতরতার ছবিতে, সর্বোপরি পূর্বরাগের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশের ব্যঞ্জনায় কালিদাস যে নৈপুণ্যের, যে কবিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন — তা শুধু শাস্ত্রপাঠের অভিজ্ঞতা নয় — জীবনানুভূতিরও প্রকাশ।

কালিদাসের নাটকগুলিতে নাট্যনির্দেশগুলি যেভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে নাট্যশাস্ত্রে যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল — তার প্রমাণ মেলে।

কালিদাস চিত্রাঙ্কন-বিদ্যাও অধিগত করেছিলেন বোধ হয়। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের আঁকা মালিনী নদীর তীরে কণ্বাশ্রমের একখানি চিত্রের যে বর্ণনা আছে, 'রেখার মাধ্যমে লাবণ্যের প্রকাশ' এবং চিত্রের সম্পূর্ণতা আনয়নের জন্য অন্য করণীয়ের প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, কিংবা সানুমতীর মুখে চিত্রের যে প্রশংসা আছে — তাতে কবির চিত্রাঙ্কনবিদ্যার সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ মেলে।

ছন্দের তত্ত্ব যে কালিদাস কত গভীরভাবে বুঝতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভাবের সঙ্গে ছন্দের এমন মিল সংস্কৃত সাহিত্যে বেশী নেই। যক্ষের বিরহে তিনি বেছেছেন মন্দাক্রান্তা ছন্দকে, যেই মন্দাক্রান্তার যতি বিরহীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেকে।

মানবচরিত্র অনুধাবনে কালিদাসের তুল্য কবি নেই। অন্তর্জগৎকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখতেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শন আর অলোকসামান্য নব নব উন্মেষশালী প্রতিভার সঙ্গমেই সৃষ্টি হয়েছে কালিদাসের অনুপম সাহিত্য সম্ভার।

(ঝ) ধর্মমত

কালিদাসের ধর্মমত কি ছিল তা তাঁর কাব্য-নাটক থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবে স্থির করা যায়। তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে তিনি পার্বতী এবং পরমেশ্বর শিবকে জগতের মাতাপিতা জ্ঞানে বন্দনা করেছেন। "বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥" অন্য আর এক মহাকাব্য 'কুমারসম্ভবে'র বিষয়বস্তুই হর-পার্বতী। প্রসিদ্ধ খণ্ডকাব্য 'মেঘদূতে'ও মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যারতির বর্ণনায় শিবের প্রতি তাঁর অনুরক্তি সূচিত হয়েছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের মঙ্গলশ্লোকেও কালিদাস অষ্টমূর্তিধর শিবের বন্দনা করেছেন। আবার 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকেও মঙ্গলশ্লোকে 'ভক্তিযোগ-সুলভ' 'স্থাণু' 'একপুরুষ' শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছেন। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের মঙ্গলশ্লোকে 'প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্তিধর' শিবের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং অন্তিম ভরতবাক্যে 'নীললোহিত' শিবের কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করেছেন। এমতাবস্থায় কালিদাস যে শিবভক্ত ছিলেন তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

তবে নিজে শৈব হলেও অন্য ধর্মের প্রতি বা অন্য দেবতার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছিল না। তাঁর রচনায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। এমনকি 'কুমারসম্ভব' কাব্যের সপ্তম সর্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একই মূর্তির ত্রিবিধ প্রকাশ — একথা পর্যন্ত তিনি বলেছেন ("একৈব মূর্তির্বিভিদে ত্রিধা সা/ সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্। বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচি- / দ্বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ ॥")। অবশ্য ধর্মবিষয়ে গোঁড়ামিরহিত বেদান্তসুলভ উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও শিবের প্রতি তাঁর অধিক অনুরাগ কারুর নজর এড়াবে না। ভর্তৃহরির সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর মিল লক্ষণীয়। "মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে / জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি। তয়োর্ন ভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে / তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥" (বৈরাগ্যশতক)।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুনগুলির প্রতি কালিদাসের অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। এর প্রমাণ আমরা পাই 'রঘুবংশে' শম্বুক নামে শূদ্রের যোগাবলম্বনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের তাঁকে বধ করাকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে। (দ্রঃ পঞ্চদশ সর্গ, ৪২-৫৩)। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার তিনি যে একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তার আরও প্রমাণ পাই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র ষষ্ঠ অঙ্কে ধীবরের উক্তিতে ('শহজে কিল জে ... ' ইত্যাদি) এবং রাজা দুষ্যন্তের সম্বন্ধে 'বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা' ইত্যাদি বিশেষণে। যাগযজ্ঞে পশুবধ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াও যে তিনি সমর্থন করেছেন ধীবরের উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে।

অন্য ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করলেও কালিদাস তৎকালীন ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের প্রতি কিছুটা ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন মনে হয়। তা নাহলে তাঁর কাব্য-নাটকে ঐ ধর্মের কিছু উল্লেখ থাকতো, বিশেষতঃ বৌদ্ধশিল্প এবং সংস্কৃতির কিছু পরিচয় থাকত — এরকম আশা করা যায়। তাছাড়া যজ্ঞীয় পশুহিংসার মত বৌদ্ধবিরোধী কাজেরও সমর্থন-সূচক উল্লেখ থাকত না।

(ঞ) কবিত্ব ও রচনাভঙ্গী

কালিদাসের কবিত্বের প্রশংসা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সকল ভাষায় — প্রাচীন-আধুনিক, প্রবীণ-নবীন সকল বিদ্বজ্জনের লেখায়। বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় 'কালিদাস-প্রশস্তি'তে তার সামান্যতম পরিচয় মিলবে।

কালিদাসের কাব্যের প্রধান গৌরব ব্যঞ্জনা। তিনি কখনও বাহুল্যে প্রবেশ করেননি। যেটুকু বোঝানো দরকার, যে ভাবটুকু প্রকাশ করতে হবে, তা তিনি সামান্য দু-একটি কথায় 'ধ্বনি'র (suggestion) মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটা যুগের সূচনা করা হয়, সংস্কৃতে তেমনি কালিদাস। তাঁর পরবর্তী কবিরা যেখানে বাহুল্যকেই তাঁদের প্রকাশ-ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎকর্ষ মনে করেছেন — কালিদাস সেখানে বাহুল্যকে 'বাহুল্য'জ্ঞানেই ত্যাগ করে পরিমিতির আভিজাত্যে নিজেকে ভূষিত করেছেন। মেদহীন সুঠাম তাঁর কাব্যবন্ধ।

অঙ্গিরা এসেছেন হিমালয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের। পিতার পাশেই আছেন পার্বতী। অঙ্গিরার কথা শোনার অদম্য ইচ্ছা। আবার স্বভাবসুলভ লজ্জা দিচ্ছে বাধা। তাই তিনি লীলাকমলের পত্রগণনায় ব্যস্ত হলেন। উৎসুক শ্রবণেন্দ্রিয় রইল নিজের ভাবী বিবাহের আলোচনায়। এই যে পূর্বানুরাগের লজ্জা — কালিদাস তা একটিমাত্র শ্লোকে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করলেন — "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী। / লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥" অপাপবিদ্ধা সীতাকে শুধুমাত্র লোকাপবাদের ভয়ে রামচন্দ্র বনবাসে পাঠালেন — আসন্নপ্রসবা তাঁকে তাঁর একান্ত অভিলষিত তপোবন দেখাবার ছলনা করে। দেবর লক্ষ্মণ প্রকৃত ঘটনা জানানোর পর সীতার ক্ষোভ, বঞ্চনা, অভিমান, দুঃখ — সব অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটল একটি শ্লোকে — "বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা" ইত্যাদিতে। 'সেই রাজা' এই এক কথায় রামচন্দ্র এখন তাঁর কাছেও কেবল একজন রাজা মাত্র — স্বামী নন, এই অভিমান উদ্‌গত বাষ্প হয়ে তাঁর কণ্ঠে স্থান পেল। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হয়েছেন ভারতের সব শ্রেষ্ঠ নরপতিরা। সারিবদ্ধভাবে বসে আছেন তাঁরা। ইন্দুমতী এলেন মালা হাতে। একে একে দেখতে থাকলেন সবাইকে। আগন্তুক রাজাদের মধ্যে তিনি যখন যাঁর সামনে উপস্থিত হচ্ছেন তিনিই আশার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছেন। পর মুহূর্তেই প্রত্যাখ্যানের নৈরাশ্যের অন্ধকারে তিনি নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন। এই আশা-নিরাশার ছবি এক শ্লোকে ফুটে উঠল যেন প্রত্যক্ষ হয়ে — "সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ / যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।" ইত্যাদিতে।

ভারতীয় পণ্ডিতরা কালিদাসকে 'উপমার কবি' বলে থাকেন। 'উপমা কালিদাসস্য'। এই প্রশংসা কালিদাসের সর্বতোমুখী প্রতিভা এবং কবিত্বের পরিচায়ক না হলেও মতটি আক্ষরিকভাবে সত্য। উপমা রচনায় তিনি এত সিদ্ধহস্ত যে, মনে হয় তিনি যার সঙ্গে যার তুলনা দিয়ে গেছেন — তা চিরকালের জন্য উপমান-উপমেয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বাঁধা থাকবে। প্রতিটি উপমা সাবলীল, কষ্টকল্পনায় স্থান তাতে নেই।

কালিদাসের কাব্যের আরেকটি গুণ হল এর অপূর্ব শব্দবিন্যাস। মনে হয়, তাঁর লেখার

একটি বর্ণও পরিবর্তন করলে কাব্যের সেই সৌন্দর্য আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না। একটা শব্দের স্থান পরিবর্তন করলেই যেমন সমগ্র কাঠামোটা ভেঙে পড়বে। কালিদাসের হাতে প্রত্যেকটি বর্ণ তার সার্থকতার চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তিও অতুলনীয়। যে ছবিই তিনি এঁকেছেন — তা উচ্ছল সমুদ্রই হোক, তুষারকিরীট হিমালয়ই হোক, অথবা শান্ত, স্নিগ্ধ তপোবন হোক — তার বর্ণনার উপর আর যেন তুলির অগ্রভাগও স্পর্শ করা যাবে না।

'নবরসরুচিরা' কবির বাণী। কালিদাসের রচনায় তা প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দেয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ — যে কোন রসই তাঁর প্রতিভায় পরিপাক হয়ে বাগ্‌দেবীর অনর্ঘ নৈবেদ্যে পরিণত হয়েছে।

প্রকৃতির কবি কালিদাস। তাঁর যে কোন কাব্য-নাটকেই প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার পরিচয় মেলে। 'প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এতো অন্যত্র দেখি নাই।' — 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' প্রকৃতির প্রভাব বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কালিদাসের যে কোন কাব্য-নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। (এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় পরবর্তী অধ্যায়ে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে প্রকৃতি' দ্রষ্টব্য)।

কালিদাসের চরিত্র-সৃষ্টিও অনুপম। সীতা, শকুন্তলা, মালবিকা, ধারিণী, উর্বশী, দুষ্যন্ত, পুরূরবা — প্রত্যেকেই অপরূপ সৃষ্টি। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কালিদাস প্রয়োজনে বিষয়বস্তুর উৎস থেকে সরে আসতেও দ্বিধা করেননি। তার ফলে প্রতিটি চরিত্রেই এসেছে অভিনবত্ব, সংযোজিত হয়েছে বিশেষ মাত্রা।

বৈদর্ভী রীতি সমস্ত গুণের সমাহার। কালিদাসের লেখাও এই রীতিতে। বলা হয়ে থাকে — 'বাল্মীকি বৈদর্ভীর জন্ম দেন, ব্যাস একে লীলাময়ী করে তোলেন আর তারপরে বৈদর্ভী স্বয়ং কালিদাসকে পতিত্বে বরণ করেন।' প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের হাতের স্পর্শ যাতে লেগেছে, তাই হয়ে উঠেছে অনুপম।

কালিদাস-প্রশস্তি

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণবীণা অরপিলা করে ! —
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি ?
মিথ্যা বা কি বলে বলি ! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি !) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *'কালিদাস'।*

* * *

পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে
কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতকালিদাসা।
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবা -
দনামিকা সার্থবতী বভূব ॥

* * *

In making a general estimate of Kālidāsa's achievement as a poet, one feels the difficulty of avoiding superlatives; but the superlatives in this case are amply justified. Kālidāsa's reputation has always been great; and this is perhaps the only case where both Eastern and Western critics, applying not exactly analogous standards, are in general agreement. That he is the greatest of Sanskrit poets is a commonplace of literary criticism, but if Sanskrit literature can claim to rank as one of the great literatures of the world, Kālidāsa's high place in galaxy of world-poets must be acknowledged. It is not necessary to prove it by quoting the eulogium of Goethe and Ānandavardhana; but the agreement shows that Kālidāsa has the gift

of a great poet, and like all great poetic gifts, it is of universal appeal.

S. K. De; *'A History of Sanskrit Literature'*

* * *

সুধা-স্বাদু-গিরোঽভূবন্ বহবঃ কবয়ঃ পুরা।
কীর্তয়ঃ কলিতাস্তেষু কালিদাসেন কেবলম্ ॥

* * *

কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদিগের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন না। ...... তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ; *'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'।*

* * *

মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির-প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস।
নীলকণ্ঠদ্যুতি-সম স্নিগ্ধনীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,
জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি ;
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি,
শংকরচরিতগানে ভরিয়া ভুবন। —
মাঝে হতে উজ্জয়িনী রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *'চৈতালি', 'মানসলোক।'*

* * *

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মত,
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।

... ...

তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল
আনন্দের সূর্য-পানে ; তার কোন ঠাঁই
দুঃখদৈন্যদুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; *'চৈতালি' কাব্যে 'কাব্য'।*

* * *

যে কয়জন মহাকবি কবিত্বমাধুর্যে সমগ্র ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন ও যাঁদের কাব্য তৎকালীন যুগের সীমা অতিক্রম করে চিরন্তনতা অর্জন করেছে, তাঁদের মধ্যে কালিদাসই শ্রেষ্ঠ, — এ কথা ভারতের আলংকারিকসমাজে ও কবিসমাজে চিরকাল একবাক্যে স্বীকৃত হয়ে আসছে। মহাভারত ও রামায়ণ, এই দুটি সর্বজনীন মহাকাব্যের কথা ছেড়ে দিলে এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, কালিদাসের কাব্যগুলি ভারতবর্ষের হৃদয়কে যেরূপ নিবিড় ও চিরন্তন রূপে জয় করে নিয়েছে সেরূপ আর কোন কবির কাব্যই পারে নি।

প্রবোধচন্দ্র সেন, *'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' গ্রন্থে 'কালিদাস' প্রবন্ধ।*

* * *

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন'পরে।

... ...

নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; *'চৈতালি'* কাব্যে *'ঋতুসংহার'।*

* * *

অমৃতেনেব সংসিক্তা চন্দনেনেব চর্চিতাঃ।
চন্দ্রাংশুভিরিবোদ্‌ঘৃষ্টাঃ কালিদাসস্য সূক্তয়ঃ ॥

জয়ন্তভট্ট

* * *

In the plays of India's greatest playwright, Kālidāsa (probably 4th Century A.D.), there is an exquisite refinement of detail in presentation. His delicate romantic tales leap time and place by simple suggestion and mingle courtly humour and light-hearted wit with charming sentiment and religious piety.

The New Encyclopaedia Britannica' (Macro) Vol. 23, 1989.

* * *

* * *

অনঘা গুণসম্পূর্ণা সমুচিতবিচ্ছিত্তিরীতিরসৌ।
প্রস্তুতরসসন্দোহা সরস্বতী জয়তি কালিদাসস্য ॥

অভিরাম

* * *

রসভারভরোদ্ভিন্নাং ভারতীমমরাদৃতে।
শ্রীমতঃ কালিদাসস্য বিজ্ঞাতুং কঃ ক্ষমঃ পুমান্ ॥

স্থিরদেব

* * *

কালিদাস একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্র করেন ; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হয়।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে **বঙ্কিমচন্দ্র।**

* * *

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ -
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী — কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস, রাজ-অধিরাজ।
কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা-গান — গীতিসমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া-'পরে।

রবীন্দ্রনাথ, *'চৈতালি', 'কালিদাসের প্রতি।'*

* * *

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতেম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *'ক্ষণিকা', 'সেকাল'*।

কোন একজন আধুনিক বাঙালী কবি তাঁর কাব্যে লিখেছেন — "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।" এই সঙ্গে কবির জানানো উচিত ছিল যে, তাঁর কালে তো জন্ম নেওয়া হয়েইচে। সাহিত্যের একটা প্রধান কাজই হচ্ছে এক শতাব্দীকে আর এক শতাব্দীতে রওনা ক'রে দেওয়া। কালিদাসের কাল দূর তারার আলোর মতো অতীত যুগ থেকে নিঃসৃত হয়ে বর্ত্তমান কালে এসে পৌচচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রঘুনাথ মল্লিকের *'কালিদাসের গল্প'* বইয়ের ভূমিকায়।

* * *

সুন্দর বসন্তকালের উপবন যেরূপ স্বভাবতঃই মধুর, কালিদাসের কাব্য যেন সেইরূপ স্বভাবতঃই মধুর বলিয়া বোধ হয়, সে মাধুর্য্যে শরীর পুলকিত হয়, মন আনন্দিত হয়। ... এক একটী চিত্র যেন এক একটী হৃদয়গ্রাহী রত্ন! — কল্পনাসাগর মন্থন করিয়া মানবজাতি ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল বা মধুর লাবণ্যবিভূষিত রত্ন অদ্যাবধি প্রাপ্ত হয় নাই!

রমেশ চন্দ্র দত্ত ; *'কবি কালিদাস'*।

* * *

নিগর্তামলবাক্যস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে ॥

* * *

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে ॥

বাণভট্ট

* * *

বাল্মীকিমিব সভাসং যশঃ শরীরেণ সর্বদা সন্তম্।
রসবদ্বচনবিকাসং নমত কবিং কালিদাসং তম্ ॥

* * *

ভাসয়ত্যপি ভাসাদৌ কবিবর্গে জগৎত্রয়ম্।
কে ন যান্তি নিবন্ধারঃ কালিদাসস্য দাসতাম্ ॥

* * *

লিপ্তা মধুদ্রবেণাসন্ যস্য নির্বিষয়া গিরঃ।
তেনেদং বর্ত্ম বৈদর্ভং কালিদাসেন শোধিতম্ ॥

* * *

কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য — রূপযৌবনসমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা'*

* * *

কালিদাসকবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এনমাংসমবলা চ কোমলা সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি ॥

* * *

His writings show indeed a keen appreciation of high ideal and lofty thought but the appreciation is aesthetic in its nature: he elaborates and seeks to bring out the effectiveness of these on the imaginative sense of the noble and grandiose, applying to the things of the mind and soul, the same aesthetic standard as to the things of sense themselves ...... In continuous gift of seizing an object and creating it to the eye, he has no rival in literature.

Sri Aravinda

* * *

আর কি সেদিন হবে, জগৎ জুড়িবে যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
কবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *'বীরবাহু কাব্য'*

* * *

অস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয়ঃ ইতি গণ্যন্তে।

আনন্দবর্ধন, *'ধ্বন্যালোক'*

* * *

যেনাযোজি নবেঽশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ ॥

রবিকীর্তি, আইহোল শিলালেখ

* * *

সরস্বতী — কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ।
কালিদাসঃ — কোঽহং ব্রূহি তদা মূঢ়ে?
সরস্বতী — ত্বমেবাহং ন সংশয়ঃ ॥

* * *

শ্রীকালিদাসকবিবর্যসরস্বতীয়ং
কিং বর্ণয়াম্যতিতরাং রসবাহিনীতি।
যৎ কালিকা ভগবতী শুচিভাবযোগাদ্
যস্যামহো মুহুরনুগ্রহমাদধাতি ॥

* * *

কালিদাসের বিশ্বজনীন প্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, যে নাটক তিনি দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্বে লিখিয়াছেন, তাহা পুরাতন ও নূতন অলঙ্কারশাস্ত্রকে বাঁচাইয়া, আচার নীতি ও ধারণার পরিবর্তন তুচ্ছ করিয়া, সর্ব সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে পর্বতের মত অটলভাবে, এই দীর্ঘকাল 'মাথা উঁচু' করিয়া গর্বভরে দাঁড়াইয়া আছে। এ রচনা উষার উদয়ের মত তখন যেমন সুন্দর, এখনও তেমনিই সুন্দর।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *'কালিদাস ও ভবভূতি'*

* * *

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু -
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

'জ্যোতির্বিদাভরণ'

* * *

ভাসো রামিলসোমিলৌ বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্ককবিঃ
মেণ্ঠো ভারবিকালিদাসতরলাঃ স্কন্ধঃ সুবন্ধুশ্চ যঃ ।
দণ্ডী বাণদিবাকরৌ গণপতিঃ কান্তশ্চ রত্নাকরঃ
সিদ্ধা যস্য সরস্বতী ভগবতী কে তস্য সর্বেঽপি তে ॥

* * *

কালিদাস-ভবভূতি, মহাকবি
বাল্মীকি, ব্যাস, ভাগবত ভারবি,
ও পদ-ধূলি-বলে, লভিল ধরাতলে,
অক্ষয় কীর্তি, পরম সৎকার।

রজনীকান্ত সেন

* * *

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবনবিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। ... কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি একবার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতাকলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে জাতিভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে "আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই!

রামদাস সেন, *'বঙ্গদর্শনে'* প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ ১২৭৯) *'কালিদাস'* প্রবন্ধ

* * *

যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায় ॥

জয়দেব, *'প্রসন্নরাঘব'*

* * *

বৈদর্ভীরীতিসন্দর্ভে কালিদাসো বিশিষ্যতে।

* * *

পুষ্পেষু চম্পা নগরীষু কাঞ্চী
নদীষু গঙ্গা নৃবরেষু রামঃ।
নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ ॥

* * *

"The brightest star in the firmament of Indian artificial poetry."

Lassen

[গোপাল রঘুনাথ নানদারগিকর-সম্পাদিত *'রঘুবংশে'র* ভূমিকায় ভাউ দাজীর 'Essays on Kalidasa' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।]

* * *

কালিদাস সেই কবি, যিনি প্রমাণ করেছেন হাজার বিধিবিধান মেনে নিয়েও প্রতিভা তার সত্য স্বর শোনাতে পারে ।

বুদ্ধদেব বসু ; *'কালিদাসের মেঘদূত'* গ্রন্থের ভূমিকা

* * *

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।

* * *

"Tenderness in expression of feelings, and richness of creative fancy have assigned to him his lofty place among the poets of all nations."

Alexander Von Humboldt

[মোনিয়ার উইলিয়াম-সম্পাদিত 'শকুন্তলা'র ভূমিকায় উদ্ধৃত।]

* * *

সহসা 'শেলফ্'-এ নজর পড়িতে চেয়ে দেখি — মেঘদূত!
ছবি দেখাবার কবি বটে মানি — অপূর্ব অদ্ভুত!
ধনের খবর জানিনাক তা'র — মনের খবর জানি,
দুনিয়ার লোক তাই নিয়ে আজো করে নানা কানাকানি!

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ; *'আষাঢ়ে লেখা'*

* * *

কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। শেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরি সাজানোতে আর বাছিয়া লওয়াতে। ... তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; *'কালিদাস ও শেক্ষপীয়র'*

* * *

খ্যাতঃ কৃতী সোঽপি চ কালিদাসঃ
শুদ্ধা সুধা সাম্বুবতী চ যস্য।
বাণী মিষাচ্চণ্ডমরীচিধোত্রসিন্ধোঃ
পরং পারমবাপ কীর্তিঃ ॥

* * *

হালেনোত্তমপূজয়া কবিবৃষঃ শ্রীপালিতো লালিতঃ
খ্যাতিং কমপি কালিদাসকবয়ো নীতাঃ শকারাতিনা।
শ্রীহর্ষো বিবতার গদ্যকবয়ে বাণায় বাণীফলম্
সদ্যঃ সৎক্রিয়াভিনন্দমপি চ শ্রীহারবর্ষোঽগ্রহীৎ ॥

অভিনন্দ

* * *

সুবশা কালিদাসস্য মন্দাক্রান্তা প্রবল্গতি।
সদশ্বদমকস্যেব কাম্বোজতুরগাঙ্গনা ॥

* * *

সাকূতমধুরকোমলবিলাসিনীকণ্ঠকূজিতপ্রায়ে।
শিক্ষাসময়েঽপি মুদে রতলীলাকালিদাসোক্তী ॥

গোবর্ধনাচার্য্য

* * *

কবয়ঃ কালিদাসাদ্যাঃ কবয়ো বয়মপ্যমী।
পর্বতে পরমাণৌ চ পদার্থত্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

* * *

কোথা পাব বাল্মীকির সে উদাত্ত স্বর?
কোথা কালিদাস-কণ্ঠ ষড়্জ-মধুর?
কোথা ভবভূতি-ভাষ — গৈরিক নির্ঝর?
ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি মরণ-আতুর।

অক্ষয়কুমার বড়াল *'এষা'* কাব্যে *'নিবেদন'*।

* * *

কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়োঽপি চ কালিদাসাদ্যাঃ।
দৃষদো ভবন্তি দৃষদশ্চিন্তামণয়োঽপি হা দৃষদঃ ॥

* * *

কালিদাস কলাবাস দাসবচ্চালিতো যদি।
রাজমার্গে ব্রজন্নত্র পরেষাং তত্র কা ত্রপা ॥

বল্লালের *'ভোজপ্রবন্ধ'*

* * *

কালিদাসকবের্বাণী কদাচিন্মদ্‌গিরা সহ।
কলয়ত্যর্থসাম্যং চেদ্ ভীতা ভীতা পদে পদে ॥

বল্লালের *'ভোজপ্রবন্ধ'*

* * *

অস্তংগতভারবিরবি কালবশাৎ কালিদাসবিধুবিধুরম্।
নির্বাণবাণদীপং জগদিদমদ্যোতি রত্নেন ॥

'সুভাষিতরত্নকোশ'

* * *

কালিদাসগিরাং সারং কালিদাসঃ সরস্বতী।
চতুর্মুখোঽথবা সাক্ষাদ্ বিদুর্নান্যে তু মাদৃশাঃ ॥

মল্লিনাথ

* * *

কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যাস,
কবিতার দশা দেখ আসি।
কুকুরেতে খায় হবি, মূর্খমুখ হয় কবি,
জোনাকী কবিত্ব-অভিলাষী!

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *'মানসমোহন'* কাব্যে

* * *

নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর ভয়ে স্বর তলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *'বিষণ্ণা ভারতী'*

* * *

শ্রীকালিদাসস্য বচো বিচার্য্য
নৈবান্যকাব্যে রমতে মতির্মে।
কিং পারিজাতং পরিহৃত্য হন্ত
ভৃঙ্গালিরানন্দতি সিন্ধুবারে ॥

* * *

কবিরচলঃ কবিরভিনন্দশ্চ কালিদাসশ্চ।
অন্যে কবয়ঃ কপয়শ্চাপলমাত্রং পরং দধতি ॥

* * *

His beauties and merits are tarnished by any translation, but few who can read him in the original would doubt that both as poet and as dramatist, he was one of the great men of the world.

A. L. Basham, *'The Wonder that was India'*

* * *

মনুষ্য ইতি নামকে গিরিশ-পার্বতী-মন্দিরে
ত্রিপুণ্ড্রিতললাটকো বিধৃতবিল্বপত্রশ্চ যঃ।
তনোতি সততং নিজাখিলরসৈঃ সপর্যামসৌ
কবিত্বধৃতদক্ষিণো জয়তি কালিদাসঃ কবিঃ ॥

* * *

ভৃঙ্গী হেমাম্বুজমধুরসে, কোকিলা কেসরাম্রা -
শোকোৎসঙ্গে পৃষতদয়িতা শাদ্বলশ্যামসীম্নি ।
কেকিপ্রেষ্ঠা পরুষবিষমে কিঞ্চ কান্তারগর্ভে
যস্য প্রজ্ঞা কবিকুলগুরুং তং নুমঃ কালিদাসম্ ॥

* * *

নিশীথবহুলক্ষপাতিমিরসংহতৌ বিদ্যুতা
প্রবর্তিতগতাগতং প্রিয়জনাভিসারং স্মরন্।
স্মরশ্চ সুরশাখিনাং তল উপোষিতং নিশ্চলং
জয়ত্যমরভারতীকবিষু কালিদাসঃ কবিঃ ॥

সনাতনকবিঃ

* * *

অস্পৃষ্টদোষা নলিনীব হৃষ্টা
হারাবলীব গ্রথিতা গুণৌঘৈঃ।

প্রিয়াঙ্কপালীব প্রকামহৃদ্যা
ন কালিদাসাদপরস্য বাণী ॥

* * *

উপমা কালিদাসস্য নোৎকৃষ্টেতি মতং মম।
অর্থান্তরস্য বিন্যাসে কালিদাসো বিশিষ্যতে ॥

* * *

কথংচিৎ কালিদাসস্য কালেন বহুনা ময়া।
অবগাঢ়েব গম্ভীরমসৃণৌঘা সরস্বতী ॥

'সুভাষিতরত্নকোশ'

* * *

মাঘশ্চেরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ খারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাহ্বয়ো ভোজরাজঃ।
শ্রীদণ্ডী দিণ্ডিমাখ্যঃ শ্রুতিমুকুটগুরুর্মল্লবো ভট্টবাণঃ
খ্যাতাশ্চান্যে সুবন্ধ্বাদয় ইহ কৃতিভির্বিশ্বমাহ্লাদয়ন্তি ॥

* * *

একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্‌গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু ॥

রাজশেখর

* * *

বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্‌।
যাঽসূতামরসিংহমাঘধনিকান্‌ সেব্যং জরানিরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কং বা জনং নাশ্রিতা ॥

* * *

অন্যতর জাল্ম* পুন তোমারি প্রসাদে।
ধরণীতে ধন্য ধন্য কবিত্ব প্রসাদে ॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; *'উমা'*

[* জাল্ম — মূর্খ ; কালিদাস প্রথমে মূর্খ ছিলেন — সেই প্রবাদের উল্লেখ।]

* * *

(প্রয়োগ)

পরে অদ্ভুত প্রাণী দুই জন
আইল পূজিতে সারদাচরণ —

ক্ষিতি, ব্যোম, তেজ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।

ডাকিয়া সারদা আনন্দে দুজনে,
বসাইলা নিজ কুসুম আসনে ;
অমূল্য বীণাটি দিলা এক জনে,
দিলা অন্যজনে নবধা রস।

(শাখা)

যাদুকর-বেশে চমকি ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিলা দুজন ;
এক জন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া-মন হরে,
এক জন বসি এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর নরে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; *'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা'* কবিতায়

* * *

হে কবি এ যুগ ধন্য করিলে,
সজীব করিলে আঁকিয়া
মহাকাল ভালে অমৃতক্ষরা
শশিকলা গেলে রাখিয়া।
রাজা ও রাজ্য মিলাইয়া যাবে
কাল সাগরেতে পাবে লয়,
তুমি আমাদের মরণ সুহৃদ
তুমি আমাদের পরিচয়।

বিনীত বেশেতে যেতে হবে কবি
পরাইয়া দাও তব চীর,
অকূলের কূলে দেখাইয়া দাও
কোথা আশ্রম মরীচির।

বন্ধুর দেওয়া বিজয় তিলক
মুছনা কবি হে মুছনা
আগে অনাগত গুরু গৌরব
এ কেবল তারি সূচনা।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, *'কালিদাস'*

* * *

কত যুগ ধরে — ফুটেছে অসংখ্য ফুল
অঙ্গনার পদাঘাতে, মুখমদে,
অশোক, বকুল।
অনন্যা সেদিন তুমি হলে —
পায়ের ছোঁয়ায় যবে,
ফোটালে একটি ফুল,
সুরভি অশোক
নাম কালিদাস।

বর্তমান সম্পাদক, *'কর্ণাটরাজপ্রিয়া'*

নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

প্রথম অঙ্ক ঃ অষ্টমূর্ত্তিধর শিবকে প্রণতি জানিয়ে নাটকের আরম্ভ। নটী এবং সূত্রধারের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে নাটকের নাম, রচয়িতার নাম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য পরিবেশন, তাঁদের প্রস্থান এবং ধনুর্বাণহাতে এক আশ্রমমৃগকে অনুসরণ করতে করতে রাজা দুষ্যন্তের মঞ্চে প্রবেশ। বাণ নিক্ষেপের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তে একজন তপস্বী রাজাকে আশ্রমমৃগ বধ না করতে অনুরোধ করলেন। রাজা বিরত হ'লেন। তপস্বী রাজাকে রাজচক্রবর্তী পুত্রলাভের আশীর্বাদ ক'রে অদূরেই মালিনী নদীর তীরে তাঁদের গুরু কুলপতি কণ্বের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণের অনুরোধ জানালেন। মহর্ষি-কণ্ব তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলার দুর্দৈবশান্তির জন্য সোমতীর্থে গেছেন এবং শকুন্তলার উপরেই অতিথিসৎকারের দায়িত্ব — একথা জেনে রাজা শকুন্তলার কাছেই মহর্ষি কণ্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন এই ভেবে তপোবনে প্রবেশ করলেন।

এমন সময় রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল। দক্ষিণবাহুস্পন্দনে বরস্ত্রী লাভ হয় — শান্তরসাস্পদ আশ্রমে তার সম্ভাবনা কোথায় — একথা ভাবতে ভাবতে আশ্রমে প্রবেশ করতেই দেখলেন তিনজন আশ্রমবালিকা আলবালে জলসেচন করছেন। গাছের আড়ালে থেকে রাজা তাদের রূপসুধা আস্বাদন করছেন — এমন সময় এক ভ্রমর শকুন্তলাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সেই অবসরে পরিত্রাতার ভূমিকায় রাজা তাদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং নিজেকে পুরুবংশের রাজপ্রতিনিধি বলে পরিচয় দিলেন।

প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন এবং তা সখীদের দৃষ্টি এড়াল না। দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার কাছ থেকে রাজা ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং মেনকা নামক অপ্সরার গর্ভে জন্মের কারণে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়কন্যা, অবিবাহিতা পালিতা কন্যাকে সৎপাত্রে প্রদানে মহর্ষি কণ্বের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সবই জেনে নিলেন। শকুন্তলাকে পাবার পথে আর কোন বাধা নেই বুঝে রাজা আশ্বস্ত হ'লেন।

শকুন্তলার প্রতি রাজার আগ্রহ এবং শকুন্তলার সলজ্জ আচরণ লক্ষ্য করে দুই সখীর হাস্য-পরিহাস চলছে — এমন সময় আশ্রমে এক কোলাহল উঠল। জানা গেল, দুষ্যন্তের মৃগয়ার সঙ্গীরা আশ্রমের নিকট আসায় আশ্রমের প্রাণীরা ভয়ে চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করেছে ; বিশেষতঃ একটি বন্য হাতী রথসমূহ দেখে ভয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে সকলের ভয়ের কারণ হয়েছে। কর্তব্যসচেতন রাজা তৎক্ষণাৎ প্রতীকারে প্রবৃত্ত হলেন। বিদায়কালে শকুন্তলা কুরবকশাখায় তাঁর বস্ত্রাঞ্চল জড়িয়ে গেছে এই ছল করে রাজাকে দেখতে থাকলেন। রাজাও শকুন্তলার আকর্ষণে নগরে ফেরার ব্যাপারে নিরুৎসাহ হলেন এবং তপোবনের অদূরেই শিবির সন্নিবেশ করলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ মৃগয়াবিহারী রাজার সঙ্গদান করতে করতে বিদূষক অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব রাজধানীর নিরুদ্বেগ, অনায়াস জীবনে ফিরে যেতে চান। কিন্তু রাজা

শকুন্তলা-নাম্নী তপস্বিকন্যার আকর্ষণে আশ্রম ছেড়ে যেতে চাইছেন না — এটা বুঝে বিদূষক তার এই দুর্ভোগের অবসান কবে হবে তাই ভাবছেন। রাজাকে অনুরোধ জানালেন — 'অন্ততঃ একদিনের জন্য বিশ্রাম দিন'। রাজা নিজেও মৃগয়া করতে গিয়ে বধ্যমৃগে শকুন্তলার সাদৃশ্য দেখে তীরনিক্ষেপ করতে পারেন না। সেনাপতিকে জানালেন — মৃগয়া আপাততঃ বন্ধ থাক। রাজা বিদূষকের সঙ্গে শকুন্তলার ব্যাপারে রসালাপে প্রবৃত্ত হলেন। শকুন্তলাকে দেখার অদম্য বাসনায় রাজা বিদূষককে আশ্রমে পুনরায় প্রবেশের কোন' উপায় খুঁজতে বললেন। করগ্রহণের অছিলায় প্রবেশ করতে পারেন — বিদূষক জানান। রাজা বললেন — ঋষিদের তপস্যার পুণ্যফলই রাজার কর — সুতরাং ঐ কারণে আশ্রমে প্রবেশ করা চলে না। এমন সময় দুজন তাপস রাজাকে আশ্রমে রাক্ষসের উপদ্রবের কথা জানিয়ে তাঁকে কয়েকদিনের জন্য সেখানে থাকতে অনুরোধ করলেন।

ঠিক সেইসময়ই রাজধানী থেকে একজন বার্তাবহ এসে জানালেন যে রাজমাতা 'পুত্রপিণ্ডপালন' উপবাসে রাজাকে কাছে পেতে চান। একদিকে তপস্বিকার্য্য — অন্যদিকে গুরুজনের আজ্ঞা। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। অবশেষে বিদূষককে রাজার প্রতিনিধি হিসাবে রাজধানীতে পাঠিয়ে স্বয়ং রাক্ষসবিতাড়নের কারণে আশ্রমে থাকবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। চপল বিদূষক রাজ-অন্তঃপুরে সব কথা প্রকাশ করে দেয় — এই ভেবে রাজা বিদূষককে শকুন্তলার প্রতি তাঁর অনুরাগের বিষয়ে যা বলেছেন তা সবই নিছক পরিহাসমাত্র বলে জানালেন। বিদূষক তাই সত্য বলে মেনে নিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক ঃ রাজার উপস্থিতিতে রাক্ষসদের উপদ্রব বন্ধ হয়েছে। শকুন্তলা মদনানলে পীড়িত। তাঁর পরিচর্যায় দুই সখী নিরত। কন্দর্পব্যাধিতাড়িত রাজাও শকুন্তলার অন্বেষণে বেরিয়ে মালিনীতীরে বেতসকুঞ্জে তাঁকে আবিষ্কার করলেন। অন্তরালে থেকে সখীদের কাছে বলা শকুন্তলার অন্তরের কথা তিনি সব শুনলেন। সখীরা শকুন্তলাকে রাজার কাছে প্রেমপত্র পাঠানোর কথা বললেন। শুকোদরকোমল পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে শকুন্তলা প্রেমপত্র রচনা করে সখীদের পড়ে শোনানোর সময় রাজা তাঁদের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। দুই সখী দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ করে দিলেন। কিছু পরে গৌতমী শকুন্তলার দেহশান্তি নিবারণের জন্য শান্তিবারিহাতে সেখানে উপস্থিত হলে রাজা কুঞ্জের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকলেন। গৌতমী শকুন্তলাকে নিয়ে আশ্রমে গেলেন — রাজাও লতাগৃহ থেকে বেরিয়ে রাক্ষসবিতাড়নের কাজে প্রবৃত্ত হলেন।

চতুর্থ অঙ্ক ঃ বিষ্কম্ভক অংশে গান্ধর্বমতে পরিণীতা শকুন্তলাকে রাজা রাজধানীতে ফিরে মনে রাখবেন কিনা দুই সখী এই ব্যাপারে আলোচনা করছেন। এমন সময় সুলভকোপ মহর্ষি দুর্বাসা আশ্রমে এলেন। পতির চিন্তায় নিমগ্ন শকুন্তলা অতিথির আগমন জানতে পারলেন না। যথোচিত সৎকারলাভে বঞ্চিত দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন — শকুন্তলা যাকে একমনে চিন্তা করছে, সে ব্যক্তি স্মরণ করিয়ে দিলেও তাকে চিনতে পারবে না। দুই সখীর প্রচেষ্টায় — কোন 'অভিজ্ঞান' আভরণ দেখাতে পারলে রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন — এই ব্যবস্থা হয়। অভিশাপের বৃত্তান্ত শকুন্তলার অগোচরেই থাকে। বিষ্কম্ভক শেষ হল।

মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এসেছেন। শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ তিনি সমর্থন করবেন কিনা

ভেবে দুই সখী সংশয়ে আছেন। জানা গেল অগ্নিশালায় ছন্দোময়ী বাণীর দ্বারা মহর্ষি সব বৃত্তান্ত জেনেছেন এবং সানন্দে এই বিবাহ অনুমোদন করেছেন।

শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর আয়োজন শুরু হয়। আসন্ন বিদায়ের চিন্তায় মহর্ষি কণ্ব, দুই সখী এমনকি আশ্রমের পশুপক্ষী পর্যন্ত আকুল। আশ্রম-তরুদের দেওয়া পট্টবস্ত্র, অলক্তক প্রভৃতি উপহারে দুই সখী শকুন্তলাকে সাজিয়ে দেন। বিদায়লগ্নে মহর্ষি কণ্ব আশীর্বাদ প্রদান করলেন। গোটা আশ্রমকে শোকে নিমগ্ন করে সজলনয়নে শকুন্তলা শার্ঙ্গরব-শারদ্বত-গৌতমীর সঙ্গে রাজধানীর পথে রওনা হলেন।

পঞ্চম অঙ্ক ঃ রাজকার্য সমাপন করে রাজা বিদূষকের সঙ্গে আলাপ করছেন। এমন সময় অন্তঃপুরে হংসপদিকা নামে রাজার এক পূর্ব-প্রণয়িণীর সঙ্গীতে রাজার প্রতি পরোক্ষ অভিমান অনুধাবন করে রাজা বিদূষককে পাঠালেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। আপাতগ্রাহ্য কোন কারণ না থাকলেও সঙ্গীত শ্রবণের পর রাজা উৎকণ্ঠা বোধ করতে থাকলেন।

এমন সময় সংবাদ এলো কণ্বের আশ্রম থেকে ঋষিরা এসেছেন, সঙ্গে দুজন নারী — তারা রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান। অগ্নিগৃহে যথোচিত সৎকারের পর রাজা তাঁদের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। ঋষিরা জানালেন — রাজা এবং শকুন্তলার গান্ধর্ববিবাহ মহর্ষি কণ্ব অনুমোদন করেছেন এবং অন্তঃসত্ত্বা সহধর্মিণীকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন।

দুর্বাসার অভিশাপের কারণে রাজার কোন' কথাই স্মৃতিতে এল'না — পরস্ত্রীগ্রহণের ভয়ে তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। শকুন্তলা রাজাকে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দেখাতে গিয়ে দেখলেন তা তার হাতে নেই। তপোবনে গোপন প্রণয়ের সময়ের অনেক প্রমাণ দেখিয়েও কোন ফল হয়না — বরং চারিত্রিক সততার প্রশ্নে তাকে অপমানিত হতে হয়।

ঋষিরা রাজাকে জানালেন — 'এ আপনার পত্নী ; গ্রহণ-বর্জন আপনার ব্যাপার' ; আর শকুন্তলাকে জানালেন — 'পতিকুলে দাসী হয়ে থাকতে হলেও থাক'।' অসহায় শকুন্তলাকে ফেলে তারা আশ্রমে ফিরে গেলেন। রাজপুরোহিতের বিবেচনানুসারে স্থির হয় — সন্তান প্রসব পর্যন্ত শকুন্তলা রাজপুরোহিতের ঘরে থাকবেন এবং সন্তান যদি রাজচক্রবর্তিলক্ষণযুক্ত হয় তবে রাজা শকুন্তলাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করবেন ; অন্যথা তাকে আবার আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এইসময় ক্রন্দনরতা শকুন্তলাকে এক জ্যোতির্ময়ী রমণী আকাশপথে অপ্সরাতীর্থের দিকে নিয়ে গেলেন। পুরোহিতের মুখে রাজা এই বৃত্তান্ত শুনলেন এবং শকুন্তলাকে প্রকৃতই তিনি বিবাহ করেছেন কিনা তা ভাবতে ভাবতে বিশ্রামগৃহে গেলেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক ঃ প্রবেশক অংশে দেখা গেল একজন ধীবর তার জালে ধরা পড়া এক রোহিত (রুই) মাছের পেটে রাজনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় পেয়ে তা বাজারে বিক্রী করতে এসে চোর সন্দেহে রক্ষিপুরুষদের হাতে ধৃত হয়েছে। বিচারের জন্য সেই অঙ্গুরীয়ক রাজাকে দেখান হ'লে রাজা ঐ অঙ্গুরীয়কের সমান মূল্যের পারিতোষিক ধীবরকে প্রদান করেন এবং অতীতের স্মৃতি মনে পুনরায় উদিত হওয়ায় শকুন্তলাকে তিনি অকারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন বুঝে ব্যথিত হলেন।

পরবর্তী দৃশ্যে কঞ্চুকীর কথায় প্রকাশ হল যে রাজা অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। দুষ্যন্তের প্রমোদোদ্যানে সমাগত শকুন্তলার মাতা মেনকার সখী সানুমতী তা শুনলেন। রাজা দুষ্যন্ত

এখন শকুন্তলার বিরহে উন্মত্তপ্রায়। শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করে তিনি প্রিয়াস্পর্শলাভে ধন্য হতে চান। সানুমতী তাও লক্ষ করলেন এবং সখী মেনকাকে সব জানাবেন স্থির করলেন।

ইতিমধ্যে একজন অমাত্য পত্রে লিখে রাজাকে জানালেন যে নিঃসন্তান বণিক ধনমিত্র নৌব্যসনে মারা গেছেন — তাঁর সম্পত্তি রাজগামী হওয়ার কথা। এই ব্যাপারে তিনি রাজার নির্দেশ চান। রাজা জানালেন ধনমিত্রের ধনী ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে একাধিক পত্নী থাকার সম্ভাবনা। সেই পত্নীদের কেউ অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা জানতে নির্দেশ দিলেন।

রাজা নিজেও নিঃসন্তান — তাঁর মৃত্যুর পর পুরুবংশেরও এই দশা হবে ভেবে ব্যথিত হলেন। এমনকি তাঁর পিতৃকুল এরপর সন্ততির অভাবে শ্রাদ্ধান্ন পর্যন্ত পাবেনা ভেবে তিনি মূর্চ্ছা গেলেন।

এই সময় এক অদৃশ্য বক্তি বিদূষককে আক্রমণ করে। বিদূষক সাহায্যের জন্য আর্তস্বরে চীৎকার করতে থাকেন। অবিলম্বে রাজা সেই অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে বাণযোজনা করলে ইন্দ্রের সারথি মাতলি সেখানে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দানববিনাশে ইন্দ্রের দুষ্যন্তের সাহায্য প্রার্থনার কথা এবং দুষ্যন্তকে স্বতেজে দৃপ্ত করার বাসনাতেই তাঁর প্রিয়পাত্র বিদূষককে তিনি আক্রমণ করেছেন — একথা জানালেন। রাজা অমাত্য পিশুনের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে মাতলির সঙ্গে স্বর্গের পথে রওনা হলেন।

সপ্তম অঙ্ক ঃ স্বর্গে দানববিজয় সম্পন্ন হয়েছে। ইন্দ্রসারথি মাতলির সঙ্গে দুষ্যন্ত আকাশযানে স্বর্গ থেকে অবতরণ করছেন। পথে হেমকূটে মারীচের পবিত্র তপোবন দর্শনের বাসনায় এবং ভগবান মারীচকে শ্রদ্ধা জানাতে দুষ্যন্ত আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সারথি মাতলি রাজার আগমন সংবাদ জানাতে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

এমন সময় সিংহশাবকের উপর উৎপীড়নরত এক সুন্দর বালককে দেখে রাজার মনে অপত্য স্নেহের উদয় হল। পরে দেখলেন সেই বালক রাজচক্রবর্তিলক্ষণযুক্ত। তাপসীদের কাছ থেকে জানা গেল পুরুবংশে সেই বালকের জন্ম এবং বালকের পিতা তাঁর ধর্মপত্নীকে অকারণে পরিত্যাগ করেছেন। শুধু তাই নয় — সিংহশাবককে উৎপীড়ন করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য যখন খেলনা পাখীর লোভ দেখিয়ে তাপসীরা বলল — 'সউন্দলাবণ্ণং পেক্খ' ('শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব') তখন বালকের 'আমার মা কোথায়' এই প্রশ্নে দুষ্যন্তের ধারণা হ'ল — শকুন্তলা বালকের মায়ের নাম এবং পিতা স্বয়ং তিনি। পরে বালকের মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ মাটিতে পড়ে গেলে তিন যখন সেই কবচ তুললেন তখন তাপসীরা জানাল যে, বালক বা বালকের পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কেউ মাটিতে পড়ে থাকা এই কবচ স্পর্শ করলে তা সাপে পরিণত হয়ে যে স্পর্শ করবে তাকে দংশন করার কথা। এতক্ষণে রাজা নিশ্চিন্ত হলেন যে তিনিই এই বালকের পিতা।

এই সময় মলিনবেশে ব্রতচারিণী শকুন্তলা সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা অকারণ প্রত্যাখানের জন্য শকুন্তলার কাছে ক্ষমা চাইলেন। শকুন্তলা কেবল নিজের অদৃষ্টের দোষ দিলেন। রাজা স্ত্রীপুত্র সহ মারীচ এবং অদিতিকে প্রণাম করলে তাঁরা তাঁদের আশীর্বাদ করলেন এবং দুর্বাসার অভিশাপই তাঁদের ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ বলে জানালেন। রাজা অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হলেন এবং শকুন্তলাও দুষ্যন্তকে নির্দোষ জানলেন।

মহর্ষি কণ্বকে এই শুভ সংবাদ জানাতে ভগবান মারীচ একজন শিষ্যকে পাঠালেন এবং রাজা দুষ্যন্ত ধর্মপত্নী শকুন্তলা ও পুত্র সর্বদমনের (ভরতের) সঙ্গে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল-প্রশস্তি

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline.
And all by which the soul is charmed
enraptured, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven
itself in one sole name combined?

I name thee, O'Sakuntala!
And all at once is said.

গ্যেটে -কৃত শকুন্তলা-প্রশস্তির **E. B. Eastwick** কৃত ইংরাজী অনুবাদ

* * *

বাসন্তং কুসুমং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্বং চ তৎ
যৎকিঞ্চিন্মনসো রসায়নমহো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমপূর্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়োঃ
ঐশ্বর্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেব্যতাম্ ॥

গ্যেটে -কৃত শকুন্তলা-প্রশস্তির **তারাকুমার কবিরত্ন**-কৃত সংস্কৃত অনুবাদ

* * *

নব বৎসরের কুঁড়ি, তারি একপাতে, বরষশেষের পক্ব ফল।
প্রাণ করে চুরি আর, তারি একসাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল ॥
আছে স্বর্গলোক আর, সেই এক ঠাঁই, বাঁধা যেথা আছে মহীতল।
হেন যদি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে অভিজ্ঞান-শকুন্তল ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্যেটে-কৃত শকুন্তলা-প্রশস্তির অনুবাদ

* * *

এই জড়তাময় পৃথিবী এবং এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ! — যিনি এই জড়তাময় পৃথিবী চরণে দলিত করিতে পারেন, এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ তাঁহারই, তিনিই এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গের নির্মাণকর্ত্তা। যিনি এই জড়তাময় পৃথিবীর প্রতি আত্মাময় পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই এই পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন করেন। প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর স্বাধীন। কিন্তু যিনি প্রকৃতিকে পুরুষের শাসনাধীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ। দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ

বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন। মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার — পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগত সৌন্দর্য, জার্মান নাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা এবং ইংরাজী নাটকের কার্যগত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ়রহস্যব্যঞ্জক মহাপটের নাম অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

চন্দ্রনাথ বসু, *'শকুন্তলাতত্ত্ব'*

* * *

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *'শকুন্তলা'*

* * *

শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্‌পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; *'প্রাচীন সাহিত্য'*

* * *

With his Śakuntalā Kālidāsa has entered into a region, in which his phantasy did not remain confined to a narrow space and the thoughts of the Indian court-life but was given a free play; it could raise itself to the world of legends, from which tendrills could move between the heaven and the earth.

Alfred Hillebrandt; *Kālidāsa*
(Translated by Dr. S. N. Ghoshal)

* * *

সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর শতবারই অপূর্ব বোধ হইবেক। ... ধন্য কালিদাস! ধন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তল! প্রলয়ের পূর্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

* * *

The simple legend of Śakuntalā holds in the greatest varieties a series of pictures, which reach from the most tender charms of an idyll in the grove of the hermit to the highest epic of a paradise above the clouds. All the scenes are bound together with the chains of flowers—each springs naturally from the incident like a pleasant growth. A number of

sublime but at the same time tender conceptions occur here, which one would try to find in vain in Greek poems;

Herder; (cited in Alfred Hillebrandt's *'Kālidāsa'*, translation by Dr. S. N. Ghoshal)

* * *

অভিজ্ঞান-শকুন্তল তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভার, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কল্পনার ও সর্ব্বাতিশায়িনী রচনার চরম নিকষোপল! ... শকুন্তলা নাটকে ... এমন অনেক মূর্ত্তি ও বস্তু আছে, যাহা নিজে নিজেই কেবল অনুভব করা যায়, অপরকে অনুভূত করান যায় না! নিজে বোঝা যায়, কিন্তু ভাষার সাহায্যে অপরকে বুঝানো যায় না। ... প্রেম ও ধর্ম্ম — উভয়ের সম্মিলনে জগতে যে কি মধুর আনন্দের উৎস উদ্ভুত হয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তলরূপী স্বচ্ছ দর্পণে তাহাই প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা কবির চরম সৃষ্টি, 'বাণীর বরপুত্রে'র অক্ষয় আলেখ্য!

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

* * *

The Abhijñāna-Śakuntala unlike most Sanskrit plays, is not based on the mere banality of a court-intrigue, but has a much more serious interest in depicting the baptism of youthful love by silent suffering. Contrasted with Kālidāsa's own Mālavikāgnimitra and Vikramorvaśīya, the sorrow of the hero and heroine in this drama is far more human, far more genuine; and love is no longer a light-hearted passion in an elegant surrounding, nor an explosive emotion ending in madness, but a deep and steadfast enthusiasm, or rather a progressive emotional experience, which results in an abiding spiritual feeling.

S. K. De; *'A History of Sanskrit Literature'*

* * *

কাব্যেষু নাটকং রম্যং নাটকেষু শকুন্তলা।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কস্তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্ ॥

* * *

কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশাকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥

* * *

কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্রাপি চ শকুন্তলা।
সপ্তমোঽঙ্কস্তু তত্রাপি তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্ ॥

* * *

In drama, his Abhijñāna-Śakuntalā is the most famous and is usually judged the best Indian literary effort of any period.'

'The New Encyclopaedia Britannica'
(Micro) Vol. 16

* * *

Indeed, no composition of Kālidāsa displays more the richness and fertility of his poetical genius, the exuberence of his imagination, the warmth and play of his fancy, his profound knowledge of the human heart, his delicate appreciation of its most refined and tender emotions, his familiarity with the workings and counter-workings of its conflicting feelings, — in short more entitles him to rank as the Shakespeare of India.

Monier Williams

* * *

প্রতিরাত্রে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা —
বহুবল্লভ দুষ্মন্তের শুদ্ধান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চলে যাই কালিদাসের কালে
যখন নদী-কান্তার-নগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ,
কবির কাব্য যখন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদনখের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর —
স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই
আর গান শুনি হংসপদিকার
রাজ-উপবনে বিরহিণী নারীর মৃদু গুঞ্জরণ
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া না মতিভ্রম ?

হেমচন্দ্র বাগচী, *'স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু'*

* * *

শাকুন্তলচতুর্থোঽঙ্কঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইতি প্রথা।
ন সর্বসম্মতা যস্মাৎ পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ ॥

* * *

আমি শকুন্তলার এই পঞ্চম অঙ্ক জগতের নাট্য-সাহিত্যে অতুল্য বিবেচনা করি। গ্রীক নাটকে এইরূপ পড়ি নাই, ফরাসী নাটকে পড়ি নাই, জার্মান নাটকে এইরূপ দৃশ্য পড়ি নাই, ইংরাজী নাটকে পড়ি নাই !

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *'কালিদাস ও ভবভূতি'*

* * *

"শকুন্তলার সঙ্গে দূরতম তুলনা হতে পারে এমন কোন সুন্দর নারীত্ব কি মধুর প্রেমের সৌন্দর্যের চিত্র সমগ্র প্রাচীন গ্রীসে কোন কাব্যে নেই।"

হুমবোল্টের কাছে লেখা **শীলারের চিঠি**
[**শত্রুজিৎ দাশগুপ্তের** 'কালিদাসের শকুন্তলা' গ্রন্থে উল্লিখিত]

* * *

উজ্জয়িনীর রঙ্গমঞ্চে
নবরত্নের সভাতে —
রাজা বিক্রম বিষণ্ণ মন
বসিয়া আছেন প্রভাতে।

হ'য়ে গেছে কাল শকুন্তলার
সর্ব্ব প্রথম অভিনয়,
নট নটী দল বিদায় মাগিছে,
প্রণতি জানায়ে সবিনয়।

কি সুধার পরিবেশন করেছ
সে কি আদর্শ চারু তার,
দিকে দিকে ছোটে যশ সৌরভ
সেই অপূর্ব বারতার।

তন্ময় আজ গোটা রাজধানী,
একই কথা সব ভবনে,
'মৃদু মৃগদেহে মেরোনা ক শর'
এখনো পশিছে শ্রবণে।

শকুন্তলার বিরহে যেমন
অবসাদ লীন তপোবন,
বিশাল বিশালা তেমনি হয়েছে
শিথিল সবার দেহ মন।

বলিলেন রাজা হে কবি তোমার
প্রতিভা দিয়েছে যে আভাষ,
সেই ত যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি
সেই ত মোদের ইতিহাস।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, *'কালিদাস'*

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র উৎসানুসন্ধান

দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বৃত্তান্ত মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে আছে। রামায়ণ এবং কট্‌ঠহরি জাতকে এই বৃত্তান্ত না থাকলেও ঘটনার বিন্যাসে মিল দেখা যায়। কালিদাস এই নাটকের উপাদান মহাভারত থেকেই সংগ্রহ করেছেন বলে মনে হয়। পদ্মপুরাণের বৃত্তান্তের সঙ্গে এই নাটকের বৃত্তান্তের প্রচুর সাদৃশ্য থাকলেও সেখানে বর্ণিত অংশের প্রক্ষিপ্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় এবং কোনো কোনো সংস্করণে এই বৃত্তান্ত না থাকায়, পদ্মপুরাণকে এই নাটকের মূল বলে মনে করা কঠিন হয়। যাই হোক, — রামায়ণ, কট্‌ঠহরি জাতক, মহাভারত এবং পদ্মপুরাণের সঙ্গে এই নাটকের সাদৃশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করে মহাভারতের বৃত্তান্তের সঙ্গে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের বৃত্তান্তের অভিনবত্বগুলি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

রামায়ণ

রামায়ণের বিষয়বস্তু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটক-রচনার উপাদন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে অনেকে বলেছেন। রামায়ণে দুবার রাম-সীতার বিচ্ছেদ — এই নাটকেও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার জীবনে বিচ্ছেদ দুবার। রামায়ণে গর্ভবতী সীতাকে প্রজাসাধারণের কলঙ্করটনায় নির্বাসনে পাঠানো হয় — এই নাটকেও দুষ্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে তাঁর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করেন। দুক্ষেত্রেই পুত্রের জন্ম আশ্রমে এবং তারা বড় হলে তারপরে পিতার সঙ্গে মিলন হয়। কেউ কেউ আরো বিশ্লেষণ করে এই দুই সাহিত্যকীর্তির বিষয়বিন্যাসে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। যেমন — রামায়ণে সাত কাণ্ড, — এই নাটকে সাত অঙ্ক। রামায়ণের বালকাণ্ডে রামের আশ্রমে প্রবেশ এবং সীতাপ্রাপ্তি — এই নাটকে প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্তের আশ্রমপ্রবেশ এবং শকুন্তলাপ্রাপ্তি। দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ডে রামের নগরবাসে নিঃস্পৃহভাব — দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্যন্তেরও সেই অবস্থা। তৃতীয় অরণ্যকাণ্ডে রামের সকল সময়ের জন্য আশ্রমে বাস — তৃতীয় অঙ্কে দুষ্যন্তেরও আশ্রমে অবস্থান। চতুর্থ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সীতাবিয়োগ — চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাবিয়োগ। পঞ্চম সুন্দরকাণ্ডে শ্রীরামের অঙ্গুরীয়ক সহ হনুমানের প্রস্থান — পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার অঙ্গুলীয়কসহ প্রস্থান। ষষ্ঠ যুদ্ধকাণ্ডে সীতাপ্রাপ্তি — ষষ্ঠ অঙ্কে শকুন্তলাপরিণয়ের স্মৃতি। সপ্তম উত্তরকাণ্ডে পুত্র-পত্নীর সঙ্গে মিলন — সপ্তম অঙ্কে মারীচাশ্রমে সর্বদমন এবং শকুন্তলার সঙ্গে পুনর্মিলন। (দ্রঃ শ্রী বেঙ্কটেশ্বর ওরিয়েন্টাল ইনস্‌টিটিউটের পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ — টি.এ. বরদাচার্য্যের 'রামায়ণং শাকুন্তলঞ্চ'।)

ঘটনার বিন্যাসে কিছু মিল থাকলেও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের উৎস হিসাবে রামায়ণকে নির্দেশ করা উচিত হয় না। যেখানে সরাসরি শকুন্তলার উপাখ্যান মহাভারতে

বিবৃত আছে সেখানে কেবলমাত্র বিষয়বিন্যাসের আপাতসাদৃশ্যকে অবলম্বন করে একটিকে অপরের উৎস বলা অনুচিত। তবে রামায়ণের কাহিনীর প্রভাব এখানে থাকতে পারে — এরকম বলা চলে।

কট্‌ঠহরি জাতক

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত উদ্যানবিহারে গিয়ে এক সুন্দর রমণীকে দেখে তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং নিজের নামখোদিত এক অঙ্গুরীয় সেই রমণীকে দিয়ে ভবিষ্যতে কন্যা প্রসব করলে ঐ অঙ্গুরীয়ের দ্বারা ভরণপোষণ এবং পুত্র হলে অঙ্গুরীয় নিয়ে তাঁর কাছে যেতে বললেন। বোধিসত্ত্ব পুত্ররূপে সেই রমণীর গর্ভে জন্ম নিলেন। শৈশবে খেলার সঙ্গীদের কাছে পিতৃপরিচয় দিতে না পেরে মায়ের কাছে জানতে পারলেন তিনি বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। পরে সেই রমণী বোধিসত্ত্বকে নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজাকে তাদের গ্রহণ করতে বললেন। লোকলজ্জার ভয়ে রাজা সত্য ঘটনা অস্বীকার করলে রমণী রাজাকে সেই অঙ্গুরীয় দেখালেন। রাজা অঙ্গুরীয়টিও তার দেওয়া নয় বলে অস্বীকার করলে রমণী ধর্ম সাক্ষী করে বললেন যদি বালক প্রকৃতই রাজার সন্তান হয় তবে তাকে আকাশে ছুঁড়ে দিলে সে আকাশেই ভেসে থাকবে আর মিথ্যা হলে পড়ে মারা যাবে। এরপর পুত্রকে উপরদিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলে সেই পুত্র আকাশেই উপবেশন করে রাজাকে জানাল যে রাজাই তার পিতা। তখন রাজা তাকে পুত্র বলে স্বীকার করলেন এবং রমণীকে রাজমহিষী করলেন।

মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে এই জাতকের বৃত্তান্তের কিছু সাদৃশ্য আছে। মহাভারতেও পুত্রের সঙ্গে শকুন্তলার স্বামীর কাছে যাওয়া এবং লোকলজ্জার ভয়ে বিবাহ অস্বীকারের পর দৈববাণী শ্রবণ করে তাকে গ্রহণ করার বৃত্তান্ত আছে।

পদ্মপুরাণ

পদ্মপুরাণে বর্ণিত শকুন্তলা-কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান নাটকের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য যথেষ্ট। অভিনবত্বের দু একটি যেমন — সেখানে প্রিয়ংবদাও শকুন্তলার সঙ্গে রাজসভায় গেছে। তাছাড়া সেখানে বলা হয়েছে যে শকুন্তলা স্নানের আগে প্রিয়ংবদার হাতে আংটি দেন এবং প্রিয়ংবদার হাত থেকেই আংটিটি সরস্বতী নদীতে পড়ে যায়। প্রিয়ংবদা ভয়ে তা প্রকাশ করেন না এবং শকুন্তলা এই ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। (তুঃ "ইতি সর্বাননুজ্ঞাপ্য কণ্বো মতিমতাং বরঃ। আহূয় গৌতমীং বৃদ্ধাং সখীঞ্চাস্যাঃ প্রিয়ংবদাম্। ... যাত যূয়ং মহীভর্তুর্দুষ্মন্তস্য পুরং প্রতি। ইমাং শকুন্তলাং রাজ্ঞি সমর্প্য পুনরেষ্যথ। অথ মধ্যাহ্নসময়ে প্রাপ্য প্রাচীং সরস্বতীম্। মুনেঃ শিষ্যৌ চ মধ্যাহ্ন-ক্রিয়াং চক্রতুরেব তৌ। ...... প্রিয়ংবদাকরে ন্যস্য অভিজ্ঞানাংগুরীয়কম্। স্নাতুং স্বরস্বতীতোয়মগাহত সুলোচনা ॥ প্রিয়ংবদা তু তদ্ গুহ্য বসনাঞ্চলমধ্যতঃ। যাবন্ন্যস্তবতী তাবৎ পপাত সলিলে দ্বিজ !॥ প্রিয়ংবদা ভিয়া তস্যৈ বৃত্তান্তং ন ন্যবেদয়ৎ। শকুন্তলাপি তৎ সখ্যৈ পপ্রচ্ছাপি ন বিস্মৃতা ॥" — পদ্মপু, স্বর্গখণ্ড, ২য় অধ্যায়।) নাটকে আছে দুষ্যন্ত আগে পুত্র সর্বদমন এবং শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হন, পরে সকলে মিলে মারীচের কাছে যান। পুরাণে

আছে দুষ্যন্ত সর্বদমনকে দেখে যখন আপাতগ্রাহ্য কোন কারণ না থাকলেও অপত্যস্নেহ অনুভব করছিলেন তখন ভগবান মারীচ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং দুষ্যন্তকে দুর্বাসার অভিশাপবৃত্তান্ত এবং সর্বদমন যে তাঁরই পুত্র তা জানান।

কালিদাস তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু পদ্মপুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেও এ ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন থাকে। পদ্মপুরাণ বর্তমানে যে আকারে আমাদের হাতে এসেছে তাতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে এবং এই পুরাণের কালিদাস-পরবর্তী হবারই সম্ভাবনা। পদ্মপুরাণের আনন্দাশ্রম সংস্করণে শকুন্তলোপাখ্যানই অনুপস্থিত। তাছাড়া ঘটনার কিছু অসঙ্গতি (যেমন, অভিশাপের কারণে রাজা শকুন্তলাকে চিনতে না পারলেও প্রিয়ংবদাকে না চেনার কোন কারণ সেখানে ছিল না) দেখে মনে হয় শকুন্তলার বৃত্তান্ত অনতিসচেতন কোন লেখকের পরবর্তী সংযোজন। ভাষা এবং বাচনভঙ্গী প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে বিপরীতপক্ষে পদ্মপুরাণের এই অংশের লেখকই মহাভারত এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' দুটিকেই অনুসরণ করেছেন মনে হয়।

মহাভারত

মহারাজ দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বেরিয়ে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি তখন ফল আহরণের জন্য আশ্রমের বাইরে ছিলেন। মহর্ষির পালিতা কন্যা শকুন্তলা রাজকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন। রাজা প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন এবং শকুন্তলার পরিচয় জানতে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে জানালেন তিনি শকুন্তলাকে পত্নী হিসাবে পেতে ইচ্ছুক। শকুন্তলা ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে তার জন্মবৃত্তান্ত রাজাকে জানালেন। শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয় কন্যা জেনে দুষ্যন্ত সেই সময়েই গান্ধর্বমতে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। শকুন্তলা মহর্ষির প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সামান্য সময় অপেক্ষা করতে বললেও রাজা যখন অবিলম্বেই তাকে পেতে চাইলেন তখন শকুন্তলা ভবিষ্যতে তার গর্ভজাত পুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে মিলনে সম্মতি দিলেন। গান্ধর্বমতে বিবাহ হ'লেও মহর্ষি কণ্ব ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন এই আশঙ্কায় রাজা শকুন্তলাকে সম্ভোগ করেই রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিলেন — অবিলম্বেই চতুরঙ্গিণী সেনা পাঠিয়ে তাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবেন। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলেন। শকুন্তলাকে সলজ্জ দেখে তার কারণ জানতে চাইলে শকুন্তলা দুষ্যন্তের সঙ্গে তার বিবাহের কথা জানালেন। মহর্ষি তা সানন্দে অনুমোদন করলেন। তারপর আশ্রমে সর্বদমনের জন্ম। সর্বদমনের বয়স ছয় বৎসর — এই বয়সেই সে অমিত শক্তির অধিকারী। বহু রাক্ষস, দৈত্য তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে। তার এইসব অতিমানুষ কাজ দেখে কণ্ব তার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হয়েছে ভেবে এবং এতদিনেও দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য কোন লোক পাঠালেন না দেখে কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে শকুন্তলাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন। শকুন্তলা রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে গ্রহণ এবং সর্বদমনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার অনুরোধ জানালেন। রাজা দুষ্যন্তের অতীত বৃত্তান্ত স্মরণে থাকলেও কেবলমাত্র একজন নারীর কথায় এই বালককে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন তবে লোকে এই পুত্রের বৈধতা সম্পর্কে আশঙ্কা করতে পারে এই বিবেচনায় শকুন্তলার সঙ্গে পরিচয়

এবং বিবাহ অস্বীকার করলেন এবং শকুন্তলাকে কুলটা, দুশ্চরিত্রা, পাপাচারিণী বলে নির্দেশ করলেন। শকুন্তলাও রাজাকে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন এবং অবশেষে দুষ্যন্তের মত মিথ্যাচারীর সঙ্গে তিনি সংশ্রব রাখতে চাননা জানিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে আকাশ থেকে দৈববাণী হল যে এই পুত্র রাজারই এবং শকুন্তলাকে যেন অবমাননা না করা হয়। রাজা তখন সব স্বীকার করলেন ও পুত্রকে গ্রহণ করে আনন্দলাভ করলেন।

স্থানাভাবে 'মহাভারত' থেকে সকল প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উপস্থাপিত করা সম্ভব হল না। কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য উল্লেখনীয় প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলি পাঠকের সুবিধার জন্য দেওয়া গেল। ['মহাভারতে'র আর্যশাস্ত্র সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে] ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

জনমেজয় উবাচ।

সম্ভবং ভরতস্যাহং চরিতঞ্চ মহামতেঃ।
শকুন্তলায়াশ্চোৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১

দুষ্মন্তেণ চ বীরেণ যথা প্রাপ্তা শকুন্তলা।
তং বৈ পুরুষসিংহস্য ভগবন্ বিস্তরং ত্বহম্ ॥ ২
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বজ্ঞ সর্বং মতিমতাং বর।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স কদাচিন্মহাবাহুঃ প্রভূতবলবাহনঃ ॥ ৩

বনং জগাম গহনং হয়-নাগশতৈর্বৃতঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ বৃতঃ পরমবল্গুনা ॥ ৪

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ততো মৃগসহস্রাণি হত্বা সবলবাহনঃ।
রাজা মৃগপ্রসঙ্গেণ বনমন্যদ্বিবেশ হ ॥ ১

... ...

প্রেক্ষমানো বনং তৎ তু সুপ্রহৃষ্টবিহঙ্গমম্।
আশ্রমপ্রবরং রম্যং দদর্শ চ মনোরমম্ ॥ ১৮

... ...

নদীমাশ্রমসম্বদ্ধাং দৃষ্টাশ্রমপদং তথা।
চকারাভিপ্রবেশায় মতিং স নৃপতিস্তদা ॥ ২৮

স কাশ্যপস্যায়তনং মহাব্রতৈর্বৃতং সমন্তাদৃষিভিস্তপোধনৈঃ।
বিবেশ সামাত্যপুরোহিতোঽরিহা বিবিক্তমত্যর্থমনোহরং শুভম্ ॥ ৫১

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ততোঽগচ্ছন্মহাবাহুরেকোঽমাত্যান্ বিসৃজ্য তাম্।
নাপশ্যচ্চাশ্রমে তস্মিংস্তমৃষিং সংশিতব্রতম্ ॥ ১
সোঽপশ্যমানস্তমৃষিং শূন্যং দৃষ্ট্বা তথাশ্রমম্।
উবাচ ক ইহেত্যুচ্চৈর্বনং সংনাদয়ন্নিব ॥ ২
শ্রুত্বাথ তস্য তং শব্দং কন্যা শ্রীরিব রূপিণী।
নিশ্চক্রামাশ্রমাৎ তস্মাৎ তাপসীবেশধারিণী ॥ ৩
সা তং দৃষ্ট্বৈব রাজানং দুষ্মন্তমসিতেক্ষণা। ......
স্বাগতং ত ইতি ক্ষিপ্রমুবাচ প্রতিপূজ্য চ ॥ ৪
আসনেনার্চয়িত্বা চ পাদ্যেনার্ঘ্যেণ চৈব হি।
পপ্রচ্ছানাময়ং রাজন্ কুশলঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ৫
যথাবদর্চয়িত্বাথ পৃষ্ট্বা চানাময়ং তদা।
উবাচ স্ময়মানেব কিং কার্য্যং ক্রিয়তামিতি ॥ ৬
(আশ্রমস্যাভিগমনে কিং ত্বং কার্য্যং চিকীর্ষসি।
কস্ত্বমদ্যেহ সম্প্রাপ্তো মহর্ষেরাশ্রমং শুভম্ ॥)
তামব্রবীত্ ততো রাজা কন্যাং মধুরভাষিণীম্।
দৃষ্ট্বা চৈবানবদ্যাঙ্গী যথাবৎ প্রতিপূজিতঃ ॥ ৭

দুষ্মন্ত উবাচ।

(রাজর্ষেরস্মি পুত্রোঽহমিলিলস্য মহাত্মনঃ।
দুষ্মন্ত ইতি মে নাম সত্যং পুষ্করলোচনে ॥)
আগতোঽহং মহাভাগমৃষিং কণ্বমুপাসিতুম্।
ক্ব গতো ভগবান্ ভদ্রে তন্মামাচক্ষ্ব শোভনে ॥ ৮

শকুন্তলোবাচ।

গতঃ পিতা মে ভগবান্ ফলান্যাহর্তুমাশ্রমাৎ।
মুহূর্ত্তং সম্প্রতীক্ষস্ব দ্রষ্টাস্যেনমুপাগতম্ ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অপশ্যমানস্তমৃষিং তথা চোক্তস্তয়া চ সঃ।
তাং দৃষ্ট্বা চ বরারোহাং শ্রীমতীং চারুহাসিনীম্ ॥ ১০

বিভ্রাজমানাং বপুষা তপসা চ দমেন চ।
রূপযৌবনসম্পন্নামিত্যুবাচ মহীপতিঃ ॥ ১১
কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কিমর্থং চাগতা বনম্।
এবং রূপগুণোপেতা কুতস্ত্বমসি শোভনে ॥ ১২
দর্শনাদেব হি শুভে ত্বয়া মেঽপহৃতং মনঃ।
ইচ্ছামি ত্বামহং জ্ঞাতুং তন্মমাচক্ষ্ব শোভনে ॥ ১৩
এবমুক্তা তু সা কন্যা তেন রাজ্ঞা তমাশ্রমে।
উবাচ হসতী বাক্যমিদং সুমধুরাক্ষরম্ ॥ ১৪
কণ্বস্যাহং ভগবতো দুষ্মন্ত দুহিতা মতা।
তপস্বিনো ধৃতিমতো ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৫
(অস্বতন্ত্রাস্মি রাজেন্দ্র কাশ্যপো মে গুরুঃ পিতা।
তমেব প্রার্থয় স্বার্থং নাযুক্তং কর্ত্তুমর্হসি ॥)

দুষ্মন্ত উবাচ।

ঊর্ধ্বরেতা মহাভাগে ভগবাংল্লোকপূজিতঃ।
চলেদ্ধি বৃত্তাদ্ ধর্ম্মোঽপি ন চলেৎ সংশিতব্রতঃ ॥ ১৬
কথং ত্বং তস্য দুহিতা সম্ভূতা বরবর্ণিনি।
সংশয়ো মে মহানত্র তন্মে ছেত্তুমিহার্হসি ॥ ১৭

শকুন্তলোবাচ।

যথায়মাগমো মহ্যং তথা চেদমভূৎ পুরা।
শৃণু রাজন্ যথাতত্ত্বং যথাস্মি দুহিতা মুনেঃ ॥ ১৮
... ...
ঋষিঃ কশ্চিদিহাগম্য মম জন্মাভ্যচোদয়ৎ।
... ...
তস্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ যথা তচ্ছৃণু পার্থিব ॥ ১৯

অতঃপর কণ্বমুণির মুখে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[দুষ্মন্ত-শকুন্তলয়োর্গান্ধর্ববিবাহঃ মহর্ষি-কণ্বেন তস্যানুমোদনঞ্চ]

দুষ্মন্ত উবাচ।

সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বং যথা কল্যাণি ভাষসে।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ১

সুবর্ণমালাং বাসাংসি কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নে চ শোভনে ॥ ২
আহরামি তবাদ্যাহং নিষ্কাদীন্যজিনানি চ।
সর্বং রাজ্যং তবাদ্যাস্তু ভার্য্যা মে ভব শোভনে ॥ ৩
গান্ধর্বেণ চ মাং ভীরু বিবাহেনৈহি সুন্দরি।
বিবাহানাং হি রম্ভোরু গান্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ ৪

শকুন্তলোবাচ।

ফলাহারো গতো রাজন্ পিতা মে ইত আশ্রমাৎ।
মুহূর্ত্তং সম্প্রতীক্ষস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি ॥ ৫
(পিতা হি মে প্রভুর্নিত্যং দৈবতং পরমং মতম্।
যস্য বা দাস্যতি পিতা স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥
অমন্যমানা রাজেন্দ্র পিতরং মে তপস্বিনম্।
অধর্মেণ হি ধর্মিষ্ঠ কথং বরমুপাস্মহে ॥

দুষ্মন্ত উবাচ।

মা মৈবং বদ সুশ্রোণি তপোরাশিং দয়াত্মকম্।

শকুন্তলোবাচ।

মন্যুপ্রহরণা বিপ্রা ন বিপ্রাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥
অগ্নির্দহতি তেজোভিঃ সূর্য্যো দহতি রশ্মিভিঃ।
রাজা দহতি দণ্ডেন ব্রাহ্মণো মন্যুনা দহেৎ ॥
ক্রোধিতো মন্যুনা হন্তি বজ্রপাণিরিবাসুরান্।)

দুষ্মন্ত উবাচ।

ইচ্ছামি ত্বাং বরারোহে ভজমানামনিন্দিতে।
ত্বদর্থং মাং স্থিতং বিদ্ধি ত্বদ্‌গতং হি মনো মম ॥ ৬
আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ।
আত্মনো মিত্রমাত্মৈব তথাত্মা চাত্মনঃ পিতা।
আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত্তুমর্হসি ধর্মতঃ ॥ ৭
অষ্টাবেব সমাসেন বিবাহা ধর্মতঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ॥ ৮
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ।

তেষাং ধর্ম্যান্ যথাপূর্বং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীত্ ॥ ৯.
প্রশস্তাংশ্চতুরঃ পূর্বান্ ব্রাহ্মণস্যোপধারয়।
ষড়ানুপূর্ব্যা ক্ষত্রস্য বিদ্ধি ধর্ম্যাননিন্দিতে ॥ ১০
রাজ্ঞাং তু রাক্ষসোঽপ্যক্তো বিট্-শূদ্রেষ্বাসুরঃ স্মৃতঃ।
পঞ্চানাং তু ত্রয়ো ধর্ম্যা অধর্ম্যৌ দ্বৌ স্মৃতাবিহ ॥ ১১
পৈশাচ আসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন।
অনেন বিধিনা কার্য্যো ধর্মস্যৈষা গতিঃ স্মৃতা ॥ ১২
গান্ধর্ব-রাক্ষসৌ ক্ষত্রে ধর্ম্যৌ তৌ মা বিশঙ্কিতাঃ।
পৃথগ্ বা যদি বা মিশ্রৌ কর্ত্তব্যৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩
সা ত্বং মম সকামস্য সকামা বরবর্ণিনি।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন ভার্যা ভবিতুমর্হসি ॥ ১৪

শকুন্তলোবাচ।

যদি ধর্মপথস্ত্বেষ যদি চাত্মা প্রভুর্মম।
প্রদানে পৌরবশ্রেষ্ঠ শৃণু মে সময়ং প্রভো ॥ ১৫
সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ।
ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্ ত্বদনন্তরঃ ॥ ১৬
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তাং রাজা প্রত্যুবাচাবিচারয়ন্।
অপি চ ত্বাং হি নেষ্যামি নগরং স্বং শুচিস্মিতে ॥ ১৮
যথা ত্বমর্হা সুশ্রোণি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিস্তামনিন্দিতগামিনীম্ ॥ ১৯
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণাবুবাস চ তয়া সহ।
বিশ্বাস্য চৈনাং স প্রায়াদব্রবীচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০
প্রেষয়িষ্যে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্।
তয়া ত্বাং নায়য়িষ্যামি নিবাসং স্বং শুচিস্মিতে ॥ ২১
(এবমুক্ত্বা স রাজর্ষিস্তামনিন্দিতগামিনীম্।
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং স্মিতপূর্বমুদৈক্ষত ॥
প্রদক্ষিণীকৃতাং দেবীং রাজা সম্পরিষস্বজে।
শকুন্তলা হ্যশ্রুমুখী পপাত নৃপপাদয়োঃ ॥
তাং দেবীং পুনরুত্থাপ্য মা শুচেতি পুনঃ পুনঃ।
শপেয়ং সুকৃতেনৈব প্রাপয়িষ্যে নৃপাত্মজে ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি তস্যাঃ প্রতিশ্রুত্য স নৃপো জনমেজয়।
মনসা চিন্তয়ন্ প্রায়াৎ কাশ্যপং প্রতি পার্থিবঃ ॥ ২২
ভগবাংস্তপসা যুক্তঃ শ্রুত্বা কিং নু করিষ্যতি।
এবং স চিন্তয়ন্নেব প্রবিবেশ স্বকং পুরম্ ॥ ২৩
মুহূর্ত্তে যাতে তস্মিংস্তু কণ্বোঽপ্যাশ্রমমাগমৎ।
শকুন্তলা চ পিতরং হ্রিয়া নোপজগাম তম্ ॥ ২৪
(শঙ্কিতৈব চ বিপ্রর্ষিমুপচক্রাম সা শনৈঃ।
ততোঽস্য রাজন্ জগ্রাহ আসনং চাপ্যকল্পয়ত্ ॥ ২৫
শকুন্তলা চ সব্রীড়া তমৃষিং নাভ্যভাষত।
তস্মাৎ স্বধর্মাৎ স্খলিতা ভীতা সা ভরতর্ষভ ॥
অভবদ্ দোষদর্শিত্বাদ্ ব্রহ্মচারিণ্যযন্ত্রিতা।
স তদা ব্রীড়িতাং দৃষ্ট্বা ঋষিস্তাং প্রত্যভাষত ॥

কণ্ব উবাচ।

সব্রীড়ৈব চ দীর্ঘায়ুঃ পুরেব ভবিতা ন চ।
বৃত্তং কথয় রম্ভোরু মা ত্রাসঞ্চ প্রকল্পয় ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃচ্ছ্রাদতিশুভা সব্রীড়া শ্রীমতী তদা।
সগদ্গদমুবাচেদং কাশ্যপং সা শুচিস্মিতা ॥

শকুন্তলোবাচ।

রাজা তাতাজগামেহ দুষ্মন্ত ইলিলাত্মজঃ।
ময়া পতির্বৃতো যোঽসৌ দেবযোগাদিহাগতঃ ॥
তস্য তাত প্রসীদস্ব ভর্তা মে সুমহাযশাঃ।
অতঃ সর্বং তু তদ্বৃত্তং দিব্যজ্ঞানেন পশ্যসি ॥
অভয়ং ক্ষত্রিয়কুলে প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥)
বিদ্যায়াথ চ তাং কণ্বো দিব্যজ্ঞানো মহাতপাঃ।
উবাচ ভগবান্ প্রীতঃ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ২৫
ত্বয়াদ্য ভদ্রে রহসি মামনাদৃত্য যঃ কৃতঃ।
পুংসা সহ সমাযোগো ন স ধর্মোপঘাতকঃ ॥ ২৬
ক্ষত্রিয়স্য হি গান্ধর্বো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
সকামায়াঃ সকামেন নির্মন্ত্রো রহসি স্মৃতঃ ॥ ২৭

ধর্মাত্মা চ মহাত্মা চ দুষ্মন্তঃ পুরুষোত্তমঃ।
অভ্যগচ্ছঃ পতিং যৎ ত্বং ভজমানং শকুন্তলে ॥ ২৮
মহাত্মা জনিতা লোকে পুত্রস্তব মহাবলঃ।
য ইমাং সাগরাপাঙ্গীং কৃতস্নাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্ ॥ ২৯
পরং চাভিপ্রয়াতস্য চক্রং তস্য মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যত্যপ্রতিহতং সততং চক্রবির্তনঃ ॥ ৩০
ততঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ সা বিশ্রান্তং মুনিমব্রবীত্।
বিনিধায় ততো ভারং সংনিধায় ফলানি চ ॥ ৩১

শকুন্তলোবাচ।

ময়া পতির্বৃতো রাজা দুষ্মন্তঃ পুরুষোত্তমঃ।
তস্মৈ সসচিবায় ত্বং প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ৩২

কণ্ব উবাচ।

প্রসন্ন এব তস্যাহং ত্বৎকৃতে বরবর্ণিনি।
(ঋতবো বহবস্তে বৈ গতা ব্যর্থাঃ শুচিস্মিতে।
সার্থকং সাম্প্রতং হ্যেতন্ন চ পাপোঽস্তি তেঽনঘে ॥
গৃহাণ চ বরং মত্তস্ত্বং শুভে যদভীপ্সিতম্ ॥ ৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ধর্মিষ্ঠতাং বব্রে রাজ্যাচ্চাস্খলনং তথা।
শকুন্তলা পৌরবাণাং দুষ্মন্তহিতকাম্যয়া ॥ ৩৪
(এবমস্ত্বিতি তাং প্রাহ কণ্বো ধর্মভৃতাং বরঃ।
পস্পর্শ চাপি পাণিভ্যাং সুতাং শ্রীমিব রূপিণীম্ ॥)

কণ্ব উবাচ।

অদ্য প্রভৃতি দেবী ত্বং দুষ্মন্তস্য মহাত্মনঃ।
পতিব্রতানাং যা বৃত্তিস্তাং বৃত্তিমনুপালয় ॥

— ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি সম্ভবপর্বণি শকুন্তলোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

প্রতিজ্ঞায় তু দুষ্মন্তে প্রতিযাতে শকুন্তলাম্।
গর্ভশ্চ ববৃধে তস্যাং রাজপুত্র্যাং মহাত্মনঃ।
শকুন্তলা চিন্তয়ন্তী রাজানং কার্যগৌরবাৎ ॥
দিবারাত্রমনিদ্রৈব স্নানভোজনবর্জিতা ॥
রাজপ্রেষণিকা বিপ্রাশ্চতুরঙ্গবলৈঃ সহ।
অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা সমায়ান্তীতি নিশ্চিতা ॥
দিবসান্ পক্ষানৃতূন্ মাসানয়নানি চ সর্বশঃ।
গণ্যমানেষু সর্বেষু ব্যতীয়ুস্ত্রীণি ভারত ॥
গর্ভং সুষাব বামোরুঃ কুমারমমিতৌজসম্ ॥১
ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু দীপ্তানলসমদ্যুতিম্।
রূপৌদার্য্যগুণোপেতং দৌষ্মন্তিং জনমেজয় ॥
তস্মৈ তদান্তরিক্ষাৎ তু পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ।

... ...

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥
জাতকর্মাদিসংস্কারং কণ্বঃ পুণ্যকৃতাং বরঃ।
বিধিবৎ কারয়ামাস বর্ধমানস্য ধীমতঃ ॥
দন্তৈঃ শুক্লৈঃ শিখরিভিঃ সিংহসংহননো মহান্ ;
চক্রাঙ্কিতকরঃ শ্রীমান্ মহামূর্ধা মহাবলঃ ॥
কুমারো দেবগর্ভাভঃ স তত্রাশু ব্যবর্ধত।
ষড়্বর্ষ এব বালঃ স কণ্বাশ্রমপদং প্রতি ॥

... ...

ততোঽস্য নাম চক্রুস্তে কণ্বাশ্রমনিবাসিনঃ।
অস্ত্বয়ং সর্বদমনঃ সর্বং হি দময়ত্যসৌ।
স সর্বদমনো নাম কুমারঃ সম্পদ্যত ॥

... ...

অপ্রেষয়তি দুষ্মন্তে মহিষ্যাস্তনয়স্য চ।
পাণ্ডুভাবপরীতাঙ্গীং চিন্তয়া সমভিপ্লুতাম্ ॥
লম্বালকাং কৃশাং দীনাং তথা মলিনবাসসম্।
শকুন্তলাঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য প্রদধ্যৌ স মুনিস্তদা ॥
শাস্ত্রাণি সর্ববেদাশ্চ দ্বাদশাব্দস্য চাভবন্।
তং কুমারমৃষির্দৃষ্ট্বা কর্ম চাস্যাতিমানুষম্ ॥
সময়ো যৌবরাজ্যায়েত্যব্রবীচ্চ শকুন্তলাম্।
শৃণু ভদ্রে মম সুতে মম বাক্যং শুচিস্মিতে।

পতিব্রতানাং নারীণাং বিশিষ্টমিতি চোচ্যতে ॥
পতিশুশ্রূষণং পূর্বং মনো-বাক্-কায়চেষ্টিতৈঃ।
অনুজ্ঞাতা ময়া পূর্বং পূজয়ৈতদ্ ব্রতং তব ॥
এতেনৈব চ বৃত্তেন বিশিষ্টাং লপ্স্যসে শ্রিয়ম্।
তস্মাদ্ভদ্রে প্রয়াতব্যং সমীপং পৌরবস্য হ ॥
স্বয়ং নায়াতি মত্বা তে গতং কালং শুচিস্মিতে।
গত্বারাধয় রাজানং দুষ্মন্তং হিতকাম্যয়া ॥
দৌষ্মন্তিং যৌবরাজ্যস্থং দৃষ্ট্বা প্রীতিমবাপ্স্যসি।
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ভামিনি ॥
ভর্ত্তৃণাঞ্চ বিশেষেণ হিতং সংগমনং সতাম্ ॥
তস্মাৎ পুত্রি কুমারেণ গন্তব্যং মৎপ্রিয়েপ্সয়া।
প্রতিবাক্যং ন দদ্যাস্ত্বং শাপিতা মম পাদয়োঃ ॥

কন্যাকে এই কথা বলে, পৌত্রকে তার পিতৃপরিচয় জানিয়ে কণ্বমুনি শিষ্যদের বললেন শকুন্তলাকে তাঁর স্বামীর গৃহে পৌঁছে দিতে। তারপর,

গৃহীত্বামরগর্ভাভং পুত্রং কমললোচনম্।
আজগাম ততঃ সুভ্রূর্দুষ্মন্তং বিদিতাদ্ বনাৎ ॥

অভিসৃত্য চ রাজানং বিদিতা চ প্রবেশিতা।
সহ তেনৈব পুত্রেণ ৰালার্কসমতেজসা ॥

নিবেদয়িত্বা তে সর্বে আশ্রমং পুনরাগতাঃ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মব্রবীচ্চ শকুন্তলা ॥

অভিবাদয় রাজানং পিতরং তে দৃঢ়ব্রতম্।
এবমুক্ত্বা তু পুত্রং সা লজ্জানতমুখীস্থিতা ॥

দুষ্মন্ত উবাচ।

কিমাগমনকার্য্যং তে ব্রূহি ত্বং বরবর্ণিনি।
করিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপুত্রায়া বিশেষতঃ ॥

শকুন্তলোবাচ।

প্রসীদস্ব মহারাজ বক্ষ্যামি পুরুষোত্তম ॥
অয়ং পুত্রস্ত্বয়া রাজন্ যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।
ত্বয়া হ্যয়ং সুতো রাজন্ ময্যুৎপন্নঃ সুরোপমঃ।
যথাসময়মেতস্মিন্ বর্তস্ব পুরুষোত্তম ॥
যথা মৎসঙ্গমে পূর্বং যঃ কৃতঃ সময়স্ত্বয়া।
তং স্মরস্ব মহাভাগ কণ্বাশ্রমপদং প্রতি ॥

শকুন্তলার কথা শুনে রাজা তাঁকে স্মরণ করতে পেরেও না পারার ভাণ করে তাঁর সঙ্গে তাঁর কোনরকম সম্বন্ধের কথাই স্বীকার করলেন না। তখন শকুন্তলা —

সৈবমুক্তা বরারোহা ব্রীড়িতেব তপস্বিনী।
নিঃসংজ্ঞেব চ দুঃখেন তস্থৌ স্থূণেব নিশ্চলা ॥
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষী স্ফুরমাণৌষ্ঠসম্পুটা।
কটাক্ষৈর্নির্দহন্তীব তির্য্যগ্‌রাজানমৈক্ষত ॥
আকারং গূহমানা চ মন্যুনা চ সমীরিতা।
তপসা সম্ভৃতং তেজো ধারয়ামাস বৈ তদা ॥
সা মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা দুঃখামর্ষসমন্বিতা।
ভর্তারমভিসম্প্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধা বচনমব্রবীৎ ॥
জানন্নপি মহারাজ কস্মাদেবং প্রভাষসে।
ন জানামীতি নিঃশঙ্কং যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ॥
অত্র তে হৃদয়ং বেদ সত্যস্যৈবানৃতস্য চ।
কল্যাণং বদ সাক্ষ্যেণ মাত্মানমবমন্যথাঃ ॥

'শকুন্তলাকে অসহায় জ্ঞান করে দুষ্মন্ত যে মিথ্যা আচরণ করছেন তার জন্য তিনি যথাযোগ্য শাস্তি পাবেন' 'মনুষ্যেতর কীটপতঙ্গও নিজ সন্তানকে অস্বীকার করে না' — ইত্যাদি বহু কথা বললেন।

অণ্ডানি বিভ্রতি স্বানি ন ভিন্দন্তি পিপীলিকাঃ।
ন ভবেথাঃ কথং নু ত্বং ধর্মজ্ঞঃ সন্ স্বমাত্মজম্ ॥ ৫৫
(মমাণ্ডানীতি বর্ধন্তে কোকিলানপি বায়সাঃ।
কিং পুনস্ত্বং ন মন্যেথাঃ সর্বজ্ঞঃ পুত্রমীদৃশম্ ॥ ......)

এরপর তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পতিব্রতা স্ত্রীর মাহাত্ম্য এবং তদীয়গর্ভজাত পুত্রসন্তানের গৌরব বর্ণনা করলেন। এরপরেও দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতে তো চাইলেনই না, উপরন্তু তাঁর পিতা ও মাতার নিন্দা করে তাঁকেও কুলটা বলে অপমান করলেন।

দুষ্মন্ত উবাচ ।

ন পুত্রমভিজানামি ত্বয়ি জাতং শকুন্তলে।
অসত্যবচনা নার্য্যঃ কস্তে শ্রদ্ধাস্যতে বচঃ ॥ ৭৩
মেনকা নিরনুক্রোশা বন্ধকী জননী তব।
যয়া হিমবতঃ পৃষ্ঠে নির্মাল্যমিব চোজ্‌ঝিতা ॥ ৭৪
স চাপি নিরনুক্রোশঃ ক্ষত্রযোনিঃ পিতা তব।
বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণত্বে লুব্ধঃ কামবশং গতঃ ॥ ৭৫
মেনকাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা মহর্ষীণাং পিতা চ তে।

তয়োরপত্যং কস্মাৎ ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে ॥ ৭৬
অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে।

এরপরেও শকুন্তলা দুষ্মন্তকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করে বিফল হয়ে যখন তার পুত্রের রাজচক্রবর্ত্তিত্বলক্ষণবিষয়ে দেবতাদের সাক্ষী মেনেও তাদের নীরবতার কারণে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যাবেন, সেইসময় আকাশবাণী হল — শকুন্তলাই দুষ্মন্তের ধর্মপত্নী এবং সেই বালকের জন্মদাতাও দুষ্মন্তই।

এতাবদুক্ত্বা রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা।
অথান্তরিক্ষাদ্ দুষ্মন্তং বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ১০৯

ভস্ত্রা মাতা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥ ১১০ গ ঘ

ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥ ১১১ ক খ

আকাশবাণীতে এদের দু'জনকেই গ্রহণ করার জন্য আদেশ দেওয়া হল। দেবগণের কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দুষ্মন্ত তখন বললেন — এই পুত্রকে আমিও আমার পুত্র বলেই জানি। কিন্তু যদি শকুন্তলার কথা অনুসারে গ্রহণ করতাম, তবে লোকে এই পুত্রের বৈধতা সম্বন্ধে আশঙ্কা করত।

অহং চাপ্যেবমেবৈনং জানামি স্বয়মাত্মজম্।
যদ্যহং বচনাদস্যা গৃহ্নীয়ামি মমাত্মজম্ ॥
ভবেদ্ধি শঙ্কা লোকস্য নৈব শুদ্ধো ভবেদয়ম্ ॥ ১১৭

বস্ত্র-অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে শকুন্তলার সমাদর করে তিনি তাঁকে বললেন — যেহেতু সকল লোকের অগোচরে তিনি তাঁর সাথে পত্নীত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন, সেইহেতু তাঁর শুদ্ধির জন্যই তিনি নাকি ঐরকম আচরণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি আরও বললেন —

যচ্চ কোপিতয়াত্যর্থং ত্বয়োক্তোঽস্ম্যপ্রিয়ং প্রিয়ে।
প্রণয়িন্যা বিশালাক্ষি তৎ ক্ষান্তং তে ময়া শুভে ॥

অনৃতং বাপ্যনিষ্টং বা দুরুক্তং বাপি দুষ্কৃতম্।
ত্বয়াপ্যেবং বিশালাক্ষি ক্ষন্তব্যং মম দুর্বচঃ ॥

এরপর রাজা দুষ্মন্ত পত্নী ও পুত্রকে নিয়ে তাঁর মা রথন্তর্য্যার কাছে গেলেন। তিনিও সানন্দে পুত্রবধূ এবং পৌত্রকে গ্রহণ করলেন। তখন রাজা দুষ্মন্ত শাস্ত্রোক্তবিধি অনুসারে শকুন্তলাকে অগ্রমহিষীপদে বরণ করলেন এবং আপন পুত্রকে 'ভরত' নাম দিয়ে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করলেন। [উল্লেখ্য ঃ এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ব্যাপক। 'আর্যশাস্ত্র' সংস্করণের ৩২৮-৩৪৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। মধ্যে পাঠান্তর ইত্যাদিও প্রচুর। অতিসামান্য অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হল। তাই সামান্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া শ্লোকসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আগ্রহী পাঠক সমগ্র অংশ পড়লে উপকৃত হবেন।]

মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত শকুন্তলোপাখ্যান এই নাটকের ভিত্তি — একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। কিন্তু মহাভারতে যা অতি সাধারণ এক গল্প — তাই কালিদাসের কবিত্বপ্রতিভায় পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে — নীরস খড়ের কাঠামোয় অপরূপ শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে। মূল কাহিনী এবং চরিত্রের সঙ্গে নাটকের কাহিনী এবং চরিত্রের পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ করলেই এই রূপান্তরের অভিনবত্ব বোঝা যাবে।

মহাভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তল
* অমাত্য এবং পুরোহিত সহ দুষ্মন্তের কণ্বাশ্রমে প্রবেশ। ['দুষ্মন্ত' এবং 'দুষ্যন্ত'— একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে। মহাভারতের 'আর্যশাস্ত্র' সংস্করণে 'দুষ্মন্ত' বানান আছে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র বর্তমান সংস্করণে 'দুষ্যন্ত' পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।]	* রাজা এবং সারথি রথে চড়ে মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে আশ্রমের নিকটে এসেছেন এবং সারথিকে বিদায় দিয়ে একাকী তপোবনে প্রবেশ করেছেন।
* কণ্ব আশ্রমে নেই তা রাজা জানতেন না। তিনি স্বয়ং আশ্রমে এসে কণ্ব কোথায় আছেন জানতে চান। পরে শকুন্তলার কাছে জানতে পারেন — তিনি ফলাহরণে গেছেন। উল্লেখ্য, কণ্বের আশ্রমে অনুপস্থিতি স্বল্পকালের জন্য।	* তাপসের মুখেই কুলপতি কণ্ব আশ্রমে নেই — পালিতা কন্যা শকুন্তলার দুর্দৈব শান্তির জন্য সোম-তীর্থে গেছেন — একথা জেনেছেন এবং সেই কন্যার কাছেই কণ্বের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা জানাতে আশ্রমে এসেছেন। দুটি অপরিচিত হৃদয়ের মিলনের প্রস্তুতি সময় সাপেক্ষ। তাই বেশ কিছুকালের জন্য কণ্বকে আশ্রমে অনুপস্থিত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর সোমতীর্থে যাবার কথা।
* রাজার আহ্বান শুনে তাপসীবেশধারিণী শকুন্তলা কুটীর থেকে বেরিয়ে রাজাকে পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা স্বাগত জানান। উল্লেখ্য, এখানে সখীরা অনুপস্থিত।	* রাজা আলবালে জলসেচনরতা তিন জন নারীকে দেখেন এবং গোপনে তাদের আলাপ শুনতে শুনতে এক সময় সুযোগ বুঝে আত্মপ্রকাশ করেন। শকুন্তলা রাজাকে যথোচিত স্বাগত জানাতে ভুলে গেছেন। প্রথমেই কর্তব্যচ্যুতির উল্লেখের

মহাভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তল
	মাধ্যমে নাটকে ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে তার ব্যঞ্জনা। তাছাড়া সলজ্জ শকুন্তলার রাজার সঙ্গে আলাপে, শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি বর্ণনায় সখীদের উপস্থিতি একান্ত অপেক্ষিত।
* রাজা প্রথমেই নিজের পরিচয় দেন।	* রাজা প্রথমে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন — ফলে শকুন্তলা এবং দুই সখী আচরণে স্বাভাবিক থাকতে পেরেছেন।
* দুষ্মন্ত-শকুন্তলার অনুরাগ-পর্বের বর্ণনা নেই। প্রথম দর্শনেই রাজার শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা।	* অনুরাগের ক্রমিক উত্তরণ স্তরে স্তরে বিধৃত। পরে সখীদের কাছে শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা।
* শকুন্তলা স্বয়ং বিস্তারিতভাবে মাতা অপ্সরা মেনকার দ্বারা ঋষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ এবং তাঁর ঔরসে নিজের জন্ম বৃত্তান্ত জানিয়েছেন।	* সখীরা সংক্ষেপে অনেক কথা অনুচ্চারিত রেখে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছেন। শকুন্তলাকে নির্লজ্জভাবে নিজের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে হয়নি।
* জন্মের পরে পরিত্যক্ত শকুন্তলার পক্ষিদের দ্বারা পালন, কণ্বের প্রাপ্তি এবং আশ্রমে তাঁর প্রতিপালন প্রভৃতির বর্ণনা আছে।	* নাটকীয় প্রয়োজন না থাকায় পরিবর্জিত হয়েছে।
* পরিচয় প্রাপ্তির পরই রাজার বিবাহের প্রস্তাব।	* বেশ কিছুদিন মনে পোষণ করেছেন — প্রকাশ করেননি।
* শকুন্তলা নিজের পরাধীনতার কথা জানালে দুষ্যন্ত গান্ধর্ববিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে জানান। শকুন্তলা রাজাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে তাঁর গর্ভে যে পুত্র হবে সেই দুষ্মন্তের পরে রাজা হবে এবং দুষ্মন্তের সঙ্গে মিলিত হলেন।	* শকুন্তলার সখীরাই বহুবল্লভ রাজার কাছে তাঁদের সখীর যোগ্য সমাদর এবং মর্যাদার আশ্বাসের অনুরোধ জানান।

মহাভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তল
* শকুন্তলাকে সম্ভোগ করেই মহর্ষি কণ্বের ক্রোধের আশঙ্কায় দুষ্মন্তের আশ্রমত্যাগ এবং অবিলম্বেই চতুরঙ্গিনী সেনা পাঠিয়ে তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার আশ্বাস-দান। এক মুহূর্ত পরেই কণ্বের আশ্রমে আগমন।	* দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে স্বনামখোদিত একটি অঙ্গুরীয়ক দেন এবং প্রতিদিন সেই নামের একটি একটি অক্ষর গুণতে বলেন। অক্ষর গোণা যেদিন শেষ হবে সেদিন তাঁকে নেবার জন্য লোক আসবে জানান।
* কণ্ব শকুন্তলাকে সলজ্জা দেখে কারণ জানতে চাইলে শকুন্তলা নিজমুখে দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর সহবাসের কথা জানিয়েছেন।	* কণ্ব দৈববাণীতে সব বৃত্তান্ত জেনেছেন। কালিদাস শকুন্তলাকে স্বীয় অসংযমের বৃত্তান্ত বর্ণনা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।
* দুর্বাসার অভিশাপের বৃত্তান্ত নেই। দুষ্মন্ত কণ্বের ক্রোধের আশঙ্কায় শকুন্তলাকে নিতে কাউকে পাঠাননি।	* দুর্বাসার অভিশাপের কারণে রাজা পূর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়েছেন।
* পিতৃগৃহ থেকে বিদায়ের কোন বর্ণনা নেই।	* পিতৃগৃহ থেকে বিদায়কালীন মর্ম-স্পর্শী বর্ণনা আছে।
* কণ্বাশ্রমেই সর্বদমনের জন্ম এবং তার বিচিত্র কীর্তির বর্ণনা। পুত্রের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন কণ্ব তার যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হয়েছে ভেবে রাজধানীতে পাঠান।	* গর্ভবতী অবস্থায় শকুন্তলার পিতৃগৃহ ত্যাগ।
* পতিগৃহে পাঠানোর সময় কণ্ব বাদে আশ্রমের সমস্ত তপস্বী শকুন্তলার সঙ্গে ছিল। রাজধানীর পথে জনতার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে তপস্বীরা আশ্রমে ফিরে আসে। একা শকুন্তলা পুত্রের সঙ্গে রাজসভায় আসেন এবং পুত্রের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করার দাবী জানান। ['আর্যশাস্ত্র' সংস্করণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঘটনা নেই]	* গৌতমী এবং দুই কণ্বশিষ্য — শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত এবং আরো দু-একজন শকুন্তলার সঙ্গে ছিলেন এবং রাজসভাতেও তাঁরা উপস্থিত ছিলেন।

মহাভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তল
* অতীতের কথা স্মরণ থাকলেও কেবল মাত্র একজন নারীর কথায় কোন বালককে যদি পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন তবে লোকে এই পুত্রের বৈধতা সম্পর্কে আশঙ্কা করতে পারে ভেবে দুষ্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে পরিচয় এবং ঐ বালকের পিতৃত্ব অস্বীকার করেন।	* দুর্বাসার অভিশাপের কারণে দুষ্যন্ত অতীতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হন এবং পরস্ত্রীগ্রহণের মহাপাপের আশঙ্কাতে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অসংযত কাপুরুষ দুষ্মন্তএখানে নির্লোভ, ধর্মভীরু, উজ্জ্বল চরিত্রের অধিকারী।
* দুষ্যন্তের সঙ্গে বাদ-বিবাদের পর শকুন্তলা তাঁর মত মিথ্যাচারীর সঙ্গে সংশ্রব রাখতে চাননা জানিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে আকাশ থেকে দৈববাণীতে 'এই পুত্র রাজার এবং শকুন্তলার যেন অবমাননা না হয়' এই ঘোষণা হলে দুষ্মন্ত সব স্বীকার করেন এবং তাঁদের গ্রহণ করেন।	* শকুন্তলা নিজেকে রাজার পত্নী হিসাবে প্রমাণিত করতে ব্যর্থ হলে গৌতমী এবং দুই শিষ্য তাঁকে রাজার কাছে রেখে চলে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত রাজপুরোহিতের কাছে শকুন্তলার থাকা সাব্যস্ত হয়। অতঃপর ক্রন্দনরতা শকুন্তলাকে এক অপ্সরা স্বর্গে মারীচের আশ্রমে নিয়ে যান।
* অঙ্গুরীয়কের বৃত্তান্ত নেই।	* ধীবরের কাছ থেকে অঙ্গুরীয়কের পুনঃপ্রাপ্তির পর দুষ্যন্তের অতীত-বৃত্তান্তের স্মৃতি এবং অকারণে ধর্ম-পত্নী পরিত্যাগের জন্য অনুতাপের বর্ণনায় প্রেমিক দুষ্যন্তের উজ্জ্বল চরিত্র।
* পুনর্মিলনের প্রসঙ্গ নেই।	* দুষ্যন্তের স্বর্গে গমন এবং প্রত্যা-বর্তনের পথে মারীচের আশ্রমে পুনরায় মিলনের অপূর্ব বর্ণনা।
* দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, সর্বদমন এবং কণ্ব — মাত্র এই চারটি চরিত্র।	* অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী, বিদূষক, প্রভৃতি বহু চরিত্রের (মহাভারত অপেক্ষা দশগুণ) সমাবেশ।

এছাড়াও আরো বহু বিষয়ে মহাভারতের বৃত্তান্ত থেকে এই নাটকের বিষয়বস্তুর পার্থক্য আছে। কালিদাসের মত কবির স্পর্শ না পেলে মহাভারতের অন্যান্য বহু উপাখ্যানের মত এই শকুন্তলোপাখ্যানও এক অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত, অবহেলিত উপাখ্যান হয়ে থাকত' — বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পেত না।

বঙ্গীয় সংস্করণে তৃতীয় অঙ্কের অতিরিক্ত অংশ

জনপ্রিয়তার কারণে সুপ্রাচীন কাল থেকেই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের অসংখ্য অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলতঃ লিপিকরদের ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত প্রচুর পাঠপরিবর্তনের ফলে মূল পাঠ নির্ণয় করা অনেকক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়েছে। পরবর্তী টীকাকারেরাও বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করে তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পাঠ-পরিবর্তনই নয়— প্রচুর শ্লোকের সংযোজন-বিয়োজনও লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকের পাঠবৈচিত্র্য ভিত্তি করে বঙ্গীয় সংস্করণ, দেবনাগরী সংস্করণ, মিশ্র দেবনাগরী সংস্করণ, মৈথিল সংস্করণ, কাশ্মীরীয় সংস্করণ এবং দক্ষিণ-ভারতীয় সংস্করণ — এই ছয়টি ভেদ স্বীকার করা হয়। তবে দেবনাগরী সংস্করণই বর্তমানে সর্বভারতীয় পাঠরূপে সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ সর্বভারতীয় স্বীকৃতিলাভের পর যেমন অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ ব্যাকরণ, যেমন বাংলাদেশে (পূর্বতন পূর্বপাকিস্থান) এবং পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত 'কলাপ', 'মুগ্ধবোধ', 'সারস্বত' প্রভৃতি ব্যাকরণ লোপ পেয়েছে বলা চলে ঠিক তেমনিভাবে বর্তমানে দেবনাগরী সংস্করণের সর্বভারতীয়তা স্বীকারের ফলে আঞ্চলিক পাঠসমূহ বিশেষ গুরুত্ব পায়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নির্বিচারে পরিত্যক্ত হয়, অথবা পাদটীকায় সসঙ্কোচ স্থান লাভ করে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বঙ্গীয় সংস্করণে দেবনাগরী সংস্করণের চাইতে বেশ কিছু সংলাপ প্রচলিত আছে। এই নাটকের ছাত্র-পাঠ্য অধিকাংশ গ্রন্থে তা মূলে গৃহীত হয়নি এবং সাধারণতঃ তা পাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্টও নেই। বঙ্গীয় সংস্করণের বিশেষ বিশেষ অংশের একটি দুটি শ্লোকের চাইতে তৃতীয় অঙ্কের এই অতিরিক্ত পাঠের পৃথক্ গুরুত্ব আছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গোপন মিলনের বিচিত্র অনুভূতির সার্থক অভিব্যক্তি এখানে লক্ষ্য করা যায়। ঘটমান বৃত্তান্তের সঙ্গে তা যথাযথ মিলে যায় ; শুধু মিলে যায় বললেও ঠিক বলা হয় না — এ যেন পরিপূরক মনে হয়।

মনীষী হরিনাথ দে রাজেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মার 'কালিদাস' গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক পিশেল প্রভৃতির সমর্থন উল্লেখ করে বঙ্গীয় সংস্করেণর যাথার্থ্যের উল্লেখ করেছেন। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর — এঁরা মূলে এই অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে (১৭৯১ খ্রীঃ) স্যার উইলিয়াম জোন্স 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র যে সংস্করণ প্রকাশ করেন তাতে বঙ্গীয় পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। এ. এল. শেজী সম্পাদিত গ্রন্থেও (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) বঙ্গীয় পাঠই গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সম্পাদিত গ্রন্থে (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত), কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন সম্পাদিত গ্রন্থেও (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) বঙ্গীয় সংস্করণই গৃহীত হয়েছে। সমসাময়িক কালে অটো বোথলিঙ্ক সম্পাদিত (১৮৪২ খ্রীঃ) আলোচ্য নাটকটি দেবনাগরী সংস্করণের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক না কেন, প্রথমাবস্থায় বঙ্গীয় সংস্করণেরই প্রাধান্য ছিল — একথা অনস্বীকার্য্য। পরবর্তীকালেও

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, মনীষী হরিনাথ দে, অধ্যাপক পিশেল, অধ্যাপক রাইডার, অধ্যাপক এস. কে. বেলভলকার ('ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ ইন অনার অফ চার্লস রকওয়েল ল্যানম্যান— হার্ভাড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ-ম্যাসাচ্যুসেটস, ১৯২০ ; 'এশিয়া মেজর' দ্বিতীয় খণ্ড ; — প্রভৃতিতে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ), ডঃ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল এবং অন্যান্য আরো অনেকে বঙ্গীয় সংস্করণের প্রামাণিকতা স্বীকার করেছেন। দেবনাগরী সংস্করণ বৃহত্তর বঙ্গীয় সংস্করণের সংক্ষিপ্ত রূপ — এরকম কথাও বলা হয়েছে।

'সাহিত্য-দর্পণ'-কার বিশ্বনাথ (চতুর্দশ শতক) বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় অঙ্কের অতিরিক্ত অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ["চারুণা স্ফুরিতেন" ইত্যাদি শ্লোক এবং "শকুন্তলা — অসন্তোসে উণ কিং করেদি? রাজা — ইদম্। (শকুন্তলা বক্ত্রং ঢৌকতে)" — ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। 'গণরত্নমহোদধি'-কার বর্ধমানও (দ্বাদশ শতক) এই অতিরিক্ত অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ("মণিবন্ধ-বিগলিতমিদং সংক্রান্তোশীরপরিমলং তস্যাঃ। হৃদয়স্য নিগড়মিব মে মৃণালবলয়ং স্থিতং পুরতঃ ॥" ২।৭০)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই অতিরিক্ত অংশ অর্বাচীন কিছু নয়।

সারদারঞ্জন রায় তাঁর সম্পাদিত এই নাটকে শ্লীলতা প্রভৃতির প্রশ্ন তুলে এই অংশের যৌক্তিকতা অস্বীকার করেছেন। তাছাড়া বঙ্গীয় সংস্করণের অতিরিক্ত পাঠে রাজার শকুন্তলার হাতে বলয় পরিয়ে দেবার ঘটনা আছে। তাহলে 'তস্যাঃ পুষ্পময়ী ...' ইত্যাদি শ্লোকে 'হস্তাদ্ ভ্রষ্টং বিসাভরণমিদং ...' ইত্যাদি অংশের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে কি করে ইত্যাদি প্রশ্নও তুলেছেন। 'তস্যাঃ পুষ্পময়ী ...' ইত্যাদি শ্লোক সকল সংস্করণেই থাকায় শ্লোকটি যে মূল রচনার অংশ তাতে সংশয় থাকে না বলেও তিনি বলেছেন। রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী বঙ্গীয় সংস্করণের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে গিয়ে বলেছেন — 'রূপান্তরগতাঃ শ্লোকা দূরং মূলানুহারিণঃ। অনির্গৃহ্যাস্তথাপ্যেতে হন্ত শ্যালীস্তনা ইব।' অলং ব্যাখানেন। বিধুভূষণ গোস্বামী বঙ্গীয় সংস্করণের এই অতিরিক্ত অংশের 'অলাভজনক দীর্ঘতা'র ('unprofitably prolonged') অভিযোগ এনেছেন। শকুন্তলার আচরণ প্রায় 'ছেনালি'তে ('flirt') পর্যবসিত হয় — একথাও তিনি বলেছেন। কালিদাস এত বড় ভুল ('mistake') করতে পারেন না — এইরকম দৃঢ় সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন।

সারদারঞ্জন রায়, বিধুভূষণ গোস্বামী প্রভৃতির অশ্লীলতা, রুচিহীনতা ইত্যাদির উত্তরে বলা চলে যে অশ্লীলতাদি দোষের আশঙ্কা করা চলে না। শকুন্তলাকে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা মনে হলেও তাতে তার চারিত্রিক মাধুর্য ব্যাহত হয় না। প্রথম অঙ্কের রাজা দুষ্যন্তকে ছল করে দেখার সময় 'দর্ভাঙ্কুরে' পা ক্ষত হওয়ার অভিনয়ে, তৃতীয় অঙ্কে রাজার কাছে সরাসরি 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' ঢঙের প্রেমপত্র পাঠানোর বর্ণনার পরে কন্দর্পবাণপীড়িতা নবযৌবনা শকুন্তলার 'নিষিদ্ধ ফল' আস্বাদের আকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনায় দূষণীয় কিছু নেই এবং কাব্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা গ্রহণীয় বলে মনে হয়। 'তস্যাঃ পুষ্পময়ী ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে অসঙ্গতির বিষয়ে সারদারঞ্জন রায় যা বলেছেন সেক্ষেত্রে বিতণ্ডা হিসাবে বলা চলে — এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বর্ণিত রাজা দুষ্যন্তের আঁকা চিত্রের বর্ণনায় যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় — সেক্ষেত্রেও তো তাহলে তা কালিদাসের রচনা নয় বলে সন্দেহ উঠতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন

কেউ তোলেননি। রাজা দুষ্যন্তের আঁকা একখানি (একাধিক নয়) চিত্রে শকুন্তলাকে 'মাথার খোপা খুলে যাওয়ায় হাত দুখানা যার শিথিল হয়ে আছে ... যাকে দেখতে পরিশ্রান্ত লাগছে' ইত্যাদি বলা হলেও পরে আবার সেই চিত্র সম্বন্ধেই 'ইনি ভ্রমরের ভয়ে লাল পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর আঙ্গুলে মুখ ঢেকে যেন খুব চকিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন' ইত্যাদি বলায় বিরোধ হচ্ছে। (দ্রঃ বর্তমান সম্পাদনার ৬.২৭ অংশ) ; তাছাড়া একখানা মৃণালবলয় আগে পরানো হয়েছে বলে ধরলে, কিংবা মৃণালবলয় পরানোর পরও একাধিকবার রাজার মুখচুম্বন প্রচেষ্টায় শকুন্তলার বাধাদান প্রভৃতির সময় তা আবার খুলে পড়ে যাওয়াটা অবাস্তব কিছু নয়। বিধুভূষণ গোস্বামীর 'অলাভজনকতা'র উত্তরে বলা যেতে পারে — ষষ্ঠ অঙ্কের চিত্রফলকের বৃত্তান্তেও নাটকীয় গতি সঞ্চারে খুব সহায়তা হয়েছে বলে মনে হয় না। শকুন্তলার আচরণে নিন্দার কিছু আছে বলে বর্তমান সম্পাদকের ধারণা নয়। বরং তা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং কাম্য ছিল। এই বর্ণনা কামশাস্ত্রের অনুসারী, নাট্যশাস্ত্র-বিরোধীও নয়। তাছাড়া শুধু শকুন্তলার চরিত্রের কথা চিন্তা করলেই হবে না — কন্দর্পবাণাহত কামী রাজা দুষ্যন্তের চরিত্র রূপায়ণেও এই অংশ সাহায্য করে বলে ধারণা। উত্তরপ্রদেশের ভীটায় প্রাপ্ত স্লেট পাথরের একটি ফলকে (আঃ খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতক) রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার পদসংবাহন করেছেন — এরকম একটা দৃশ্য আছে। কালিদাসের কাল একেবারে নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট না হওয়ায় ফলকটি এই নাটকেরই কোন' দৃশ্য কিনা তা নিশ্চয় করে বলা না গেলেও দৃশ্যটি দেবনাগরী সংস্করণের অতি সংক্ষিপ্ত নিভৃত মিলনের বর্ণনার চাইতে বঙ্গীয় সংস্করণের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গেই বেশী খাপ খায়।

বঙ্গীয় সংস্করণের এই অতিরিক্ত অংশ বাদ দেওয়ার পশ্চাতে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. এ. পাঠার্থীদের জন্য 'অভিজ্ঞান- শকুন্তল' নাটক পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করে। স্থির হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় (অর্থাৎ দেবনাগর) সংস্করণ গ্রহণ করা হবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর দায়িত্ব পড়ে গ্রন্থ সম্পাদনার। অবশেষে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই দেবনাগর সংস্করণের প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং বঙ্গীয় সংস্করণ অবহেলিত হতে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তৎকালে যে অসীম প্রভাব — তা সকলেরই জানা। ফলতঃ বঙ্গীয় সংস্করণের প্রতি উপেক্ষা ঘটেছে। কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে — বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত গ্রন্থের মলাটে ইংরেজীতে স্পষ্টভাবে বলা ছিল — 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য'। সুতরাং এই গ্রন্থ যে ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থ মাত্র, 'ক্রিটিকাল এডিশন' নয় — এতে সন্দেহ নেই। অশ্লীলতার ভয়ে, পড়ানোর অসুবিধার কথা ভেবে সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য গ্রন্থের অনুরূপ অবস্থা হয়েছে। উদাহরণ — 'চাণক্য-নীতি-শাস্ত্র'। বহু শ্লোক 'বালপাঠ্য' নয় বিবেচনায় বাদ দেওয়া হয়েছে, স্বাধীনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে, অন্য গ্রন্থের শ্লোক দিয়ে সংখ্যাপূরণ হয়েছে ইত্যাদি। বঙ্গীয় সংস্করণ সম্বন্ধেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

মঞ্চে প্রদর্শনের উপযোগী করার জন্য অনেক সময়ই মূল নাটকের সঙ্গে সংযোজন-বিয়োজন ঘটে থাকে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় অঙ্কের অতিরিক্ত অংশ তেমনি সংযোজন — এরকম কথা অনেকে বললেও তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। এটি

সাত অঙ্কের এক বিশাল নাটক। সংযোজনের অবকাশ এতে নেই। বিপরীতপক্ষে, সংক্ষেপ করার অবকাশই এতে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। কোন' কোন' পণ্ডিত একারণেই দেবনাগর সংস্করণ বঙ্গীয় সংস্করণের সংক্ষিপ্তরূপ — এরকম বলেছেন। এস. কে. বেলভলকার তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে 'রত্নাবলী' এবং 'প্রিয়দর্শিকা' নাটকের সঙ্গে এই নাটকের তুলনামূলক বিচার প্রভৃতির দ্বারা এবং আরো অনেক যুক্তির সাহায্যে বঙ্গীয় সংস্করণের শৃঙ্গারসময় বর্ণনার যৌক্তিকতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আরো একটা কথা — স্যার উইলিয়াম জোন্স এই নাটকের বঙ্গীয় সংস্করণ গ্রহণ করেও বলেছিলেন — নাটকের একটি বড় অংশকেই সংক্ষেপ করা চলে। সেই মন্তব্য কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের চাইতে অন্যান্য অঙ্ক (চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম) সম্বন্ধে বেশীভাবে প্রযোজ্য — তৃতীয় অঙ্ক সম্বন্ধে নয়।

যাই হোক এই অতিরিক্ত অংশের পরিচিতির জন্য জীবানন্দ-বিদ্যাসাগর সম্পাদিত বঙ্গীয় সংস্করণ থেকে তৃতীয় অঙ্কের অতিরিক্ত অংশ দেওয়া গেল। অনুবাদ বর্তমান সম্পাদকের।

বর্তমান সংস্করণের ৩.৮ এ 'অয়ং স তে .... ভবেত্ ॥ ' (পৃঃ ২১১) — এই অংশের পর —

অয়ং স, যস্মাৎ প্রণয়াবধীরণা-
মশঙ্কনীয়াং করভোরু! শঙ্কসে।
উপস্থিতস্ত্বাং প্রণয়োৎসুকো জনো
ন রত্নমন্বিষ্যতি, মৃগ্যতে হি তৎ ॥

[অয়ি করভোরু, তুমি যার কাছ থেকে তোমার প্রেমের অপমান আশঙ্কা করছ, এই সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তোমার কাছে উপস্থিত। যেহেতু রত্ন কাউকে অন্বেষণ করে না, কিন্তু লোকেই তাকে অন্বেষণ করে বেড়ায়]

'সন্দষ্টকুসুম .... অর্হন্তি ॥' (বর্তমান সং ৩.১২ , পৃঃ ২২০) : এরপর — শকুন্তলা — হিঅঅ! তধা উত্তম্মিঅ দাণীং ণ কিম্পি পড়িবজ্জসি?

[শকুন্তলা — হে হৃদয়, (তখন) ঐরকমভাবে উৎসুক হয়ে এখন কেন ইতিকর্তব্যতা স্থির করতে পারছো না?]

অনসূয়া — ইদো সিলাতলে .... বঅস্সো।' (বর্তমান সং ৩.১৩ পৃঃ ২২১)
রাজা — (উপবিশ্য) কচ্চিত্ সখীং বো নাতিবাধতে শরীরতাপঃ?

[রাজা — (উপবেশন করে) শরীরের কষ্ট তোমাদের সখীকে খুব বেশী পীড়া দিচ্ছে না তো?]

প্রিয়ংবদা — (সস্মিতম্) দাণীং লদ্ধোসধো উবসমং গমিস্সদি।

[প্রিয়ংবদা — (একটু হেসে) — এখন যখন ঔষধ পাওয়া গিয়েছে, তার উপশম (অবশ্যই) হবে।]

'উভে — নিব্বুদম্হ।' (বর্তমান সং ৩.১৪ , পৃঃ ২২৫) ; এরপর —

প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকম্) অণসূএ! পেক্খ পেক্খ মেহবাদাহদং বিঅ গিম্হে মোরীং ক্খণে ক্খণে পচ্চাঅদজীবিদং পিঅসহীং।

[প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকে) — (অনসূয়া, দেখ, দেখ, গ্রীষ্মক্লান্তা ময়ূরী যেমন বাদল বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হয়, তেমনি আমাদের (মদনার্ত্তা) প্রিয়সখী যেন (প্রিয়সমাগমে) প্রাণ ফিরে পেয়েছে।]

শকুন্তলা — হলা, মরিসাবেধ লোঅপালং, জং অম্হেহিং বিস্সদ্ধপলাবিণীহিং উবআরাদিক্কমেণ ভণিদং।

[শকুন্তলা — সখি! মহীপালের সম্মান অতিক্রম করে আমরা কত কী প্রলাপ বকেছি, সে জন্য ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।]

সখ্যৌ — [সস্মিতম্!] জেণ তং মন্তিদং সো জ্জেব মরিসাবেদু, অণ্ণস্স কো অচ্চও?

[সখীদ্বয় — (একটু হেসে) যে ঐরকম বলেছে, সেই-ই ক্ষমা চাক, অন্যের কী দায়?]

শকুন্তলা — অরিহদি ক্খু মহারাও ইমং বিসোঢুং, পরোক্খং বা ণ কিং কো মন্তেদি?

[শকুন্তলা — মহারাজ! আপনাকে লক্ষ্য করে যদি কিছু প্রলাপ বকে থাকি, তা ক্ষমা করবেন, অসাক্ষাতে কে কি না বলে।]

রাজা — [সস্মিতম্]

অপরাধমিমং ততঃ সহিষ্যে,
যদি রম্ভোরু! তবাঙ্গসঙ্গসৃষ্টে।
কুসুমাস্তরণে ক্লমাপহেঽত্র
স্বজনত্বাদনুমন্যসেঽবকাশম্ ॥

[রাজা — (একটু হেসে) রম্ভোরু, তোমার অঙ্গের স্পর্শে ধন্য, অতএব ক্লান্তিহর এই পুষ্পশয্যায়, তুমি স্বজন মনে করে যদি আমায় স্থান দাও, তাহলেই আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারি।]

প্রিয়ংবদা —[সোপহাসম্] ণং এত্তিকেণ উণ তুট্ঠো ভবিস্সদি?

[প্রিয়ংবদা — (উপহাস করে) এইটুকুতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন?]

শকুন্তলা — (সরোষমিব) বিরম বিরম দুব্বিণীদে! এদাবদবত্থং গদাএ মএ কীলসি?

[শকুন্তলা — (কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে) আঃ নির্দয়ে, থাম। আমার এই অবস্থাতেও তুমি রঙ্গ করছ?]

এরপর 'প্রিয়ংবদা (সদৃষ্টিক্ষেপম্) অণসূএ, জহ এসো ইদো ....' ইত্যাদি (৩.১৫) থেকে 'রাজা — উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং .... রঙ্গৈঃ ॥ (বলাদেনাং নিবর্ত্তয়তি)' — এ পর্যন্ত বর্তমান সংস্করণে আছে।

শকুন্তলা — মুঞ্চ মুঞ্চ মং, ণ ক্খু অত্তণো পহবামি, অথবা সহীমেত্তসরণা কিং দাণীং এত্থ করিস্সং?

[শকুন্তলা — আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আমি স্বাধীন নই। সখীমাত্রশরণ আমি এখানে এখন (একলা), কী করব?]

রাজা — ধিগ্ ব্রীড়িতোঽস্মি।

[রাজা — ছি ছি, তুমি আমাকে খুব লজ্জা দিলে।]

শকুন্তলা — ণ কৃখু অহং মহারাঅং ভণামি, দেব্বং উবালহামি।

[শকুন্তলা — আমি মহারাজকে বলছি না, দৈবকে তিরস্কার করছি।]

রাজা — অনুকূলকারি দৈবম্, কথমুপালভ্যতে?

[রাজা — দৈব তো হিতকারীই, তাকে কেন তিরস্কার করছ?]

শকুন্তলা — কধং দাণিং ণ উবালহিস্সং? জং মং অত্তণো অণীসং কদুঅ পরগুণেহিং লোহাবেদি।

[শকুন্তলা — কেন তাকে তিরস্কার করব না, সে আমাকে স্বাধীন করেনি, তবে কেন আমাকে সে পরের গুণে আকৃষ্ট করে?]

রাজা — (স্বগতম্)

অপ্যৌৎসুক্যে মহতি দয়িতপ্রার্থনাসু প্রতীপাঃ,
কাঙ্ক্ষন্ত্যোঽপি ব্যতিকরসুখং কাতরাঃ স্বাঙ্গদানে।
আবাধ্যন্তে ন খলু মদনেনৈব লব্ধান্তরত্বাত্
আবাধন্তে মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালাঃ কুমার্য্যঃ ॥

(শকুন্তলা গচ্ছত্যেব)

[রাজা — (স্বগত) প্রিয়মিলনের জন্য একান্ত কাতর এবং অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কুমারীরা (লজ্জাবশতঃ) দেহনিবেদনে অক্ষম হয়ে দয়িতের প্রার্থনাকে উপেক্ষা ক'রে, কেবলমাত্র নিজেরাই যে মদনকাতরা হয় তা নয়, অকারণে সুরত-সময় অতিক্রান্ত হতে দেওয়ায় স্বয়ং কামদেবকে পীড়িত করে।] (শকুন্তলা প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন)

রাজা — ন কথমাত্মনঃ প্রিয়ং করিষ্যে? (উপসৃত্য পটান্তমবলম্বতে)

[রাজা — আমি এখন আমার নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি না করি কেন?] (কাছে গিয়ে আঁচল ধরলেন)

শকুন্তলা — পৌরব! রক্‌খ রক্‌খ বিণঅং, ইদোতদো ইসিও সঞ্চরন্তি।

[শকুন্তলা — পৌরব! (দয়া করে) শিষ্টাচার রক্ষা করুন। ঋষিরা কাছাকাছিই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।]

এরপর, 'রাজা — ভীরু, অলং গুরুজনভয়েন। .... গান্ধর্বেণ .... পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ' পর্যন্ত বর্তমান সংস্করণে আছে। (৩.১৭ অংশ, পৃঃ ২৩১)

(দিশোঽবলোক্য।) কথং প্রকাশং নির্গতোঽস্মি! (শকুন্তলাং হিত্বা পুনস্তৈরেব পদৈর্নিবর্ততে।)

[(চারিদিক দেখে) কিন্তু আমি কিভাবে বাইরে যাব?] (শকুন্তলার আঁচল ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা গিয়ে, আবার সেই পথেই ফিরে এলেন।)

শকুন্তলা — (পদান্তরে প্রতিনিবৃত্য সাঙ্গভঙ্গম্।) পোরব! অনিচ্ছাপুরও বি সম্ভাসণমেত্তপরিচিদো অঅং জণো ণ বিসুমরিদব্বো।

[শকুন্তলা — (কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে এসে অঙ্গভঙ্গী সহকারে) পৌরব! ইচ্ছাপূরণ না হওয়ায় সম্ভাষণমাত্র পরিচিত এই ব্যক্তিকে বিস্মৃত হবেন না যেন।]

রাজা — সুন্দরি ! —

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তি হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিবাবসানে চ্ছায়েব পুরো মূলং বনস্পতেঃ ॥

[রাজা — সুন্দরি, তুমি দূরে গেলেও, আমার হৃদয় জুড়েই রইবে। দেখ'না সূর্য্যাস্তের সময়েও তরুর ছায়া তরুর মূলকে ছেড়ে যায় না।]

শকুন্তলা — [স্তোকমন্তরং গত্বা আত্মগতম্।] হদ্দী হদ্দী, ইমং সুণিঅ ণ মে চলণা পুরোমুহা পসরন্তি। ভোদু, ইমেহিং পজ্জন্তকুরুবএহিং ওবারিদসরীরা ভবিঅ পেক্‌খিস্সং দাব সে ভাবাণুবন্ধং। (তথা কৃত্বা স্থিতা)

[শকুন্তলা — (খানিকটা গিয়ে, মনে মনে) হায়! এ কথা শুনে আমার পা যে আর চলে না। যা হ'ক, এই পার্শ্ববর্তী কুরুবকের আড়ালে থেকে দেখি, আমার প্রতি এঁর অনুরাগ কী রকম।] (সেইভাবে দাঁড়ালেন)

রাজা — কথমেবং প্রিয়ে! অনুরাগৈকরসং মামুৎসৃজ্য নিরপেক্ষৈব গতাঽসি? —

অনির্দয়োপভোগস্য রূপস্য মৃদুনঃ কথম্।
কঠিনং খলু তে চেতঃ শিরীষস্যেব বন্ধনম্ ॥

[রাজা — প্রিয়ে, তোমার প্রতি একান্ত অনুরাগী এই আমাকে অবহেলা করে চলে যেতে পারলে! — কোমল শিরীষফুলের বৃন্ত যেমন কঠিন, তেমনই পেলবাঙ্গী তোমার মন বস্তুতঃই পাষাণ!]

শকুন্তলা — এদং সুণিঅ ণ মে অত্থি বিহবো গচ্ছিদুং।

[শকুন্তলা — একথা শুনে আমার যাওয়ার ক্ষমতাই চলে গেল।]

রাজা — সম্প্রতি প্রিয়াশূন্যে কিমস্মিন্ লতামণ্ডপে করোমি। [অগ্রতোঽবলোক্য] হন্ত! ব্যাহতং মে গমনম্।

মণিবন্ধাদ্‌গলিতমিদং সংক্রান্তোশীরপরিমলং তস্যাঃ।
হৃদয়স্য নিগড়মিব মে মৃণালবলয়ং স্থিতং পুরতঃ ॥ (সবহুমানমাদত্তে)

[রাজা — এখন আর এই প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থেকেই বা কী করব? (সামনের দিকে তাকিয়ে) হায়, আবারও আমি যেতে পারছি না।]

সামনে পড়ে থাকা, প্রিয়ার মণিবন্ধ থেকে স্খলিত, উশীরবাসিত এই মৃণালবলয় আমার হৃদয়কে আবার নিগড় হয়ে বেঁধে ফেলল। (অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তা তুলে নিলেন)

শকুন্তলা — (হস্তং বিলোক্য) অম্মো! দোব্বল্লসিঢিলদাএ পরিব্ভট্ঠং এদং মিণালবলঅং ণ মএ পরিণাদং!

[শকুন্তলা — (হাতের দিকে তাকিয়ে) তাইতো, রোগা হয়ে গিয়েছি বলে মৃণাল বালাগাছটা কখন হাত থেকে খুলে পড়েছে, তা জানতেও পারি নি।]

রাজা — (মৃণালবলয়মুরসি নিক্ষিপ্য।) অহো স্পর্শঃ!

অনেন লীলাভরণেন তে প্রিয়ে!
বিহায় কান্তং ভুজমত্র তিষ্ঠতা।
জনঃ সমাশ্বাসিত এষ দুঃখভাক্
অচেতনেনাপি সতা, ন তু ত্বয়া ॥

[রাজা — (মৃণালবলয় বুকে রেখে) আহা! কী সুখস্পর্শ! প্রিয়ে, তোমার মৃণালবাহুর আশ্রয়হারা, তোমার এই লীলাভরণ অচেতন হয়েও আমার মত দুঃখীজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, যা তুমি (সচেতন হয়েও) করছ না।]

শকুন্তলা — অদো বরং ণ সমত্থিহ্মি বিলম্বিদুং, ভোদু এদেণ জ্জেব অবদেসেণ অত্তাণং দংসইস্সং। (ইতি উপসর্পতি)

[শকুন্তলা — এরপর আর দেরী করতে পারি নে; কিন্তু কি বলেই বা যাই? বালা নিতে এসেছি বলে দেখা দিই গে।] (কাছে গেলেন)

রাজা — (দৃষ্ট্বা সহর্ষম্।) অয়ে! জীবিতেশ্বরী মে প্রাপ্তা। পরিদেবনানন্তরং প্রসাদেন উপকর্ত্তব্যোঽস্মি খলু দৈবস্য।

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে ॥

[রাজা — (দেখে সানন্দে) এই তো আমার প্রাণেশ্বরীকে পেয়েছি। আমার পরিতাপ শুনে দেবতারা বুঝি আমার প্রতি দয়া করেছেন।

পিপাসায় ক্ষীণকণ্ঠ চাতক জল চেয়েছিল। (দয়াশীল) নব জলধর তার মুখে জলের ধারা ঢেলে দিল।]

শকুন্তলা — (রাজ্ঞঃ সম্মুখে স্থিত্বা।) অজ্জ! অদ্ধপধে সুমরিঅ এদস্স হত্থব্ভংসিণো মিণালবলঅস্স কিদে পডিণিবুত্তহ্মি, কধিদং মে হিঅএণ তুএ গহীদং ত্তি, তা ণিক্খিব এদং মা মং অত্তাণঞ্চ মুণিঅণেসুং পআসইস্সসি।

[শকুন্তলা — আর্য্য! অর্দ্ধেক পথে গিয়ে মনে পড়ল, মৃণাল বালাগাছটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছে। সেইজন্যই ফিরে এসেছি। আমার মন বলছে ওটা আপনিই নিয়েছেন।

তা যদি হয়, আমাকে ওটা ফিরিয়ে দিন, আমাকে এবং আপনার নিজেকেও মুনিদের কছে লজ্জায় ফেলবেন না।]

রাজা — একেনাভিসন্ধিনা প্রত্যর্পয়ামি।

[রাজা — আমার একটা কথা রাখলে ফিরিয়ে দিতে পারি]

শকুন্তলা — কেন উণ?

[শকুন্তলা — কী কথা?]

রাজা — যদি ইদমহমেব যথাস্থানং নিবেশয়ামি।

[রাজা — যদি আমাকে ওটা যথাস্থানে পরিয়ে দিতে দাও।]

শকুন্তলা — আ! কা গদী, ভোদু এবং দাব। (ইতি উপসর্পতি)

[শকুন্তলা — ওঃ কি যে করি, আচ্ছা, তাই-ই হোক্।] (কাছে গেলেন)

রাজা — ইতঃ শিলাপট্টৈকদেশং সংশ্রয়াবঃ। (ইতি উভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ।)

[রাজা — তাহলে এসো, এই শিলাতলের এক পাশে বসি।] (এই বলে দুজনে ঘুরে বসলেন।)

রাজা — (শকুন্তলায়াঃ হস্তমাদায়।) অহো স্পর্শঃ। —

> হরকোপাগ্নিদগ্ধস্য দৈবেনামৃতবর্ষিণা।
> প্ররোহঃ সম্ভৃতো ভূয়ঃ কিং স্বিৎ কামতরোরয়ম্?

[রাজা — (শকুন্তলার হাত নিয়ে।) আহা, কী সুখস্পর্শ! দেবতারা কী অমৃতবারি বর্ষণ করে হরক্রোধানলে দগ্ধ কামতরুর এই নতুন অঙ্কুরটিকে আবার জীইয়ে তুললেন?]

শকুন্তলা — (স্পর্শং রূপয়িত্বা) তুবরদু তুবরদু অজ্জউত্তো।

[শকুন্তলা — (স্পর্শসুখ অভিনয় করে) আর্য্যপুত্র, তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি।]

রাজা — (সহর্ষমাত্মগতম্।) ইদানীমস্মি বিশ্বসিতঃ, ভর্তুঃ আভাষণপদমেতত্। (প্রকাশম্) সুন্দরি! নাতিশ্লিষ্টঃ সন্ধিঃ অস্য মৃণালবলয়স্য, যদি তেঽভিমতং, তদন্যথা ঘটয়িষ্যামি।

[রাজা — (সানন্দে, মনে মনে।) এতক্ষণে আমি বিশ্বসনীয় হলাম, কেননা স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই 'আর্য্যপুত্র' বলে সম্বোধন করে থাকে। (প্রকাশ্যে) সুন্দরী, এই মৃণাল বলয়ের সন্ধিস্থল ভাল করে জোড়ে নি, তোমার যদি অনুমতি হয়, তাহলে ভাল করে জুড়ে দিই।]

শকুন্তলা — (স্মিতং কৃত্বা) জধো দে রোঅদি।

[শকুন্তলা — (একটু হেসে) আপনার যেমন ইচ্ছে।]

রাজা — (সব্যাজং বিলম্ব্য প্রতিমোচ্য।) সুন্দরি! দৃশ্যতাম্ —

> অয়ং স তে শ্যামলতামনোহরং
> বিশেষশোভার্থমিবোজ্ঝিতাম্বরঃ।

মৃণালরূপেণ নবো নিশাকরঃ
করং সমেত্যোভয়কোটিমাশ্রিতঃ ॥

[রাজা — (ছল করে দেরী করে পরাতে লাগলেন।) সুন্দরী, দেখ, নবোদিত চাঁদ যেন আজ আকাশ ছেড়ে এসে, মৃণাল বলয়রূপে কুণ্ডলীকৃত হয়ে যৌবনের শ্যামলিমামাখা তোমার হাতটিকে বেড়িয়ে ধরেছে।]

শকুন্তলা — ণ দাব ণং পেক্খামি, পবণকম্পিদকণ্ণুপ্পলরেণুণা কলুসীকিদা মে দিট্টী।

[শকুন্তলা — দেখ্‌ব কি , বাতাসে, কানেপরা পদ্মফুলের রেণু চোখে পড়ে, চোখ চাইতে পারছি নে।]

রাজা — (সস্মিতম্।) যদ্যনুমন্যসে তদহমেনাং বদনমারুতেন বিশদাং করবাণি।

[রাজা — (একটু হেসে) যদি অনুমতি দাও, তাহলে ফুঁ দিয়ে তোমার চোখ পরিষ্কার করে দিই।]

শকুন্তলা — তদো অণুকম্পিদাভবেঅং, কিন্তু উণ অহং ণ দে বীসসেমি।

[শকুন্তলা — তাহলে তো আমার উপকারই হয়। কিন্তু আপনাকে আমার অতটা বিশ্বাস হয় না।]

রাজা — মা মৈবং, নবো হি পরিজনঃ সেব্যানাম্ আদেশাৎ পরং ন বর্ত্ততে।

[রাজা — এরকম ভেবো না, নতুন ভৃত্য কী প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত কিছু করতে পারে?]

শকুন্তলা — অঅং জ্জেব অচ্চাআরো অবিস্সাসজনও।

[শকুন্তলা — এই অতি ভক্তিই চোরের লক্ষণ।]

রাজা — (স্বগতম্।) ন অহমেবং রমণীয়ামাত্মনঃ সেবাঽবসরং শিথিলয়িষ্যে। (মুখমুন্নময়িতুং প্রবৃত্তঃ।) (শকুন্তলা প্রতিষেধং রূপয়ন্তী বিরমতি।)

[রাজা — (মনে মনে) এই পরমলগন নিরর্থক যেতে দেব না। (শকুন্তলার মুখ তুলে ধরার চেষ্টা করলেন।) (শকুন্তলা বাধা দেওয়ার অভিনয় করলে থেমে গেলেন)]

রাজা — অয়ি মদিরেক্ষণে! অলমস্মদবিনয়াশঙ্কয়া। (শকুন্তলা কিঞ্চিৎ দৃষ্ট্বা ব্রীড়াঽবনতমুখী তিষ্ঠতি।)

[রাজা — মদিরেক্ষণে! তুমি আমার কাছ থেকে অবিনয় আশঙ্কা কোরো না।] (শকুন্তলা একটু তাকিয়েই লজ্জায় আনতাননা হলেন।)

রাজা — (অঙ্গুলিভ্যাং মুখমুন্নময্য, আত্মগতম্।)

চারুণা স্ফুরিতেনায়মপরিক্ষতকোমলঃ।
পিপাসতো মমানুজ্ঞাং দদাতীব প্রিয়াঽধরঃ ॥

[রাজা — (দুই আঙুলে শকুন্তলার মুখ তুলে ধরে, মনে মনে) প্রিয়ার এই কুমারী অধর

যেন অল্প অল্প কেঁপে উঠে, তৃষ্ণার্ত আমাকে তা পান করতে অনুমতি দিচ্ছে।]

শকুন্তলা — পরিণ্ণাণমন্থরো বিঅ অজ্জউত্তো।

[শকুন্তলা — আর্যপুত্র, আপনি যেন কর্ত্তব্যবিষয়ে খানিকটা জ্ঞানশূন্য!]

রাজা — কর্ণোৎপলসন্নিকর্ষাদীক্ষণমূঢ়োঽস্মি। (মুখমারুতেন চক্ষুঃ সেবতে।)

[রাজা — কানে-পরা পদ্মফুলের ছায়ায় আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।] (শকুন্তলার চোখে ফুঁ দিতে লাগলেন)

শকুন্তলা — ভোদু পইদিত্থদংসণক্ষি সংবুত্তা। লজ্জেমি উণ অণুবআরিণী পিঅআরিণো অজ্জউত্তস্স।

[শকুন্তলা — এখন আমার চোখের শান্তি হল, আমি চেয়ে দেখতে পারছি, কিন্তু আর্য্যপুত্রের কোন প্রত্যুপকার করতে পারলাম না, সেজন্য লজ্জিত হচ্ছি।]

রাজা — সুন্দরি! অন্যৎ? —

ইদমপ্যুপকৃতিপক্ষে সুরভি মুখং তে যদাঘ্রাতম্।
ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ ॥

[রাজা — সুন্দরি, আমার আর কী প্রত্যুপকার করবে?

আমাকে যে তোমার বদনকমলের আঘ্রাণ পেতে দিয়েছ — এই-ই তো যথেষ্ট। দেখনা, (মধুপান করতে না পারলেও) ভ্রমর কী কেবল পদ্মের আঘ্রাণেই সন্তুষ্ট থাকে না?]

শকুন্তলা — (সস্মিতম্) অসন্তোসে উণ কিং করেদি?

[শকুন্তলা — (একটু হেসে) আর সন্তুষ্ট না হলেই বা কী করে?]

রাজা — ইদম্। (ইতি ব্যবসিতঃ) (শকুন্তলা বক্তুং ঢৌকতে)

[রাজা — এই করে।] (শকুন্তলার মুখচুম্বনে উদ্যত হলেন) (শকুন্তলা মুখ ঢাকলেন)

এরপর [নেপথ্যে] "চক্কবাঅবহু! আমন্তেহি সহঅরং ..." ইত্যাদি অংশ থেকে "তস্যাঃ পুষ্পময়ী... শূন্যাদপি" ইত্যাদি অংশ সম্পাদককৃত বর্তমান সংস্করণে আছে।

(বিচিন্ত্য) অহো! ধিক্ অসম্যক্ চেষ্টিতং প্রিয়াং সমাসাদ্য কালহরণং কুর্বতা ময়া। তদিদানীম্ ; —

রহঃ প্রত্যাসত্তিং যদি সুবদনা যাস্যতি পুনঃ
ন কালং হাস্যামি, প্রকৃতিদুরবাপা হি বিষয়াঃ
ইতি ক্লিষ্টং বিঘ্নৈর্গণয়তি চ মে মূঢ়হৃদয়ং
প্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষং কিমপি ন তথা কাতুরমিব ॥

[(চিন্তা করে) হায়। প্রিয়াকে কাছে পেয়েও অকারণে কালহরণহারী আমাকে ধিক্। সুতরাং এখন প্রতিজ্ঞা করছি যে —

সেই সুমুখীকে আবার যদি গোপনে পাই, তাহলে আমি আর কালহরণ করব না। কেননা, কামনার বিষয় প্রায়শঃই দুর্লভ হয়। সেইসব (গৌতমীর আগমন ইত্যাদি) বিঘ্নের কথা চিন্তা করে আমার এই দীন হৃদয় প্রিয়ার সেই সাক্ষাৎকারের কথা চিন্তা করে আরও বেশী কাতর হচ্ছে।]

অতঃপর '(নেপথ্যে) রাজন্, সায়ন্তনে ...' ইত্যাদি থেকে তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি পর্যন্ত বর্তমান গ্রন্থে আছে।

সন্ধি-বিশ্লেষণ

নাটক দৃশ্যকাব্য। অভিনেতারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (action) মাধ্যমে নাটককে জীবন্ত করে তোলেন। নাটকীয় কাহিনী এবং নাটকীয় ক্রিয়া দু'য়ের সমন্বয়েই নাটক 'নাটক' হয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে কাহিনীর পাঁচটি উপাদান এবং ক্রিয়ার পাঁচটি স্তর স্বীকৃত হয়েছে। কাহিনীর উপাদান বীজ ('অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি। ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে —' সা. দ.), বিন্দু ('অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।' — সা. দ.), পতাকা ('ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে' — সা. দ.) প্রকরী ('প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা' — সা. দ.) এবং কার্য্য ('অপেক্ষিততত্ত যৎসাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ। সমাপনন্তু যৎসিদ্ধ্যৈ তৎ কার্য্যমিতি সম্মতম্' — সা. দ.)। এই পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি বলে।

নাটকীয় ক্রিয়ারও পাঁচটি অবস্থা। আরম্ভ ('ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে।'— সা.দ.), যত্ন ('প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ।'— সা. দ.), প্রাপ্ত্যাশা ('উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ।' — সা. দ.), নিয়তাপ্তি ('অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা।' — সা. দ.), এবং ফলাগম ('সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ।' — সা. দ.)।

নাটকীয় ঘটনা এবং ক্রিয়ার এই পাঁচ অর্থপ্রকৃতি এবং পাঁচ অবস্থার সঙ্গেই যথাক্রমে যুক্ত থাকে পাঁচ সন্ধি। অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চাবস্থাসমন্বিতাঃ। যথাসংখ্যেন জায়ন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ সন্ধয়ঃ ॥' (দশ-রূপক)।

নাটকের মুখ্যফলের যে ক্রিয়া তারই এক একটি ভাগকে সন্ধি বলে। সন্ধি কথার অর্থ সংযোগ। নাটকের কাহিনীর সূত্র যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তার জন্যই সন্ধির প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে নাটকীয় ঘটনার ক্রমবিকাশের এক একটি ধাপ বা স্তরই নাটকের সন্ধি। 'সাহিত্য-দর্পণে' পাঁচ প্রকারের সন্ধির লক্ষণ এভাবে দেওয়া হয়েছে —

'যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্ ॥
ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্‌ভেদো যত্র প্রতিমুখঞ্চ তৎ ॥
ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্‌ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্‌ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ ॥
যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥
বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ ॥'

যে অংশে নাটকের বীজ উপ্ত এবং নাটকীয় রস বা ঘটনাপরম্পরার উৎপত্তি, তাই মুখসন্ধি। নাটকীয় ফলের প্রধান উপায়স্বরূপ বীজ যে অংশে ঈষৎ অঙ্কুরিত অথবা বিষয়ান্তরসূচনায় বিনষ্টপ্রায় হয় — তা প্রতিমুখসন্ধি। গর্ভসন্ধিতে প্রতিমুখসন্ধির প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করার প্রচেষ্টা থাকে। শাপ প্রভৃতি অন্তরায় সত্ত্বেও অঙ্কুরিত বীজ যে অংশে অধিকতর বিকশিত হয় — তা বিমর্ষ সন্ধি আর যে অংশ এভাবে ক্রমবিকশিত বীজ শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হ'য়ে পরিণামফল প্রসব করে তা উপসংহৃতি বা নির্বহণ সন্ধি।

এই নাটকের কার্য বা ফল হ'ল দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার স্থায়ী দাম্পত্যমিলন। প্রণয় এবং পরিণয় এই নাটকের বিষয়। প্রণয়ের প্রাক্‌শর্ত অনুরাগ। অনুরাগের সম্ভাবনার প্রথম সূচনা 'শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য' (১.১৪) — এই অংশে। দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনে দিব্যাঙ্গনালাভ সূচিত হয়। স্ত্রীরত্নলাভের আশা নিয়ে রাজার তপোবনে প্রবেশ, নাটকের রস যে শৃঙ্গার হবে তার সূচনা প্রভৃতির ইঙ্গিত থাকায় এখানে বীজ। এর পর থেকে প্রথমাঙ্কের হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগের ঔৎসুক্যে 'আরম্ভ' নামক নাটকীয় ক্রিয়ার অবস্থা। সুতরাং প্রথমাঙ্কের হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত যে অংশ তাই মুখসন্ধি।

রাঘবভট্ট 'পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি' (১.১১) এই পুত্রলাভের আশীর্বাদে এবং 'ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ' (১.১৩)। এই অংশে নাটকের বীজ স্বীকার করেছেন। মুখসন্ধির বিস্তার সম্বন্ধে রাঘবভট্টের মত — প্রথমাঙ্কের প্রারম্ভ থেকে দ্বিতীয়াঙ্কের 'উভৌ পরিক্রম্যোপরিষ্টৌ' (২.৯) মুখসন্ধি। শাস্ত্রী-দ্বিবেদী সংস্করণে কোন' কোন' সমালোচক 'এষ চাস্মদ্ গুরোঃ কণ্বস্য' (এই সংস্করণে — 'এষ খলু কণ্বস্য কুলপতেঃ') থেকে 'সা খলু বিদিতভক্তির্মাং নিবেদয়িষ্যতি' (এই সংস্করণে — সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি') (১.১৩) — এই অংশে বীজ স্বীকার করেছেন বলে বলা হয়েছে। (দ্রঃ পৃ. ৩১)

আশ্রমে রথ-দর্শনে ভীত হস্তীর প্রবেশে বিষয়ান্তরের সূচনা হয়েছে। অনুরাগের বীজ আপাততঃ উপেক্ষিত থাকল। এরপর দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের সঙ্গে কথোপকথনে রাজার শকুন্তলার প্রতি প্রণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে দেখি। তাতে বীজ কিছুটা প্রকাশিত হলেও রাক্ষসবৃত্তান্তে তাতে আবার বাধা। তদুপরি রাজমাতার আহ্বানে পুত্রকর্তব্যের তাগিদে প্রণয়ে বাধা। বিদূষককে পুত্রের প্রতিকল্পরূপে পাঠিয়ে তার সমাধান হয়। এই পর্যন্ত যে ঘটনা তা প্রতিমুখসন্ধি। দুষ্যন্তের বিদূষককে বলা — 'মাধব্য, অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি' (২.৯) — এই উক্তিতে মৃগয়াবৃত্তান্তকে চাপা দিয়ে প্রণয়ের প্রসঙ্গের পুনরবতারণায় বিন্দু এবং নায়িকাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায় প্রযত্ন নামক অবস্থা। রাঘবভট্ট দ্বিতীয় অঙ্কের 'মাধব্য, অনবাপ্ত-চক্ষুঃফলোঽসি' এই অংশ থেকে তৃতীয়াঙ্কের শেষ পর্যন্ত প্রতিমুখসন্ধি বলেছেন।

অতঃপর গর্ভসন্ধি। তৃতীয় অঙ্কের (রাঘবভট্টের মতে চতুর্থ অঙ্কের) শুরু থেকে পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রমাণ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা পর্যন্ত এর বিস্তার। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রণয়পর্বে বাধা উপস্থিত হওয়ার পর তৃতীয় অঙ্কের শুরুতেই আমরা জানছি যে রাক্ষস বিতাড়নের পর আশ্রমে কিছুদিন বিশ্রামের জন্য ঋষিরা রাজাকে অনুরোধ করেছেন। শকুন্তলার সঙ্গে মিলনের পথ

উন্মুক্ত হল। শকুন্তলা অসুস্থ জেনে রাজার নিরাশা — কিন্তু সে অসুস্থতা রাজারই বিরহে — তা জেনে আবার আশা। অবশেষে মিলন। গৌতমীর উপস্থিতিতে অতৃপ্ত-আশা রাজার প্রস্থান। চতুর্থ অঙ্কে জানলাম শকুন্তলা গান্ধর্ববিধানে পরিণীতা। দুর্বাসার অভিশাপে সমস্ত আশা যখন নষ্টপ্রায়, তখন সখীদের অনুরোধে অভিশাপ-প্রতিষেধের ব্যবস্থা হল। পঞ্চম অঙ্কে অভিশাপের প্রভাব পরিস্ফুট হতে দেখা গেল। ঋষিদের কথায় রাজার বিশ্বাস হল না। শকুন্তলা অঙ্গুরীয়ক দেখিয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ এবং বিশেষ নাট্যসংকটে ভরা এই অংশ। পতাকা নামক অর্থপ্রকৃতি এই সন্ধিতে থাকা আবশ্যিক নয়। বারংবার বীজের নষ্টপ্রায় অবস্থা এবং অবশেষে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাময় প্রাপ্ত্যাশা এই সন্ধির অন্তর্গত। তৃতীয়াঙ্কের শুরু থেকে চতুর্থাঙ্কে দুর্বাসার শাপের ঘটনা পর্যন্ত গর্ভসন্ধি — অনেকে এরকম বলেছেন।

অঙ্গুরীয়ক অন্তর্ধানের সংবাদ থেকে ষষ্ঠ অঙ্কের সমাপ্তি পর্যন্ত বিমর্ষ সন্ধি। এই সন্ধিতে ফলপ্রাপ্তির প্রতি শেষ বাধা অতিক্রম করে ফললাভ সুনিশ্চিত হয়। ষষ্ঠ অঙ্কে অঙ্গুরীয়কের ফেরত পাওয়া, শকুন্তলা পুত্রের সঙ্গে মারীচের আশ্রমে আছেন এবং দেবতারাও দুষ্যন্তের সঙ্গে তাঁর মিলনের জন্য সচেষ্ট — সানুমতীর কাছে এসব জানা এবং দুষ্যন্তের স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তুতির মধ্যে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের ধারণা নিশ্চিত হয়। সুতরাং নিয়তাপ্তি নামক অবস্থা এই সন্ধিতে আছে। মাতলির চরিত্রকে অনেকে প্রকরী বলে নির্দেশ করেছেন। পরভৃতিকা এবং মধুকরিকা নামে দুই চেটীর বৃত্তান্তকেও প্রকরী বলে কেউ কেউ নির্দেশ করেছেন। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ চতুর্থাঙ্কে অনসূয়ার 'পিঅংবদে, জই বি গান্ধব্বেণ ......' এই অংশ থেকে সপ্তমাঙ্কের শকুন্তলাপ্রত্যভিজ্ঞান অবধি বিমর্ষ সন্ধি স্বীকার করেছেন। 'শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ' — লক্ষণে এরকম থাকলেও সকল নাটকেই অভিশাপ আবশ্যিক বিবেচিত হতে পারেনা।

অন্তিম সন্ধি উপসংহৃতি। বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে এখানে নির্বিঘ্ন ফললাভ। সপ্তমাঙ্কে দুষ্যন্তের শকুন্তলার সঙ্গে স্থায়ী মিলন, পুত্রপ্রাপ্তি প্রভৃতি সকল প্রকার মঙ্গলে নাটকীয় কার্য্যের চরিতার্থতা।

নাটকের স্থান-কাল বিবেচনা

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দীর্ঘ-সাত বৎসরের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হয়েছে। নাটকের প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্কের স্থান মহর্ষি কণ্বের মালিনীনদীতীরস্থ আশ্রম ; পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অঙ্কের স্থান রাজা দুষ্যন্তের রাজধানী হস্তিনাপুর এবং সপ্তম অঙ্কের স্থান স্বর্গীয় হেমকূট পর্বতে ভগবান মারীচের আশ্রম। প্রথম থেকে তৃতীয় অঙ্কে সংঘটিত বৃত্তান্তের সময় গ্রীষ্মকাল, চতুর্থ ও পঞ্চমের শরৎকাল এবং ষষ্ঠ ও সপ্তমের বসন্তকাল। এখন বিস্তৃতভাবে অঙ্কানুসারে স্থান-কাল বিশ্লেষণ করে দেখানো হচ্ছে।

প্রথম অঙ্ক ঃ প্রস্তাবনার পরেই আমরা দেখছি মৃগয়ায় বহির্গত রাজা দুষ্যন্ত হরিণ শাবককে অনুসরণ করতে করতে আশ্রম প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। বৈখানসের উপস্থিতি, তাঁর 'আশ্রমমৃগ' বধ না করার অনুরোধ, প্রভৃতি থেকে তাঁর আশ্রমের অনতিদূরে অবস্থিতি সহজেই অনুমান করা যায়। পরে রাজার মুখে 'অয়মাভোগস্তপোবনস্য' (১.১৩) 'ইদমাশ্রমদ্বারম্' (১.১৪) ইত্যাদি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই আশ্রমদ্বারের দক্ষিণ দিকেই ('দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাম্' — ১.১৫) তিনি জলসেচনরতা সসখী শকুন্তলাকে আবিষ্কার করেন। আশ্রমের কুটীর থেকে এই জায়গা কিছুটা দূরে মনে হয়। কেননা, তা না হলে রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে তিন সখীর সুদীর্ঘ আলাপের মধ্যে অনান্য মুনি-ঋষি, অন্ততঃপক্ষে, ঋষি বালক-বালিকাকে দেখা যেত। তাছাড়া অনসূয়ার শকুন্তলাকে 'ঘর থেকে অর্ঘ এনে দাও' (১.২২) কিংবা আশ্রমে হাতীর উপদ্রবের কথা শুনে সখীদের রাজার কাছে 'কুটীরে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা' (১.৩১) প্রভৃতি থেকে এই অনুমান হয়।

দুষ্যন্তের আশ্রম-প্রবেশের আগেই বৈখানসেরা সমিৎ আহরণে বেরিয়েছেন ; তুঃ 'সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্' (১.১২) ; শকুন্তলা এবং সখীরা সকালের প্রসাধন সেরে (তুঃ শকুন্তলার 'প্রিয়ংবদার দ্বারা অতিপিনদ্ধ বল্কলে'র কথা), গাছে জলসেচন করছেন ; ঋষিদের স্নান সমাধা হয়েছে (তুঃ ঋষিদের পরিধেয় বল্কল থেকে চুঁইয়ে পড়া জলে সরোবরের পথ চিহ্নিত হয়ে আছে — ১.১৩), — এসব থেকে বোঝা যায় যে এই সমস্ত ঘটনা সকালের দিকের। তবে খুব সকাল নয়। কেননা, রাজা দুষ্যন্ত সকালে ঘুম থেকে উঠে শিকারে বেরিয়েছেন — বেশ কিছু পথ অতিক্রম করেছেন (তুঃ দুষ্যন্তের পরিশ্রান্ত ঘোড়ার পিঠে জল-দেওয়ার জন্য সারথিকে নির্দেশ — ১.১৪ ; তিনি নিজেও পরিশ্রান্ত) ; প্রিয়ংবদা রাজাকে প্রচ্ছায়শীতল সপ্তপর্ণ (ছাতিম) গাছের তলায় বেদিতে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেছেন ; (১.২২) ; সুতরাং সূর্যের তাপে তখন কষ্ট হচ্ছে ধরতে হবে ; আবার 'বিটপ - বিষক্ত - জলার্দ্র-বল্কলেষু' (১.৩০) থেকে বোঝা যাচ্ছে রাজার যাবার সময়ও মধ্যাহ্ন হয়নি।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ স্থান — আশ্রমের অনতিদূরে রাজার শিবির। তুঃ 'রাজা — আশ্রম-সন্নিকৃষ্টে স্থিতাঃ স্মঃ' (২.৭) ; 'যাবদনুযাত্রিকান্ সমেত্য নাতিদূরে তপোবনস্য নিবেশয়েয়ম্'

(১.৩১) ইত্যাদি। শকুন্তলার সঙ্গে দর্শনের পরের দিনের ঘটনা এটা। তুঃ 'হিও কিল...... তাবসকগ্গআ সউন্দলা মম অধন্নদাএ দংসিদা (২.১)। সময় সকালের দিকে। কেননা 'বনগ্রহণ' হলেও ('গৃহীতশ্বাপদমরণ্যম্') রাজা তখন' শিকারে নির্গত হননি। আবার বিদূষকের 'পাদপচ্ছায়ায়' রাজাকে বসার অনুরোধ (২.৯) থেকে বুঝতে পারি যে সকাল হলেও বেলা গড়িয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক ঃ বিষ্কম্ভকে বর্ণিত দৃশ্যের স্থান আশ্রমের প্রান্তদেশ। শিষ্যরা কুশ তোলার জন্য সেখানে গেছেন। শকুন্তলার তাপশান্তির জন্য সখীরা বেনামূল, পদ্মপাতা, মৃণাল নিয়ে চলেছে। রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গোপন মিলনের কুঞ্জ আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে হওয়া সম্ভব নয়। সময় দুপুরের আগে। মূল অঙ্কের বৃত্তান্তের স্থান, মালিনীতীরে বেতসকুঞ্জ।

দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে কালিক ব্যবধান বেশ কিছু দিনের। পক্ষকাল বা তার কিছু কম-বেশী হতে পারে। কেননা, ইতিমধ্যে রাজা শকুন্তলার বিরহে শীর্ণ হয়েছেন, প্রতি রাত ('নিশি নিশি' ২.১০) বিনিদ্র কাটানোর তিনি এখন প্রজাগরকৃশ, বাহু থেকে তাঁর কনকবলয় খসে পড়ছে। শকুন্তলাও মদনব্যাধিতে পীড়িত হয়েছে। তার গাল শুকিয়ে গেছে, স্তনের কাঠিন্য বিলুপ্ত হয়েছে, কটিদেশ শীর্ণ, দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে, গায়ের রঙ পাণ্ডু' (৩.৪) ; সখীরা বলছে— 'আর বেশী দেরী করলে শকুন্তলাকে বাঁচানো যাবে না' (৩.৭) — এসব থেকে অনুমান হয় বেশ কিছু দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত যখন বেতস কুঞ্জে আসেন তখন মধ্যাহ্ন সময়। তুঃ 'ইমামুগ্রাতপবেলাম্' (৩.২), 'অনির্বাণো দিবসঃ, কথমাতপে গমিষ্যসি' ইত্যাদি (৩.১৬)। অঙ্কের শেষ দিকে বেলা গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে ; কেননা রাক্ষসদের 'সায়ন্তন সবনকর্মে' (৩.২১) বিঘ্নের কথা বলা হয়েছে। সখীদের নেপথ্যে 'উবট্টিআ রঅণী'ও (৩.১৯) তার প্রমাণ।

চতুর্থ অঙ্ক ঃ বিষ্কম্ভক অংশের স্থান মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের কেন্দ্রস্থল থেকে সামান্য কিছু দূরে — সখীরা ফুল তুলছে। বেশী দূর নয় — কেননা তারা মহর্ষি দুর্বাসার ক্রুদ্ধ স্বর সেখান থেকেই শুনতে পেয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক এবং চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকের মধ্যে কালিক ব্যবধান আছে কিছুদিনের । তৃতীয় অঙ্কের শেষেও দেখেছি রাক্ষস-উপদ্রব শেষ হয়নি। সুতরাং রাজার কিছুদিন সেখানে থাকার কথা। তাছাড়া রাজা দুষ্যন্তও শকুন্তলার সঙ্গে একদিন মাত্র গোপনে মিলিত হয়েছিলেন বলে ধারণা নয়। যদিও বহু রমণীরত্নের আস্বাদ তিনি গ্রহণ করেছেন, তবুও শকুন্তলার (যার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন — 'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ') সঙ্গে বারেক (তাও আবার গৌতমীর আগমনে ব্যাহত) মিলনেই তাঁর কামতৃষা পরিতৃপ্ত হয়েছিল — একথা ভাবা যায় না। বিপরীতপক্ষে তিনি তারপরও বেশ কয়েকবার মিলিত হয়েছিলেন এবং তারপর রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস। এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যাবে পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার করা এক বর্ণনায়। দুষ্যন্তকে অঙ্গুরীয় দেখাতে ব্যর্থ হওয়ার পর, পত্নীত্বের প্রতিষ্ঠা করার বাসনায় সে রাজাকে দীর্ঘাপাঙ্গ নামে এক মৃগশাবকের বৃত্তান্ত স্মরণ করাতে চেয়েছে। সেখানে 'ণং এক্কস্সিং দিঅহে ণোমালিআমণ্ডবে' ইত্যাদিতে 'ণং এক্কস্সিং দিঅহে' (ননু একস্মিন্ দিবসে অর্থাৎ কোন' একদিন) এই অংশে তাঁদের অনেক দিনের মিলন এবং

'ণোমালিআমণ্ডবে' (নবমালিকামণ্ডপে) মিলনের কথাও পাওয়া যাচ্ছে। বিষ্কম্ভকাংশের ঘটনার সময় সকালবেলা। সখীরা ফুল তুলছে ; সৌভাগ্যদেবতার অর্চনা তখনও হয়নি।

মূল অঙ্কের ঘটনার স্থান মহর্ষি কণ্বের আশ্রম — যেখান থেকে শকুন্তলা পতিগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করছে। অঙ্কের শেষ হয়েছে আশ্রমের শেষ প্রান্তে — সরোবরের তীরে। 'তদিদং সরসন্তীরম্। অত্র সন্দিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি।' (৪.২১)। তাছাড়াও, তুঃ 'শকুন্তলা — (আশ্রমাভিমুখী স্থিত্বা) কদা ণু ভূয়ো তবোবণং পেক্খিস্সং' (৪.২৫) ; 'উভে — সউন্দলাবিরহিদং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং কহং পবিসাবো?' (৪.২৭)।

বিষ্কম্ভক এবং মূল অঙ্কের কালিক ব্যবধান অন্ততঃ চার মাসের বা পাঁচ মাসের। কেননা পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে রাজার সামনে যখন নেওয়া হল তখন তার সম্বন্ধে রাজা বলছেন — কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাম্' ইত্যাদি (৫.১৯)। অর্থাৎ শকুন্তলার গর্ভচিহ্ন স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ছিল। মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ থেকে আশ্রমে ফিরে এসেছেন। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে (সোমনাথ) যাতায়াতে তখনকার দিনে পদব্রজে পাঁচ-ছয় মাস লাগার কথা। সেদিক দিয়েও এই সময়ই অনুমান হয়।

শকুন্তলার যাত্রাকালীন ঘটনার শুরু সকাল বেলা। 'যুগান্তরমারূঢ়ঃ সবিতা' (৪.২৫), 'তেন হীমাং ক্ষীরচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ' (৪.২১) প্রভৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সব আয়োজন, সখীদের বিদায়পর্ব, মহর্ষি কণ্বের উপদেশপর্ব প্রভৃতি সমাধা হতে হতে বেলা বেড়েছে।

পঞ্চম অঙ্ক ঃ স্থান — রাজধানী হস্তিনাপুরে রাজা দুষ্যন্তের রাজপ্রাসাদ। অগ্নিশরণগৃহে কণ্বশিষ্য এবং গৌতমী-শকুন্তলার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ, বাদানুবাদ এবং প্রত্যাখ্যানের ঘটনা। অঙ্কের অন্তিমভাগে রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ।

চতুর্থ অঙ্কের সঙ্গে পঞ্চম অঙ্কের কালিক ব্যবধান যতদূর সম্ভব দুদিন বা তারও কিছু বেশী। অনেকে এক্ষেত্রে যাত্রার দিনই শকুন্তলা রাজধানীতে এসেছেন একরম বলেছেন (তুঃ গজেন্দ্রগদ্‌কর, পৃঃ ভূমিকায় ২৬)। কণ্বাশ্রম এবং হস্তিনাপুরের দূরত্ব অনেক এবং এক্ষেত্রে কালিদাস ভৌগোলিক ব্যাপার উপেক্ষা করেছেন — এরকম বলেছেন (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৬)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেকালের রীতিতে ২৫ মাইল একদিনের পথ, 'দুষ্মন্ত' বানানটিতে পাঁচটি ব্যঞ্জন থাকা এবং সেকালের লেখায় সম্ভবতঃ সংযুক্ত বর্ণ না থাকায় দুষ্যন্তের 'একৈকমত্র দিবসে' (৬ষ্ঠ অঙ্ক) ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির সঙ্গে পাঁচ দিনেরই সঙ্গতি থাকা (২ দিন যাওয়া, ২ দিন আসা এবং ১দিন ব্যবস্থাদি করা) প্রভৃতি বিচার করে কণ্বাশ্রম থেকে হস্তিনাপুর দুদিনের পথ — এই সিদ্ধান্ত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ বসু একদিনের পথ বলেছেন। তবে গর্ভভারাক্রান্তা শকুন্তলার পক্ষে দুদিন লাগার কথা (দ্রঃ 'শকুন্তলায় নাট্যকলা', পৃঃ ১৪১)। কণ্বশিষ্যদের রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় মধ্যাহ্নের পর। রাজা দুষ্যন্ত বিচারকার্য্য পরিচালনা করে তখন বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন — এই কথা থেকে তার অনুমান হয়।

ষষ্ঠ অঙ্ক ঃ প্রবেশক অংশের স্থান নগরের কোন রাজপথ। ধীবর দোকানে অঙ্গুরীয় বিক্রী করতে গেলে রক্ষীপুরুষরা তাকে ধরেছে। প্রবেশক-পরবর্তী মূল অংশের স্থান রাজ-উদ্যান। প্রবেশক অংশের সময় অপরাহ্ন হতে পারে। ধীবরের মুক্তির পর পানশালায় যাওয়ার বৃত্তান্তে

তা অনুমান হয়। মূল অঙ্কের সময় — মধ্যাহ্নের পর। সানুমতী অপ্সরাতীর্থের দায়িত্বপালনের পর রাজ-উদ্যানে প্রবেশ করেছেন। ঋষিদের মাধ্যন্দিন স্নান সমাপন পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্বে ছিলেন ধরা যায়। ঘুম থেকে দেরী করে ওঠার জন্য রাজা সকালের বিচারসভা পরিচালনা করতে পারেননি — একথা থেকেও অপরাহ্ণেরই বোধ হয়।

পঞ্চম অঙ্ক এবং ষষ্ঠ অঙ্কের মধ্যে কালের ব্যবধান প্রায় ছয় বৎসর। কেননা পরবর্তী অঙ্কে দুষ্যন্ত স্বর্গে যুদ্ধজয়ের পর ফেরার পথে মারীচাশ্রমে সর্বদমনকে যখন দেখেন তখন সে সিংহশিশুর সঙ্গে খেলা করছে। তাপসীর শুধু কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে — আগে পুতুল পেলে তবে সিংহশিশুকে ছাড়ার কথায় তার ঐরকম বয়স হয়েছে মনে হয়।

সপ্তম অঙ্ক ঃ প্রবহ এবং আবহ বায়ুর আকাশপথে রাজা দুষ্যন্তের হেমকূট পর্বতে মারীচের আশ্রমে গমন। সেখানে সর্বদমন এবং শকুন্তলার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ। সময় — আনুমানিক অপরাহ্ণকাল। সর্বদমনের খেলার সময়, ঋষিপত্নীদের ধর্মকথা শ্রবণের সময় প্রভৃতি থেকে তা অনুমিত হয়। ষষ্ঠ এবং সপ্তম অঙ্কের মধ্যে কালিক ব্যবধান কয়েকদিনের মাত্র। দুষ্যন্ত স্বর্গে গেছেন, দানবজয় সম্পন্ন করেছেন, ইন্দ্রাদির দ্বারা অভিনন্দন লাভ করেছেন এবং তারপরই তাঁর প্রত্যাবর্তন। সুতরাং বেশীদিনের ব্যবধান নয়। কেউ কেউ মাত্র একদিনের ব্যবধান ('পূর্বেদ্যুঃ দিবমধিরোহতা...' — ৭.৬, এই অংশের 'পূর্বেদ্যুঃ' কথার পরিপ্রেক্ষিতে) বলেছেন। দ্রঃ রমেন্দ্রমোহন বসুর সংস্করণ পৃঃ ২৬৫ (প্রকৃতপক্ষে ৫০৪ + ২৬৫ = ৭৬৯ পৃঃ)। কিন্তু 'পূর্বেদ্যুঃ' কথার দ্বারা 'আগের দিন', 'প্রথমবার' — এরকম অর্থও হয় এবং স্বর্গে যুদ্ধজয় প্রভৃতি ধরলে কিছু দিন ব্যবধান অভিপ্রেত হয়।

দুর্বাসার অভিশাপের তাৎপর্য

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে কালিদাসের নবরসরুচিরা প্রতিভার অনবদ্য স্বাক্ষর 'দুর্বাসার অভিশাপ।' মহাভারতের যে অংশটুকুকে বীজ হিসেবে গ্রহণ করে কালিদাস তাকে সপ্তাঙ্ক নাটককে মহিমায় প্রোজ্জ্বল করেছেন, সেখানে এই ঘটনার ছায়ামাত্রও নেই।

নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে এই অভিশাপের সূচনা। রাজা দুষ্যন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেছেন। দুষ্যন্তময়ী শকুন্তলা তাঁর চিন্তায় মগ্না। তিনি এমনই তন্ময় যে পিতা কণ্ব-অর্পিত আতিথ্যসৎকারের মহৎ দায়িত্বও তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। তাই যখন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনসম মহর্ষি দুর্বাসা আতিথ্যপ্রার্থী হয়ে আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বজ্রগম্ভীরস্বরে নিজের উপস্থিতির কথা জানালেন, তখনও শকুন্তলা দুষ্যন্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকায়, সে কথা জানতেও পারলেন না। বর্ষিত হল তাঁর উপর ঋষিশাপ —

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমঃ কৃতামিব ॥"

নাটকে এই ঘটনাটির সংযোজন নাটকটিকে অনেকগুলি দিক থেকে তাৎপর্য্য মণ্ডিত করে তুলেছে।

প্রথমতঃ — শকুন্তলা পতিচিন্তায় নিমগ্ন থেকে আশ্রমদ্বার থেকে অতিথি ফিরিয়ে দিলেন। অথচ প্রাচীন ভারতে তপোবনে অতিথির নিত্য সমাগম হতো এবং অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। (তুঃ 'দাণিং অদিহি ...... ভবিস্সদি।' 'সহি ণ জুত্তং ...... গমণম্।' ইত্যাদি)। সর্বোপরি তপোবনে কণ্বের অনুপস্থিতিতে অতিথিসেবার ভার ন্যস্ত ছিল স্বয়ং শকুন্তলারই উপরে। শকুন্তলার পতিচিন্তা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। কিন্তু অন্যায় হল তাঁর কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি। প্রণয় তা যত পবিত্রই হোক্ না কেন, তা যদি সামাজিক কর্তব্যসাধনের বিরোধী হয় তবে তা দূষণীয় হয়। বিবাহিতা শকুন্তলা যদি এখনই স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দেন, তবে রাজমহিষীপদের গুরুত্ব তিনি কীভাবে রক্ষা করবেন? তাই আচরণে অশোভনতার শাস্তিস্বরূপ দুষ্যন্ত-চিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলার ওপর নেমে এল অভিশাপ, যার ফলে পঞ্চমাঙ্কে তিনি তাঁর হৃদয়সর্বস্ব-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হলেন।

মহান ও সংযমপ্রধান হয়েও রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলা-দর্শনের পর থেকেই তাঁর সঙ্গে মিলনেচ্ছায় কিছু অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ তাঁকে শাপভাগী হতে হয়েছে। আশ্রমে কণ্বের অনুপস্থিতিতে, তাঁর অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করে, এমনকি আশ্রমমাতা গৌতমীকেও কিছু জানানো প্রয়োজন বোধ না করে তিনি গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেছেন। এটা, বলা বাহুল্য, সামাজিক দায়িত্ববোধের উল্লঙ্ঘন। বিশেষতঃ রাজার পক্ষে, যাঁর সম্বন্ধে কঞ্চুকী "নিয়ময়সি কুমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ" (৫.৭) ইত্যাদি বলেছেন। তাই কর্ত্তব্য-বিস্মৃত দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার উপর বর্ষিত হয়েছে অভিশাপ।

"ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়, তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ।...... প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপিবত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরূপক। ...... শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না ......।" (চন্দ্রনাথ বসু)

দ্বিতীয়তঃ — অভিশাপের অনলে পুড়ে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র আরও বেশী অমলিন, আরও বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দুর্বাসার অভিশাপ যদি না থাকত, তাহলে নাটকটি আরেকটি গতানুগতিক মিলনান্তক প্রেমকাহিনী হয়ে উঠত। তাতে যেমন কালিদাস 'কালিদাস' হতেন না, দুষ্যন্ত-শকুন্তলাও 'দুষ্যন্ত-শকুন্তলা' হয়ে উঠতে পারতেন না। বস্তুতঃ শকুন্তলার মধ্যে কয়েকটি আপাত-বিরোধী ধর্মের সমাবেশও তাঁর প্রতি ঋষিশাপ বর্ষিত হওয়ার অন্যতম কারণ। শকুন্তলার জনক মহাতপা বিশ্বামিত্র : মাতা স্বর্গের অপ্সরা মেনকা। ব্রতভঙ্গে তাঁর জন্ম ; তপোবনের ব্রতপালনের মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা। তাই আজন্ম তপোবনবর্দ্ধিত হয়েও দুষ্যন্তকে দেখা মাত্রই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন — "কিং ণু ক্খু ......" ইত্যাদি এবং দুষ্যন্তের প্রথম সন্দর্শনেই তিনি মনে-মনে তাঁকে তাঁর দেহ-মন সমর্পণ করলেন। কিন্তু যৌবনের চাঞ্চল্যপ্রধান দেহসর্বস্ব এই প্রেমই যে আদর্শ প্রেম নয়, অভিশাপের ফলে বিরহের দুঃখানলে পুড়ে শকুন্তলাকে সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে হল। তাই প্রথমাঙ্কের যৌবনাবেশবিধুরা শকুন্তলা, সপ্তমাঙ্কে শুদ্ধশীলা তপঃকৃশ বিরহিণী শকুন্তলা হয়ে পাঠকের চিত্তে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা হলেন।

দুষ্যন্তের চরিত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। দুষ্যন্ত রাজা হয়েও ঋষি, ঋষি হয়েও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তাই বধযোগ্য হরিণকে দেখে শিকারীর যেমন তর সয় না, সম্ভোগযোগ্যা শকুন্তলাকে দেখামাত্রই দুষ্যন্ত তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। প্রণয়শিকারী রাজার এই চারিত্রিক প্রকাশ ঘটে হংসপদিকার গানে, যে, রাজার কাছে 'সকৃৎকৃতপ্রণোঽয়ং জনঃ' এই বিশেষণের মহিমায় চিহ্নিত। দুর্বাসার অভিশাপ রাজার এই চারিত্রিক ত্রুটির উপর আঘাত হেনেছে। রাজাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে, ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনে ধর্মপত্নীর মাহাত্ম্য কী। তাই পঞ্চমাঙ্কে ঋষিশাপগ্রস্ত রাজা যখন কাঠগড়ায় আসামীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন তখন তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা দর্শকের মনে তাঁর প্রতি সহানুভূতির সঞ্চার করেছে। পরস্ত্রীস্পর্শের আশঙ্কায় তিনি যখন কিছুতেই শকুন্তলাকে গ্রহণ করলেন না, তখন দর্শক মনে মনে তাঁর জয়-জয়কার করেছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে অভিশাপের গুণেই। অভিশাপ না থাকলে দুষ্যন্তের চরিত্রটি এভাবে ফোটানো যেত না।

"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল। মহাভারতে রাজা দুষ্যন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ববিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া গিয়া সেকথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, পাছে লোকে কিছু বলে ...... কালিদাস দুর্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মত রাজা, এমনকি দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন।" — মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'দুর্বাসার শাপ'।

তৃতীয়তঃ — নাট্য প্রযোজনার দিক থেকেও শাপ-বৃত্তান্তের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহ ও তাঁকে পতিগৃহে প্রেরণের দ্বারাই শকুন্তলা-নাটকের আঙ্গিক পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্বাসার অভিশাপ এই গতানুগতিক ঘটনাকে একেবারে

ওলট্-পালট করে দিল। ঘটনার যে গতি ছিল, তদনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে পত্নীগ্রহণ ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার ব্যাপারটি, শেষে প্রত্যাখ্যান ও বিরহে পর্য্যবসিত হয়ে নতুন ঘটনার সমাবেশে নাটকের মধ্যে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের সন্নিবিষ্ট হবার অবকাশ করে দিল। বস্তুত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র পাঠকদের মধ্যে যাঁদের মত "পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ" অর্থাৎ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের চেয়ে যাঁরা পঞ্চমাঙ্কেরই বেশী গুণগ্রাহী, তাঁদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পঞ্চমাঙ্কের নাটকীয় আকর্ষণের পেছনেও রয়েছে চতুর্থ অঙ্ক, যেখানে আছে 'দুর্বাসার অভিশাপ'। পঞ্চমাঙ্কের ঐ অত্যুৎকৃষ্ট নাটকীয় অবস্থার অধিকতর চমৎকারিত্ব এই যে, শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত দুজনেই নিরপরাধ। কেবল যে দুর্বার ঘটনাচক্রে এই বিষ উঠেছে — তা হল দুর্বাসার অভিশাপ। ষষ্ঠ অঙ্কে লুপ্তস্মৃতি রাজার যখন অঙ্গুরীয়ক দর্শনে স্মৃতি ফিরে এল, তখন তিনি পঞ্চমাঙ্কের সেই প্রত্যাখ্যানের লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা, অপমানের বেদনায় দীর্ণা, কলঙ্কের আশঙ্কায় বিহ্বলা শকুন্তলার মূর্ত্তি মনে করেই বারবার মূর্চ্ছিত হতে লাগলেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলনের বেলায় শাপবৃত্তান্ত জ্ঞাত হলে তাঁরা উভয়ে বেদনার ভার লাঘব করে সংশয়বিরহিত পূর্ণতার মধ্যে পরস্পর মিলিত হলেন। নাটকটিও যথার্থ সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

"প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত। যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভাল ; ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি নাই ; অপরাধ মত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল, আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল। বাকী রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা সেই স্বর্গ যখন জিত হইল তখন আর শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।" (প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা')

কালিদাস-সাহিত্যে অভিশাপের প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য অনুসন্ধান

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যকীর্তির আলোচনা চলেছে কম করেও দেড় হাজার বছর ধরে। হিমগিরিনিষ্যন্দিনী গঙ্গাধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে তার তুলনা চলে। কালিদাস-কবিতা-নিকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়া ভারতীয় সাহিত্যভূমিকে সরস রেখেছে, মানবচিত্তকে নন্দিত এবং সংস্কৃত করেছে। কালিদাসের কাব্য সাধারণভাবে গ্রহণ করলে দ্রাক্ষাফলসম্মিত, অনায়াস-আস্বাদ্য, সহজবোধ্য। আবার যদি গভীরে প্রবেশ করা যায়, দেখা যাবে, এ যেন এক অতলান্ত সমুদ্র — বিচিত্র অনুভূতি আর নব-রসের আস্বাদ্যমানতা ঘনীভূত হয়ে যে রত্নাকরের তলদেশে সঞ্চিত রয়েছে। সংস্কৃতের অসংখ্য কবিদের মধ্যে (হস্তলভ্য মুদ্রিত গ্রন্থ সংখ্যেয় হলেও অমুদ্রিত এবং হারানো বিপুল সম্পদের পরিমাণ বিচার করলে অসংখ্যতো বটেই) কালিদাস যে অনন্য; তাঁর কাব্য-নাটক যে এখনও সমাদরের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে আদৃত, তার কারণ কেবলমাত্র বর্ণনার চাকচিক্য কিংবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যভণিতি হতে পারে না। অবশ্যই এর মধ্যে কিছু শাশ্বত মূল্যবোধের বিকাশ লক্ষ্য করেই সামাজিকবর্গের উচ্ছ্বাস এবং অকপট প্রশংসা। কালিদাসের সাহিত্যকৃতিতে যে-সব চরিত্র এসেছে, তারা সবাই দোষে-গুণে গড়া। কালিদাস কিন্তু দোষকে প্রশ্রয় দিয়ে, তার পরিণতি দুঃখের কালিমার ছবি এঁকে, তাঁর কাব্যের ইতি টানেননি। চিত্তসংস্কারের মাধ্যমে, আত্মশুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কালিমা ধুয়ে-মুছে, 'মহাভাষ্যে'র কূপখানকের মত চরিত্রগুলি নির্মল করে, তবেই তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে বারবার অভিশাপের কথা এসেছে, বিরহের কথা এসেছে। শাপগ্রস্তের শাপমুক্তি ঘটিয়েছেন — যে শাপ তাতে বর্তেছিল পাপের কারণে, তাকে দূর করে কবি আনন্দ লাভ করেছেন। তাই, শাপ কালিদাসের কাব্যে শাপ নয়, আশীর্বাদ বলতে পারি। নায়ক-নায়িকার বিরহতাপ অক্ষয় মিলনের সোপান — অধ্রুব প্রণয়ের ধ্রুব প্রেমে উত্তরণের উপায়মাত্র —

> "যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল।
> দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল।
> এই ভালো ওগো, এই ভালো — বিচ্ছেদ বহ্নিশিখার আলো।
> নিষ্ঠুর সত্য করুক বরদান — ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল।
> ... ...
> দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
> দীপ্ত সে হেম —
> নিত্য সে নিঃসংশয়, গৌরব তার অক্ষয়।
> দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
> যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ,

তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয় —
অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে তাপস মৃত্যুঞ্জয়।"

(রবীন্দ্রনাথ কৃত 'মায়ার খেলা'র পরিবর্তিত রূপ। "যাক ছিঁড়ে......অন্তরাল।" — শান্তার উক্তি। "দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে......মৃত্যুঞ্জয়।" — মায়াকুমারীর উক্তি। দ্রঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, গান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭০৮)

যে চিকিৎসক রোগকে প্রশ্রয় দিয়ে রোগীকে আনন্দে রাখতে চান, তার অবারিত ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান না — সেই চিকিৎসকতো ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিপরীতক্রমে, প্রয়োজনে কঠোর হাতে শাণিত অস্ত্রে রোগীর অঙ্গব্যবচ্ছেদ করতেও যিনি দ্বিধা করেন না — তিনিই প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। দুঃখভোগই দুঃখভোগের অবসান আনে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় —

"দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে।
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বলবে না আর কভু তবে।
এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে, ধরা দিতে হোস না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।
মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে।"

(প্রাগুক্ত গ্রন্থে ৯৫৮ নং গান, পৃ. ৩৯৩)

শপ্ ধাতু থেকে 'শাপ' শব্দের উৎপত্তি। শপ্ ধাতুর এক অর্থ আক্রোশ প্রকাশ করা — বিরুদ্ধানুধ্যানম্। আবার উপালম্ভন-অর্থেও শপ-ধাতুর প্রয়োগ হয়। উপালম্ভন কী? শপথ করা। "ত্বৎপাদৌ স্পৃশামি, নৈতন্ময়া কৃতমিত্যেতদ্রূপঃ শপথবিশেষঃ।" কৈয়ট, শাকটায়ন প্রভৃতির মতে প্রকাশন হল উপালম্ভনের অর্থ —

"উপালম্ভনং প্রকাশনম্। দেবদত্তায় শপতে এবম্ভূতোঽসাবিতি দেবদত্তমাচষ্ট ইত্যর্থঃ। অথবা স্বাভিপ্রায়স্য পরত্রাবিষ্করণমুপালম্ভনং শপথঃ। দেবদত্তায় শপতে বাচা মাত্রাদিশরীরসম্পর্শনেন দেবদত্তে স্বাভিপ্রায়ং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ।"

(দ্রঃ সায়ণাচার্য-রচিত মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ, দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, তারা বুক এজেন্সী, বারাণসী, ১৯৮৩, পৃ. ৩৮২)

'শব্দকল্পদ্রুমে' "শপ্ স্বীকারঃ", "শপথঃ" — অনৃতং বদন্ ঘোরং নরকং যাস্যামি ইত্যেবং রূপং মিথ্যনিরসনম্। সত্যাবধারণম্।" — ইত্যাদি অর্থ আছে (দ্রঃ শব্দকল্পদ্রুম, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত, মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী-বারাণসী-পাটনা, ১৯৬১)। দেখা যাচ্ছে, এই শপ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট 'শাপ' শব্দের মধ্যে মিথ্যানিরসন, সত্যাবধারণ অর্থও আছে এবং কালিদাসের কাব্য-নাটকে বর্ণিত অভিশাপগুলিতেও তার সমর্থন মিলবে।

অভিশাপের দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যের উন্মোচন হয়েছে। সুতরাং অভিশাপই অভ্যুদয়ের কারণরূপে আবির্ভূত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ কারুর মাথায় আপনা থেকে বর্ষিত হয় না, মানুষ তাকে ডেকে আনে। ডেকে এনে যেমন কাউকে অপমান করা যায় না — অভিশাপকেও তেমনি নির্বিচারে নিন্দা করা উচিত নয়। নিজের মনের গভীরে ঢুকলেই ধরা পড়বে — অভিশাপ প্রাপ্য ছিল। ফাঁকি দেওয়াটা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু পাপ স্বীকার করে, মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করে সংস্কৃত হওয়াতেই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। অভিশাপ্রাপ্তির মহত্ত্ব এখানেই। এ অর্থেই অভিশাপ আশীর্বাদ বলে বুঝতে হবে। আত্মোপলব্ধির দ্বার উন্মোচন, সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সাধারণতঃ দুঃখের অশ্রুতেই সম্ভব —

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।
মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তার, খেদ নাই আর মোর খেদ নাই।"

(র.র., চতুর্থ খণ্ড, গান নং ৯২৩, পৃ. ৩৮২)

জীবনের চলার পথে কেবল গোলাপ ফুলই ছড়ানো থাকবে, এমন ভাবাটা অন্যায়। গোলাপ অবশ্যই মিলবে — তবে তা নিষ্কণ্টক নয়, সকণ্টক। যাঁদের জীবনপথ কেবল মসৃণতায় মণ্ডিত — পদস্খলনের সম্ভাবনা তাঁদেরই বেশি। মধ্যে মধ্যে কিছু বন্ধুর ভূমিভাগই প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকা নিয়ে থাকে। সত্য, শিব এবং সুন্দরের উপাসক কালিদাসের সাহিত্যে তাই বারংবার অভিশাপের অবতারণা। এই অভিশাপগুলিকে গির্জায় গিয়ে পাদ্রীর কাছে পাপ স্বীকার এবং অনুশোচনা বরণের সঙ্গে তুলনীয়। নিজের মনই পাদ্রী। তার কাছে গোপনের কী থাকতে পারে? হারা, না-হারার প্রশ্নও তাই সেখানে নেই।

কালিদাস-সাহিত্যে বর্ণিত অভিশাপগুলি কখনও বা মূল বৃত্তান্ত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কখনও বা প্রতিভার আলোকে তা অবশ্যসংযোজ্য ভেবে কবি অভিনব বৃত্তান্ত অবতারণার মাধ্যমে স্বীয় কাব্যে গ্রথিত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ অতিসংক্ষেপে (এবং তাও যাঁরা নিয়মিত কালিদাস চর্চায় জড়িত নন — কেবলমাত্র তাঁদের জন্য) অভিশাপ বৃত্তান্তগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে —

(ক) **মেঘদূত ঃ** পুরাকালে কুবের তাঁর পদ্মসরোবর রক্ষার জন্য কোন এক যক্ষকে নিযুক্ত করেন। প্রিয়তমাসান্নিধ্যে অধিক কাল হরণের ফলে তার কর্তব্যে অবহেলা ঘটে এবং ঐরাবত পদ্মসরোবর নষ্ট করে। ক্ষুব্ধ কুবের যক্ষকে বর্ষভোগ্য বিরহের অভিশাপ দিয়ে কৈলাসস্থিত অলকা নগরী থেকে দক্ষিণ ভারতের রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত করেন।

(দ্রঃ মেঘদূত, পূর্বমেঘে প্রথম শ্লোক ঃ কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ / শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ। / যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নান-পুণ্যোদকেষু / স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥" কালিদাস গ্রন্থাবলী, সম্পাদক, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৬, পৃ. ২৭ (কাগ্র.))

(খ) **রঘুবংশ ঃ** (প্রথমসর্গ) রাজা দিলীপ পুত্রার্থী হয়ে সপত্নীক বশিষ্ঠাশ্রমে গেলে বশিষ্ঠ

মুনি তাঁকে জানান কোন এক সময় তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে পৃথিবীতে আসার সময় পথিমধ্যে সুরধেনু সুরভিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেননি এবং সেই কারণে তিনি সুরভিদ্বারা অভিশপ্ত হন —

"অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা ॥"

(১.৭৭ ; কা. গ্র., প্রাগুক্ত।)

(পঞ্চম সর্গ) — গন্ধর্বতনয় প্রিয়ম্বদ অভিমান প্রকাশ করার অপরাধে মতঙ্গ মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হন এবং গজদেহ লাভ করেন —

"মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।"

(৫.৫৩ ; কা. গ্র., প্রাগুক্ত।)

(অষ্টম সর্গ) — পুরাকালে ইন্দুমতী হরিণী নামে সুরাঙ্গনা ছিলেন। মহর্ষি তৃণবিন্দুর দুশ্চর তপস্যায় ইন্দ্র শঙ্কিত হলেন। (দেবতারা সর্বদাই এই ভয় পেয়েছেন — "অস্ত্যেতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্।" [দ্রঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তল ১.২৪ অংশ]) অতঃপর তপোবিঘ্নের জন্য পাঠালেন হরিণীকে। বিভ্রমবিলাসে সেই চেষ্টা করামাত্রই মহর্ষি অভিশাপ দিলেন — "নরলোকে মানুষী রূপ পরিগ্রহ কর" —

"তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শমবেলাপ্রলয়োর্ম্মিণা ভুবি ॥"

(৮.৮০ ; কা. গ্র., প্রাগুক্ত)

(নবম সর্গ) — পুত্রবধশোকে কাতর অন্ধকমুনির দশরথকে অভিশাপ প্রদান —

"দিষ্টান্তমাপ্স্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবন্তম্ ॥"

(৮.৮০ ; ৯.৭৮, ৭৯ কখ।)

(গ) **কুমারসম্ভব ঃ** ইন্দ্রের আদেশে মদন মহাদেবের সমাধিভঙ্গের জন্য আসেন। ক্ষুব্ধ শিবের তৃতীয় নেত্রের বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হলেন। অভিশাপবাণী উচ্চারণের অবকাশ পর্যন্ত ছিল না। ("তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য / স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত।। / ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি। / তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥" কুমারসম্ভব, ৩.৭১, ৭২ কা. গ্র. প্রাগুক্ত।) মদন ভস্মের কারণও যে অভিশাপ তা আকাশবাণীতে বলা হয়েছে — প্রজাপতি ব্রহ্মার অভিশাপে মদনের এই শাস্তি —

"অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ ॥"

(কুমারসম্ভব, ৪.৪১)

(ঘ) **বিক্রমোর্বশীয় ঃ** এ নাটকের তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভকে ভরত উর্বশীকে অভিশাপ দেন। (এই অভিশাপ বৃত্তান্তটি পেলব এবং গালব নামে দুই পাত্রের পরস্পর সংলাপ থেকে জানতে পারি। দ্রঃ বিক্রমোর্বশীয়, কা. গ্র., পৃ.৩৭০)। উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল। তার সংলাপে 'পুরুষোত্তম'-এর জায়গায় সে তার প্রণয়ী পুরূরবার নাম বলে ফেলে। ফলে অভিনয় নষ্ট, তার ফলে শাপ — "যেহেতু তুমি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করেছ, স্বর্গে তোমার থাকা চলবে না।" এছাড়া উর্বশীর কুমারবনে প্রবেশের ফলে লতায় পরিণতি এবং তজ্জন্য বিরহও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

(ঙ) **অভিজ্ঞান-শকুন্তল ঃ** এ নাটকে শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করে দুষ্যন্ত রাজধানীতে ফিরে গেলেন। অনতিবিলম্বেই সসম্মানে তাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাবেন — এই কথা ছিল। ইতিমধ্যে শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায় এতই মগ্ন থাকলেন যে, আশ্রমে আগত মহর্ষি দুর্বাসার যোগ্য অভ্যর্থনা করতে ব্যর্থ হলেন এবং দুর্বাসা তাকে অভিশাপ দিলেন —

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি না মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥"

(দ্রঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তল, ৪.২)

এই অভিশাপগুলির প্রত্যেকটিতেই গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে। 'মেঘদূতে' শাপের মাধ্যমেই প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষা। ভোগের মহিমা যখন আত্মবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে — তখনই শাপ এসেছে। যক্ষ [খুব সম্ভব অচিরবিবাহিত — 'মেঘদূতে'র উত্তরমেঘে যক্ষপত্নীর বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গে অলকার এবং যক্ষভবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা পর্যন্ত আছে। সরোবর, সরোবরতীরে ক্রীড়াশৈল, ময়ূরের দাঁড়, খাঁচায় রাখা সারিকা — কোন কিছু বাদ যায়নি। যক্ষের যদি সন্তান থাকতো, তবে অবশ্যই তার উল্লেখ (যেমন — "শোনো মেঘ, দেখতে পাবে আমার ছেলে / মেয়ে কেমনভাবে টাল-মাটাল হয়ে হাঁটছে" ইত্যাদি) থাকতো। তা নেই এবং সেটাই এরকম ধারণাকে দৃঢ়মূল করে। এছাড়া অচির-বিবাহিত জীবনে ভোগলালসার প্রাবল্যের কারণে কর্তব্যচ্যুতির ব্যাপারতো থাকবেই] প্রিয়ামিলনসুখ থেকে বঞ্চিত থাকুক — এটা কবির অভিপ্রায় নয়। একই সঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে যে, কালিদাস চাননি যক্ষ তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে, নিজেকে বিশাল বিশ্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল উপবনে আবদ্ধ থাকুক। তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন — একদিনের কর্তব্যের ত্রুটির জন্য বর্ষভোগ্য প্রিয়াবিচ্ছেদ, একটু গুরুতর বলে মনে হতে পারে। কুবেরকে নিষ্ঠুর বলেও মনে হতে পারে। ঘটনা কিন্তু তা নয়। যক্ষের যে প্রিয়াপ্রীতি ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে পর্যবসিত হচ্ছিল — তা থেকে যক্ষের 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর' প্রয়োজন ছিল। অভিশাপজনিত বিরহ সেই কাজ করল। যক্ষ সারা পৃথিবীতেই প্রিয়ার স্পর্শ পেলেন। শ্যামাধানের ঢেউতে প্রিয়ার দেহবল্লরী দেখলেন, নদীর তরঙ্গে প্রিয়ার ভ্রূবিলাস লক্ষ করলেন। (তুঃ "শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্" ইত্যাদি। মেঘদুত উ. ৪১, কা. গ্র., প্রাগুক্ত।) ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে — সম্ভবত অনতি-বিবাহোত্তরকালে এই অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল। ভোগকে দৃঢ়মূল রোগে পরিণত হওয়ার সুযোগ কালিদাস দেননি। সুতরাং এটি শাপ নয়, শাপমোচন।

প্রেমকে চিরস্থায়ী করতে গেলে, কর্তব্যের দ্বার দিয়ে তাকে প্রবেশ করাতে হবে। জীবনের সুখভোগকে আমরা ছবি দেখার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ছবি চোখের খুব সামনে নিয়ে এলে ঝাপসা হয়ে যায়, ভালো দেখা যায় না। একটু দূরত্ব থাকা ছবি দেখার প্রাথমিক শর্ত। ঠিক তেমনি সুখভোগ খুব কাছে ক'রে পেতে চাইলে, তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায় না। কর্তব্য পালনের ব্যবধান রেখে ভোগসুখকে পেতে হবে। ছবি যত বড় হবে দূরত্ব তত বাড়াতে হবে। সুখের ফ্রেমে বড় জায়গা বাঁধতে গেলে কর্তব্যের পরিপালনে নিষ্ঠার পরিমাণও বাড়াতে হবে — এটাই নিয়ম। সুখভোগ আর ভালোবাসা এক জিনিস নয়। আমরা প্রায়ই দুটিকে এক করে ভাবি। তা নিতান্তই ভুল। কবিগুরুর 'সুখের বিলাপে' এর সুন্দর বর্ণনা আছে —

"সুখ বলে, "এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ।"
"কেন সুখ, কেহ হেন সাধ?"
"নিতান্ত একা যে আমি গো
কেহ যে, কেহ যে নাই মোর।"
"সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর?
সুখ, কার করিস রে আশ?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে,
"ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।"

(র.র., প্রথম খণ্ড, ১৯৮০, সন্ধ্যাসঙ্গীত, পৃ.১৩)।

'মেঘদূত' কবিতাতেও তিনি বলেছেন — "লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা / চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া / অনন্তসৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া।" (তত্রৈব, মানসী, পৃ. ৪১৪)

'বিক্রমোর্বশীয়ে' উর্বশী অভিশাপ পেলেন — 'তোমায় মর্ত্যে চলে যেতে হবে।' উর্বশীর মনতো মর্ত্যেই আছে — যেখানে তার প্রাণের ধন পুরূরবা অপেক্ষা করে আছেন। অভিশাপের ফলে ঘটল মিলন। আমরা অবাক হলাম। মহেন্দ্র আবার করুণাপরবশ হয়ে অভিশাপ অবসানের কথা বললেন — পুরূরবার সঙ্গে মিলনের ফলে পুত্রসন্তান হলে এবং পুরূরবা সেই পুত্রমুখ দর্শন করলে তা অভিশাপের নিবৃত্তি ঘটাবে। নিবৃত্তি কোথায়? এতো আবার বিরহের শুরু! আশীর্বাদে বিরহ!! 'বিক্রমোর্বশীয়ে'র এই আপাতবিরুদ্ধ ঘটনার বর্ণনার দ্বারাই কালিদাস বোঝালেন আশীর্বাদ এবং অভিশাপ পৃথক কিছু নয়। এ জীবনে দুই-ই সমান সত্য — টাকার এ পিঠ-ও পিঠ। দাম কোনটারই কম নয়। শাপের মধ্যেও আশীর্বাদ লুকিয়ে থাকে, আশীর্বাদেও শাপ। রাবণ দেবতাদের অজেয় হওয়ার বর পেয়ে এত উল্লসিত হলেন যে, তিনি মানুষকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। সেখানেই তার পতন। আবার আপাততঃ যাকে ভালো মনে হয় — তা হয়ত তার স্বরূপ নয়। উর্বশীর অভিশাপপ্রাপ্তিতে মিলনকে আমরা বর ভেবেছিলাম। কিন্তু এই অভিশাপই উর্বশীকে রাজার সঙ্গে মেলালেও ভোগৈকবাসনার তীব্রতায় সে এতই অন্ধ হল যে পরিপূর্ণ স-সন্তান পারিবারিক শান্তির কথা পর্যন্ত সে গ্রাহ্য করল না। 'লক্ষ্মী হবার' সময় সে উর্বশীই থেকে গেছে — ভুল করেছে। স্নিগ্ধ ভালোবাসার বদলে সে বরাবরের রাজ্য-ভোগসুখকেই বেছে নিয়েছে — এখানেও ভুল করেছে। পুরূরবাও উর্বশীকে ভোগের মধ্যেই পেলেন কি? না। পেলেন বিরহের মধ্যে — যখন উর্বশী

কুমারবনে লতায় পরিণত। তখনই কেবল পুরূরবা সমগ্র প্রকৃতিতে, বিশ্বে উর্বশীর ছায়া অনুভব করলেন। পর্বতের কাছে, নিথর-নিশ্চল-নিষ্প্রাণ পর্বতের কাছেও তিনি প্রিয়ার কথা জানতে চাইলেন —

"সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া ॥"

(দ্রঃ বিক্রমোর্বশীয়, ৪.২৭, কা. গ্র., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০)

হে সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ — হে পর্বতশ্রেষ্ঠ! ত্বয়া — ময়া বিরহিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী রামা — আমার বিরহিণী সর্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রীকে ; রম্যে বনোদ্দেশে দৃষ্টা — এই সুন্দর বনভূমিতে দেখেছ কি? পর্বত নিজে আবার কি উত্তর দেবে? উত্তর এল প্রতিধ্বনিতে — "সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী" — ইত্যাদি একই বর্ণমালা। পুরূরবার কাছে কিন্তু তা-ই ভিন্ন অর্থে উত্তর হয়ে ধরা দিল — সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ — হে রাজশ্রেষ্ঠ! ত্বয়া বিরহিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী রামা — তোমার বিরহে থাকা সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে ; রম্যে বনোদ্দেশে ময়া দৃষ্টা — এই সুন্দর বনভূমিতে আমি দেখেছি। পুরূরবা উল্লসিত হলেন। ক্ষণেকের আশা যে মরীচিকা, প্রতিশব্দমাত্র তা বুঝে আবার বিষাদে মগ্ন হলেন। "মমৈবায়ং কন্দরমুখবিসর্পী প্রতিশব্দঃ।" (তত্রৈব, পৃ. ৪০০)।

এই অংশকেই যদি বিশ্লেষণ করি, তবে কিন্তু ঐ প্রতিধ্বনিকেই রাজার অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত সত্যস্বরূপোপলব্ধি বলে মনে করতে পারি। যেখানে সারা বিশ্বেই প্রিয়াস্পর্শ, পর্বতেও তিনি তার উত্তর খুঁজে পান। যাকে আমরা কেবল মিথ্যাময় প্রতিধ্বনি বলে ভাবছিলাম — তা-ই আসলে সত্যবাণী। 'হৃৎকন্দরমুখবিসর্পী প্রতিশব্দঃ'। পুরূরবাকে জানাচ্ছে — বিরহের অনলেই তুমি তার রূপ জানবে। প্রসঙ্গ একটু ভিন্ন হলেও (সেখানে তিনি পরম আনন্দময় ঈশ্বরের অনুভূতির কথা বলেছেন।) কবিগুরুর 'শ্রাবণসন্ধ্যায়' প্রবন্ধে বলা একটি কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যেখানে কবি বর্ষার বিরহময়তাতেও পরম আনন্দময়ের খোঁজ পেয়েছেন — "বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ উচ্ছ্বাস।" (র. র., চতুর্দশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১৯৯২, পৃ. ৮৩৯। ১৯০৯ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে সতেরোটি খণ্ডে 'শান্তিনিকেতন' প্রকাশিত হয়। তখন প্রতিটি রচনায় শিরোনাম ছিল। পরবর্তীকালে ১৩৪১ এবং ১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'শান্তিনিকেতন' পুনঃপ্রকাশিত হলে শিরোনাম বর্জিত হয়। বর্তমান সম্পাদক রবীন্দ্ররচনাবলীর যে সংস্করণ ব্যবহার করেছেন তাতে শিরোনাম নেই।)

'কুমারসম্ভবে' মদনের পরাভব এবং পার্বতীর জ্ঞানোদয় ভেবে দেখতে পারি। মদন আছে, মদন থাকবে — তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সে যখন অন্য ধর্মের ব্যাঘাত ঘটাতে উদ্যত হচ্ছে, নিজের উদ্ধত গরিমায় — তখনই তার পরাভব। আরোপিত সৌন্দর্য নিয়ে পার্বতী শিবের কাছে গেলেন — রূপে ভোলাতে, ভালোবাসায় নয় ; হাত দিয়ে মনের দুয়ার খুলতে গেলেন — 'গান' দিয়ে নয়। (তুলনীয় ঃ "আমি / রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাব। / আমি / হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব। / ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে — / সোহাগ আমার মালা ক'রে গলায় তোমার দোলাব।"

র.র., চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, গান নং ৭৮৯, পৃ. ৩৩৩) তাই তার পরাভব। কেবল সৌন্দর্য সৌন্দর্যমাত্র। সৌন্দর্য এবং উদারতা — দুয়ে মিলে সুন্দর। শিব-ভাবনায় ভাবিত না হয়ে শিবকে পাওয়ার প্রচেষ্টা ফলবতী হতে পারে না। অন্য ধর্মকে আহত করে নিজ ধর্মের জয়পতাকা প্রোথিত করতে গেলে মঙ্গল আসে না। সন্তানহীন দিলীপ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে যাচ্ছিলেন — সত্য কথা। কিন্তু 'পূজ্যপূজাব্যতিক্রম' করে তা করতে গেলেন বলেই অভিশাপ পেলেন।

মহাকবি কালিদাস সৌন্দর্য এবং কল্যাণকে পৃথকভাবে রাখতে চাননি, রাখা যায়ও না এবং ঠিক এ কারণেই শকুন্তলার বিরহ, দুষ্যন্তের অনুশোচনা। আশ্রমধর্ম পালনের সামান্য একটি ত্রুটির জন্য এত কষ্টভোগ লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হতে ইচ্ছা হলেও কালিদাসের জীবনদর্শনের কথা ভাবলে তা ন্যায্যই মনে হয়। আত্মভাবনা সমাজভাবনার উপরে স্থান পেলে পার্যন্তিক অমঙ্গল। কালিদাস তা হতে দেননি। দুর্বাসার অভিশাপ একারণেই মঙ্গলের বার্তাবহ। জীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই অভিশাপের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কোন বিশেষ স্থান দ্রুত সূর্যতাপের আধিক্য গ্রহণ করলে সেখানকার বাতাস হঠাৎ বেশি উষ্ণতা লাভ করে এবং দ্রুত উর্দ্ধগামী হয়। শূন্যস্থান পূর্ণ করতে ছুটে আসে চারপাশের বায়ু; শুরু হয় অল্পসময়ের ঘূর্ণিপাক এবং অতঃপর সমভাব। কামনার তাপও বেশি হলে কর্তব্যপালন লঘু হয়ে যায়, দূরে চলে যায়, আর সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য ছুটে আসে অভিশাপ — যা আপাততঃ ঘূর্ণিপাকের মত মনে হলেও, সমতার অগ্রগামী দূত। প্রকৃতিতে শূন্যস্থান থাকে না। থাকে না জীবনেও। শকুন্তলা যে অভিশাপ পেয়েছে, তা তার নিজের সৃষ্টি। দুর্বাসার অভিশাপ চাপানো কোন ব্যাপার নয়। মহাভারতের বৃত্তান্তে তো দুর্বাসার অভিশাপ নেই। অভিশাপ কি শকুন্তলা ভোগ করেনি। অবশ্যই করেছে, এমনকি কালিদাসের নাটকের শকুন্তলার চাইতেও বেশি ভোগ করেছে। শকুন্তলার গর্ভে সন্তান এসেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, বড় হয়ে যুবরাজ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে — তখনো শকুন্তলার খোঁজ রাজা করেননি। এই সুদীর্ঘ বছরগুলির প্রতিটি ক্ষণ সে সখীদের কাছে লজ্জায় মাথা নত করে থেকেছে, আকাশের ধূলিরাশিকেও সে দুষ্যন্তের পাঠানো রথী-পদাতির পদধূলি ভেবে আশান্বিত হয়েছে, ভুল বুঝতে পেরে দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ ঢেকেছে। (তুলনীয় ঃ বীরাঙ্গনা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পত্র' ঃ "হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ আকাশে ; / পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে ; / অমনি চমকি ভাবি, — মদকল করী, / বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে, / পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি, / কিঙ্কর কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে, / প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ডাকি সখীদ্বয়ে ; / কহি — হ্যাদে দেখ সই, কতদিনে আজি / স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তার দাসীরে! / ..../ "নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা ; / কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!" / ..../ "না জানি কি কহি কারে, হায় শূন্যমনে! / বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে, / হারাই সতত জ্ঞান......" দ্রঃ মধুসূদন রচনাবলী, প্রধান সম্পাদক, অজিতকুমার ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮ 'মহাভারতের' শকুন্তলা অবশ্যই পুত্রের পিতৃপরিচয় জানার জিজ্ঞাসা থেকে রেহাই পায়নি — পিতার উপেক্ষা পুত্রের মুখেও বেদনার ছাপ রেখেছে — শকুন্তলাকেও তাও সহ্য করতে হয়েছে।

তবে অভিশাপেই কালিদাসের সাহিত্যের তাৎপর্য নয় — তাৎপর্য অভিশাপের মোচনে।

শাশ্বত মঙ্গল উপাসনায় অভিশাপকে তিনি উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সংঘাত নয় — সংঘাতোত্তর শান্তিই তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্য। অভিশাপের ঘন অন্ধকারের পেছনেই সাতরঙা ভোরের সূর্য মুঠো মুঠো আশীর্বাদের বর্ণালী ছড়িয়েছে —

"দুঃখ যে তোর নয়রে চিরন্তন —
পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত এইখানে সব হবে গত,
চিরপ্রাণের আলয়-মাঝে বিপুল সান্ত্বন।
মরণ যে তোর নয়রে চিরন্তন —
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি, ছিঁড়বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে পূজার কুসুম ঝরে পড়ে,
যাবার বেলায় ভরবে থালার মালা ও চন্দন।"

(র.র., চতুর্থ খণ্ড, গান নং ৯৬১, পৃ. ৩৯৪)

হংসপদিকার সঙ্গীতের তাৎপর্য

আশ্রমলালিতা শকুন্তলা তাঁর আজন্ম-পরিচিত তপোবন এবং সকলের স্নেহসান্নিধ্য ত্যাগ করে পতিগৃহের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে — চতুর্থ অঙ্কের এখানে পরিসমাপ্তি। পঞ্চম অঙ্কের যবনিকা উন্মোচনের পরই নেপথ্যে এক সুমধুর সঙ্গীতের সুর শোনা যায়। জানা গেল রাজারই একদা প্রিয়পাত্র হংসপদিকা গান গাইছে। গানটি হল —

অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিম্হরিও সি ণং কহং ॥

সং ছায়া ঃ অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম্ ॥

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় — 'হে মধুকর! তুমি সবসময়ই নতুন মধুর আস্বাদ পেতে চাও। তাই সহকার-মঞ্জরীকে সেইভাবে আস্বাদ করে এসেও এখন পদ্মের মধুতে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভুলে গেছ।' সঙ্গীতের অক্ষরার্থ এরকম হলেও রাজার 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ' অর্থাৎ 'এই হংসপদিকা একবারই মাত্র তাঁর প্রণয়ের আস্বাদ পেয়েছে' — এই কথা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এখানে সহকারমঞ্জরী বলতে একদা রাজার প্রেমাস্পদ হলেও এখন অবহেলিতা, বঞ্চিতা হংসপদিকাকে বোঝাচ্ছে। হংসপদিকার এই গানে রাজার চরিত্র উদ্ঘাটন এবং একাধিক নাটকীয় ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়।

রাজা দুষ্যন্ত মধুকরবৃত্তি অর্থাৎ তাঁর স্বভাব ভ্রমরের মত। ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে মধুপান করে, এক ফুলে তার তৃপ্তি হয় না, তেমনি রাজা দুষ্যন্তও এক নারীতে তৃপ্ত নন; নিত্য-নতুন রমণীসান্নিধ্যই তাঁর কাম্য। (বৈষ্ণব কবিতায়, পুরুষমাত্রেরই এই চঞ্চল স্বভাবের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। তুঃ "পুরুষ ভ্রমর দুই হো এক মান। / নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥"— বড়ু চণ্ডীদাস ; 'পরুস ভমরসম কুসুমে কুসুমে রম / পেঅসি করএ কি পারে।" — বিদ্যাপতি)। শুধু তাই নয় — ভ্রমরের মতই 'পুরাতন-প্রেম' তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করেন। হংসপদিকার গানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।" (প্রাচীন সাহিত্যে 'শকুন্তলা')। দুর্বাসার অভিশাপের অভিনব বৃত্তান্ত সংযোজন করে কালিদাস তাঁর নাটকের নায়ক দুষ্যন্তকে 'রাজার মত রাজা এমনকি দেবতা' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'দুর্বাসার শাপ') করে তুললেও তিনি যে প্রকৃতপক্ষে 'কিছু বেশী রিপুপরবশ', 'রিপুর শাসনে স্খলিতপদ' (চন্দ্রনাথ বসু, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অর্থ') — সামাজিক দর্শকবৃন্দকে সুকৌশলে ব্যঞ্জনার

মাধ্যমে ইঙ্গিতে তা প্রকাশ করলেন এই হংসপদিকার গানের মধ্য দিয়ে। স্থূল আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ঊর্ধ্বে যতদিনে না রাজা পৌঁছেছেন, ততদিন তাঁকে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হতে হয়েছে। রাজা দুষ্যন্তের স্বভাব-নিহিত এই রিপুপরবশতার ব্যঞ্জনা না থাকলে, কেবলমাত্র শকুন্তলার অপরাধে দুষ্যন্তের মর্মান্তিক যাতনাভোগের বর্ণনা অকারণ মনে হত।

চতুর্থ অঙ্কের শুরুতে বিষ্কম্ভকে দুর্বাসার অভিশাপবাণী শোনার পর শকুন্তলার জন্য প্রত্যেক দর্শকের মনে উদ্বেগ জমা হয়। পরে প্রিয়ংবদার প্রচেষ্টায় কোন অভিজ্ঞান-আভরণ দেখাতে পারলে শাপের অবসান হবে — একথা জেনে মনে স্বস্তি আসে ; কেননা যাবার সময় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়ে গেছেন — তা সবাই জেনেছেন। এই অবস্থায় রাজা শকুন্তলাকে প্রথমে চিনতে না পারলেও — শকুন্তলা অনায়াসেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দেখিয়ে তাঁর পত্নীত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন — এরকম ধারণা হয়। ঔৎসুক্য থাকে দুর্বাসার অভিশাপ আদৌ ফলে কিনা, কিংবা কিভাবে ফলে এবং কিভাবেই বা তার প্রতিকার হয় তা জানার জন্য। এই সময়েই হংসপদিকার গানে রাজার ভ্রমরবৃত্তির উল্লেখে এবং সেই গান শুনে রাজার 'ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি' (প্রিয়জনের বিরহ ব্যতিরেকেই) অকারণ উৎকণ্ঠার কথা শুনে সবাই বুঝতে পারেন যে দুর্বাসার অভিশাপ ফলপ্রসূ হতে চলেছে। দর্শকদের মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ এনে দিচ্ছে এই সঙ্গীত। 'সহকারমঞ্জরী' শুধু হংসপদিকাই নন, শকুন্তলাও আরেক 'সহকারমঞ্জরী' — এরকম অশুভ আশঙ্কা মনে দানা বাঁধে। 'পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে বলেই সুন্দর কিছু দেখলে মানুষের মন উৎসুক হয়ে ওঠে —' রাজার এই কথাতে শকুন্তলার পূর্বপ্রণয়ের কথা মনে পড়লেও পড়তে পারে এরকম ক্ষীণ আশাও মনে জাগে। শকুন্তলার ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে তা আর এখন নিশ্চিত নয়। অজ্ঞাত পরিণতির এই দোদুল্যমানতা এই অঙ্ককে সার্থক নাটকীয়তার মণ্ডিত করেছে। স্নিগ্ধ তপোবনে কণ্ব-গৌতমীর স্নেহচ্ছায়ায়, সখীদের অকৃত্রিম প্রীতিমাধুর্যে লালিত শকুন্তলার 'মহীসপত্নী' হওয়ার আশা এবং রাজা দুষ্যন্তের রূঢ় প্রত্যাখ্যান, 'পরভৃত'বৃত্তিতার নিদারুণ অপবাদ — এই দুইয়ের মধ্যে যেন যোগসূত্র বেঁধেছে হংসপদিকার গান।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখেছি রাজা দুষ্যন্ত বিদূষকের কাছে 'শকুন্তলা-ব্যাপার' অকপটে ব্যক্ত করেছেন ; বিদূষকও স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে রাজার 'মুখ-বদলানোর' অভ্যাসের ('জহ কস্স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্স তিন্তিণীএ অহিলাসো ভবে, তহ ইত্থিআরঅণপরিভাবিণো ভবদো ইঅং অব্ভত্থণা) প্রতি কটাক্ষ করেছেন। অঙ্কের একেবারে শেষে কিন্তু যখন বিদূষককেই রাজার প্রতিনিধি হিসাবে রাজমাতার পুত্রপিণ্ডপালনে পাঠানো স্থির হল, তখন পাছে বিদূষক রাজান্তঃপুরে তাঁর এই অভিনব সংগ্রহের কথা প্রকাশ করে দেন সেই ভয়ে তিনি শকুন্তলার প্রতি তাঁর প্রণয়ের ব্যাপার একেবারেই কাল্পনিক, 'পরিহাস-বিজল্পিত' বলেন। বিদূষকও 'মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি'তে তাই সত্য বলে গ্রহণ করেন। এখন প্রত্যাখ্যানের সময় যদি বিদূষক উপস্থিত থাকেন তবে বিদূষক তখনই রাজাকে দ্বিতীয় অঙ্কে তার কাছে বলা রাজার কথাকেই সত্য বলে বুঝতে পারতেন এবং রাজাকে তা মনে করিয়ে দিতে পারতেন। ফলে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান সম্ভব হত না। কালিদাস তা চাননি। স্থূল কামনার পরিশুদ্ধি, কামের প্রেমে পরিণতি প্রভৃতি যা তিনি প্রতিপাদন করতে চান তা সম্ভব হত না। সুতরাং শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের সময়

বিদূষককে রাজার কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। হংসপদিকার অভিমান শান্ত করতে রাজা বিদূষককে অন্তঃপুরে যেতে বললেন। বিদূষকের এই অনুপস্থিতি নাটকের স্বার্থে একান্ত অপেক্ষিত ছিল। শুধু তাই নয় ; কণ্বশিষ্যদের নিবেদন, শকুন্তলার রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা ইত্যাদির জন্য যে অবসরের প্রয়োজন — বিদূষকের "অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে সহজে নিস্তার নেই" এই কথায় নাট্যকার তারও ব্যবস্থা রাখলেন। দেখা যাচ্ছে নাটকীয় বিষয় বিন্যাসে হংসপদিকার সঙ্গীতের এই দিক দিয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

অঙ্কবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ববিচার

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে অঙ্কের সংখ্যা সাত। এই সাতটি অঙ্কের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে নানা জনে নানা মত। তবে অধিকাংশের মত হল চতুর্থ অঙ্কই শ্রেষ্ঠ।

"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশাকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥"

পাঠান্তর ঃ

"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞান-শাকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কস্তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্ ॥"

অর্থাৎ কালিদাসের সাহিত্যকীর্ত্তির মধ্যে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' শ্রেষ্ঠ, আবার এই নাটকের চতুর্থ অঙ্ক যেখানে শকুন্তলা তপোবন থেকে পতিগৃহে যাচ্ছে, সেই অংশ শ্রেষ্ঠ। পাঠান্তর অনুসারে ঃ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শাকুন্তল' শ্রেষ্ঠ, তারমধ্যে চতুর্থ অঙ্ক শ্রেষ্ঠ, তার মধ্যে চারটি শ্লোক শ্রেষ্ঠ।

অনেকে আবার বলেছেন — তা নয়, পঞ্চম অঙ্কই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' শ্রেষ্ঠ।

"শাকুন্তলচতুর্থোঽঙ্কঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইতি প্রথা।
ন সর্বসম্মতা যস্মাৎ পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ ॥"

সপ্তম অঙ্ককেও অনেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

"কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্রাপি চ শকুন্তলা।
সপ্তমোঽঙ্কস্তু তত্রাপি তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্ ॥"

প্রকৃতপক্ষে এভাবে অঙ্কগত বিচার করে কোন এক বিশেষ অঙ্ককে প্রাধান্য দেওয়া নাটকের সামগ্রিকতার উপর অবিচারের নামান্তরমাত্র। চতুর্থ অঙ্কের বিদায়ক্ষণের পূত পবিত্র স্নিগ্ধ তপোবন এবং তাপস-সান্নিধ্যের সঙ্গে পঞ্চম অঙ্কের প্রবঞ্চনাময় রুক্ষতাই তাকে নাটকীয়তায় মণ্ডিত করেছে। ষষ্ঠ অঙ্কের অনুতাপক্লিষ্ট দুষ্যন্তই সপ্তম অঙ্কে উজ্জ্বলতর হয়েছেন। সুতরাং এগুলিই কোনটাই এককভাবে বিশেষ কোন অঙ্কের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। বিভিন্ন ঘটনার পশ্চাৎপটে এক এক জায়গায় বৈচিত্র্যের স্ফুরণ হয় মাত্র। এই নাটকের ক্ষেত্রেও প্রতিটি অঙ্কই তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাটকীয়তার গতি সঞ্চার করেছে। তাই কোন অঙ্কেরই গুরুত্ব লাঘব করা চলে না।

যাই হোক, যাঁরা এই নাটকের চতুর্থ অঙ্ককেই শ্রেষ্ঠ বলেন, তাঁরা প্রধানভাবে বিদায়কালীন করুণদৃশ্যের বর্ণনা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা, কণ্বের উপদেশ ইত্যাদির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই চতুর্থ অঙ্কেই দেখি বিদায়কালে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমতরুর কাছে শকুন্তলার

পতিগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। কোকিলের রবে তিনি অনুমতির সঙ্কেত পান। বনদেবতারা যোগ্য আভরণ-বসন প্রদান করেন। শকুন্তলার বিদায়ব্যথায় প্রকৃতিও স্তব্ধ। তুঃ "উগ্গলিঅদব্ভকবলা মিআ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরা। ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাওঃ॥" আজন্ম শকুন্তলার মাতৃস্নেহলালিত মৃগশাবক বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে তার গতিরোধের ব্যর্থ প্রয়াস করে। মহর্ষি কণ্ব তপোধন ঋষি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ গৃহীর মত আজ আকুল। কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ, দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন। দুই সখীরও একই অবস্থা। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে কন্যার পতিগৃহে যাওয়ার সময়ের এই করুণদৃশ্যের আবেদন সর্বকালের, সর্বজনের। পতিগৃহে নববধূর আচরণীয় কর্ত্তব্যনির্দেশ মহর্ষি কণ্ব যেভাবে করেছেন — তারও চিরন্তন মূল্য আছে। এইসব বিষয় বিবেচনা করেই চতুর্থ অঙ্ককে অনেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য যে, চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক শ্লোকটির "যত্র যাতি শকুন্তলা" এই অংশের পরিবর্তে 'তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্' এরকম পাঠও আছে। প্রশ্ন হবে — কোন্ চারটি শ্লোক? 'যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি ...' (৪.৬), 'পাতুং ন প্রথমং ...' (৪.৯), অস্মান্ সাধু ...' (৪.১৭), 'অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ...' (৪.১৯), 'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ ...' (৪.১৮), 'ভূত্বা চিরায় ...' (৪.২০), 'শমমেষ্যতি মম শোকঃ' (৪.২১) — এইসব শ্লোকগুলিকে বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তির কারণে ('যাস্যত্যদ্য...', 'পাতুং ন প্রথমং...', 'শমমেষ্যতি...'), শাশ্বত মূল্যবোধের উপদেশে ('শুশ্রূষস্ব গুরূন্...' — এই শ্লোকের 'সপত্নীজনে'র পরিবর্তে কালানুসারে ননান্দৃজনে' — এই পাঠ করা যেতে পারে। দ্রঃ 'মহাকবি কালিদাসের শ্লোকচতুষ্টয়', রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৫০) এবং বর্ণনাবৈচিত্র্যের বিচারে এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চমাঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব যাঁরা প্রতিপাদন করতে চান, তাঁরা এই অঙ্কের ঘটনার সুষ্ঠু সন্নিবেশ, আদর্শ দ্বন্দ্বের বর্ণনা-নৈপুণ্য প্রভৃতিকেই নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ অঙ্কে স্নিগ্ধ কণ্বাশ্রমের দৃশ্য — সরলতার, পবিত্রতার, স্নেহের ও প্রেমের বর্ণনা, তপোধন মহর্ষিরও স্নেহক্ষরা ব্যবহার, পঞ্চমাঙ্কের রাজপ্রাসাদের উদ্ধত ঐশ্বর্য্য, ভোগৈকসর্বস্ব জীবনের চিত্র, কর্ত্তব্যের রূঢ়তা, মোহাচ্ছন্ন রাজার অকারণ মিথ্যাপবাদ — দুই অঙ্কের এই পারস্পরিক সংঘাত পঞ্চমাঙ্কে পরিস্ফুট হয়েছে। হংসপদিকার সঙ্গীতশ্রবণে দর্শকদের মনে সন্দেহের ছায়া ঘনালেও রাজা দুষ্যন্ত তাঁর গোপন প্রণয়ের অমলিন স্মৃতি থেকে একেবারে চ্যুত হবেন — এমন কথা ভাবা যায় নি ; কিন্তু তাই ঘটেছে। আবার, যে শকুন্তলা নমনীয়তার কমনীয়তার প্রতিমূর্ত্তি, বিশ্বস্ততার, সরলতার জীবন্ত প্রতীক, বিপদের মুখে সেই শকুন্তলাই ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রমাণ উপস্থিত করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ; নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। স্বভাবতঃ কামপরবশ মধুকরবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও রাজা দুষ্যন্তের ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা যে দৃঢ়তার সঙ্গে ফুটে উঠেছে, তা এক কথায় অনন্য। কণ্বশিষ্যের অন্যতম শার্ঙ্গরবের ক্রোধোদ্দীপ্ত অভিসম্পাত, গৌতমীর শকুন্তলার অবগুণ্ঠন-উন্মোচনে রাজার প্রত্যয় উৎপাদনের সরল প্রচেষ্টা, শকুন্তলাকে একাকিনী রাজসভায় ত্যাগ করে যাওয়ার সময় শকুন্তলার আশ্রমে ফিরে যাওয়ার আকুল আবেদনে শার্ঙ্গরবের কঠোর ভর্ৎসনা, ক্রন্দনরতা শকুন্তলাকে আকাশচারিণী মেনকার নিয়ে যাওয়া— সবই নাটকীয়তায় মণ্ডিত। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে নাটকীয়তা চতুর্থ অঙ্কের চেয়ে পঞ্চমাঙ্কেই বেশী। (পূর্বের

বক্তব্যের অনুসরণে এখানেও স্মরণ রাখতে হবে যে অন্য অঙ্কের, বিশেষতঃ, অব্যবহিত পূর্বের চতুর্থ অঙ্কের পটভূমিকাতেই তা সৃষ্ট ; এককভাবে পঞ্চমাঙ্কের সম্পদ নয়)। চতুর্থ অঙ্কের করুণ বিদায় দৃশ্যে যতটা কাব্য, ততটা নাটক নেই বলেই ধারণা। নাটকের মধ্যে কাব্যত্ব বেশী প্রকট হলে তা তখন আর 'নাটক' থাকে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'র সূচনা-পত্রে করা মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে — "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি।..." বিসর্জন নাটকের উৎসর্গ-পত্রেও তিনি বলেছেন —

"রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি ॥"

এই হিসাবে চতুর্থ অঙ্কের লিরিকধর্মিতা যত বেশী নাট্যধর্মিতা ততটা নেই বলে ধারণা।

'শুশ্রূষস্ব' ইত্যাদি শ্লোকের অত্যুত্তমত্ব প্রভৃতিও বিচার্য। কাব্যের উপদেশমূলকতার তত্ত্ব অস্বীকার না করেও বলা যেতে পারে, সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত, প্রায় বেদাদিসম্মিত উপদেশ প্রদান কাব্যের লক্ষ্য নয়, তা আসবে কান্তাসম্মিত উপায়ে।

শকুন্তলা একজনকে ভালোবেসে সমাজের কর্তব্যকে অবহেলা করেছিলেন। তাই তার জীবনে অভিশাপ এবং দুর্ভোগ। আবার দুষ্যন্তের স্থূল কামনায় প্রেমের মহিমা নেই, ভোগলোলুপতা আর প্রেম এক নয় — তাই তার জন্যেও অনুতাপদাহের বিধান করা কালিদাসের অভিপ্রায় ছিল। এই দুই উদ্দেশ্যই ষষ্ঠ অঙ্কেই সিদ্ধ হলেও কালিদাসের নাটকটিকে সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত দীর্ঘ করার কতগুলি বিশেষ কারণ ছিল। এই নাটকে 'তরুণ বৎসরের ফুলে'র 'পরিণত বৎসরের ফলে' পরিণতি, স্বর্গ-মর্ত্যের মিলন, স্থূল কামনার শুচিস্নিগ্ধ প্রেমে পরিণতি প্রভৃতি যা এই নাটককে অন্য নাটক থেকে বিশিষ্ট করেছে তা সপ্তমাঙ্কের কারণে হয়েছে। পাতিব্রত্য ধর্মের জয় এই অঙ্কেই দেখানো হয়েছে। বীর, অদ্ভুত, করুণাদি রস, বাৎসল্য, অনুতাপ, ধৈর্য্য, শৃঙ্গার-করুণের সাঙ্কর্য, দুষ্যন্তের অপরাধ স্বীকার এবং আত্মসমর্পণ, শকুন্তলার উদারতা প্রভৃতি দৃশ্য এই অঙ্কে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা অত্যুত্তম। এই কারণে সপ্তম অঙ্ককেও অনেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এর মধ্যে আবার 'মোহান্ময়া সুতনু' (৭.২৫), 'শাপাদসি প্রতিহতা...' (৭.৩২), 'সুতনু হৃদয়াৎ...' (৭.২৪) এবং 'উদেতি পূর্বং ...' (৭.৩০) — এই চারটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকগুলিকে দুষ্যন্তের অপরাধবোধ, পত্নী এবং পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দ প্রভৃতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দুই মিলনচিত্র

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে নায়ক দুষ্যন্ত এবং নায়িকা শকুন্তলার দু'বার মিলন দেখানো হয়েছে। প্রথমটি কণ্বাশ্রমে মালিনী নদীর তীরে বেতস কুঞ্জে এবং পরেরটি স্বর্গমর্ত্যের সঙ্গমে হেমকূট পর্বতে মারীচের আশ্রমে। প্রথম মিলনে জৈবিক প্রেরণার প্রাধান্য, বিবেচনা ও আত্মসংযমের অভাব, — নায়ক-নায়িকা উভয়পক্ষেই। দ্বিতীয়ে আত্মিক মিলন, স্থূলতার উর্ধ্বে, জৈবিকতার উর্ধ্বে, শুচিস্নিগ্ধতায় মণ্ডিত। প্রথম মিলনে অপরিণতির ছাপ (বিশেষতঃ শকুন্তলার ক্ষেত্রে), ভাবনাবিহীন বল্গাহীন উদ্দামতার প্রকাশ — দ্বিতীয়ে তা পরিণত, প্রেমের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারে মহান। প্রথম মিলনের ফল বিষময়, প্রত্যাখ্যানের অপমানে কালিমালিপ্ত — দ্বিতীয়ে তা স্বর্গীয় সৌরভ, মান-অভিমানের উর্ধ্বে স্বচ্ছতায় মণ্ডিত। প্রথম মিলনে আত্মসর্বস্বতা, সমাজকে উপেক্ষা — দ্বিতীয়ে তা সর্বজনীন, জগতের কল্যাণে নিয়োজিত। প্রথম মিলন উদ্দেশ্যহীন, রূপের মোহে আবিষ্ট যুগলের পারস্পরিক দেহদানমাত্র — দ্বিতীয়ে রূপজ মোহের উর্ধ্বে আত্মিক মিলন। প্রথম মিলন ক্ষণিক, ভঙ্গুর — দ্বিতীয় শাশ্বত, চিরন্তন।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের প্রথম চার অঙ্কের ঘটনা বিশ্লেষণ করতে দেখা যাবে যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার পরিণতি স্বাভাবিকভাবেই শুভ হওয়ার কথা নয়। দুষ্যন্তকে দেখা মাত্র শকুন্তলার মধ্যে বিকার। অপ্সরা মেনকার গর্ভে এবং ঋষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গে তার জন্ম — এটা মেনে নিয়েও, আজন্ম শান্তরসাস্পদ আশ্রমে লালিত হওয়ার কোন ছাপ তার স্বভাবে প্রতিফলিত হয় নি দেখে অবাক লাগে। শুধু তাই নয়,— যে মহর্ষি তার দুর্দৈব শান্তির জন্য সুদূর সোমতীর্থে গেছেন, যাঁর পিতৃস্নেহ মাতৃপরিত্যক্ত তাকে আশ্রমের স্নেহসান্নিধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে — দুষ্যন্তকে হৃদয় সমর্পণের আগে সে তাঁর অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি। শুধু তাই নয়, মহর্ষি কণ্ব না হয় অনুপস্থিত ছিলেন — মাতৃসমা গৌতমীর অনুমতির অপেক্ষা সে রাখেনি। দুষ্যন্তকে হৃদয় সমর্পণের আগে 'মদনসন্তপ্তা হলেও নিজের উপর আমার প্রভুত্ব নেই' — একথা বললেও সে দুষ্যন্তের 'মৈথুন্য' 'কামসম্ভব' গান্ধর্ববিবাহের শাস্ত্রসিদ্ধতার যুক্তির কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। সোজা কথায়, প্রেমের প্রেরণা নয়, কামের প্রেরণাতেই তাদের প্রথম মিলন। তার ফলেই সামাজিক কর্তব্য থেকে সে ভ্রষ্ট হয়েছে। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি' 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি'তে পরিণত হয়নি বলেই, কাম প্রেমে উত্তীর্ণ হয়নি বলেই দুর্বহ অভিশাপের ভার তাদের বইতে হয়েছে। নায়ক-নায়িকার যৌবনোচ্ছল প্রেমলীলার বর্ণনা কালিদাসের এই নাটকের বিষয়বস্তু নয়। তপস্যা, সংযম, নিষ্ঠার মাধ্যমে দেহনিষ্ঠ কামের দেহাতীত প্রেমে পরিণতি বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য। প্রথম মিলনের সময় রাজার করা শকুন্তলার বর্ণনা ("অধরঃ কিসলয়রাগঃ... কুসুমমিব যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥" ১.১৯ ; " চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং ... রতিসর্বস্বমধরম্" ১.২১ ইত্যাদি) এবং নিজের সম্বন্ধে "তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব" (৩.১৪), "অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ কুসুমস্যেব

নবস্য ষট্পদেন। অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥" (৩.২১) ইত্যাদির সঙ্গে সপ্তম অঙ্কে পুনর্মিলনের সময়ে শকুন্তলার বর্ণনা — "বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।" (৭.২১) অথবা দুষ্যন্তের শকুন্তলার পদতলে পতিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা, তার চোখের জল মুছে দেওয়ার বর্ণনার প্রভেদ বিবেচনা করলেই তা যেকোন পাঠকের চোখে ধরা পড়বে। স্বর্গীয় পারিজাতের সুবাস এই মর্ত্যে দুর্লভ। তার আঘ্রাণ পেতে গেলে বহু পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বহু সুকৃতির প্রয়োজন। স্বর্গীয় প্রেম উপলব্ধিও তেমনি বহু অনুতাপ, বহু পরীক্ষার অনলে 'অগ্নিশুদ্ধ' হয়ে তবে লাভ হয়। এই নাটকের দুই মিলনও তাই দুই জায়গায়। প্রথম এই মাটির পৃথিবীতে, যেখানে পদে পদে স্খলন, ইন্দ্রিয়বশ্যতা ; দ্বিতীয়— স্বর্গে, যেখানে ত্যাগ, তিতিক্ষা আর সংযম। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ এই নাটককে একাধারে 'প্যারাডাইস লষ্ট' এবং 'প্যারাডাইস রিগেনড্" বলেছেন। রাজার অনুতাপদাহ এবং শকুন্তলার তপস্যায় তাঁদের প্রাথমিক ভোগৈকসর্বস্বতার সার্বিক মঙ্গলময়তায় নাটকের সমাপ্তি। "কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন সেখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা।" (রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা') "যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই ॥" (ঐ)। এই কারণেই সপ্তম অঙ্কের মিলনে দেখি সেখানে কোনো রিপুর চাঞ্চল্য নেই, রূপের মোহ নেই, বন্ধনহীন ভাবাবেগ নেই— শান্ত, স্নিগ্ধ, মোহহীন, দগ্ধ স্বর্ণের পরিপক্ক-ঔজ্জ্বল্যে বিদ্যমান এক অপূর্ব মিলন। এই নাটকের দুই মিলন — পার্থিব মিলনের স্বর্গীয় মিলনে পরিণতি গ্যেটের ভাষায় 'বসন্তের ফুলে'র 'গ্রীষ্মের ফলে', আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নব বৎসরের কুঁড়ি'র 'বরষশেষের পক্বফলে' পরিণতি।

বহুবল্লভ দুষ্যন্তের ইতিপূর্বের বহু রমণীসম্ভোগের মত শকুন্তলার সঙ্গে মিলনও লক্ষ্যহীন ছিল। বিবাহোত্তর জীবনের পারিবারিক পূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি সম্ভবতঃ অনবহিত ছিলেন। পরিবারে সন্তানের এক সমুন্নত স্থান। প্রারম্ভিক অনুরাগের ধারা বিবাহোত্তর জীবনে যখন ক্রমক্ষীয়মাণ হয়, তখন সন্তানই হৃদয়ের দুই ভিন্ন পাড়ের মধ্যে, ভবভূতির ভাষায় 'সেতুবন্ধন' হিসাবে কাজ করে। সম্ভবতঃ এই গুরুত্বের ব্যঞ্জনা দিতেই কালিদাস আগে পুত্রের এবং তারপরে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের পুনর্মিলন ঘটিয়ে পরিপূর্ণ মিলনের চিত্র এঁকেছেন।

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’ প্রকৃতি

কালিদাসকে যে কেন প্রকৃতির কবি বলা হয় তা তাঁর যে কোন’ কাব্য বা নাটক পড়লেই অনুধাবন করা যায়। ‘ঋতুসংহার’, ‘রঘুবংশ’, ‘কুমারসম্ভব’, ‘মেঘদূত’, ‘বিক্রমোর্বশীয়’, ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ — সর্বত্রই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের, প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার অনুভূতির পরিচয় মেলে। সমগ্র ‘ঋতুসংহার’, ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে মানব-জীবনেও যে বৈচিত্র্য আসে তার কাব্যিক প্রকাশ। ‘রঘুবংশে’ও ফেনিল সমুদ্র, সবুজ বনরাজি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় এবং সেইসঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলার তুলনায় (১৩শ সর্গ), অকারণ লোকাপবাদে সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার সময় জাহ্নবী গঙ্গার নিষেধ করার প্রচেষ্টা বর্ণনায় (১৪শ সর্গ), সীতার দুঃখে বনের পশুপাখীরও করুণ অবস্থা-বর্ণনায়, ‘কুমারসম্ভবে’ হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য উন্মোচনে, অকাল-বসন্তের আবির্ভাব-বর্ণনায়, ‘মেঘদূতে’ যক্ষের অচেতন মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করায়, নদ-নদীর বর্ণনায়, নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার তুলনায়, অলকার অলৌকিক রূপ-বর্ণনায় এবং অনুরূপ অসংখ্য ক্ষেত্রে কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় মেলে। ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ নাটকেও কালিদাসের এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ‘প্রাচীন সাহিত্যে’র ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধে বলেছেন “অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।...প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।”

আলোচ্য নাটকের প্রস্তাবনাতেই গ্রীষ্মসময়ের পাটলসংসর্গে সুরভি বনবায়ুর কথা, ভ্রমরের দ্বারা ঈষদীষৎ চুম্বিত সুকুমার শিরীষকুসুমের বিলাসিনী নারীব কর্ণভূষণ হওয়ার বর্ণনা। তারপরেই আছে মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম — যেখানে গাছের তলায় পড়ে আছে পাখিদের ফেলে যাওয়া নীবার ধানের কণা, হরিণেরা যেখানে নির্ভয়, ইঙ্গুদী ফলভাঙার তৈলাক্ত পাথর যেখানে প্রায়ই চোখে পড়ে, আশ্রমের পথরেখা যেখানে সিক্ত বল্কলের জলবিন্দুতে চিহ্নিত। প্রতিটি আশ্রমতরু সেখানে সোদরস্নেহে পালিত হয়। মানুষের আদর পাবার বাসনায় সেখানে কেসরবৃক্ষ যেন ইশারা করে শকুন্তলাকে ডাকে, বনজ্যোৎস্নালতায় পরিবেষ্টিত সহকারতরুর প্রতি শকুন্তলার অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে সখীরা তাঁর মনোগত ভাবী বরের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা দেখতে পায়। নবমালিকার কথা শকুন্তলা ভুলে গেছে কি — সখীরা জানতে চাওয়ায় সে উত্তর দেয় — ‘সেদিন তো নিজেকেও ভুলে যেতে হবে।’ এমনই অন্তরঙ্গ সৌহার্দ! দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের মুখে গভীর বনে শ্বাপদ-শিকারে রত সসৈন্য রাজার অরণ্যজীবনের সুন্দর ছবি। মৃগয়ায় অনাসক্ত রাজার মহিষের নির্ভয়ে জলে অবগাহন,

মৃগকুলের অনুদ্বিগ্ন রোমন্থন, বরাহশ্রেণীর জলাশয়ের তীরে মুস্তাঘাসের উৎপাটনের বর্ণনাতেও অরণ্যের জীবকুলের ছবি জীবন্ত হয়ে ধরা পড়ে। তৃতীয় অঙ্কেও মালিনীতীরের বেতসকুঞ্জের সুন্দর বর্ণনা — পদ্মগন্ধে সুরভি জলকণার সংস্পর্শে শীতল বায়ু মদনসন্তপ্ত বিরহী-বিরহিণীর যা প্রকৃষ্ট আশ্রয়। অসুস্থ শকুন্তলার উপশমের জন্য ব্যবহার হয় মৃণাল, উশীরানুলেপন ; তাপশান্তির জন্য পদ্মপত্রে রচিত হয় তাঁর স্তনাবরণ। সখীরা যুক্তি দেয় — রাজার কাছে প্রেমপত্র পাঠান হোক। শুকোদরকোমল পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে শকুন্তলা প্রেমপত্র রচনা করেন। মৃগশিশুকে মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার অছিলায় সখীরা রাজার সঙ্গে শকুন্তলার ঘনিষ্ঠ মিলনের সুযোগ করে দেয়। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় আমরা দেখি বনদেবতারা শকুন্তলার জন্য অমূল্য আভরণ, অলক্তক, ক্ষৌমবস্ত্র উপহার দিচ্ছে — রাজরাণীর যোগ্যভূষণে তাঁদের স্নেহের কন্যাকে যেন পাঠাতে চাইছে। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমতরুর কাছে শকুন্তলার বিদায়ের অনুমতি চাইলেন — "ভো ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ — পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা / নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্। আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ। সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥" — 'ওগো আশ্রমতরু, তোমাদের জলসেচন না করে এ কোন'দিন জলপান করেনি ; কোন'দিন তোমাদের পল্লব চয়ন করে নিজেকে সাজায়নি ; তোমাদের গায়ে ফুল এলে সে উৎসবের আনন্দে মেতেছে ; সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে, তোমরা অনুমতি দাও।' আশ্রম তরুর শাখায় কোকিলের রব শোনা যায়। মহর্ষি কণ্ব বললেন — "অনুমতগমনা শকুন্তলা তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ। পরভৃতবিরুতং কলং যতঃ প্রতিবচনীকৃতমেভিরাত্মনঃ ॥" — 'শকুন্তলার যাবার অনুমতি কোকিলের রবে পেলাম।' যে আর্যপুত্রে'র চিন্তায় অতিথিপরায়ণ শকুন্তলারও কর্তব্যে চ্যুতি ঘটেছে, যে এখন তাঁর সকল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, যাঁর ক্ষণিক মিলনের স্মৃতি সে এখন শরীরে-মনে বহন করছে — তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে সে রাজধানীতে যাচ্ছে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আশ্রম ছাড়তে গিয়ে সে যেন জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার বেদনায় কাতর। 'অজ্জউত্তদংসণুস্সুআএ বি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খেণ মে চলণা পুরদো পবট্টন্তি।' — 'আর্যপুত্রকে দেখতে আমি বড়ই উৎসুক, কিন্তু আশ্রম ত্যাগ করতে পা উঠছেনা।' প্রিয়ংবদা জানায় — আশ্রমত্যাগ করতে গিয়ে শকুন্তলার যে অনুভূতি, আশ্রমের জীবকুল এমনকি উদ্ভিদকুলেরও শকুন্তলাকে বিদায় দিতে গিয়ে সেরকম অনুভূতি — তারাও শোকে মুহ্যমান। 'ণ কেবলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব। তুএ উবট্ঠিদবিওঅস্স তবোবণস্স বি দাব সমবত্থা দীসই।' (ন কেবলং তপোবনবিরহকাতরা সখী এব। ত্বয়া উপস্থিতবিয়োগস্য তপোবনস্যাপি তাবৎ সমবস্থা দৃশ্যতে)। ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, হরিণীর মুখের তৃণ খসে পড়ে, শুকনো পাতার মর্মরে বনের দীর্ঘশ্বাস। ক্ষুদ্র অবোধ হরিণশাবক শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ ক'রে তার আকুতি জানায়। এ সেই হরিণশাবক — যাকে শকুন্তলা মাতৃস্নেহে পালন করেছে, কুশের আঘাতে মুখে ক্ষত হলে ইঙ্গুদীর তেলের প্রলেপ দিয়েছে, শ্যামাধানের মুষ্টিতে যাকে সে বড় করে তুলেছে। তপোবন ত্যাগ করার শেষ মুহূর্তেও শকুন্তলা গর্ভভারমন্থরা হরিণীর সুখপ্রসব সংবাদ দেবার জন্য কণ্বকে অনুরোধ করে। "বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ

অঙ্কে দেখা যায়।" (রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা')। পঞ্চম অঙ্কের শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের রুক্ষ পরিবেশেও 'পাণ্ডুপত্রাণাং তপোধনানাং মধ্যে কিসলয়মিব' শকুন্তলার বর্ণনায় প্রকৃতির স্পর্শ অনুভূত হয়। শকুন্তলা যে প্রকৃতির কত একাত্ম তা আমরা বুঝি পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টায় রত শকুন্তলার বর্ণিত এক কাহিনীতে। একদিন শকুন্তলা এবং রাজা দুষ্যন্ত যখন নবমালিকাকুঞ্জে নিভৃতমিলনের সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন জলপানে উদ্যত রাজার কাছে একটি হরিণশাবক এসে উপস্থিত হয়। হরিণশাবককে তৃষ্ণার্ত বুঝে রাজা করুণাবশতঃ তাকে জল খাওয়ানোর জন্য কাছে ডাকলেও সে এলনা। কিন্তু শকুন্তলা তাকে ডাকতেই সে এল এবং নির্ভয়ে জল পান করলো। তখন রাজা মন্তব্য করেছিলেন —'দ্বাবপ্যত্র আরণ্যকৌ' অর্থাৎ তোমরা দুজনেই বনের বাসিন্দা। শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজার এই মন্তব্যও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ বহন করেছে। ষষ্ঠ অঙ্কেও রাজার বিরহদশায় প্রকৃতির সমব্যথার ছবি আঁকা হয়েছে। 'চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ / সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া। কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং' — আমের মুকুল বেরিয়েছে, কিন্তু পরাগ জমছে না : কুরবক কুঁড়ি হয়েই থাকছে, ফুটছে না ; শীতের অবসানে বসন্ত এলেও কোকিলের কুহুরব শোনা যাচ্ছে না। সপ্তম অঙ্কেও প্রবহবায়ু এবং মেঘরাজ্যের মধ্য দিয়ে স্বর্গ থেকে অবতরণ এবং মারীচের আশ্রমের বর্ণনায় প্রকৃতির প্রতি কালিদাসের অকুণ্ঠ অনুরাগের প্রকাশ। দেখা যাচ্ছে সমগ্র নাটকই (প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের যে কোন' সৃষ্টিই) প্রকৃতির সঙ্গে মানবজগতের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পটভূমিকায় রচিত এবং লালিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে। "শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড। ... দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট করিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না — দুষ্মন্ত, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, কণ্ব, গৌতমী, সমস্ত মিলিয়া একটি নির্জীব মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে মাত্র — এবং কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক মনে হয়।" ('কাব্যে প্রকৃতি')

সমাজচিত্র

নাটককে জীবন-দর্পণ বলা হয়, আর তাই প্রায় সব নাটকেই তৎকালীন রীতি-নীতির, সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে, নাটকের বিষয়বস্তু যে সময়ের, মূলতঃ সেই সময়ের জীবনধারাই তাতে প্রতিফলিত হয় — কবির কালের নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আজ বিংশ শতাব্দীর অন্তিম ভাগে যদি দু'শ বছর আগের কোন বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লেখা হয় তবে সেই নাটকে 'সেই সময়ে'র সমাজের ছবিই ফুটে উঠবে — এখনকার নয়। সমসাময়িক বৃত্তান্ত অবলম্বন করে লেখা নাটকে, অবশ্য এ প্রশ্ন ওঠে না। তবে প্রচলিত প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত (যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি) নাটকের উপজীব্য করলেও নাট্যকারেরা অনেক অভিনব বিষয় সংযোজন করে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সামাজিকের কাছে উপস্থাপিত করেন বলে পরোক্ষভাবে হলেও তাতে সমাজ-চিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে সমাজ-ব্যবস্থার যে দিকটি প্রথমেই নজরে পড়ে তা হল বর্ণাশ্রম-প্রথা। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং তপস্বীদের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হত। পুরুবংশপ্রদীপ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা দুষ্যন্তের কণ্বাশ্রমে প্রবেশের সময় 'পুণ্যাশ্রমদর্শনেনাত্মানং পুনীমহে', 'বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম' প্রভৃতি মন্তব্য, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে অনুপস্থিত — এটা জানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আসার সিদ্ধান্ত, ঋষিরা — এমনকি ঋষিবালকরা পর্যন্ত রাজার কাছে এলেই তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন [তুঃ দ্বিতীয় অঙ্কে — 'রাজা (আসনাদুত্থায়) অভিবাদয়ে ভবন্তৌ', '(সপ্রণামং পরিগৃহ্য) আজ্ঞামিচ্ছামি', 'কিমাজ্ঞাপয়ন্তি' ইত্যাদি, পঞ্চম অঙ্কে 'অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য ...', 'অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা প্রাগেব মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি', সপ্তম অঙ্কে 'উভাভ্যামপি বাসবানুযোজ্যো দুষ্যন্তঃ প্রণমতি' ইত্যাদি, কালক্ষেপ না করে ঋষিদের আদেশ পালন করা (তুঃ দ্বিতীয় অঙ্কে রাক্ষসবিতাড়নের দায়িত্ব গ্রহণ, তৃতীয় অঙ্কের অন্তিম পর্বে প্রিয়াপরিভুক্ত বেতস-কুঞ্জ পরিত্যাগ করতে মন না চাইলেও আকাশবাণীতে রাক্ষস-উপদ্রবের কথা শুনেই সসম্ভ্রমে 'অয়মহমাগচ্ছামি' ইত্যাদি), নিষ্কর তপস্বীদের আশীর্বাদমাত্রকেই অক্ষয় সম্পদ জ্ঞান করা (তুঃ 'তপঃষড়্ভাগমক্ষয্যম্') — এই সবই তপস্বীদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার প্রকাশ। শার্ঙ্গরবের সঙ্গে দুষ্যন্তের ক্ষুব্ধ বাদানুবাদ ঋষিদের অখণ্ড প্রতাপের প্রমাণ। সামান্যতম কর্তব্যচ্যুতি বা অবহেলাতেই তাঁদের ক্রোধ প্রকাশ পেত। দুর্বাসার অভিশাপ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক কর্তব্যপালনের মধ্যে সমাজ-ব্যবস্থা গতিশীল ছিল। তপস্বীদের যাগযজ্ঞাদি নিয়তই বহমান ছিল। ব্রাহ্মণরাও বৈদিক ক্রিয়া-কর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। পশুবলি প্রথা চালু ছিল : ব্রাহ্মণরাই যজ্ঞীয় পশুবধ করতেন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

সমাজে অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা চালু ছিল। প্রথম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের 'অপি নাম

কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ' অর্থাৎ 'মহর্ষি কণ্বের অব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হতে পারে' — এই সম্ভবনা থেকে তা অনুমান করা চলে। গান্ধর্ব বিবাহের প্রচলন ছিল। সমাজে বহুবিবাহ প্রথাও, বিশেষতঃ রাজা এবং ধনীদের মধ্যে, চালু ছিল। রাজা দুষ্যন্তের কাছে শকুন্তলার সখীদের 'রাজারা বহুবল্লভ হয়ে থাকেন, আমাদের সখী যেন অন্তঃপুরে যোগ্য মর্যাদা পায়' — এই অনুরোধ থেকে, হংসপদিকার সঙ্গীতে, 'সার্থবাহ ধনমিত্র প্রচুর অর্থের অধিকারী, সুতরাং তাঁর একাধিক পত্নী থাকার সম্ভাবনা আছে' — রাজার এই মন্তব্যে এবং অন্যান্য আরো অনেক জায়গায় এর প্রমাণ মিলবে।

পুরুষের পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষারও সমাজে প্রচলন ছিল। শকুন্তলার রাজার কাছে প্রণয়পত্র রচনা ক'রে লিখে পাঠানো এবং সখীদের 'ইতিহাস' প্রভৃতি থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার বৃত্তান্তজ্ঞানের কথায় তার পরিচয় মেলে। প্রথাসিদ্ধ লেখাপড়া ছাড়াও মুনি-ঋষিদের কাছে বিভিন্ন ধর্মমূলক আখ্যান প্রভৃতি শুনে তাঁরা শিক্ষা লাভ করতেন। শকুন্তলার অপূর্ব শ্লোক রচনা তাঁর শিক্ষা যে প্রাথমিক স্তরের ছিল না তা প্রমাণ করে। সাধারণ পড়াশুনা ছাড়া চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যাতেও পুরুষ-নারী দুয়েরই জ্ঞান ছিল। রাজা দুষ্যন্তের আঁকা একটি চিত্রফলক তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে (বিদূষক এবং সানুমতীর অকুণ্ঠ প্রশংসা ষষ্ঠ অঙ্কে দ্রষ্টব্য)। শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময় বনদেবতাদের দেওয়া আভরণ দিয়ে সখীরা শকুন্তলাকে সাজানোর সময় বলেছে 'আমরা আভরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলেও ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা থেকেই তোমায় সাজাচ্ছি।' সূত্রধারপত্নীর সঙ্গীতের মাধুর্য্য ('তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা') কালিদাসের কালে সঙ্গীতবিদ্যার প্রচলনের প্রমাণ বহন করে। হংসপদিকার সঙ্গীত বিশুদ্ধ সঙ্গীতচর্চার প্রমাণ। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এবং শকুন্তলার রাজার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে তাদের পরিশীলিত আচারবোধের পরিচয় মেলে। হংসপদিকার সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায়, সখীদের 'গৌতমী আসছেন, দুষ্যন্তকে বিদায় দাও' — শকুন্তলার উদ্দেশ্যে এই সাবধানবাণীর প্রয়োগকৌশল ("চক্কবাকবহূএ, আমন্তেহি সহঅরং, উবট্ঠিআ রঅণী') — তাদের বিদগ্ধতার প্রমাণ। তবে স্ত্রী-স্বাধীনতা খুব বেশি ছিল না বলেই ধারণা। 'স্বামী পরুষ ব্যবহার করলেও স্ত্রীর সহ্য করা' (৪র্থ অঙ্ক) 'সতী হলেও বিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে বেশীদিন থাকলে তার নিন্দা হয়' (৫ম অঙ্ক), 'পতিকুলে দাসীত্বও শ্রেয়ঃ' (৫ম অঙ্ক) 'পত্নীর উপর স্বামীর সর্বতোমুখী প্রভুতা' (৫ম অঙ্ক) ইত্যাদি তার প্রমাণ।

আশ্রমে যাঁরা বাস করতেন তাঁরা বল্কল পরিধান করলেও (তুঃ শকুন্তলার বক্ষোবাস বল্কল ঢিলে করার অনুরোধ, দুষ্যন্তের 'ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী', 'তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ' ইত্যাদি) সাধারণ মানুষেরা বস্ত্র ব্যবহার করতেন। ক্ষৌম বস্ত্র, চীনাংশুক (চীন দেশের রেশম বস্ত্র) প্রভৃতির ব্যবহার ধনীদের এবং রাজপুরুষদের মধ্যে ছিল বলে মনে হয়। অলঙ্কারে রুচি ছিল — স্ত্রী পুরুষ উভয়েই। স্বর্ণাদি অলঙ্কারের সঙ্গে ফুল পাতা প্রভৃতিও অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হত। রাজা দুষ্যন্তের পরিধানের কনকবলয় প্রভৃতি থেকেও পুরুষরাও অলঙ্কার পরতেন অনুমান করা যায়।

বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখি সর্বোচ্চ স্থান রাজার। তিনি নিজেই বিচারকার্য দেখছেন এরকম বর্ণনা আছে। বিশেষ প্রয়োজনে অমাত্যের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত। নগররক্ষায়

সচেতন রক্ষীপুরুষদের কথা আছে ষষ্ঠ অঙ্কে। অনেক সময় রাজশ্যালক রক্ষীপুরুষদের প্রধান হতেন। নিষ্ঠুরতা, সন্দেহভাজনকে উৎপীড়ন করা, 'উপরি' আয়ে আসক্তি ইত্যাদি তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। চুরি করার অপরাধে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। রাজাঙ্গুলীয়ক চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের কথা ষষ্ঠ অঙ্কে স্পষ্টভাবে (তুঃ 'একে বধ করার সময় যে মালা পরানো হবে তা গাঁথতে আমার হাত নিশ্‌পিশ্ করছে', 'তোকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে, না শকুন দিয়ে?', 'শূল থেকে নামিয়ে হাতীতে চড়ানো হল', 'যমের বাড়ী থেকে ফিরে এল') উল্লেখ করা হয়েছে। বধদণ্ড কার্য্যকর করার বিচিত্র উপায়ের কথাও এতে জানা যাচ্ছে। রাজার অপরাধে বা কু-শাসনে 'গাছে ফল-প্রসব স্তব্ধ হয়েছে কি?' — দুষ্যন্তের এই সন্দেহে রাজার সদাকর্তব্যসচেতনতা এবং প্রচলিত প্রবাদে বিশ্বাস সূচিত হচ্ছে। উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তানও পিতৃধনে অধিকারী হত জানতে পারি। (ষষ্ঠ অঙ্কে ধনমিত্রের কাহিনী দ্রষ্টব্য)।

কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রজারা তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যের ছ'ভাগের একভাগ কর হিসাবে রাজাকে দিতেন জানা যায় (তুঃ 'ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি এষ ধর্মঃ' — পঞ্চম অঙ্ক)। তবে অরণ্যবাসী মুনি-ঋষিদের তপস্যার সঞ্চিত পুণ্যফলের এক ষষ্ঠাংশ কর হিসাবে প্রাপ্য জেনে রাজারা কৃতার্থ বোধ করতেন (তুঃ 'যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্। তপঃষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদাত্যারণ্যকা হি নঃ ॥' — দ্বিতীয় অঙ্ক)।

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্য-বাণিজ্য ছাড়া বহির্ভারতেও বাণিজ্য হত। চীন দেশীয় বস্ত্রের কথা প্রথম অঙ্কে আছে। ষষ্ঠ অঙ্কে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের কথা (উল্লেখ না থাকলেও তা বহির্ভারত বলে অনুমান করা চলে) আছে। ব্যবসায়ীরা এযুগের মত প্রভূত ধনের অধিকারী ছিলেন (তুঃ 'বহুধনত্বাৎ' ইত্যাদি — ষষ্ঠ অঙ্ক)।

যান-বাহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজপুরুষ এবং ধনীদের জন্য রথ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। সপ্তম অঙ্কে আকাশমার্গে ভ্রমণের কথা আছে এবং দু'একটি বর্ণনা আকাশ থেকে মাটিতে অবতরণকালীন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল বলে মনে হয়। তুঃ 'মেঘের জলকণায় রথের চাকার ধারগুলি ভিজে আছে ; চাকার শলাকার ফাঁক দিয়ে চাতক পাখিরা বেরিয়ে আসছে এবং বিদ্যুতের প্রভায় রথের ঘোড়াগুলি ঝল্‌সে উঠছে — এসবই আমরা যে জলভরা মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।' (৭ম অঙ্ক)। 'উপরে উঠে আসছে এমন পর্বতের শিখর থেকে পৃথিবী যেন অবতরণ করছে। গাছগুলির শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি এখন দেখা যাওয়ায় সেগুলি পাতার মধ্য থেকে যেন উঠে দাঁড়াচ্ছে। যে নদীগুলি আগে শীর্ণ এবং জলশূন্য মনে হচ্ছিল, বিস্তৃতি লাভ করায় সেগুলি এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দেখ, মনে হচ্ছে কেউ যেন পৃথিবীকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছে।' (৭ম অঙ্ক)। বিমানযানের প্রচলন ছিল এটা নিশ্চিত না হলেও এ বিষয়ে ভাবার অবকাশ আছে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-লৌকিক উপাদান

সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির ছাপ থাকবে এটা প্রায় ধ্রুব সত্য। আবার এরকমটা হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয় যে প্রাচীন সাহিত্যেরই বিশেষ কোন' বর্ণনীয় বিষয়, বাক্য বা বাক্যাংশ পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতিতে আত্মভূত হয়ে পড়েছে। 'মিথ' হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয়। কালের ব্যবধান যদি বেশি হয়, সে-রকমটা হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আজ থেকে দু-হাজার বা ততোধিক বছরের প্রাচীন কোন গ্রন্থে [আলোচ্য ক্ষেত্রে কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'] লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা তাই যথেষ্ট সাবধানতার অবকাশ রাখে।

রাজা মঞ্চে এলেন হরিণকে তাড়া করতে করতে। ঋষিরা বারণ করলেন। রাজা ধনু নামালেন। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ 'তোমার একটা ছেলে হোক ; যে সে ছেলে নয় — রাজার বেটা রাজা-ছেলে'। এ-রকমটা হবার কথা নয়। 'দীর্ঘায়ু হোন' — এইরকম আশীর্বাদই বিবক্ষিত ছিল। রূপকথার গল্পের পটভূমি না থাকলে এরকম আশীর্বাদ হয় না। এ যেন সেই গল্প — এক রাজা ছিল, ঘরে ঘরে রাণী, ক্ষেতভরা ধান, রাজকোষ মোহর-জহরত-হীরেতে ঠাসাঠাসি। তবু রাজার মনে সুখ নেই। কেননা, তাঁর কোন ছেলে নেই। শেষকালে রাজা এলেন তপোবনে। ঋষি আশীর্বাদ দিলেন — 'তোমার পুত্র হবে' ইত্যাদি। সুতরাং আমরা অনায়াসেই দুষ্যন্তের আশীর্বাদ-প্রাপ্তির পটভূমিতে লোকবিশ্বাসকে, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোক-প্রচলিত গল্পকে দেখতে পারি। আরো বলি — ঋষিরা রাজাকে 'যশস্বী হোন', 'দীর্ঘায়ু হোন' ইত্যাদি না বলে হঠাৎই পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করতে গেলেন কেন? এমন তো হতে পারত, রাজার দশ-বিশটি সন্তান ঘর আলো করে আছে — সেক্ষেত্রে এ আশীর্বাদের কোনই মূল্যই থাকতো না। এমতাবস্থায় আমাদের ধরতেই হবে রাজার অপুত্রক থাকাটা এবং তার জন্য রাজার মনোব্যথার কথাটা রাজ্যে মুখে মুখে ফিরতো। সুতরাং রূপকথার সঙ্গে তা পুরো মিলে যায়।

শকুন্তলার সঙ্গে রাজার দেখা হল। দেখামাত্রই ভালোবাসা। অতঃপর রাজার কাছে — 'কাম আমায় পোড়াচ্ছে' এই ধরণের প্রণয়পত্র পাঠানো — সবই যেন রূপকথার পক্ষিরাজের গতিতে দ্রুত এগোচ্ছে। 'ক্লাসিকাল টাচ্' এতে বিশেষ নেই। বিয়ের আগেই দুষ্যন্তকে দিয়ে কথা আদায় করিয়ে নেওয়া [হোক না তা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মাধ্যমে] যে তাকেই রাজরাণী করা হবে এবং তার ছেলেকেই পরবর্তী রাজা মনোনীত করা হবে — তাও যুগযুগান্ত প্রচলিত গল্পগাথার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ক্ল্যাসিক্যাল বর্ণনার বিলাস এখানেও নেই।

শরীরের বিশেষ অঙ্গের স্পন্দন, বিশেষ বিষয় অবলোকন প্রভৃতি ভবিষ্যৎ শুভাশুভের জ্ঞাপক — এই লোকবিশ্বাসের বেশকিছু নমুনা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে ছড়িয়ে আছে। আশ্রমে রাজা ঢুকছেন ; এমন সময় তাঁর দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন। রাজা বললেন — এটা কী

করে সম্ভব! আশ্রমে বরস্ত্রীলাভ কী ভাবে হতে পারে? ['শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।']। প্রশ্ন উঠতে পারে রাজা তো 'সম্ভাবনা নেই' — বললেন ; তাহলে বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে? না তা নয়। রাজা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 'এখানে' অর্থাৎ 'এই তপোবনে' সুন্দরী জুটবে কোথা থেকে? জায়গা সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিস্ময় ; দক্ষিণবাহু স্পন্দন থেকে সুন্দরী লাভ হবে কি হবে না — এই বিষয়ে নয়। দৃঢ়মূল সংস্কার, লোকবিশ্বাস — এসবের জন্ম দেয়। পঞ্চম অঙ্কেও শকুন্তলার — [নিমিত্তং সূচয়িত্বা] 'অম্মহে, কিং মে বামেদরং ণঅনং বিস্ফুরদি?' [অহো, কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি?] 'আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন?'' — এই বলে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হওয়ার ছবি আছে। সপ্তম অঙ্কেও রাজা দুষ্যন্ত তাঁর বাহুস্পন্দনে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা পোষণ করেছেন — যদিও ততটা সৌভাগ্য তাঁর জীবনে আবার ঘটবে — একথা তাঁর বিশ্বাস হতে চাইছিল না। 'রাজা [নিমিত্তং সূচয়িত্বা] — 'মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা। পূর্ববিধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ততে॥' [দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন অনুভব করে ভাবী মঙ্গলের ইঙ্গিত লক্ষ করে] আমি আমার অভিলাষ পূরণের কোন আশা আর পোষণ করি না। সুতরাং হে বাহু, তুমি অকারণেই স্পন্দিত হচ্ছ।...' ইত্যাদি। রাজা দুষ্যন্ত বা শকুন্তলা নিমিত্তে [শুভাশুভলক্ষণে] বিশ্বাস করেছেন — শুধুমাত্র এটুকু বলেই মহাকবি কালিদাস ক্ষান্ত হননি। কালিদাস ঐসব নিমিত্তকে ভাবী শুভাশুভে পরিণত করিয়ে তবে বিশ্রাম নিয়েছেন। তার ফলে এই নাটকে লোকবিশ্বাসের বর্ণনাই নয়, তার অংশীদার যে স্বয়ং কবিও [কেবল তাঁর কল্পিত চরিত্রতারই নয়] — তারও প্রমাণ মিলছে। এই জিনিষটাই বিশেষ করে লক্ষণীয়। রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল — অথচ শকুন্তলা মিলল না কিংবা শকুন্তলার ডান চোখ কাঁপল — অথচ রাজা তাকে সাদরে বরণ করলেন, এরকমটা ঘটলে লোকসংস্কারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও দৃঢ়মূল ভিত্তি থাকতো না। সবকটিকে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কালিদাস লোকসংস্কারকে প্রায় কার্যকারণ সম্পর্কে রূপায়িত করে দিলেন। ক্লাসিকাল সাহিত্য এইভাবেই অনেক ক্ষেত্রে লোকসংস্কারকে বা বীজাকারে স্থিত লোকবিশ্বাসকে, সার্বজনীন এবং সর্বকালীন প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। কবিরা লোকসংস্কার আশ্রয় করেন, আবার কবির কাব্যে লোকসংস্কার আশ্রয় নেয়। এ যেন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। যে পুত্র বাল্যে পিতার কোলে স্নেহের আশ্রয় পায়, পিতার বার্ধক্যে সে-ই আবার পিতার আশ্রয় হয়।

এবারে আসি অন্য প্রসঙ্গে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে তরুলতার নামকরণগুলি লক্ষ করলেও এর ভিতরে লোকসংস্কৃতির ছাপ মিলবে। লতার নাম 'বনজ্যোৎস্না'। কিংবা কোন এক সহকার বৃক্ষকে লতায় বেষ্টিত অবস্থায় দেখে এবং শকুন্তলাকে বারবার তার দিকে তাকাতে দেখে সখীদের মন্তব্য — 'শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নার মত সুন্দর বর চায়' [জহ বণজোসিণী অনুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং ত্তি।'] — এগুলি অবশ্যই গাছের সঙ্গে মানুষের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার [যা 'লোক-কালচার' ('ফোক-কালচার'-এর বঙ্গীয় রূপ হিসাবে ধরা হল) এর অন্যতম বহিঃপ্রকাশ] পরিচায়ক। প্রথম অঙ্কেই, উল্লিখিত অংশের একটু আগেই দেখছি প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলছে : 'হলা সউন্দলে, এত্থ এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্ঠ। জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররূক্খও পডিভাদি।' [এই যে শকুন্তলা, তুই একটুখানি ঐখানেই দাঁড়া। বকুল গাছটার

পাশে তুই দাঁড়ালে মনে হয় গাছটা তার প্রেয়সী লতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে]। এইসব কথাবার্তায় তো আগেকার দিনের গাছের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার স্মৃতি ভেসে ওঠে। নাগর সভ্যতায় এ ধরণের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা [শহুরে লোকেরা অনেক সময় যাকে 'আদেখলেপনা' বলে থাকেন] থাকে না।

শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তকে পেতে চায় — একথাটা রাজাকে জানতে হবে। কীভাবে জানানো যায়? সখীরা বুদ্ধি জোগায় — শকুন্তলা একখানা প্রেমপত্র লিখে দিলে তারা তা দেবতার প্রসাদের ছলে রাজার হাতে পৌঁছে দেবে। সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। তা শকুন্তলা লিখবে কি দিয়ে? কিসের উপর লিখবে? 'ণ ক্খু সণ্ণিহিদাণি উণ লেহনসাহণানি।' প্রিয়ংবদা বলে — 'ইমস্সিং সুওদরসুউমারে ণলিনীপত্তে ণহেহিং ণিক্খিত্তবণ্ণং করেহি।' [এতস্মিন্ শুকোদরসুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু।] — 'শুকপাখির পেটের মত কোমল এই পদ্মপাতায় নখ দিয়ে অক্ষরগুলো বসাও।' কোমলতা বা মৃদুতার [softness] উপমা দিতে শহুরে কবিদের বলুন ঃ উত্তর আসবে — 'মাখনের মত নরম', 'সিল্কের কাপড়ের মত নরম', 'স্পঞ্জের মত নরম' কিংবা বেশি হ'লে 'বিড়ালের মত নরম'। শুকপাখির পেটের তলার দিকে যে পালকগুলো থাকে, সেগুলো সব চাইতে কোমল। তার সঙ্গে পদ্মপাতার মৃদুতার উপমা তারাই বলে থাকে, যাদের হাতে শুকপাখি এসে বসে, সেই শুকপাখির কোমলস্পর্শের অনুভূতি যাদের আছে, সেই 'লোক'ই এরম উপমা দেবে। এরকম উদাহরণ আরো বহু আছে। প্রেমপত্র গোপনে পাঠানোর কায়দাতেও লোককাহিনীর ছায়া অবশ্যই চোখে পড়বে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে ভূত-প্রেত-রাক্ষসের উপদ্রব বারংবার এসেছে। লোকবিশ্বাসের, লোক-সংস্কৃতির অন্যতম পরিচয় বহন করে ঐসব কাহিনী। তৃতীয় অঙ্কের শেষদিকে আমরা দেখছি আকাশবাণীতে ধ্বনিত হচ্ছে — 'সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে / বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ। ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ / সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্ ॥' [সন্ধ্যাবেলার যজ্ঞ শুরু হতেই হোমাগ্নি জ্বলছে এমন যজ্ঞবেদির চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ভয়-জাগানো সন্ধ্যাকালের মেঘের মত পিঙ্গলবর্ণ রাক্ষসদের ছায়া নানাভাবে বিচরণ করছে।] — এতো একেবারে রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী ক্ল্যাসিক্যাল নাটকে ঢুকল। রাজা দুষ্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ধনু হাতে তাদের বধ করতে ছুটলেন। রূপকথা আর রূপকথা — রঙে-ঢঙে, বর্ণে-গন্ধে।

আর একটা উদাহরণ — রাজা দুষ্যন্ত অপুত্রক। বংশলোপ পাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধান্ন কে দেবে — এই চিন্তায় তিনি আকুল। তিনি প্রত্যক্ষ দেখছেন, তাঁর দেওয়া পিণ্ডজল তাঁর পিতৃপুরুষেরা গ্রহণ করার আগে ভবিষ্যতে আর তাঁরা এসব পাবেন না ভেবে দুঃখে পিণ্ডজল দিয়েই তাঁদের চোখ মুছে তারপর তা পান করছেন ['অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি / কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি। নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং / ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি॥'] লক্ষণীয় যে. এই বিশ্বাস এমনই দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যে রাজা দুষ্যন্ত মূর্চ্ছা গেলেন। রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার জন্য অনেক কেঁদেছেন, কিন্তু মূর্চ্ছা যাননি ; মূর্চ্ছা গেলেন পিণ্ডলোপের ভয়ে, শকুন্তলার দুঃখে নয়। শকুন্তলাকে হারানোর কারণে রাজার এই দশার বর্ণনা হলে দুষ্যন্তের প্রেমের অবনমন হত বলে মনে হয় না। এই ষষ্ঠ অঙ্কেই মাতলির অদৃশ্য থেকে বিদূষককে আক্রমণ করে রাজাকে উত্তেজিত করার চেষ্টায় কিং

বা সানুমতীর অদৃশ্যভাবে রাজাকে অনুসরণ করার বর্ণনায় লোকগাথার পরিচয় অবশ্যই মিলবে।

সপ্তম অঙ্কের আকাশপথে রথে চড়ে স্বর্গ থেকে ফেরার বর্ণনাতেও রূপকথারই প্রতিবিম্ব।

এবারে আর একদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই নাটকের নাম 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'। অনেকেই বলে থাকেন — অভিজ্ঞানের দ্বারা স্মৃতা শকুন্তলা = অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। তারপর ব্যাকরণের অন্যান্য প্রক্রিয়ায় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।' তা 'অভিজ্ঞান' কথার অর্থতো স্মারক। দুর্বাসা কিন্তু অভিশাপের অবসান হবে স্মারক দেখালে ['অভিজ্ঞান' দেখলে] এমন কথা বলেননি [একথা কিন্তু অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়]। তিনি বলেছেন 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখালে রাজার স্মৃতি উদিত হবে। ["অহিণ্ণাণাভরণ-দংসণেণ সাবো নিবত্তিস্সদি।" — অভিজ্ঞানাভরণ-দর্শনেন শাপো নিবর্ত্তিষ্যতি — অর্থাৎ অভিজ্ঞান আভরণ বা স্মারক-অলংকার দেখালে তবে শাপমুক্তি ঘটবে]। শকুন্তলা যখন রাজার কাছে এলেন তখন স্বয়ং শকুন্তলাই 'অভিজ্ঞান'। তার প্রতিটি পদক্ষেপ রাজার পরিচিত। শুধু পদক্ষেপ কেন! শকুন্তলার পায়ের ছাপের বৈশিষ্ট্য দেখে পর্যন্ত রাজা বলে দিতে পারতেন — ওটা শকুন্তলার চরণচিহ্ন। সেই 'পদচিহ্নকুশলী' রাজা সাবয়ব শকুন্তলাকে দেখেও চিনতে পারবেন না, তার বলা নিভৃত বেতসকুঞ্জের গোপন প্রণয়ের সুখস্মৃতি-জড়ানো ঘটনার বর্ণনায়ও-তাঁর স্মৃতি জাগরিত হবে না — কেবল আভরণ আংটি দেখে তবেই রাজার স্মৃতি ফিরে আসবে — এই যে ঘটনাটা, এটাতো পুরোপুরি একটা রূপকথার গল্প।

আরো লক্ষণীয় — আংটি ছিল শকুন্তলার হাতে। শচীতীর্থে স্নান করতে গিয়ে সেই আংটিটাই শকুন্তলা হারালেন, অতঃপর একটা রুই মাছ সেই আংটিটাকে আহার্য ভেবে খেয়ে ফেলল, অতঃপর একটা রুই মাছ সেই আংটিটাকে আহার্য ভেবে খেয়ে ফেলল, অতঃপর সেই রুইমাছ জেলের জালে ধরা পড়ল, অতঃপর জেলে সেটাকে কাটলো [বাজারে নিয়ে], অতঃপর জেলে সেই আংটি বাজারে বিক্রী করতে গেল, অতঃপর তা পুলিশের চোখে পড়ল [সোনারী অত্যন্ত দ্রুততায় পুলিশকে খবর দেওয়ায় — ধরতে হবে] — ইত্যাদি অসংখ্য অনিশ্চয়তার বন্ধন পেরিয়ে রাজার হাতে আংটি পৌছোনো রূপকথার গল্পেই সম্ভব। যেখানে যুক্তিনিষ্ঠ হতে গেলে রসে বঞ্চিত হতে হবে — পদে, পদে। দুটো শামুককে একবার ব্যাণ্ডশেক [?] করিয়ে বিপরীত মুখ করে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা সারা পৃথিবী পাক দিয়ে [থাকুক না মাঝখানে সাত সমুদ্র-তের নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল] আবার একদিন ঠিক একই জায়গায় এসে হাত মেলাবে — এই রকম অনিশ্চয় আবাস্তবতার সঙ্গে এই আংটি পুনরুদ্ধারের বিশেষ তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। যা স্বাভাবিক ছিল তা হল এইরকম — আংটি হাত থেকে পড়ল। পাঁকের উপর খানিকক্ষণ রইল। তারপর আরো পাঁকের গভীরে। ব্যস্। দুষ্যন্তের শকুন্তলা পাওয়ার আশা শেষ [কিংবা বলা ভালো, শকুন্তলার দুষ্যন্তকে পাওয়ার সম্ভাবনা শেষ]। ঠিক আছে, মাছে না হয় আংটি খেল — ওর 'রত্নগর্ভা' হবার সখ হয়েছিল। এটাও মেনে নিলাম — জেলের জালেই সে ধরা পড়বে [মানুষের জন্য বলিপ্রদত্ত প্রাণী তো!] বাড়িতে এনে মাছটাকে কেটে [এমনকী বাজারে নিয়ে কাটলেও] আংটিটাকে পেয়ে সে তার মেছুনী বৌয়ের কথাই প্রথম ভাববে — এরকমটাই ভাবা সঙ্গত। তাও হল না। জেলেটা

আবার এমনই গরীব যে তার আংটি বেচতে হবে — এটাও না হয় মেনে নিলুম। মেয়েরা গয়না দেখলে জীবন থাকতে তা ছাড়বে না — এই ভয়ে জেলে হয়ত ঘরের বৌকে আংটিটা দেখানো নিরাপদ মনে করেনি। কিন্তু আংটিটা বেচতে যখন গেল, তখন দোকানি জেলেকে দেখেই বুঝতে পেরেছে ওটা জেলের আংটি নয়। এখন সে যা করবে, তা হল — জেলেকে ভয় দেখিয়ে যত কমে পারে সেটাকে কিনবে [তবেই না ব্যবসায়ী!] এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য তৎক্ষণাৎ আগুনে গলিয়ে নেবে। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহের স্থান নেই। দোকানি তা করল না। এই রকম 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' [কিংবা জাতক গল্পের 'সেরিবান'] ব্যবসায়ী কোন যুগেই ছিল কি? [কোন কটাক্ষপাত নয় — প্রচলিত প্রবাদ এই যে, সোনারীর লোভ এমনই যে, যে যখন নিজের আত্মীয়ের জন্যও গহনা প্রস্তুত করে, তখনও তাতে যতটা পারে বেশি খাদ মেশায়, ওজনে কম দেয়]। প্রশ্ন উঠতে পারে, জেলে আংটি বিক্রী করতে গেছে সোনারীরই কাছে — তার প্রমাণ আছে কি? উত্তর — এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সোনার আংটি সোনারীর কাছেই বিক্রী করতে যাবে, মুদির কাছে নয় [দোকানের সব মাল বেচলেও রাজার রত্নভাস্বর, 'লদনভাশুলং' আংটির দাম হবে না] — এটাই স্বাভাবিক। যাই হোক, সোনারী ছিল 'সোনার চরিত্র' Golden Character— এটা ধরে নিলেও পুলিশকর্মচারীরা সেই আংটি গায়েব করে দেবে না — এটাও অনেকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। দুমিনিট আগেও যার উপরে অত্যাচার করেছে, তার সঙ্গেই মদ্যপান করে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করতে যাদের বাধে না — তাদের সম্বন্ধে এমনটা ভাবা যেতেই পারে। যেটা প্রতিপাদ্য তা হল এই যে — রাজার হাতে আংটি আসার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই লোকগল্পের প্রবহমান ধারায় আগত। আর আংটি দেখামাত্রই রাজার মনে শকুন্তলার স্মৃতি উদয়ের ব্যাপারটা তুক-তাক করে 'নখদর্পণে' অতীত ঘটনা দেখার সঙ্গে কিংবা আয়নায় সময়কে পিছিয়ে নিয়ে Flash Back-এ অতীতের দৃশ্য দেখার সঙ্গেই মেলে। লোক বিশ্বাস মনের গভীরে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে দর্শক-পাঠক-লেখক কারুরই এসব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত না, গোটা গল্পটাই তরল শিশুপাঠ্য রূপকথা বলে মনে হত, নাটক হত না।

স্বর্গ থেকে স্বর্গীয় বিমানে ফেরার পথে মারীচের আশ্রমে নামা ও ঠিক সেই সময়েই ভরতের সিংহ-শাবকের সঙ্গে খেলা, রাজার দেখা, ভরতের 'শকুন্ত' [মাটির ময়ূর] চাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সবই বেশ কিছু কল্পিত [পূর্ব নির্ধারিত — টাইমিং সেট করা] অনিশ্চয়তার সমাহারমাত্র। ভরতের হাতের কবচ, যা মাটিতে পড়লে মা-বাবা কিংবা নিজে ছাড়া অন্য কেউ মাটি থেকে তুললে, সাপ হয়ে দংশন করবে — এই ব্যাপারটাও লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত।

চরিত্র-বিশ্লেষণ

দুষ্যন্ত

পুরুবংশপ্রদীপ রাজা দুষ্যন্ত এই নাটকের নায়ক। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নায়কের গুণাবলী নির্দেশ করা হয়েছে এই ভাবে — "নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ। রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢ়বংশঃ স্থিরো যুবা ॥ বুদ্ধ্যুৎসাহস্মৃতিপ্রজ্ঞাকলামানসমন্বিতঃ। শূরো দৃঢ়শ্চ তেজস্বী শাস্ত্রচক্ষুশ্চ ধার্মিকঃ ॥" (দশরূপক) ; দুষ্যন্তের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রলে আমরা দেখব যে তিনি এই হিসাবে একজন যথার্থ নায়ক। কিছু কিছু বিশেষ গুণের কারণে আবার নায়কের চার ভেদ স্বীকার করা হয় — ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদাত্ত এবং ধীরোদ্ধত। দুষ্যন্ত ধীরোদাত্ত নায়ক। "মহাসত্ত্বোঽতিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ। স্থিরো নিগূঢ়াহংকারো ধীরোদাত্তঃ দৃঢ়ব্রতঃ ॥" (দশরূপক) ; মহানুভবতা, সংযম, বিনয়, ন্যায় ও সত্যে দৃঢ়তার আধার রাজা দুষ্যন্ত। ধীরললিত প্রভৃতি প্রতি নায়কের আবার চার ভেদ। দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট এবং অনুকূল। যে নায়ক জ্যেষ্ঠা নায়িকার প্রতি (মতান্তরে সকল নায়িকার প্রতি) সহৃদয় আচরণ করেন তিনি দক্ষিণ নায়ক। রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমে একান্ত মগ্ন থাকলেও দেবী বসুমতী এবং অন্যান্য নায়িকার প্রতি সর্বদাই সহৃদয় আচরণ করে এসেছেন। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রানুসারে দুষ্যন্ত একজন ধীরোদাত্ত দক্ষিণ নায়ক। তিনি প্রকৃত বীর, যথার্থ মানুষ, সার্থক রাজা এবং অকপট প্রেমপূজারী।

নাটকের শুরুতেই রাজা দুষ্যন্তের এক সুন্দর মূর্ত্তি পাঠকের চোখে ধরা দেয়। সারথি তাঁকে সাক্ষাৎ পিনাকীর সঙ্গে তুলনা করেছেন ("মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্")। সেনাপতি তাঁকে 'গিরিচর হস্তী'র সদৃশ বলে বর্ণনা দিয়েছেন ("গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি")। এ কেবল অকারণ রাজস্তুতি নয়। মৃগয়ার কঠোর পরিশ্রম, প্রখর সূর্যকিরণেও তিনি অনাক্রান্ত (তুঃ "অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বম্ —" ইত্যাদি)। প্রথম দর্শনেই প্রিয়ংবদার চোখে রাজার চতুরগম্ভীরাকৃতি ধরা পড়েছে ("অণসূএ, কো ণু ক্খু এসো চউরগম্ভীরাকিদী ... পহাববন্দো বিঅ লক্খীঅদি")। মারীচপত্নী অদিতিও তাঁর রূপের প্রশংসা করেছেন — "সংভাবণীআণুভাবা সে আকিদী" (সম্ভাবনীয়ানুভাবা অস্য আকৃতিঃ)।

দুষ্যন্ত মধুরভাষী। বিনয় তাঁর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। "আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যঃ" ঋষিকণ্ঠে এই নির্দেশ শোনা-মাত্র তিনি বাণ সংবরণ করেছেন। আশ্রমে রাজবেশে প্রবেশ করা অনুচিত ভেবে তিনি বিনীতবেশে, ধনু এবং আভরণ সারথির হাতে রেখে আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। আরণ্যক মুনিঋষিদের প্রতি রাজার অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা এতে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কেও নেপথ্যে দুই ঋষিকুমারের কণ্ঠস্বর শুনেই তিনি তাঁদের অবিলম্বে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। রাজার এই সম্ভ্রমবোধ লক্ষ করার মত। 'আপনারা আদেশ করুন' — এই বলাতেও অবিনয়ের আশঙ্কা ক'রে তিনি ঋষিদের কাছে 'আজ্ঞা প্রার্থনা ক'রছেন' ('আজ্ঞামিচ্ছামি।') পঞ্চম অঙ্কে পুরোহিতের কথায় জানতে পারছি রাজা দুষ্যন্ত ঋষিদের

আগমন সংবাদ পেয়ে আগে থেকেই আসন ত্যাগ ক'রে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। যোগ্যজনে শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুরূপ পরিচয় আমরা সপ্তম অঙ্কেও পাই।

সমগ্র নাটকেই রাজা দুষ্যন্তের কৃষ্টি, পরিশীলিত বাচনভঙ্গী, মার্জিত রুচি এবং আভিজাত্যের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। তুঃ প্রিয়ংবদা উক্তি — 'চউরং পিঅং আলবন্তো' (প্রথম অঙ্ক), 'অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্' (পঞ্চম অঙ্ক), 'যদি তাবদস্য শিশোর্মাতরং নামতঃ পৃচ্ছামি। অথবানার্যঃ পরদারব্যবহারঃ' (সপ্তম অঙ্ক)। প্রখর দৃষ্টিভঙ্গী, সঙ্গীত-চিত্র প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শিতা, মৃগয়ায় অব্যর্থ সন্ধান, যুদ্ধে অপরাভব, পার্শ্চরদের প্রতি স্নিগ্ধ ব্যবহার এবং ধনিষ্ঠজনে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সবই রাজাকে মহনীয় করেছে। তাছাড়া রাজার আত্মসংযমও প্রশংসনীয়। শকুন্তলাকে আন্তরিকভাবে পেতে চাইলেও যতক্ষণ না পর্যন্ত তার জন্মবৃত্তান্ত জেনেছেন এবং সে বৈখানসব্রতচারিণী হবে না জেনেছেন — ততক্ষণ তিনি মনঃস্থির করেননি এবং পূর্বাপর বিচার করে যখন বুঝেছেন শকুন্তলাকে বিবাহ করতে তাঁর কোন বাধা নেই কেবল তখনই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন। ভোগলালসার অনুসরণ করলেও তিনি বিচারহীন পশুপ্রবৃত্তির শিকার হননি।

রাজার মাতৃভক্তি এবং সন্তানবাৎসল্যও উল্লেখনীয়। মায়ের পাঠানো দূত যখন — মা তাকে রাজধানীতে যেতে বলেছেন — এই নির্দেশ জানাতে এলেন, রাজা তখন রাক্ষস বিতাড়নের জন্য সজ্জিত রথে আরোহণ করতে চলেছেন। মাতৃ-আজ্ঞা এবং তপস্বিকার্য — দুই-ই অবশ্য পালনীয়। অবশেষে পুত্রপিণ্ডপালনের দায়িত্ব বিদূষকের হাতে ন্যস্ত ক'রে তবে তিনি তপস্বিকার্যে তপোবনে যান। সপ্তম অঙ্কে সর্বদমনের প্রতি রাজার অনাবিল বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তাও স্বীয় ঔরস পুত্র না জেনেই। তুঃ 'আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈঃ' ইত্যাদি (৭.১৭), "অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ" ইত্যাদি (৭.১৯), "রাজা — (সহর্ষম্। আত্মগতম্।) কথমিব সম্পূর্ণমপি মে মনোরথং নাভিনন্দামি।" (ইতি বালং পরিষ্বজতে) (৭.২৩)।

দুষ্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ নৃপতি। বর্ণাশ্রমরক্ষিতা হিসাবে তিনি অনন্য। রাজার 'মুনিদের তপস্যা নির্বিঘ্নে চলছে তো?' — এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিদের "কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি। তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥" এই উক্তিই তার প্রমাণ (দ্রঃ পঞ্চম অঙ্ক)। প্রথম অঙ্কে বৈখানসের 'রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য' ইত্যাদি উক্তিতেও তার পরিচয় আছে। অসময়ে কণ্বের শিষ্যেরা উপস্থিত হ'লেও এবং স্বয়ং তিনি নিতান্ত ক্লান্ত থাকলেও (তুঃ 'ইদানীমেব ধর্মাসনাদুত্থিতায় পুনরুপরোধকারি ...' ইত্যাদি — কঞ্চুকীর উক্তি, পঞ্চম অঙ্ক) তাঁদের যথোচিত অভ্যর্থনার আদেশ দিয়ে নিজে পরিজনের স্কন্ধ অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থেকে ঋষিদের শ্রদ্ধা জানালেন। দ্বিতীয় অঙ্কেও দেখেছি যে তিনি রাজমাতার পুত্রপিণ্ডপালনের দায়িত্ব বিদূষকের হাতে দিয়ে স্বয়ং রাক্ষস বিতাড়নের কাজে আশ্রমে গেছেন। ঋষিদের আহ্বানমাত্রেই কালমাত্র অপেক্ষা না করে তিনি রথ সাজাতে বলেছেন। শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম দর্শনের মধুর আলাপ চলাকালেই যখন 'ধর্মারণ্যে তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ' ভীত হস্তীর প্রবেশ ঘটল, তৎক্ষণাৎ প্রণয়ালাপের প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি 'আশ্রমপীড়ালাঘবে'র জন্য ছুটে গেলেন। এসবই তাঁর কর্তব্যবোধের পরিচয় বহন করছে।

নিয়মিত রাজকার্য পরিচালনা রাজা দুষ্যন্তের অন্যতম কার্য বলে পরিগণিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ষষ্ঠ অঙ্কে একবারমাত্র আমরা দেখেছি যে রাজা দেরীতে নিদ্রাভঙ্গের কারণে ধর্মাসনে বসে বিচারকার্য সমাধা করতে অসামর্থ্যের কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রেও অমাত্য পিশুনকে নির্দেশ দিয়েছেন — তিনি যে যে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করবেন তা যেন তাঁকে পত্রে জানানো হয়। বিচারে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। ধনমিত্রের নৌ-ব্যসনে মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি প্রথমেই আদেশ দেন — যেহেতু ধনমিত্রের বহু সম্পত্তি, সেহেতু তার একাধিক পত্নীর সম্ভাবনা আছে; সুতরাং বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করে জানা হোক, তার কোন' পত্নী গর্ভবতী আছে কিনা। যখন জানলেন যে 'সাকেত' নগরীতে তার এক পত্নী গর্ভবতী আছে তখন সেই ভাবী সন্তানকেই ধনমিত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। রাজার দূরদর্শিতার এবং নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। দুর্বাসার অভিশাপে সাময়িক বিস্মৃতি ঘটায় তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করেছেন তা ভুলে যান। তাই পরস্ত্রীজ্ঞানে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। 'স্বেচ্ছোপনত' 'অক্লিষ্টকান্তি' অনির্বচনীয় সুন্দরী এক নারীকে তিনি নিজে রূপের পূজারী এবং প্রেমের সুদক্ষ নট হয়েও কেবলমাত্র ধর্মরক্ষার্থে, লোকমর্যাদারক্ষার কারণে গ্রহণ করেননি। 'পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুল'তার ভয়ে শকুন্তলার 'অকৈতব' ক্ষোভ, ঋষিদের অভিশাপ — কোনটাই তাকে স্বধর্মচ্যুত করতে পারেনি।

প্রেমিক হিসাবেও দুষ্যন্ত এক অনন্য চরিত্র। মধুর এবং চতুর আলাপে তিনি রমণীমোহন। অন্তঃপুরবিলাসিনীর প্রতি তাঁর যেমন আকর্ষণ, বনলতার মত সহজ সুন্দরীতে তাঁর তেমনি আসক্তি। ভ্রমরের মত 'নবমধুপানে' তিনি নিজেকে কৃতার্থ করেন। তৃতীয় অঙ্কে বেতসকুঞ্জে শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার নারীসুলভ লজ্জা এবং আশ্রমের গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহের অপরাধবোধ দূর করেন। দুষ্যন্ত জানেন গান্ধর্ব বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হলেও শকুন্তলা পাপবোধে পীড়িত হচ্ছে। তাই 'বহু রাজর্ষিকন্যা গান্ধর্ব বিবাহে পরিণীতা হয়ে পিতামাতার দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন' — এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে শকুন্তলার নির্ভার হৃদয়ের প্রীতি গ্রহণ করেন। শকুন্তলার প্রেমে মুগ্ধ দুষ্যন্ত বহুবল্লভ হওয়া সত্ত্বেও 'সমুদ্রমেখলা পৃথিবী' এবং শকুন্তলা — এই দুইকেই তাঁর বংশের প্রতিষ্ঠা বলে স্বীকার করেছেন। অন্তঃপুরে তাঁর একাধিক পত্নী। সকলের প্রতি সমান আগ্রহ প্রদর্শন করতে তিনি পারেন না সত্য কিন্তু কেউ আহত বোধ করলে তিনি ব্যথিত হন এবং তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। রাজ্ঞী বসুমতী যাতে শকুন্তলার প্রতি তাঁর প্রেমাতিশয় লক্ষ্য করে ব্যথা না পান সেইজন্য তিনি শকুন্তলার চিত্র বিদূষককে লুকিয়ে রাখতে বলেন। শকুন্তলার প্রতি রাজার গভীর প্রণয়ের প্রমাণ পাই — যখন দেখি তিনি মৃগয়াসক্ত হয়েও মৃগনয়না শকুন্তলার কথা স্মরণ করে মৃগশিকারে বিরত থাকেন। (দ্রঃ "ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।" — দ্বিতীয় অঙ্কে)। শকুন্তলার বিরহে তিনি 'প্রজাগরকৃশ' (তুঃ 'ইদমশিশিরৈঃ—' ইত্যাদি ; তৃতীয় অঙ্ক)। আবার তাকে অকারণে প্রত্যাখ্যানের বেদনায় "প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ। বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥" ('রাত কাটে জাগরণে, তাই স্বপ্নেও তাকে দেখতে পাইনা। আর চোখের জলে দৃষ্টি অবরুদ্ধ — তাই ছবিতে আঁকা তাকেও দেখতে পাচ্ছি না।')। স্মৃতি ফিরে আসার পর যখন মারীচের আশ্রমে 'ধূসরবসনপরিহিতা, নিয়মক্ষামমুখী, একবেণীধরা' শকুন্তলাকে দেখলেন, তখন রাজা তার কাছে নিঃসঙ্কোচে নতজানু হয়ে অকারণ প্রত্যাখ্যানের

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রূপজ মোহের অবসানে শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজা এখানে স্থাপন করেছেন।

শকুন্তলা

শকুন্তলা এই নাটকের নায়িকা। তাঁর জন্ম ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে। জন্মাবধি সে পিতামাতার পরিত্যক্তা — পালিত হয়েছে কুলপতি মহর্ষি কণ্বের স্নেহাশ্রয়ে, মালিনীর তীরে তপোবনে। জন্মসূত্রে সে পেয়েছে অপরূপ-রূপলাবণ্য (তুঃ 'প্রভাতরলং জ্যোতিঃ', 'শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুঃ', 'অধরঃ কিশলয়রাগঃ ... কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনম্' ইত্যাদি)। আজন্ম আশ্রমলালিত হওয়ার কারণে তার চরিত্রে প্রকাশ ঘটেছে স্নিগ্ধ সারল্যের। শান্তরসাস্পদ তপোবনের বিশ্বস্ত হরিণীর মত তাই সহজেই সে নাগরিক দুষ্যন্তের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছে। সখীদের কাছে তার অনুরাগের কথা জানানোর সময় ('যেদিন থেকে রাজর্ষিকে দেখেছি...'), তার বিরহের কথায় ('অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চধ মে তিলোদঅং' — 'তাকে না পেলে আমি মরব'), প্রেমপত্রিকার ভাষায় ('তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং...' — 'তোমার কথা জানি না, কিন্তু ওগো নিষ্ঠুর, যেদিন তোমাতে মন সঁপেছি, সেদিন থেকেই মদন আমায় কষ্ট দিচ্ছে।') — সর্বত্র কী অকপট স্বীকারোক্তি! এই অকপট সারল্যের কারণেই সংসারানভিজ্ঞ সে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়কের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। সপ্তম অঙ্কে পুনর্মিলনের দৃশ্যেও দুষ্যন্তের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাসে, প্রত্যাখ্যানের অপমানকে ভাগ্যের বিড়ম্বনাজ্ঞানে, কেবল অঙ্গুরীয়কের প্রতি অবিশ্বাসে সেই সারল্যেরই প্রকাশ দেখতে পাই। তুঃ "শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে তেমনি সেই পরাভব সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শনে। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায় তাহার ধুলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না। কিন্তু অরণ্যফুলের ধুলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না — সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধুলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে! শকুন্তলাকেও ধুলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই ; সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।" — রবীন্দ্রনাথ ; প্রাচীন সাহিত্য ; 'শকুন্তলা'।

শকুন্তলা চরিত্রের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির প্রতি তার অকৃত্রিম সৌহার্দ। শকুন্তলা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই এক অংশ বোধ হয়। সোদরস্নেহে সে বৃক্ষে জলসেচন করে — কেবলমাত্র তাত কণ্বের নিয়োগে কর্তব্যপালনমাত্র তা নয়। আশ্রমের সহকারতরু, বনজ্যোৎস্না লতা — এসবের সামান্য আন্দোলনেও তাদের মনের কথা বুঝতে পারে সে। প্রসাধনপ্রিয় হয়েও সে গাছের পল্লব ভাঙ্গে না। গাছে জলসেচন না করে সে নিজে জলগ্রহণ পর্যন্ত করেনা। আশ্রমের হরিণ-শাবকের মুখে কুশক্ষত হলে মাতৃস্নেহে সযত্নে সে ইঙ্গুদীর

তেলের প্রলেপ লাগায়। গর্ভমন্থরা হরিণীর জন্য তার উদ্বেগের অন্ত নেই। পতিগৃহে যাবার সময় তাত-কণ্বের কাছে তার অনুরোধ — এই হরিণীর নির্বিঘ্ন প্রসবসংবাদ যেন তাকে জানান হয়। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সামান্যতম ভেদজ্ঞানও তার আচরণে আমরা খুঁজে পাই না। স্বভাবতই আশ্রমের হরিণশিশু তাকে ছাড়তে চায় না, — বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে তাকে ধরে রাখার নিষ্ফল আবেদন জানায় ; বিদায়লগ্নে রাজ-রাণীর যোগ্য অমূল্য আভরণ, ক্ষৌমবসন উপহার আছে আশ্রমবৃক্ষের কাছ থেকে ; আসন্ন বিদায় চিন্তায় মৃগের মুখ থেকে অর্ধচর্বিত খাদ্য গলে পড়ে ; ময়ূর থাকে নৃত্যবিমুখ।

শকুন্তলা সদ্যোযৌবনা। সখীদের সঙ্গে তার প্রীতিভরা হাস্য-পরিহাসের সম্পর্ক। সখীরা কৌতুকের মধ্যে উদ্‌গত যৌবন সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলেছে। এই অবস্থাতেই রাজা দুষ্যন্তের আগমন। যৌবনের প্রভাবকে সে অস্বীকার করতে পারেনি — এ কথা সত্য। 'কিং ণু কখু ইমং পেক্‌খিঅ তবোবণবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅম্হি সংবুত্তা।' (প্রথম অঙ্ক) ; সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে সে রাজা দুষ্যন্তের কাছে বহুবার সংযম রক্ষার অনুরোধ করেছে। "পোরব, রক্‌খ অবিণঅং। মঅণসংতত্তাবি ণ হু অত্তণো পহবামি।" (তৃতীয় অঙ্ক) ; যৌবনের প্রভাব গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা করতে তাকে দেয়নি, — একথা স্বীকার করতে হলেও সুচতুর প্রেমপটু দুষ্যন্তের 'গান্ধর্বমতে পরিণীতা বহু রাজর্ষিকন্যা গুরুজনদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন' — এই আশ্বাসবাক্যই তার বিনয়ের প্রতিরোধ ভেঙ্গে তাকে আত্মসমর্পণে প্ররোচিত করেছে — এ কথা মনে রাখতে হবে।

বিবাহোত্তর জীবনে শকুন্তলা পতিগতপ্রাণা। স্বামীর চিন্তায় মগ্ন থেকে সমাজের কর্তব্য উল্লঙ্ঘন ক'রে সে দুর্বাসার অভিশাপভাজন হয়েছে। তাত কণ্বের উপদেশ স্মরণে রেখে, দুষ্যন্ত তাকে পত্নী হিসাবে অস্বীকার ক'রলে, বহুভাবে তাদের গান্ধর্ববিবাহের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেছে। তবে নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননাকর দুষ্যন্তের 'কোকিল তার শাবককে অন্য পাখী দিয়ে পালন করিয়ে নেয়' — এই কথায় সে সমুচিত কারণেই ক্রোধে জ্বলে উঠেছে — 'অণজ্জ, অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্‌খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেসিণো তিণচ্ছন্নকূবোবমস্স তব অণুকিদিং পড়িবদিস্সদি।' (৫ম অঙ্ক)।

স্বামীকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও শকুন্তলা তাঁরই প্রতীক্ষায় 'নিয়মক্ষামমুখী', 'একবেণীধরা' প্রোষিতভর্তৃকার জীবন বেছে নিয়েছে। কোন' ক্ষোভ, কোন' অভিযোগ তার মুখে আমরা দেখিনা। সব ভাগ্যের বিড়ম্বনাজ্ঞানে কঠোর কৃচ্ছ্রতায় স্বামীর মূর্ত্তি অন্তরে জাগরিত রেখে, তপস্যার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে সে আমাদের কাছে ধরা দেয়। দুষ্যন্তের সঙ্গে দেখা হ'লে সে তাঁকে ক্ষমা করেছে এবং আর্যপুত্রকে সাদরে গ্রহণ করেছে। শকুন্তলার চরিত্রে ভাবাবেগপরবশ প্রণয়ের উচ্ছলতা থেকে শুচিস্নিগ্ধ নির্মোহ প্রেমের যে উত্তরণ লক্ষ করা যায় তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শকুন্তলা চরিত্রের পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনো এবং মহামতি গ্যেটের ভাষায় তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল। (দ্রঃ 'সাহিত্যসম্পুট' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী)।

বিদূষক

এই নাটকের বিদূষকের নাম মাধব্য। অস্বাভাবিক চেহারা, অদ্ভুত বেশভূষা, বিচিত্র কথনভঙ্গী, অকারণে কলহ ইত্যাদি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র-সম্মত হাস্যোদ্রেকের যাবতীয় উপকরণ এবং তদতিরিক্ত কিছু মানবীয় গুণে বিভূষিত এই বিদূষক নাটকের এক অন্যতম চরিত্র। নাটকের দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ অঙ্কে তিনি প্রধানভাবে উপস্থিত এবং পঞ্চম অঙ্কের শুরুতে কিছুক্ষণের জন্য মাত্র তিনি মঞ্চে অবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে তাঁকে প্রধানভাবে রাজার সখার এবং ষষ্ঠ অঙ্কে সখা, স্নেহপরায়ণ বন্ধু, সমব্যথী এবং জীবনদর্শনে অভিজ্ঞের ভূমিকায় দেখি। রাজা মৃগয়ায় ব্যস্ত। সঙ্গে তাঁকেও থাকতে হয়। কিন্তু এই ব্যসনে তাঁর নিতান্ত অরুচি। নিয়মিত আহার জোটেনা, প্রখর রোদে বন থেকে বনান্তরে ছোটাছুটিতে দেহের সকল সন্ধিতে বেদনা, পাতা-পচা গিরি-নদীর জল পান, শূলে পোড়ান মাংসমাত্র আহার, পাখীশিকারীদের চিৎকারে অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ — অন্তহীন অভিযোগ। সুখবিলাসী, আয়াসবিমুখ বিদূষক তাই বিশ্রামের অভিলাষী। অভিলাষ নিবেদনের ভঙ্গীও বিচিত্র। দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়ে অঙ্গভঙ্গবৈকল্যের অভিনয় করে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজা তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁর উত্তর — নিজেই চোখে আঙুলের খোঁচা দিয়ে অশ্রুর কারণ জিজ্ঞাসা করছেন?' রাজা না বোঝার ভাণ করলে তাঁকে আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন — 'নদীর বেগে বেতসলতা কুব্জ হয়, আপনার কারণে আমি।' বিশ্রামের পর রাজা যখন তাঁর একটা কাজে বিদূষকের সাহায্য চাইলেন তখন 'মোদক ভক্ষণের কাজে যদি হয় তবে যোগ্য লোকই রাজা বেছেছেন' — এই উত্তরে বিদূষকের ভোজন বিলাসিতার পরিচয় মেলে। এমনকি ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার দুঃখে সান্ত্বনা দানের সময়েও 'খিদেয় মারা পড়ব দেখছি' — এই উক্তিতে তাঁর বুভুক্ষা- কাতরতার পরিচয় মেলে।

বিদূষক রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র। তাই রাজার প্রশ্রয়ে নির্ভয় তিনি শকুন্তলার প্রণয়ের ব্যাপারে 'তবে অবিলম্বেই তাকে উদ্ধার করুন', 'দেখামাত্রইতো আপনার কোলে উঠে বসবে না', 'যেমন নাকি মিষ্টি খেজুর বেশী খেয়ে বিরক্তি এলে কারো তেঁতুলের স্বাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছা জাগে, — আপনারও সেই দশা', 'তাহলে একে পথের সম্বল করে নিন, তপোবনকে উপবন করে তুললেন দেখছি', ইত্যাদি যথেচ্ছ মন্তব্য করেছেন। এসব কথায় শুধু পরিহাসই নয়, রাজার আচরণের প্রতি সুহৃদসুলভ সমালোচনাও আছে। তিনি যে কেবল রাজার প্রিয়পাত্র তা নয়। স্বয়ং রাজমাতাও তাঁকে পুত্রজ্ঞানে স্নেহ করতেন। তুঃ 'সখে, ত্বমম্বয়া পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ'। রাজার প্রতিনিধি হয়ে রাজধানীতে আসার সময় — 'রাক্ষসের ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছি — এরকম ভাববেন না', 'তবেতো আমি এখন যুবরাজ হলাম' ইত্যাদি কথায় তাঁর সরলতারও পরিচয় আছে। তবে সরল হলেও বিদূষক মূর্খ নন। হংসপদিকার গানে সাধারণ অর্থ ছাড়াও অন্য কোন' তাৎপর্য আছে তা তিনি অনুভব করেছেন।

ষষ্ঠে অঙ্কে বিদুষকের বিরহাতুর রাজার সান্ত্বনাদাতার ভূমিকা অপূর্ব। 'ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না', 'সৎপুরুষ কখনো শোকে অভিভূত হয় না। প্রবল ঝঞ্ঝাতেও পর্বত কম্পিত হয় না' — এসব কথা তাঁরই মুখ থেকে বেরিয়েছে ভাবতে অবাক লাগে। শকুন্তলাকে মেনকা নিয়ে গিয়েছে — রাজার এই ধারণায় বিদূষকের আশ্বাস — 'তবে শীঘ্র আপনার তার সঙ্গে

মিলন হবে — কেননা, কোন মা-বাবাই মেয়ের দুঃখ দেখতে পারেন না' — এখানেও বিদূষকের গভীর অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। শকুন্তলার প্রতি রাজার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পেয়ে বিদূষক নিজেই অবাক হচ্ছেন — কি করে তুচ্ছ অভিজ্ঞানের অভাবে রাজা তাঁকে চিনতে পারলেন না। প্রেমানুভূতির মর্মজ্ঞ না হলে এরকম কথা বলা যায় না। বিদূষকের বাচনভঙ্গীও কত পরিশীলিত! যে নিপুণতার সঙ্গে তিনি চিত্রে অঙ্কিত সমবয়োরূপ তিন সখীর মধ্যে শকুন্তলা কে নির্দেশ করেছেন তাতে তাঁকে রসজ্ঞ বলে স্বীকার করতে হয়। 'তক্কেমি জা এসা সিঢিলকেসবন্ধণুব্বন্তকুসুমেণ কেসন্তেণ উব্ভিণ্ণসে্সঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ওসরিআহিং বাহাহিং অবসেঅসিণিদ্ধতরুণপল্লবস্স চূঅপাঅবস্স পাসে ইসিপরিস্সন্তা বিঅ আলিহিদা সা সউন্দলা। ইদরাও সহীও ত্তি।' সুতরাং সানুমতী প্রথমে যে ধারণা করেছিলেন —'অণভিণ্ণো' ক্খু ঈদিসস্স রূবস্স মোহদিট্‌ঠী অঅং জণো।' (অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোহদৃষ্টিরয়ং জনঃ) — তা একেবারেই সত্য নয়। রাজা স্বয়ং স্বীকার করেছেন 'নিপুণো ভবান্'। নাটকের অন্যত্রও বিদূষকের অনুরূপ প্রখর-দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদা

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প।' ('কাব্যের উপেক্ষিতা' — প্রাচীন সাহিত্য); — এই দুই সখীকে বাদ দিলে যে শকুন্তলা — সে শকুন্তলাকে তিনি 'খণ্ডিতা শকুন্তলা' বলেছেন। এই নাটকে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার স্থান যে কতখানি, অন্ততঃ শকুন্তলা-চরিত্রের বিকাশসাধনে তাদের ভূমিকা যে কত গভীর, তার সার্থক মূল্যায়ন রয়েছে এই মন্তব্যে। নাটকের শুরু থেকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অবধি প্রায় সর্বক্ষণই (কেবলমাত্র তৃতীয় অঙ্কের শেষদিকে রাজার সঙ্গে মিলনের সুযোগ করে দেবার জন্য দুই সখী অন্তরালে সরে ছিল) তারা শকুন্তলাকে প্রীতিস্নিগ্ধ সান্নিধ্যে ভরিয়ে তুলেছে। যে কোন' কাজে, — তা আশ্রমতরুর জলসেচনই হোক, অথবা সখী মদনানলে পীড়িত হ'লে রাজার সঙ্গে গোপনে বেতসকুঞ্জে মিলনের ব্যবস্থাই হোক — তারাই একমাত্র শকুন্তলার সহচরী। রাজা দুষ্যন্ত হঠাৎ তাদের সামনে আবির্ভূত হলে শকুন্তলা যখন সলজ্জ সম্ভ্রমে কিছুটা অপ্রস্তুত, তখন সখীরাই অতিথিসেবার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। রাজার শকুন্তলা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এই দুজন। তৃতীয় অঙ্কে মদনসন্তপ্তা শকুন্তলার জন্য উশীরানুলেপন, মৃণাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে তার তাপশান্তির ব্যবস্থা এবং রাজার কাছ থেকে সখীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং সমাদরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদের মিলনের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে এরা। দুর্বাসার অভিশাপ থেকে সখীকে রক্ষা করার প্রয়াসে ঋষির পায়ে ধরে প্রতিকারের পথ বের করেছে। সখীর পতিগৃহে যাত্রাকালে দুই সখীরই সমান বিহ্বল অবস্থা।

দুই সখীই 'সমবয়োরূপ' এবং শকুন্তলার মঙ্গলকামনায় দুই সখীরই সমান আগ্রহ থাকলেও এদের চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যও এই নাটকে ফুটে উঠেছে। প্রিয়ংবদা উচ্ছল, চপল

বাক্‌পটু — অনসূয়া খানিকটা সংযত। প্রিয়ংবদা একটু আবেগপরবশ এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন — অনসূয়া ধীর, বাস্তববুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। রাজার প্রথম আবির্ভাবের সময় অনসূয়াই শকুন্তলাকে অতিথিসৎকারের জন্য কুটীর থেকে ফল এবং অর্ঘ্য আনতে বলেছে এবং কলসের জলে পাদোদকের ব্যবস্থা করেছে। প্রিয়ংবদার মনে তখন এই অভ্যাগতের পরিচয় জানার অদম্য কৌতূহল। অনসূয়াই তখন সুন্দরভাবে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। (তুঃ 'কোন্ রাজর্ষিবংশ আপনার দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে? কোন্ দেশের লোককে আপনার বিরহে উৎসুক করে আপনি এখানে এসেছেন?') শকুন্তলার পরিচয় জানতে চাইলে অনসূয়া খুবই পরিশীলতভাবে রাজাকে সখীর জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছে। নিজের রূপের প্রশংসা শুনে শকুন্তলাকে সলজ্জভাবে বসে থাকতে দেখে প্রিয়ংবদা রাজার আরো কিছু জ্ঞাতব্য আছে কিনা জানতে চেয়ে আবার কথোপকথন শুরু করে শকুন্তলাকে যোগ্যপাত্রে প্রদান করার কণ্বের বাসনার কথা জানিয়েছে এবং শকুন্তলা রাগ করে উঠে যেতে চাইলে তাকে জোর করে আটকেছে। প্রিয়ংবদার সঙ্গেই যেন শকুন্তলার বেশী খুনসুটি। অনসূয়া সঙ্গে থেকেও যেন মধ্যে মধ্যেই দর্শকের (আউটসাইডার-এর) ভূমিকায় চলে যায়। তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার গোপন কথা জানার পর প্রিয়ংবদার কথানুসারে শকুন্তলা শুকোদর-কোমল পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে প্রেমপত্র রচনা করে। সেটা রাজার কাছে পাঠানোর উপায় উপস্থিতবুদ্ধিতে প্রিয়ংবদা তৎক্ষণাৎ স্থির করে — নির্মাল্যের ছলে ফুলের মধ্যে করে রাজার হাতে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে রাজা উপস্থিত হলে প্রিয়ংবদা রাজার কাছে শকুন্তলাকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়েছে। অনসূয়া কিন্তু রাজঅন্তঃপুরে তার সখীর মর্যাদা কতটুকু তা নিশ্চয় করার জন্য অনুরোধ করল — 'রাজারা বহুপত্নীক হন, — আমাদের এই প্রিয়সখী যেন তার বন্ধুজনের শোকের কারণ না হয়, তা দেখবেন'। রাজা যখন আশ্বাস দিলেন যে তাদের সখীই তাঁর বংশের অবলম্বন হবে — তখন তারা নিশ্চিন্ত হল। শকুন্তলা যাতে একান্তভাবে রাজা দুষ্যন্তকে কাছে পেতে পারে সেই সুযোগ করে দিতে হবে। হঠাৎ উঠে যাওয়া অশোভন দেখায়। প্রিয়ংবদার উপস্থিতবুদ্ধিতে হরিণশিশুকে মায়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার অছিলায় দুজনে উঠে আসে। সুলভকোপ ঋষি দুর্বাসাকে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিতে দেখে প্রিয়ংবদা — 'হায় হায়, কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল' ব'লে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অনসূয়া তখন কর্তব্য নির্দেশ করেছে — 'শিগ্‌গির যাও, সেই ঋষিকে পায়ে ধরে ফেরাও, আমি অতিথির অর্ঘ্যবারি আনি'। শকুন্তলা একসময় প্রিয়ংবদাকে মধুর বাক্‌পটুতার জন্যই তার 'প্রিয়ংবদা' নাম — এই কথা বলেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই অনসূয়া মহর্ষি দুর্বাসাকে শান্ত করার জন্য প্রিয়ংবদাকে পাঠিয়ে নিজে অর্ঘ্য প্রস্তুতের ভার নিয়েছে। পতিগৃহে যাওয়ার সময়োপযোগী আভরণের কথা অনসূয়া বহু আগে চিন্তা করে নারিকেলের ঝাঁপিতে বকুলমালা তৈরী করে রেখেছে। কালিদাস তিনজনেরই সমান বয়স ('সম-বয়ো-রূপা') বললেও অনসূয়ার ধীরতায়, দূরদর্শিতায়, প্রিয়ংবদাকে বিভিন্ন কর্তব্য নির্দেশ দেওয়ার ঢঙে (তুঃ 'ঋষিকে শান্ত কর — আমি অর্ঘ্য আনি', 'তুমি বকুলমালা পেড়ে আন — আমি অন্যান্য মঙ্গলদ্রব্য আনি'), কর্তব্যসচেতনতায় (তুঃ শকুন্তলা কুটীরে যাও। ফল প্রভৃতি অর্ঘ্য আন'), অনসূয়ার কাছে প্রিয়ংবদার বিরুদ্ধে নালিশ জানানো এবং প্রতিকারের জন্য শরণাপন্ন হওয়া (তুঃ অতিপিনদ্ধ বল্কলের মোচন ইত্যাদি) প্রভৃতি থেকে এই তিনজনের মধ্যে অনসূয়াকে সামান্য বড় মনে হয়। তবে তা কখনোই

সখীত্বের সামান্যতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মতও নয় — এটা স্বীকার করতে হবে। কেননা, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা দুজনেই শকুন্তলাকে যেভাবে হাস্য-পরিহাসে বিব্রত করতে চেয়েছে তা তাদের পারস্পরিক সখীত্বেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' গ্রন্থে এই তিন জনের মধ্যে অনসূয়াকেই ছোট বলেছেন। তুঃ 'কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম।' (পৃঃ ৯৪) ; 'অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা রকম।' (পৃঃ ৯৫) ; 'অনসূয়া সরলা বালিকা' (পৃঃ ৯৬) ইত্যাদি। অনসূয়ার 'অকুতোভয়ে' রাজার পরিচয়-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি থেকে তিনি এসব অনুমান করেছেন। কিন্তু রাজার ঐ পরিচয়-জিজ্ঞাসার মধ্যেই ('কোন্ দেশের লোককে আপনার বিরহে পর্যুৎসুক রেখে আপনি এখানে এসেছেন') — (তুঃ দময়ন্তীর পতিনির্বাচনের পূর্বের 'অনায়ি দেশঃ কতমস্ত্বয়াঽদ্য বসন্তমুক্তস্য দশাং বনস্য'— নৈষধ, অষ্টম সর্গ), কিংবা 'রাজারা বহুবল্লভ হয় — আমাদের সখী যেন বন্ধুজনের দুঃখের কারণ না হয়' (তৃতীয় অঙ্ক) ইত্যাদিতে অনসূয়ার অধিকতর বুদ্ধি বিবেচনাই প্রতিফলিত হয়। (এছাড়া বর্তমান সম্পাদকের অন্যান্য যুক্তি দ্রষ্টব্য)।

কণ্ব

মহর্ষি কণ্ব 'শ্বাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিতঃ' তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও এই নাটকে তাঁকে আমরা প্রধানভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের স্নেহপরায়ণ পিতারূপে দেখতে পাই। নাটকের শুরুতে বৈখানসের মুখে শুনলাম যে তিনি পালিতা কন্যা শকুন্তলার দুর্দৈব শান্ত করতে সোমতীর্থে গেছেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে আমরা জানতে পারি যে — 'শকুন্তলা মহর্ষির প্রাণস্বরূপ' ('সা খলু ভগবতঃ কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্')। গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করে শকুন্তলা স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচন করেছে এবং সে এখন গর্ভবতী — একথা তিনি আশ্রমে ফিরে দৈববাণীতে জানতে পেরেও স্নেহপরায়ণ পিতার ঔদার্যে তা ক্ষমা করেছেন এবং তাদের বিবাহ অনুমোদন করেছেন। শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর নির্দেশ দিলেও আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কেবল পালক-পিতা হয়েও তিনি আসন্ন বিদায়ের চিন্তায় বিষণ্ণ। উদ্গত অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কণ্ঠ রোধ করছে ; সমস্ত ইন্দ্রিয়ে জড়তা দেখা দিচ্ছে। শকুন্তলার বিদায়বেলায় বনবাসী তপস্বী আর সংসারীতে কোন প্রভেদ থাকেনি। অতিকষ্টে সংযম রক্ষা করে বিদায়কালীন অনুষ্ঠানের কর্তব্য সমাধা করেও বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে তাঁর বাঁধভাঙ্গা শোক হাহাকারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্বম্। / উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥' ('বৎস, কুটীরের সামনে পাখিদের খাওয়ানোর জন্য তোমার ছড়ানো ধান থেকে যে অঙ্কুর বেরিয়েছে, তা দেখতে দেখতে আমি কিভাবে আমার দুঃখ সংবরণ করব?')

মহর্ষি কণ্ব নিজের সম্বন্ধে বলেছেন — 'বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্' অর্থাৎ 'বনবাসী হলেও লৌকিক ব্যবহার আমরা জানি।' সত্যই, তপস্বী কণ্বের সামাজিক রীতি-নীতি, লোক-ব্যবহার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। সোমতীর্থ থেকে

আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি যখন দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় এবং গান্ধর্ববিবাহ, শকুন্তলার আপন্নসত্ত্বা হওয়ার কথা দৈববাণীতে জানলেন, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, 'আর দেরী নয় — যত শীঘ্র সম্ভব তাকে পতিগৃহে পাঠানো দরকার' — 'অজ্জ এব্ব ইসিরক্খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি' (অদ্য এব ঋষিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্তুঃ সকাশং বিসর্জয়ামি)। প্রথম যৌবনের উচ্ছলতায় নারী-পুরুষনির্বিশেষে প্রায়ই সংযমহীন প্রবৃত্তির শিকার হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিষময় ফল প্রসব করে। হৃদয়বিনিময়ের পূর্বেই আত্মনিবেদনের অবিচারমূঢ়তার ফল উভয়ের, বিশেষতঃ নারীসমাজের পশ্চাত্তাপের কারণ হয়। শকুন্তলাও বিশেষ বিচারের অপেক্ষা না রেখে, গুরুজনের অনুমতি-উপদেশের অপেক্ষা না রেখেই নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং এক্ষেত্রে ভুল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল — সৌভাগ্যক্রমে তা হয়নি। কণ্ব বলেছেন — 'দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবকে এব আহুতিঃ পতিতা।' (দ্রঃ ৪.৬ অংশে প্রিয়ংবদার উক্তি ঃ "...... এব্বং অহিণন্দিদং দিট্‌ঠিআ ধূমাউলিদদিট্‌ঠিণো বি জঅমাণস্স পাঅএ এব্ব আহুদী পডিদা।") দুষ্যন্তকে তিনি বলে পাঠালেন — 'আমরা তপস্বী এবং আপনার নিজের উচ্চ বংশ ও আপনার এর প্রতি বন্ধুদের অগোচরে যে প্রণয়-নিবেদন — এইসব কথা বিবেচনা করে অন্যান্য মহিষীদের যে দৃষ্টিতে দেখেন, একেও সেই দৃষ্টিতে দেখবেন। এর চাইতে বেশী কিছু পাওয়া ভাগ্যাধীন। বধূর আত্মীয়দের সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত নয়।' — তাঁর আত্মসম্মানবোধ, রাজার প্রতি ভদ্রতা, বধূর আত্মীয়দের মর্যাদাজ্ঞান — সবকিছু এতে ফুটে উঠেছে। অবিবাহিতা বিবাহযোগ্যা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে রাজসভায় যেতে বারণ করার মধ্যেও কণ্বের প্রখর বাস্তববোধ এবং লৌকিকজ্ঞতার পরিচয় আছে। নববধূর পতিগৃহে কর্তব্যের ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তাও চিরন্তন অমূল্য উপদেশ বলে গণ্য হতে পারে। ('শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে' ইত্যাদি)। শ্বশুরকুলে সেবার কথা, বিনয়ের কথা, স্বামীর প্রতি ভক্তির এবং সকল অবস্থায় অনুগত থাকার কথা, সপত্নীর প্রতি সখীব্যবহারের কথা, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এমনকি দাসদাসীর প্রতিও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের কথা — কিছুই তিনি বাদ দেননি। সংসারে যাঁদের সঙ্গে থাকতে হবে, যাঁরা তার পত্নীজীবনের বিভিন্ন সময়ের সঙ্গী হবে — তাঁদের সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখতে হবে — এই কণ্বের নির্দেশ। আচারে-ব্যবহারে পক্ষপাত, অসূয়া, রূঢ়তা প্রভৃতি সংসারজীবনে প্রায়ই দ্বন্দ্ব আর মনোমালিন্যের কারণ হয় — কণ্বের এই বাস্তববোধই তাঁকে এই উপদেশ দিতে প্রেরণা দিয়েছে।

মহর্ষি কণ্ব অমিত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। দুষ্যন্তের মত ক্ষাত্রবলে তিনি বলীয়ান্ না হলেও — 'তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে রাক্ষসরা যজ্ঞবিঘ্ন করছে' ('কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাদ্রক্ষাংসি নঃ ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি' — দ্বিতীয় অঙ্ক) — ঋষিবালকদের এই কথাতে তাঁর অসীম প্রভাব অনুমান করা যায়। এই আধ্যাত্মিক শক্তির বলেই তিনি শকুন্তলার দুর্দৈবের কথা জানতে পারেন এবং তার প্রতিকারে সোমতীর্থে যান। শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ এবং আপন্নসত্ত্বা হওয়ার কথাও তিনি এই শক্তিতেই জ্ঞাত হন। চতুর্থ অঙ্কে বনদেবতাদের দেওয়া আভরণ প্রভৃতি দেখে গৌতমী প্রশ্ন করেছেন — 'বৎস নারদ, এসব কোত্থেকে পেলে?' 'তাত কাশ্যপের প্রভাবে' — এই উত্তর পেয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন — 'এগুলো তাঁর মানসী সিদ্ধি কি?' — গৌতমীর এই প্রশ্ন থেকেও মহর্ষি কণ্বের প্রভাব সূচিত হচ্ছে।

মহর্ষি কণ্ব সর্বশাস্ত্রনিষ্ণাত হওয়া সত্ত্বেও নম্রতার আধার। বিদায়কালে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পালনীয় কর্তব্য উপদেশ করার পর যেন তাঁর খেয়াল হ'ল — পাশেই গৌতমী আছেন এবং এ ব্যাপারে কিছু বলার তিনিই অধিক যোগ্য ; সঙ্গে সঙ্গেই বললেন — 'কথং বা গৌতমী মন্যতে ?' (এব্যাপারে গৌতমীর কি মত ?)

আশ্রমপ্রকৃতির সঙ্গে মহর্ষি কণ্বের একাত্মতার পরিচয় মেলে আশ্রমতরুর কাছে শকুন্তলার বিদায় অনুমতির প্রার্থনায়, কোকিলের রবে অনুমতি প্রাপ্তির কথায় এবং শকুন্তলার অবর্তমানে মৃগশাবকের যত্নের দায়িত্বের কথায়। মহর্ষি কণ্ব সংসার-ত্যাগী হলেও আশ্রমের প্রতিটি প্রাণীর, প্রতিটি তরুর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ।

স্বীয় ঔদার্যগুণে এবং অকপট পিতৃস্নেহে কণ্ব শকুন্তলার বিবাহ অনুমোদন করলেও তাঁর মনে যে কিছু ক্ষোভ ছিল — একথা আমরা বুঝতে পারি তাঁর উক্তি থেকে। 'দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেঃ' ইত্যাদিতে শকুন্তলার মোহান্ধ প্রবৃত্তিপরবশতার কথা তিনি বলেছেন। প্রণয়বৃত্তান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং সেদিনই তাকে পাঠানোর আয়োজন করলেন — তাতে বিবাহোত্তর কালে কন্যার পিতৃগৃহে থাকার অপবাদ-ভয়ের চাইতেও মর্যাদা-লঙ্ঘনকারিণী আপন্নসত্ত্বা শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে তিনি অনতিবিলম্বে তাঁর দায়িত্ব শেষ করে নির্ভার হতে চাইছেন — এরকম মনে হয়। শকুন্তলাকে বিদায় দেবার অব্যবহিত পরেই 'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব ... জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামম্ ...' এই উক্তিতে, কিংবা 'শকুন্তলাং পতিকুলং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্' — এই কথায় যে ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে তাতে তাঁর মনের অন্তঃস্থিত অস্বস্তির পরিচয় আছে। মহর্ষি কণ্বের প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ 'ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহী-সপত্নী / দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য' (দুষ্যন্তের পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে তার পরে আবার আশ্রমে আসবে) — এই আশীর্বাণীতে ধ্বনিত হয়েছে বলে সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর 'সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। ("পতিগৃহে কন্যার প্রথম যাত্রাকালে ঋষি একি বলছেন ? গর্ভস্থ পুত্র জন্মিবে, যুবরাজ হবে — সে তো কমপক্ষে অন্ততঃ সতেরো বছর পরের কথা। আমি ততদিন হয় তো ইহলোকে থাকব না, তোমাকে দেখার সাধ আর আমার নেই' — কালিদাস কি ঋষির মুখে এ কথাই বলিয়েছেন ? কোনো পিতা কি এরূপ বলেন ? এই কথাতে কি ঋষির ভস্মাচ্ছাদিত ক্ষোভাগ্নির স্তিমিত শিখা দেখা যাচ্ছে না ?" — পৃঃ ২৮৮)।

শার্ঙ্গরব-শারদ্বত

দুজনেই কুলপতি কণ্বের শিষ্য। শিক্ষা-দীক্ষায়, জীবন-প্রণালীতে দুজনেই অভিন্ন কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি এক নয়। নাটকে শকুন্তলাকে পতি দুষ্যন্তের কাছে নিয়ে যাওয়া — কেবল এই কাজেই তাঁদের উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরেই তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। এই দুজনের মধ্যে শার্ঙ্গরবকেই প্রধান মনে হয়। মহর্ষি কণ্বের 'গৌতমি, আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায়' এই কথায় 'শার্ঙ্গরবপ্রমুখ' ('শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ') বলায় এবং শকুন্তলার বিদায়বেলায় কণ্বের শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন করেই

দুষ্যন্তের কাছে কি নিবেদন করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়ায় (তুঃ, 'শার্ঙ্গরব, ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য বক্তব্যঃ') — এই ধারণা হয়। কিন্তু ধীরতা, স্থিরতা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারবিবেচনায় শারদ্বতকেই প্রবীণ মনে হয়।

শকুন্তলাকে নিয়ে জনকোলাহলমুখর রাজপুরীতে পদার্পণ করে দুই তপস্বীরই মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শার্ঙ্গরব বললেন — 'আমরা চিরদিন নির্জন অরণ্যে থাকি। তাই জনাকীর্ণ এই রাজপুরীকে আমার অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মত মনে হচ্ছে।' শারদ্বত বললেন — 'স্নাত ব্যক্তি অস্নাতকে, শুচি অশুচিকে, জাগরিত ব্যক্তি নিদ্রিতকে এবং মুক্ত ব্যক্তি বদ্ধকে দেখলে যেমন বোধ হয় — আমারও সেই রকম বোধ হচ্ছে।' একই পরিবেশে দুজনের দুরকম প্রতিক্রিয়া। শার্ঙ্গরব আশ্রমের পরিবেশের সঙ্গে রাজপুরীতে বাহ্য বৈসাদৃশ্যে বিরক্ত। শারদ্বত আশ্রমের ভোগবিমুখ নিরাসক্ত জীবনের সঙ্গে রাজপুরীর ভোগলিপ্সু সুখাসক্ত জীবনের আন্তর পার্থক্যে বিচলিত।

যথারীতি অভ্যর্থিত হয়ে রাজার কাছে আসার সময় পুরোহিত বললেন — 'দেখুন, আমাদের রাজা আগে থেকেই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' শার্ঙ্গরব এই বিনয়ের অভিমান দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর করলেন — 'ওহে মহাব্রাহ্মণ, এই বিনয় অভিনন্দনের যোগ্য হলেও আমরা এব্যাপারে উদাসীন।' বিন্দুমাত্র অভিমানও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। প্রথমাবধি যেন তিনি ক্ষুব্ধ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সন্ন্যাসী হয়েও উপেক্ষা তাঁর অধিগত নয়। শকুন্তলাকে গ্রহণ করার অনুরোধের (আদেশের ?) সময়ও তিনি বললেন— 'আপনি শ্রদ্ধেয় জন আর শকুন্তলাও মূর্তিমতী সৎক্রিয়া।' 'আমাদের এই আশ্রমকন্যাকে গ্রহণ করে আপনি তাকে এবং আমাদের ধন্য করেছেন' — এরকম দীনতা তাঁর বক্তব্যে নেই। বরং স্পষ্টই বললেন — 'আমাদের কন্যা এবং আপনি সমগুণে গুণী'। [উল্লেখ্য ঃ নাটকে এই অংশ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এটা শার্ঙ্গরবের মুখে মহর্ষি কণ্বের বক্তব্য। চতুর্থ অঙ্কে কণ্ব রাজা দুষ্যন্তের উচ্চ বংশের কথা বলেছেন — এটা সত্য। শকুন্তলা সমগুণে গুণবতী — এরকম উল্লেখ কিন্তু সেখানে নেই। এই অংশ শার্ঙ্গরবের সংযোজন বলে ধরা চলতে পারে।] শার্ঙ্গরবের লোকাচারজ্ঞান প্রভৃতিও লক্ষণীয়। পুরুষ নারীকে বিবাহ করার পর (তা ক্ষণিক বিলাসের কারণে হলেও) নারীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষেই বর্তায়। বিবাহের পরবর্তী সময়ে স্ত্রী প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন — তা আর বিচার্যের মধ্যে আসে না। স্ত্রীকে তখন স্বীকার করতেই হবে। এসব কথা শার্ঙ্গরব রাজাকে স্পষ্টাক্ষরে শুনিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য তেজে শার্ঙ্গরব সব সময় উজ্জ্বল। রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ইতিপূর্বে বিবাহ করেছেন কিনা এই সংশয় প্রকাশ করতেই শার্ঙ্গরব বললেন — 'ঐশ্বর্যমদমত্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই সজ্ঞানে কৃতকর্মকে এভাবে উপেক্ষা করে থাকে।' গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন সরিয়ে রাজা যাতে শকুন্তলাকে চিনতে পারেন সেই ব্যবস্থা করলেন। রাজা চিন্তা করতে লাগলেন। শার্ঙ্গরব অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন — 'কি ব্যাপার, আপনি চুপ করে আছেন কেন ?' এরপর তিনি রাজাকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করতেও পিছপা হলেন না। এই চরম বাদানুবাদ এবং উত্তেজনার মধ্যেও শারদ্বত অবিচল। অকারণ বাদ-প্রতিবাদের পথ এড়িয়ে তিনিই যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানের পথ বললেন — 'শকুন্তলা, আমাদের যা বলার বলেছি। রাজা এরকম বলছেন। এখন তুমিই প্রমাণ দাও।" এর

পরেও শার্ঙ্গরব রাজাকে উৎসন্নে যাবার অভিশাপ দিলেন ; শকুন্তলা কাঁদতে থাকলে — স্বকৃত চাপল্যের ফল এরকমই হয় — এই কথা বললেন। এখানেও শারদ্বত ধীর, স্থির। তাঁর বক্তব্য স্বচ্ছ, দৃঢ়তায় ভরা, আবেগ বর্জিত — 'শার্ঙ্গরব, প্রত্যুত্তরে কাজ নেই। গুরুর আদেশ পালন করেছি। রাজন্, এ আপনার পত্নী। রাখা বা ত্যাগ করা আপনার ব্যাপার'। শারদ্বত এরপর একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। শার্ঙ্গরব কিন্তু তারপরেও অনুসরণরত শকুন্তলাকে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করেছেন, পতিকুলে দাসীবৃত্তিও শ্রেয়ঃ — এরকম বলেছেন, এমনকি যাবার পূর্বমুহূর্তেও রাজার সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন। রাজা এবং শার্ঙ্গরবকে যদি বাদীপ্রতিবাদী ভাবা যায় — শারদ্বতকে সেক্ষেত্রে স্থিতধী প্রাজ্ঞ বিচারকের মর্যাদা দেওয়া যায়।

গৌতমী

নাটকে তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার তাপশান্তির জন্য শান্তিবারি হাতে তার অসুস্থতার সংবাদ নিতে আসা, চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে নিয়ে পতিগৃহে যাওয়া এবং পঞ্চম অঙ্কে দুষ্যন্তের কাছ তাকে উপস্থিত করার ঘটনায় গৌতমীকে আমরা মঞ্চে দেখি। সব ঘটনাতেই আশ্রমের সকলের জন্য তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় আছে। শকুন্তলার অসুস্থতার সংবাদে তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি নিজে শোকাবেগ সংবরণ করে শকুন্তলার বিদায়কালীন আচারানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে যখন রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারছিলেন না তখন গৌতমীর শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচনের দ্বারা রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টায় তাঁর তাপসীসুলভ সারল্যের প্রকাশ ঘটেছে। নিজের প্রতি দুষ্যন্তের কটূক্তিকে ('স্ত্রৈণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব') তিনি উপেক্ষা করলেও শকুন্তলার অপমান তিনি সহ্য করেননি এবং রাজাকে জানিয়েছেন — 'তাঁর এধরণের মন্তব্য অনুচিত হচ্ছে।' অসহায় শকুন্তলাকে ক্রন্দনরতা দেখে তিনি নিজে স্থির থাকতে পারেননি। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গোপন বিবাহ অনুমোদন করলেও গৌতমীর মনেও (কণ্বের মত) ক্ষোভ ছিল মনে হয়। 'নাকেব্খিও গুরুঅণো' (নাপেক্ষিতঃ গুরুজনঃ) ইত্যাদিতে তার প্রমাণ আছে। গৌতমীর সঙ্গে রাজার প্রথম কথোপকথন এটা। গৌতমী শ্বশ্রূমাতা — দুষ্যন্ত জামাতা। পুত্রতুল্য জামাতার সঙ্গে প্রথম আলাপ — 'বাবা, ভালো আছো তো ?' — এরকমই হবার কথা। না, আমরা তা পেলাম না। বরং 'তোমরা নিজেদের ব্যাপার নিজেরা বুঝেছ — আমরা এখানে জড়াতে চাই না। নেহাতই আনতে গেলে না — তাই দিতে আসা' — এই ধরণের কথা পেলাম গৌতমীর মুখে। তবে ক্ষোভ থাকলেও শকুন্তলা যে মিথ্যাবাদিনী নয়, রাজা যে অকারণে মিথ্যাপবাদে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করছেন — এই বিশ্বাস গৌতমীর অটুট ছিল। তাই স্নেহপ্রবৃত্তি তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। শার্ঙ্গরব যদি সঙ্গে না থাকতেন — তবে হয়ত তিনি শকুন্তলাকে আশ্রমেই ফিরিয়ে আনতেন।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নামকরণ বিচার

অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভি — জ্ঞা + ল্যুট্, করণে = অভিজ্ঞানম্। অভিজ্ঞানেন স্মৃতা অভিজ্ঞানস্মৃতা — তৃতীয়া তৎপুরুষ। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা = অভিজ্ঞান-শকুন্তলা — শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধারয় সমাস। 'শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্' (বাঃ)। [এই সমাসকে সাধারণভাবে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলা হয়। এই সমাসে প্রথম সমাসের উত্তরপদের লোপ হয়। তাই উত্তরপদলোপী সমাস বলাই পাণিনিব্যাকরণসম্মত।] অতঃপর নাটকম্ এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি ক্লীবলিঙ্গ হবে এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' সূত্রে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্বে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নামকরণের এটিই প্রচলিত ব্যাখ্যা। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বক্তব্য আছে। নাটকের নাম হবে 'গর্ভিতার্থ-প্রকাশক'। উক্ত ব্যাখ্যায় কিন্তু তা হয় না।

চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভক অংশে আমরা প্রিয়ংবদার কথায় জানলাম যে তার অনুরোধে মহর্ষি দুর্বাসা কিছুটা শান্ত হয়ে অভিশাপ মোচনের একটি উপায় বলে দিয়েছেন — শকুন্তলা যদি কোন 'অভিজ্ঞানাভরণ' দেখাতে পারে তবে শাপ কার্যকরী হবে না। "কিংদু অহিণ্ণাণাভরণদংসনেন সাবো নিবত্তিস্সদি ত্তি" (কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্ত্তিষ্যতে ইতি) অভিশাপ-মোচনের উপায় 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখানো — শুধু 'অভিজ্ঞান' দেখানো নয়। অর্থাৎ যেকোন স্মারকে শাপমোচন হবে না, কেবলমাত্র স্মারক-অলঙ্কার (আলোচ্য নাটকে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়) দেখালেই তা হবে। প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ্য : অনসূয়ার 'সণামহেয়অঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং' (৪.৩ অংশ) এবং 'অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং' (৪.৫ অংশ) উক্তি, দুই সখীর 'জই সো রাআ পচ্চহিণ্ণাণমন্থরো ভবে তদো সে ইমং অত্তণামহেঅঅঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং (৪.২৫ অংশ) উক্তি, কঞ্চুকীর 'স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাদনুস্মৃতম্' (৬.৯ অংশ) উক্তি, রাজার 'অঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ' (৭.৩৫ অংশ) এবং শকুন্তলার 'অঙ্গুলীঅঅং দংসই দব্বং' (৭.৩৬ অংশ) উক্তি। শকুন্তলা নিজেই তো রাজার কাছে 'অভিজ্ঞান' (স্মারক)। পঞ্চম অঙ্কে রাজার কাছে উপস্থিত শকুন্তলার আগের মতই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, হরিণীর মত স্নিগ্ধ দৃষ্টি — সবই ছিল। তৎসত্ত্বেও রাজা তাকে চিনতে পারেননি। শকুন্তলার বলা নবমালিকাকুঞ্জে দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর জলপানের কাহিনীও 'অভিজ্ঞান'ই ছিল। মালিনীতীরের সেই কুঞ্জের শকুন্তলাসান্নিধ্যে মধুময় প্রতিটি ক্ষণ দুষ্যন্তের অন্তরে চিরকালের জন্য অক্ষয় হয়ে থাকারই কথা। তৎসত্ত্বেও দুষ্যন্তের মনে শকুন্তলার স্মৃতি জাগেনি। কেননা, দুটির কোনটিই 'অভিজ্ঞানাভরণ' ছিল না।

রাজা 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখার পরেই (ষষ্ঠ অঙ্কের বৃত্তান্ত) শকুন্তলার কথা মনে করতে পারলেন। এই হিসাবে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' = অভিজ্ঞানাভরণ-শকুন্তলা' বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে এই নাটকের নামকরণের ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া চলতে পারে কিনা বিচার্য্য — অভিজ্ঞানঞ্চেদং আভরণঞ্চেতি — অভিজ্ঞানাভরণম্ (কর্মধা), অভিজ্ঞানাভরণমেব স্মৃতং

(স্মরণম্) — অভিজ্ঞানস্মৃতম্ (উত্তরপদলোপী কর্মধা), অভিজ্ঞানস্মৃতম্ অস্যা অস্তি ইতি — অভিজ্ঞানস্মৃতা, 'অর্শআদিভ্যোঽচ্', স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ ; অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা — অভিজ্ঞানশকুন্তলা (উত্তরপদলোপী কর্মধা) ; অতঃপর 'নাটকম্' এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি ক্লীবলিঙ্গ হবে এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রতিপাদিকস্য' সূত্রে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্বে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

স্বয়ং শকুন্তলা এবং দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর বৃত্তান্ত উপস্থাপনকেও 'অভিজ্ঞান' বলার ভিত্তি কি? — এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে। তার উত্তর ঃ শকুন্তলাকে দেখে রাজা যখন চিনতে পারলেন না তখন গৌতমী শকুন্তলাকে বললেন — "জাদে, মুহূত্তঅং মা লজ্জ। অবণইস্সং দাব দে ওউণ্ঠণং। তদো তুমং ভট্টা অহিজাণিস্সদি।" (জাতে, মুহূর্ত্তকং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তে অবগুণ্ঠণম্। ততঃ ত্বাং ভর্ত্তা অভিজ্ঞাস্যতি। দ্রঃ ৫.১৮ অংশ।) এখানে অভি-জ্ঞা ধাতুর প্রয়োগ ('অভিজ্ঞান' শব্দের অর্থ ঠিক তাই) আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে শকুন্তলাও 'অভিজ্ঞান'ই। আরো বলা যায়। কেবলমাত্র 'অঙ্গুরীয়ক' যদি 'অভিজ্ঞান' হত তবে শকন্তলার 'অহিণ্ণাণেন ইমিণা' (অভিজ্ঞানেন অনেন) [দ্রঃ ৫.২১ অংশ] এই কথায় 'ইমিণা' (অনেন) পদের সার্থকতা বিশেষ থাকে না। কেবল 'অহিণ্ণাণেন' বললেই তা বোঝা যেত। উল্লিখিত বাক্যাংশে 'ইমিণা অহিণ্ণাণেন' না ব'লে (সাধারণভাবে সেভাবে বলাই বাঞ্ছনীয় ছিল) 'অহিণ্ণাণেন ইমিণা' এভাবে ঘুরিয়ে বলায় অঙ্গুরীয়কটি যে অন্য আর এক অভিজ্ঞান তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ৫.২২ অংশে শকুন্তলার বলা 'অবরং দে কহিস্সং' (অপরং তে কথয়িষ্যামি) — এই বাক্যাংশের 'অপরম্' পদটিও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর বৃত্তান্তও অন্য আর এক অভিজ্ঞান।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র উল্লেখযোগ্য টীকা

জনপ্রিয়তার কারণে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র টীকারচনা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে এবং বর্তমানেও তা প্রবহমান আছে। এখানে এই নাটকের কয়েকটি প্রসিদ্ধ টীকার উল্লেখ করা হচ্ছে।

রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা', চন্দ্রশেখরের 'সন্দর্ভটীকা', শঙ্করের 'রসচন্দ্রিকা', কাটয়বেমভূপের 'কুমারগিরিরাজীয়', শ্রীনিবাসাচার্যের 'শকুন্তলাব্যাখ্যা', নীলকণ্ঠদীক্ষিতের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল-ব্যাখ্যান', অভিরামের 'দিঙমাত্রদর্শন', নরহরির 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলটিপ্পনী', গোবিন্দবারিয়ারের 'গোবিন্দব্রহ্মানন্দীয়ম্', নবকিশোর কর শর্মার 'কিশোরকলি', কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের 'প্রবেশিকা', জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের 'সুখবোধিনী', বিধুভূষণ গোস্বামীর 'সরলা' হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের 'অভিজ্ঞান-কৌমুদী', সারদারঞ্জন রায়ের 'মিতভাষিণী', প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের 'বিষমপদব্যাখ্যা', গৌরীনাথ পাঠকের 'সুবোধিনী', রমেন্দ্রমোহন বসুর 'কুমার-সন্তোষিণী' প্রভৃতি। এছাড়াও ঘনশ্যাম ('শাকুন্তল-সঞ্জীবন'), বাল্হজিদ্ ভট্ট, মৃত্যুঞ্জয় নিশ্‌শংক ভূপাল, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রামভদ্র মহোপাধ্যায়, শেষ শাস্ত্রী, শ্রীনিবাস ভট্ট ('সাহিত্যসার'), ডমরুবল্লভ, প্রাকৃতাচার্য্য, ডি.ভি. পন্ত, বেঙ্কটাচার্য্য, বাণগোবিন্দ, দক্ষিণাবর্তনাথ, রামবর্মা, রাম পিশোরোতি এবং অন্যান্য আরো অনেকের টীকা আছে ; (দ্রঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার, পৃঃ ৫৯৪)।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

ভারতবর্ষের প্রায় সব ভাষাতেই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র অসংখ্য মুদ্রণ হয়েছে। এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পাদনার (বিশেষতঃ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী) উল্লেখ করা হচ্ছে। নারায়ণ বালকৃষ্ণ গোড়বোলে (বোম্বাই), নারায়ণ রাম আচার্য (বোম্বাই), ডঃ হরিদত্ত শাস্ত্রী এবং শিববালক দ্বিবেদী (কানপুর), এম. আর. কালে (বোম্বে), মিথিলা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা (দ্বারভাঙ্গা), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (কলিকাতা), এ. বি. গজেন্দ্রগদ্‌কর (সুরাট), মোনিয়ার উইলিয়ামস্ (অক্সফোর্ড), বিধুভূষণ গোস্বামী (কলিকাতা), রিচার্ড পিশেল (আমেরিকা), আর. ডি. কারমারকার (পুণা), কৃষ্ণকান্ত ত্রিপাঠী এবং বিষ্ণুদেব শর্মা (কানপুর), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (কলিকাতা), ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী (কলিকাতা), রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা), রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী (বারাণসী), সারদারঞ্জন রায় (কলিকাতা), বাণীবিলাস প্রেসের প্রকাশন (শ্রীরঙ্গম), প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ

(কলিকাতা), চেন্নপুরী প্রকাশন (চেন্নপুরী), কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (কলিকাতা), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (কলিকাতা) রামতেজ পাণ্ডেয় (বারাণসী), কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন (কলিকাতা), শিবকুমার শাস্ত্রী (কাশী), জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং কেদারনাথ তর্করত্ন (কলিকাতা), রমেন্দ্রমোহন বসু (কলিকাতা), এ. এল. শেজী (প্যারিস), ডঃ দিলীপ কাঞ্জিলাল (কলিকাতা) প্রভৃতি। এছাড়াও মাদ্রাজ, ত্রিচুর, ত্রিবান্দ্রম, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, (দ্রঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার, পৃ ৫৯৩-৯৪)।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র বিদেশী অনুবাদ

বাংলা, আসামী, ওড়িয়া,কানাড়ী, মালয়লাম, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ হয়েছে। বিদেশেরও বহু ভাষায় বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিদেশী ভাষায় লেখা (ছাপানো) অত্যন্ত কঠিন এবং তার যথার্থ উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক-আধটি ভাষা জানা সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে জানা অসম্ভব বিধায় এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র কোন কোন ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ হয়েছে কেবল তা উল্লেখ করা হচ্ছে। বোহেমিয়ান, চীনা, চেক, ড্যানিশ, ডাচ, ফরাসী (বেশ কিছু), জার্মান (অনেক), হাঙ্গেরীয়, আইসল্যাণ্ডিক, ইন্দোনেশীয়, ইটালীয়, ল্যাটিন, নেপালী, পোলিশ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, সুইডিশ, উক্রানীয় এবং সম্ভবতঃ পর্তুগীজ, টার্কিশ, জাভানীজ প্রভৃতি ভাষাতেও এই নাটকের অনুবাদ হয়েছে। এই বিষয়ে তালিকার জন্য এস. পি. নারাঙ্গ প্রণীত 'কালিদাস বিবলিওগ্রাফী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের উল্লেখ এক্ষেত্রে করা হয়নি। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র উল্লেখযোগ্য সংস্করণ — এই অধ্যায়ে তার পরিচয় আছে।

মাইকেল মধুসূদন এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কালিদাস-ভাবনার কিছু পরিচয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম পরিচ্ছেদেই মিলবে। কালিদাসভক্ত মাইকেল তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের দুটি সর্গে এবং একাধিক সনেটে ('মেঘদূত'-দুটি, 'কালিদাস', 'উর্বশী' এবং 'শকুন্তলা') কালিদাসের কাব্যনাটকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কিংবা কালিদাসের প্রশংসা করেছেন।

'বীরাঙ্গনা' মাইকেলের শেষ দিকের রচনা (১৮৬২ সাল)। এই কাব্যে এগারটি সর্গ আছে (আরো কিছু সর্গ সংযোগ করার পরিকল্পনা ছিল)। এই কাব্যের প্রথম সর্গ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' অবলম্বনে রচিত। বিষয় — দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পত্র। বিষয় অভিনব হলেও কালিদাসের নাটককেই তিনি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন — 'মহাভারতে'র কাহিনী নয়। এই কাব্যে শকুন্তলাকে খুবই কমনীয়, নমনীয় চরিত্ররূপে উপস্থিত করা হয়েছে।

দুষ্মন্ত প্রতিশ্রুতি রাখেননি। তিনি নিজেও আসেননি, কাউকে পাঠানওনি। শকুন্তলা পথের দিকে চেয়ে থাকে। বাতাসে ধূলারাশি দেখলে ভাবে — এই বুঝি রাজার রথ এল। তা আসে না। সে কাঁদে — সঙ্গে সখীরাও।

"হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ আকাশে ;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি ভাবি, — মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ডাকি সখীদ্বয়ে ;
কহি — 'হ্যাদে দেখ্ সই, কতদিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তার দাসীরে!
ঐ দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে !
ওই শোন্ কোলাহল ! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা ;
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে! "

কোন এক শুভক্ষণে ভ্রমর দংশন থেকে রক্ষা করতে দুষ্মন্ত আর্বিভূত হয়েছিলেন। শকুন্তলা আশা করে — ভ্রমর তাকে অত্যাচার করলে রাজা যদি আবার এসে হাজির হন!

"ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি, — 'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেকা পুরু-কুল-নিধি।' "

দুষ্মন্ত বিহনে শকুন্তলার করুণ অবস্থার এক নিখুঁত ছবি মাইকেল আমাদের উপহার দিয়েছেন —

"...... নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে!
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান ; ...."

অনসূয়া-প্রিয়ংবদা শকুন্তলার কষ্ট সহ্য করতে পারে না। শকুন্তলার এই দুর্দশার জন্য দায়ী সে নিজে — তারা একথা বলতেও ছাড়ে না। শকুন্তলা আবার রাজাকে এতই ভালবাসে যে রাজার উপেক্ষা সত্ত্বেও তাঁর নিন্দা শুনলে বুকে বাজে। না পারে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার উত্তর দিতে, না পারে রাজার নিন্দা সইতে। একেবারে শাঁখের করাতের মত তাকে দু'দিক থেকে যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে।

"বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র মন্দ কথা কয়ে! —
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে!
ফাটি অন্তরিত রাগে — বাক্য নাহি ফোটে!"

লক্ষণীয়, এসব ছবি মহাকবি কালিদাস তাঁর নাটকে আঁকেননি। মাইকেল, যা ঘটতে পারত, যেন প্রত্যক্ষভাবে তা হাজির করেছেন বাঙালী পাঠকের কাছে। কালিদাসের প্রিয়ংবদার উক্তি — 'ণ তাদিসী আকিদিবিশেষা গুণবিরোহিণো হোন্তি' — মাইকেল অনুসরণ করেননি। যা অতি বাস্তব, তাই বলেছেন। মাইকেল শকুন্তলাকে একেবারে উনবিংশ শতকের বাঙালী রমণীরূপে এঁকেছেন। শকুন্তলা রাজৈশ্বর্য্য চায় না, বৈভব চায় না — চায় শুধু রাজাকে সেবার অধিকার।

"জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল, মান, ধনে তুমি রাজকুলপতি!
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি — এই লোভ মনে —
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!"

শকুন্তলার মনের প্রতিটি দিক মাইকেল ভেবেছেন। কণ্ব আশ্রমে ফিরে আসলে গান্ধর্ব বিবাহের কথা কীভাবে তাঁকে জানাবে — এই চিন্তায় সে আকুল।

"আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে।"

মাইকেল শকুন্তলাকে কালিদাসের আঁকা শকুন্তলার চাইতেও মৃদু, ভীরু স্বভাবের রমণী হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কালিদাসের শকুন্তলা রাজার 'দাসী' হতে চায়নি — যোগ্য মর্যাদা চেয়েছে। রাজার করা অপমানে (পঞ্চম অঙ্কে) সে আহত ফণিনীর মত ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

শকুন্তলার মনের (প্রকৃতপক্ষে যেকোন' নারীরই) অন্য এক ভয়ের কথাও মাইকেল উল্লেখ করেছেন। তা হল — নিজের রূপযৌবন শেষ হলে পুরুষের প্রেমও বুঝি দূরে চলে যায়। শকুন্তলারও মনে সেই আশঙ্কা।

"... শোন্, পত্র! — সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ; —
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যাজিলা নৃপতি?"

মাইকেল 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটককে কত ভালোবেসেছিলেন তার পরিচয় রয়েছে 'শকুন্তলা' সনেটে। তার সামনের অংশ "মেনকা অপ্সরারূপী ...... কবিকুলপতি!" — ভূমিকার প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। পরের অংশও কম উল্লেখ্য নয় —

"তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভালবাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে?
নন্দনের পিকধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃতসুধা ; .... "

বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮২ বঙ্গাব্দে। পরে এটি 'বিবিধ প্রবন্ধে' সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার জীবনের পূর্বার্দ্ধকে সেক্সপীয়রের 'দি টেম্পেষ্ট'-এ বর্ণিত মিরন্দা চরিত্রের সঙ্গে এবং জীবনের উত্তরার্দ্ধকে সেক্সপীয়রেরই অন্য নাটক 'ওথেলো, দি মূর অফ ভেনিস'-এ বর্ণিত দেসদিমোনা চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চারিত্রিক মাধুর্য, সরলতা, সজীবতা ইত্যাদির বিচারে শকুন্তলা চরিত্র অপেক্ষা মিরন্দার চরিত্র অনেক উজ্জ্বল। মিরন্দা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি — শকুন্তলার সরলতা অনেকটাই কবির আরোপিত। দুষ্যন্তের প্রতি অনুরাগ প্রকাশে শকুন্তলা যত ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছে — মিরন্দায় তার একাংশও নেই। সে অকপটভাবে তার মনের কথা জানিয়েছে। শকুন্তলার রাজা দুষ্যন্তের প্রতি কয়েকটি উক্তিতে, যেমন রাজার, "ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ' এর উত্তরে "অসন্তোষে উণ কিং করেদি?" ইত্যাদিতে শকুন্তলা যে প্রেমের ব্যাপারে ছলাকলায় যথেষ্ট দক্ষ তার প্রমাণ আছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রের মাহাত্ম্য শকুন্তলা চরিত্রকে বিকসিত হতে দেয়নি — শকুন্তলা দুষ্যন্তের 'হাতের পুতুল' হয়ে ছিল — এই মত বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন। তুলনীয় ঃ "দুষ্মন্তের চরিত্রগৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ...... দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃক্ষচ্ছায়া এখানে শকুন্তলাকলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে — সে ভালো করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে — রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?"

প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেসদিমোনা চরিত্রের সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করতে গিয়েও স্বামীর প্রতি আত্মনিবেদনের প্রসঙ্গে দেসদিমোনার চরিত্রকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়াছেন। সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বীরত্বের প্রতি নারীচরিত্রের আকর্ষণের কথাও 'ওথেলো'তে বেশী ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে — এও তাঁর অভিমত। তবে একই সঙ্গে তিনি বলেছেন সমুদ্র আর নন্দনকাননে যেমন তুলনা হয় না, — এই দুই নাটকেও তেমনি। তাঁর মতে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'কে ঠিক নাটক বলা চলে না, 'উপাখ্যানকাব্য' বলা উচিত। অন্যান্য কিছু নাটক সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 'ওথেলো'তে নাটকীয় গুণ বেশী আছে, তাই দেসদিমোনার চরিত্র বেশী নাটকীয়। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' গতি কম, নাটকীয়তাও কম।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনা সকলকে তৃপ্ত করেনি বলাই বাহুল্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ পড়লেই এর পরিচয় মিলবে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র একাধিক সংস্করণ আছে — একথা পূর্বে বলা হয়েছে। বর্তমানে নাগরী সংস্করণ সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও প্রথমাবস্থায় তা ছিল না। বঙ্গীয় সংস্করণ প্রামাণিক বলেই গৃহীত হত। পরবর্তীকালে এই নাটকের বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় অঙ্কের বেশ কিছু অংশ 'অতিরিক্ত' এবং 'অশ্লীল' বিচারে পরিত্যাগ করা হয়।

বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিপূর্বেই বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় অঙ্কের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা যে প্রামাণিক তাও প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে — বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে বঙ্গীয় সংস্করণ থেকে বহু উদ্ধৃতি আছে। যেমন "অদ্ধপদে সুমরিঅ ......" ইত্যাদি, "ননু কমলস্য ......" ইতাদি, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি", "ন তির্যক্ ..." ইত্যাদি শ্লোক "তুম্হে জ্জেব পমাণং ..." ইত্যাদি। তৃতীয় অঙ্কে চিত্রিত শকুন্তলা একটু বেশীরকম সাহসী, লজ্জাহীনা এরকম কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে। তৎসত্ত্বেও তিনি বঙ্গীয় সংস্করণের এইসব পাঠই গ্রহণ করেছেন — সংক্ষিপ্ত দেবনাগর সংস্করণকে (যা নাকি এই প্রবন্ধ প্রকাশের বহু আগেই প্রকাশিত হয়েছিল) প্রমাণ হিসাবে ধরেননি। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র বিদ্যাসাগরকৃত দেবনাগর সংস্করণ তিনি যে মানেননি, তাও বঙ্গীয় সংস্করণের তৎকালে প্রামাণিক হিসাবে গণ্য হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং কালিদাস ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র মূল্যায়ন

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকাংশের 'কালিদাস-প্রশস্তি' ও অন্যত্র, মূল গ্রন্থের আলোচনায় 'সুষমা' ও 'অধ্যাপনা' অংশে সর্বত্র করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের করা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র যাবতীয় অনুবাদ, শকুন্তলা প্রভৃতির চরিত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি যথাস্থানে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’ ‘যুস্মদ্’-‘ভবৎ’-এর প্রয়োগ

সংস্কৃত মধ্যম পুরুষের (Second person) সর্বনাম হিসাবে দুটি শব্দ প্রচলিত আছে— ‘যুষ্মদ্’ এবং ‘ভবৎ’। ‘যুষ্মদে’র অর্থ ‘তুমি’ এবং ‘ভবৎ’-এর অর্থ ‘আপনি’। ‘ভবৎ’-এর সঙ্গে সম্মান-প্রদর্শনের ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। ‘ভবৎ’ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম হলেও এটিকে প্রথম পুরুষ বলে গণ্য করা হয় এবং ক্রিয়াপদও অনুরূপভাবে প্রথম পুরুষেরই প্রয়োগ হয়। যেমন — ত্বং গচ্ছসি ; কিন্তু, ভবান্ গচ্ছতি। ত্বং গচ্ছ কিন্তু, ভবান্ গচ্ছতু।

‘ভবৎ’ এর সঙ্গে ‘অত্র’, ‘তত্র’ এবং কদাচিৎ ‘স’ যোগ করে ‘অত্রভবৎ’, ‘তত্রভবৎ’ এবং ‘স ভবৎ’ পদ ব্যবহার হয় এবং তখন অর্থ হয় যথাক্রমে ‘আপনি’, ‘তিনি’ এবং ‘তিনি’। সম্মানপ্রদর্শনের বোধ এখানেও থাকছে। অনেক সময় অধিকতর সম্মানবোধের জন্য ‘ভবৎ’ ‘অত্রভবৎ’ এবং ‘তত্রভবৎ’ এর বহুবচনে প্রয়োগ হয় — ‘ভবন্তঃ’, ‘অত্রভবন্তঃ’, ‘তত্রভবন্তঃ’। বলা বাহুল্য, ‘তত্রভবান্’ (তিনি) এবং ‘স ভবান্’ — প্রথম পুরুষের সর্বনাম রূপেই প্রয়োগ হয়। যাই হোক, বর্তমানে আলোচ্য হল আমরা ইদানীং ‘ভবৎ’ এর সঙ্গে সম্মান প্রদর্শনের (পূজ্যত্বের জ্ঞান) যে ব্যাপারটা জড়িয়ে ফেলেছি — কালিদাসাদির নাটকে কিন্তু তা নেই। এখানে কেবলমাত্র ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’র কিছু প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে দেখানো হচ্ছে যে, এই ব্যাপারটা কালিদাসের সময়ে ছিলই না। পরবর্তীকালে এই নিয়মটা এসেছে। উদাহরণ ঃ

(ক) দুষ্যন্ত হরিণকে বিদ্ধ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় ঋষি তাঁকে বারণ করলেন। রাজা বাণ সংযত করলেন। তখন ঋষি বললেন — “সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ। জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব। পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি ॥” (‘ভবতঃ’, ‘তব’ এবং ‘আপ্নুহি’ (‘ত্বম্’ উহ্য) — প্রথমে ‘ভবৎ’ পরের দুটিতে ‘যুষ্মদ্’)।

(খ) রাজা দুষ্যন্ত সারথিকে বলছেন — “সূত নোদয় (চোদয়) অশ্বান্।” [‘নোদয়’/ ‘চোদয়’-তে ‘ত্বম্’ (< যুষ্মদ্) উহ্য]। একটু পরেই কিন্তু সেই সারথিকে আবার বলেছেন — “কিং ন পশ্যতি ভবান্ ?” (এখানে আবার ‘ভবৎ’)। অতঃপর — “এতাবত্যেব রথং স্থাপয়”। (স্থাপয় > ত্বং স্থাপয় — এখানে আবার ‘যুষ্মদ্’।)

(গ) দুষ্যন্ত অনসূয়া-প্রিয়ংবদা-শকুন্তলাকে বলছেন — “ভবতীনাং সূনৃতয়ৈব গিরা কৃতম্ আতিথ্যম্।” একটু বাদেই তাদের সম্বন্ধেই “যূয়ম্” অপি অনেন কর্মণা পরিশ্রান্তাঃ। অতঃপর আবার — “সমবয়োরূপং ভবতীনাং সৌহৃদ্যম্।” ইত্যাদি।

(ঘ) অনসূয়া রাজাকে বলছে — “সুণাদু অজ্জো” (সুণাদু < শৃণোতু < ভবান্ শৃণোতু) এবং “তং ণো পিঅসহিএ পহবং অবগচ্ছ (< ত্বম্ অবগচ্ছ)।

(ঙ) দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক এবং রাজার কথোপকথনে বিদূষক রাজাকে বলছেন — "সঅং অচ্ছী আউলীকরিঅ অস্সুকারণং **পুচ্ছেসি**।" অতঃপরঃ "মম বি **ভবং**।" অতঃপর "তেন হি লহু পরিত্তাঅদু ণং **ভবং**। ... **অত্তভবন্তং** অন্তরেণ কীদিসো দিঠ্ঠিরাও ? ণ ক্খু দিঠ্ঠমেত্তস্য **তুহ** অঙ্কং সমারোহদি।" অনুরূপভাবে রাজার বিদূষকের প্রতি উক্তিতেও দেখা যাচ্ছে — "সখে, **ত্বম্** অম্বয়া পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ। অতো **ভবান্** ইতঃ ...... অর্হতি।" (২য় অঙ্ক)। ষষ্ঠ অঙ্কেও আছে। রাজা — "কথিতবান্ অস্মি **ভবতে** চ। **স ভবান্** প্রত্যাদেশবেলায়াং ...... । পূর্বমপি ন **ত্বয়া** কদাচিৎ সংকীর্তিতং তত্রভবত্যা নাম। ক্বচিদহমিব বিস্মৃতবান্ অসি **ত্বম্**। (লক্ষণীয় ঃ ত্বম্ — ভবান্ — ভবান্ — স ভবান্ — ত্বম্ — ত্বম্।)

(চ) অনসূয়া-প্রিয়ংবদা রাজাকে বলছে — অনসূয়া — "ইদো সিলাতলেক্কদেসং **অলংকরেদু**।" প্রিয়ংবদা — এসো **বো** ধম্মো"। (বো < যুষ্মদ্)। অথবা "ণো পিঅসহী **তুমং** উদ্দিসিঅ ...।" ইত্যাদি।

(ছ) মহর্ষি কণ্ব অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন — "ননু **ভবতীভ্যামেব** স্থিরীকর্তব্যা শকুন্তলা।" (৪র্থ অঙ্ক)।

(জ) শিষ্য শার্ঙ্গরব গুরু কণ্বকে বলছেন — "**ভগবন্**, ওদকান্তো স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্য ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরসস্তীরম্। অত্র সন্দিশ্য প্রতিগন্তুম্ **অর্হসি**। (অর্হসি < ত্বম্ অর্হসি)।

(ঝ) শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে বলছেন — "জানে **ভবান্** পুরপ্রবেশাদিত্থংভূতঃ সংবৃত্তঃ।" এবং "শার্ঙ্গরব, বিরম **ত্বম্** ইদানীম্।"

অনুরূপভাবে রাজা-মাতলি, তাপসী-রাজা, রাজা-মারীচ — এঁদের কথোপকথনেও 'যুষ্মদ্' এবং 'ভবৎ' প্রায়শই স্থান পরিবর্তন করেছে।

কালিদাসের অন্যান্য নাটকেও এই পরিবর্তনের অসংখ্য উদাহরণ আছে। 'ভবৎ' এর সঙ্গে সম্মানবোধের ব্যাপারে 'কাশিকা' বৃত্তিতে উল্লেখ আছে — "**বৃদ্ধস্য চ পূজায়াম্** (বাঃ) - তত্রভবান্ গার্গ্যায়ণঃ।" 'ন্যাসে' বলা হয়েছে — "তত্রভবচ্ছব্দস্য পূজাবচনস্য প্রয়োগেণ পূজাং গময়তি।" (দ্রঃ কাশিকাবৃত্তি — জয়াদিত্য-বামন বিরচিত, হরদত্তের 'পদমঞ্জরী' এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধির 'বিবরণপঞ্চিকা-ন্যাস' সহ, শিবনারায়ণ মিশ্র সম্পাদিত, তৃতীয় খণ্ড, রত্না পাব্লিকেশনস্, বারাণসী, ১৯৮৫, পৃঃ ৪৯৭। পুরুসূরির 'ঔণাদিপদার্ণবে' আছে — "ভাতীত্যর্থে ... ভবানাহ ভবান্ বক্তীত্যাদিগৌরবগোচরঃ ॥" (দ্রঃ উণাদিসূত্রস ইন ভেরিয়াস রিসেন্শান্স, সম্পাদক, সি. আর. চিন্তামনি, চতুর্থ খণ্ড, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃঃ ৩১)।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' 'অজ্জুএ' সম্বোধন

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে দুষ্যন্তপুত্র সর্বদমনের উক্তিতে বেশ কয়েকবার 'অজ্জু', 'অজ্জুএ' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। "কহিং বা মে অজ্জু?" (৭.২২) (মাতা শকুন্তলা সম্বন্ধে)। "অজ্জুএ রোঅদি মে এসো ভদ্দমোরও" (৭.২৩) — তাপসীর প্রতি সম্বোধন। "জাব অজ্জুএ সআসং গমিস্সং" (৭.২৪) — মাতা শকুন্তলা সম্বন্ধে। "অজ্জুএ, এসো কোবি পুরিসো ......" (৭.২৫) — মাতা শকুন্তলাকে সম্বোধন। "অজ্জুএ কো এসো" (৭.২৭) — মাতা শকুন্তলাকে সম্বোধন।

এই 'অজ্জুএ' সম্বোধন যদি 'অজ্জুকা' শব্দ থেকে এসে থাকে তবে কিছু প্রশ্ন উঠবে। 'নাট্যশাস্ত্র', 'দশরূপক', 'নাট্যদর্পণ', 'নাটকপরিভাষা', প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্বোধন গণিকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে স্পষ্ট বিধান আছে।

নাট্যশাস্ত্র ঃ "অজ্জুকেতি ভবেদ্বেশ্যা বাচ্যা পরিজনেন তু"। (১৯/২৮)

দশরূপক ঃ "বেশ্যাঽজ্জুকা তথা"। (২/৭০)

নাট্যদর্পণ ঃ "বেশ্যাঽজ্জুকেতি বৃদ্ধা তু স্যাৎ"। (৪/৪৭)

নাটক-পরিভাষা ঃ "আর্যেতি ব্রাহ্মণো বাচ্যো বৃদ্ধস্তাতেতি কথ্যতে।
উপাধ্যায়েতি চাচার্যো গণিকা ত্বজ্জুকাখ্যায়া ॥" ১৪ ॥

(ব্রাহ্মণকে 'আর্য' বৃদ্ধকে 'তাত' আচার্যকে 'উপাধ্যায়' এবং গণিকাকে 'অজ্জুকা' বলে সম্বোধন করতে হয়।)

এখন সর্বদমন তাহলে ভগিনীসমা তাপসীকে কিংবা মাতা শকুন্তলাকে এইভাবে সম্বোধন করছে কীভাবে?

অনেকে 'আর্যকে' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'অজ্জুএ' মাতাকে বোঝালে দোষের হয় না — একথা বলেছেন। তাপসী সম্বন্ধে যখন প্রযুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে নানারকম পাঠান্তর কল্পনা করা হয়েছে — 'অত্তিএ', 'অত্তিকে', ইত্যাদি। এগুলির দ্বারা ভগিনীর সম্বোধন হয়।

রাঘবভট্ট "অজ্জ অজ্জু চ মাতরি" এই দেশীকোশ বচনের প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

'নাটক-পরিভাষা'য় এই প্রসঙ্গে শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে — "লোকশাস্ত্রানুরোধেন বিজ্ঞেয়াঃ কার্যকোবিদৈঃ।" (২৮ কখ)। লোকব্যবহারই বড় প্রমাণ।

পাত্র-পরিচয়

পুরুষ পাত্র

সূত্রধার	— নাটকের প্রারম্ভ-কর্তা, অধিকারী
দুষ্যন্ত	— হস্তিনাপুরের রাজা ; নায়ক
সূত	— দুষ্যন্তের সারথি
বৈখানস	— কণ্বের শিষ্য
মাধব্য	— বিদূষক
সেনাপতি	— সেনাপতি
রৈবতক	— দ্বারপাল
করভক	— রাজার বার্তাবহ
হারীত	— কণ্বের শিষ্য
কণ্ব	— শকুন্তলার পিতৃভূত ; মহর্ষি, কুলপতি
নারদ	— কণ্বাশ্রমের ঋষিবালক
গৌতম	— কণ্বাশ্রমের ঋষিবালক
শার্ঙ্গরব	— কণ্বের শিষ্য
শারদ্বত	— কণ্বের শিষ্য
ঋষিগণ	— কণ্বের শিষ্য
শিষ্য	— কণ্বের শিষ্য
বাতায়ন	— কঞ্চুকী, রাজকর্মচারী
বৈতালিকদ্বয়	— রাজার স্তুতিপাঠক
সোমরাত	— দুষ্যন্তের পুরোহিত
শ্যাল	— রক্ষিপ্রধান, কোতোয়াল
জানুক	— নগররক্ষী
সূচক	— নগররক্ষী
ধীবর	— শক্রাবতারবাসী জেলে

মাতলি	— ইন্দ্রের সারথি
সর্বদমন	— দুষ্যন্তের পুত্র
মারীচ	— মহর্ষি প্রজাপতি
গালব	— মারীচের শিষ্য

স্ত্রী পাত্র

নটী	— সূত্রধারপত্নী
শকুন্তলা	— নাটকের নায়িকা, কণ্বের কন্যাসমা, দুষ্যন্তের পত্নী
অনসূয়া	— শকুন্তলার সখী
প্রিয়ংবদা	— শকুন্তলার সখী
গৌতমী	— বৃদ্ধা তাপসী, শকুন্তলার মাতৃসমা
তাপসীগণ (৩)	— কণ্বাশ্রমের তাপসী
বেত্রবতী	— দ্বারপালিকা, প্রতীহারী
সানুমতী	— মেনকার সখী
পরভৃতিকা	—দুষ্যন্তের পরিচারিকা
মধুকরিকা	— দুষ্যন্তের পরিচারিকা
চতুরিকা	— দুষ্যন্তের পরিচারিকা
সুব্রতা	— মারীচাশ্রমের তাপসী
তাপসী	— মারীচাশ্রমের তাপসী, সুব্রতার সখী
অদিতি	— মারীচের পত্নী
যবনী	— দুষ্যন্তের পরিচারিকা

নাটকে কেবলমাত্র উল্লিখিত অন্যান্য পাত্র

ইন্দ্র	— দেবতাদের রাজা, দুষ্যন্তের মিত্র
জয়ন্ত	— ইন্দ্রের পুত্র
কৌশিক (বিশ্বামিত্র)	— শকুন্তলার জন্মদাতা পিতা
মেনকা	— শকুন্তলার জন্মদাত্রী মাতা
দুর্বাসা	— জনৈক মহর্ষি ; শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন
মিত্রাবসু	— রাজশ্যালক

রাজমাতা	— দুষ্যন্তের মাতা
হংসপদিকা	— দুষ্যন্তের পত্নী, একদা প্রণয়পাত্র, ইদানীং অবহেলিতা
বসুমতী	— দুষ্যন্তের পত্নী
তরলিকা	— দেবী বসুমতীর পরিচারিকা
পিশুন	— দুষ্যন্তের অমাত্য
ধনমিত্র	— সমুদ্রগামী বণিক
কালনেমি এবং তার বংশধর	— দানব
মার্কণ্ডেয়	— সর্বদমনের খেলার সাথী
বৃদ্ধশাকল্য	— মারীচাশ্রমের বৃদ্ধ তাপস
রাক্ষসগণ	— কণ্বাশ্রমে বিঘ্নকারী রাক্ষস

॥ শ্রীঃ ॥

মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতম্

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

[১.১]

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥ ১ ॥

বিসন্ধি—স্রষ্টুঃ + আদ্যা। হবিঃ + যা। যাম্ + আহুঃ। সর্ববীজপ্রকৃতিঃ + ইতি। প্রপন্নঃ + তনুভিঃ + অবতু। বঃ + তাভিঃ + অষ্টাভিঃ + ঈশঃ।

অন্বয়—যা (জলরূপা তনুঃ) স্রষ্টুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ, যা (অগ্নিরূপা তনুঃ) বিধিহুতং হবিঃ বহতি, যা চ (যজমানরূপা তনুঃ) হোত্রী, যে দ্বে (সূর্য-চন্দ্ররূপে তনূ) কালং বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা যা (আকাশরূপা তনুঃ) বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা, যাম্ (পৃথিবীরূপাং তনুং) সর্ববীজপ্রকৃতিঃ ইতি আহুঃ, যয়া (বায়ুরূপয়া তন্বা) প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ — প্রত্যক্ষাভিঃ তাভিঃ অষ্টাভিঃ তনুভিঃ প্রপন্ন ঈশঃ বঃ অবতু।

বাংলা প্রতিশব্দ—যা (জলরূপবিশিষ্ট যা) স্রষ্টুঃ (প্রজাপতি ব্রহ্মার) আদ্যা সৃষ্টিঃ (অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ছিল), যা (অগ্নিরূপে বিদ্যমান যা) বিধিহুতং হবিঃ বহতি (শাস্ত্রবিধানানুসারে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতাদি বহন করে), যা চ (যজমানরূপে যিনি) হোত্রী (হোম সম্পাদন করেন), যে দ্বে (সূর্য এবং চন্দ্ররূপে বিদ্যমান যে দুই মূর্ত্তি) কালং বিধত্তঃ (সময় বিধান করে), শ্রুতিবিষয়গুণা যা (কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ আকাশরূপে বিদ্যমান যে মূর্ত্তি) বিশ্বং ব্যাপ্য (পৃথিবী জুড়ে) স্থিতা (বিরাজিত), যাম্ (পৃথিবীরূপে বিদ্যমান যে মূর্ত্তিকে) সর্ববীজপ্রকৃতিঃ (সকল বীজের মূলাধার) ইতি আহুঃ (এইরকম বলে থাকেন — অর্থাৎ এইরূপ বলা হয়ে থাকে), যয়া (বায়ুরূপে বিদ্যমান যে মূর্ত্তির দ্বারা) প্রাণিনঃ (প্রাণিসমূহ) প্রাণবন্তঃ (বলসম্পন্ন হয়ে

থাকে) — তাভিঃ (সেই) প্রত্যক্ষাভিঃ (প্রত্যক্ষ) অষ্টাভিঃ তনুভিঃ প্রপন্নঃ (আট মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ঈশঃ (শিব) বঃ (তোমাদের) অবতু (রক্ষা করুন)।

বঙ্গানুবাদ—যে মূর্ত্তি স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার অব্যবহিত পূর্বে বর্তমান ছিল (অর্থাৎ জল), যে মূর্ত্তি শাস্ত্রবিধানানুসারে প্রদত্ত হব্য (ঘৃতাদি) বহন করে (অর্থাৎ অগ্নি), যে মূর্ত্তি হোম সম্পাদন করে (অর্থাৎ যজমান), যে মূর্ত্তিদ্বয় সময় বিধান করে (অর্থাৎ সূর্য এবং চন্দ্র), কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ যে মূর্ত্তি সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েছে (অর্থাৎ আকাশ), (পৃথিবীরূপে বিদ্যমান) যে মূর্ত্তিকে সকল বীজের আধার বলা হয় এবং (বায়ুরূপে বিদ্যমান) যে মূর্ত্তির দ্বারা প্রাণিসকল বলসম্পন্ন হয়ে থাকে — প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্ত্তিধর সেই শিব তোমাদের রক্ষা করুন।

রাঘবভট্ট ঃ

যৎ ত্রেধাজনি দশধা দ্বিধাগতং যদ্যজ্জাতং দশবিধমেতি ষোড়শত্বম্।
যদ্গীতং সমমহদাদিকস্য চাদ্যং তেজস্তজ্জয়তি হিমোষ্ণরূপমগ্র্যম্ ॥

উদ্দিশ্যামরনিম্নগাং গতবতোঃ শ্রুত্বা কলিং শৈশবে
যঃ সাক্ষাৎকরবাণি তামিতি জটাজূটোপকণ্ঠং গতঃ।
পীত্বা পুষ্কলপুষ্করেণ ন কিমপ্যত্রেতি বিস্মাপয়-
ন্পিত্রোর্বিগ্রহবগ্রহং বিহিতবান্ পায়াদ্ গজাস্যঃ স বঃ ॥
নাট্যবেদাব্ধিমালোড্য তাণ্ডবং যো বিনির্মমৌ।
স্বাত্মনাভিনয়ন্তং তং প্রণমামি মহানটম্ ॥
যা লাস্যসংপ্রয়োগেণ শিবারাধনতৎপরা।
ভবতাং ভূতয়ে ভূয়াৎ সা সদা সর্বমঙ্গলা ॥
বাচিকাদ্যভিনয়োপমনাট্যাচার্যমত্র ভরতং মুনিমীড়ে।
লাস্যতাণ্ডবনিয়োজনলীলাকৌশলেন পরিতোষিতভর্গম্ ॥

অথ নাটকাদৌ পূর্বরঙ্গাঙ্গভূতামাশীরূপাং চতুরস্রতালানুসারিণীমষ্টপদাং সূত্রধারো নান্দীং পঠতি — যা সৃষ্টিরিতি। যা তনুঃ স্রষ্টুর্ব্রহ্মণ আদ্যা সৃষ্টিঃ। জলমিত্যর্থঃ। 'অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমবাসৃজৎ' ইতি স্মরণাৎ, সর্বাদৌ সর্গাৎ সর্গোৎপত্তিহেতুত্বাচ্চাতিশয়ো ধ্বন্যতে। যা চ বিধির্বিধানং শ্রুতিস্মৃত্যুক্তং তেন হুতং দত্তং হবির্হবনীয়দ্রব্যজাতং বহত্যাদত্তে। বহ্নিরিত্যর্থঃ। বহতিনাধারাধেয়সংবন্ধেনাদানং লক্ষ্যতে। ফলপর্যন্ততাপ্রাপণং চ ব্যজ্যতে। অবিধিহুতং ভস্মীভবতি। অতএব বিধিহুতমিত্যুক্তিঃ। অন্যথা হবনীয়স্যৈতদ-ব্যভিচারাদর্থপৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। এতেনাতিশয়ো ধ্বনিতঃ। অথ চ বহ্নিরিত্যৌণাদিকে নিপ্রত্যয়ে সিদ্ধম্। তদপি সূচিতম্। যা চ হোত্রী যজমানরূপা। জুহোতীতি হোত্রীতীন্দ্রাদীনামপি তর্পকত্বাদতিশয়ো ব্যজ্যতে। অতএব নাত্মাদিপদপ্রয়োগঃ। যে চ দ্বে কালং রাত্রিংদিবরূপং বিধত্তঃ কুরুতঃ। বিপূর্বো ধাঞ্ করণার্থে বর্ততে। চন্দ্রার্কাবিত্যর্থঃ। নিত্যস্যাপি কালস্যৈতৌ কারণত্বেনোক্তাবিতি স এব। যা চ শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ং তস্য বিষয়ো

গোচরো গুণঃ শব্দাখ্যো যস্যাঃ সা। 'শ্রুতিঃ শ্রোত্রে তথাম্নায়ে বার্তায়াং শ্রোত্রকর্মণি' ইতি বিশ্বঃ। বিশ্বং জগদ্ ব্যাপ্য স্থিতা তেনাকাশঃ। অত্রাপি জগদ্ব্যাপকস্থিত্যা স ব্যজ্যতে। অতএব শ্রুতিবিষয়গুণেত্যেতাবন্মাত্রং নোপাত্তম্। তাবত্যুচ্যমানে প্রক্রান্তাতিশয়ব্যঙ্গ্যভঙ্গঃ স্যাৎ। কিং চ 'শব্দৈকগুণ আকাশঃ শব্দস্পর্শগুণো মরুৎ' ইত্যাদিনা সাংখ্যমতে মরুদাদীনামপি শব্দগুণত্বস্যোক্তের্বিবক্ষিতার্থালাভশ্চ। পারিশেষ্যাত্তল্লাভ ইতি চেৎ, আদিবাক্যেন তল্লাভো-ঽস্তেন বেতি সংদেহস্য দুর্নিরাসত্বাৎ সৃক্তং বিশ্বমিত্যাদি। অতএব যেত্যস্য নাঽস্থানস্থ-পদত্বম্। যাং চ সর্বেষাং বীজানাং প্রকৃতিযোনিরিত্যাহুঃ। অনেন পৃথিবী। 'প্রকৃতিঃ সহজে যোনাবমাত্যে পরমাত্মনি' ইতি বিশ্বঃ। অত্রাপি সর্ববীজোৎপত্তিহেতুত্বেন স এব। ইতিনা কর্মণ উক্তত্বাৎ প্রকৃতিরিতি প্রথমা। তথাচ বামনঃ — 'নিপাতেনাপ্যভিহিতে কর্মণি ন কর্মবিভক্তিঃ পরিগণস্য প্রায়িকত্বাৎ' ইতি। যয়া চ প্রাণিনঃ প্রাণবন্ত ইত্যত্র প্রাণিনো জন্মিন ইতি। 'প্রাণী তু চেতনো জন্মী' ইত্যমরঃ। রূঢ্যা সামান্যমুদ্দিশ্য প্রাণবন্ত ইতি বিশিষ্টস্য বিধানম্। অন্যথা পর্যায়োচ্চারণ একস্য পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। প্রাশস্ত্যে চাত্র মতুপ্। 'ভূমনিন্দা-প্রশংসাসু' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। হৃদি প্রাণবায়ুর্জীবাত্মন আশ্রয়স্তদ্বন্তঃ। 'হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যম্' ইত্যুক্তেঃ। তেন জীববন্তশ্চ বলবন্তশ্চেত্যর্থঃ। এতেন সর্বাতিশয়ো ব্যজ্যতে। 'প্রাণো হৃন্মারুতে বালে কাব্যে জীবেঽনিলে বলে। পূরিতে বাচ্যবৎ প্রাণং প্রাণাশ্চাসুষু কীর্তিতাঃ' ইতি বিশ্বঃ। অতশ্চ ন কথিতপদাশঙ্কা। উদ্দেশ্যবিধেয়ার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যলাটানুপ্রাসান্ পরিহৃত্যৈব তস্যাঙ্গীকারাৎ। 'অপবাদবিষয়ং পরিহৃত্যোৎসর্গস্য প্রবৃত্তিঃ' ইতি ন্যায়াৎ পুনরুক্তবদাভাসোঽলংকারঃ। তাভিঃ প্রত্যক্ষাভিরষ্টাভিস্তনুভির্মূর্তিভিঃ প্রপন্নো যুক্ত ঈশো বোঽবত্বিত্যাশীঃ। 'তনুর্মূর্তৌ ত্বচি স্ত্রী স্যাৎ ত্রিষ্বল্পে বিরলে কৃশে' ইতি মেদিনীকারঃ। অত্রাশিষি সভ্যানাং লাভঃ। অতএব 'আশীর্নমস্ক্রিয়ারূপা' ইতি ভরতেন, ভামহেনাপি 'আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তু' — ইত্যাদাবেবাশীর্নিবদ্ধা। তেনাসৌ নটঃ কিং নমস্কাররূপাং তত্রাপি কিংবিধাশীরূপাং নান্দীং পঠিষ্যতীতি সোৎকণ্ঠানাং সভ্যানাং তামপনেতুং পূর্বমবত্বিত্যুক্তিঃ। অত্র চ সকলাভিলষিতফলবিতরণপ্রবণত্বমেবাবনং বিবক্ষিতম্। পালনার্থত্বাদ্ধাতোঃ। তচ্চ তেন বিনা ন সম্ভবতীতি। কানিত্যপেক্ষায়াং বো যুষ্মান্ সভ্যানিত্যর্থঃ। তেষামেবাত্র সংবোধনযোগ্যত্বাৎ সংবোধনপ্রধানত্বাচ্চ যুষ্মদর্থস্য। অতশ্চ 'অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়-মুদীরয়েৎ। ন স লব্ধাস্পদং কিংচিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥' ইত্যুক্তনয়েন 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব' ইতিবদনুবাদবিধেয়ব্যত্যয়ো নাশঙ্কনীয়ঃ। অত্র বায়োর্ভট্টনয়ে গুরুনয়ে চ স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্বাৎ প্রত্যক্ষাভিরিত্যুক্তিঃ। অনেন বিশেষণেন তাসাং সকলজনপ্রতীতত্বং ব্যজ্যতে। সকলবাক্য-স্থতত্তদ্বিশেষণোপাদানৈর্নৈকৈকাপি সা তাদৃক্‌ফলদা। তদ্যুক্তস্যেশস্য কিং পুনর্বক্তব্যমিতি ভাবঃ। অত্র 'যা সৃষ্টিরি —' ত্যুক্তক্রমেণৈব সংখ্যাপ্রাপ্তৌ যদষ্টাভিরিতি বচনং তৎ সূচ্যেঽর্থ উপযোগীতি নার্থপুনরুক্তম্। যা সৃষ্টিরিত্যাদৌ যচ্ছব্দস্য বচনবিভক্তিপ্রক্রমভঙ্গো ন শঙ্কনীয়ঃ। 'গুণানাং চ পরার্থত্বাদসংবন্ধঃ সমত্বাৎ স্যাৎ' ইতি নয়েন তেষাং পরমার্থত্বাৎ পরস্পরমসং-বন্ধাদনুবাদ্যত্বাৎ। অনুবাদ্যে চ ন তত্তদ্দোষাবকাশ ইতি স্থিতং তত্রৈব। অত্র

পৃথিব্যাদিক্রমেণাকাশাদিক্রমেণ বা বক্তব্যে যো ব্যস্তক্রমবিন্যাসঃ স কথমিতি চেৎ, উচ্যতে। অত্র প্রথমসৃষ্টত্বাজ্জলস্য প্রথমত উপাদানম্। ততস্তদুৎপন্নস্য তেজসঃ। 'অদ্ভ্যোঽগ্নি' রিতি স্মৃতেঃ। তত্রাপি হুতং হবির্বহতীতি প্রকারেণোক্তেঃ কেন হুতমিতি প্রসঙ্গাদ্যজমানস্য তেজঃ-প্রসঙ্গাদ্যজ্ঞাদৌ কালস্যাপেক্ষণীয়ত্বাচ্চ সূর্যাচন্দ্রমসোঃ। ততঃ 'তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাং-শুসমপ্রভম্। তস্মিঞ্জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥ নখৈর্হিরণ্যগর্ভস্তু তদণ্ডম-করোদ্দ্বিধা। তাভ্যাং স শকলাভ্যাং চ দিবং ভূমিং চ নির্মমে ॥' ইতি স্মরণাদ্যজ্ঞাদৌ চ দেবতা-স্মরকত্বেন শব্দময়স্য মন্ত্রস্থদেশস্য ভূম্যাদেরধিকরণত্বেন চাপেক্ষ্যমাণত্বাদ্দ্যোভূম্যোঃ। ততঃ সর্বপ্রাণভৃতত্বাৎ সর্বোৎকৃষ্টস্য বায়োঃ। অথ চ যা স্রষ্টুরাদ্যা সৃষ্টিঃ সাবত্বিতি প্রত্যেকং সংবন্ধঃ। যত্তদোর্নিত্যসংবন্ধাদর্থেন সংবন্ধঃ। যে দ্বে ইত্যত্রাবতামিতি বিভক্তিবিপরিণামঃ। অষ্টবাক্যপরিপূর্ত্যর্থমেব দ্বয়োরেকত্রোক্তিঃ। ইষ্ট ইতি ঈশঃ। অতএব তাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ প্রত্যক্ষাভির্মূর্তিমতীভিরষ্টাভিঃ। তনুশব্দেনাণু তেন চাণিমা। বহুবচনমাদ্যর্থম্। তেনাণিমাদি-ভিরিত্যর্থঃ। প্রপন্নঃ সেবিতোঽবতু ব ইতি। একশ্চকারঃ সর্বসমুচ্চয়ে। অন্ত্যো দীপকালং-কারঃ। অণিমাদয়শ্চ — 'অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা গরিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ প্রাকাম্যং প্রাপ্তিরের চ ॥' ইতি। অনেন চাত্র কবিনা রীতীনাং মুখ্যতমা সর্বগুণাশ্রয়া বৈদর্ভী রীতিরুপক্ষিপ্তা। যদাহ বামনঃ — 'অস্পৃষ্টা দোষমাত্রাভিঃ সমগ্রগুণগুম্ফিতা। বিপঞ্চীস্বর-সৌভাগ্যা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে ॥' ইতি। তদুক্তক্রমেণ চ ওজঃপ্রসাদশ্লেষসমতাসমাধি-মাধুর্যসৌকুমার্যোদারতার্থব্যক্তিকান্তয়ো বন্ধগুণাঃ, ত এবার্থগুণা ইতি চ। তত্র বন্ধস্য গাঢ়ত্বমোজঃ। তৎপ্রকটমেবেহ শৈথিল্যং প্রসাদঃ। সাম্যমুৎকর্ষশ্চেতি। যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যেতি গাঢ়ত্বম্। বহতি বিধিহুতমিতি শৈথিল্যম্। এবং সাম্যলক্ষণঃ প্রসাদঃ। মসৃণত্বং শ্লেষঃ। যথা বহতি বিধিহুতং যেত্যাদি। এবমন্যেঽপি বন্ধগুণা অনুসর্তব্যাঃ। অর্থগুণাশ্চ। অর্থস্য প্রৌঢ়িরোজঃ। সা চ 'পদার্থে বাক্যরচনা' ইত্যাদিকা। সাত্র প্রতিবাক্যং স্ফুটৈব। অর্থবৈমল্যং প্রসাদঃ। সোঽপ্যত্র প্রকট এব। ঘটনা শ্লেষ ইতি চাত্র প্রতীতম্। এবমন্যেঽপ্যর্থগুণা অনুসংধেয়াঃ। ভোজেন তু রীতীনাং শব্দালংকারান্তর্ভূতত্বমেবোক্তম্ 'জাতির্গতী রীতিবৃত্তী' ইতি। অত্র চ সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরিতি বহতি হুতেতি প্রাণিপ্রাণেতি ভিরভিরিতি ছেকানুপ্রাসেন সহ সর্ববাক্যগতস্য বৃত্ত্যনুপ্রাসস্যৈকবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ। 'অনেকস্য সকৃৎপূর্ব একস্যাপ্যসকৃৎপরঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ শ্রুত্যনুপ্রাসোঽপি। অথ চ 'ধরাম্ভোঽগ্নি-মরুদ্ব্যোমমখেশেন্দ্বর্কমূর্তিভিঃ' ইতি বক্তব্যে যা স্রষ্টুরাদ্যা সৃষ্টিরিত্যাদিবচনেনাতিশয়িতত্বং ধ্বনিতম্। তেন চ পরিকরালংকারো ব্যজ্যতে। তাদৃগষ্টমূর্তিরূপত্বাদীশস্য সর্ববৈলক্ষণ্যং সর্বাতিশয়িত্বং চ। তেন বাক্যৈকদেশসর্ববাক্যবস্তুধ্বন্যোরঙ্গাঙ্গিভাবঃ সংকরঃ। সোঽপি ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়ভরবন্ধুরান্তঃকরণস্য কবেরীশ্বরবিষয়স্য রত্যাখ্যভাবধ্বনেরঙ্গমেব। অথ চ যেত্যাদি সর্বত্র স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশাত্তনুভিঃ কৃশাভিরিতি সমাসোক্ত্যাষ্টনায়িকাযুক্ত-নায়কব্যবহারসমারোপাচ্ছৃংগাররসোঽপি ব্যজ্যতে। তৎপ্রধানত্বাদস্য রূপকস্য। এবং বস্ত্বলং-কাররসাদিরূপস্ত্রিবিধোঽপি ধ্বনির্গর্ভীকৃতঃ। স্রগ্ধরাচ্ছন্দঃ — 'ম্রভ্নৈর্যাণাং ত্রয়েণ

ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্' ইতি। অনেনাস্য সপ্তাঙ্কত্বমপি সূচিতম্। নান্দীশ্লোকত্বাদেব। অস্যাদৌ মগণঃ। 'ক্ষেমং সর্বগুরুর্দত্তে মগণো ভূমিদৈবতঃ' ইতি ভামহোক্তেঃ। তথা যকারোঽপি। 'যস্তু শ্রীদঃ' ইতি চ পাঠং পঠিত্বা কষ্টাস্থানস্থপদবিধেয়ানুবাদব্যত্যয়লক্ষণা দোষাঃ পরিহর্তব্যাঃ। যদ্যপ্যত্র দেবতাবিষয়িণ্যাং রতৌ কষ্টত্বস্য 'শীর্ণঘ্রাণাঙ্ঘ্রি' — ইত্যাদিবন্ন দোষত্বং ন চ গুণত্বম্, তথাপি গ্রন্থাদৌ তত্রাপি শ্লোকাদৌ স্থিতত্বাৎ পরিহৃতমিতি মন্তব্যম্। ন চ হোত্রীত্যত্র বাক্যপ্রক্রমভঙ্গঃ পদকদম্বকস্যৈব তত্ত্বাঙ্গীকারাৎ। অত এবাত্র চকারোপাদানমিত্যবধেয়ম্। কচিৎ পদকম্বকাত্মকং কচিৎ ক্রিয়া কারকান্বিতেতি বাক্যমিত্যপি তৎপ্রক্রমভঙ্গো ন। বিষমসমেষু তথৈবোপনিবন্ধাৎ। নাপি বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গঃ। সর্ববাক্যেষু বিশেষণোপাদানাদ্ধোত্রীত্যপি বিশেষণমেব। 'বিশেষণাদেব বিশেষ্যাবগতিঃ' ইতি বামনসূত্রণাৎ 'নিধানগর্ভমিব সাগরাম্বরাম্' ইতিবৎ। কিং চৈতদ্দূষণাভাবার্থমেবোত্তরবাক্যে দ্বিশব্দোপাদানম্। অন্যথা কর্তৃক্রিয়াভ্যামেব দ্বিত্বাবগতেস্ত-স্যাবকরত্বমেব স্যাৎ। অথ কচিৎ কর্তৃবিশেষণং কচিৎ কর্মবিশেষণম্। পূর্বত্র কর্মবিশেষণে স্বার্থং প্রতি ভেদাভাবাৎ। অবিধিহুতং ভস্মীভবতীত্যেতদর্থপর্যবসানাত্তথৈব পূর্বং ব্যাখ্যাতম্। কিং চ শঙ্কিতং যদর্থপৌনরুক্ত্যং ব্যাখ্যানাবসরে তদপি শঙ্কনীয়ং ন ভবতি। ষষ্ঠবাক্যে কর্তুরনুপাদানাদেব ন তদ্বিশেষণম্। অনুপাদানং চ প্রসিদ্ধাবগতেস্তস্য। যদস্তু প্রিয়মাণক্রিয়েঽস্মিন্ কর্তৃত্বে ভবত্যাদীনাং প্রয়োগ আপদ্যতে। স চ সামান্যানাং তাসাং প্রয়োগং বিনাপি জ্ঞায়মানত্বান্নিষিদ্ধ আকরে। তেন বিশেষণক্রিয়াপ্রয়োগার্থং যদঃ কর্মত্বং তচ্চ কর্তৃপ্রত্যয়প্রয়োগানুসার্যেব। অন্যথা প্রক্রমভঙ্গ আপদ্যেত। তথা চ প্রত্যেকবাক্য একৈকোপাদানাদেকত্র দ্বয়োপাদানে প্রক্রমভঙ্গ আশঙ্কনীয়ঃ। যতোঽষ্টবাক্য-পরিপূর্ত্যর্থমেতাদৃঙ্ নিবন্ধ ইতি তূক্তমেব। ইদং চ মহতাং দূষণোদ্ঘাটনং স্বগুণোদ্ঘোষণ-মিবাত্যন্তমনুচিতমিতি ব্যুৎপিৎসূনাং বালানামূহাপোহজ্ঞানেন ব্যুৎপত্তিমাধাতুং কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। 'শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ' ইত্যুক্তত্বাদস্য তৎসূচকত্বমুচ্যতে। ঈশঃ প্রভুর্দুষ্যন্তো বোঽব্যাদিতি। তাভিঃ শরীরিত্বাৎ পঞ্চমহাভূতরূপাভির্যজ্ঞকরণাদ্ধোতৃরূপাভির্লোক-পালাংশত্বাদ্বিশিষ্টতেজস্বিত্বাদ্রাজ্ঞশ্চন্দ্রসূর্য রূপাভিরষ্টাভিস্তনুভিঃ প্রপন্নঃ। তথা চ ভৃগুঃ — 'অগ্নি-বায়ুযমার্কাণামিন্দ্রস্য বরুণস্য চ। চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥ যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্মিতো নৃপঃ। তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজসা ॥' ইতি। অথ যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যেত্যনেন শকুন্তলা সূচিতা। এতাবৎকালপর্যন্তং তাদৃশসৃষ্টেরজাতত্বাদাদ্যত্বম্। যা বিধিনা সুরতবিধিনা হুতং নিষিক্তং হবী রেতো বহতীতি তস্যা গর্ভঃ। হোত্রীত্যনেন কণ্বঃ। যে দ্বে ইত্যনেনানসূয়াপ্রিয়ংবদে সখ্যৌ কালং শাপান্তসময়ং বিধত্তো বোধয়তঃ। পাতিব্রত্যাদিভিগুণৈর্বিশ্বং ব্যাপ্য শ্রুত্যা বার্তয়া বিষয়ে দেশে গুণৈস্ত্রিভিঃ শার্ঙ্গরবশারদ্বতগৌতমীভিরয়ত এতাদৃশী স্থিতা। শ্রুতিবিষয়গুণা ইত্যেকং পদম্। এতেন সগর্ভায়াস্তস্যা দুষ্যন্তদ্বারদেশগমনম্। সর্বেষাং বীজং মূলভূতশ্চক্রবর্তিত্বাদ্ভরতঃ। তস্য প্রকৃতিরুৎপত্তিরিতি ভরতোৎপত্তিঃ। যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্ত ইত্যনেন ভরতস্য শকুন্তলয়া সহ

স্বপুরাগমনম্। অষ্টাভিঃ প্রকৃত্যাদিভিঃ প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্ন ইত্যনেন নির্বহণসংধিসমাপ্তৌ নটাশংসা 'প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ' ইত্যাদিকা সূচিতা।

সুষমা—[১] যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুঃ আদ্যা — সৃষ্টিঃ—সৃজ্ + ক্তিন্ ভাবে। স্রষ্টুঃ — সৃজ্ + তৃচ্ (পঞ্চমীর একবচন)। আদ্যা — আদৌ ভবা ইতি আদি + যৎ + টাপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)। পূর্ববর্তিনী। স্রষ্টার অব্যবহিত পূর্বে স্থিত জলকে নির্দেশ করা হয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রে — 'স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি' এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রমাণ হিসাবে "অপ এব সসর্জাদৌ" ইত্যাদি মনুসংহিতার বচন উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ওষধয় ওষধিভ্যোঽন্নমন্নাৎ পুরুষঃ" — তৈত্তিরীয়োপনিষদের (দ্বিতীয়া বল্লী) এই বাক্যে জলকে প্রথম সৃষ্টি বলা হয়নি। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী — এই ক্রমে সেখানে উল্লেখ আছে। শ্রুতি-স্মৃতির বৈমত্যে শ্রুতিপ্রামাণ্য ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত। কোন' কোন' শ্রুতিতে জলের প্রথম সৃষ্টির কথায় অবশ্য বিরোধ হতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের "তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্ত" (প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ) এই অংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই আপাত-বিরোধের সমাধানে বলেছেন — 'তস্য প্রজাপতেরর্চতঃ পূজয়ত আপঃ রসাত্মিকাঃ পূজাঙ্গভূতা অজায়ন্ত উৎপন্নাঃ। অত্রাকাশপ্রভৃতীনাং ত্রয়াণামুৎপত্ত্যনন্তরমিতি বক্তব্যম্, শ্রুত্যন্তরসামর্থ্যাৎ 'বিকল্পাসম্ভবাচ্চ সৃষ্টিক্রমস্য' (উদ্ধৃত অংশের শাঙ্করভাষ্য)। এই ভাষ্যাংশের আনন্দগিরিকৃতটীকায় আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে — "ননু তৈত্তিরীয়কাণামাকাশাদিসৃষ্টিরুচ্যতে, তৎ কথমিহাপামাদৌ সৃষ্টিবচনং তত্রাহ — অত্রেতি। সপ্তম্যা হিরণ্যগর্ভকর্তৃকসর্গোক্তিঃ। ত্রয়াণাং পঞ্চীকৃতানামিতি যাবৎ। নন্বাকাশাদ্যা তৈত্তিরীয়ে সৃষ্টিরিহ ত্বৰাদ্যেত্ত্যুদিতানুদিতহোমবিকল্পো ভবিষ্যতি, নেত্যাহ — বিকল্পেতি।...অতঃ সৃষ্টির্বিবক্ষিতা চেৎ আকাশাদ্যৈব সা যুক্তা"। সুতরাং প্রথম সৃষ্টি আকাশ, জল নয়। মনুসংহিতায় উদ্ধৃত 'অপ এব সসর্জাদৌ' এর 'আদৌ' পদের অর্থ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে — সর্বপ্রথম নয়। "আদৌ স্বকার্যভূমিব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাক্ অপাং সৃষ্টিশ্চেয়ং মহদহঙ্কারতন্মাত্রক্রমেণ বোদ্ধব্যা 'মহাভূতাদিব্যঞ্জয়ন্' ইতি পূর্বাভিধানাৎ"। (কুল্লূকভট্ট)। সুতরাং এখানে স্রষ্টা = হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম। তার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান জলকে নির্দেশ করা হচ্ছে। মনুসংহিতার "মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া। আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং স্মৃতম্ ॥ আকাশাত্তু বিকুর্বাণাৎ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ। বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ" ॥ (প্রথম অধ্যায়, ৭৫-৭৬) — এই দুই শ্লোকে সৃষ্টির বিবর্তনে আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী এই ক্রম রক্ষিত হয়েছে। জল থেকে ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম। "তদণ্ডমভবৎ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥" (মনু ১।৯) [২] বিধিহুতম্ — বিধিনা হুতম্ (তৃতীয়া তৎ)। [৩] হবিঃ — হূয়তে ইতি হু + ইসি। 'অর্চিশুচিহুসৃপিচ্ছাদিভ্য ইসিঃ'। [৪] বহতি — যে অগ্নি দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হবিঃ বহন করে থাকেন — তার উল্লেখ। তুঃ 'অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ'। [৫] হোত্রী — হু + তৃচ্ কর্তরি + ঙীপ্। 'ণ্বুল্ তৃচৌ' সূত্রে তৃচ্। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্' সূত্রে ঙীপ্। [৬] যে দ্বে কালং বিধত্তঃ — সৌর

এবং চান্দ্র — দুভাবেই কাল গণনা হয়। প্রকৃতপক্ষে কাল নিত্য, অবিচ্ছেদ্য। 'অতীতাদি-ব্যবহারহেতুর্কালঃ। স চৈকো বিভুর্নিত্যশ্চ' — তর্কসংগ্রহ। দিন-রাত্রি, মাস-বর্ষ প্রভৃতি উপাধিবশতঃ ব্যবহার সুবিধার জন্য মানা হয়। "নন্বেকস্য কালস্য সিদ্ধৌ ক্ষণদিনমাসবর্ষাদিসময়ভেদো ন স্যাদত আহ-ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ। কালস্ত্বেকোঽপ্যুপাধিভেদাৎ ক্ষণাদি-ব্যবহার-বিষয়ঃ"। — ভাষা-পরিচ্ছেদ। কালকে জগতের আধার বলা হয়। (ঋগ্বেদের কালসূক্ত এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)। সাধারণভাবে আমরা সূর্যকে 'দিবাকর' এবং চন্দ্রকে 'রজনীকর' বলে থাকি। [৭] শ্রুতিবিষয়গুণা — শ্রুতেঃ বিষয়ঃ (ষষ্ঠী তৎ), স এব গুণঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। 'আকাশ'কে নির্দেশ করা হয়েছে। "আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ" — ভাষা-পরিচ্ছেদ। "আকাশং জায়তে তস্মাত্তস্য শব্দং গুণং বিদুঃ"। — মনুসংহিতা, (১।৭৫) [৮] যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ — স্থা + ক্ত + টাপ্ = স্থিতা। বি— আপ্ + ল্যপ্ = ব্যাপ্য। আকাশ সর্বব্যাপী। [৯] আহুঃ — ব্রূ + লট্ প্রথমপু বহুব। "ব্রুবঃ পঞ্চানামাদিতো আহো ব্রুবঃ।" পক্ষে ব্রুবন্তি। [১০] সর্ববীজপ্রকৃতিঃ — সর্বঃ বীজম্ (কর্মধা), তেষাং প্রকৃতিঃ (ষষ্ঠীতৎ)। 'ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্' এই নিয়মে 'ইতি' এই নিপাতের যোগে অভিহিতে কর্তায় প্রথমা। 'সর্ববীজপ্রকৃতি' বলতে পৃথিবীকে নির্দেশ করা হয়েছে। জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ — সকলের কারণ। [১১] যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ — বায়ু। যয়া — হেতৌ তৃতীয়া। প্রাণী — প্রাণ + ইনি। সূত্র — 'অত ইনিঠনৌ'। প্রাণবন্তঃ — প্রাণ + মতুপ্ (প্রাশস্ত্যে) — প্রথমা বহুবচন। 'প্রাণী' এবং 'প্রাণবন্তে' পুনরুক্তিদোষ পরিহারের জন্য 'প্রাণীরা বলসম্পন্ন হয়' এরকম অর্থ ধরতে হবে। 'ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগে-ঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তিবিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ'॥ [১২] প্রত্যক্ষাভিঃ — অক্ষাম্ অভিমুখম্ এই অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস। 'প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ' এই সূত্রে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয়। প্রত্যক্ষম্ অস্যা অস্তি এই অর্থে প্রত্যক্ষ + অচ্ মত্বর্থে স্ত্রীলিঙ্গে প্রত্যক্ষা (প্রাদিতৎ), তাভিঃ। 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া' (বাঃ)। প্রশ্ন হতে পারে — যে আটটা মূর্তির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে আকাশ এবং বায়ুকে সাধারণতঃ অনুমেয় বলা হয়, প্রত্যক্ষ নয়। উত্তরে বলা চলে — আকাশও বেদান্তমতে প্রত্যক্ষ। বায়ুর স্পার্শন প্রত্যক্ষ স্বীকার করে তাকেও প্রত্যক্ষ বলা চলে। [১৩] প্রপন্নঃ — প্র-পদ্ + ক্ত কর্তরি। [১৪] অবতু — অব (রক্ষণে) + লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচন। [১৫] ঈশঃ — ঈশ্ + ক। সূত্র — 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ'। [১৬] অন্ত্য-দীপকালঙ্কার। তাছাড়া ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। 'প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ' — এখানে পুনরুক্তবদাভাস। [১৭] স্রগ্ধরা ছন্দ। 'ম্রভ্নৈর্যাণাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতি যুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্।'

অধ্যাপনা—কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ। দূরদেশে গমনের পূর্বে ঈশ্বরের নাম-স্মরণ, গুরুজনের পাদস্পর্শ প্রভৃতি, গ্রন্থাদিরচনার শুরুতে ঈশ্বরের স্তুতি, এমনকি সামান্য একটি চিঠি লেখার শুরুতেও যথাসংক্ষেপে মঙ্গলবাচক 'শ্রীঃ' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ এখনো সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছে।

প্রাচীনপন্থীরা বলে থাকেন — এভাবে কাজ শুরু করলে তা অবশ্যই নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত

হয়। বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন করে দেখাতে চেয়েছেন — মঙ্গলাচরণ আর কার্যের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। যেমন — বাণভট্টকৃত প্রসিদ্ধ কথাকাব্য 'কাদম্বরী'তে মঙ্গলাচরণ থাকা সত্ত্বেও তা অসমাপ্ত থেকে গেছে ; আবার নাস্তিকাদিপ্রণীত বহু গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ না থাকা সত্ত্বেও তা নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হয়েছে। প্রাচীনপন্থীরা পুনরায় বাণভট্টের বিঘ্নবাহুল্য প্রভৃতি যুক্তি প্রদর্শন করে মঙ্গলাচরণের সার্থকতা প্রতিপাদন করার প্রয়াস পেয়েছেন। যাই হোক — সিদ্ধান্ত হল এই যে, কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ অবিগীতশিষ্টাচার, সুতরাং তা অনুসরণীয়। মহামতি পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'র প্রথম সূত্র ক'রলেন — 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'। আগে উদ্দেশ্যের উল্লেখ, পরে বিধেয়ের এই নিয়মানুসারে — 'আদৈচ্ বৃদ্ধিঃ' — এইরকম বলা উচিত ছিল। তা না ক'রে মঙ্গলবাচক 'বৃদ্ধি' শব্দ শুরুতেই উল্লেখ করার প্রয়োজনে তিনি প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটালেন। "এতদেকমাচার্যস্য মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম্। মাঙ্গলিক আচার্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষকাণি ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষকাণি চাধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্যুরিতি।" — পতঞ্জলি। কলাপ-ব্যাকরণেও অনুরূপ বক্তব্য লক্ষ্য করা যায় — "আদেশো ননু বক্তুমাদ্য উচিতঃ শেষে কথং নির্মিত/ ঐদৌতাবিতি নির্মিতেঽপ্যভিমতে ব্যাপ্ত্যেব বা কিং ফলম্। সত্যং মঙ্গলহেতবে নিজকৃতে নির্বিঘ্নসিদ্ধীপ্সুনা/ গ্রন্থারব্ধিবিধুপরিগ্রহবিধৌ বৃদ্ধিঃ কৃতাদাবিয়ম্"। মহাকবি কালিদাসও প্রচলিত শিষ্টরীতি অনুসরণ ক'রে আরাধ্য অষ্টমূর্তিধর শিবের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে স্বীয় গ্রন্থ আরম্ভ ক'রলেন।

আলোচ্য শ্লোকটি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের নান্দী বলে স্বীকৃত। টীকাকারেরা নান্দী সম্বন্ধে এবং এই শ্লোকের নান্দীত্বের বিষয়ে এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন — সংস্কৃত নাটকের নিয়ম অনুযায়ী অভিনয়ের পূর্বে রঙ্গবিঘ্ননাশের জন্য দেবতাদির বন্দনাপাঠের নির্দেশ আছে। এই অংশকে 'পূর্বরঙ্গ' বলা হয়। পূর্বরঙ্গের আবার প্রত্যাহার প্রভৃতি অনেক অংশ। নান্দী তাদের অন্যতম। পূর্বরঙ্গের সকল অংশের প্রয়োগ সর্বত্র হয় না। নান্দী কিন্তু সর্বত্রই অবশ্য-প্রযোজ্য। 'সাহিত্য-দর্পণ'কার বিশ্বনাথ বলেছেন — "যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে। কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গ স উচ্যতে ॥ প্রত্যাহারাদিকান্যঙ্গান্যস্য ভূয়াংসি যদ্যপি। তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে" ॥ (সাহিত্য-দর্পণ-৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। 'নান্দী' নামকরণের সার্থকতা দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে — আশীর্বাদ, দেবদ্বিজাদির স্তুতি, নৃপপ্রশংসা প্রভৃতি থাকায় তাতে সকলের আনন্দ উৎপন্ন হয় — তাই নাম হয়েছে 'নান্দী'। "আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা" ॥ (সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। 'নাট্যপ্রদীপে' আরো সুন্দর করে বলা হয়েছে — "নন্দন্তি কাব্যানি কবীন্দ্রবর্গাঃ কুশীলবাঃ পরিষদাশ্চ সন্তঃ। যস্মাদলং সজ্জনসিন্ধুহংসী তস্মাদিয়ং সা কথিতেহ নান্দী" ॥ ('অর্থদ্যোতনিকা'য় উদ্ধৃত) নান্দীতে বার কিংবা আটটি পদ থাকে। "পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত"। (সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। এখন 'পদ' কথার

যে অর্থ সাধারণভাবে আমরা গ্রহণ করে থাকি ('সুপ্‌তিঙন্তং পদম্' — সুবন্ত যথা 'রামঃ' ইত্যাদি এবং তিঙন্ত যথা 'গচ্ছতি' ইত্যাদি), তা ধরলে তো এক্ষেত্রে লক্ষণসঙ্গতি হয় না। কারণ এই নান্দীশ্লোকে পদের সংখ্যা আট বা বারোর অনেক বেশী। 'পদ' কথার দ্বারা আবার শ্লোকের এক একটি চরণ (লাইন) অর্থাৎ শ্লোকের এক-চতুর্থাংশকেও বোঝান হয়ে থাকে। সেই লক্ষণ ধরলেও এক্ষেত্রে সঙ্গতি হয় না — কেননা এখানে একটিই নান্দীশ্লোক। এইসব কারণে 'পদ' কথার দ্বারা অবান্তর বাক্য অর্থাৎ ছোট ছোট বাক্যকেও বোঝান হচ্ছে — এরকম অর্থ ধরতে হবে। তাহলেই এক্ষেত্রে লক্ষণসঙ্গতি সম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে, স্থানবিশেষে সুবন্ত-তিঙন্ত, স্থানবিশেষে শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ এবং লক্ষ্যানুসারে অবান্তর বাক্য — যে কোন অর্থই ধরা হয়ে থাকে। লক্ষ্যের অনুসারেই লক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে হয়। "শ্লোকপাদঃ পদং কেচিৎ সুপ্‌তিঙন্তমথাপরে। পরেঽবান্তরবাক্যৈকস্বরূপং পদমূচিরে" ॥ (নাট্যপ্রদীপ)। সুতরাং 'যা সৃষ্টিঃ' ইত্যাদি শ্লোকটিতে আটটি অবান্তর বাক্য থাকায় তা অষ্টপদা নান্দীরূপে পরিগণিত হ'ল।

নান্দী চার প্রকারের। "নমস্কৃতির্মাঙ্গলিকী আশীঃ পত্রাবলী তথা। নান্দী চতুর্ধা নির্বিষ্টা নাটকাদিষু ধীমতা ॥" (রাঘবভট্ট-উল্লিখিত-নাট্যদর্পণ)। আলোচ্য নান্দী 'পত্রাবলী' শ্রেণীর। যে নান্দীতে নাটকীয় ঘটনা বীজাকারে শ্লেষ বা সমাসোক্তির মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়, তা 'পত্রাবলী' নান্দী। "যস্যাং বীজস্য বিন্যাসো হ্যভিধেয়স্য বস্তুনঃ। শ্লেষেণ বা সমাসোক্ত্যা নান্দী পত্রাবলী তু সা" ॥ (ঐ) রাঘবভট্ট 'অর্থদ্যোতনিকা'য় 'শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ... ইত্যাদিকা সূচিতা' — এই অংশে 'যা সৃষ্টিঃ' এই শ্লোকে অষ্টমূর্তিধর শিবের বন্দনা এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের বিষয়বস্তু কিভাবে একই শব্দের দ্বারা সূচিত হ'য়েছে তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। 'ঈশঃ' রাজা দুষ্যন্ত। রাজা শরীরী। তাই পঞ্চমহাভূতরূপে, যজ্ঞকরণের জন্য হোতৃরূপে, লোকপালের অংশরূপে এবং বিশিষ্ট তেজস্বিতার জন্য চন্দ্রসূর্যরূপে বিরাজ করেন। তাই অষ্টমূর্তিধর। মনুসংহিতাদি গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে রাজা অগ্নি, বরুণ, যম, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের সারাংশ নিয়ে গঠিত। তাই অষ্টমূর্তিধর শিবের সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তও তুলনীয়। 'স্রষ্টুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ' — শকুন্তলা। ইতিপূর্বে এরকম সুন্দরীর সৃষ্টি হয়নি — তাই। তুলনীয়ঃ "চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা / রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু। স্ত্রীরত্ন-সৃষ্টিপরা প্রতিভাতি সা মে /ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ" ॥ 'যা বিধিহুতং হবিঃ বহতি' — দুষ্যন্তের সুরতবিধি অনুসারে নিষিক্ত শুক্রজাত গর্ভ যে শকুন্তলা ধারণ করছে। 'হোত্রী' — মহর্ষি কণ্ব। 'যে দ্বে কালং বিধত্তঃ' — এর দ্বারা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এই দুই সখীকর্তৃক 'কালম্' অর্থাৎ শাপান্তকালের সূচনা। 'শ্রুতিবিষয়গুণা যা বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা' — এখানে পাতিব্রত্যাদি গুণের দ্বারা বিশ্ববিশ্রুতা শকুন্তলা সূচিত হচ্ছে। 'সর্ববীজপ্রকৃতিঃ' — এর দ্বারা সর্বদমন তথা মাতা শকুন্তলার সূচনা। 'যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ'-এর দ্বারা ভরতের শকুন্তলার সঙ্গে নিজ রাজ্যে আগমন বোঝান হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নান্দীশ্লোকের মাধ্যমেই কবি কালিদাস সমগ্র নাটকের বিষয়বস্তু বীজাকারে উপস্থিত করেছেন।

টীকাকারেরা এই শ্লোকের নান্দীত্ব সম্বন্ধে এভাবে ব্যাখ্যা করলেও এবিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের পূর্বে নৃত্য-গীত-বাদ্যময় পূর্বরঙ্গ নামক যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার উনিশটি অঙ্গ (মতান্তরে বাইশটি ; দ্রঃ অর্থদ্যোতনিকা ১.২ অংশ)। তার মধ্যে প্রত্যাহার অবতরণ, আরম্ভ ইত্যাদি প্রথম ন'টি নেপথ্যে এবং গীতবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত এবং প্ররোচনা — এই দশটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হত। শেষ দশটির মধ্যে ষষ্ঠ যে রঙ্গদ্বার সেখান থেকেই কবির রচনার শুরু — এরকম নির্দেশ আছে। এর পূর্বের যে যে অনুষ্ঠান (তার মধ্যে নান্দীও পড়ে) — তা সবই নটেদের ব্যাপার। "উক্তপ্রকারায়াশ্চ নান্দ্যা রঙ্গদ্বারাৎ প্রথমং নটৈরেব কর্তব্যতয়া ন মহর্ষিণা নির্দেশঃ কৃতঃ"। (সাহিত্যদর্পণ)।

এই দৃষ্টিতে বিচার করলে নান্দীশ্লোকের নাটকে অন্তর্ভুক্তি হয় না। এই কারণেই ভাসের নাটকে মাঙ্গলিক শ্লোকের পূর্বেই 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' — এরকম নাট্যনির্দেশ আছে। নাট্যাভিনয়ের আগেই সূত্রধার নান্দীপাঠ ক'রে পুনরায় মঞ্চে প্রবেশ ক'রে নাটকের মাঙ্গলিক আশীর্বচন (যা নাট্যাকারের রচনা) পাঠ ক'রছেন — এরকম বোঝা যায়। 'সাহিত্য-দর্পণ'কার বিশ্বনাথ বলেছেন — 'কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ের প্রাচীন পুস্তকেও 'বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষম্' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বেই 'নান্দ্যন্তে' এই নাট্যনির্দেশ ছিল। কালিদাসের অন্যান্য নাটকেরও কিছু প্রাচীন সংস্করণে এবং অন্যান্য বহু নাটকের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে এই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

তাছাড়াও নান্দীর অন্যতম লক্ষণ হ'ল তাতে আট বা বারোটি পদ থাকবে। তাতে অধিকাংশ নাটকের নান্দীত্ব ব্যাহত হয়। সমাধানের জন্য 'পদ'-কথার সুপ্‌তিঙন্ত, শ্লোকের চরণ, অবান্তর বাক্য ইত্যাদি অর্থ ধরেও কিছু ব্যতিক্রম থেকে যায়। সুতরাং ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' যাকে নান্দী বলা হয়েছে — 'যা সৃষ্টিঃ—' ইত্যাদি সেই নান্দী নয়। অধিকাংশ নাটকে প্রাথমিক মঙ্গলশ্লোকের পরে যে, 'নান্দ্যন্তে' লেখা থাকে তার কারণ সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকারের মত হল — সেখানে অর্থ হল — পূর্বরঙ্গে নান্দী পাঠের পর সূত্রধার প্রবেশ করে প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোক পাঠ করছেন। "যচ্চ পশ্চাৎ 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' ইতি লিখনম্ তস্যায়মভিপ্রায়ঃ—'নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইদং প্রযোজিতবান্। ইতঃ প্রভৃতি ময়া নাটকমুপাদীয়তে' ইতি কবেরভিপ্রায়ঃ সূচিত ইতি।" (ষষ্ঠ পরি)। 'নান্দ্যন্তে' এই নির্দেশ মঙ্গলশ্লোকের পূর্বে থাকা উচিত হলেও দেবতাবন্দনাদি দ্বারা কার্যারম্ভ ভারতীয় রীতির অঙ্গীভূত হওয়ায় 'নান্দ্যন্তে' এই নাট্যনির্দেশ প্রারম্ভেই দেওয়া হয়নি।

এখন প্রশ্ন হল, অধিকাংশ নাটকের প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোক নান্দী না হলে বহুকাল ধরে তা নান্দী বলে চলে আসছে কি করে? সম্ভবতঃ বিঘ্নের আশংকা না থাকায় পূর্বরঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লে নাটকের মঙ্গলশ্লোকই (পূর্বরঙ্গের নান্দীর মত এই মঙ্গলশ্লোকেও দেবতার বন্দনাদি আছে) নান্দী নামে পরিচিত হয়। এটিকে সাধারণভাবে নাটকের নান্দী (পূর্বরঙ্গের নান্দী নয়) বলা চলে।

আলোচ্য শ্লোকে নাটকের বিষয়বস্তুর সূচনা আছে এরকম বলা হলেও তা কষ্টকল্পিত মনে হয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে বিদূষকের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার ইঙ্গিত এই নান্দী শ্লোকে নেই। মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপের বৃত্তান্ত (যা এই নাটকের চমৎকারিত্বের শ্রেষ্ঠতম উপাদান) — তারও ইঙ্গিত নেই। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার দ্বারা শাপান্তকাল সূচনার ব্যঞ্জনাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। শাপের বৃত্তান্তের আভাস না পেয়ে তার অবসানের কথা ধরাও যুক্তিগ্রাহ্য কিনা বিচার্য্য। তাছাড়া 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা' এই অংশের অর্থ বিধাতার প্রথম সৃষ্টি ধরলে বস্তুস্থিতি রক্ষিত হয় না — একথা 'সুষমা' পদব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। সুতরাং 'চিত্রে নিবেশ্য' ইত্যাদি শ্লোকের সমর্থনে শকুন্তলার ইঙ্গিতও অসঙ্গত হয়। এমতাবস্থায় এই শ্লোকটিকে বিশুদ্ধ শিবস্তুতি, কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণমাত্র বলা সঙ্গত হয়।

কালিদাস এই নান্দীশ্লোকে শিবকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি অষ্টমূর্তিধর বলে বন্দনা করেছেন। সমগ্র জগৎসৃষ্টি একই পরমেশ্বরের প্রকাশ — কালিদাসের এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এখানে। কালিদাস যে পরিণত বয়সে এই নাটক লেখেন এটা (এবং সেই সঙ্গে এই নাটকের ভরতবাক্য অর্থাৎ অন্তিম আশীর্বাদ-শ্লোক) তার প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে।

আরো একটা কথা — কালিদাস তাঁর তিনটি নাটকেই নান্দীশ্লোকে শিবের প্রতি প্রণাম জানিয়েছেন। 'রঘুবংশে'ও মঙ্গলশ্লোক 'পার্বতী-পরমেশ্বরে'র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। 'মেঘদূতে'ও শিবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ। 'কুমার-সম্ভবে'র বিষয়বস্তুতেও একই দেবতার কীর্তন। এই অবস্থায় কালিদাসের রচনায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ থাকলেও এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একই পরমেশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ (তুঃ "একৈব মূর্তির্বিভিদে ত্রিধা সা / সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্। বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচি- / দ্বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ" ॥ কুমার, সপ্তম) — এই অনুভূতির কথা থাকলেও — শিবের প্রতি অনুরাগের আধিক্য সূচিত হয়। ধর্মবিষয়ে গোঁড়ামিরহিত বেদান্তসুলভ উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও ভর্তৃহরির মত তিনিও শিবেরই স্তুতি করেছেন। তুঃ 'মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে / জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি। তয়োর্ন ভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে / তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে"। — বৈরাগ্যশতক।

[১.২]

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ — (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্যে, যদি নেপথ্যবিধানমবসিত-মিতস্তাবদাগম্যতাম্।

নটী — অজ্জউত্ত, ইয়ম্হি। (আর্যপুত্র, ইয়মস্মি।)

সূত্রধারঃ — আর্যে, অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্। অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাত-ব্যমস্মাভিঃ। তৎ প্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ।

নটী — সুবিহিদপ্পওঅদাএ অজ্জস্স ণ কিংবি পরিহাইস্সদি। (সুবিহিতপ্রয়োগতয়া আর্যস্য ন কিমপি পরিহাস্যতে।)

সূত্রধারঃ — আর্যে, কথয়ামি তে ভূতার্থম্।

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ ২ ॥

বিসন্ধি—নেপথ্যাভিমুখম্ + অবলোক্য। নেপথ্যবিধানম্ + অবসিতম্ + ইতঃ + তাবৎ + আগম্যতাম্। পরিষৎ + ইয়ম্। নাটকেন + উপস্থাতব্যম্ + অস্মাভিঃ। প্রতিপাত্রম্ + আধীয়তাম্। পরিতোষাৎ + বিদুষাম্। বলবৎ + অপি। শিক্ষিতানাম্ + আত্মনি + অপ্রত্যয়ম্।

অন্বয়—বিদুষাম্ আ পরিতোষাৎ প্রয়োগবিজ্ঞানং সাধু ন মন্যে। বলবৎ শিক্ষিতানামপি চেতঃ আত্মনি অপ্রত্যয়ম্ (ভবতি)।

বাংলা প্রতিশব্দ— [নান্দ্যন্তে — নান্দীর শেষে] সূত্রধারঃ — [নেপথ্যাভিমুখম্ — নেপথ্যের দিকে, অবলোক্য — তাকিয়ে] আর্যে (আর্যে ঃ পত্নীকে, সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সম্বোধন করতে ব্যবহৃত) যদি নেপথ্যবিধানম্ অবসিতম্ (যদি সাজসজ্জা শেষ হয়ে থাকে) ইতঃ তাবৎ আগম্যতাম্ (তাহলে এদিকে একবার এসো)। নটী — আর্যপুত্র, ইয়ম্ অস্মি — (আর্যপুত্র, এই যে এসেছি)। সূত্রধারঃ — আর্যে, ইয়ং পরিষৎ (এই সভা) অভিরূপভূয়িষ্ঠা (বিদ্বান্, রসজ্ঞ লোকে পরিপূর্ণ)। অদ্য খলু অস্মাভিঃ (আজ আমরা) কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা (কালিদাসের লেখা) অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নামধেয়েন নবেন নাটকেন (অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামে এক নতুন নাটকের অভিনয় করে) উপস্থাতব্যম্ (সেবা ক'রব)। তৎ (সুতরাং) প্রতিপাত্রম্ (প্রত্যেক অভিনেতার দিকে) যত্নঃ আধীয়তাম্ (নজর দেবে)। নটী — আর্যস্য সুবিহিতপ্রয়োগতয়া (আর্যের অর্থাৎ আপনার ; এখানে তোমার, নিপুণ প্রয়োগ-কৌশলে) ন কিমপি পরিহাস্যতে (কোন ত্রুটি ঘটবে বলে মনে হয় না)। সূত্রধারঃ — আর্যে, তে ভূতার্থং কথয়ামি (আর্যে, তোমায় সত্য কথা বলি) — বিদুষাম্ (পণ্ডিতদের) আ পরিতোষাৎ (সন্তুষ্টিবিধান না হওয়া পর্যন্ত) প্রয়োগবিজ্ঞানম্ (প্রয়োগনৈপুণ্য) ন সাধু মন্যে (ঠিকমত হয়েছে বলে মনে করি না)। বলবৎ শিক্ষিতানাম্ অপি (যথেষ্ট শিক্ষিত লোকেরও) চেতঃ (মন) আত্মনি (নিজের যোগ্যতায়) অপ্রত্যয়ম্ (নিশ্চিত হয় না)।

বঙ্গানুবাদ— [নান্দীর পর]

সূত্রধার — (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্যে যদি বেশরচনা শেষ হয়ে থাকে, তাহলে এদিকে একবার এসো।

নটী — (প্রবেশ করে) আর্যপুত্র, এই তো এসেছি।

সূত্রধার — আর্যে, এই সভায় অনেক পণ্ডিত উপস্থিত। আজ আমরা কালিদাসরচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নামে এক নতুন নাটকের অভিনয়ের দ্বারা এদের সেবা করি (তুষ্টি সম্পাদন করি)। সুতরাং প্রত্যেক অভিনেতার দিকেই নজর রাখবে।

নটী — তোমার প্রয়োগনৈপুণ্যে কোন ত্রুটি ঘটবে বলেতো মনে হয় না।

সূত্রধার — আর্যে, তোমায় সত্য কথা বলি।

যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতবর্গের তুষ্টিবিধান না হয়, ততক্ষণ অভিনয়-নৈপুণ্য যথাযথ হয়েছে বলে মনে করতে পারি না। কেননা, যথেষ্ট শিক্ষিতদেরও মন নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয় না।

রাঘবভট্ট— 'সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীম্' ইত্যুক্তেঃ সূত্রধারলক্ষণং যথা মাতৃগুপ্তাচার্যৈরুক্তম্ — চতুরাতোদ্যনিষ্ণাতোঽনেকভূষাসমাবৃতঃ। নানাভাষণতত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ বেশোপচারচতুরঃ পৌরেষণবিচক্ষণঃ। নানাগতিপ্রচারজ্ঞো রসভাববিশারদঃ ॥ নাট্যপ্রয়োগনিপুণো নানাশিল্পকলান্বিতঃ। ছন্দোবিধানতত্ত্বজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ তত্তদ্গীতানুগলয়কলাতালাবধারণঃ। অবধায় প্রযোক্তা চ যোক্তৃণামুপদেশকঃ ॥ এবংগুণগণোপেতঃ সূত্রধারোঽভিধীয়তে ॥' ইতি। নান্দ্যন্ত ইতি। অত্র নান্দীলক্ষণমাদিভরতে — 'আশীর্নমস্ক্রিয়ারূপঃ শ্লোকঃ কাব্যার্থসূচকঃ। নান্দীতি কথ্যতে' ইতি। নান্দীপদব্যুৎপত্তিরুক্তা নাট্যপ্রদীপে —'নন্দন্তি কাব্যানি কবীন্দ্রবর্গাঃ কুশীলবাঃ পরিষদাশ্চ সন্তঃ। যস্মাদলং সজ্জনসিন্ধুহংসী তস্মাদিয়ং সা কথিতেহ নান্দী ॥' ইতি। তত্র ভরতঃ প্রথমাধ্যায়ে — 'পূর্বং কৃতা ময়া নান্দী আশীর্বচনসংযুতা। অষ্টাঙ্গপদসংযুক্তা প্রশস্তা বেদসংমতা ॥' ইতি। পঞ্চমাধ্যায়ে চ — 'সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমং স্বরমাশ্রিতঃ। নান্দী পদৈর্দ্বাদশভিরষ্টাভির্বাপ্যলংকৃতাম্ ॥' ইতি। ইদং পদ্যমভিনবগুপ্তপাদাচার্যৈর্ভরতটীকায়ামভিনবভারত্যাং ব্যাখ্যাতম্। অনেন ত্র্যস্রতালানুগতা ত্রিপদা ষট্পদা দ্বাদশপদেতি চতুরস্রতালানুগতা চতুষ্পদাষ্টপদা ষোড়শপদেতি পৃথক্ ত্রিবিধৈব। নাতঃপরমপি ভূয়স্ত্বাদাদৃতেতি পদানি শ্লোকাবয়বভূতানি তিঙন্তানি সুবন্তানি বা শ্লোকতুরীয়াংশরূপাণি বাবান্তররূপাণি বেতি ব্যাখ্যায় পুনরুক্তম্। আচার্যস্বরসস্ত্ববান্তরবাক্যেষ্বেব পদত্বমিতি। এতদভিপ্রায়েণ নাট্যপ্রদীপে — 'শ্লোকপাদঃ পদং কেচিৎ সুপ্ তিঙন্তমথাপরে। পরেঽবান্তরবাক্যৈকস্বরূপং পদমূচিরে ॥' ইতি। সংগীতকল্পতরাবপি — 'হরোত্তমাঙ্গস্থিতবস্তুবর্ণৈর্বাক্যার্থভূম্নার্থপদৈস্ত্রিসংখ্যৈঃ। ষড়্ভিশ্চতুর্ভির্নৃপবিপ্রসংপৎ সমাশিষা সংপ্রবদন্তি নান্দীম্ ॥' সূত্রমূলভরতটীকাকারাভিনবগুপ্তপাদাচার্যসংমতাবান্তররূপাষ্টপদা। তথা চ পঞ্চমাধ্যায়ে ভরতঃ — 'নমোঽস্তু সর্বদেবেভ্যো দ্বিজাতিভ্যস্ততো নমঃ। জিতং সোমেন বৈ রাজ্ঞা শিবং গোব্রাহ্মণায় চ ॥ ব্রহ্মোত্তরং তথৈবাস্তু হতা ব্রহ্মদ্বিষস্তথা। প্রশস্তিমাং মহারাজঃ পৃথিবীং চ সসাগরাম্ ॥ রাজ্যং প্রবর্ততাং চৈব রঙ্গঃ স্বাংশঃ সমৃদ্ধ্যতু। প্রেক্ষাকর্তুর্মহান্ ধর্মো ভবতু ব্রহ্মভাষিতঃ ॥ কাব্যকর্তুর্যশশ্চাপি ধর্মশ্চাপি প্রবর্ধতাম্। ইজ্যয়া চানয়া নিত্যং প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি ॥' মূলকারেণ স্বয়মেব দ্বাদশপদোদাহৃতা। টীকাকারৈরষ্টপদোদাহৃতা। যথা বিলক্ষকুরুপতৌ —'আনন্দং বিদধাতু পদ্মবসতিঃ শংভুঃ শিবং যচ্ছতু / শ্রীনাথঃ শ্রিয়মাতনোতু তনুতাং সীতাপতির্বাঞ্ছিতম্। / হেরম্বঃ কুরুতামবিঘ্নমনঘং বাগ্ব্রহ্ম বিদ্যোততাং / ব্যাসোক্তং তদুদেতু বস্তু ভরতো নাট্যেঽস্তু

নঃ কৌতুকী ॥// ইতি। যেষাং মতে শ্লোকতুরীয়াংশঃ পদং তেষাং মতে চতুষ্পদেয়ং নান্দী। যে দ্বে কালং বিধত্ত ইত্যনেন চন্দ্রাঙ্কত্বং চোক্তম্। যদাহুঃ — 'চন্দ্রনামাঙ্কিতা কার্যা স রসানাং যতো নিধিঃ' ইতি। ইয়ং চ পত্রাবলীসংজ্ঞা নান্দী। তদুক্তং নাট্যদর্পণে — 'যস্যাং বীজস্য বিন্যাসো হ্যভিধেয়স্য বস্তুনঃ। শ্লেষেণ বা সমাসোক্ত্যা নান্দী পত্রাবলী তু সা ॥' ইতি। এতাদৃশ্যা নান্দ্যা অন্তে। সূত্রং প্রয়োগানুষ্ঠানং ধারয়তীতি সূত্রধারঃ স্থাপকনামা নটঃ। প্রবিশতীতি শেষঃ। সংগীতসর্বস্বে তথোক্তেঃ — 'বর্তনীয়তয়া সূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে। রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে ॥' ইতি। তদুক্তং দশরূপকে — 'পূর্বরঙ্গং বিধায়াদৌ সূত্রধারে বিনির্গতে। তদ্বন্নরঃ প্রবিশ্যান্যঃ সূত্রধারগুণাকৃতিঃ। সূচয়েদ্বস্তুবীজম্' ইতি। নন্বাদৌ পূর্বরঙ্গাঙ্গভূতা নান্দীত্যুক্তম্। অত্র 'পূর্বরঙ্গং বিধায়াদৌ' ইত্যুচ্যত ইতি কথং পূর্বাপরসংগতিঃ কথং বা ন গ্রন্থবিরোধ ইতি চেৎ। উচ্যতে। অত্র পূর্বরঙ্গশব্দো গৌণঃ। তথা চ তৎকারিকাবৃত্তিঃ — 'পূর্বং রজ্যন্তেঽস্মিন্নিতি পূর্বরঙ্গো নাট্যশালা তাৎস্থ্যাৎ প্রথমপ্রয়োগ উত্থাপনাদৌ পূর্বরঙ্গতা' ইতি। তেন দ্বাবিংশত্যঙ্গস্য পূর্বরঙ্গস্য দ্বাদশোত্থাপনাদিনান্দ্যন্তান্যঙ্গানি পূর্বরঙ্গশব্দেনোক্তানীত্যর্থঃ। অতএবাদিভরতে — 'ত্র্যস্রং বা চতুরস্রং বা চিত্রং শুক্লমথাপি বা। প্রযুজ্য রঙ্গান্নিষ্ক্রামেৎ সূত্রধারঃ সহানুগঃ ॥ স্থাপকঃ প্রবিশেত্তত্র সূত্রধারগুণাকৃতিঃ' ইতি। বস্তুতস্ত্বামুখপর্যন্তং পূর্বরঙ্গ এব। যতোঽস্যৈব নান্দীতোঽগ্রে প্ররোচনাদীনি দশাঙ্গান্যুক্তানি। তদুক্তং ভাবপ্রকাশিকায়াম্ — 'সভাপতিঃ সভা সভ্যা গায়কা বাদকা অপি। নটী নটশ্চ মোদন্তে যত্রান্যোন্যানুরঞ্জনাৎ ॥ অতো রঙ্গ ইতি জ্ঞেয়ঃ পূর্বং যৎ স প্রকল্প্যতে। তস্মাদয়ং পূর্বরঙ্গ ইতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে ॥ তস্য দ্বাবিংশত্যঙ্গানি চোত্থাপনমুখানি চ ॥' ইত্যাদি চ। অন্যত্রাপি — 'যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে। কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গ স উচ্যতে ॥ উত্থাপনাদিকান্যঙ্গান্যস্য ভূয়াংসি যদ্যপি। তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে ॥' ইতি। অত্র সূত্রধার এতদনন্তরং দ্বিতীয়াঙ্কলেখনমস্তি তস্যায়মর্থঃ। পুনঃ সূত্রধার ইতি পদমুচ্চারণীয়ম্। তদগ্রিমবাক্যকর্তৃত্বেন সংৰধ্যতে। এবমগ্রেঽপি সর্বত্র প্রবিষ্টপাত্রনামানন্তরং দ্বিতীয়াঙ্কলেখনং তদর্থোঽয়মেব ৰোদ্ধব্যঃ। নেপথ্যং জবনিকা। তদভিমুখমবলোক্যেতি কবিবচনম্। নটেনাবলোকনকর্মৈব কৃতং তদনুবাদোঽয়ম্। এবমগ্রেঽপি মধ্যে মধ্যে কবিবচো বোদ্ধব্যম্। 'নেপথ্যং স্যাজ্জবনিকা রঙ্গভূমিঃ প্রসাধনম্' ইত্যজয়ঃ। আর্যে ইতি ভার্যাং প্রতি সম্বুদ্ধিঃ। 'পত্নী চার্যেতি সংভাষ্যা' ইতি ভরতবচনাৎ। নেপথ্যং মষীবেষশ্চ। তদাহ ভরতঃ— 'রামাদিব্যঞ্জকো বেষো নটে নেপথ্যমিষ্যতে' ইতি। তস্য বিধানং করণমবসিতং সমাপ্তং যদি, তদা তাবদাদৌ ইত আগম্যতামিতি সংৰন্ধঃ। তত্র মষীবেষগ্রহণং চ নামাহার্যাভিনয়ঃ। তস্যাপি রস উপযোগাৎ। তদুক্তং মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'রসাস্তু ত্রিবিধা বাচিকনেপথ্যস্বভাবজাঃ, ॥ রসানুরূপৈরালাপৈঃ শ্লোকৈর্বাক্যৈঃ পদৈস্তথা। নানালংকার-সংযুক্তৈর্বাচিকো রস উচ্যতে ॥ কর্মরূপবয়োজাতিদেশকালানুবর্তিভিঃ। মাল্যভূষণ-বস্ত্রাদ্যৈর্নেপথ্যরস উচ্যতে ॥ রূপযৌবনলাবণ্যস্থৈর্যধৈর্যাদিভির্গুণৈঃ। রসঃ স্বাভাবিকো জ্ঞেয়ঃ স চ নাট্যে প্রশস্যতে ॥' ইতি। তত্র মষীবেষস্বরূপং চ নাট্যলোচনে — 'সিতো নীলশ্চ

পীতশ্চ চতুর্থো রক্ত এব চ। এতে স্বভাবজা বর্ণা যৈঃ কার্যং ত্বঙ্গবর্তনম্ ৷৷ সংযোগজাঃ পুনশ্চান্য উপবর্ণা ভবন্তি হি। সিতনীলসমাযোগাৎ কপোত ইতি সংজ্ঞিতঃ ৷৷' ইত্যাদিনা। 'রাজানশ্চাজ্যগর্ভাভা গৌরাঃ শ্যামাস্তথৈব চ। যে চাপি সুখিনো মর্ত্যা গৌরাঃ কার্যাস্তু তে বুধৈঃ ৷৷' ইত্যাদিনা চ। 'শুদ্ধো বিচিত্রো মলিনস্ত্রিবিধো বেষ উচ্যতে ৷৷ দেবাভিগমনে চৈব মঙ্গলে নিয়মস্থিতে। বেষস্তত্র ভবেচ্ছুদ্ধো যে চান্যে প্রযতা নরাঃ ৷৷ দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্। নৃপাণাং কামুকানাং চ চিত্রো বেষো বিধীয়তে ৷৷ উন্মত্তানাং প্রমত্তানামধ্বগানাং তথৈব চ। ব্যসনোপহতানাং চ মলিনো বেষ ইষ্যতে ৷৷' ইত্যাদিনা চ। অমাত্যকঞ্চুকিশ্রেষ্ঠিবিদূষকপুরোধসাম্। বেষ্টনাবদ্ধপট্টানি প্রতিশীর্ষাণি কারয়েৎ ৷৷' ইত্যাদিনা চ বহুনা গ্রন্থসংদর্ভেণোক্তম্। অস্মাভিস্তু গ্রন্থগৌরবভয়ান্নাতিপ্রয়োজনতয়া চ বিরম্যতে। অজ্জউত্ত আর্যপুত্র। 'সর্বস্ত্রীভিঃ পতির্বাচ্য আর্যপুত্রেতি যৌবনে' ইতি ভরতোক্তের্নটীসংবুদ্ধিঃ স্থাপকং প্রতি। ইয়ং ম্হি ইয়মস্মি। অত্র নাটকে কবেঃ প্রায়ঃ শৌরসেনী ভাষৈবাভিমতাস্তি। উক্তং চ মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'প্রাক্‌প্রতীচীভুবোঃ সিন্ধোর্হিম-বদ্বিন্ধ্যশৈলয়োঃ। অন্তরাবস্থিতং দেশমার্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ ৷৷ আর্যাবর্তপ্রসূতাসু সর্বাস্বেব হি জাতিষু। শৌরসেনীং সমাশ্রিত্য ভাষাং কাব্যে প্রযোজয়েৎ ৷৷' ইতি। 'তো দোঽনাদৌ শৌরসেন্যামযুক্তস্য' ইতি সূত্রেঽযুক্তস্যেতি পর্যুদাসাদুত্তেতি তকারে দকারো ন ভবতি। অন্যা সাধনিকা যথা — আর্যপুত্রপদে 'হ্রস্বঃ সংযোগে—' ইত্যাকারস্য হ্রস্বতা। 'দ্যয্যর্যাং জঃ' ইতি যস্য জকারঃ। 'সর্বত্র লবরামচন্দ্রে' ইতি পুত্রশব্দে রেফস্য লোপঃ। 'কগচজতদপযবাং প্রায়ো লুক্' ইতি যকারস্য লুক্। 'অনাদৌ শেষাদেশয়োর্দ্বিত্বম্' ইতি জকারস্য তকারস্যাপি দ্বিত্বম্। ক্বচিৎ পুরাতনপুস্তকে 'অয্যউত্ত' ইতি পাঠঃ। সোঽপি সাংপ্রদায়িক এব। 'শৌরসেন্যাম্' ইত্যনুবর্তমানে 'ন বার্যো য্যঃ' ইতি যাদেশবিধানাৎ। ইয়মিতি সংস্কৃতসমম্। 'অস্তেঃ' ইত্যনুবর্তমানে 'নিমোর্মৈম্হি ম্হোম্হা বা' ইতি অস্মীত্যস্য ম্হীত্যাদেশঃ। ইত্থমগ্রেঽপ্যনুসর্তব্যম্। প্রতিপদং লিখ্যমানং গৌরবমাবহতীতি বিরম্যতে, বিশেষ এব ক্বচিৎ ক্বশ্চিদ্বক্ষ্যতে। এতদনন্তরং নবীনে ক্বচিৎ পুস্তকে 'আণবেদু অজ্জো কো নিওঅো অণুচিঠ্‌ঠীঅ দুত্তি' ইতি পাঠঃ পুরাণপুস্তকেষ্বভাবাৎ প্রয়োজনাভাবাচ্চোপেক্ষ্যঃ। "রঙ্গং প্রসাদ্য মধুরৈঃ শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ। ঋতুং কংচিদুপাদায় ভারতীং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ ৷৷ ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো জনাশ্রয়ঃ। ভেদৈঃ প্ররোচনাযুক্তৈর্বীথীপ্রহসনামুখৈঃ ৷৷" ইতি ধনিকোক্তের্ভারতী-বৃত্তেঃ প্ররোচনালক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপতি — 'আর্যে, অভিরূপভূয়িষ্ঠা' ইত্যাদিনা 'রমণীয়াঃ' ইত্যন্তেন। 'বিস্তরাদুত সংক্ষেপাদ্বিদধীত প্ররোচনাম্' ইতি রসার্ণবসুধাকরোক্তেরিয়ং বিস্তীর্ণা প্ররোচনা। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'উন্মুখীকরণং তত্র প্রশংসাতঃ প্ররোচনা' ইতি। তস্যা ভেদা উক্তাঃ সুধাকরে — 'প্রশংসা তু দ্বিধা জ্ঞেয়া চেতনাচেতনাশ্রয়া। চেতনাস্তু কথানাথকবিসভ্যনটাঃ স্মৃতাঃ ৷৷ অচেতনৌ দেশকালৌ কালো মধুশরন্মুখঃ ৷৷' ইতি। কথানাথঃ কথানায়কঃ। অভিরূপাঃ পণ্ডিতাঃ মনোজ্ঞাশ্চ ভূয়িষ্ঠা বহবো যস্যামেতাদৃশী পরিষৎ সভা। 'অভিরূপো বুধে রম্যে' ইতি শাশ্বতঃ। অনেন সভ্যপ্রশংসা।

তত্র সভ্যস্বরূপমাদিভরতে — 'সভ্যাস্তু বিবুধৈর্জ্ঞেয়া যে দিদৃক্ষান্বিতা জনাঃ। মধ্যস্থাঃ সাবধানাশ্চ বাগ্মিনো ন্যায়বেদিনঃ ॥ ত্রুটিতাত্রুটিতাভিজ্ঞা বিনয়ানম্রকন্ধরাঃ। অগর্বা রসভাব-জ্ঞাস্তৌর্যত্রিতয়কোবিদাঃ ॥' অসম্বাদনিষেদ্ধারশ্চতুরা মৎসরচ্ছিদঃ। অমন্দরসনিষ্যন্দহৃদয়া ভূষণোজ্জ্বলাঃ ॥ সুবেষা ভোগিনো নানাভাষাবাদবিশারদঃ। স্বস্বোচিতস্থানসুস্থাস্তৎ-প্রশংসাপরায়ণাঃ ॥' ইতি। অদ্যেত্যনন্তরমেব বক্ষ্যমাণগ্রীষ্মসময়োপলক্ষণম্। কালিদাসেতি কবিপ্রশংসা। জগদ্বিলক্ষণস্যাপ্রতীতস্য নামান্তরেণ সরস্বতীবৎপুরুষস্তস্য নামসংকীর্তনমেব স্তুতিঃ। অভিজ্ঞানশকুন্তলেতি স্বরূপত এবেতিবৃত্তং রমণীয়মিত্যর্থঃ। তদ্গ্রথিতবস্তুনেতি নবেনেতি চ রূপকপ্রশংসা। উক্তং চ ভাবপ্রকাশিকায়াম্ — ইত্থং রঙ্গবিধানস্য সংবন্ধাদিপ্রসিদ্ধয়ে। গোত্রং নাম চ বধ্নীয়াৎ পূজাবাক্যং সভাসদাম্ ॥ বাঞ্ছাকলাপঃ প্রথমং কলাবিধিরনন্তরঃ। বাঞ্ছাশূন্যা ন দৃশ্যন্তে ব্যবহারাঃ কথংচন ॥ বাঞ্ছাকলাপস্তু কবেরভীষ্টার্থপ্রকাশনম্। স্বাভিধেয়গতত্বেন সা দ্বিধা পরিপঠ্যতে ॥ স্বগতং তু স্বগোত্রাদিস্বীয়-কীর্তিপ্রকাশনম্। অভিধেয়গতা যৎকাব্যনাম্না প্রকাশনম্ ॥' ইতি। দশরূপকেষু কেন রূপকেণেত্যাশঙ্কায়ামাহ — নাটকেনেতি। তল্লক্ষণমুক্তং মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ং ধীরোদাত্তাদিনায়কম্। রাজর্ষিবংশচরিতং তথা দিব্যাশ্রয়ান্বিতম্ ॥ যুক্তং বুদ্ধিবিলাসাদ্যৈর্গুণৈর্নানাবিভূতিভিঃ। শৃঙ্গারবীরান্যতরপ্রধানরসসংশ্রয়ম্ ॥ প্রকৃত্যবস্থাসং-ধ্যঙ্গসংধ্যন্তরবিভূষণৈঃ। পতাকাস্থানকৈর্বৃত্তং পতঙ্গৈশ্চ প্রবৃত্তিভিঃ। নাট্যালংকরণৈর্নানা-ভাষাযুক্তপাত্রসংচয়ৈঃ। অঙ্কপ্রবেশকৈরাঢ্যং রসভাবসমুজ্জ্বলম্ ॥ সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতং চরিতং যচ্চ ভূভৃতাম্। ইতিবৃত্তং কথোদ্ভূতং কিংচিদুৎপাদ্য বস্তু চ ॥ নাটকং নাম তজ্জ্ঞেয়ং রূপকং নাট্যবেদিভিঃ ॥' ইতি। সুবিহিদপ্পওঅদাএ সুবিহিতপ্রয়োগতয়া যস্য ন কিমপি পরিহাইস্সদি পরিহাস্যতে। আর্যস্য সুবিহিতপ্রয়োগতয়া সুশিক্ষিতাভিনয়প্রয়োগতয়া ন কিমপি পরিহাস্যতে পরিহীনং ভবিষ্যতীতি নটস্তুতিঃ। ভূতার্থং সত্যার্থম্। 'ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ ন্যায্যে সত্যোপমানয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। আ পরীতি। বিদুষাং পরিতোষাদা পরিতোষং মর্যাদীকৃত্য। ' যাবৎ পরিতোষো ভবতীত্যর্থঃ। 'আঙ্ মর্যাদাবচনে' ইতি কর্মপ্রবচনীয়ত্বে 'পঞ্চম্যাঙ্পরিভিঃ' ইতি পঞ্চমী। প্রয়োগস্য চতুর্ধাভিনয়প্রয়োগস্য বিশিষ্টং জ্ঞানং সাধু সম্যঙ্ ন মন্যে। জ্ঞানমাত্রং ন সাধু মন্যে, এবং বিশিষ্টমপি জ্ঞানং ন সাধু মন্যে। আত্মন ইত্যার্থম্। নট্যাঃ 'অজ্ঞস্য' ইত্যুক্তেঃ। অন্যথা বক্ষ্যমাণব্যঙ্গ্যাবকাশোঽপি ন স্যাৎ। অসত্যার্থে তস্মিন্ বিশেষে বক্তব্যে সামান্যমুক্তমিত্য-প্রস্তুতপ্রশংসা স্যাৎ। তস্যাং চ সামান্যস্য সমর্থকত্বং ন ঘটতে। ন চ 'মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানম্' ইত্যুক্তের্বিজ্ঞানশব্দ এব তত্র শক্ত ইতি বাচ্যম্। প্রয়োগপদবৈয়র্থ্যাপাতাৎ। অনেন বিদ্বৎপরীক্ষণীয়ং মম প্রয়োগবিজ্ঞানমিতি ব্যজ্যতে। পর্যায়োক্তালংকারঃ। তল্লক্ষণমুক্তং ভামহেন — 'পর্যায়োক্তং প্রকারেণ যদন্যেনাভিধীয়তে। বাচ্যবাচকশক্তিভ্যাং শূন্যেনাবগমাত্মনা ॥' ইতি। উদাহৃতং চ হয়গ্রীববধস্থং পদ্যম্ — 'যং প্রেক্ষ্য চিররূঢ়াপি নিবাসপ্রীতিরুজ্ঝিতা। মদেনৈরাবণমুখে মানেন হৃদয়ে হরেঃ ॥' ইতি। অত্রৈরাবণশক্রৌ মদমানমুক্তৌ জাতাবিতি ব্যঙ্গ্যমপি বাচ্যায়মানমেব।

এবং প্রকৃতেঽপি যোজ্যম্। তৎসমর্থকমাহ — বলবদিতি। বলবদধিকমপি। 'বলবৎ সুষ্ঠু কিমুত স্বত্যতীব চ নির্ভরে' ইত্যমরঃ। শিক্ষিতানাং পুরুষাণাম্। বিশেষণাদেব বিশেষ্যপ্রতিপত্তের্বিশেষ্যানুপাদানম্। তথা চ বামনঃ — 'বিশেষণমাত্রপ্রয়োগো বিশেষ্যপ্রতিপত্তৌ' ইতি চেৎ আত্মনি স্वবিষয়েঽ- প্রত্যয়মবিশ্বাসি। 'প্রত্যয়োঽধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুষু' ইত্যমরঃ। 'ক নাসি শুভপ্রদঃ' ইতিবুদ্ধিশব্দানুপাদানেঽপ্যয়মর্থান্তরন্যাসঃ। সামান্যস্য সমর্থকত্বাৎ। শ্রুত্যনুপ্রাসশ্চ। বিশ্বাসস্য চেতোধর্মত্বেনার্থপৌনরুক্ত্যম্। বিশ্বাসাভাবস্য বিধেয়ত্বাদবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা চ। এতদ্দোষপরিহারায় 'স্বামিন্ প্রত্যেতি নো চেতঃ' ইতি পঠনীয়ম্।

সুষমা— [১] সূত্রধার — সূত্র + ধৃ + ণিচ্ + অণ্ কর্তরি। নাটকীয় কথাবীজকে নিয়মানুসারে যিনি পরিচালনা করেন ; অধিকারী। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 'অধ্যাপনা'য় দ্রষ্টব্য। [২] আর্যে — পত্নীকে সম্বোধন। নাটকে সূত্রধার তাঁর পত্নীকে (আর্যাকে) এভাবে সম্বোধন করবেন— এই নির্দেশ আছে। 'বাচ্যো নটীসূত্রধারাবার্যনাম্না পরস্পরম্।' — সাহিত্যদর্পণ। [৩] নেপথ্যবিধানম্ — নেপথ্যস্য বিধানম্ (ষষ্ঠীতৎ)। 'নেপথ্য' কথার সাজগোজ অথবা সাজঘর, যে কোন অর্থই ধরা যেতে পারে। 'নেপথ্যং স্যাদ্ যবনিকা রঙ্গভূমিঃ প্রসাধনম্' — অজয়। 'নেপথ্যং তু প্রসাধনে। রঙ্গভূমৌ বেষভেদে' — হৈম। [৪] অবসিতম্ — অব-সো + ক্ত কর্মণি। [৫] আগম্যতাম্ — আ-গম্+ লোট্, প্রথম পু একব কর্মণি। [৬] অজ্জউত্ত (আর্যপুত্র) — ঋ + ণ্যৎ কর্মণি = আর্যঃ। সূত্র — 'ঋহলোর্ণ্যৎ'। সাধারণ অর্থ — ভদ্রলোক, সম্মানের যোগ্য লোক ইত্যাদি। 'কর্তব্যমাচরন্ কামমকর্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য ইতি স্মৃতঃ ॥ — বশিষ্ঠ। এখানে সেবা, সম্মান ইত্যাদির যোগ্য শ্বশুর, তাঁর পুত্র অর্থাৎ স্বামী এভাবে অর্থ করা গেলেও 'আর্যপুত্র' স্বামীর প্রতি সম্বোধনমাত্র হিসাবেই বিবেচ্য। ভরতমুনির নির্দেশ আছে — 'সর্বস্ত্রীভিঃ পতির্বাচ্য আর্যপুত্রেতি যৌবনে'। [৭] অভিরূপভূয়িষ্ঠা — অভিলক্ষ্যং রূপম্ এষাম্ ইতি অভিরূপাঃ (বহুব্রী)। 'প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ' — (বার্তিক)। অতিশয়েন বহ্বী অর্থে বহু + ইষ্ঠন্, স্ত্রীলিঙ্গে ভূয়িষ্ঠা। অভিরূপাঃ ভূয়িষ্ঠাঃ যস্যাং সা (বহুব্রী)। [৮] পরিষৎ — পরিতঃ সীদন্তি ইতি পরি + সদ্ + ক্বিপ্ অধিকরণে। 'সদিরপ্রতেঃ' সূত্রে ষত্ব। [৯] কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা — কালিদাসেন গ্রথিতম্ (তৃতীয়া তৎ), কালিদাসগ্রথিতং বস্তু যস্মিন্ (বহুব্রী) তেন। কাল্যাঃ দাসঃ — কালিদাসঃ। 'ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহুলম্' সূত্রে 'কালী'র 'ঈ'র হ্রস্বতা। [১০] অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন — অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভি-জ্ঞা + ল্যুট্ করণে — অভিজ্ঞানম্। শকুন্তৈঃ লাতা ইতি শকুন্ত + লা + ঘঞর্থে ক — শকুন্তলা। "নির্জনে তু বনে যস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিবারিতা। শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া ॥" (মহাভারত, আদিপর্ব)। শকুন্তলার জন্মদাত্রী মেনকা জন্মের পরই তাকে নির্জন বনে পরিত্যাগ করে চলে যান। নির্জন বনে পাখীরাই শকুন্তলাকে রক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে মহর্ষি কণ্ব মালিনী নদীতে আচমন করতে যাবার সময় শকুন্তলাকে ঐ অবস্থায় দেখেন এবং পাখীদের অনুরোধে

(কণ্ব 'সর্বভূতরুতজ্ঞ' ছিলেন) বিশ্বামিত্রের ঔরস এবং মেনকার গর্ভজাত এই কন্যাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং তাকে কন্যাজ্ঞানে পালন করেন। "আনয়িত্বা ততশ্চৈনাং দুহিতৃত্বে ন্যবেশয়ম্ ॥ ...এবং দুহিতরং বিদ্ধি মম বিপ্র শকুন্তলাম্। শকুন্তলা চ পিতরং মন্যতে মামনিন্দিতা।" (মহাভা. আদিপর্ব)। অভিজ্ঞানেন স্মৃতা অভিজ্ঞানস্মৃতা (তৃতীয়া তৎ)। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা — অভিজ্ঞানশকুন্তলা — শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধারয় সমাস। 'শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্" (বাঃ)। এই সমাসকে সাধারণভাবে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলা হয়। এই সমাসে প্রথম সমাসের উত্তরপদের লোপ হয়। তাই উত্তরপদলোপী সমাস বলাই পাণিনিব্যাকরণসম্মত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উপরের ব্যাখ্যায় 'আভরণ' ব্যাপারের গতার্থতা না থাকায় অন্যভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত। দ্রঃ ৪র্থ অঙ্কের 'অধ্যাপনা'। 'নাটকম্' (ক্লীবলিঙ্গ) 'এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি ক্লীবলিঙ্গ হবে এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' সূত্রে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্বে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। অভিজ্ঞান-শকুন্তলং নামধেয়ং যস্য (বহুব্রী) তেন। নাম এব ইতি নামধেয়ম্। স্বার্থে ধেয় প্রত্যয়। [১১] নাটকেন — নাটয়তি ইতি নট্ চুরাদি ণ্বুল্ কর্তরি — নাটকম্। [১২] উপস্থাতব্যম্ — উপ-স্থা + তব্য। [১৩] প্রতিপাত্রম্ — পাত্রে পাত্রে প্রতিপাত্রম্ (বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব)। [১৪] আধীয়তাম্ — আ-ধা + যক্ লোট্ প্রথম পুরুষ একবচন। [১৫] তে — সম্প্রদানে চতুর্থী। 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'। [১৬] ভূতার্থম্ — ভূতঃ অর্থঃ ভূতার্থঃ (কর্মধারয়), তম্। [১৭] আ পরিতোষাৎ — 'আঙ্মর্যাদাবচনে' সূত্রে কর্মপ্রবচনীয়ত্বে 'পঞ্চম্যাঙ্পরিভিঃ' সূত্রে পঞ্চমী। 'আঙ্মর্যাদাঽভিবিধ্যোঃ' সূত্রে সমাসের বিকল্প থাকায় এখানে সমাস হয়নি। সমাস হলে 'আপরিতোষম্' হ'ত। [১৮] বিদুষাম্ — বিদ্ + শতৃস্থানে বিকল্পে বসু = বিদ্বস্ ; তেষাম্। [১৯] প্রয়োগবিজ্ঞানম্ — প্রয়োগস্য বিজ্ঞানম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। প্র-যুজ্ + ঘঞ্ = প্রয়োগঃ। 'প্রয়োগ' বলতে এখানে অভিনয় বোঝান হয়েছে। অভিনয় চার রকমের — আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক। "ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্বিধঃ। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা ॥" (সাঃ দর্পণ, ষষ্ঠ পরিঃ)। বিজ্ঞানম্ — বি-জ্ঞা + ল্যুট্। [২০] বলবৎ — এই পদটির 'শিক্ষিতানাম্' এর সঙ্গে সম্বন্ধ — এরকম অনেকে বলেছেন। (তুঃ এ. বি. গজেন্দ্র গদ্‌কর, শাস্ত্রী-দ্বিবেদী)। সারদারঞ্জন রায় 'চেতঃ বলবদপি' এরকম অন্বয় করেছেন। অনুরূপ প্রসঙ্গে 'বলবৎ' এর বিশেষণরূপে প্রয়োগের উদাহরণ দিয়ে তিনি এক্ষেত্রেও 'চেতঃ' শব্দের বিশেষণরূপেই এই পদ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'বলবৎ শিক্ষিতানাম্' (শিক্ষণের ক্রিয়াবিশেষণ) — এই অন্বয়ই সুগম মনে হয়। আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ এমন ছাত্রেরও আসন্ন পরীক্ষায় ব্যর্থতার আশঙ্কায় বুক কাঁপে। 'দৃঢ়চিত্ত' ও 'সশঙ্ক' থাকে এই অন্বয় অপেক্ষা অতিশিক্ষিতের হৃদয়ও নিঃশঙ্ক হয় না — এই অন্বয় অধিকতর গ্রাহ্য মনে হয়। যাই হোক 'বলবৎ শিক্ষিতানাম্' — এক্ষেত্রে 'বলবৎ' অব্যয়। 'চেতঃ বলবৎ' — এক্ষেত্রে বল + মতুপ্, (ক্লীব)। [২১] অপ্রত্যয়ম্ — অবিদ্যমানঃ প্রত্যয়ঃ যস্য তৎ (বহুব্রী)। [২২] শ্লোকে 'যখন

বিদ্বানেরা সন্তুষ্ট হবেন তখনই কেবল নিজে সার্থক বোধ করব' — এই অর্থ প্রকারান্তরে প্রতিপাদনে পর্যায়োক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া উত্তরার্ধের সামান্যের দ্বারা পূর্বার্ধের বিশেষের সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। শ্রুত্যনুপ্রাস। [২৩] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা— নান্দীর পরেই মঞ্চে প্রবেশ করছেন সূত্রধার। সূত্রধার নাটকের প্রযোজক। "সূত্রয়ন্ কাব্যনিক্ষিপ্তবস্তুনেতৃকথারসান্। নান্দীশ্লোকেন নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইতি স্মৃতঃ ॥ আসূত্রয়ন্ গুণান্নেতুঃ কবেরপি চ বস্তুনঃ। রঙ্গপ্রসাধনপ্রৌঢ়ঃ সূত্রধার ইহোচ্যতে ॥" — ভাবপ্রকাশ, দশম অধিকার। ইতিপূর্বেই ১.১ অংশের অধ্যাপনায় বলা হয়েছে যে নাটকের মঙ্গলশ্লোক (যাকে সাধারণভাবে নান্দী বলা হয়) সূত্রধার পাঠ করবেন। সুতরাং 'নান্দ্যন্তে' এর পরে সূত্রধারের প্রথম উল্লেখ থাকলেও পূর্বের মঙ্গলশ্লোকেরও পাঠক তিনি একথা বুঝে নিতে হবে। এই সূত্রধারই মঞ্চে এসে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নাটকীয়ভাবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শকদের যোগসূত্র ধরিয়ে দেন। "নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে ॥ চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥" (সা.দ.)। ভরতের নাট্যশাস্ত্রানুসারে সূত্রধার পূর্বরঙ্গের (নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান) কাজ সমাপন করে নিষ্ক্রান্ত হ'লে স্থাপক (সূত্রধারের গুণবিশিষ্ট অপর ব্যক্তি) নাটকীয় বিষয় স্থাপনা করবেন। 'পূর্বরঙ্গং বিধায়াদৌ সূত্রধারে বিনির্গতে। প্রবিশ্য তদ্বদপরঃ কাব্যমাস্থাপয়েন্নটঃ ॥' (দশরূপক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। এখানে দেখা যাচ্ছে সূত্রধারই পরিচালনা করছেন। 'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন — রঙ্গমঞ্চে বিঘ্ননাশের জন্য একদা যে পূর্বরঙ্গের উদ্ভব হ'য়েছিল কালক্রমে রঙ্গমঞ্চে কোন' বিঘ্ন না থাকায় পূর্বরঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা লোপ পায় এবং সূত্রধারই প্রস্তাবনা পরিচালনা করেন ; কারণ স্থাপকের বা ভিন্ন জনের আর কোন' প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। 'ইদানীং পূর্বরঙ্গস্য সম্যক্প্রয়োগাভাবাদেক এব সূত্রধারঃ সর্বং প্রযোজয়তীতি ব্যবহারঃ।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে একটি এই যে — পুতুল-নাচই কালক্রমে নাটকে বিবর্তিত হয় (পিশেলের মত)। 'সূত্রধার' (সূত্র-সুতো), 'স্থাপক' (যে পুতুলগুলির স্থাপন করে) প্রভৃতি শব্দ এই বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে — এরকম বলা হয়।

নেপথ্য — প্রাচীন ভারতের নাট্যগৃহের তিনটি অংশ ছিল। নেপথ্য (Tiring Room), রঙ্গপীঠ বা রঙ্গশীর্ষ (Stage) এবং রঙ্গমণ্ডল বা প্রেক্ষাভূমি (Auditorium। নেপথ্য নাট্যগৃহের একপাশে থাকত। নেপথ্যের দুটি প্রবেশদ্বার এবং দুই দ্বারে দুটি পর্দা থাকত। নেপথ্যেই নট-নটীরা সাজত এবং এখান থেকেই দৈববাণী প্রভৃতি কাজ হ'ত। পূর্বরঙ্গের প্রথম নয়টি অঙ্গ নেপথ্যে অনুষ্ঠিত হ'ত।

প্রস্তাবনার (১.৫ অংশে ব্যাখ্যাত) মুখ্যতঃ তিনটি অংশ। সভাপূজা অর্থাৎ উপস্থিত সামাজিকদের স্তুতি তার মধ্যে অন্যতম। 'আ পরিতোষাৎ-' ইত্যাদি শ্লোকে উপস্থিত

দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসা করা হয়েছে। "সূত্রধারের এই উক্তিতে দর্শকগণের হৃদয়ের সহানুভূতি অভিনেতার দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই সূত্রধারকৃত এই সম্মানে নিজেকে পরম সম্মানিত মনে করিলেন ও অভিনিবেশ সহকারে অভিনয় দেখিতে বসিলেন।...মহাকবির এই বিনয়রশ্মিতে সামাজিকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। একবিন্দু কর্পূরে বৃহৎকুম্ভস্থিত জলরাশির ন্যায়, কবির এই বিনয়সৌরভে তাঁহাদের হৃদয় সুরভিত হইল। যদিও বা দু'একজনের মনের এককোণে কোথাও সামান্য একটু উষ্মা, গর্ব ছিল, তাহা এই এককথায় মিটিয়া গেল।" — পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভবভূতির মত ("...ভবভূতিনামা জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবিনিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু স্বকৃতিমেবংপ্রায়গুণভূয়সীমস্মাকমর্পিতবান্।" "যে নাম কেচিদিহ ন প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং /জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।" — মালতীমাধব) প্রকট আত্মপ্রশংসা না করলেও সূত্রধারপত্নীর "...অহিণ্ণান-সউন্দলং ণাম অপুব্বং নাডঅং পওএ অধিকরিঅদুত্তি" (অভিজ্ঞান-শকুন্তলং নাম অপূর্বং নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্ ইতি) — এই উক্তিতে (১.৫ অংশে) প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রশংসা আছে।

[১.৩]

নটী — অজ্জ, এবং ণেদম্। অনন্তরকরণিজ্জং অজ্জো আণবেদু। (আর্য, এবম্ এতৎ। অনন্তরকরণীয়ম্ আর্য আজ্ঞাপয়তু।)

সূত্রধারঃ — কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ। তদিদমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্। সংপ্রতি হি —

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥ ৩ ॥

বিসন্ধি—কিম্ + অন্যৎ + অস্যাঃ। তৎ + ইদম্ + এব। তাবৎ + অচিরপ্রবৃত্তম্ + উপভোগক্ষমম্। গ্রীষ্মসময়ম্ + অধিকৃত্য।

অন্বয়—শব্দক্রমে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

বাংলা প্রতিশব্দ—নটী — আর্য, এবম্ এতৎ (আর্য, তাই বটে)। অনন্তরকরণীয়ম্ (পরবর্তী কাজ), আজ্ঞাপয়তু (আদেশ করুন)। সূত্রধারঃ — অস্যাঃ (এই) পরিষদঃ (সভার) শ্রুতিপ্রসাদনতঃ অন্যৎ (শ্রবণরঞ্জন ব্যতীত, এখানে মনোহরণ, তৃপ্তিসম্পাদন ব্যতীত) কিম্ (অস্তি) (কি আছে, অর্থাৎ আর কি থাকতে পারে)! নাটক হ'ল দৃশ্যকাব্য। সুতরাং শ্রবণরঞ্জন অপেক্ষা মনোহরণ বা তৃপ্তিসম্পাদন করার অর্থই বেশী গ্রহণযোগ্য। তৎ (সুতরাং) অচিরপ্রবৃত্তম্ (বেশি দিন হয়নি শুরু হয়েছে, এমন) উপভোগক্ষমম্ (উপভোগের যোগ্য) ইদমেব গ্রীষ্মসময়ম্ (এই গ্রীষ্মকাল) অধিকৃত্য (অবলম্বন ক'রে) তাবৎ গীয়তাম্

(একটা গান কর)। সংপ্রতি হি (ইদানীং) সুভগসলিলাবগাহাঃ (জলে স্নান আরামদায়ক), পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ (বনবায়ু পাটল ফুলের সংসর্গে সুরভিত), প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রাঃ (ছায়ায় সহজে নিদ্রা আসে), দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ (দিনের শেষভাগটা রমণীয়)।

বঙ্গানুবাদ—নটী — আর্য, তাই বটে। তা এবার আমার কি করণীয় যদি বলেন।

সূত্রধার —এই সভার তৃপ্তি সম্পাদন ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে বল'। গ্রীষ্মকাল সবে শুরু হ'ল — উপভোগের যোগ্য এই কাল অবলম্বন ক'রে একটা গান কর'। এই সময়ে —

জলে স্নান (খুবই) আরামের, বনের বাতাস এখন পাটলপুষ্পের সৌরভে ভরপুর, শীতল ছায়ায় নিদ্রা সহজলভ্য, আর দিনের শেষভাগতো (বড়ই) মনোরম।

রাঘবভট্ট—আর্য। ইয়মপি নটস্তুতিরেব। এবং ণেদং এবমেব তৎ। 'শৌরসেন্যাম্' ইত্যনুবৃত্তৌ 'মোঽন্ত্যাণ্নো বেদেতোঃ' ইতি ণকারাগমঃ। অনন্তরকরণীয়মার্য আজ্ঞাপয়তু। অস্যাঃ পরিষদঃ সভায়াঃ। তাৎস্থ্যাৎ তত্রত্যানাং সামাজিকানাং শ্রুতিপ্রসাদনতঃ শ্রবণপ্রসাদাদন্যৎ কিং করণীয়মিত্যনুষজ্যতে। 'ঋতুং কংচিদুপাদায়' ইত্যুক্তেস্তমুপাদত্তে — তদিদমিতি। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ শ্রুতিপ্রসাদননিমিত্তং গীয়তামিতি সংবন্ধঃ। অচিরপ্রবৃত্তমিত্যনেন তদুৎপন্নপুষ্পাদেঃ সৌরভ্যাদ্যতিশয়ো ব্যজ্যতে। উপভোগায় চন্দনাদ্যুপভোগায় ক্ষমঃ সমর্থস্তম্। অনেন স্বস্য শ্রমাপনোদোপায়বাহুল্যসূচনম্। সংপ্রতি গ্রীষ্মে। হি যস্মাৎ। অস্য শ্লোকেনান্বয়ঃ। সুভগেতি। স্বতিশয়েন ভগো যত্নো যেষ্বেতাদৃশাঃ সলিলাবগাহা যত্রেতি বহুব্রীহিগর্ভো বহুব্রীহিঃ। 'ভগশব্দো যশোজ্ঞানবীর্যযত্নার্ককীর্তিষু' ইতি ধরণিঃ। এতেন জলক্রীড়াযোগ্যত্বং ধ্বন্যতে। পাটলানাং পাটলীপুষ্পাণাং সংসর্গঃ সংবন্ধো যেষু তে। 'পুষ্পে ক্লীবেঽপি পাটলা' ইত্যমরঃ। সুরভয়ো মনোজ্ঞাঃ। মনোজ্ঞত্বং চ শীতলত্বেন সুখস্পর্শাৎ। 'সুগন্ধে চ মনোজ্ঞে চ সুরভির্বাচ্যবন্মতঃ' ইতি বিশ্বঃ। এবংভূতা বনবাতা যেষু তে। বনশব্দেন মান্দ্যং ধ্বনিতম্। তেন সংসর্গিসুরভিশব্দয়োরন্যতম-বৈয়্যাবরকত্বং ন শঙ্কনীয়ম্। অনেন বিয়োগিজনসংচরণাক্ষমত্বং ধ্বন্যতে। প্রকৃষ্টা ছায়া যেষু প্রদেশেষু তে প্রচ্ছায়াস্তেষু সুলভা নিদ্রা যেষু তে। অমুনা রতশ্রমহরত্বং ধ্বন্যতে। পরিণামে দিবসাবসানে রমণীয়াঃ সুখসংচরণীয়াঃ। এতেন শুভায়িতত্বং দ্যোত্যতে। সর্বৈর্বিশেষণৈঃ প্রকৃতস্বীয়পরিশ্রমখেদবিনোদো ধ্বন্যতে। পরিকরালংকারঃ — 'বিশেষণসাভিপ্রায়ত্বে পরিকরঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। ননু বিশেষণসাভিপ্রায়ত্বে ধ্বনিবিষয়ত্বমেব স্যান্ন পরিকরালং-কারত্বমিতি চেৎ, প্রসন্নগম্ভীরপদারব্ধত্বেন প্রতীয়মানাংশস্য বাচ্যমুখপ্রেক্ষিতত্বাৎ পরিকরা-লংকারত্বমেব ধ্বনিতম্। তথা চ গুণীভূতব্যঙ্গ্যনিরূপণে ধ্বনিকারঃ — 'প্রসন্নগম্ভীরপদাঃ কাব্যগন্ধাঃ সুখাবহাঃ। যে চ তেষু প্রকারোঽয়মেবং যোজ্যঃ সুমেধসা ॥' ইতি। স্বভাবোক্তিশ্চ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। ইয়ং চাচেতনগ্রীষ্মসময়স্তুতিঃ।

সুষমা—[১] অচিরপ্রবৃত্তম্ — অচিরং প্রবৃত্তম্ (দ্বিতীয়া তৎ)। [২] উপভোগক্ষমম্ —

উপভোগায় ক্ষমঃ (চতুর্থী তৎ), তম্। উপ-ভুজ্ + ঘঞ্ — উপভোগঃ। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়বেলায় উপভোগযুক্ততারও এই বিশেষণে ইঙ্গিত আছে বলে অনেকে বলেছেন। [৩] গ্রীষ্মসময়ম্ — গ্রীষ্মস্য সময়ঃ (ষষ্ঠীতৎ) তম্। [৪] অধিকৃত্য — অধি-কৃ + ল্যপ্। [৫] সুভগসলিলাবগাহাঃ — সলিলে অবগাহঃ সলিলাবগাহঃ (সহসুপা), সুভগঃ সলিলাবগাহঃ যেষু তে (বহুব্রীহি)। [৬] পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ — বনস্য বাতাঃ (ষষ্ঠীতৎ); পাটলস্য সংসর্গঃ (ষষ্ঠী তৎ) তম্। তেন সুরভয়ঃ (সহসুপা); হেতৌ তৃতীয়া; পাটলসংসর্গসুরভয়ঃ বনবাতাঃ যেষু তে (বহুব্রী)। [৭] প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রাঃ — প্রকৃষ্টা ছায়া যেষু তে (বহুব্রী); সু-লভ্ + খল্ কর্মণি স্ত্রীলিঙ্গে — সুলভা। প্রচ্ছায়েষু সুলভা (সহসুপা), প্রচ্ছায়-সুলভা নিদ্রা যেষু তে (বহুব্রী)। [৮] পরিণামরমণীয়াঃ — পরিণামে রমণীয়াঃ (সহসুপা)। রম্ + ণিচ্ + ৰাহুলকাৎ কর্তরি অনীয়র্ — রমণীয়ঃ। [৯] বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্বে পরিকর অলঙ্কার। দিবসের বর্ণনীয়ত্বপ্রতিপাদনে বহু কারণের উল্লেখে সমুচ্চয় অলঙ্কার। বস্তুস্বভাব বর্ণনায় স্বভাবোক্তি। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১০] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা— 'সুভগসলিলাবগাহাঃ-' ইত্যাদি শ্লোকে নাটকীয় বিষযবস্তুর সূচনা আছে — এরকম অনেকে বলেছেন। 'সলিলাবগাহা'তে শচীতীর্থে অঙ্গুরীয়ক হারানো, 'সুভগ' পদে অঙ্গুরীয়কের পুনরায়-প্রাপ্তি এবং স্থূলকামনার শুদ্ধি, 'পাটল-সংসর্গ'তে অপ্সরা-কর্তৃক শকুন্তলাকে মারীচাশ্রমে নিয়ে যাওয়া, 'সুরভিবনবাতা'য় মারীচের শান্ত আশ্রম, 'প্রচ্ছায়'পদে দুর্বাসার শাপ, 'সুলভনিদ্রা'য় দুষ্যন্তের সাময়িক মোহ এবং 'পরিণামরমণীয়' পদে মিলনান্ত বৃত্তান্তের সূচনা।

[১.৪]

নটী — তহ। [তথা।] (ইতি গায়তি)

> ঈসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
> ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং ॥ ৪ ॥
> (ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেশরশিখানি।
> অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষকুসুমানি ॥)

বিসন্ধি— ঈষৎ +ঈষৎ + চুম্বিতানি।

অন্বয়—প্রমদাঃ ভ্রমরৈঃ ঈষৎ ঈষৎ চুম্বিতানি সুকুমারকেশরশিখানি শিরীষকুসুমানি দয়মানাঃ অবতংসয়ন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—নটী — তথা (তাই হোক্)। [ইতি গায়তি — এই বলে গান শুরু করলেন] প্রমদাঃ (বিলাসিনী রমণীরা) ভ্রমরৈঃ (ভ্রমরের দ্বারা) ঈষৎ ঈষৎ চুম্বিতানি (অল্প অল্প চুম্বিত, ধীরে ধীরে চুম্বিত) সুকুমারকেশরশিখানি শিরীষকুসুমানি (শীর্ষে কোমল কেশরবিশিষ্ট

শিরীষপুষ্পগুলি) 'দয়মানাঃ' অবতংসয়ন্তি (সদয়ভাবে অর্থাৎ মৃদুভাবে কানের অলঙ্কার হিসাবে পরছে)। 'দয়মানাঃ' পদটিকে 'প্রমদাঃ' পদের বিশেষণ ধরলে অর্থ হবে — স্নিগ্ধহৃদয় বিলাসিনীরা ... অলঙ্কার হিসাবে পরিধান করছে।

বঙ্গানুবাদ—নটী — তাই হোক। (এই বলে গান শুরু করলেন) —

বিলাসিনী রমণীরা ভ্রমরের দ্বারা অল্প অল্প চুম্বিত কোমল কেশরাগ্রবিশিষ্ট শিরীষ ফুলগুলি মৃদুহাতে তাদের কানের অলঙ্কার হিসাবে পরছে। (অথবা স্নিগ্ধহৃদয় বিলাসিনীরা...শিরীষ ফুলগুলি তাদের...পরছে)।

রাঘবভট্ট—তহ তথা. গীয়ত ইত্যর্থঃ। গায়তীতি কবিবচনম্। তথাশব্দস্য তহ ইত্যনুবর্তমানে 'খঘথধভাং হঃ' ইত্যনেন থকারস্য হকারঃ। 'বাব্যয়োৎখাতাদাবদাতঃ' ইত্যাকারস্য অদাদেশঃ। 'তস্মাদিতি চ পরে লুক্‌পদাদেঃ' ইত্যনুবর্তমানে 'ইতেঃ স্বরাত্তশ্চ দ্বিঃ' ইত্যনেনেকারস্য লোপঃ। তকারস্য দ্বিত্বম্। 'তহ ইতি' ইতি পাঠে গায়তীতি কবিবচনম্। ভারত্যা বৃত্তেরামুখাপরপর্যায়ং প্রস্তাবনালক্ষণং দ্বিতীয়মঙ্গমুপক্ষিপতি — 'ঈসীসি' ইত্যাদিনা নিষ্ক্রান্তৌ' ইত্যন্তেন। ঈশীসি ইতি। ঈসীতি ঈষদীষচ্চুম্বিআইং ভমরেহিং চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুউমারকেসরসিহাইং সুকুমারকেশরশিখানি। ওদংসয়ন্তি অবতংসয়ন্তি দআমাণা দয়মানাঃ পমদাও প্রমদাঃ সিরীসকুসুমাইং শিরীষকুসুমানি। সুকুমারাঃ কেসরাণাং শিখা অগ্রভাগা যেষু তানি। অগ্রভাগেষ্বেব ভ্রমরচুম্বনসংভবাত্তদুক্তিঃ। যতঃ কোমলকিঞ্জল্কাগ্রাণ্যত এবেষচ্চুম্বিতানীতি দ্বিরুক্তিঃ। অতএব দয়মানাঃ সকৃপাঃ। অকঠোরং স্পৃশন্ত্য ইতি যাবৎ। প্রকৃষ্টো মদো রূপসৌভাগ্যজনিতো বিকারো যাসাং তাঃ। তাসামেব তথাবিধা-লংকারকর্তব্যতাযোগ্যত্বাচ্ছকুন্তলাসূচকাত্বাচ্চ ন বিশেষপরিবৃত্তত্বদোষাবকাশঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ কাব্যলিঙ্গম্। ঈষচ্ছব্দে 'ঈষদাদিষ্বিত্' ইত্যনেন ষকারস্থাকারস্যেকারঃ। 'শষোঃ সঃ' ইতি সত্ত্বম্। 'অন্ত্যস্য হলঃ' ইতি তকারলোপঃ। তেন ঈসি ইতি সিদ্ধম্। পশ্চাদ্বীপ্সায়াং দ্বিতীয়েন ঈসিশব্দেন তৎসংধিঃ। অবতংসয়ন্তীত্যত্র 'ওৎ' ইত্যনুবর্তমানে 'অবাপো তে চ' ইত্যনেনাবস্য ও আদেশঃ। অয়ং ত্রিংশন্মাত্রদলদ্বয়রূপো দ্বিপদীনামা লয়ভেদঃ। তদুক্তমাদিভরতে — 'বক্ষ্যে ভঙ্গ্যাদিসংভিন্নং নাট্যগানমতঃ পরম্। মধ্যমোত্তমপাত্রাণাং নাটকে সিদ্ধিদায়কম্ ॥' ইত্যাদিনা দ্বাদশভঙ্গা দ্বিচত্বারিংশল্লয়ভেদাশ্চোক্তাঃ। তত্র দ্বিপদীনামা প্রথমো লয়ভেদঃ। তল্লক্ষণং তত্রৈব — বিলম্বিতলয়া যত্র গুরবো দ্বিপদী তু সা। শৃঙ্গারে করুণে হাস্যে যোজ্যা চোত্তমমধ্যমৈঃ ॥ অবস্থান্তরমাসাদ্য গাতব্যা সাধমৈরপি' ইতি। অত্র গুরুস্তালরূপী জ্ঞেয়ঃ। গ্রামরাগেণ ঢক্কাখ্যেন চাস্যা বন্ধ ইতি জ্ঞেয়ম্'। ইয়ং চ গীতিঃ। তল্লক্ষণং শংভৌ — 'চা অচ্চখঘঅদ্ধেউদারস্থদ্ধেম্মি জ্ঞেয়ম্'। তদুক্তং তত্রৈব — 'ইহ আরাবিন্দুজু আএ ওসুদ্ধাপ আবসাণম্মি লহু' ইতি। অথ চাত্র প্রমদাশব্দেন শকুন্তলা গৃহীতা। সা শিরীষকুসুমান্যবতং-সয়ন্তীত্যুক্তম্। বহুবচনং পূজার্থম্। অতএব বক্ষ্যতি — 'বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকম্' ইতি। বিমর্শসংধিসমাপ্ত্যবসরে চ রাজ্ঞা 'অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ

প্রসাধনমভিপ্রেতং বিস্মৃতমস্মাভিঃ' ইতুক্ত্বা 'কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে শিরীষমাগণ্ডবিলম্বি কেসরম্' ইত্যুক্তম্।

সুষমা—[১] ঈসীসি (ঈষদীষৎ) — 'প্রকারে গুণবচনস্য' সূত্রে প্রকারে দ্বিরুক্তি। [২] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার [৩] উদ্‌গাথা ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচ্য শ্লোকেও নাটকীয় ঘটনার সূচনা আছে। 'সুউমারকেসরসিহাইং' (সুকুমারকেশরশিখানি) — নবযৌবনা শকুন্তলা। 'ভমর' (ভ্রমরঃ) — ভ্রমরবৃত্তি কামপরবশ রাজা দুষ্যন্ত ; ফুলে ফুলে মধু আহরণ যার স্বভাব। বহু পত্নীকত্বের দ্যোতনা। তুঃ 'অহিণবমহুলোলুবো তুমং' (অভিনবমধুলোলুপস্ত্বম্) — পঞ্চম অঙ্কে হংসপদিকার গান। 'ঈসীসিচুম্বিআইং' (ঈষদীষচ্চুম্বিতানি) — দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার সাময়িক মিলন। 'দঅমাণা পমদাও ওদংসঅন্তি' (দয়মানাঃ প্রমদাঃ অবতংসয়ন্তি) মেনকা প্রভৃতির দ্বারা শকুন্তলাকে মারীচাশ্রমে নিয়ে পরিপালন।

রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে ভ্রমরের তুলনা উল্লিখিত দুজায়গা ছাড়াও বহুবার করা হয়েছে। 'চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিম্' (প্রথম অঙ্ক) ইত্যাদি শ্লোকে রাজার ঈর্ষ্যায়, 'অপরিক্ষতকোমলস্য... ষট্‌পদেন' (তৃতীয় অঙ্ক) ইত্যাদিতে দুষ্যন্তের স্বকৃত মন্তব্যে, 'ইদমুপনতমেবং... ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারম্' (পঞ্চম অঙ্ক) ইত্যাদিতে নিজের মানসিক অবস্থার বর্ণনায়, 'অক্লিষ্টবালতরু—' (ষষ্ঠ অঙ্ক) ইত্যাদি শ্লোকে দুষ্যন্তের ভ্রমরকে প্রতিনায়করূপে গণ্য করায়, রাজা দুষ্যন্ত ভ্রমরের সঙ্গে তুলিত হয়েছেন।

নটী সম্ভবতঃ সারঙ্গ (সারং) রাগে এই গান করেছেন। অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে 'সারঙ্গেণ' পদে তার ইঙ্গিত (শ্লেষের সাহায্যে) থাকতে পারে।

[১.৫]

সূত্রধারঃ — আর্যে, সাধু গীতম্। অহো রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব সর্বতো রঙ্গঃ। তদিদানীং কতমৎ প্রকরণমাশ্রিত্যৈনমারাধয়ামঃ।

নটী — ণং অজ্জমিস্‌সেহিং পঢমং এব্ব আণত্তং অহিণ্ণাণ-সউন্দলং ণাম অপুব্বং ণাডঅং পওএ অধিকরিঅদু ত্তি। (ননু আর্যমিশ্রৈঃ প্রথমম্ এব আজ্ঞপ্তম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলং নাম অপূর্বং নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্ ইতি।)

সূত্রধারঃ — আর্যে, সম্যগনুবোধিতোঽস্মি। অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া। কুতঃ—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ ৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি প্রস্তাবনা

বিসন্ধি—...চিত্তবৃত্তিঃ + আলিখিতঃ। তৎ + ইদানীম্। প্রকরণম্ + আশ্রিত্য + এনম্ + আরাধয়ামঃ। সম্যক্ + অনুবোধিতঃ + অস্মি। তব + অস্মি। রাজা + ইব। সারঙ্গেণ + অতিরংহসা।

অন্বয়—তব হারিণা গীতরাগেণ (অহম্) অতিরংহসা সারঙ্গেণ এষ রাজা দুষ্যন্ত ইব প্রসভং হৃতঃ অস্মি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সূত্রধারঃ — আর্যে, সাধু গীতম্ (ভালো গেয়েছ, সুন্দর গেয়েছ)। অহো (আহা), সর্বতো রঙ্গঃ (দর্শকমণ্ডলীর সকলে) রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিঃ (সঙ্গীতের মাধুর্যে আকৃষ্ট হ'য়ে) আলিখিত ইব (ছবির মত, অর্থাৎ নিস্পন্দভাবে আছে)। তৎ ইদানীং (তা এখন) কতমৎ প্রকরণম্ আশ্রিত্য (কোন্ নাটক অবলম্বন করে, অর্থাৎ দেখিয়ে) এনম্ আরাধয়ামঃ (এই দর্শকদের তুষ্ট ক'রব)? নটী — ননু (আচ্ছা, কেন এমন ব'লছেন)? আর্যমিশ্রৈঃ প্রথমম্ এব আজ্ঞপ্তম্ (আপনি তো প্রথমেই জানিয়েছেন যে) অভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম অপূর্বং নাটকম্ (অভিজ্ঞান শকুন্তল নামে এক অপূর্ব নাটক) প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্ (প্রয়োগ করা হবে, অভিনীত হবে)। সূত্রধারঃ — সম্যক্ (ঠিক) অনুবোধিতঃ অস্মি (মনে করিয়ে দিয়েছ)। অস্মিন্ ক্ষণে (ঠিক এই মুহূর্তে) বিস্মৃতং খলু ময়া (আমি ভুলে গিয়েছিলাম)। কুতঃ (কেননা), তব হারিণা গীতরাগেণ (তোমার মনোহারী সঙ্গীতমাধুর্যে) (অহং), অতিরংহসা সারঙ্গেণ (খুব বেগবান্ হরিণের দ্বারা) রাজা দুষ্যন্ত ইব (রাজা দুষ্যন্তের মত), প্রসভং হৃতঃ (জোর করে, এখানে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম)।

বঙ্গানুবাদ—সূত্রধার — আর্যে, তুমি সুন্দর গেয়েছ। আহা, তোমার সঙ্গীত-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত দর্শক একেবারে ছবির মত নিস্পন্দ হয়ে আছে। তা এখন কোন্ নাটক দেখিয়ে এঁদের তৃপ্তি দেব, —বলতো।

নটী — আচ্ছা এমন বলছেন কেন? আপনি তো প্রথমেই জানিয়েছেন যে (আজ) অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামে এক অপূর্ব নাটক অভিনয় করে দেখাবেন।

সূত্রধার — আর্যে, তুমি ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। এই মুহূর্তে আমি তা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ —

তোমার সঙ্গীত-মাধুর্যে আমি (এতক্ষণ) তেমনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম যেমন এই রাজা দুষ্যন্ত অতি বেগবান্ হরিণের দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(নাটকের প্রস্তাবনা এখানে শেষ হ'ল)

রাঘবভট্ট—অহো ইত্যাশ্চর্যে। রঙ্গো রঙ্গভূঃ। তাৎস্থ্যাৎ সভ্যসমূহঃ। রাগে গীতধাতৌ বদ্ধা চিত্তবৃত্তির্যস্য সঃ। অতএব সর্বতঃ সর্বত্রালিখিত ইব। চিত্রন্যস্ত ইবেত্যর্থঃ। দ্বিতীয়পক্ষে রজ্যত ইতি রঙ্গঃ। অথ রঙ্গো রাগো বিদ্যতেঽস্মিন্নিত্যর্শ আদিত্বাদচি রঙ্গো রাজা।

রাগেঽনুরাগে বদ্ধা চিত্তবৃত্তির্যস্য সঃ। সর্বত্র আলিখিত ইব। সর্বত্র তাং পশ্যতীত্যর্থঃ। 'রঙ্গো রণে খলে রাগে নৃত্যে রঙ্গং ত্রপুষ্যতি' ইতি বিশ্বঃ। 'স্বৈরঙ্গৈশ্চাপি বীথ্যঙ্গৈঃ প্রকুর্যাদামুখং বুধঃ' ইতি মাতৃগুপ্তাচার্যোক্তেঃ, 'বীথ্যঙ্গান্যামুখান্তত্বাৎ প্রোচ্যন্তেঽত্রৈব তানি তু' ইতি ধনিকোক্তেশ্চাবলগিতং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তমনেন। তল্লক্ষণং সুধাকরে — 'দ্বিধাবলগিতং প্রোক্তমর্থাবলগনাত্মকম্। অন্যপ্রসঙ্গাদন্যস্য সংসিদ্ধিঃ প্রকৃতস্য চ' ইতি। প্রকরণং রূপকম্। নন্বার্যমিশ্রৈঃ প্রথমমেবাজ্ঞপ্তমভিজ্ঞান-শাকুন্তলং নামাপূর্বং নাটকং প্রয়োগেঽধিক্রিয়তামিতি। ণং নন্বর্থে' ইতি সৌরসেন্যাম্। অত্র ক্বচিৎ 'পঢ়মম্' ইতি পাঠঃ সাংপ্রদায়িকঃ। যতঃ প্রথমশব্দস্য 'পঢম পঢ়ুম পুঢম' ইতি ত্রয় আদেশাঃ। 'অহিণ্ণাণসাউন্দলম্' ইত্যত্র 'সাউন্তলম্' ইতি পাঠে পূর্ববদ্দত্বাভাবঃ। দকারপাঠে 'বর্গেঽন্ত্যো বা' ইতি পরসবর্ণত্বে পক্ষেঽনুস্বারে পূর্ববদ্দকারঃ। যেষাং মতে নিত্যং পরসবর্ণস্তেষাং মতে 'অধঃ ক্বচিৎ' ইতি সূত্রেণ দকারঃ। এবমগ্রে 'সউন্দলে' 'সউন্তলে' পাঠে রূপদ্বয়ং জ্ঞেয়ম্। 'খঘথধভাম্' ইতি হঃ। 'ম্নজ্ঞোর্ণঃ' ইতি জ্ঞস্য ণঃ। 'নো ণঃ' ইতি ণত্বম্। 'শষোঃ সঃ' ইতি সঃ। 'কগচ—' ইতি ককারলোপঃ। 'অপুব্বম্' ইত্যত্র 'অপুরবম্' ইতি পাঠে 'সৌরসেন্যাম্' ইত্যনুবৃত্তৌ 'পূর্বস্য পুরঃ বঃ' ইতি পূর্বশব্দস্য পুরবাদেশঃ। প্রস্তাবনাঙ্গং প্রয়োগাতিশয়মুপক্ষিপতি — তবেতি। অস্মীত্যহমর্থেঽব্যয়ম্। গীতে গীতৌ নিবদ্ধেন রাগেন শ্রীরাগাদিনা ধাতুনা। হারিণা শ্রুতিসুখদেন, হর্তুং শীলমস্যেতি চ। মৃগপক্ষেঽস্যাতিরংহসো হেতুত্বেন যোজ্যম্। উপমেয়পক্ষেঽপি প্রসভহরণে হেতুত্বেন যোজ্যম্। বিশিষ্টস্যৈবোপমানত্বান্ন বিশেষণন্যূনতা শঙ্কনীয়া। প্রসভমত্যর্থং হৃত আসক্তচিত্তঃ। দ্বিতীয়পক্ষে হৃতঃ স্বসেনায়া দূরং প্রচ্যাবিতঃ। উভয়ং ভিন্নমপি সাধারণধর্মপ্রতিপাদনার্থমতিশয়োক্ত্যৈকত্বেনাধ্যবসিতম্। অতএব সর্বালংকারাণামতিশয়োক্তি-গর্ভত্বমাকরে দর্শিতম্ — 'নালংকারোঽনয়া বিনা' ইতি। এষ ইতি প্রয়োগাতিশয়াঙ্গার্থম্, রাজেতি প্রবেশানুগুণম্, দুষ্যন্ত ইতি নামগ্রহণমন্যরাজব্যাবর্তকত্বেনেতি নৈকস্যাপ্যবকরত্বং শঙ্কনীয়ম্। সারঙ্গেণ মৃগেণ। 'সারঙ্গশ্চাতকে ভৃঙ্গে কুরঙ্গেঽপি মতঙ্গজে' ইতি বিশ্বঃ। কীদৃশা তেন। অতিরংহসাতিবেগবতা। 'রংহস্তরসী তু রয়ঃ স্যদঃ। জবঃ' ইত্যমরঃ। অত্র ব্যাবর্তকত্বেন দুষ্যন্ত ইত্যস্য। বিশেষণত্বাদ্বিশেষ্যানন্তরমেতচ্ছব্দস্যোচিতত্বান্নাক্রমত্বম্। রসনাকাব্যলিঙ্গং বোপমা। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। নন্বেবং বহুব্রীহৌ কৃতে সমাসান্তঃ কপ্ প্রাপ্নোতীতি চেদুচ্যতে। তস্যানিত্যত্বাৎ। তথাহি — 'দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্ধসু' ইতি সূত্রে দ্বিত্রিভ্যামুত্তরেষু পাদাদিষ্বন্তোদাত্তত্বং বিধীয়তে। তত্র যথা পাদদন্তয়োঃ 'সংখ্যাসুপূর্বস্য' 'বয়সি দন্তস্য দতৃ' ইত্যেতাভ্যাং কৃতসমাসান্তয়োর্গ্রহণং কৃতম্ 'পাদ্দন্' ইতি তদ্বৎ 'দ্বিত্রিভ্যাং ষ মূর্ধ্নঃ' ইতি ষপ্রত্যয়ান্তস্য 'মূর্ধেষু' ইতি মূর্ধশব্দস্য গ্রহণং কর্তব্যং স্যাৎ। এবং চ ক্রমাভেদোঽপি ভবতি। তেন প্রক্রমভেদমপ্যঙ্গীকৃত্য যদকৃতসমাসান্তো নির্দিষ্টস্তজ্ জ্ঞাপয়তি 'অনিত্যঃ সমাসান্তঃ' ইতি। করণত্বেন যোজনে বিশেষণয়োরার্থত্বশাব্দত্বলক্ষণঃ প্রক্রমভঙ্গঃ। হারিণেত্যত্র যদ্ধেতুত্বেন বিশিষ্টোপমানত্বং তচ্ছব্দেন ঘটতে। প্রয়োগাতিশয়লক্ষণং দশরূপকে — 'এষোঽয়মিত্যুপক্ষেপাৎ সূত্রধারপ্রয়োগতঃ। পাত্রপ্রবেশো যত্রৈষ প্রয়োগাতিশয়ো মতঃ'

ইতি। প্রস্তাবনেতি। তল্লক্ষণং তু সুধাকরে — 'বিধের্যথৈব সংকল্পো মুখতাং প্রতিপদ্যতে। প্রধানস্য প্রবন্ধস্য তদা প্রস্তাবনা মতা ॥ অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনা মতা' ইতি। দশরূপকং চ — 'সূত্রধারো নটীং ব্রূতে মার্ষং বাপি বিদূষকম্। স্বকার্যং প্রস্তুতাক্ষেপি চিত্রোক্ত্যা যত্তদামুখম্।' প্রস্তাবনা ইতি। 'এষামন্যতমেনার্থং পাত্রং বাক্ষিপ্য সূত্রভৃৎ। প্রস্তাবনান্তে নির্গচ্ছেত্ততো বস্তু প্রপঞ্চয়েৎ' ইতি। বস্তু ইতিবৃত্তম্। বস্তুপ্রপঞ্চনে বিশেষস্তত্রৈব —'আদ্যন্তমেব নিশ্চিত্য পঞ্চধা তদ্বিভজ্য চ। খণ্ডশঃ সংধিসংজ্ঞাশ্চ ভাগানপি চ খণ্ডয়েৎ ॥ চতুঃষষ্টিশ্চ তানি স্যুরঙ্গানি' ইতি। তত্র বিভাগপ্রকারঃ। 'অবস্থাঃ পঞ্চ কার্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ। আরম্ভযত্নপ্রাপ্ত্যাশানিয়তাপ্তিফলাগমাঃ ॥' বীজবিন্দুপতাকাখ্যপ্রকরী-কার্যলক্ষণাঃ। অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চাবস্থা-সমন্বিতাঃ ॥ যথাসংখ্যেন জায়ন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ সংধয়ঃ। মুখং প্রতিমুখং গর্ভঃ সাবমর্শোঽথ সংহৃতিঃ' ইতি ॥ সংধিসামান্যলক্ষণং তত্রৈব — 'অন্তরেকার্থসংবন্ধঃ সংধিরেকান্বয়ে সতি' ইতি। অত্র 'ততঃ প্রবিশতি' ইত্যারভ্য দ্বিতীয়াঙ্কে 'উভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ' ইত্যন্তেন সার্ধাঙ্কেন মুখসংধিঃ। তল্লক্ষণং তত্রৈব — 'মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসংশ্রয়া' ইতি। অস্য বীজারম্ভয়োঃ সমবায়াদঙ্গানি। তানি চ — 'উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনম্। যুক্তিঃ প্রাপ্তিঃ সমাধানং বিধানং পরিভাবনা। উদ্ভেদভেদকরণানি' ইতি। অঙ্গলক্ষণং ব্যাখ্যানাবসরে যথাযথং বক্ষ্যামঃ। আরম্ভবীজয়োর্লক্ষণে আদিভরতে — 'ঔৎসুক্যমাত্রবন্ধস্তু যো বীজস্য নিবধ্যতে। মহতঃ ফলযোগস্য স খল্বারম্ভ ইষ্যতে' ইতি। যথাত্র 'রাজা ভবতু। তাং দ্রক্ষ্যামি'। 'অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যৎ প্রসর্পতি। ফলাবসানং যচ্চৈব বীজং তদভিধীয়তে' ইতি। তত্র বিশেষো মাতৃগুপ্তাচার্যৈরুক্তঃ — 'ক্বচিৎ কারণমাত্রং তু ক্বচিচ্চ ফলদর্শনম্। ক্বচিদারম্ভমাত্রং তু ফলমুক্তা ক্রিয়া ক্বচিৎ। ব্যাপারশ্চ বিশেষোক্তঃ ক্বচিদ্বা ফলসাধকঃ। বহুধা রূপকেষ্বেবং বীজরূপেণ দৃশ্যতে ॥ ফলে যস্য হি সংহারঃ ফলবীজং তু তদ্ ভবেৎ। বস্তুবীজং কথা জ্ঞেয়া অর্থবীজং তু নায়কঃ ॥' যথাত্র — 'পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি' ইতি। যথা চ বৈখানসঃ — ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় নিযুজ্য' ইতি।

সুষমা—[১] রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিঃ — রাগেন বদ্ধঃ (তৃতীয়া তৎ), চিত্তস্য বৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; রাগবদ্ধা চিত্তবৃত্তিঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। রঞ্জ্ + ঘঞ্ করণে — রাগঃ। [২] রঙ্গঃ — রঞ্জ্ + ঘঞ্ অধিকরণে। [৩] কতমৎ — কিম্ + ডতমচ্। [৪] প্রকরণম্ — প্রকরণ দৃশ্যকাব্যের ভেদবিশেষ। 'নাটকমথ প্রকরণ-ভাণ-ব্যায়োগ-সমবকার-ডিমাঃ। ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ ॥' (সা.দ.)। প্রশ্ন হ'তে পারে — 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটক, প্রকরণ নয়। তুঃ 'নবেন নাটকেন' — সূত্রধারের উক্তি। তাছাড়াও প্রকরণের লক্ষণও (যেমন দশ অঙ্ক থাকা ইত্যাদি) এই দৃশ্যকাব্যে নেই। সম্ভাব্য উত্তর — সূত্রধার প্রথমে 'নাটকে'র যে উল্লেখ করেছেন তা সাধারণভাবে দৃশ্যকাব্য বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে আমরা 'বিক্রমোর্বশীয়' (ত্রোটক), 'মৃচ্ছকটিক' (প্রকরণ), 'রত্নাবলী'— (নাটিকা) — সবগুলিকেই নাটক বলে থাকি। অথবা নটীর গানে সূত্রধার এত মোহিত হয়েছেন যে তিনি

পূর্বের কথা বিস্মৃত হয়েছেন (তুঃ 'তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।') — তাই ভুল করে প্রকরণ বলেছেন। অথবা নাটক এবং প্রকরণের বিশেষ ভেদের বিবক্ষা না করে সমার্থক হিসাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে। [৫] আশ্রিত্য — আ-শ্রি + ল্যপ্। [৬] অনুবোধিতঃ — অনু-বুধ্-ণিচ্ + ক্ত। [৭] গীতরাগেণ — গীতস্য রাগঃ (ষষ্ঠী তৎ) তেন। [৮] হারিণা — সাধু হরতি ইতি হৃ + ণিনি সাধুকারিণি, কর্তরি — হারী। তৃতীয়া একবচন। [৯] এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ — নাটকের নায়ক রাজা দুষ্যন্ত। বঙ্গীয় সংস্করণে 'দুষ্মন্ত' এই পাঠও আছে। বর্তমানে 'দুষ্যন্ত' পাঠই অধিকাংশ পুস্তকে গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার "যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা। স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম" ॥ — এই উক্তিতে যে অনুপ্রাস তা 'দুষ্মন্ত' পাঠে ব্যাহত হয়। [১০] সারঙ্গেণ — সারম্ অঙ্গং যস্য — এই বিগ্রহে সার + অঙ্গ = সারঙ্গ। 'শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বাচ্যম্' (বাঃ)। অর্থ — হরিণ, চাতক ইত্যাদি। পশুপক্ষী-ভিন্ন অর্থে — সারাঙ্গ। যেমন — সারাঙ্গঃ মুনিঃ। অর্থ — ভস্মাচ্ছাদিত বিচিত্র মুনি। [১১] অতিরংহসা — অতি রংহঃ যস্য (বহুব্রীহি) তেন। [১২] উপমা অলঙ্কার ('রাজেব')। গীতরাগ প্রভৃতির কারণরূপে বর্ণনায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১৩] শ্লোক ছন্দ।

অধ্যাপনা— সূত্রধারের এই বিস্মৃতি দুষ্যন্তের ভাবী মোহের সূচনা করছে।

শ্লোকের 'সারঙ্গ'পদটি নটের উচ্চারণ কৌশলে সারাঙ্গ'-এর মতও শোনাতে পারে এবং তার দ্বারা সারাঙ্গ (ভস্মাদিযোগে যাঁর শরীর চিত্রিত সেই) দুর্বাসা মুনির ঈঙ্গিত করা হচ্ছে বলে অনেকে (শ্রীসারদারঞ্জন রায়, শ্রীরমেন্দ্রমোহন বসু, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এবং আরো অনেকে) মত প্রকাশ করলেও তা কষ্টকল্পিত মনে হয়।

প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের এক বৈশিষ্ট্য। পূর্বরঙ্গের পর নান্দীপাঠ এবং তারপর প্রস্তাবনা। প্রস্তাবয়তি প্রকৃতবিষয়মুত্থাপয়তি ইতি প্রস্তাবনা। এরই অপর নাম আমুখ (প্রকৃতাভিনয়স্য মুখে আদ্যে কর্তব্যম্ ইতি)। ভাসের নাটকে একেই আবার 'স্থাপনা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। নাটক এবং নাট্যকারের নাম ঘোষণা, কিছু প্রশংসা এবং পরিচয় দেওয়া, দর্শকদের প্রশস্তি ('সভাপূজা') এবং প্রধানতঃ নাটকীয় বিষয়ের সূচনা প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য ॥ "নটী বিদূষকো বাপি...নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥" (সা.দ.) [১.২] অংশে 'অধ্যাপনা'য় শ্লোক দুটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত। প্রস্তাবনার নট-নটী-কবি-কাব্য-সামাজিকদের প্রশংসার সঙ্গে পূর্বরঙ্গের 'প্ররোচনা'নামক অঙ্গের যথেষ্ট মিল আছে। "উন্মুখীকরণং তত্র প্রশংসাতঃ 'প্ররোচনা' — দশরূপক। অর্থাৎ দর্শকমণ্ডলীকে নাটক সম্বন্ধে উন্মুখ করার প্রচেষ্টাকে 'প্ররোচনা' বলে। প্রস্তাবনার মূল বিষয় নাটকীয় বিষয়ের সূচনা। সুতরাং মঙ্গলশ্লোক, প্ররোচনা এবং বিষয়ারম্ভ — এই তিন অংশের পরেই মূল নাটক শুরু হয়।

প্রস্তাবনার পাঁচ ভেদ — উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক এবং অবলগিত। "উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোদ্‌ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তদা। প্রবর্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনাভিদাঃ ॥" (সা.দ.)। আলোচ্য প্রস্তাবনা 'অবলগিত'। "যত্রৈকত্র সমাবেশাৎ

কার্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে। প্রয়োগে খলু তজ্জ্ঞেয়ং নাম্নাবলগিতং বুধৈঃ ৷৷" (সা.দ.)। যে প্রস্তাবনায় একটি বিষয়ের প্রশংসাচ্ছলে সাদৃশ্যহেতু বিষয়ান্তরের প্রশংসা উক্ত হয় এবং সেই প্রশংসায় উপমানরূপে বর্ণিত নাটকীয় পাত্রের প্রবেশ ঘটে তাই 'অবলগিত'। সূত্রধারপত্নীর গীতিমাধুর্যে সূত্রধারের আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে হরিণের দ্বারা রাজা দুষ্যন্তের আকৃষ্ট হওয়ার তুলনা এবং সেই সঙ্গেই নায়কের প্রবেশ।

রাঘবভট্ট এই প্রস্তাবনাকে 'প্রয়োগাতিশয়' প্রস্তাবনা বলেছেন। 'সাহিত্য-দর্পণে' এই ভেদের লক্ষণ হল — "যদি প্রয়োগ একস্মিন্ প্রয়োগোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে। তেন পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ প্রয়োগাতিশয়স্তদা ৷৷" অর্থাৎ যেখানে একটি প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা হয় — তাই প্রয়োগাতিশয়। এই হিসাবে আলোচ্য প্রস্তাবনাও এই ভেদের মধ্যে পড়ে; কিন্তু 'প্রয়োগাতিশয়ে'র এই লক্ষণ প্রস্তাবনার অন্যান্য ভেদেও থাকায় এবং অন্যান্য ভেদে আরো বিশেষ কিছু লক্ষণ থাকায়, যেক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণ থাকবে সেখানে বিশেষ প্রকার প্রস্তাবনা স্বীকরণীয়। আর যেখানে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হবে না — সেখানেই 'প্রয়োগাতিশয়' মান্য। তুঃ "অথ তর্হি উদ্‌ঘাত্যকাদিষ্বন্যেষ্বপি চতুর্ষু প্রস্তাবনাভেদেষু প্রয়োগাতিশয়প্রসঙ্গঃ,...। সত্যম্ ;... তেন সামান্যস্য বিশেষেতরপরত্বনিয়মাৎ যত্র যত্র উদ্‌ঘাত্যকাদীনাং বিশেষপ্রকারাণাং ন সম্ভবস্তত্র তত্রৈব প্রয়োগাতিশয়ো নাম প্রস্তাবনাপ্রকার ইতি সিদ্ধান্তঃ।" — 'সাহিত্যদর্পণে'র টীকায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। প্রকৃতপক্ষে যেখানে সূত্রধারের আলোচ্য বিষয় বিষয়ান্তরের দ্বারা বাধিত হয় — সেখানেই প্রয়োগাতিশয়। এখানে সাদৃশ্যহেতু স্বেচ্ছায় বিষয়ান্তর আকর্ষণ করা হয়েছে — বাধিত হয়নি।

দশরূপকে — 'এষোঽয়ম্' ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা যেখানে পাত্রপ্রবেশ হয় তা 'প্রয়োগাতিশয়' — এই লক্ষণ দেওয়ায় তা অনুসরণ করেই (এখানে 'এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ') রাঘবভট্ট এই প্রস্তাবনাকে 'প্রয়োগাতিশয়' বলেছেন।

[১.৬]

(ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ)

সূতঃ — (রাজানং মৃগঞ্চ অবলোক্য) আয়ুষ্মন্,

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্ ৷৷ ৬ ৷৷

বিসন্ধি—সূতঃ + চ। মৃগম্ + চ। দদৎ + চক্ষুঃ + ত্বয়ি। চ + অধিজ্যার্মুকে। পশ্যামি + ইব।

অন্বয়—কৃষ্ণসারে অধিজ্যকার্মুকে ত্বয়ি চ চক্ষুঃ দদৎ (অহং) মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পিনাকিনম্ পশ্যামি ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ প্রবিশতি — তারপর প্রবেশ করছেন ; মৃগানুসারী — হরিণকে অনুসরণ করছেন এমন ; সশরচাপহস্তঃ — হাতে তীর-ধনুক নিয়ে ; রথেন — রথে চড়ে ; রাজা — রাজা দুষ্যন্ত ; সূতশ্চ — সঙ্গে সারথি]। সূতঃ — [রাজানং মৃগং চ অবলোক্য — রাজা এবং হরিণের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে] আয়ুষ্মন্ (দীর্ঘজীবী, সারথি রাজাকে 'আয়ুষ্মন্' বলে সম্বোধন করবেন — এরকম নির্দেশ আছে)। কৃষ্ণসারে (কৃষ্ণসার হরিণে, চিত্রল হরিণে) অধিজ্যকার্মুকে ত্বয়ি চ (এবং ধনুতে বাণ আরোপ করেছেন, এমন আপনাতে) দদৎ চক্ষুঃ (দৃষ্টিপাত করে, অর্থাৎ হরিণ এবং আপনাকে এই অবস্থায় দেখে), মৃগানুসারিণং (হরিণকে অনুসরণরত) সাক্ষাৎ পিনাকিনম্ (সাক্ষাৎ মহাদেবকে, পিনাক নামক ধনু গ্রহণ করায় মহাদেবের এক নাম পিনাকী) পশ্যামি ইব (যেন দেখছি)।

বঙ্গানুবাদ—(অতঃপর হরিণের অনুসরণ ক'রতে ক'রতে তীর ও ধনু হাতে রথে চড়ে রাজার প্রবেশ — সঙ্গে সারথি)।

সূত — (রাজা দুষ্যন্ত এবং হরিণের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে)

আয়ুষ্মন্, কৃষ্ণসার হরিণ এবং ধনুতে বাণ আরোপ ক'রেছেন এমন আপনার দিকে তাকিয়ে আমি যেন হরিণকে অনুসরণরত সাক্ষাৎ পিনাকী মহাদেবকে দেখছি।

রাঘবভট্ট— ততঃ প্রবিশতীতি। অয়ং ধীরোদাত্তো নায়কঃ। অতোঽস্য সংস্কৃতং পাঠ্যম্। সূতস্যাপি সংস্কৃতং পাঠ্যম্। উক্তং চাদিভরতে — 'ধীরোদ্ধতে ধীরললিতে ধীরোদাত্তে তথৈব চ। ধীরপ্রশান্তে চ তথা পাঠ্যং যোজ্যং চ সংস্কৃতম্' ইতি। মাতৃগুপ্তাচার্যশ্চ — 'সংযতানাং দেবতানাং রাজন্যামাত্যসৈনিকে। বণিঙ্মাগধসূতানাং পাঠ্যং যোজ্যং তু সংস্কৃতম্' ইতি। সামান্যগুণযোগিত্বে 'মহাসত্ত্বোঽতিগম্ভীরঃ ক্ষমাবানবিকত্থনঃ। স্থিরো নিগূঢ়াহংকারো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ' ইতি। তল্লক্ষণং চ দশরূপকে। সামান্যগুণাস্তু সুধাকরে — 'তদ্‌গুণাস্তু মহাভাগ্যমৌদার্যং স্থৈর্যদক্ষতে। ঔজ্জ্বল্যং ধার্মিকত্বং চ কুলীনত্বং চ বাগ্মিতা। কৃতজ্ঞত্বং নয়জ্ঞত্বং শুচিতা মানশীলতা। তেজস্বিত্বং কলাবত্বং প্রজারঞ্জকতাদয়ঃ' ইতি। ধীরোদাত্তত্বং চাস্য 'স্বসুখনিরভিলাষঃ'ইত্যাদিনা স্ফুটমেব দর্শিতম্। 'শেষা মন্ত্রিস্বায়ত্তসিদ্ধয়ঃ' ইত্যুক্তেশ্চো-ভয়ায়ত্তসিদ্ধিত্বং চাস্য। 'ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ। অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ' ইত্যনেন চ দর্শিতম্। রথেনেতি সহার্থে তৃতীয়া 'বৃদ্ধো যূনা' ইতি জ্ঞাপকাদ্ বিনাপি সহশব্দপ্রয়োগেণ। ততঃ 'আয়ুষ্মন্নিতি বাচ্যস্তু রথী সূতেন সর্বদা' ইতি ভরতোক্তেঃ 'আয়ুষ্মন্' ইতি সংবুদ্ধিঃ। কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণসারে মৃগবিশেষেঽধিজ্যকার্মুকেঽধি-রূঢ়গুণধনুষি ত্বয়ি চ চক্ষুর্দদৎ। অভ্যস্তত্বান্নুমভাবঃ। চকারেণ তুল্যকালতা দ্যোত্যতে। ততশ্চৈকস্য চক্ষুষো যুগপদনেকত্র বর্তমানত্বাদ্বিশেষালংকারঃ। মৃগরূপযজ্ঞানুসারিণম্। প্রকৃতে তদনুসারিত্বং প্রকরণলভ্যম্। সাক্ষাৎ পিনাকিনং মহাদেবং পশ্যামীবেত্যুৎপ্রেক্ষা। যতোঽত্র সতোঃ প্রকৃতাপ্রকৃতয়োরসতস্তাদাত্ম্যসংবন্ধমাত্রস্য সংভাব্যমানত্বাৎ। ক্বচিদুভয়োরসতোরপি 'কপালেনোন্মুক্তঃ স্ফটিকধবলেনাঙ্কুর ইব' ইতি যথা। নোপমা

সাক্ষাচ্ছব্দবৈয়র্থ্যাৎ ক্রিয়ানন্তরমিবশব্দপ্রয়োগাচ্চ। 'নোপমানং তিঙন্তেন' ইতি ভামহোক্তেঃ। দদচ্চক্ষুঃ পশ্যামীতি ক্রিয়াদ্বয়গ্রহণাচ্চ। উপমায়াং তু পিনাকিনমিব সাক্ষাৎ পশ্যামীত্যেবং যোজনে দদচ্চক্ষুরিত্যনেন পৌনরুক্ত্যমেব। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] মৃগানুসারী — মৃগম্ সাধু অনুসরতি — এই অর্থে মৃগ + অনু + সৃ + ণিনি কর্তরি। [২] সশরচাপহস্তঃ — শরেণ সহ সশরঃ (বহুব্রীহি) ; তাদৃশশ্চাপঃ যয়োস্তৌ সশরচাপৌ (বহুব্রী) ; তাদৃশৌ হস্তৌ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৩] রথেন — সহার্থে তৃতীয়া। সূত্র 'সহযুক্তেঽপ্রধানে' হলেও সহার্থক সাকম্, সার্দ্ধম্ প্রভৃতি শব্দযোগে, এমনকি সহার্থক শব্দ-প্রয়োগ ব্যতিরেকেও সহার্থে তৃতীয়া হয়। 'বৃদ্ধো যূনা তল্লক্ষণশ্চেদেব বিশেষঃ' - পাণিনির এই প্রয়োগই তার প্রমাণ। [৪] আয়ুষ্মন্ — সারথি রথীকে এভাবে সম্বোধন করবে — এই নির্দেশ আছে। ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তান সূত বা সারথি হত। প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রনিন্দিত। তাই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের জীবিকা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। তবে সারথ্যকর্ম সম্মানের বৃত্তি বলেই পরিগণিত। সারথির গুণাবলী — 'নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ। হয়ায়ুর্বেদতত্ত্বজ্ঞঃ ভূবিভাগবিশেষবিৎ ॥ স্বামিভক্তো মহোৎসাহঃ সর্বেষাঞ্চ প্রিয়ংবদঃ। শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥' — সারথি কৃতবিদ্য। তাই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। [৫] কৃষ্ণসারে — কৃষ্ণশ্চ সারশ্চ — কৃষ্ণসারঃ (কর্মধা)। সূত্র — 'বর্ণো বর্ণেন'। সপ্তমী একবচন। [৬] দদৎ — দা + শতৃ। [৭] অধিজ্যকার্মুকে — অধিকৃতং জ্যাম্ অধিজ্যম্ (প্রাদিতৎ)। কর্মণে প্রভবতি ইতি কর্মন্ + উকঞ্ = কার্মুকম্। অধিজ্যং কার্মুকং যস্য (বহুব্রী) তস্মিন্। [৮] পিনাকীর সঙ্গে তাদাত্ম্যসম্ভাবনায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। অতীতের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে এই ভাব থাকায় ভাবিক অলঙ্কার। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৯] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—'মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্' — দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু শিব এবং সতীকে নিমন্ত্রণ করলেন না। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন। দক্ষ সতীর সামনেই শিবের নিন্দাবাদ করেন এবং সতী সেই দুঃখে দেহত্যাগ করেন। শিব এই সংবাদে রুদ্রমূর্তিতে সেখানে উপস্থিত হন এবং যজ্ঞ নাশ করতে উদ্যত হন। ভয়ে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ ক'রে পালাতে থাকেন। সেই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করার সময় শিবের কপাল থেকে স্বেদবিন্দু পতিত হয় এবং তা থেকে এক ভীষণ পুরুষের জন্ম হয়। সেই পুরুষ যজ্ঞকে বধ করেন।

[১.৭]

➻ রাজা — সূত! দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি —

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।

দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রযাতি ॥ ৭ ॥

তদেষ কথমনুপতত এব মে প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তঃ।

বিসন্ধি—দূরম্ + অমুনা। বয়ম্ + আকৃষ্টাঃ। পুনঃ + ইদানীম্ + অপি। মুহুঃ + অনুপততি। দর্ভৈঃ + অর্ধাবলীঢ়ৈঃ। পশ্য + উদগ্রপ্লুতত্বাৎ। স্তোকম্ + উর্ব্যাম্। কথম্ + অনুপততঃ + এব।

অন্বয়—(সূত) পশ্য, (অয়ং সারঙ্গঃ) অনুপততি স্যন্দনে মুহুঃ গ্রীবাভঙ্গাভিরামং (যথা স্যাৎ তথা) দত্তদৃষ্টিঃ (সন্), শরপতনভয়াৎ পশ্চার্ধেন ভূয়সা পূর্বকায়ং প্রবিষ্টঃ (চ সন্), শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ অর্ধাবলীঢ়ৈঃ দর্ভৈঃ কীর্ণবর্ত্মা (চ সন্), উদগ্রপ্লুতত্বাৎ বিয়তি বহুতরম্ উর্ব্যাং স্তোকং প্রয়াতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — সূত (সারথি)! অমুনা সারঙ্গেণ (এই হরিণের দ্বারা অর্থাৎ এই হরিণকে অনুসরণ ক'রতে ক'রতে) বয়ং দূরম্ আকৃষ্টাঃ (আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি, আক্ষরিকভাবে অনুবাদ ক'রলে — এই হরিণ আমাদের অনেক দূর টেনে এনেছে)। পশ্য (দেখ), ইদানীমপি পুনঃ অয়ং (এখনও আবার এই হরিণ) — অনুপততি স্যন্দনে (পেছনে ছুটে আসা রথের দিকে) গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্ (গলা ঘুরিয়ে সুন্দরভাবে) দত্তদৃষ্টিঃ (তাকাচ্ছে), শরপতনভয়াৎ (শরীরে বাণ বিদ্ধ হবে — এই ভয়ে) পশ্চার্ধেন ভূয়সা (শরীরের পেছনের দিকের অনেকটা) পূর্বকায়ং প্রবিষ্টঃ (সামনের দিকে যেন ঢুকে গিয়েছে), শ্রমবিবৃতমুখভ্রং-শিভিঃ (অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মুখ হাঁ হয়ে থাকায় তা থেকে খসে পড়া) অর্ধাবলীঢ়ৈঃ দর্ভৈঃ (আধ-চেবানো কুশঘাস) কীর্ণবর্ত্মা (পথে ছড়িয়ে আছে), উদগ্রপ্লুতত্বাৎ (খুবই লাফিয়ে চলার জন্য) বিয়তি (শূন্যে) বহুতরম্ (অনেকক্ষণ থাকছে), উর্ব্যাং (মাটিতে) স্তোকং প্রয়াতি (অল্পই যাচ্ছে অর্থাৎ এত লাফিয়ে চলছে যে মাটিতে পা যেন পড়ছেই না) ॥ তৎ কথং (আচ্ছা কেন) অনুপতত এব মে (আমি এই হরিণকে অনুসরণ করতে থাকলেও) এষঃ প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তঃ (বেশ কষ্ট করে দেখতে হচ্ছে — অর্থাৎ আমার রথতো জোরেই ছুটছে, তথাপি একে ঠিক নাগালে পাওয়া যাচ্ছে না কেন — এই ভাব)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — সারথি, এই হরিণ আমাদের অনেক দূরে টেনে এনেছে। দেখ, এখনও হরিণটা —

পেছনে ছুটে আসা আমাদের রথের দিকে গলা ঘুরিয়ে সুন্দরভাবে তাকাচ্ছে ; বাণ বিদ্ধ হবে এই ভয়ে শরীরের পেছন দিকের অনেকটাই যেন সামনের দিকে ঢুকে গেছে ; অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মুখ হাঁ হয়ে থাকায় তা থেকে খসে পড়া আধ-চেবানো কুশঘাস পথে ছড়িয়ে আছে আর এত' লাফিয়ে ছুটছে যে শূন্যেই বেশীক্ষণ থাকছে, মাটিতে অল্পই থাকছে (অর্থাৎ পা যেন মাটিতে থাকছেই না।)

আচ্ছা (সারথি) আমি এই (হরিণকে) অনুসরণ করতে থাকলেও একে বেশ কষ্ট করে দেখতে হচ্ছে কেন বলত'? (আমার রথতো জোরেই ছুটছে, তথাপি একে ঠিক নাগালে পাওয়া যাচ্ছে না কেন — এই ভাব)।

রাঘবভট্ট— সারঙ্গেন মৃগেণ। 'অয়ং পুনরিদানীমপি' ইতি শ্লোকশেষঃ। গ্রীবেতি। পশ্যেতি বাক্যার্থস্য কর্মত্বম্। ইদানীমপ্যয়ং পুরো দৃশ্যমানো মৃগঃ পুনরুদগ্রপ্লুতত্ত্বাদুৎকটোৎপ্লবনাদ্বিয়ত্যাকাশে বহুতরমধিকং প্রয়াতি প্রকৃষ্টং যাতীতি। অনেন গমনস্য প্রকর্ষ উক্তঃ। বহুতরমিতি দেশাধিক্যমুক্তম্। উর্ব্যাং স্তোকমল্পং প্রযাতীতি। অনেন ন পৌনরুক্ত্যশঙ্কাবকাশঃ। কীদৃক্। অনু পশ্চাৎ পততি রথে গ্রীবাভঙ্গেনাভিরামং যথা স্যাত্তথা মুহুর্বারংবারং বদ্ধদৃষ্টির্দত্তচক্ষুঃ। 'দৃষ্টির্জ্ঞানেঽক্ষ্ণি দর্শনে' ইত্যমরঃ। শরপতনভয়াদ্ বাণপাতত্রাসেন ভূয়সাধিকেন পশ্চার্ধেন পূর্বকায়ং প্রবিষ্ট ইবেতি গম্যোৎপ্রেক্ষা গোলকীভূত ইবেত্যর্থঃ। 'পশ্চাৎ' ইতি সূত্রেণ অর্ধোত্তরপদস্য 'দিক্পূর্বপদস্যাপরশব্দস্য পশ্চভাবো বক্তব্যঃ' ইত্যুক্তো 'অর্ধং বিনাপি পূর্বপদেন পশ্চভাবো বক্তব্যঃ' ইতি বার্তিকেন পশ্চার্ধেতি সিদ্ধম্। পুনঃ কীদৃক্। অর্ধাবলীঢ়ৈরর্ধজগ্ধৈরিতি দর্ভাণাং মুখান্তঃসত্ত্বে হেতুত্বেনোপাত্তম্। শ্রমেণ বিবৃতং ব্যাত্তং যন্মুখং তস্মাদ্ ভ্রংশিভিরধঃপতদ্ভির্দর্ভৈকীর্ণবর্ত্মা ব্যাপ্তমার্গঃ। ভয়াভূয়েতি যতিযাতীতি ছেকশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। শ্রমেণেত্যত্র রসনাকাব্যলিঙ্গম্। তল্লক্ষণং যথা — 'প্রত্যুত্তরোত্তরার্থং যৎ পূর্বপূর্বার্থহেতুতঃ। রসনাকাব্যলিঙ্গং তৎ' ইতি। 'পরং পরং প্রতি যদা পূর্বপূর্বস্য হেতুতা। তদা কারণমালা স্যাৎ' ইত্যেতচ্ছঙ্কাত্র ন কার্যা। যতস্তত্র হেতুত্বেনোপাত্তঃ কারকো হেতুর্বিষয়ঃ। জ্ঞাপকস্যোপাত্তস্য হেতুত্বস্যাঙ্গীকারাৎ। নাপি মালাকাব্যলিঙ্গমত্র। একং প্রতি বহূনামুপাত্তানাং হেতুত্বেন তৎস্বীকারাৎ। স্বভাবোক্তিশ্চ পদার্থহেতুকে কাব্যলিঙ্গে হেতুশ্চ। অত্র প্রথমতৃতীয়চরণয়োরার্থো হেতুঃ। দ্বিতীয়ে শাব্দো হেতুরিতি প্রক্রমভঙ্গো নাশঙ্কনীয়ঃ। তস্য তদ্ব্যতিরেকেণ বক্তুমশক্যত্বাৎ। মৃগবিশেষণত্বে প্রক্রমভঙ্গান্তরস্যাপত্তেঃ পশ্চার্ধবিশেষণত্বেঽর্থাসংগতিরিত্যবধেয়ম্। কাব্যলিঙ্গদ্বয়রসনাকাব্যলিঙ্গহেতুগম্যোৎপ্রেক্ষাণাং সংসৃষ্টিঃ। স্বভাবোক্ত্যা সহ তেষামঙ্গাঙ্গিভাবলক্ষণঃ সংকরঃ। স্বভাবোক্তেরস্য চ স এব। উক্তং চ ধ্বনিকৃতা — রসভাবাদিতাৎপর্যমাশ্রিত্য বিনিবেশনম্। অলংকৃতীনাং সর্বাসামলংকারত্বসাধনম্' ইতি। স্রগ্ধরাবৃত্তম্। অত্র ভয়ানকো রসো ব্যঙ্গ্যঃ। তস্য মৃগগতং ভয়ং স্থায়িভাবঃ। দুষ্যন্তাধিষ্ঠিতস্যন্দনালোকনমালম্বনবিভাবঃ। তদনুপতনশর-পতনৌৎসুক্যাদীন্যুদ্দীপনবিভাবঃ। গ্রীবাভঙ্গার্ধভক্ষিততৃণস্খলনশুষ্কৌষ্ঠকণ্ঠত্বমুখবৈবর্ণ্যশরীরসংকোচাশ্চঞ্চলাদয়োঽনুভাবাঃ। ত্রাসশ্রমশঙ্কাবেগাদয়ো ব্যভিচারিণঃ। কম্পাদয়ঃ সাত্ত্বিকাঃ। এতৈ রসো ব্যজ্যতে। তদুক্তম্ — 'রক্ষঃপিশাচাদিধনুষ্পাণ্যাদের্ভীষণাকৃতেঃ। দর্শনং শ্রবণং শূন্যাগারারণ্যপ্রবেশয়োঃ ॥ শ্রবণং চানুসংধানং বন্ধূনাং বধবন্ধয়োঃ। এবমাদ্যা বিভাবাঃ স্যুরথ নেত্রকরাঙ্ঘ্রিণঃ ॥ মধ্যে মধ্যে স্তম্ভকম্পৌ রোমাঞ্চানাং চয়স্তথা। শুষ্কৌষ্ঠতালুতা কম্পহৃদয়ত্বং বিবর্ণতা ॥ মুখস্যাথ পরাবৃত্য বীক্ষণং স্বাঙ্গগোপনম্। পলায়নং স্বরে ভেদো গাত্রস্তম্ভো বিলক্ষতা ॥ কাংদিশীকত্বযুগদৃষ্টিরনুভাবা ভবন্ত্যমী। স্তম্ভাদয়োঽশ্রুতত্যক্তো

দৈন্যমাবেগচাপলে ॥ শঙ্কামোহাবপি ত্রাসাপস্মারমরণাদয়ঃ। যত্র সংচারিণঃ স্থায়ি ভয়ং স্যাৎ স ভয়ানকঃ' ইতি।

সুষমা—[১] অয়ং পুনঃ...— 'পশ্য, অয়ং পুনঃ...' এভাবে অন্বয় করা হয়েছে। 'অয়ং' পদে 'পশ্য' ক্রিয়ার কর্মত্ব এবং 'প্রয়াতি' ক্রিয়ার কর্তৃত্ব — দুটোরই প্রাপ্তি আছে। যেক্ষেত্রে একাধিক কারকের অবকাশ থাকে, সেখানে অপাদান-সম্প্রদান-করণ-আধার-কর্ম-কর্তা — এই ক্রম অনুসারে পরের কারকটি প্রযুক্ত হয়। 'অপাদান-সম্প্রদান-করণাধার-কর্মণাম্। কর্তুশ্চান্যেসন্দেহে পরমেব প্রবর্ততে ॥' 'পশ্য' একটি প্রশংসার্থক বা বিস্ময়ার্থক অব্যয় — একথাও কেউ কেউ বলেছেন। [২] গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্ — গ্রীবায়াঃ ভঙ্গঃ (ষষ্ঠী তৎ), তেন অভিরামং যথা তথা (তৃতীয়া তৎ)। [৩] অনুপততি — অনু-পত্ + শতৃ, সপ্তমী একবচন। [৪] দত্তদৃষ্টিঃ — দত্তা দৃষ্টিঃ যেন সঃ (বহুব্রীহি)। পাঠান্তর-বদ্ধদৃষ্টিঃ। ধাবমান হরিণের পক্ষে রথে দৃষ্টি বদ্ধ রাখা কঠিন। তাছাড়া 'মুহুঃ' কথার অর্থ — বারংবার। সেই হিসাবেও মধ্যে ব্যবধানের অপেক্ষা থাকছে। রথ পেছনে। হরিণ সামনে। পলায়মান হরিণ 'রথে বদ্ধদৃষ্টি' হলে নির্বিঘ্ন পলায়ন এবং গতিরক্ষা সম্ভব হয় না। সুতরাং 'দত্তদৃষ্টিঃ' পাঠ রাখা হয়েছে। [৫] পশ্চার্ধেন — অপর অর্ধঃ পশ্চার্ধঃ (একদেশী তৎ), তেন। 'অপর' শব্দের স্থানে পশ্চ-আদেশ। 'অপরস্যার্ধে পশ্চভাবো বক্তব্যঃ'। অথবা পশ্চাৎ অর্ধঃ পশ্চার্ধঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। অভেদে করণে তৃতীয়া। [৬] শরপতনভয়াৎ — শরস্য পতনম্ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মাৎ ভয়ম্ (পঞ্চমী তৎ), তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। সূত্র — 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্'। [৭] ভূয়সা — বহু + ঈয়সুন্। ক্রিয়াবিশেষণের করণত্ব কল্পনায় করণে তৃতীয়া। [৮] পূর্বকায়ম্ — পূর্বং কায়স্য পূর্বকায়ঃ (একদেশী তৎ), তম্। সূত্র — 'পূর্বপরাধরোত্তরমেকদেশিনৈকাধিকরণে'। [৯] অর্ধাবলীঢ়েঃ — অব-লিহ্ + ক্ত কর্মণি = অবলীঢ়ঃ। অর্ধম্ অবলীঢ়াঃ (সহসুপা), তৈঃ। [১০] শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ — শ্রমেণ বিবৃতম্ (তৃতীয়া তৎ), তাদৃশং মুখম্ (কর্মধারয়)। তস্মাৎ সাধু ভ্রশ্যন্তি — শ্রমবিবৃতমুখ + ভ্রংশ্ + ণিনি, সাধুকারিণি, কর্তরি। তৈঃ। [১১] কীর্ণবর্ত্মা — কীর্ণং বর্ত্ম যেন সঃ (বহুব্রীহি)। 'দর্ভৈঃ' পদের সঙ্গে যোগ। 'সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ'। [১২] উদগ্রপ্লুতত্বাৎ — উদগ্রং প্লুতং যস্য সঃ (বহুব্রী); তস্য ভাবঃ — উদগ্রপ্লুত + ত্বল্, তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। [১৩] উর্ব্যাম্ — 'সর্বংসহা বসুমতী বসুধোর্বী বসুন্ধরা। গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী ক্ষ্মাবনির্মেদিনী মহী ॥' — অমরকোষ। [১৪] স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়াও কাব্যলিঙ্গ এবং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ছেক-শ্রুতি বৃত্ত্যনুপ্রাস। মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশে' এই শ্লোকটি ভয়ানক রসের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে। [১৫] স্রগ্ধরা ছন্দ। [১৬] অনুপততঃ — অনু-পত্ + শতৃ, ষষ্ঠী একবচন। [১৭] মে — 'কৃত্যানাং কর্তরি বা' সূত্রে ষষ্ঠী। [১৮] প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ — প্রযত্নেন প্রেক্ষণীয়ঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

অধ্যাপনা—'গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্—' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত পলায়মান হরিণের ছবির হুবহু অনুকরণ পাই ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিকে' — "গর্বাদেত্য পুনর্নিবৃত্য তরসা লক্ষীকৃতস্তৎক্ষণং

/ ত্রাসাকুঞ্চিতমায়তাগ্রচরণঃ পশ্চার্ধমাকর্ষয়ন্। / শ্বাসোদ্রেকবিদীর্ণসৃক্কভ্রশ্যন্মৃণালাঙ্কুরো / দংষ্ট্রামর্পয়তীব তে ব্যপগতব্রীড়াবিলক্ষাননঃ ॥" (উল্লেখ্য এটি বরাহের পলায়নদৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্ক।)

•

[১.৮]

➜ সূতঃ — আয়ুষ্মন্, উদ্ঘাতিনী ভূমিরিতি ময়া রশ্মিসংযমনাদ্রথস্য মন্দীকৃতো বেগঃ। তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ। সম্প্রতি সমদেশবর্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি।

রাজা — তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ।

সূতঃ — যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (রথবেগং নিরূপ্য) আয়ুষ্মন্, পশ্য পশ্য—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥ ৮ ॥

বিসন্ধি—রশ্মিসংযমনাৎ + রথস্য। সমদেশবর্তিনঃ + তে। মুচ্যন্তাম্ + অভীষবঃ। যৎ + আজ্ঞাপয়তি + আয়ুষ্মান্। আত্মোদ্ধতৈঃ + অপি। রজোভিঃ + অলঙ্ঘনীয়া। ধাবন্তি + অমী। মৃগজবাক্ষময়া + ইব।

অন্বয়—রশ্মিষু মুক্তেষু অমী রথ্যাঃ নিরায়তপূর্বকায়া, নিষ্কম্পচামরশিখাঃ নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ, আত্মোদ্ধতৈঃ অপি রজোভিঃ অলঙ্ঘনীয়াঃ মৃগজবাক্ষময়া ইব ধাবন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সূতঃ (সারথি) — আয়ুষ্মন্ (সারথি রাজাকে এইভাবে সম্বোধন করে থাকেন), ভূমিঃ উদঘাতিনী ইতি (এখানকার জমি উঁচু-নীচু বলে) ময়া রশ্মিসংযমনাৎ (আমি লাগাম টেনে রেখেছি, তাই) রথস্য বেগঃ মন্দীকৃতঃ (রথের বেগ কমে এসেছে)। তেন (সেই কারণেই) এষ মৃগঃ (এই হরিণ) বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ (এত দূরে যেতে পেরেছে, রথ আর হরিণের মধ্যে এত ব্যবধান হতে পেরেছে)। সম্প্রতি (এবার) সমদেশবর্তিনঃ তে (আপনি সমান জায়গায় এসে পড়েছেন, সুতরাং) ন দুরাসদো ভবিষ্যতি (একে পেতে আর দেরী হবে না)। রাজা — তেন (তাহলে) অভীষবঃ (লাগামগুলো) মুচ্যন্তাম্ (ছেড়ে দাও)। সূতঃ — আয়ুষ্মান্ যৎ আজ্ঞাপয়তি (আপনি যা বলেন, আপনার যা আদেশ)। [রথবেগং নিরূপ্য — রথের বেগ লক্ষ্য ক'রে] আয়ুষ্মন্, পশ্য পশ্য (দেখুন, দেখুন) — রশ্মিষু মুক্তেষু (রাশ ছেড়ে দেওয়ায়) অমী রথ্যাঃ (এই ঘোড়াগুলো — কেমনভাবে ছুটছে) — নিরায়তপূর্বকায়াঃ (শরীরের সামনের অংশ প্রসারিত হ'য়েছে), নিষ্কম্পচামরশিখাঃ (চামরের শিখাগুলো

একেবারে স্থির), নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ (কানগুলো স্থির এবং খাড়া), আত্মোদ্ধতৈঃ অপি রজোভিঃ (নিজেদের খুর থেকে ওঠা ধুলোও) অলঙ্ঘনীয়াঃ (যাদের অতিক্রম করতে পারছে না), মৃগজবাক্ষময়া ইব (যেন হরিণের গতিবেগ সহ্য করতে না পেরে, অর্থাৎ যেন ঈর্ষ্যাবশতঃ) ধাবন্তি (ছুটছে)।

বঙ্গানুবাদ—সূত — আয়ুষ্মন্, এখানকার জমি উঁচু-নীচু, তাই রাশ টেনে ধরায় রথের বেগ কমে এসেছে। সেকারণেই এই হরিণ এতদূর যেতে পেরেছে (সেকারণেই আমাদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে)। এখন আপনি সমতল জায়গায় এসে পড়েছেন, সুতরাং একে পেতে আর দেরী হবে না।

রাজা — তাহলে (এবার) রাশ ছেড়ে দাও।

সূত — আপনি যা আদেশ করেন। (রথের বেগ লক্ষ্য ক'রে) আয়ুষ্মন্, দেখুন, দেখুন! রাশ ছেড়ে দেওয়ায় ঘোড়াগুলো কিভাবে ছুটছে —

এদের শরীরের সামনের অংশ প্রসারিত হ'য়েছে, চামরের শিখাগুলো একেবারে স্থির, কানগুলো নিষ্পন্দ আর খাড়া, নিজেদের খুর থেকে ওঠা ধুলোও এদের অতিক্রম করতে পারছে না। মনে হচ্ছে, হরিণের গতিবেগ সহ্য করতে না পেরে (ঈর্ষ্যাবশতঃ) এরা এইভাবে ছুটছে।

রাঘবভট্ট— উদ্‌ঘাতিনী স্খলনযোগ্যা। 'উদ্‌ঘাতঃ কথ্যতে পাদস্খলনে সমুপক্রমে' ইতি বিশ্বঃ। রশ্মীনাং প্রগ্রহাণাং সংযমনাৎ। 'কিরণপ্রগ্রহৌ রশ্মী' ইত্যমরঃ। মন্দীকৃতোঽল্পীকৃতঃ। বিপ্রকৃষ্টমতিদূরমন্তরং দেশাবকাশরূপং যস্য সঃ। দুরাসদঃ দুষ্প্রাপঃ। অভীষবঃ প্রগ্রহাঃ। 'অভীষুঃ প্রগ্রহে রশ্মৌ' ইত্যমরঃ। রথবেগং নিরূপ্য দৃষ্টেতি কবিবচনম্। মুক্তেষ্বিতি। রশ্মিষু প্রগ্রহেষু মুক্তেষু সংযমনান্মুক্তেষু। শিথিলিতেষ্বিতি যাবৎ। অমী তেজস্বিনো ধারাপঞ্চকনিপুণাঃ। জগত্যশ্বরত্নীভূতা ইবার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যম্। রথ্যা রথবাহকা অশ্বাঃ। ধাবন্তি দ্রুততরং গচ্ছন্তি। 'তদ্বহতি রথযুগ—' ইতি যৎ। 'রথ্যো বোঢ়া রথস্য যঃ' ইত্যমরঃ। নিরায়তো নিতরাং দীর্ঘঃ পূর্বকায়ঃ পূর্বশরীরং যেষাং তে। নিষ্পম্পা নিশ্চলাশ্চামরাণাং ভূষার্থং বদ্ধানাং শিখা অগ্রভাগা যেষু তে. নিভৃতৌ নিশ্চলাবূর্ধ্বৌ কর্ণৌ যস্য সঃ। পশ্চাৎকৃতৈকশেষাণাং বহুবচনম্। আত্মোদ্ধতৈরপীতি। নেম্যুত্থিতৈস্তু সুতরামিত্যপিশব্দার্থঃ। মৃগস্য জবো বেগস্তদক্ষময়া তদক্ষান্ত্যেবেতি হেতূৎপ্রেক্ষা। 'ক্ষিতিক্ষান্ত্যোঃ ক্ষমা' ইত্যমরঃ। বিশেষণচতুষ্টয়েন বেগাতিশয়ো ব্যজতে। স্বভাবোক্তিঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ। বসন্ততিলকাবৃত্তম্।

সুষমা—[১] উদ্‌ঘাতিনী — উৎ ঊর্ধ্বং হন্তুং শীলমস্যাঃ উৎ-হন্ + ণিনি, কর্তরি তাচ্ছীল্যে। [২] মন্দীকৃতঃ — অমন্দঃ মন্দঃ কৃতঃ — মন্দঃ চ্বি + কৃ + ক্ত। [৩] বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ — বি + প্র-কৃষ্ + ক্ত, কর্তরি — বিপ্রকৃষ্টম্। বিপ্রকৃষ্টম্ অন্তরং যস্য তাদৃশ্যঃ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ (বহুব্রীহি)। [৪] সমদেশবর্তিনঃ — সমো দেশঃ সমদেশঃ। তস্মিন্ সাধু বর্ততে ইতি সমদেশ + বৃৎ + ণিনি, কর্তরি। [৫] তে — শেষে ষষ্ঠী। [৬] দুরাসদঃ — দুঃখেন আসাদ্যতে ইতি দুর্ +

আ-সদ্ + খল্। [৭] নিরূপ্য — নি-রূপ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। [৮] মুক্তেষু রশ্মিষু — ভাবে সপ্তমী। 'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্'। [৯] নিরায়তপূর্বকায়াঃ — নিতরাম্ আয়তঃ (প্রাদি তৎ), নিরায়তঃ পূর্বকায়ঃ যেষাং তে (বহুব্রী)। [১০] নিষ্কম্পচামরশিখাঃ — চামরাণাং শিখা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), নিষ্কম্পাঃ চামরশিখাঃ যেষাং তে (বহুব্রীহি)। [১১] নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ — নিভৃতশ্চ ঊর্ধ্বশ্চ (কর্মধা), তাদৃশৌ কর্ণৌ যেষাং তে (বহুব্রী)। তুঃ 'নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।' — কুমার, তৃতীয়সর্গ। [১২] আত্মোদ্ধতৈঃ — আত্মনা উদ্ধতঃ (তৃতীয়া তৎ), তৈঃ। উদ্ধত — উৎ-হন্ + ক্ত। [১৩] মৃগজবাক্ষময়া — মৃগস্য জবঃ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মিন্ অক্ষমা (সপ্তমী তৎ), তয়া। অক্ষমা — ঈর্ষ্যা। তুঃ ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ' — এই সূত্রে ভট্টোজি দীক্ষিতের ব্যাখ্যা। [১৪] রথ্যাঃ — রথবাহক অশ্ব। 'তদ্বহতি রথযুগপ্রাসঙ্গম্' এই সূত্রে যৎ। 'রথ্যা' (স্ত্রী) শব্দের অর্থ কিন্তু 'পথ'। [১৫] শ্লোকটি স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'নিরায়তপূর্বকায়াঃ', 'নিষ্কম্পচামরশিখাঃ', 'নিভৃততোর্দ্ধকর্ণাঃ' এবং 'আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়াঃ' — এই চারটি বিশেষণই অশ্বের দ্রুততার পরিচয় তুলে ধরছে। শ্লোকের পরের অংশে অতিশয়োক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলংকারও আছে। বৃত্ত্যনুপ্রাস [১৬] ছন্দ — বসন্ততিলক।

অধ্যাপনা—এই যে জোরে রথ ছুটিয়ে চলার কথা বলা হল — এর একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা পরে বুঝব। রাজার সঙ্গীসাথী, বিদূষক — এরা সবাই পিছনে পড়ে গেলেন। তুঃ "হিও কিল অম্‌হেসু ওহীনেসু..." (২.১)। ফলে বিদূষক কাছে না থাকায় রাজার গোপন প্রণয়ের কেউ সাক্ষী রইল না।

[১.৯]

→ রাজা — সত্যম্। অতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্তন্তে বাজিনঃ। তথাহি —

> **যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং**
> **যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।**
> **প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-**
> **র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥ ৯ ॥**

সূত, পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্। (ইতি শরসন্ধানং নাটয়তি)

বিসন্ধি—হরীন্ + চ। যৎ + আলোকে। তৎ + বিপুলতাম্। যৎ + অন্তঃ + বিচ্ছিন্নম্। কৃতসন্ধানম্ + ইব। যৎ + বক্রম্। তৎ + অপি। নয়নয়োঃ + ন। ক্ষণম্ + অপি। পশ্য + এনম্।

অন্বয়—রথজবাৎ যৎ আলোকে সূক্ষ্মং তৎ সহসা বিপুলতাং ব্রজতি, যৎ অন্তঃ বিচ্ছিন্নং তৎ

কৃতসন্ধানম্‌ইব ভবতি, যৎ প্রকৃত্যা বক্রং তৎ অপি নয়নয়োঃ সমরেখং (দৃশ্যতে), ক্ষণম্ অপি কিঞ্চিৎ ন মে দূরে ন (চ) পার্শ্বে (বর্ততে)।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — সত্যম্ (তুমি ঠিকই বলেছ)। বাজিনঃ (তোমার এই ঘোড়াগুলো) হরিতঃ (সূর্যের ঘোড়া) হরীন্ চ (এবং ইন্দ্রের ঘোড়া — উভয়কেই) অতীত্য বর্তন্তে (ছাড়িয়ে গেছে)। তথাহি (দেখ) — রথজবাৎ (রথের গতিবেগে) যৎ আলোকে সূক্ষ্মং (এই মুহূর্তে যা দেখতে খুবই ছোট) তৎ সহসা বিপুলতাং ব্রজতি (তাই হঠাৎ বড় হয়ে যাচ্ছে), যৎ অন্তঃ বিচ্ছিন্নং (যার মাঝে ফাঁক আছে) তৎ কৃতসন্ধানম্ ইব ভবতি (তাও জোড়া বলে মনে হচ্ছে), যৎ প্রকৃত্যা বক্রং (যা স্বভাবতই বাঁকা) তৎ অপি (তাও) নয়নয়োঃ সমরেখং (চোখে সমরেখ অর্থাৎ সোজা বলে মনে হচ্ছে), ক্ষণম্ অপি (মুহূর্তের জন্যও) কিঞ্চিৎ (কোন কিছুই) ন মে দূরে, ন চ পার্শ্বে (আমার দূরেও থাকছে না, পাশেও না)। সূত (সারথি) এনং (এই হরিণকে) ব্যাপাদ্যমানং (কিভাবে মারছি) পশ্য (দেখ)। [ইতি শরসন্ধানং নাটয়তি — এই বলে দুষ্যন্ত অর্থাৎ দুষ্যন্তের ভূমিকায় অভিনয় করছেন যে নট তিনি ধনুতে বাণ যোজনা করার অভিনয় করছেন।]

বঙ্গানুবাদ—রাজা — তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার ঘোড়াগুলি সূর্য এবং ইন্দ্র — দুয়ের ঘোড়াকেই ছাড়িয়ে গেছে। দেখ,

রথের গতিবেগের কারণে এই মুহূর্তে যা দেখতে খুবই ছোট লাগছে — তা হঠাৎই বড় হয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে ব্যবধান আছে — তাও সংযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। যা স্বভাবতই বাঁকা — তাও চোখে সোজা বলে বোধ হচ্ছে। কোন কিছুই মুহূর্তের জন্য আমার দূরেও থাকছে না, কাছেও না।

সারথি (সূত), দেখ' কিভাবে এ মারা পড়ল! (ধনুতে বাণ যোজনা করার অভিনয় করলেন)

রাঘবভট্ট—সত্যমিতি সূতোদ্‌গারভিন্নং বাক্যম্। চোঽপ্যর্থে। হরিতো হরিদ্বর্ণান্। 'পালাশো হরিতো হরিৎ' ইত্যমরঃ। নীলবর্ণানিতি যাবৎ। হরিতাশ্বানপ্যতীত্যাতিক্রম্য বাজিনোঽশ্বা বর্তন্তে বেগেন। সূর্যাশ্বা অপ্যেভির্জিতা ইত্যর্থঃ। 'হরিরিন্দ্রে হরির্বিষ্ণৌ হরিরশ্বে হরী রবৌ' ইত্যনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী। অন্যেষাং কা গণনেত্যপিশব্দার্থঃ। যদিতি। আলোকে দর্শনে যৎ সূক্ষ্মং। 'আলোকৌ দর্শনোদ্যাতৌ' ইত্যমরঃ। যদ্দূরেণ সূক্ষ্মং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। তৎ সহসা অকস্মাদেব। তস্মিন্নেব ক্ষণ ইতি যাবৎ। নয়নয়োর্বিপুলতাং ব্রজতি। স্থূলং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। প্রকৃত্যা স্বভাবেন যদর্থে বিচ্ছিন্নং তৎ সহসা নয়নয়োঃ কৃতসংধানমিব কৃতসংধানবদ্ ভবতি। যৎ পূর্বং ছিন্নং তৎ তস্মিন্নেব ক্ষণে দূরত একমিব দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি নয়নয়োঃ সহসা সমরেখং ভবতীত্যনুষজ্যতে। দূরত্বাৎ সমা রেখাভোগো যস্য তৎ। ঋজ্বিত্যর্থঃ। 'রেখা স্যাদল্পকে ছদ্মন্যাভোগোল্লেখয়োরপি' ইতি হৈমঃ। নয়নয়োঃ সমরেখং ন বস্তুত ইতি গম্যোৎপ্রেক্ষা। ইবানুষঙ্গেণ সমরেখমিবেতি যোজ্যম্। স্বভাবোক্তির্বিরোধাভাস

উৎপ্রেক্ষা চ। অতএব যত্র স্থলদ্বয় উৎপ্রেক্ষা তত্রৈবানুবাদ্যাংশে প্রকৃত্যেত্যস্য সংবন্ধঃ। ক্রিয়াকারকভেদাৎ ত্রিবিধং দীপকমিতি। মে মম রথস্য জবাদ্ বেগাৎ ক্ষণমপি ন কিংচিদ্ দূরে ন পার্শ্বে। দক্ষিণবামপার্শ্বয়োরিত্যর্থঃ। অথ চ পার্শ্বে নিকটে। ক্ষণাদেব মম দূরে দক্ষিণবামপার্শ্বয়োরপি নিকটে চ কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। অতএব পার্শ্ব ইত্যেকবচনোপাদানম্। 'পার্শ্বোঽবয়বভেদে স্যাচ্চক্রোপায়সমীপয়োঃ' ইতি ধরণিঃ। তেন যথাসংখ্যালংকারঃ। রথজবাদিতি হেতুশ্চ। যদ্যপি রাজানক-রুচকেন যত্র পদার্থো হেতুস্তত্র হেতুত্বেনোপাদানে নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ' ইত্যাদাবিব ন কশ্চিদলংকারঃ, যত্র তূপাত্তস্য হেতুত্বম্ 'শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ' ইত্যাদৌ তত্র কাব্যলিঙ্গমিত্যুক্তম্, তথাপি ভোজপ্রভৃতিভিরস্য হেতুনাম্নোক্তত্বাদত্র তথোক্তিঃ। তদুক্তং সরস্বতীকণ্ঠাভরণে — 'ক্রিয়ায়াঃ কারণং হেতুঃ কারকো জ্ঞাপকশ্চ সঃ' ইতি। উদাহৃতং চ — 'অস্য রাজ্ঞঃ প্রভাবেণ তদুদ্যানানি জজ্ঞিরে। আর্দ্রাংশুকপ্রবালানামাস্পদং সুরশাখিনাম্' ইতি। অত্র চ কারকো হেতুঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞাপকহেত্বাদাবনুসংধেয়ম্। কেচন হেতুকাব্যলিঙ্গয়োঃ পর্যায়ত্বমাহুঃ। যদাযদেতি বতিবতেতি নয়নয়োরিতি ছেকানুপ্রাসস্য বৃত্ত্যনুপ্রাসেন সহ সংসৃষ্টিঃ। তাভ্যাং চ সহ শ্রুত্যনুপ্রাসস্যৈকবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ দকারাদীনাং দ্বাত্রিংশতোঽক্ষরাণাং দন্ত্যানাং সত্ত্বাৎ। উক্ত চ কাব্যাদর্শে — 'যয়া কয়াচিৎ কৃত্বা যৎ সমানমনুভূয়তে। তদ্রূপাদিপদাসত্তিঃ সোঽনুপ্রাসো রসাবহঃ ॥ অনুপ্রাসাদপি প্রায়ো বৈদর্ভৈরিদমাদৃতম্' ইতি। সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণেঽপি — 'প্রায়েণ শ্রুত্যনুপ্রাসস্তেষ্বনুপ্রাসনামকঃ। সনাথেব হি বৈদর্ভী ভাতি তেন বিচিত্রতা ॥ নিবেশয়তি বাগ্‌দেবী প্রতিভানবতঃ কবেঃ। পুণ্যৈরমুমনুপ্রাসং সমাধিমতি চেতসি' ইতি। শিখরিণীবৃত্তম্। 'কৃষ্ণসারে' ইত্যারভ্যৈতদন্তেন ষট্‌ত্রিংশদ্‌ভূষণমধ্য আদ্যং ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং মাতৃগুপ্তাচার্যৈরুক্তম্ — 'উপমাদ্যৈরলংকারৈর্গুণৈঃ শ্লেষাদিভিস্তথা। রত্নাদ্যৈর্বহুভির্যুক্তং ভূষণৈরিব ভূষণম্' ইতি। সুধাকরেঽপি — গুণালং-কারবহুলং ভাষণং ভূষণং মতম্' ইতি। ননু ধনিকেন 'ষট্‌ত্রিংশদ্‌ভূষণাদীনি' ইত্যাদিচতুর্থপরিচ্ছেদোপান্ত্যকারিকয়েষামন্তর্ভাব এবোক্ত ইতি চেৎ। মৈবম্। ভরতাদিভির্ভিন্নতয়োদ্দেশলক্ষণয়োঃ কৃতত্বাৎ। তথা চ ষোড়শাধ্যায়ে ভরতঃ — 'বিভূষণং চাক্ষরসংহতিশ্চ শোভাভিমানৌ গুণকীর্তনং চ। প্রোৎসাহনোদাহরণে নিযুক্তগুণানুবাদোঽতিশয়শ্চ হেতুঃ ॥ সারূপ-মিথ্যাধ্যবসায়সিদ্ধিপদোচ্চয়ভ্রংশমনোরথাশ্চ। আখ্যাময়াজ্ঞাপ্রতিষেধপৃচ্ছাদৃষ্টান্তনির্ভাসনসং-শ্রয়াশ্চ ॥ আশীঃ প্রিয়ং বৈ কপটং ক্ষমা চ প্রাপ্তিঃ ক্ষয়শ্চোত্তপনং তথৈব। অর্থানুবৃত্তির্হ্যুপপত্তিযুক্তা কার্যানুভূতিঃ পরিদেবনং চ ॥ ষট্‌ত্রিং শদেতানি সলক্ষণানি প্রোক্তানি নির্ভূষণসংমিতানি ॥' ইতি। অভিনবভারত্যাং ভরতটীকায়ামভিনবগুপ্তাচার্যৈর্মহতা প্রবন্ধেন ভিন্নতয়া স্থাপিতানি। তথা চৈকাদশাধ্যায়ে নাটকলক্ষণে — 'ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণোপেতমলংকারোপশোভিতম্' ইত্যুক্তম্। তেন ত্রয়স্ত্রিং শন্নাট্যালংকারা অপি সংগৃহীতাঃ। তেন তানি তে চাত্র যথাসংভবং যথাবসরং বক্ষ্যন্তে।

সুষমা—[১] হরিতো হরীন্ — নিরুক্তে আছে — হরিৎ = সূর্যের অশ্ব। হরিঃ = ইন্দ্রের

অশ্ব। 'হরি' শব্দ অশ্বমাত্রকেও বোঝায়। 'যমানিলেন্দ্রচন্দ্রার্কবিষ্ণুসিংহাংশুবাজিষু। শুকাহিকপিভেকেষু হরির্না কপিলে ত্রিষু' — অমরকোষ। রাঘবভট্ট — 'হরিৎ' শব্দের অর্থ হরিদ্বর্ণ এবং 'হরি' শব্দের অর্থ অশ্ব ধরেছেন। [২] আলোকে — আ-লোক্ + ঘঞ্ ভাবে = আলোক। অর্থ — দর্শন। [৩] কৃতসন্ধানম্ — কৃতং সন্ধানং যস্য তৎ — বহুব্রীহি। সম্ — ধা + ল্যুট্ ভাবে + সন্ধানম্। [৪] প্রকৃত্যা — 'প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্' এই সূত্রে তৃতীয়া। তুঃ প্রকৃত্যা চারুঃ। [৫] নয়নয়োঃ — যা বাঁকা তাতো আর সোজা হ'তে পারে না। তাই 'নয়নয়োঃ' অর্থাৎ চোখে দেখতে তা সোজা বলে মনে হচ্ছে ; এটা বস্তুস্থিতি নয় — তা বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। [৬] রথজবাৎ — রথস্য জবঃ (ষষ্ঠী তৎ) তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। [৭] স্বভাবোক্তি অলংকার। 'ইব' কথায় উৎপ্রেক্ষা অলংকারও স্বীকৃত হচ্ছে। তাছাড়াও যথাসংখ্য, হেতু, বিরোধাভাস, ছেক-শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] শিখরিণী ছন্দ।

[১.১০]

(নেপথ্যে)

ভো ভো রাজন্, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

সূতঃ — (আকর্ণ্যাবলোক্য চ) আয়ুষ্মন্, অস্য খলু তে বাণপথবর্তিনঃ কৃষ্ণসারস্যান্তরে তপস্বিন উপস্থিতাঃ।

রাজা — (সসম্ভ্রমম্) তেন হি প্রগৃহ্যন্তাং বাজিনঃ।

সূতঃ — তথা। (রথং স্থাপয়তি)

(ততঃ প্রবিশতি সশিষ্যো বৈখানসঃ)

বৈখানসঃ — (হস্তমুদ্যম্য) রাজন্, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকাণাং জীবিতং চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥ ১০ ॥

তৎ সাধুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি ॥ ১১ ॥

বিসন্ধি—আশ্রমমৃগঃ + অয়ম্। আকর্ণ্য + অবলোক্য। কৃষ্ণসারস্য + অন্তরে। হস্তম্ + উদ্যম্য। সন্নিপাত্যঃ + অয়ম্ + অস্মিন্। তূলরাশৌ + ইব + অগ্নিঃ। চ + অতিলোলম্। শরাঃ + তে। প্রহর্তুম্ + অনাগসি।

অন্বয়—অস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে অয়ং বাণঃ তূলরাশৌ অগ্নিঃ ইব ন খলু ন খলু

সন্নিপাত্যঃ। হরিণকাণাম্ অতিলোলং জীবিতং চ বত ক্ব, নিশিতনিপাতাঃ বজ্রসারাঃ তে শরাশ্চ ক্ব।

তৎ সাধুকৃতসন্ধানং সায়কং প্রতিসংহর। বঃ শস্ত্রম্ আর্তত্রাণায়, অনাগসি প্রহর্তুম্ ন।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে — অন্তরালে] — ভো ভো রাজন্ (হে রাজা), অয়ম্ আশ্রমমৃগঃ (এটা তপোবনের বা আশ্রমের হরিণ) ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ (একে মারবেন না, মারবেন না)। সূতঃ (সারথি) — [আকর্ণ্য অবলোক্য চ — স্বর শুনে এবং লক্ষ্য করে] — আয়ুষ্মন্ (রাজাকে সম্বোধন — আয়ুষ্মন্), তে বাণপথবর্তিনঃ (আপনার বাণের পথে) অস্য কৃষ্ণসারস্য (এই কৃষ্ণসার হরিণের) অন্তরে (মধ্যে) তপস্বিনঃ উপস্থিতাঃ (কয়েকজন তাপস উপস্থিত হয়েছেন)। রাজা — [সসম্ভ্রমম্ — ব্যস্ততার সঙ্গে] — তেন হি (তাহলে) বাজিনঃ (ঘোড়াগুলোকে) প্রগৃহ্যন্তাম্ (থামাও ; অবিলম্বে থামাও — এই অর্থ)। সূতঃ — তথা (তাই হোক্)। [রথং স্থাপয়তি — সারথি রথ থামালেন — রথ থামানোর অভিনয় করলেন] [ততঃ — তারপর, সশিষ্যঃ বৈখানসঃ — শিষ্যের সঙ্গে বৈখানস, প্রবিশতি — প্রবেশ করলেন] — বৈখানসঃ (বৈখানস বলতে বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রেছেন এমন তপস্বীকে বোঝায়) — [হস্তম্ উদ্যম্য — হাত তুলে] রাজন্ ... হন্তব্যঃ (রাজা , এ হরিণ আশ্রমের, মারবেন না, মারবেন না)। অস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে (হরিণের এই কোমল শরীরে) অয়ং বাণঃ (এই বাণ) তূলরাশৌ অগ্নিঃ ইব (তূলোয় আগুনের মত, অর্থাৎ মুহূর্ত্তেই এ শেষ হয়ে যাবে) ন খলু ন খলু সন্নিপাত্যঃ (কখনোই নিক্ষেপ করবেন না) ; হরিণকাণাং (হরিণশিশুর) অতিলোলং জীবিতং (অতিকোমল জীবন) চ বত ক্ব (কোথায়), নিশিতনিপাতাঃ (সুতীক্ষ্ণ) বজ্রসারাঃ (বজ্রের মত কঠিন) শরাঃ চ ক্ব (শরগুলোই বা কোথায় — অর্থাৎ মৃদু হরিণশিশুর কোমল জীবনের সঙ্গে আপনার এই কঠোর শরের কোন তুলনাই চলে না) ॥ তৎ (সুতরাং) সাধু-কৃত-সন্ধানং (ঠিকভাবে যোজনা করেছেন যে বাণ, তা) প্রতিসংহর (সংবরণ করুন)। বঃ শস্ত্রং (আপনার অস্ত্র — আক্ষরিকভাবে বললে — তোমাদের শস্ত্র) আর্তত্রাণায় (বিপন্নদের রক্ষার জন্য) অনাগসি প্রহর্তুম্ ন (নিরপরাধকে মারার জন্য নয়)।

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) — হে রাজা, এ হরিণ আশ্রমের, একে মারবেন না, মারবেন না।

সূত — আয়ুষ্মন্, আপনার বাণ আর এই কৃষ্ণসার হরিণের মধ্যে কয়েকজন তাপস উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা — (ব্যস্তভাবে) তাহলে (এক্ষুনি) ঘোড়াগুলোকে থামাও।

সূত — তাই করছি। (রথ থামালেন)।

(তারপর শিষ্যের সঙ্গে বৈখানস প্রবেশ করলেন)

বৈখানস — (হাত তুলে) রাজা, এ হরিণ আশ্রমের, মারবেন না, মারবেন না।

এই কোমল হরিণের শরীরে আপনার এই বাণ তুলোয় আগুন লাগানোর মত। কোথায়

এই হরিণশিশুর কোমল (ভঙ্গুর) জীবন, আর কোথায় বা আপনার সুতীক্ষ্ণ বজ্রের মত কঠিন এই বাণ।

সুতরাং অব্যর্থভাবে সংযোজন করা আপনার বাণ সংবরণ করুন। (কারণ) আপনার অস্ত্র বিপন্নের রক্ষার জন্য, নিরপরাধকে মারার জন্য নয়।

রাঘবভট্ট—নেপথ্য ইতি। অপ্রবিষ্ট এব যজ্ জবনিকান্তরে বদতি তন্নেপথ্য ইত্যুচ্যতে। অন্তরসংধিশ্চায়ং প্রকৃতার্থসূচকত্বেনোক্তা মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'স্বপ্নো দূতশ্চ লেখশ্চ নেপথ্যোক্তিস্তথৈব হি। আকাশবচনং চেতি জ্ঞেয়া হ্যন্তরসংধয়ঃ' ইতি। বানপাতবর্তিন ইত্যনেন নৈকট্যম্। কৃষ্ণসারস্য মৃগস্যান্তরে মধ্যে। 'অথান্তরেঽন্তরা। অন্তরেণ তু মধ্যে স্যুঃ' ইত্যমরঃ। সসংভ্রমং সাদরমিতি বক্তিক্রিয়াবিশেষণম্। এবমগ্রেঽপ্যেতাদৃশস্থলে যোজনীয়ম্। প্রগৃহ্যন্তাং প্রগ্রহাকর্ষণেন স্থিরীক্রিয়ন্তাম্। 'ইতি রথং স্থাপয়তি' ইতি কবিবাক্যম্। আত্মনা তৃতীয় ইতি দ্বৌ শিষ্যৌ স্বয়ং তৃতীয় ইত্যর্থঃ। 'আত্মনশ্চ পূরণে' ইতি তৃতীয়ায়া অলুক্। এষামপি সংস্কৃতং পাঠ্যম্। তদুক্তমাদিভরতে — 'পরিব্রাণ্মুনিশাক্যেষু তাপসশ্রোত্রিয়েষু চ। দ্বিজা যে চৈব লিঙ্গস্থাঃ সংস্কৃতং তেষু যোজয়েৎ' ইতি। 'রাজন্নিত্যৃষিভির্বাচ্যঃ' ইতি ভরতোক্তে 'রাজন্' ইতি সংবোধনম্। তৎ সাধ্বিতি। তৎ তস্মাৎ সাধু যথা স্যাদেবং কৃতং সংধানং যস্য তম্। সাধুশব্দেনাপরাদ্ধপৃষৎকাভাবো ব্যজ্যতে। সায়কং বাণম্। প্রতিসংহর। প্রত্যাবৃত্য স্বং স্থানং প্রাপয়েত্যর্থঃ। তত্রান্বয়ব্যতিরেকৌ হেতুত্বেনোদ্দিশতি — আর্তেতি। বঃ যুষ্মাকং শস্ত্রমার্তানাং পীড়িতানাং ত্রাণায় রক্ষণায় সাধুপীড়কানাং দুষ্টানাং হিংসায়া ইত্যন্বয়ঃ। অনাগস্যনপরাধে। 'আগোঽপরাধে মন্তুশ্চ' ইত্যমরঃ। প্রহর্তুং নেতি ব্যতিরেকঃ। উভয়বিধেয়ং কাব্যলিঙ্গম্। সাধুসংধেতি র্তর্তুত্রাস্ত্রেতি চ্ছেকশ্রুত্যনুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] বাণপতবর্তিনঃ — বাণস্য পন্থাঃ বাণপথঃ। 'ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে' এই সূত্রে সমাসান্ত অ-প্রত্যয়। তস্মিন্ বর্ততে যঃ সঃ বাণপথবর্তী ; উপপদ তৎপুরুষ। [২] অন্তরে — মধ্যে। 'অন্তরেঽন্তরা। অন্তরেণ তু মধ্যে স্যুঃ' — অমরকোষ। [৩] প্রগৃহ্যন্তাম্ — প্র-গ্রহ্ + লোট্ + অন্তাম্, কর্মবা। [৪] বৈখানসঃ — বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন এমন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'বৈখানসো বনেবাসী বানপ্রস্থশ্চ তাপসঃ' — বৈজয়ন্তী। বিখনস্ মুনির ধর্মসূত্র অনুসারে যিনি জীবনের তৃতীয় আশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন। 'সশিষ্যো বৈখানসঃ' — এর পূর্বে 'আত্মনা তৃতীয়ঃ' এই অতিরিক্ত পাঠ কোন কোন সংস্করণে আছে। [৫] উদ্যম্য — উৎ — যম্ + ল্যপ্। [৬] ন খলু ন খলু — সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তি। খলু অনুনয়ে। [৭] সন্নিপাত্যঃ — সম্ + নি-পত্ + ণিচ্ + যৎ, কর্মণি। [৮] বত — নিন্দায় অথবা অনুকম্পায় প্রযুক্ত অব্যয়। [৯] তূলরাশাবিবাগ্নিঃ — অনেক সংস্করণে 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ' — এই পাঠ আছে। রাজার সুতীক্ষ্ণ শরে নিমেষেই এই হরিণশিশুর প্রাণবিয়োগ হবে — এই অর্থে তূলার রাশিতে আগুন লাগার উপমা অযৌক্তিক হয় না। আবার মৃদু মৃগদেহের সঙ্গে সুকোমল পুষ্পরাশির সাদৃশ্যও যথেষ্ট কবিত্বব্যঞ্জক। প্রসঙ্গতঃ

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 'পুষ্পরাশি' পাঠই গ্রহণ করেছেন। 'মৃদু এ মৃগদেহে / মেরো না শর / আগুন দেবে কে হে / ফুলের' পর! / কোথা সে মহারাজ, / মৃগের প্রাণ — কোথায় যেন বাজ / তোমার বাণ! /' — 'প্রাচীন সাহিত্য' [১০] হরিণক — অনুকম্পার্থে বা হ্রস্বার্থে কন্। [১১] নিশিতনিপাতাঃ — নিশিতঃ নিপাতঃ যেষাং তে — বহুব্রীহি। নি — শো + ক্ত কর্মণি — নিশিত। [১২] বজ্রসারাঃ — বজ্রস্য সারঃ — (ষষ্ঠী তৎ)। বজ্রসার ইব সারঃ যেষাং তে — উপমানগর্ভ বহুব্রীহি। 'সপ্তম্যুপমানপূর্বপদস্য উত্তরপদলোপশ্চ' (বার্তিক) অনুসারে উত্তরপদের লোপ। 'বজ্রসারাঃ' কথার দ্বারা রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে ইন্দ্রের শৌর্য-বীর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হল। [১৩] শ্লোকে 'ক্ব হরিণকাণাং জীবিতম্' এবং 'ক্ব বজ্রসারাঃ শরাঃ — এইভাবে দুটো 'ক্ব' এর প্রয়োগ এই দুয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তা সূচনা করছে। অনুরূপ প্রয়োগ — 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ' — রঘুবংশ (১.২)। 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ / সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ' — মেঘদূত (পূর্ব ৫)। 'ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ' — অভি, শকুন্তল (২য় অঙ্ক)। [১৪] উপমা অলঙ্কার। তাছাড়া দুয়ের মধ্যে প্রবল প্রভেদ এইরকম ভাব থাকায় বিষম অলঙ্কার। [১৫] ছন্দ — মালিনী। [১৬] সাধুকৃতসন্ধানম্ — কিছু সংস্করণে 'সাধু' পদটিকে ক্রিয়াবিশেষণরূপে গ্রহণ না করে 'তৎ সাধু' — সুতরাং ভালো হয় যদি 'কৃতসন্ধান' শর আপনি প্রত্যাহার করেন — এইরকম অর্থ করা হয়েছে। সাধু সম্যক্ কৃতং সন্ধানং যস্য তম্ — সাধুকৃতসন্ধানম্ (বহুব্রীহি)। [১৭] প্রতিসংহর — প্রতি + সম্-হৃ + লোট্ মধ্যম্ পুরুষ একবচন। [১৮] সায়কম্ — স্যতি খণ্ডয়তি ইতি সো + ণ্বুল কর্তরি = সায়কঃ। [১৯] আর্তত্রাণায় — তাদর্থ্যে চতুর্থী অথবা 'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ' এই সূত্রে চতুর্থী। [২০] অনাগসি — অবিদ্যমানম্ আগঃ পাপম্ যস্য — অনাগাঃ (বহুব্রীহি) তস্মিন্। আধার বিবক্ষায় সপ্তমী। [২১] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। 'হেতোর্ব্যাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে' (সা.দ.)। তাছাড়া ব্যতিরেক অলঙ্কার। ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস। [২২] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—'ন খলু ন খলু—' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকটি রাঘবভট্ট গ্রহণ করেন নি এবং শ্লোকটি কোন' সংস্করণে আছে এরকম ইঙ্গিতও দেননি। নির্ণয় সাগর প্রেস সংস্করণেও শ্লোকটি নেই। (দ্রঃ নারায়ণ বালকৃষ্ণ গোড়বোলে সম্পাদিত ১৯৩৩ সালে বোম্বে থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)। এম. আর. কালে সম্পাদিত (নবম সংস্করণ, বোম্বে, ১৯৬১) গ্রন্থে যে রাঘবভট্টের টীকা আছে তাতে কিন্তু এই শ্লোকেরও ব্যাখ্যা আছে এবং সম্পাদক মূলে শ্লোকটি গ্রহণও করেছেন। আলোচ্য শ্লোকের টীকা সেখানে এইরকম — "ন খল্বিতি। মৃদুনি কোমলে অস্মিন্ মৃগশরীরে। অয়ং সাধুকৃতসন্ধানঃ বাণঃ পুষ্পরাশৌ। অনেন তস্যাতিকোমলত্বং তাড়নানর্হত্বং চ সূচিতম্। অগ্নিরিব ন খলু ন খলু সংনিপাত্যঃ। খলু ইত্যনুনয়ে। হরিণকাণামতিলোলমতিচঞ্চলম্। সদ্যঃ পাতীতি যাবৎ। জীবিতং বত ক্ব। বত ইতি অনুকম্পায়াম্। নিশিতঃ তীক্ষ্ণঃ নিপাতো যেষাং তে তথা। বজ্রস্যেব সারো যেষাম্।

অত্যন্তকঠিনা ইত্যর্থঃ। তাদৃশাঃ শরাঃ ক। কেতি বীপ্সোভয়োর্মহদন্তরং সূচয়তি। মালিনী বৃত্তম্।” (পৃঃ ১৬-১৭)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য — নির্ণয়-সাগর-প্রেসের (১৯৩৩) যে সংস্করণ বর্তমান সম্পাদক প্রধানভাবে অনুসরণ করেছেন তাতে রাঘবভট্টের যে টীকা আছে তা এম.আর.কালে মহোদয়ের সংস্করণে ব্যবহৃত রাঘবভট্টের টীকার চাইতে বহু ক্ষেত্রেই (প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই) বিস্তৃত। এম.আর.কালে তাঁর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন — 'Except in a few cases Raghavabhatta's text has been kept unaltered'. (দ্রঃ নবম সংস্করণে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকার বিশেষ বিশেষ অংশ)। বর্তমান সম্পাদক নির্ণয়-সাগর প্রেস সংস্করণে মুদ্রিত রাঘবভট্টের টীকাকেই প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে আলোচ্য শ্লোকটি অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রায় সকল সংস্করণেই থাকায় গ্রহণ করা হয়েছে।

[১.১১]

রাজা — এষ প্রতিসংহৃতঃ। (যথোক্তং করোতি)

বৈখানসঃ — সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ।

জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি ॥ ১২ ॥

রাজা — (সপ্রণামম্) প্রতিগৃহীতম্।

সন্ধি—সদৃশম্ + এতৎ। পুরোঃ + বংশে। যুক্তরূপম্ + ইদম্। পুত্রম্ + এবংগুণোপেতম্। চক্রবর্তিনম্ + আপ্নুহি।

অন্বয়—যস্য পুরোঃ বংশে জন্ম (তস্য) তব ইদং যুক্তরূপম্। এবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনম্ পুত্রম্ (ত্বম্) আপ্নুহি।

বাংলা প্রতিশব্দ—এষঃ (এই বাণ) প্রতিসংহৃতঃ (সম্বরণ করলাম)। [যথোক্তং করোতি — সম্বরণের অভিনয় করলেন] বৈখানসঃ (বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন এমন তপস্বী) — এতৎ (এইরকম আচরণ) পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ (পুরুবংশের প্রদীপস্বরূপ আপনার) সদৃশম্ (উপযুক্ত)। যস্য (যাঁর) পুরোঃ বংশে জন্ম (পুরুর বংশে জন্ম) (তস্য) তব (সেই আপনার) ইদং (এইরকম সংযম, এইরকম বিনীত ব্যবহার) যুক্তরূপম্ (উপযুক্ত হয়েছে)। এবং-গুণোপেতং (এইরকম গুণবান্) চক্রবর্তিনম্ পুত্রম্ (চক্রবর্তী, রাজচক্রবর্তী পুত্র) (ত্বম্) আপ্নুহি (আপনি লাভ করুন)। রাজা — [সপ্রণামম্ — প্রণামের সঙ্গে] প্রতিগৃহীতম্ (গ্রহণ করলাম, অর্থাৎ আপনার এই আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — এই বাণ সংবরণ করলাম। (সংবরণ করলেন)।

বৈখানস — পুরুবংশের প্রদীপস্বরূপ আপনার এই কাজ উপযুক্ত হয়েছে।

যার জন্ম পুরুবংশে, সেই আপনার পক্ষে এরকম আচরণই যুক্তিযুক্ত। আপনি এরকম গুণবান চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন।

রাজা — (প্রণামের সঙ্গে) (আপনার আশীর্বাদ) গ্রহণ করলাম।

রাঘবভট্ট— ইতি যথোক্তং করোতি শরং তূণীরে নিক্ষিপতীতি কবিবচনম্। জন্মেতি। যস্য তব পুরোর্বংশে জন্ম তস্য তবেদমস্মদুক্তকরণং যুক্তরূপমতিশয়েন যুক্তম্। 'প্রশংসায়াং রূপপ্' ইতি রূপপ্। যুক্তরূপত্বে প্রথমচরণার্থহেতুত্বোপাদানাৎ কাব্যলিঙ্গম্। এবংগুণোপেতং স্বগুণযুক্তম্।

সুষমা—[১] এষ প্রতিসংহৃতঃ — রাজা তৎক্ষণাৎ বাণ সংবরণ ক'রলেন। ঋষিদের প্রতি রাজার অকুণ্ঠ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার প্রকাশ। তুঃ 'এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টামানম্' (অভি. শকু.ষষ্ঠ অঙ্ক) [২] পুরুবংশপ্রদীপস্য — প্রদীপ্যতে ইতি প্রদীপঃ। অচ্ প্রত্যয়। পুরোঃ বংশঃ পুরুবংশঃ (ষষ্ঠী তৎ)। পুরুবংশস্য-প্রদীপঃ পুরুবংশপ্রদীপঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) তস্য। প্রাচীন ভারতের দুটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ হ'ল সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ। পুরু ছিলেন চন্দ্রবংশের রাজা। সোম-বুধ-পুরূরবা-আয়ু-নহুষ-যযাতি এই ক্রম। যযাতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে যদু এবং পুরু পৃথক্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরু পিতা যযাতির অনুরোধে স্বীয় যৌবন পিতাকে প্রদান ক'রে তাঁর জরা গ্রহণ করেন। সহস্র বৎসর পর যযাতি পুত্রকে তার যৌবন প্রত্যর্পণ করেন এবং তাঁরই আশীর্বাদে পুরুবংশ নামে রাজবংশ স্বীকৃত হয়। এই পুরুবংশেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা দুষ্যন্ত। [৩] যুক্তরূপম্ — প্রশস্তং যুক্তম্ এই অর্থে রূপপ্ প্রত্যয়। সূত্র — 'প্রশংসায়াং রূপপ্'। [৪] পুত্রম্ — 'পুৎ' নামক নরক থেকে যে উদ্ধার করে। পুৎ + ত্রৈ + ক কর্তরি = পুত্রঃ। [৫] এবংগুণোপেতম্ — এবং গুণাঃ এবং গুণাঃ (সহসুপা)। এবংগুণৈঃ উপেতঃ — এবংগুণোপেতঃ (তৃতীয়া তৎ), তম্। [৬] চক্রবর্তিনম্ — রাজচক্রবর্তী। চক্রং রাজসমূহং বর্তয়িতুং চালয়িতুং প্রশাসিতুং শীলং যস্য। অন্য রাজাদের কাছ থেকে যিনি কর গ্রহণ করেন, সমুদ্রপর্যন্ত ভূমিভাগের অধীশ্বর — এইসব অর্থেও 'চক্রবর্তী' পদের ব্যবহার হয়। ঋষিদের এই আশীর্বাদ 'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি' (উত্তররামচরিত) এই কথামত যথার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। দুষ্যন্তের পুত্র ভরত (সর্বদমন) রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। [১৭] হেতুত্বের উল্লেখ হেতু কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। [৮] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচ্য শ্লোকটিতে রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রণয়, গান্ধর্ববিবাহ, অপুত্রক দুষ্যন্তের পুত্রলাভ, পুত্রের সঙ্গে দর্শন ইত্যাদি ঘটনার ইঙ্গিত থাকায় শ্লোকটি এই নাটকের বীজ বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। নাটকীয় বীজের লক্ষণ হল — 'অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যৎ বিসর্পতি। ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে॥' (সা.দ.)। অর্থাৎ প্রথমে স্বল্পভাবে সূচিত হয়ে যা ক্রমশঃ বর্ধিত এবং বিস্তৃত হয় এবং নাটকীয় ফলের প্রথম যে হেতু তারই নাম বীজ।

অনেকের মতে এর কিছু পরের — 'শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য' — এই অংশটি বীজ। দক্ষিণবাহুর স্পন্দনে দিব্যাঙ্গনালাভ এবং নাটকের মূল রস কি হবে তার একটি আভাস পাই এখানেই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় নাটকের সন্ধি-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য।

রাজা অপুত্রক। একাধিক বিবাহ হয়েছে। পুত্রপ্রাপ্তি আশীর্বাদে তাঁর মনের বিশেষ কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না। তার পুত্র লালসার অভিব্যক্তিসূচক কোন কথা, হতাশার কথা থাকতে পারত। মনে হয় রাজা এটাকে সাধারণ সৌজন্যমূলক আশীর্বাদমাত্র ধরেছিলেন।

[১.১২]

বৈখানসঃ — রাজন্, সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্। এষ খলু কণ্বস্য কুলপতেঃ অনুমালিনীতীরাশ্রমো দৃশ্যতে। ন চেদন্যকার্যাতিপাতঃ, প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ। অপিচ —

রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্‌ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি ॥ ১৩ ॥

বিসন্ধি—চেৎ + অন্যকার্যাতিপাতঃ। প্রতিগৃহ্যতাম্ + আতিথেয়ঃ। রম্যাঃ + তপোধনানাম্। কিয়ৎ + ভুজঃ।

অন্বয়—প্রতিহতবিঘ্নাঃ রম্যাঃ তপোধনানাং ক্রিয়াঃ সমবলোক্য মৌর্বীকিণাঙ্ক মে ভুজঃ কিয়ৎ রক্ষতি ইতি জ্ঞাস্যসি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজন্ (হে রাজা), বয়ং (আমরা) সমিদাহরণায় (যজ্ঞের কাঠ আনার জন্য) প্রস্থিতাঃ (বেরিয়েছি)। কণ্বস্য কুলপতেঃ (কুলপতি কণ্বের) অনুমালিনী-তীরাশ্রমঃ (মালিনী নদীর তীরে যে আশ্রম) এষঃ খলু দৃশ্যতে (সামনেই দেখা যাচ্ছে)। অন্যকার্যাতিপাতঃ ন চেৎ (আপনার অন্য কাজের যদি বিশেষ ক্ষতি না হয়, তবে) প্রবিশ্য (আশ্রমে প্রবেশ ক'রে) আতিথেয়ঃ সৎকারঃ (আতিথ্য, অতিথির প্রাপ্য সেবা) প্রতিগৃহ্যতাম্ (গ্রহণ করুন)। অপিচ (তাছাড়াও) — প্রতিহতবিঘ্নাঃ (নির্বিঘ্নে চলছে এমন) রম্যাঃ (সুন্দর, রমণীয়) তপোধনানাং ক্রিয়াঃ (তপস্বীদের কাজকর্ম, যাজ্ঞযজ্ঞ প্রভৃতি) সমবলোক্য (দেখে) মৌর্বীকিণাঙ্কঃ (ধনুকের গুণ টানতে টানতে হাতে দাগ হয়েছে এমন) মে ভুজঃ (আমার হাত, অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্তের হাত) কিয়ৎ রক্ষতি (কিভাবে রক্ষা করছে, ঋষিদের কাজকর্ম নির্বিঘ্নে চলার সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে) ইতি জ্ঞাস্যসি (তা জানতে পারবেন)।

বঙ্গানুবাদ—বৈখানস — রাজা, আমরা যজ্ঞের কাঠ আনতে বেরিয়েছি। এই সামনেই মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম দেখা যাচ্ছে। তা আপনার অন্য কাজের যদি বিশেষ ক্ষতি না হয়, তবে আশ্রমে প্রবেশ করে আতিথ্য গ্রহণ করুন। তাছাড়াও —

তপস্বীদের নির্বিঘ্নে রমণীয় যাগযজ্ঞাদি কাজ কিভাবে চলছে তা দেখে আপনি, ধনুকের গুণ (ছিলা) টানতে টানতে আপনার যে হাতে দাগ পড়েছে, সেই হাত কিভাবে (তপস্বীদের) রক্ষা করছে, তা জানতে পারবেন।

রাঘবভট্ট—যস্য কস্যাপ্যতিথেঃ সৎকারঃ কর্তব্যঃ কিমুত রাজ্ঞঃ অতস্তদকরণেঽনৌচিত্যং নস্যাদিত্যত আহ — সমিদাহরণায়েতি। ননু তদ্যাদৃচ্ছিকমিদমাবশ্যকং তৎত্যাগেনেদমেব কর্তব্যমিত্যত আহ — কুলপতেরিতি। তেন তত্তাত এব ভবিষ্যতি। অনেন তস্যাপ্রাধান্যমুক্তম্। তল্লক্ষণং পুরাণে — 'মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥' ইতি। অনুমালিনীতীরম্। বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। মালিনীনদীতীরে। কার্যাতিপাতঃ কার্যব্যাসঙ্গঃ। অতিথিষু সাধুরাতিথেয়ঃ। 'পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ঢঞ্' ইতি ঢঞ্। সৎকারঃ পূজা। 'বৈখানসঃ — রাজন্ সমিদাহরাণায়—' ইত্যাদিনা 'সৎকারঃ' ইত্যন্তেন 'উল্লেখো' নাম নাট্যালঙ্কার উপক্ষিপ্তঃ। তল্লক্ষণম্ — 'কার্যদর্শক উল্লেখঃ' ইতি। রম্যা ইতি। বেদঘোষিতাচরণত্বেন রম্যত্বম্। ক্বচিৎ ধর্ম্যাঃ' ইতি পাঠঃ। ধর্মাদনপেতা ধর্ম্যাঃ। তেনৈনোপনুত্তিধন্যত্বাদি রাজ্ঞো ব্যজ্যতে। তপোধনানামিত্যনেনাত্যন্তবিষয়নৈরপেক্ষম্। প্রতিহতবিঘ্না ইত্যনেনাস্য প্রতাপাতিশয়ঃ। কিয়দ্রক্ষতীত্যেনং প্রত্যার্থো হেতুঃ। ক্রিয়া যাগাদিকর্মারম্ভাঃ শিক্ষা দেবতাদিপূজনং সংপ্রধারণমর্থানাং বিচারচেষ্টা চ। অতএব বহুবচনম্। 'আরম্ভো নিষ্কৃতিঃ শিক্ষা পূজনং সংপ্রধারণম্। উপায়ঃ কর্মচেষ্টা চ চিকিৎসা চ নব ক্রিয়াঃ ॥' ইত্যমরঃ। সম্যগবলোক্য ন বস্তুস্থিত্যা শ্রবণেন। অপি তু স্বয়ং সম্যগ্ দৃষ্টাত্যন্তসংতোষকারিণ্য ইতি ভাবঃ। জ্ঞাস্যসি ন তু জ্ঞাতবান্ন চ জানাসি। মৌর্বী জ্যা তস্যাঃ কিণশ্চিহ্নং তদেবাঙ্কো ভূষা যস্মিন্ সঃ। 'অঙ্কো ভূষণলক্ষ্মসু' ইতি হৈমঃ। অনেন তস্য সদৈব জগৎত্রাসাপসারণোদ্যম উক্তঃ। ভুজঃ কিয়দ্রক্ষতীত্যন্যসহায়ানপেক্ষত্বম্। একবচনেন তস্মিন্নপি পরানপেক্ষত্বং ধ্বনিতম্। পরিকরালংকারঃ। নব্যপুষ্টার্থত্বদোষনিরাকরণেন তদভাবরূপস্য পুষ্টার্থবিশেষণত্বস্য স্বীকারেণ গতার্থত্বাৎ পরিকরস্য কথমলংকারত্বমিতি চেৎ। সত্যম্। তাদৃগনেকবিশেষণনিবন্ধে বিচ্ছিত্তিবিশেষাদলংকারত্বমস্যোররীকৃতম্। অতঃ পূর্বার্ধ এবায়মলংকারো নোত্তরার্ধে। বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্রুত্যনুপ্রাসৌ। কিণাঙ্কেতি পুনরুক্তবদাভাসঃ কাব্যলিঙ্গমপি। আর্যা।

সুষমা—[১] সমিদাহরণায় — সম্ + ইন্ধ্ + ক্বিপ্ = সমিৎ। সমিদাহরণং কর্তুম্ এই অর্থে সমিদাহরণায়। 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' — এই সূত্রে ৪র্থী। [২] প্রস্থিতাঃ — প্র-স্থা + ক্ত, কর্তরি। [৩] কণ্বস্য কুলপতেঃ — 'কুলপতি' কথার অর্থ যিনি দশ হাজার মুনিকে অন্নদানে পোষণ করেন এবং তাঁদের অধ্যাপনা করেন। 'মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥' (রাঘবভট্ট)। সাধারণভাবে বিশেষ সম্মানভাজন মুনিশ্রেষ্ঠ বোঝাতেও এর প্রয়োগ হয়। তুঃ 'আচার্যো বহুশিষ্যাণাং মুনীনামগ্রণীস্তু যঃ। ব্রতযজ্ঞাদিকর্মাঢ্যঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥'

[৪] অনুমালিনীতীরম্ — বিভক্ত্যর্থে অথবা সামীপ্যে অব্যয়ীভাব। সূত্র — 'অব্যয়ং বিভক্তি-সমীপ...' ইত্যাদি। বিকল্পে অনুমালিনীতীরে। [৫] আতিথেয়ঃ — অততি গচ্ছতি এই অর্থে উণাদি ইথিন্ প্রত্যয়ে অতিথিঃ। অথবা নাস্তি দ্বিতীয়া তিথির্যস্য স অতিথিঃ। তত্র হিতঃ ইত্যর্থে 'পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ঢঞ্' সূত্রে ঢঞ্ প্রত্যয়ে — আতিথেয়ঃ। [৬] সৎকারঃ — আদরার্থে সৎ এই অব্যয়ের সঙ্গে কৃ + ঘঞ্। [৭] তপোধনানাম্ — তপ এব ধনং যেষাং তে (বহুব্রীহি) ষষ্ঠী বহুবচন। [৮] প্রতিহতবিঘ্নাঃ — প্রতিহতাঃ বিঘ্নাঃ যেষাং তে (বহুব্রীহি)। [৯] মৌর্বীকিণাঙ্ক — মুর্বা — এক ধরণের তৃণ। মুর্বা + অণ্ + স্ত্রিয়ামীপ্ = মৌর্বী অর্থাৎ মুর্বাতৃণে প্রস্তুত জ্যা। মৌর্ব্যাঃ কিণঃ (জ্যাঘাতচিহ্নঃ) — (ষষ্ঠী তৎ)। স এব অঙ্কঃ ভূষণম্ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। [১০] কিয়ৎ — কিম্ + বতুপ্। 'কিমিদংভ্যাং বো ঘঃ' — এই সূত্রে ব্ এর স্থলে ঘ্। [১১] পরিকরালঙ্কার। 'উক্তির্বিশেষণৈঃ স্বাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।' (সা.দ)। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ, বৃত্ত্যনুপ্রাস শ্রুত্যনুপ্রাস। [১২] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়ের মুহূর্তে কালিদাস যেন সচেতনভাবেই মুনিকুমারদের সরিয়ে দিলেন। তুলনীয় — পঞ্চমাঙ্কের শুরুতেই হংসপদিকাকে শান্ত করার জন্য রাজা দুষ্যন্ত বিদূষককে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন আর সেই সময়েই শকুন্তলার আগমন। বিদূষক সামনে থাকলে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করার পথে বাধা হত। তাতে নাটকীয়তার হানি হত।

[১.১৩]

রাজা — অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ?

বৈখানসঃ — ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।

রাজা — ভবতু, তামেব পশ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি।

বৈখানসঃ — সাধয়ামস্তাবৎ। (সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা — সূত, নোদয়াশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেনাত্মানং পুনীমহে।

সূতঃ — যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ভূয়ো রথবেগং নিরূপয়তি)

রাজা — (সমন্তাদবলোক্য) সূত, অকথিতোঽপি জ্ঞায়ত এব যথায়মাভোগ-স্তপোবনস্যেতি।

সূতঃ — কথমিব?

রাজা — কিং ন পশ্যতি ভবান্? ইহ হি —

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধি—সন্নিহিতঃ + অত্র। ইদানীম্ + এব। দৈবম্ + অস্যাঃ। তাম্ + এব। সাধয়ামঃ + তাবৎ। নোদয় + অশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন + আত্মানম্। যৎ + আজ্ঞাপয়তি + আয়ুষ্মান্। সমন্তাৎ + অবলোক্য। অকথিতঃ + অপি। জ্ঞায়তে + এব। যথা + অয়ম্ + আভোগঃ + তপোবনস্য + ইতি। কথম্ + ইব। শুক...ভ্রষ্টাঃ + তরূণাম + অধঃ। ক্বচিৎ + ইঙ্গুদী-ফলভিদঃ। সূচ্যন্তে + এব + উপলাঃ। বিশ্বাসোপমাৎ + অভিন্নগতয়ঃ। মৃগাঃ + তোয়াধারপথাঃ + চ।

অন্বয়—শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাঃ নীবারাঃ তরূণাম্ অধঃ (দৃশ্যন্তে) ; ক্বচিৎ প্রস্নিগ্ধাঃ উপলাঃ ইঙ্গুদীফলভিদ এব সূচ্যন্তে। বিশ্বাসোপগমাাৎ অভিন্নগতয়ঃ মৃগাঃ শব্দং সহন্তে ; তোয়াধারপথাঃ চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — অপি (প্রশ্নসূচক 'আচ্ছা' 'তা' এইরকম) কুলপতিঃ কণ্বঃ অত্র সন্নিহিতঃ? (কুলপতি কণ্ব এখানে অর্থাৎ আশ্রমে আছেন কি)? বৈখানসঃ — ইদানীম্ এব (সম্প্রতি) দুহিতরং শকুন্তলাম্ (কন্যা শকুন্তলাকে) অতিথিসৎকারায় (অতিথিসেবার) সন্দিশ্য (নির্দেশ দিয়ে) অস্যাঃ (এর, শকুন্তলার) প্রতিকূলং দৈবং (দুরদৃষ্ট, প্রতিকূল ভাগ্য) শময়িতুং (নিবৃত্ত করার জন্য, শান্তিবিধান করার জন্য) সোমতীর্থং গতঃ (সোমতীর্থে অর্থাৎ প্রভাসে গেছেন)। রাজা — ভবতু (ঠিক আছে) তাম্ এব পশ্যামি (তাহলে তাকেই দেখে আসি, দেখা করে আসি)। সা খলু (সে-ই) বিদিতভক্তিং মাং (মহর্ষির প্রতি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা জানতে পেরে) মহর্ষেঃ (মর্হষি কণ্বকে) কথয়িষ্যতি (জানাবে)। বৈখানসঃ — সাধয়ামঃ তাবৎ (আমরা তাহলে এগোই)। [সশিষ্যঃ নিষ্ক্রান্তঃ — শিষ্যের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত]। রাজা — সূত (সারথি), নোদয় অশ্বান্ (ঘোড়াগুলোকে চালাও)। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন (পবিত্র আশ্রম দেখে) আত্মানং (নিজেকেও) পুনীমহে (পবিত্র করি)। সূত — আয়ুষ্মান্ যৎ আজ্ঞাপয়তি (আয়ুষ্মান্ যা আদেশ করেন)। [ভূয়ঃ রথবেগং নিরূপয়তি — আবার রথের বেগ লক্ষ্য ক'রতে লাগলেন]। রাজা — [সমন্তাৎ অবলোক্য — চারদিকে তাকিয়ে] সূত (সারথি), অকথিতঃ অপি (না বললেও) জ্ঞায়তে (বোঝা যাচ্ছে) যথা (যে) অয়ম্ আভোগঃ (এই জায়গা) তপোবনস্য ইতি (তপোবনের)। সূতঃ — কথম্ ইব? (কিভাবে বুঝলেন)? রাজা — ভবান্ (আপনি, এখানে তুমি) কিং ন পশ্যতি (দেখতে পাচ্ছো না)? ইহ হি (এখানে) — শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাঃ (যেসব গাছের কোটরে শুকপাখী থাকে, সেই কোটরের মুখ থেকে পড়া) নীবারাঃ (নীবার ধান) তরূণাম্ অধঃ (গাছের তলায় পড়ে আছে) ; ক্বচিৎ প্রস্নিগ্ধাঃ উপলাঃ (কোন' জায়গায় তেল-চকচকে মসৃণ পাথরগুলো) ইঙ্গুদীফলভিদঃ (ইঙ্গুদী ফল

ভাঙ্গার বা পেষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে) এব সূচ্যন্তে (তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে)। বিশ্বাসোপগমাৎ (বিশ্বাস আসায়, অর্থাৎ মানুষ ক্ষতি করবে না এইরকম বিশ্বাস থাকায়) অভিন্নগতয়ঃ মৃগাঃ (পালিয়ে যাচ্ছে না এমন হরিণগুলো) শব্দং সহন্তে (রথের শব্দ সহ্য করছে, অর্থাৎ শুনছে, ভয় পাচ্ছে না) ; তোয়াধারপথাঃ চ (জলাশয় বা সরোবরের পথগুলোও) বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ (তপোবনবাসীদের পরিধেয় গাছের বাকল থেকে পড়া জলের ধারায় চিহ্নিত হয়ে আছে)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — আচ্ছা, কুলপতি কণ্ব (আশ্রমে) আছেন কি?

বৈখানস — সম্প্রতি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসেবার ভার দিয়ে তারই দূরদৃষ্টের (প্রতিকূল ভাগ্যের) শান্তির জন্য সোমতীর্থে গেছেন।

রাজা — ঠিক আছে, তাকেই দেখে আসি। সে-ই (কুলপতি কণ্বের প্রতি) আমার ভক্তির কথা জেনে মহর্ষিকে জানাবে।

বৈখানস — আমরা তাহলে এগোই। (শিষ্যের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)।

রাজা — সারথি, ঘোড়াগুলোকে (অর্থাৎ রথ) চালাও। পবিত্র আশ্রম দর্শন করে নিজেকে পবিত্র করি।

সূত — আপনি যে আদেশ করেন। (আবার রথের বেগ লক্ষ্য ক'রতে লাগলেন)।

রাজা — (চারদিকে তাকিয়ে), সারথি, কেউ ব'লে না দিলেও এ জায়গা যে (ঋষিদের) তপোবন তা বোঝা যাচ্ছে।

সূত — (আপনি) কিভাবে বুঝলেন?

রাজা — তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না? এখানে —

গাছের যে কোটরে শুকপাখী থাকে, সেই কোটরের মুখ থেকে পড়া নীবার ধান গাছের তলে ছড়িয়ে আছে ; কোন জায়গায় চকচকে ও মসৃণ পাথরগুলো পড়ে আছে — সেগুলি যে ঈঙ্গুদীফল ভাঙ্গার (পেষার) জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ; (মানুষের সংস্পর্শে থাকায়) বিশ্বাস জন্মেছে এমন আশ্রমের হরিণগুলো রথের শব্দ শুনছে, ভয়ে পালাচ্ছে না ; আর জলাশয়ের পথগুলোও (স্নান করে ফেরা ঋষিদের পরিধেয়) বাকল থেকে পড়া জলের ধারায় চিহ্নিত হয়ে আছে।

রাঘবভট্ট—অপি সংনিহিতোঽত্রেতি। অপিঃ প্রশ্নে। 'গর্হাসমুচ্চয়প্রশ্নশঙ্কাসংভাবনাস্বপি' ইত্যমরঃ। পুংব্যক্তিশিষ্যাদিসাধ্যে কর্মণি যদ্দুহিতরমিত্যুক্তেস্তথান্যয়োরপি সত্ত্বে শকুন্তলামিত্যুক্তেশ্চ তস্যাং মুনের্জীবিতসর্বস্বত্বং ধ্বন্যতে। গান্ধর্বাদিবিবাহস্যানায়াসেন সংপাদনং চ। অতএব বক্ষ্যতি —'মমাপ্যস্যা অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ' ইতি। অথ চ প্রতিকূলং দৈবং শাপস্তস্যোপশমনেন সপুত্রায়াস্তস্যা রাজ্ঞা স্বগৃহানয়নমপি সূচিতম্। অতোঽস্য বীজবাক্যত্বমুপপন্নম্। 'জন্ম যস্য' ইত্যাদিনা 'তাং দ্রক্ষ্যামি' ইত্যন্তেন মুখসংধেরুপক্ষেপ ইতি

প্রথমমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণমাদিভরতে — 'কাব্যস্যার্থসমুৎপত্তিরূপক্ষেপ ইতি স্মৃতঃ' ইতি। নীবারা ইতি। তরূণাং বৃক্ষাণামধো নীবারাস্তৃণধান্যানি সন্তীতি ক্রিয়াসামান্যযোগান্ন্যূন-পদদোষাভাবঃ। এবমন্যবাক্যেঽপি। কীদৃশাঃ। শুকা গর্ভে মধ্যে যেষাং তানি চ কোটরাণি তরুবিবরাণি তেষাং মুখানি তেভ্যো ভ্রষ্টাঃ। মুখশব্দেন নীবারাণাং বাহুল্যম্। সংপূর্ণবিশেষণেন সুপুষ্টপক্ষিত্বেনাশ্রমমনোজ্ঞতয়া ভূয়ো রতির্ধ্বন্যতে। ইদং পূর্বত্রার্থে হেতুঃ। ইঙ্গুদী তাপসতরুস্তৎফলানি ভিন্দন্তীতি ভিদঃ। উপলাঃ পাষাণাঃ। সূচ্যন্তে দ্যোত্যন্তে এবেতি স্ফুতশঙ্কাপনোদঃ। সূচ্যন্ত ইতি কর্মকর্তরি। কীদৃশাঃ। প্রকর্ষেণ স্নিগ্ধাঃ। অত্র প্রশব্দঃ প্রকর্ষং দ্যোতয়ন্নিঙ্গুদীফলানাং সরসত্বমাচক্ষাণ আশ্রমস্য সৌন্দর্যাতিশয়ং দ্যোতয়ন্ রাজ্ঞস্তত্রাভিরতিং ধ্বনয়তি। বিশ্বাসস্যোপগমঃ প্রাপ্তিস্তস্মাৎ। উৎপন্নবিশ্বাসা ইত্যর্থঃ। অতএবাভিন্নগতয়োঽ-পরিত্যক্তস্বস্থিতয়ো মৃগাঃ শব্দং রথশব্দং সহন্তে। 'না গতির্মার্গে দশায়াং চ' ইতি বিশ্বঃ। অনয়া স্বস্বচেষ্টাবিষ্টমৃগস্থিত্যাশ্রমমঞ্জুলতয়া নায়কস্য প্রীত্যুৎকর্ষো ব্যজ্যতে। তোয়াধারা দেবখাতাদয়স্তৎপথাস্তন্মার্গাঃ। ঋক্‌পূরব্ধূঃ—' ইত্যস্যাপ্রত্যয়ঃ সমাসান্তঃ। বল্কলান্যর্থাদার্দ্রাণি তেষাং শিখা অগ্রাণি তেভ্যো নিষ্যন্দো জলস্রবণং তেন যা রেখাস্তাভিরঙ্কিতাশ্চিহ্নিতাঃ। নিষ্যন্দেতি 'অনুবিপর্যভিনিভ্যঃ—' ইতি বিকল্পেন ষত্বম্। অত্র বহুব্রীহিণৈবার্থলাভে যদঙ্কিতপদং তেন প্রত্যগ্রবত্তয়া সার্দ্রত্বেনাশ্রমস্য সুন্দরতয়া রাজ্ঞঃ প্রীত্যতিশয়ো ধ্বনিতঃ। কচিদিতি বাক্যচতুষ্টয়ে সম্বধ্যতে। চকারঃ পূর্ববাক্যত্রয়সমুচ্চয়ে। স্বভাবোক্তিঃ। ক্রিয়াসমুচ্চয়ালংকারঃ কাব্যলিঙ্গং চ। বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ। শ্রুত্যনুপ্রাসোঽপি। তীবেতি দন্ত্যয়োঃ, শুশু ইতি তালব্যয়োঃ কগেতি কণ্ঠয়োঃ, টরেতি· ষ্টেতি মূর্ধন্যয়োঃ, স্তেতি দন্ত্যয়োঃ, রূণেতি মূর্ধন্যয়োঃ সংগতেঃ। এবমুত্তরচরণেষ্বপ্যূহ্যম্। শার্দুলবিক্রীড়িতং ছন্দঃ।

সুষমা—[১] সন্নিহিতঃ — সম্ + নি—ধা + ক্ত (অবিবক্ষিতকর্মণি) কর্তরি। 'দধাতের্হিঃ' এই সূত্রে ধা স্থানে হি। [২] অতিথিসৎকারায় — তাদর্থ্যে ৪র্থী। [৩] শময়িতুম্ — শম্ + ণিচ্ + তুমুন্। 'মিতাং হ্রস্বঃ' এই সূত্রে বৃদ্ধি হ'ল না। [৪] সোমতীর্থম্ — প্রভাসতীর্থ। গুজরাটের সোমনাথের পাশে অবস্থিত। দক্ষের অভিশাপে পীড়িত সোম এখানে তপস্যা করে মুক্তিলাভ করেন। [৫] বিদিতভক্তিম্ — 'ভক্তি' শব্দ প্রিয়াদিগণে পঠিত হওয়ায় 'অপূরণীপ্রিয়াদিষু' এই সূত্রে পুংবদ্‌ভাব বাধিত হয়। তাহলে এখানে 'বিদিতাভক্তি' হওয়া উচিত ছিল। বামন এক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গ বিদিত শব্দ অর্থাৎ — বিদিতং ভক্তিঃ যস্য — এইরকম বিগ্রহ করে নপুংসক-পূর্বপদবহুব্রীহি করেছেন। ন্যাসকারের মতেও ভক্তি শব্দের বিশেষণে স্ত্রীত্বের কোন' উপকারত্বের প্রশ্ন না থাকায় অস্ত্রীলিঙ্গ পদের প্রয়োগে এধরনের পুংবদ্ ভাব সিদ্ধ হবে। ভোজরাজ আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ভক্তি শব্দ — ভজ্ + ক্তিন্ কর্মণি, অথবা ভাবে — দুভাবেই হতে পারে। প্রিয়াদিগণের ভক্তি শব্দে কর্মণি ক্তিন্। ভাবে ক্তিন্ এ ভক্তিশব্দের প্রয়োগে পুংবদ্ভাবের কোন' নিষেধ নেই। [৬] মহর্ষেঃ — শেষে অথবা সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী। [৭] সাধয়ামঃ — গমন-অর্থে প্রযুক্ত। সাধ্ + ণিচ্ + লোট্ মস্। 'প্রায়েণ ণ্যন্তকঃ সাধির্গমেরর্থে প্রযুজ্যতে' — (সি.কৌ) ;

[৮] আভোগঃ — মুখ্য অর্থ — পরিপূর্ণতা। 'আভোগঃ পরিপূর্ণতা' — অমর। পরে 'যা পরিপূর্ণতা দেয়', 'প্রান্তভাগ' ইত্যাদি গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। আ — ভুজ্ + ঘঞ্ ভাবে। [৯] নীবারাঃ — কৃষকের প্রযত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ম্ উৎপন্ন ধান্য। নি— বৃ + ঘঞ্ কর্মণি। 'উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্' ইতি উপসর্গের দীর্ঘত্ব। [১০] শুভগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাঃ — শুকাঃ গর্ভে যেষাং তে শুকগর্ভাঃ (বহুব্রী) ; 'গড্বাদিভ্যঃ সপ্তমী পরা' ইতি সপ্তম্যন্তের পরনিপাত। তাদৃশাঃ কোটরাঃ (কর্ম্মধারয়) ; তেষাং মুখানি (ষষ্ঠী তৎ) ; তেভ্যো ভ্রষ্টাঃ (সহসুপা)। [১১] ঈঙ্গুদীফলভিদঃ — ইঙ্গুদ্যাঃ ফলানি ঈঙ্গুদীফলানি। ইঙ্গুদীফল + ভিদ্ + ক্বিপ্ তাচ্ছীল্যে কর্তরি। ইঙ্গুদীফল থেকে তেল বের করে ব্যবহার করা হত। 'তাপসতরু', 'পুত্রঞ্জীব', 'জীবপুত্রক' ইত্যাদি বিভিন্ন নাম আছে। [১২] তোয়াধারপথাঃ — তোয়ানাম্ আধারাঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) ; তেষাং পন্থানঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; 'ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে' সূত্রে সমাসান্ত অ-প্রত্যয়। [১৩] বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ — বল্কলানাং শিখা (ষষ্ঠী তৎ) ; তাসাং নিস্যন্দঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) ; তস্য রেখাঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) ; তাভিঃ অঙ্কিতাঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। নি স্যন্দ্ + ঘঞ্ ভাবে। বিকল্পে — নিষ্যন্দ। সূত্র — 'অনুবিপর্যভিনিভ্যঃ স্যন্দতেরপ্রাণিষু'। [১৪] স্বভাবোক্তি, কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। সেইসঙ্গে বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস। [১৫] শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—ইদানীমেব...সোমতীর্থং গতঃ — এই অংশকেও কেউ কেউ এই নাটকের বীজ বলেছেন। দ্রঃ রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' (১ অঙ্কের ৫ নং অংশ)।

কুলপতি কণ্ব আশ্রম থাকলে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার নির্বিঘ্ন প্রেমে বাধা ঘটবে। তাই কণ্বও আশ্রমে নেই। আবার কণ্বের না থাকার সুযোগ নিয়ে রাক্ষসরা ঋষিদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। সুতরাং রাজা দুষ্যন্তকেই আশ্রম প্রহরায় আরো কিছুদিন থাকতে হয়। আশ্রমে থাকার আর কোন' ছুতোই যখন খুঁজে পাচ্ছিলেন না — তখন এই কাজই দুষ্যন্তের কাছে আশীর্বাদ হ'ল। নাট্যকারের কি নিঁখুত পরিকল্পনা!

ভাগ্যের পরিহাস আর কাকে বলে! কণ্ব গেলেন শকুন্তলার দুর্দৈব শান্ত করতে। আশ্রমে উপস্থিত স্বয়ং দুর্দৈব রাজা। শান্ত আশ্রমে শৃঙ্গারসম্ভোগের উন্মাদনা! শকুন্তলাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন অতিথিসৎকারের। সেটাতেই শকুন্তলা উদাসীন রইলেন।

এই শ্লোকের অব্যবহিত পরেই বঙ্গীয় সংস্করণে 'অপিচ — কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা / ভিন্নো রাগঃ কিসলয়রুচামাজ্যধূমোদ্‌গমেন। এতে চার্বাগুপবনভুবি ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং / নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি ॥' এইরকম অতিরিক্ত পাঠ আছে।

'চণ্ডকৌশিক' নাটকেও রাজা হরিশ্চন্দ্র বরাহের অনুসরণ করতে করতে আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ চিহ্ন দেখে তিনি যে তপোবনের উপকণ্ঠে পৌঁছেছেন তা নিশ্চিত অনুমান করেন। তুঃ 'আমূলং কচিদুদ্ধৃতা কচিদপি ছিন্না—', 'নীপস্কন্ধে কুহরিণি শুকাঃ স্বাগতং ব্যাহরন্তি / ঘ্রাণগ্রাহী হরতি হৃদয়ং হব্যগন্ধঃ সমীরঃ'। ইত্যাদি। (দ্বিতীয় অঙ্ক)।

[১.১৪]

সূতঃ — সর্বমুপপন্নম্।

রাজা — (স্তোকমন্তরং গত্বা) তপোবননিবাসিনামুপরোধো মা ভূৎ। এতাবত্যেব রথং স্থাপয়, যাবদবতরামি।

সূতঃ — ধৃতাঃ প্রগ্রহাঃ। অবতরত্বায়ুষ্মান্।

রাজা — (অবতীর্য) সূত, বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্ গৃহ্যতাম্। (ইতি সূতস্যাভরণানি ধনুশ্চোপনীয়ার্পয়তি) সূত, যাবদাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্যাহমুপাবর্তে তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাং বাজিনঃ।

সূতঃ — তথা। (নিষ্ক্রান্তঃ)।

রাজা — (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রমদ্বারম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য ; নিমিত্তং সূচয়ন্)।

> শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
> অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥ ১৫ ॥

বিসন্ধি—সর্বম্ + উপপন্নম্। স্তোকম্ + অন্তরম্। তপোবননিবাসিনাম্ + উপরোধঃ। এতাবতি + এব। যাবৎ + অবতরামি। অবতরতু + আয়ুষ্মান্। সূতস্য + আভরণানি। ধনুঃ + চ + উপনীয় + অর্পয়তি। যাবৎ + আশ্রমবাসিনঃ। প্রত্যবেক্ষ্য + অহম্ + উপাবর্তে। তাবৎ + আর্দ্রপৃষ্ঠাঃ। পরিক্রম্য + অবলোক্য। ইদম্ + আশ্রমদ্বারম্। শান্তম্ + ইদম্ + আশ্রমপদম্। ফলম্ + ইহ + অস্য।

অন্বয়—ইদম্ আশ্রমপদং শান্তম্, বাহুঃ চ স্ফুরতি ; ইহ অস্য ফলং কুতঃ? অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি সর্বত্র ভবন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সূতঃ — সর্বম্ উপপন্নম্ (সবই যথার্থ)। রাজা — [স্তোকম্ অন্তরং গত্বা — অল্পদূরে গিয়ে] তপোবননিবাসিনাম্ (তপোবনবাসীদের) উপরোধঃ (বিঘ্ন, ক্লেশ) মা ভূৎ (যেন না হয়)। এতাবতি এব (এখানেই) রথং স্থাপয় (রথ রাখ), যাবৎ অবতরামি (আমি নামি)। সূতঃ— প্রগ্রহাঃ ধৃতাঃ (রাশ ধরা হয়েছে, অর্থাৎ আমি লাগাম টেনে রেখেছি), আয়ুষ্মান্ অবতরতু (আপনি নামুন)। রাজা — [অবতীর্য— নেমে] সূত, তপোবনানি (তপোবনে) বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি নাম (বিনীতবেশে অর্থাৎ সাদাসিধে ভাবে প্রবেশ করা উচিত)। ইদং তাবৎ গৃহ্যতাম্ (তুমি এগুলি রাখ)। [সূতস্য আভরণানি ধনুঃ চ উপনীয় অর্পয়তি — সারথিকে অলঙ্কার এবং ধনু এনে দিলেন, অর্থাৎ সারথির দিকে এগিয়ে তার হাতে দিলেন।] আশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্য (আশ্রমবাসীদের দেখে) যাবৎ অহম্ উপাবর্তে (যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি) তাবৎ (ততক্ষণ) বাজিনঃ (ঘোড়াগুলির) আর্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাম্ (পিঠে জল দাও)। সূতঃ — তথা (যা আদেশ। ঠিক আছে — তাই করছি)। [নিষ্ক্রান্তঃ —

বেরিয়ে গেলেন] রাজা — [পরিক্রম্য অবলোক্য চ — একটু এগিয়ে এবং চারিদিক তাকিয়ে] ইদম্ আশ্রমদ্বারম্ (এই আশ্রমে প্রবেশ করার পথ)। যাবৎ প্রবিশামি (প্রবেশ করি)। [প্রবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্ — প্রবেশ ক'রে শুভ-লক্ষণ অনুভব ক'রে] ইদম্ আশ্রমপদং (এই আশ্রম) শান্তম্ (শম-গুণের জায়গা) বাহুঃ চ স্ফুরতি (এদিকে আবার, পরিণয়ের সূচনা করে এমন বাহুতে স্পন্দন অনুভব হচ্ছে) ; ইহ (এখানে) অস্য ফলং (এর অর্থাৎ এই বাহুস্পন্দন যা ভাবী পরিণয়ের সূচনা ক'রে তার, ফল) কুতঃ (কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে)? অথবা, ভবিতব্যানাং (অথবা ভবিতব্যের) দ্বারাণি সর্বত্র ভবন্তি (দরজা সর্বত্রই খোলা)।

বঙ্গানুবাদ—সূত — (আপনি যা বলেছেন) তার সবটাই যথার্থ।

রাজা — (কিছু দূরে গিয়ে) তপোবনবাসীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় (সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত)। (সারথি)! এখানেই রথ রাখ, আমি নামি।

সূত — আমি রাশ টেনে ধরেছি, আপনি নামুন।

রাজা — (নেমে) সারথি, বিনীতবেশেই আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত। (সুতরাং) এগুলি তোমার কাছে থাক। (অলঙ্কার, ধনু প্রভৃতি সারথিকে দিলেন।) সারথি, আমি আশ্রম-বাসীদের দেখে যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি ঘোড়াগুলির পিঠ জল দিয়ে ভেজাও।

সূত — যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা — (সামান্য এগিয়ে এবং চারদিকে তাকিয়ে) এই আশ্রমে প্রবেশের দ্বার (অর্থাৎ পথ)। যাই, প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে এবং বাহুতে স্পন্দনের দ্বারা ভাবী পরিণয়ের সূচনা অনুমান ক'রে) —

এই আশ্রম হচ্ছে শম-গুণের জায়গা, অথচ আমার বাহুতে স্পন্দন অনুভব করছি। এখানে এই বাহুস্পন্দনের (ভাবী পরিণয়রূপ) ফলের সম্ভাবনা কোথায়? অথবা যা ভবিতব্য, তা যে কোন' জায়গাতেই ঘটতে পারে।

রাঘবভট্ট—স্তোকমল্পমন্তরং গত্বা। অবতীর্যোপনীয় প্রবিশ্যেত্যাদীনাং কবিবাক্যত্বাল্ল্যবন্তানাম্ 'রাজা বদতি' ইত্যাদ্যভ্যূহিতকবিবাক্যস্থক্রিয়য়া সংবন্ধঃ। এমমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্। বিনীতেত্যাদিনা নীতিনামা নাট্যালংকার উক্তঃ। তল্লক্ষণম্ — 'নীতিঃ শাস্ত্রেণ বর্তনম্' ইতি। 'ইতি সূতস্য' ইতি কবিবাক্যম্। আর্দ্রপৃষ্ঠা ইত্যনেন তেষাং শ্রমাপনোদ উক্তঃ। নিমিত্তং সূচয়ন্নিতি দক্ষিণবাহুস্ফুরণং সূচয়িত্বা। অঙ্গস্ফুরণেনেত্যর্থঃ। 'নিমিত্তং হেতুলক্ষ্মণোঃ' ইত্যমরঃ। শান্তমিতি। ইদং পরিদৃশ্যমানমাশ্রমপদমাশ্রমস্থানম্। তাৎস্থ্যাৎ তন্নিবাসিজনাঃ। শান্তং শান্তাঃ শমপ্রধানাঃ। নিরীহা ইত্যর্থঃ। অত্যন্তনিরীহত্বং দ্যোতয়িতুমচেতনস্য কর্তৃত্বং কৃতম্। ইহাশ্রমপদেঽস্য বাহুস্ফুরণস্য ফলং মহার্হবস্তুপ্রাপ্ত্যাদি কুতঃ? সাকাঙ্ক্ষেভ্যো বিশ্বামিত্র-প্রভৃতিভ্যঃ সংভবত্যপি। ইহ তু সুতরামসংভাবনীয়মিত্যর্থঃ। অথবেত্যাক্ষেপে। ভবিতব্যানামবশ্যভাব্যানাং দ্বারাণ্যুপায়াঃ সর্বত্র ভবন্তি। দ্বারং পুনর্নির্গমনেঽভ্যুপায়ে' ইতি বিশ্বঃ। অর্থান্তরন্যাসঃ। উক্তাক্ষেপালংকারঃ। প্রথমযতৌ বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ। উত্তরত্র শ্রুত্যনুপ্রাসঃ

অন্ত্যদলে ভবিভবেতি বিতন্বতীতি ছেকানুপ্রাসশ্চ। অনয়ার্যয়া পরিকর ইতি দ্বিতীয়মঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'যদুৎপন্নার্থবাহুল্যং জ্ঞেয়ঃ পরিকরস্তু সঃ' ইতি।

সুষমা—[১] তপোবননিবাসিনাম্ — তপঃসাধনং বনং তপোবনম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। তপোবন + নি + বস্ + ণিনি কর্তরি, তাচ্ছীল্যে ; ষষ্ঠী বহুবচন। কৃদ্যোগে কর্মণি ষষ্ঠী। [২] মা ভূৎ — 'মাঙি লুঙ্'-এই সূত্রে মাঙ্-যোগে ভবিষ্যৎ কালে লুঙ্। 'ন মাঙ্যোগে'-এই সূত্রে অডাগমনিষেধ। [৩] সূতস্য — সম্প্রদানত্বের অভাবে শেষে ষষ্ঠী। তুঃ রজকস্য বস্ত্রং দদাতি। [৪] উপনীয় — উপ-নী + ল্যপ্। [৫] নিমিত্তং সূচয়ন্ — দক্ষিণবাহুর স্পন্দন — অনুভব ক'রে। অদ্ভুতসাগরে আছে — "দক্ষিণপার্শ্ব-স্পন্দনমিষ্টং হৃদয়ং বিহায় পৃষ্ঠে চ...স্পন্দে ভুজস্য প্রিয়সঙ্গমায়।" [৬] শান্তম্ — শম্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মকর্তরি। বিকল্পে শমিতম্। [৭] অথবা — আক্ষেপে অর্থাৎ আগের কথাকে সংশোধন ক'রে বলার অর্থে প্রযুক্ত। [৮] সামান্য নিয়মের দ্বারা বিশেষ একটি ঘটনার সমর্থনের কারণে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। 'সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি...' (সা.দ)। তাছাড়া, শ্রুত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস। [৯] আর্যা ছন্দ।

[১.১৫]

(নেপথ্যে)

ইদো ইদো সহীও। (ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ।)

রাজা — (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপ ইব শ্রূয়তে। যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অয়ে, এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুমিত এবাভিবর্তন্তে। (নিপুণং নিরূপ্য) অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ ১৬ ॥

যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)

বিসন্ধি—বৃক্ষবাটিকাম্ + আলাপঃ। যাবৎ + অত্র। পরিক্রম্য + অবলোক্য। এতাঃ + তপস্বিকন্যকাঃ। সেচনঘটৈঃ + বালপাদপেভ্যঃ। দাতুম্ + ইতঃ। এব + অভিবর্তন্তে। মধুরম্ + আসাম্। বপুঃ + আশ্রমবাসিনঃ। গুণৈঃ + উদ্যানলতাঃ। যাবৎ + ইমাম্। ছায়াম্ + আশ্রিত্য।

অন্বয়—ইদং শুদ্ধান্তদুর্লভং বপুঃ যদি আশ্রমবাসিনঃ জনস্য (স্যাৎ, তর্হি) উদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ গুণৈঃ দূরীকৃতাঃ খলু।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে — অন্তরালে] ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ (সখি! এদিকে এদিকে।) রাজা — [কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে] অয়ে (তাইতো! আরে!) দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাম্ (বাগানের দক্ষিণদিকে) আলাপ ইব শ্রূয়তে (যেন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে)। যাবৎ অত্র গচ্ছামি (তাহলে এদিকেই যাই)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ — একটু এগিয়ে, তাকিয়ে] অয়ে (তাইতো! আরে!) এতাঃ তপস্বিকন্যকাঃ (এই ঋষিকন্যারা) স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈঃ (নিজের নিজের শক্তি অনুসারে জলের কলসী দিয়ে) বালপাদপেভ্যঃ (ছোট ছোট গাছে) পয়ো দাতুম্ (জল দিতে) ইতঃ এব অভিবর্তন্তে (এইদিকেই আসছে)। [নিপুণং নিরূপ্য — ভালোভাবে লক্ষ্য করে] অহো, মধুরম্ আসাম্ দর্শনম্ (আহা, এদের দেখতে কি সুন্দর)। ইদং শুদ্ধান্তদুর্লভং বপুঃ (রাজবাড়ীতেও দুর্লভ এই শরীর-লাবণ্য) যদি আশ্রমবাসিনঃ জনস্য (স্যাৎ) (যদি আশ্রমবাসীর হয়) (তর্হি) (তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে) উদ্যানলতাঃ (বাগানে সযত্নে প্রতিপালিত লতা) বনলতাভিঃ (অযত্নে বর্দ্ধিত বনের লতার কাছে) গুণৈঃ দূরীকৃতাঃ খলু (গুণে হেরে গেছে)। যাবৎ ইমাং ছায়াম্ আশ্রিত্য (যাই হোক্, এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে) প্রতিপালয়ামি (অপেক্ষা করি) [ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ — দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন]।

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) সখি, এদিকে এদিকে।

রাজা — (কান পেতে) তাইতো, বাগানের দক্ষিণদিকে যেন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তাহলে এদিকেই যাই। (একটু এগিয়ে এবং চারদিক তাকিয়ে) আরে, এই ঋষিকন্যারা নিজের নিজের সাধ্যমতো জলের কলসী নিয়ে ছোট ছোট গাছে দল দিতে এদিকেই আসছে। (ভালোভাবে নজর করে) আহা, এদের দেখতে কি সুন্দর!

রাজবাড়ীতেও দুর্লভ এই শরীর-লাবণ্য যদি আশ্রমবাসীর হয় (তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে) উদ্যানের (সযত্নে লালিত) লতা (আজ) বনের (অযত্নে বর্ধিত) লতার কাছে সৌন্দর্য্যে পরাভূত হয়েছে।

যাই হোক, এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি। (দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)।

রাঘবভট্ট—ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ। 'নায়িকানাং সখীনাং চ সৌরসেনী প্রকীর্তিতা' ইতি ভরতোক্তেরাসাং পাঠ্যা সৌরসেনীভাষা। 'সহীও' ইত্যত্র প্রথমম্ 'দ্বিবচনস্য বহুবচনম্' ইতি সূত্রে ঔকারস্য জসি জাতে 'জশ্‌শসোঃ' ইত্যনুবর্তমানে 'স্ত্রিয়ামুদোতৌ বা' ইতি জস ওকারঃ। 'হঃ' ইত্যনুবর্তমানে 'খঘথধভাম্' ইতি খস্য হঃ। ক্বচিৎ 'সহা' ইতি পাঠঃ। স তু বিকল্পপক্ষে জসো লোপে জ্ঞেয়ঃ। দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামিতি 'এনপা দ্বিতীয়া' ইতি দ্বিতীয়া। স্বপ্রমাণানুরূপৈরিতি স্বশব্দেন প্রমাণপদসাহচর্যাৎ সামর্থ্যং লক্ষ্যতে। তস্য প্রমাণং মানং তদনুরূপৈঃ। স্বশক্তিযোগ্যৈরিত্যর্থঃ। 'প্রমাণং মানশাস্ত্রয়োঃ' ইতি ধরণিঃ। নিরূপ্য দৃষ্ট্বা। অহো ইতি বিস্ময়ে। সৌন্দর্যাতিশয়দর্শনেন বিস্ময়ঃ। দৃশ্যতে যৎ তদ্দর্শনং স্বরূপম্। 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' ইতি ল্যুট্। মধুরং প্রিয়ম্। হৃদয়ংগমমিতি যাবৎ। 'মধুরং

রসবৎস্বাদুপ্রিয়েষু' ইতি বিশ্বঃ। শুদ্ধান্তেতি। আশ্রমে বস্তুং শীলং যস্য। শীলার্থেন ণিনিপ্রত্যয়েন তাদৃগ্‌রূপাসংভবো দ্যোত্যতে। জনস্য সামান্যজনস্য। 'লোকে জগদ্‌জনে' ইতি হৈমঃ। শুদ্ধান্তো রাজস্ত্রিয়ঃ। তাৎস্থ্যাদিতি ক্ষীরস্বামী। তাসাং দুর্লভম্। ইদং প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃশ্যমানং জগৎত্রয়ৈকমোহনং বপুর্যদীতি বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যস্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। তদা বনলতাভিগুর্ণৈঃ সৌগন্ধ্যাদিভিরুদ্যানলতা দূরীকৃতাঃ। তিরস্কৃতা ইত্যর্থঃ। উদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্যত্বাদত্র কথিতপদদোষাভাবঃ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ নিদর্শনালংকারশ্চ। ন দৃষ্টান্তঃ। নিরপেক্ষয়োর্বাক্যয়োর্বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবে দৃষ্টান্তস্যোক্তেঃ। রাজানকমম্মটস্তত্র প্রতিবস্তূপমামাহ। তন্ন চতুরস্রম্ যতঃ শুদ্ধান্তদুর্লভত্বং বনলতাভিগুর্ণৈর্দূরীকরণত্বং চৈকং তত্ত্বম্। যদীত্যনেন বাক্যদ্বয়নিরাসাচ্চ। 'সামান্যস্য বাক্যদ্বয়ে পৃথঙ্‌নির্দেশে প্রতিবস্তূপমা' ইতি তল্লক্ষণম্। উদাহরণং চ — 'চকোর্যএব চতুরাশ্চন্দ্রিকাপানকর্মণি। আবন্ত্য এব নিপুণাঃ সুদৃশো রতনর্মণি' ইতি। যত্ত্বেতৎসমর্থনার্থমাধুনিকেন কেনচিদুক্তম্ — 'বাক্যার্থবশাৎ সাধারণধর্মস্যোভয়সংবন্ধাবগতিঃ' ইতি, তদপি ন সমীচীনম্। যতো বাক্যার্থেন সাম্যমাত্রং প্রতীয়তে। তচ্চ বস্তুপ্রতিবস্তুরূপেণ চেৎ স্যাৎ প্রতিবস্তূপমা। বিম্বপ্রতিবিম্বভাবেন তস্যাস্মাভিরেবাঙ্গীক্রিয়মাণত্বাদিত্যলং পূর্বৈঃ সহ বিবাদেন। প্রতিপালয়ামি প্রতীক্ষে।

সুষমা—[১] ইদো ইদো সহীও — শৌরসেনী প্রাকৃত। ভরতের বিধান অনুসারে নায়িকা এবং সখীরা এই ভাষাই ব্যবহার করবে। 'নায়িকানাং সখীনাং চ সৌরসেনী প্রকীর্তিতা'। [২] দক্ষিণেন — দক্ষিণ + এনপ্, সপ্তমীর অর্থে। [৩] বৃক্ষবাটিকাম্ — 'এনপা দ্বিতীয়া চ' সূত্রে দ্বিতীয়া। সূত্রটির যোগবিভাগের দ্বারা বিকল্পে ষষ্ঠীও হয়। [৪] স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ — স্বস্য প্রমাণম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; তস্য অনুরূপঃ (ষষ্ঠী তৎ) তৈঃ। [৫] সেচনঘটৈঃ — সেচনার্থঃ ঘটঃ সেচনঘটঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী বা উত্তরপদলোপী কর্মধা) তৈঃ। ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। [৬] দর্শনম্ — দৃশ্ + ল্যুট্ কর্মণি। [৭] শুদ্ধান্তদুর্লভম্ — শুদ্ধঃ অন্তঃ যস্য সঃ (বহুব্রী) ; তত্র দুর্লভম্ (সুপ্‌সুপা)। [৮] ইদং বপুঃ — জাতৌ একবচন। শুধু শকুন্তলার কথা নয় — তিনজনেরই দেহ-লাবণ্যের কথা বলা হচ্ছে। [৯] দূরীকৃতাঃ — দূর + অভূততদ্ভাবে চ্বি + কৃ + ক্ত, (স্ত্রী)। [১০] গুণৈঃ — হেতৌ তৃতীয়া। [১১] নিদর্শনা অলঙ্কার। "সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধো অসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ। যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥" (সা.দ)। ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১২] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—দুষ্যন্ত ভাবছেন — দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনের ফল এখানে কিভাবে সম্ভব হতে পারে। আশ্রম শম-গুণের আধার। বরস্ত্রী প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? এমন সময়েই নেপথ্যে — 'এইদিকে, এইদিকে' যেন দর্শকদের সচেতন করে দিচ্ছে নাটকীয় বস্তু এবার কোন্ পথে চলবে। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার প্রয়োগে কালিদাস অতুলনীয়।

[১.১৬]

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

শকুন্তলা — ইদো ইদো সহীও। (ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ)।

অনসূয়া — হলা সউন্দলে, তুবত্তো বি তাদকস্সবস্স অস্সমরুক্খআ পিঅদরেত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআকুসুমপেলবা বি তুমং এদাণং আলবালপূরণে ণিউত্তা। (হলা শকুন্তলে, ত্বত্তঃ অপি তাতকাশ্যপস্য আশ্রমবৃক্ষকাঃ প্রিয়তরেতি তর্কয়ামি যেন নবমালিকাকুসুমপেলবা অপি ত্বম্ এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা।)

শকুন্তলা — ণ কেঅলং তাদণিওও এব্ব, অত্থি মে সোদরসিণেহো বি এদেসু। (ন কেবলং তাতনিয়োগ এব অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু।)

(নাট্যেন সিঞ্চতি)

রাজা — কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা? অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য ইমামাশ্রমধর্মে নিযুঙ্ক্তে।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥ ১৭॥

ভবতু, পাদপান্তরিত এব এনাং বিস্রব্ধং পশ্যামি। (তথা করোতি)।

বিসন্ধি—প্রিয়তরা + ইতি। কথম্ + ইয়ম্। ইমাম্ + আশ্রমধর্মে। কিল + অব্যাজমনোহরম্। বপুঃ + তপঃক্ষমম্। ছেত্তুম্ + ঋষিঃ + ব্যবস্যতি।

অন্বয়—যঃ ঋষিঃ অব্যাজমনোহরম্ ইদং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি সঃ কিল ধ্রুবং নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ যথোক্তব্যাপারা শকুন্তলা সখীভ্যাং সহ প্রবিশতি — তারপর গাছে জল দিচ্ছে এমন শকুন্তলার দুই সখীর সঙ্গে প্রবেশ] শকুন্তলা — ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ (সখী! এদিকে, এদিকে)। অনসূয়া — হলা শকুন্তলে (ওগো শকুন্তলা), তাতকাশ্যপস্য (পিতা কাশ্যপের অর্থাৎ কণ্বের) ত্বত্তঃ অপি (তোমার চাইতেও) আশ্রমবৃক্ষকাঃ (আশ্রমের গাছগুলি) প্রিয়তরাঃ (বেশী প্রিয়) ইতি তর্কয়ামি (এইরকম মনে হচ্ছে), যেন (কেননা) নবমালিকাকুসুমপেলবা অপি ত্বম্ (নবমল্লিকা ফুলের মত কোমল তোমাকেও) এতেষাম্ (এই গাছগুলির) আলবালপূরণে নিযুক্তা (আলে জল দেওয়ার কাজে লাগিয়েছেন)। শকুন্তলা — ন কেবলং তাতনিয়োগঃ এব (পিতা কণ্ব

কাজে লাগিয়েছেন বলেই জল দিচ্ছি এমন ভাবছ কেন), মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু (এগুলির প্রতি সহোদরের স্নেহও অনুভব করি — তাও কারণ বটে)। [নাট্যেন সিঞ্চতি — জল দেওয়ার অভিনয়]। রাজা — কথম্ ইয়ং সা কণ্বদুহিতা? (এই কি সেই কণ্বের কন্যা)? তত্রভবান্ কাশ্যপঃ অসাধুদর্শী খলু (পূজনীয় কণ্ব অবশ্যই অবিবেচক, কেননা) যঃ ইমাম্ আশ্রমধর্মে বিনিযুঙ্ক্তে (যিনি, এখানে তিনি একে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করেছেন)। যঃ ঋষিঃ (যেই ঋষি) অব্যাজমনোহরম্ ইদং বপুঃ (স্বভাবসুন্দর এই শরীরকে) তপঃক্ষমং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি (তপস্যার যোগ্য করার বাসনা পোষণ করেন) সঃ কিল ধ্রুবং (তিনি নিতান্তই) নীলোৎপলপত্রধারয়া (নীল পদ্মের পাতার ধার দিয়ে) শমীলতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি (কঠিন শমীগাছের ডাল কাটতে চাইছেন)। ভবতু (যাই হোক), পাদপান্তরিত এব (গাছের আড়ালে থেকেই) বিস্রব্ধম্ এনাং পশ্যামি (স্বাভাবিক অবস্থায় একে দেখি)। [তথা করোতি — তাই করতে লাগলেন, অর্থাৎ দেখতে লাগলেন]।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর গাছে জল দিচ্ছে এমন শকুন্তলার দুই সখীর সঙ্গে প্রবেশ)

শকুন্তলা — সখী! এদিকে, এদিকে।

অনসূয়া — ওগো শকুন্তলা, পিতা কাশ্যপের (কণ্বের) কাছে তোমার চাইতেও আশ্রমের গাছগুলি বেশী প্রিয় এইরকম মনে হচ্ছে। কারণ, নবমল্লিকা ফুলের মত কোমল তোমাকেও তিনি এই গাছগুলির আলে জল দেওয়ার কাজে লাগিয়েছেন।

শকুন্তলা — পিতা কণ্ব কাজে লাগিয়েছেন বলেই করছি এমন ভাবছ' কেন? এই গাছগুলির প্রতি আমি সহোদরের স্নেহও অনুভব করি (— তাও কারণ বটে)। [জল দেওয়ার অভিনয়]।

রাজা — এই কি সেই কণ্বের কন্যা? পূজনীয় কণ্ব অবশ্যই অবিবেচক, কেননা তিনি একে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

যেই ঋষি স্বভাবসুন্দর এই শরীরকে (অর্থাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্যময়ীকে) তপস্যার যোগ্য করার বাসনা পোষণ করেন তিনি নিতান্তই নীল পদ্মের পাতার ধার দিয়ে (কঠিন) শমীগাছের শাখাকে কাটতে চাইছেন (বলে আমি মনে করছি)।

যাইহোক, গাছের আড়ালে থেকেই স্বাভাবিক অবস্থায় একে দেখি। [তাই করতে লাগলেন, অর্থাৎ দেখতে থাকলেন]।

রাঘবভট্ট—যথোক্তব্যাপারেতি। বৃক্ষসেচনব্যাপারবতীত্যর্থঃ। 'সমানাভিস্তথা সখ্যো হলা ভাষ্যাঃ পরস্পরম্' ইতি ভরতোক্তের্হলেতি প্রয়োগঃ। হলা শকুন্তলে, ত্বত্তোঽপি

তাতকাশ্যপস্যাশ্রমবৃক্ষকাঃ প্রিয়তরা ইতি তর্কয়ামি। কোঽপ্যার্থে। যেন নবমালিকা-কুসুমপেলবা কোমলা ত্বমপ্যেতেষামালবালপূরণে নিযুক্তা। 'সপ্তলা নবমালিকা' ইত্যমরঃ। ত্বমপীত্যপিৰ্ভিন্নক্রমঃ পেলবাপীতি যোজ্যঃ। 'পেলবং কোমলে তনৌ' ইতি শাশ্বতঃ। আলবালং বৃক্ষমূলস্থিতিস্থানম্। 'আলবালং বিদুর্ধারাধারণং দ্রবতোঽম্ভসঃ' ইতি। ন কেবলং তাতনিয়োগ এব। অস্তি মে সোদরস্নেহ এতেষু। তাতনিয়োগঃ পিত্রাজ্ঞা। সোদরস্নেহো ভ্রাতৃস্নেহঃ। বৃক্ষসেচনং রূপয়তি। অভিনয়তীত্যর্থঃ। তত্রাভিনয়ঃ — নলিনীপদ্মকোশৌ কৃত্বা স্কন্ধপ্রদেশং নীত্বাবধৃতেন শিরসা মনাঙ্নামিতয়া দেহযষ্ট্যা চ সহাধোমুখৌ অবনীতাবিতি। তল্লক্ষণং তু — 'অশ্লিষ্টস্বস্তিকৌ সন্তৌ শুকতুণ্ডাবধোমুখৌ। মিথঃ পরাঙ্মুখৌ কৃত্বা যৌ কৃতৌ পদ্মকোশকৌ' ॥ নলিনীপদ্মকোশৌ তৌ' ইতি। 'যদধঃ সকৃদানীতমবনীতং তদুচ্যতে' ইতি। সেতি পূর্বং যা ঋষিভিরুক্তা। ইদমিতি। কিলেত্যরুচৌ। 'কিল সংভাব্যবার্তয়োঃ। হেত্বরুচ্যোরলীকে চ' ইতি হৈমঃ। য ইদং পুরো দৃশ্যমানমনুপমমব্যাজমনোহরং স্বভাবসুন্দরং বপুস্তপঃক্ষমং তপঃসমর্থং সাধয়িতুং কর্তুমিচ্ছতি। ধ্রুবং নিশ্চিতম্। স ঋষির্নীলোৎপলপত্রধারা পার্শ্বদেশঃ। লক্ষণয়া তৈক্ষ্ণসাম্যাচ্ছিদিক্রিয়াযোগ্যত্বং ফলম্। তয়া সমিল্লতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি প্রযততে। ক্বচিৎ 'শমীলতাম্' ইতি পাঠঃ। তস্যা অতিকাঠিন্যেনোপমেয়েঽত্যন্তাসংভাবনীয়ত্বং ব্যজ্যতে। অত্র পূর্বার্ধে বিষমস্যৈকো ভেদো ব্যঙ্গ্যঃ — 'ক্বচিদ্যদতিবৈধর্ম্যান্ন শ্লেষো ঘটনামিয়াৎ' ইত্যুক্তেঃ। সমস্তবাক্যে নিদর্শনা। 'অভবদ্বস্তুসংবন্ধ উপমাপরিকল্পকঃ। নিদর্শনা' ইত্যুক্তেঃ। শ্রুত্যনুপ্রাসবৃত্ত্যনুপ্রাসয়োরেকবাচকানুপ্রবেশরূপঃ সংকরঃ। সমিল্লতামিতি রূপকোপমযোঃ সংদেহসংকরঃ। সাধকবাধকপ্রমাণাভাবাৎ। ছেদস্য ন সমর্থকত্বমুভয়োঃ সাধারণ্যাৎ। ধ্রুবমিত্যুৎপ্রেক্ষা। বাচকত্ব ইতি শব্দাধ্যাহারাপত্তেঃ। বংশস্থং বৃত্তম্। অনেনাভিপ্রায়রূপং ভূষণমুপন্যস্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'অভিপ্রায়স্তু সাদৃশ্যাদভূতার্থপ্রকল্পনা' ইতি। পাদপান্তর্হিতো বৃক্ষান্তর্হিতঃ। বিস্রব্ধং বিশ্বাসযুক্তম্। 'সমৌ বিস্রম্ভবিশ্বাসৌ' ইত্যমরঃ।

সুষমা—[১] যথোক্তব্যাপারা — উক্তম্ অনতিক্রম্য যথোক্তম্ (অব্যয়ীভাব)। যথোক্ত + অচ্ মত্বর্থে = যথোক্তঃ। যথোক্তঃ ব্যাপারঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [২] অসাধুদর্শী — ন সাধু অসাধু (নঞ্তৎ) ; অসাধু + দৃশ্ + ণিনি কর্তরি, তাচ্ছীল্যে। [৩] অব্যাজমনোহরম্ — বি-অজ্ + ঘঞ্ করণে = ব্যাজঃ। অবিদ্যমানঃ ব্যাজঃ অস্মিন্ অব্যাজম্ (বহুব্রী) ; তচ্চ তৎ মনোহরঞ্চ (কর্মধা)। [৪] তপঃক্ষমম্ — তপসঃ ক্ষমম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; ক্ষমতে ইতি ক্ষমম্। 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্য—' অচ্ প্রত্যয়। [৫] সাধয়িতুম্ — সাধ্ + ণিচ্ + তুমুন্। [৬] নীলোৎপল-পত্রধারয়া — নীলম্ উৎপলম্ (কর্মধা), তস্য পত্রম্ (ষষ্ঠী তৎ) তস্য ধারা (ষষ্ঠীতৎ), তয়া। করণে তৃতীয়া। নীলোৎপল এক বিশেষ ধরণের উৎপল — এইরকম অর্থে অবিগ্রহ নিত্য-

সমাসও ধরা চলে। তুঃ কৃষ্ণসর্পঃ। [৭] শমীলতাম্ — এখানে 'লতা' = শাখা। কোন' কোন' সংস্করণে 'সমিল্লতাম্' এই পাঠ আছে। [৮] ব্যবস্যতি — বি + অব — সো + লট্ + তি [৯] নিদর্শনা অলঙ্কার। কোমল নীলোৎপলপত্রধারায় শমীশাখাচ্ছেদন যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি সুকোমল শকুন্তলার দেহে জলসেচনের মত কঠিন কাজ করা অসম্ভব — এইভাবে বিম্বানুবিম্বভাব। "সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধো অসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ। যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা" (সা. দ.)। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারেরও সদ্ভাব লক্ষ্য করা যায়। "ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।" (সা. দ.)। শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১০] বংশস্থবিল ছন্দ। 'বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ'।

অধ্যাপনা—শকুন্তলা নগর-সভ্যতার কৃত্রিমতা থেকে বহুদূরে আশ্রমে আবাল্য প্রতিপালিত হয়েছে। হাবে-ভাবে, ভূষণে-প্রসাধনে — সরলতার, বিশ্বস্ততার, স্বাভাবিকতার মূর্ত বিগ্রহ শকুন্তলা। কটকে-কেয়ূরে, রত্নাভরণে, মদিরকটাক্ষে শকুন্তলা উপস্থিত হয়নি। নাগরিক কৃত্রিমতার সঙ্গে সর্বদা পরিচিত দুষ্যন্ত 'আরণ্যক' শকুন্তলার অকপট স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে আজ বিমুগ্ধ। তুঃ 'আহার্যশোভারহিতৈরমায়ৈরৈক্ষিষ্ট' (ভট্টি-২য় সর্গ)।

শকুন্তলার সঙ্গে তুলনা করা হ'ল নীলোৎপলের। এ ফুল ফোটে রাতে — চাঁদের আলোয়; এত কোমল যে তা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। কোমলতার উপমা হিসাবে এ ফুল কবিদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত।

[১.১৭]

শকুন্তলা — সহি অণসূএ, অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদ ম্হি। সিঢিলেহি দাব ণং। (সখি অনসূয়ে, অতিপিনদ্ধেন বল্কলেন প্রিয়ংবদয়া নিয়ন্ত্রিতা অস্মি। শিথিলয় তাবৎ এতৎ।)

অনসূয়া — তহ। (তথা।) (ইতি শিথিলয়তি)

প্রিয়ংবদা — (সহাসম্) এত্থ পওহরবিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ। (অত্র পয়োধরবিস্তারয়িতৃ আত্মনঃ যৌবনম্ উপালভস্ব।)

রাজা — কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলং ন পুনরলংকারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ —

> সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
> মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
> ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
> কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥ ১৮ ॥

বিসন্ধি—কামম্ + অননুরূপম্ + অস্যাঃ। পুনঃ + অলংকারশ্রিয়ম্। সরসিজম্ + অনুবিদ্ধম্।

শৈবলেন + অপি। মলিনম্ + অপি। হিমাংশোঃ + লক্ষ্ম। ইয়ম্ + অধিকমনোজ্ঞা। বল্কলেন + অপি। কিম্ + ইব। ন + আকৃতীনাম্।

অন্বয়—সরসিজং শৈবলেন অনুবিদ্ধম্ অপি রম্যম্। লক্ষ্ম মলিনমপি হিমাংশোঃ লক্ষ্মীং তনোতি। ইয়ং তন্বী বল্কলেন অপি অধিকমনোজ্ঞা ; মধুরাণাম্ আকৃতীনাং কিম্ ইব মণ্ডনম্ ন হি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — সখি অনসূয়ে (সখী অনসূয়া), প্রিয়ংবদয়া (প্রিয়ংবদা) অতিপিনদ্ধেন বল্কলেন (বল্কল খুব শক্ত করে বেঁধে দেওয়ার জন্য) নিয়ন্ত্রিতা অস্মি (আমি স্বচ্ছন্দ হতে পারছি না)। এতৎ শিথিলয় তাবৎ (এটাকে একটু ঢিলে করে দাও)। অনসূয়া — তথা (তাই করছি) [ইতি শিথিলয়তি — বল্কল ঢিলে করে দিলেন]। প্রিয়ংবদা — [সহাসম্ — হেসে] অত্র (এ বিষয়ে) পয়োধরবিস্তারয়িতৃ (বুকের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, স্তনের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে যে) আত্মনঃ যৌবনম্ (নিজের যৌবন, তাকে) উপালভস্ব (তিরস্কার কর, অর্থাৎ ক্রমবর্দ্ধমান যৌবনই কারণ, আমি নয়)। রাজা — বল্কলং (বল্কল) অস্যাঃ বপুষঃ (এর অর্থাৎ শকুন্তলার শরীরের) অননুরূপম্ (যোগ্য নয়), ইতি কামম্ (এটা স্বীকার করতে হবে), পুনঃ (কিন্তু) অলংকারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি ইতি ন (অলংকারের সৌন্দর্য্য দিচ্ছে না এমন নয়, অর্থাৎ বল্কলও এর দেহে অলংকারের শোভা ছড়াচ্ছে)। কুতঃ (কেননা) সরসিজং (পদ্ম) শৈবলেন অনুবিদ্ধম্ অপি (শৈবাল বা শ্যাওলায় ঘেরা থাকলেও) রম্যম্ (সুন্দরই লাগে)। লক্ষ্ম (চাঁদের কলঙ্ক) মলিনম্ অপি (মলিন হলেও) হিমাংশোঃ (চাঁদের) লক্ষ্মীং তনোতি (সৌন্দর্য্য বাড়ায়)। ইয়ং তন্বী (এই তন্বী শকুন্তলাও) বল্কলেন অপি অধিকমনোজ্ঞা (বল্কল পরে থাকলেও বেশী সুন্দর মনে হচ্ছে)। মধুরাণাম্ আকৃতীনাম্ (যাদের চেহারা সুন্দর) কিম্ ইব মণ্ডনং ন হি (কোনটা তাদের অলংকার নয়? অর্থাৎ সবই তাদের অলংকার)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — সখি অনসূয়া, প্রিয়ংবদা বল্কল খুব শক্ত করে বাঁধায় আমি ঠিক স্বচ্ছন্দ হতে পারছি না। এটাকে একটু ঢিলে করে দাও।

অনসূয়া — দিচ্ছি। [ঢিলে করে দিলেন]

প্রিয়ংবদা — [হেসে] এবিষয়ে তোমার বুকের (স্তনের) বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে যে নিজের যৌবন তাকে তিরস্কার কর।

রাজা — বল্কল এর শরীরের যোগ্য নয় — একথা সত্য ; কিন্তু তাও যে অলংকারের শোভা ছড়াচ্ছে না এমন নয়। কেননা —

পদ্ম শৈবালে ঘেরা থাকলেও সুন্দরই লাগে। চাঁদের কলঙ্ক মলিন হলেও তা তার সৌন্দর্য বাড়ায়। এই তন্বী শকুন্তলা বল্কল পরে থাকলেও বেশী সুন্দর লাগছে। আকৃতি যাদের সুন্দর — সবই তাদের অলংকার।

রাঘবভট্ট—সখি অনসূয়ে, অতিপিনদ্ধেনাতিবদ্ধেন। 'আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ' ইত্যমরঃ। বল্কলেন বৃক্ষত্বচা প্রিয়ংবদয়া নিয়ন্ত্রিতাস্মি। শিথিলয় তাবদেতৎ।

'এতদো ণঃ স্যাদৌ ক্বচিৎ' ইত্যমি পরে ণাদেশঃ। ততঃ 'অমোঽস্য' ইত্যকারলোপঃ। ততো ণমিতি। তহ ইতি তথেতি। অত্র নিয়ন্ত্রণে পয়োধরয়োঃ স্তনয়োঃ বিস্তারয়িতৃ আত্মনো যৌবনমুপালভস্ব। অস্যা বয়সঃ কামমত্যর্থমননুরূপং বল্কলং পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতীতি ন। অপি তু পুষ্যতীত্যর্থঃ। অনেন শোভাতিশয়স্যাবশ্যকত্বং ধ্বন্যতে। বামনোঽপি 'সংভাব্যনিষেধনিবর্তনে দ্বৌ প্রতিষেধৌ' ইতি। তত্র হেতুত্বেন পদ্যমবতারয়তি — সরসিজমিতি। শৈবলেন জলনীল্যাপি। 'জলনীলী তু শৈবালং শৈবলঃ' ইত্যমরঃ। ৰিদ্ধং বেধিতম্। 'বিদ্ধঃ স্যাদ্বেধিতে ক্ষিপ্তে সদৃশে' ইতি হৈমঃ। প্রকৃতে তদর্থাসংভবাৎ সংৰদ্ধত্বং লক্ষ্যতে। তদতিশয়ো ব্যঙ্গ্যঃ। স এবাত্র সাতত্যবাচিনা অনুনানূদ্যতে। অন্‌ধ্যায়তীতিবৎ সাতত্যে তস্য প্রয়োগাৎ। সরসিজং কমলং রম্যম্। নন্বাদ্যন্তবাক্যয়োস্তৃতীয়য়ৈব গতার্থত্বান্মধ্যমবাক্য আকাঙ্ক্ষাভাবাদেবানুবিদ্ধমিত্যবকররূপমিতি চেন্ন। উপমেয়েঽতি-লিনদ্ধেত্যাদিনা প্রকৃতং তৎ। মধ্যমবাক্যে ত্বঙ্কস্যেন্দুশরীরান্তর্গতত্বং প্রসিদ্ধমেবেতি নাপেক্ষ্যতে তদ্বচনমুভয়ত্র। অত্র তু সরসিজস্যোদ্ধৃতস্যানুদ্ধৃতস্য বা শৈবলেনাবিনাভাবাৎ মুষ্ঠুক্তমনুবিদ্ধমিতি। অতএব ন বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গঃ। হিমাংশোশ্চন্দ্রস্য মলিনং লক্ষ্ম লক্ষ্মীং শোভাং তনোতি। অর্থাদ্ধিমাংশোরেব। অত্রোপমানস্যাকর্তৃত্বাকর্তৃত্বপ্রক্রমভঙ্গঃ। অথ চ কলঙ্কস্যোপমানত্ব-প্রতীতেরবাচ্যবচনম্। তস্য চোপমানত্বেঽন্যেন সংৰদ্ধত্বমনুক্তমিতি বাচ্যবচনম্। কিং চ লক্ষ্মণৈব মলিনত্বে প্রাপ্তে তদ্বচনাদপুষ্টার্থত্বম্। হিমাংশোর্লক্ষ্মেতি সংৰন্ধে লক্ষ্মীং তনোতীত্যত্র সংৰন্ধ্যন্তরাকাঙ্ক্ষা। লক্ষ্মীং তনোতীত্যত্র হিমাংশোরিতি সংৰন্ধে লক্ষ্মেত্যেতৎ সাকাঙ্ক্ষমিতি সংৰন্ধে কষ্টত্বম্। হিমাংশুপদস্যাবৃত্তাবব্যয়াদেঃ (?) কারণস্যাভাবাৎ সতোঽপি শব্দস্যান্যত্রান্বয়াৎ বাক্যত্রয়ং পদকদম্বাত্মকং দ্বিতীয়ং তু ক্রিয়া-কারকান্বিতেত্যেতদ্রূপম্। তেন বাক্যপ্রক্রমভঙ্গোঽপি। লক্ষ্মীং তনোতীত্যত্র সামান্যধর্মস্যার্থত্বেন প্রতীতেরর্থস্য কষ্টত্বং চেত্যাদিদোষপরিহারায় 'শিশিরকিরণমালী সুন্দরো লক্ষ্মণাপি' ইতি পঠনীয়ম্। অসৎসংৰদ্ধাশ্চেন্মঞ্জুলাঃ, সৎসংৰদ্ধাঃ কিমু বক্তব্যা ইত্যপিশব্দার্থঃ। প্রকৃতস্য লিঙ্গনির্দেশেনোপমনব্যাজেন পুংনপুংসকনির্দেশাচ্চ স্বভাবসুন্দরস্যৈতৎ ত্রিতয়সংৰন্ধহীনেনাপ্যাসক্তিঃ শোভাবিনাশিকা ন ভবতীতি ব্যজ্যতে। ইয়ং পুরোদৃশ্যমানা। 'ইদমঃ প্রত্যক্ষগতম্' ইত্যুক্তেঃ। 'মম লোচনয়োঃ সুধারসকল্লোলিনী ত্রিজগৎকন্যাললামভূতা' ইত্যাদ্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যম্। তন্বীত্যুপমেয়নির্দেশঃ। তেনোপমেয়নির্দেশেন বাক্যে বিশেষণাধিক্যং ন শঙ্কনীয়ম্। ত্রিষ্বপি রম্যত্বে সমানেঽপ্যত্র তস্যাধিক্যমিতীদমেব বিধেয়ম্। যথা 'দধ্না জুহোতি' ইত্যত্র দধনি বিধিঃ সংচার্যতে তথেহাপ্যাধিক্যে। তেন নায়িককো (?) ব্যজ্যতে। ইতশ্চ বক্ষ্যমাণভাবোদয়স্যাঙ্কুরত্বং ব্যঙ্গ্যম্। মধুরাণাং সুন্দরাণামাকৃতীনাং কিমিব হি ন মণ্ডনম্। অপিতু সর্বম্। হীনমহীনং স্বসংৰদ্ধং চেতি সামান্যস্য সমর্থকত্বাদর্থান্তরন্যাসঃ। মধুরশব্দো রসবাচকঃ প্রকৃতে ৰাধিতো মুখ্যার্থঃ সন্, সর্ববিষয়রঞ্জকত্বতৎপর্কত্বৈককার্যকরত্বেন সংৰন্ধেন লক্ষয়ন্ স্বাতিশয়সমভি-লাষবিষয়ত্বং নাত্রাশ্চর্যমিতি ধ্বনয়তি। অত্র পাদত্রয়ে সাধারণধর্মস্য। রম্যলক্ষ্মীবিস্তার-

মনোজ্ঞপদৈরভিধানান্মালাপ্রতিবস্তূপমা। বৃত্ত্যনুপ্রাসচ্ছেকানুপ্রাসয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। অর্থালঙ্কার-য়োরঙ্গাঙ্গিভাবঃ সংকরঃ। এবমগ্রেঽপি সংকরসংসৃষ্টী উন্নেয়ে। গ্রন্থগৌরবভীত্যা ক্বচিদেব বক্তব্যে। মালিনীবৃত্তম্। অনেন মাধুর্যং নামাযত্নজোঽলংকার উক্তঃ। তল্লক্ষণম্ — 'সর্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্যং রমণীয়তা' ইতি। অনেন প্রসিদ্ধির্নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'প্রসিদ্ধির্লোকবিখ্যাতৈর্বাক্যৈরর্থপ্রসাধনম্' ইতি।

সুষমা—[১] অননুরূপম্ — অনুগতং রূপম্ অনুরূপম্ (প্রাদি তৎ) ; ন অনুরূপম্ (নঞ্ তৎপু)। [২] অলঙ্কারশ্রিয়ম্ — অলংক্রিয়তে ভূষ্যতে অনেন ইতি অলম্ + কৃ + ঘঞ্ করণে = অলঙ্কারঃ। তস্য শ্রীঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; অথবা তৎকৃতা শ্রীঃ (মধ্যপদ / উত্তরপদলোপী কর্মধা), তাম্। [৩] সরসিজম্ — সরসি জাতম্ ইতি সরসি + জন্ + ড কর্তরি। বিকল্পে সরোজম্. তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্' সূত্রে সপ্তমীর অলুক্। [৪] অনুবিদ্ধম্ — অনু — ব্যধ্ + ক্ত কর্মণি। [৫] অধিকমনোজ্ঞা — মনস্ + জ্ঞা + ক, কর্তরি। অধিকং যথা তথা মনোজ্ঞা (সহসুপা)। [৬] বল্কলেন — করণে তৃতীয়া। [৭] সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনের কারণে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। 'সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি ......' ॥ (সা. দ.)। তাছাড়া সাধারণধর্মের 'রম্য', 'লক্ষ্মীং তনোতি' এবং 'মনোজ্ঞা' পদের দ্বারা অভিধানহেতু মালা প্রতিবস্তূপমা। 'প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ। একোঽপি ধর্মঃ সামান্যো যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্ ॥' বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস। [৮] মালিনী ছন্দ।

অধ্যাপনা—তুঃ 'অহো সর্বাস্ববস্থাসু রামণীয়কমাকৃতিবিশেষাণাম্' (অভি. শকু. ৬ষ্ঠ অঙ্ক)। 'সরসিজম্—' ইত্যাদি শ্লোকের রবীন্দ্রনাথের করা পাঠান্তরসহ দুটি অনুবাদ — "কমল শেবালে ঢাকা তবু রমণীয়, / শশাঙ্ক কলঙ্কী তবু লক্ষ্মীর সে প্রিয়। / এ নারী বল্কল পরি আরো মনোহর — / কী নহে ভূষণ তার যে জন সুন্দর!" পাঠান্তর — "কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর, / চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর, / বল্কলও মনোজ্ঞ অতি, রূপসীর গায়, / মধুর মুরতি যেই কী না সাজে তায়?" / ('রূপান্তর')।

[১.১৮]

শকুন্তলা — (অগ্রতোঽবলোক্য) এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ মং কেসররুক্খও। জাব ণং সম্ভাবেমি। (এষ বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলিভিঃ ত্বরয়তি ইব মাং কেশরবৃক্ষকঃ। যাবৎ এনং সম্ভাবয়ামি।) (ইতি পরিক্রামতি)

প্রিয়ংবদা — হলা সউন্দলে, এত্থ এব্ব দাব মুহূত্তঅং চিট্ঠ। জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররুক্খও পডিভাদি। (হলা শকুন্তলে, অত্র এব তাবৎ মুহূর্তকং তিষ্ঠ। যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া লতাসনাথ ইব অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি।)

শকুন্তলা — অদো ক্খু পিঅংবদা সি তুমং। (অতঃ খলু প্রিয়ংবদা অসি ত্বম্।)

রাজা — প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ংবদা। অস্যাঃ খলু —

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

বিসন্ধি—অগ্রতঃ + অবলোক্য। প্রিয়ম্ + অপি। তথ্যম্ + আহ। কুসুমম্ + ইব। যৌবনম্ + অঙ্গেষু।

অন্বয়—(অস্যাঃ) অধরঃ কিসলয়রাগঃ বাহূ কোমলবিটপানুকারিণৌ, অঙ্গেষু কুসুমম্ ইব লোভনীয়ং যৌবনং সন্নদ্ধম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—[অগ্রতঃ অবলোক্য — সামনের দিকে তাকিয়ে] এষঃ কেশরবৃক্ষকঃ (এই বকুল গাছটি) বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলিভিঃ (বাতাসে কাঁপছে এমন নতুন পাতার আঙ্গুল দিয়ে) মাং ত্বরয়তি ইব (আমায় তাড়াতাড়ি তার কাছে যাবার জন্য যেন ডাকছে)। যাবৎ এনং সম্ভাবয়ামি (যাই, ওকে একটু আদর করে আসি)। [ইতি পরিক্রামতি — এগিয়ে গেলেন] প্রিয়ংবদা — হলা শকুন্তলে, অত্র এব তাবৎ (এখানেই) মুহূর্ত্তকং তিষ্ঠ (একটুখানি দাঁড়াও)। যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া (তুমি কাছে যাওয়ায়) অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ (এই বকুলগাছটি) লতাসনাথ ইব প্রতিভাতি (লতার সঙ্গে মিলিত হ'ল বলে মনে হচ্ছে)। শকুন্তলা — অতঃ খলু (এই কারণেই) ত্বং প্রিয়ংবদা অসি (তোমার নাম হয়েছে প্রিয়ংবদা)। রাজা — প্রিয়ংবদা শকুন্তলাং প্রিয়ম্ অপি তথ্যম্ আহ (প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে প্রিয় হ'লেও সত্যকথাই বলেছে)। অস্যাঃ খলু (এর) অধরঃ কিসলয়রাগঃ (অধর নতুন পাতার মত রক্তাভ), বাহূ কোমলবিটপানুকারিণৌ (দুই বাহু যেন কোমল শাখা), অঙ্গেষু (সারা শরীরে) কুসুমম্ ইব লোভনীয়ং যৌবনম্ সন্নদ্ধম্ (ফুলের মত লোভনীয় যৌবন ছড়িয়ে আছে)।

মর্মানুবাদ—শকুন্তলা — (সামনের দিকে তাকিয়ে) বাতাসে এই বকুলগাছের নতুন পাতাগুলি কাঁপছে — মনে হচ্ছে যেন আঙ্গুল দিয়ে তাড়াতাড়ি (তার কাছে) যাবার জন্য ডাকছে। যাই, ওকে একটু আদর করি। (এগিয়ে গেলেন)।

প্রিয়ংবদা — ও শকুন্তলা, তুমি এখানেই একটুখানি দাঁড়াও। তুমি কাছে যাওয়ায় এই বকুলগাছটি লতার সঙ্গে মিলিত হ'ল বলে মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা — এজন্যই তোমার নাম প্রিয়ংবদা।

রাজা — প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে প্রিয় অথচ সত্য কথাই বলেছে। বাস্তবিকই এর অধর নতুন পাতার মত রক্তাভ, দুই বাহু যেন কোমল শাখা, আর সারা অঙ্গে ফুলের মত লোভনীয় যৌবন ছড়িয়ে আছে।

রাঘবভট্ট — এষ বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলীভিস্ত্বরয়তীব মাং কেসরবৃক্ষকো বকুলবৃক্ষঃ। অল্পার্থে কঃ। ইদং চৈকদেশবিবর্তিরূপকম্। তেন কেসরবৃক্ষস্য বয়স্যত্বমপি রূপিতং ভবতি। তেনায়মর্থঃ। যথা কশ্চন সখাত্যন্তমুৎকণ্ঠিতোঽঙ্গুলীচালনেন মিত্রং ত্বরয়তি তদ্বদিতি। যাবদেনং সংভাবয়ামি। অত্রৈব তাবন্মুহূর্তং তিষ্ঠ, যাবৎ ত্বয়োপগতয়া লতাসনাথ ইবায়ং কেসরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি। অতঃ খলু প্রিয়ংবদাসি ত্বম্। এতাভ্যাং প্রিয়ংবদাশকুন্তলাবচনাভ্যাং

নিরুক্তমিতি ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণম্ — 'নিরুক্তির্নিরবদ্যোক্তির্নামান্যার্থপ্রসিদ্ধয়ে' ইতি। যৎ প্রিয়ংবদয়া লতাত্বমারোপিতং তৎ সাধয়তি — অস্যা ইতি। অধরোঽধরোষ্ঠঃ। কিসলয় ইব রাগো যস্য স পল্লবাতাম্রঃ। বাহূ বিটপৌ স্কন্ধোর্ধ্বশাখে তদনুকারিণৌ তৎসদৃশৌ। যৎকাত্যঃ — 'স্কন্ধাদূর্ধ্বং তরোঃ শাখা কটপ্রো বিটপো মতঃ' ইতি। কোমলশব্দেনাগ্রজত্বং তয়োর্ব্যজ্যতে। অঙ্গেষু সংনদ্ধং সংনাহং প্রাপিতম্। অত্যুৎকটমিতি যাবৎ। অত্রাঙ্গেষ্বিতি বহুবচনেন রদনে কান্তিমত্তা, নয়নয়োস্তরলতা, কণ্ঠে কম্বুত্রিরেখাবত্ত্বম্, বক্ষসি স্তনজৃম্ভণম্ নাভৌ গভীরতা, নিতম্বে মধ্যনিম্নত্বম্, উভয়ভাগে চতুরস্রত্বম্, জঘনজঙ্ঘাজানু-মণ্ডলোরুদেশানাং মাংসলত্বম্, গতৌ সবিলাসত্বমিত্যাদি ধ্বনিতম্। সংনদ্ধশব্দঃ প্রকৃতে বাধিতমুখ্যার্থঃ সন্, যঃ সংনদ্ধো ভবত্যুৎসাহেন প্রকটো ভবতীতি প্রাকট্যসংবন্ধেন যৌবনং লক্ষয়ংস্তদ্গতমতিশয়ং ব্যনক্তি। যৌবনং কুসুমমিব লোভনীয়ং চিত্তাকর্ষকম্। কুসুমমিতি জাত্যেকবচনম্। অঙ্গেষু সংনদ্ধমিত্যত্রাপি যোজনীয়ম্। লতাঙ্গেষু সংনদ্ধমিত্যর্থঃ। হস্তাদিস্পৃষ্টস্য মলিনত্বাদিসংভবাৎ। এবমনুচ্ছিষ্টযৌবনত্বেন কন্যাত্বং ধ্বনয়তা স্বযোগ্যত্বং ধ্বনিতম্। ততশ্চ বক্ষ্যমাণোদয়-স্যাঙ্কুরত্বেন পর্যবসানম্। সমাসগা আর্থী সমাসগা গৌণী পূর্ণা শ্রৌতীত্যুপমানাং সংসৃষ্টিঃ। 'সপ্তম্যুপমানপূর্বস্যোত্তরপদলোপশ্চ' ইত্যনেন বার্তিকেন সমাসঃ। নন্বত্র বার্তিক উত্তরপদলোপো বিহিতঃ। প্রকৃতে চ নোত্তরপদলোপ ইতি কথং সমাসঃ। উচ্যতে অত্র বার্তিকে মহাভাষ্যকারকৈয়টপ্রমুখৈঃ 'উষ্ট্রো মুখমস্য' ইত্যেব বিগ্রহঃ কার্যঃ। অবয়বধর্মেণ সমুদায়ধর্মব্যপদেশাদুষ্ট্রস্যোপমানতেতি। ন চ প্রাণী প্রাণ্যন্তরস্য মুখমুপপদ্যতে তেন সামর্থ্যাৎ সদৃশাবয়বাবগতিঃ। তেন মুখেন মুখস্য সাদৃশ্যং সিধ্যতি। তেন চ মুখমিব মুখমস্যেত্যর্থঃ সিদ্ধো ভবতি। তেনোত্তরপদলোপো ন বক্তব্যঃ। তেন চন্দ্রমুখী পুণ্ডরীকাক্ষ ইত্যাদি সিদ্ধমিতি। সিদ্ধান্তিতং বহুব্রীহেরুপমাদ্যোতকত্বম্। অচেতনানুকারঃ কর্তুং ন শক্যত ইতি সাদৃশ্যং লক্ষ্যম্। অতো গৌণী ইয়ং চ মহতা যুক্তিসংদর্ভেণোপমাপ্রপঞ্চে ময়া নিরূপিতা। ইবাদিসদ্ভাবাৎ তৃতীয়া পূর্ণা শ্রৌতী। 'বাহূ মৃদুলবিটপাবিব প্রতনূ' ইতি পঠিত্বোদ্দেশ্যপ্রতি-নির্দেশ্যপ্রক্রমভঙ্গঃ পরিহরণীয়ঃ। অনেন পদোচ্চয়মিতি ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'সংবদ্ধার্থানুরূপো যঃ পদৌঘঃ স পদোচ্চয়ঃ' ইতি।

সুষমা—[১] অধরঃ — 'অধর' বলতে তলার ঠোঁট এবং 'ওষ্ঠ' বলতে উপরের ঠোঁট বোঝায়। তবে এব্যাপারে প্রায়শই বৈপরীত্য দেখা যায় এবং সাধারণভাবে ঠোঁট বোঝাতে যেকোন একটিকে প্রয়োগ করা হয়। [২] কিসলয়রাগঃ — কিসলয়স্য রাগঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; কিসলয়রাগ ইব রাগো যস্য সঃ (বহুব্রী)। "সপ্তম্যুপমানপূর্বস্যোত্তরপদলোপশ্চ বক্তব্যঃ' এই বার্তিকানুসারে উপমানের উত্তরপদের লোপ। [৩] কোমলবিটপানুকারিণৌ — কোমলৌ বিটপৌ (কর্মধা) ; তয়োঃ অনুকারিণী (ষষ্ঠী তৎ)। সাদৃশ্য বোঝাতে 'তস্য অনুকরোতি' এই ধরণের প্রয়োগ হয়। অনু-কৃ + ণিনি কর্তরি = অনুকারিণি। [৪] লোভনীয়ম্ — লুভ্ + অনীয়র্ কর্তরি, বাহুলকাৎ। [৫] সংনদ্ধম্ — মুখ্য অর্থ — পরিপূর্ণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত। গৌণ

অর্থে — পরিপূর্ণ। এখানে 'সারা অঙ্গে ছড়িয়ে আছে' এরকম অর্থ। সম্ নহ্ + ক্ত। [৬] উপমা অলঙ্কার। 'সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ' (সা. দ.)। [৭] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন এভাবে — অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা, / যুগল বাহু যেন কোমল শাখা, / হৃদয়-লোভনীয়, কুসুম-হেন / তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন। / — (প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা')।

প্রিয়ংবদাকে লক্ষ্য করে শকুন্তলার — 'অদো ক্খু পিঅংবদা সি তুমং' অর্থাৎ একারণেই (তোমার মিষ্টি কথার জন্যই) তোমার নাম প্রিয়ংবদা' — এই উক্তির সার্থকতা আমরা নাটকে যত প্রবেশ করব ততই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারব। ভূমিকায় প্রিয়ংবদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

বকুলতরুর পাশে শকুন্তলা, রাজার মুখে শকুন্তলার 'লোভনীয়' যৌবনের বর্ণনা — সবেতেই নাটকে কি ঘটতে চলেছে তার আভাস।

[১.১৯]

অনসূয়া — হলা সউন্দলে, ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণিত্তি ণোমালিআ। ণং বিসুমরিদা সি। (হলা শকুন্তলে, ইয়ং স্বয়ংবরবধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্না ইতি নবমালিকা। এনাং বিস্মৃতা অসি?)

শকুন্তলা — তদা অত্তাণং বি বিসুমরিস্সং। (লতামুপেত্য অবলোক্য চ) হলা রমণীএ ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্য বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী ৰদ্ধপল্লবদাএ উবহোঅক্খমো সহআরো। (তদা আত্মানম্ অপি বিস্মরিষ্যামি। হলা রমণীয়ে খলু কালে অস্য লতাপাদপমিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ। নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্না ৰদ্ধপল্লবতয়া উপভোগক্ষমঃ সহকারঃ।)

(পশ্যন্তী তিষ্ঠতি)

প্রিয়ংবদা — অণসূএ, জাণাসি কিং ণিমিত্তং সউন্দলা বণজোসিণীং অদিমেত্তং পেক্খদি ত্তি। (অনসূয়ে, জানাসি কিং নিমিত্তং শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষ্যতে ইতি?)

অনসূয়া — ন ক্খু বিভাবেমি, কহেহি। (ন খলু বিভাবয়ামি, কথয়।)

প্রিয়ংবদা — জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅ ত্তি। (যথা বনজ্যোৎস্না অনুরূপেণ পাদপেন সংগতা অপি নাম এব অহম্ অপি আত্মনঃ অনুরূপং বরং লভেয় ইতি।)

শকুন্তলা — এসো ণূণং তুহ অত্তগদো মণোরহো। (এষ নূনং তব আত্মগতো মনোরথঃ।) (কলসমাবর্জয়তি)

রাজা — অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন —

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥

তথাপি তত্ত্বত এনামুপলপ্স্যে।

বিসন্ধি—লতাম্ + উপেত্য। কুলপতেঃ + ইয়ম্ + অসবর্ণ ...। যৎ + আর্য্যম্ + অস্যাম্ + অভিলাষি। প্রমাণম্ + অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ। এনাম্ + উপলপ্স্যে।

অন্বয়—(ইয়ং) অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা, যৎ মে আর্য্যং মনঃ অস্যাম্ অভিলাষি। সন্দেহপদেষু বস্তুষু সতাম্ অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ প্রমাণম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—অনসূয়া — হলা শকুন্তলে (ও শকুন্তলা), সহকারস্য স্বয়ংবরবধূঃ (সহকার অর্থাৎ আমগাছকে স্বয়ং পতি বলে গ্রহণ করেছে) ইয়ং নবমালিকা (এই নবমল্লিকা লতাকে) ত্বয়া বনজ্যোৎস্না ইতি কৃতনামধেয়া (তুমি নাম দিয়েছিলে 'বনজ্যোৎস্না')। এনাং বিস্মৃতা অসি? (তুমি কি একে ভুলে গেলে)? শকুন্তলা — তদা আত্মানম্ অপি বিস্মরিষ্যামি (সেদিন তাহলে নিজেকেও ভুলে যাবো)। [লতাম্ উপেত্য অবলোক্য চ — লতার কাছে গিয়ে এবং তাকিয়ে] হলা (দেখ সখি), রমণীয়ে খলু কালে (সুন্দর এই সময়ে) অস্য লতাপাদপমিথুনস্য (লতা ও গাছ এই দুয়ের) ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ (মিলন হয়েছে)। নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্না (বনজ্যোৎস্না যৌবনের নতুন ফুল ফুটিয়ে শোভা পাচ্ছে), সহকারঃ বদ্ধপল্লবতয়া উপভোগক্ষমঃ (আর সহকার নতুন পল্লবে উপভোগের যোগ্য হ'য়ে আছে)। [পশ্যন্তী তিষ্ঠতি — দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন] প্রিয়ংবদা — অনসূয়ে, জানাসি (অনসূয়া তুমি কি জানো), কিং নিমিত্তং শকুন্তলা (শকুন্তলা কি কারণে) বনজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষতে (বনজ্যোৎস্নাকে এমন আগ্রহের সঙ্গে দেখছে)? অনসূয়া — ন খলু বিভাবয়ামি (নাতো, আমিতো বুঝতে পারছি না), কথয় (বলতো কি জন্য)? প্রিয়ংবদা — যথা বনজ্যোৎস্না (বনজ্যোৎস্না যেমন) অনুরূপেণ পাদপেন সঙ্গতা (যোগ্য গাছের সঙ্গে মিলিত হয়েছে) অপি নাম এব অহম্ অপি (আমিও কি) আত্মনঃ অনুরূপং (আমার যোগ্য, আমার মনোমত) বরং লভেয় ইতি (বর পাবো)? শকুন্তলা — এষঃ নূনং তব আত্মগতঃ মনোরথঃ (এটা নিশ্চয়ই তোমার নিজের মনের কথা)। [কলসম্ আবর্জয়তি — কলসী থেকে জল ঢালতে লাগলেন...] রাজা — অপি নাম ইয়ং (এই শকুন্তলা কি) কুলপতেঃ (কুলপতি কণ্বের) অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ (অসবর্ণ পত্নীর গর্ভজাত)? অথবা কৃতং সন্দেহেন (অথবা সন্দেহের কোন প্রয়োজন নেই) — (ইয়ং) অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা (এই কন্যার অবশ্যই কোন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হতে বাধা নেই), যৎ (যেহেতু) মে আর্যং মনঃ (আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মন) অস্যাম্ অভিলাষি (একে চাইছে); সন্দেহপদেষু বস্তুষু (যেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ উপস্থিত হয়,

সেখানে) সতাম্ অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ প্রমাণং হি (ভালো লোকের মানসিক প্রবৃত্তিই প্রমাণ, অর্থাৎ তাদের মন যা চায়, তাই ঠিক হয়)। তথাপি (তা হলেও) তত্ত্বতঃ এনাম্ উপলপ্স্যে (ভালোভাবে জেনে নিয়েই এগোই)।

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া — দেখ শকুন্তলা, সহকারকে (আমগাছকে) নিজেই পতিরূপে বরণ করেছিল যে — এই সেই নবমালিকা লতা,.যার তুমি নাম দিয়েছিলে 'বনজ্যোৎস্না'। তুমি কি একে ভুলে গেলে?

শকুন্তলা — (যেদিন একে ভুলব) সেদিন আমি নিজেকেই ভুলে যাবো। (লতার কাছে গেলেন এবং দেখতে লাগলেন) দেখ, কি সুন্দর সময়ে এই লতা আর সহকারতরুর মিলন হয়েছে। বনজ্যোৎস্না যৌবনের নতুন ফুল ফুটিয়ে শোভা পাচ্ছে ; আর এই সহকার নতুন পল্লবে ভ'রে উপভোগের যোগ্য হয়ে উঠেছে [দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন]

প্রিয়ংবদা — অনসূয়া, বলতে পার', কি কারণে শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে এমন গভীর আগ্রহে দেখছে?

অনসূয়া — নাতো, আমিতো বুঝছি না। বলতো কি জন্য?

প্রিয়ংবদা — বনজ্যোৎস্না যেমন তার অনুরূপ গাছের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, আমারও কি তেমনি এক যোগ্য বর জুটবে? — (এই কথাই ভাবছে)।

শকুন্তলা — আসলে এটা তোমার নিজেরই মনের কথা। [কলসী থেকে জল ঢালতে লাগলেন]

রাজা — আচ্ছা এই (কন্যা) কি কুলপতি কণ্বের অসবর্ণ পত্নীর গর্ভজাত? অথবা, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এই কন্যার অবশ্যই কোন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে, কেননা আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মন একে চাইছে। যেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে সৎলোকের অন্তঃকরণই (মানসিক প্রবৃত্তিই) প্রমাণ। (অর্থাৎ সন্দেহস্থলে সৎলোকের মন যা ভাবে তাই সত্য বলে প্রতিপাদিত হয়।)

তা হলেও ভালোভাবে জেনে নিয়েই এগোই।

রাঘবভট্ট—ইয়ং স্বয়ংবরবধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্নেতি নবমালিকা। এনাং বিস্মৃতবত্যসি। তদাত্মানমপি বিস্মরিষ্যামি। রমণীয়ে খলু কাল এতস্য লতাপাদপমিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংশ্লেষঃ সংবৃত্তঃ। নবকুসুমযৌবনা নবানি প্রথমোদ্গতানি কুসুমানি তান্যেব যৌবনং যস্যাঃ সা বনজ্যোৎস্না। স্নিগ্ধপল্লবতয়োপভোগক্ষমঃ সহকারঃ। নবং কুসুমং রজোদর্শনং চ যস্যাঃ সা। স্নিগ্ধশ্চাসৌ পল্লবো বিটপশ্চ তত্ত্বেনেতি নায়কব্যবহারারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। ইতি পশ্যন্তী তিষ্ঠতীতি কবিবাক্যম্। অনসূয়ে, জানাসি কিং শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নামতিমাত্রং পশ্যতীতি। ন খলু বিভাবয়ামি। কথয়। যথা বনজ্যোৎস্নানুরূপেণ পাদপেন সংগতা, অপিনামেতি সংভাবনায়াম্। এবমহমপ্যা-

ত্মনোঽনুরূপং বরং লভেয়েতি। এষ নূনং তবাত্মগতো মনোরথঃ। 'রাজা — কথমিয়ম্' ইত্যাদ্যেতদন্তেন বিলোভনং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'গুণানাং বর্ণনং তজ্জ্ঞৈর্বিলোভনমিতীরিতম্' ইতি। অপি নামেতি সংভাবনায়াম্। অসবর্ণমসমানং ক্ষত্রিয়াদি ক্ষেত্রং কলত্রং তৎসংভবা তত উৎপন্না। 'ক্ষেত্রং পত্নীশরীরয়োঃ' ইত্যমরঃ। কৃতমিত্যলমর্থেঽব্যয়ম্। তদ্যোগে 'বারণার্থযোগে তৃতীয়া' ইতি তৃতীয়া। সংদেহেনাল-মিত্যর্থঃ। 'কৃতমিতি নিষেধনিবারণয়োঃ' ইতি বর্ধমানঃ। তদেব বংশস্থেন দ্রঢ়য়তি — অসং-শয়মিতি। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তস্য পরিগ্রহঃ স্ত্রীত্বেনাঙ্গীকারস্তৎক্ষমা তৎসমর্থা। 'ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়রাজন্যৌ' ইতি নামমালা। 'পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকারমূলয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। অত্র মৎপরিগ্রহক্ষমেতি বক্তব্যে ক্ষত্রেতি সামান্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। তয়া চ নায়কগতমৌচিত্যং ধ্বনিতম্। যদ্যস্মাদার্যং শ্রেষ্ঠং মে মম জিতেন্দ্রিয়স্য পুরুবংশোৎপন্নস্য দুষ্যন্তস্যেত্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যম্। মনোঽস্যাং স্ত্রীসৃষ্টিরত্নভূতায়ামভিলাষযুক্তম্। হি যস্মাৎ সতাং সংদেহপদেষু সংদেহস্থানেষ্বন্তঃকরণস্য প্রবৃত্তয়ো বর্তনানি প্রমাণম্। 'পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষু' ইত্যমরঃ। তেন পুনরুক্তবদাভাসো নামালংকারঃ। অর্থান্তরন্যাসকাব্যলিঙ্গানুপ্রাসাঃ। অনেন পরিন্যাস ইত্যঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'তন্নিষ্পত্তেস্তু কথনং পরিন্যাসং প্রচক্ষতে' ইতি। নন্বঙ্গোদ্দেশবাক্যে 'উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনম্' ইত্যুদ্দিষ্টম্। উদাহরণে চ কথং ব্যত্যয় ইতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। যত উক্তং সুধাকরে — মুখাদিসংধিষ্বঙ্গানাং ক্রমো নায়ং বিবক্ষিতঃ। ক্রমস্যানাদৃতত্বেন ভরতাদিভিরাদিমৈঃ ॥ লক্ষ্যেষু ব্যুৎক্রমেণাপি কথনেন বিচক্ষণৈঃ' ইতি। যদ্যপি মম হৃদয়ে বিশ্বাসস্তথাপি ব্যবহারার্থং তত্ত্বত এনামুপলপ্স্যে জ্ঞাস্যামি।

সুষমা—[১] আবর্জয়তি — আ-বৃজ্ + ণিচ্ + লট্ তি। [২] অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা — সম্ভবতি অস্মাৎ এই অর্থে সম্-ভূ + অপ্ = সম্ভবঃ। ক্ষেত্র = পত্নী। সমানো বর্ণো যস্য তৎ সবর্ণম্ (বহুব্রী), ন সবর্ণম্ = অসবর্ণম্ (নঞ্ তৎ) ; অসবর্ণং ক্ষেত্রম্, (কর্মধা) ; অসবর্ণক্ষেত্রং সম্ভবঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [৩] কৃতম্ — 'অলম্' অর্থে অব্যয়। [৪] সন্দেহেন — করণে তৃতীয়া। [৫] অসংশয়ম্ — সম্ — শী + অচ্ ভাবে = সংশয়ঃ। সংশয়স্য অভাবঃ (অব্যয়ীভাব) অথবা অবিদ্যমানঃ সংশয়ঃ যস্মিন্ তৎ যথা তথা (বহুব্রী)। [৬] ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা — পরি-গ্রহ্ + অপ্ ভাবে = পরিগ্রহঃ। ক্ষত্রস্য পরিগ্রহঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তস্য ক্ষমা (ষষ্ঠী তৎ)। [৭] আর্যম্ — ঋ + ণ্যৎ। "কর্তব্যমাচরন্ কামমকর্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য ইতি স্মৃতঃ ॥" [৮] প্রমাণম্ — 'অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ' বহুবচনে। 'প্রমাণম্' একবচনে। প্রমাণম্ — নিত্য ক্লীবলিঙ্গ। উদ্দেশ্যবিধেয়ভাব থাকলে লিঙ্গ এবং বচন ভেদে দোষ হয় না। [৯] সন্দেহস্থলে অন্তঃকরণপ্রবৃত্তিও প্রমাণ হয়। তুঃ 'বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥" (মনু ২য় অধ্যায়)। [১০] সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনের বর্ণনা থাকায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। হেতুত্বের উল্লেখ থাকায় কাব্যলিঙ্গ।

তাছাড়া 'সন্দেহপদেষু বস্তুষু' — এখানে পুনরুক্তবদাভাস। কেননা 'পদ' কথার 'বস্তু' অর্থও আছে। তাছাড়া অনুপ্রাস। [১১] বংশস্থবিল ছন্দ।

অধ্যাপনা—আগের অনুচ্ছেদেই নাটকীয় বিষয়বস্তু এবং রাজা দুষ্যন্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল — এখানে তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রিয়ংবদা এবং শকুন্তলার কথোপকথনে অনুরূপবরলাভের প্রসঙ্গ এবং রাজা দুষ্যন্তের 'সন্দেহস্থলে সজ্জনের অন্তঃকরণপ্রবৃত্তির প্রমাণে' শকুন্তলাগ্রহণে তার মনের বাসনা আর অস্ফুট রইল না।

শকুন্তলার রূপ-সাগরে রাজা দুষ্যন্ত হাবুডুবু খাচ্ছেন। কোন যুক্তি খাড়া করা যাচ্ছে না। আবার লোভ সংবরণ করাও দায়। কণ্ব অনুপস্থিত। সারথি অশ্বসেবায় ব্যস্ত। সামনে 'অনাঘ্রাত কুসুমের লোভনীয়তায় ভরা' শকুন্তলা, পরিধেয়-বল্কল যার উদ্ভিন্নযৌবনের যথার্থ আবরণ দিতে পারেনি। — এমতাবস্থায় রাজা আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছেন — কোন যুক্তিতে নিজের এই কামসর্বস্ব ব্যসনের পেছনে অন্ততঃ একটা নৈতিক সমর্থন মেলে। যাক্, শেষকালে 'সতাং প্রবৃত্তির' 'খড়কুটো' মিলল! "স্ত্রীলাভ হইলে দুষ্মন্ত সুখী বই অসুখী হন না। স্ত্রীসত্ত্বেও দুষ্মন্ত পুনরায় স্ত্রীলাভ করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করেন। ... তিনি কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয়। ... দুষ্মন্তের ভোগলালসা যে বড়ই প্রবল এবং সেজন্য তিনি যে একটিমাত্র ভোগ্যবস্তুতে পরিতুষ্ট নন, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।" — দ্রঃ চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব'। পৃ. ৪৮।

কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও দুষ্যন্ত বিচারবোধ বিসর্জন দেননি। তুঃ "দুষ্মন্তের অসাধারণ চিত্ত-সংযমশক্তি না থাকিলে তিনি কণ্বের পবিত্র তপস্যাশ্রমের অবমাননা করিয়া ফেলিতেন।" — দ্রঃ 'শকুন্তলাতত্ত্ব', পৃঃ ৫০।

[১.২০]

➤ **শকুন্তলা** — (সসম্ভ্রমম্) অম্ভো, সলিলসেঅসংভমুগ্‌গদো ণোমালিঅং উজ্‌ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই। (অম্ভো, সলিলসেকসংভ্রমোদ্‌গতো নবমালিকাম্ উজ্‌ঝিত্বা বদনং মে মধুকরঃ অভিবর্ততে।) (ভ্রমরবাধাং রূপয়তি)

রাজা — (সস্পৃহমবলোক্য)

> চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
> রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
> করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং।
> বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥ ২১ ॥

বিসন্ধি—সস্পৃহম্ + অবলোক্য। রহস্যাখ্যায়ী + ইব। রতিসর্বস্বম্ + অধরম্। তত্ত্বান্বেষাৎ + মধুকর। হতাঃ + ত্বম্।

অন্বয়—(ত্বং) বেপথুমতীং চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং বহুশঃ স্পৃশসি ; রহস্যাখ্যায়ী ইব কর্ণান্তিকচরঃ

মৃদু স্বনসি ; করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ (তস্যাঃ) রতিসর্বস্বম্ অধরং পিবসি ; (হে) মধুকর, বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ, ত্বং কৃতী খলু।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [সসম্ভ্রমম্ — ব্যস্ততার সঙ্গে] অম্ভো (আরে)! সলিলসেক-সংভ্রমোদ্‌গতঃ (জল দেওয়ার সময় লতায় নাড়া পড়ায় তা থেকে বেরিয়ে এসে) মধুকরঃ (একটি ভ্রমর) নবমালিকাম্ উজ্‌ঝিত্বা (নবমালিকা লতাকে পরিত্যাগ করে) মে বদনম্ অভিবর্ততে (আমার মুখের দিকে উড়ে আসছে)। [ভ্রমরবাধাং রূপয়তি — ভ্রমরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিনয়]। রাজা — [সস্পৃহম্ অবলোক্য — আগ্রহের সঙ্গে দেখে] (ত্বং — তুমি, ভ্রমর) বেপথুমতীং (কাঁপছে এমন) চলাপাঙ্গাং (চোখের প্রান্ত চঞ্চল এমন) দৃষ্টিং (চোখ) বহুশঃ স্পৃশসি (বারংবার ছুঁয়ে যাচ্ছ) রহস্যাখ্যায়ী ইব (যেন গোপন কথা বলছ' এমনভাবে) কর্ণান্তিকচরঃ (কানের কাছে গিয়ে)। মৃদু স্বনসি (আস্তে আস্তে গুঞ্জন ক'রছ)। করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ (তস্যাঃ) (দুই হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছে এমন, তার) রতিসর্বস্বম্ অধরম্ পিবসি (রতিসম্ভোগের সার অধর-সুধা পান করছ' অর্থাৎ চুম্বন করছ') ; (হে) মধুকর (হে ভ্রমর)! বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ (আমরা, এখানে আমি, তত্ত্ব অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হলাম), ত্বং কৃতী খলু (তুমিই আসল কাজ করলে)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (ব্যস্ততার সঙ্গে) আরে, জল দেওয়ার সময় নাড়া পড়ায় নবমালিকা লতা থেকে বেরিয়ে এসে একটা ভ্রমর আমার মুখের দিকে আসছে। (ভ্রমরের দ্বারা আক্রান্ত হবার অভিনয়)

রাজা — (সাগ্রহে লক্ষ্য ক'রে)

(হে ভ্রমর, তুমি শকুন্তলার) ভয়ে কাঁপা চোখের প্রান্ত বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছ ; যেন গোপন কথা বলছ' এমনভাবে কানের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে গুঞ্জন করছ' ; যখন সে দুই হাতে বাধা দিচ্ছে, সেইসময় তার অধর চুম্বন ক'রে রতি-সম্ভোগের সার (অধরের সুধা) পান করছ'। ওগো ভ্রমর, আমি কেবল তত্ত্ব অন্বেষণ করে মরলাম, আসল কাজ তুমিই করলে।

রাঘবভট্ট—সসংভ্রমং সভয়ম্। ভয়হেতুশ্চ বক্ষ্যমাণঃ। অম্ভো আশ্চর্যে। 'অব্যয়ম্' ইত্যধিকারে 'অম্ভো আশ্চর্যে' ইতি সূত্রম্। সলিলসেকসংভ্রমোদ্‌গতো নবমালিকামুজ্‌ঝিত্বা বদনং মে মধুকরোঽভিবর্ততে। বদনং লক্ষ্যীকৃত্যাগচ্ছতীত্যর্থঃ। অনেন পদ্মিনীত্বমুক্তমস্যাঃ। যদাহুঃ — 'কমলমুকুলমৃদ্বী ফুল্লরাজীবগন্ধা। সুরতপয়সি যস্যাঃ সৌরভং দিব্যমঙ্গে' ইতি। ভ্রমরবাধাং রূপয়তি। অভিনয়তীত্যর্থঃ। স চাভিনয়ো বিধুতেন শিরসা, কম্পিতেনাধরেণ, মুখদেশস্থিতেন পরাঙ্মুখতলেন, চঞ্চলেন পতাকেনেতি। তল্লক্ষণানি — 'তির্যগ্নতং দ্রুততরং বিধুতং তৎ প্রযুজ্যতে। শীতার্তে জ্বরিতে ভীতে' ইতি। 'ব্যথায়াং কম্পিতোঽন্বর্থো ভীতৌ শীতে জয়ে রুষি' ইতি। 'তর্জনীমূলসংলগ্নকুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠকো ভবেৎ। পতাকঃ সংহতাকারঃ প্রসারিততলাঙ্গুলিঃ' ইতি। চলাপাঙ্গামিতি। হে মধুকর, বয়ং কথমেতদীয়কটাক্ষগোচরা

ভূয়াস্ম, কথমেষাস্মদভিপ্রায়ব্যঞ্জকং রহোবচনমাকর্ণয়েৎ, কথং নু হঠাদনিচ্ছন্ত্যা অপি পরিচুম্বনং বিধেয়াস্মেতি যদস্মাকং মনো রাজপদবীমধিশেতে তে বয়ম্। বহুবচনে স্বস্মিন্ পূজা। অস্মচ্ছব্দঃ সকলধরাধিপত্যপুরুবংশোৎপন্নত্বানেকবিধাভিলাষচাটুকপ্রবণত্বেত্যা-দ্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ। তত্ত্বান্বেষাদ্বস্তুবৃত্তান্বেষণয়া হতাঃ। নিরুদ্ধপ্রবৃত্তয় ইত্যর্থঃ। আয়াসমাত্রপাত্রীভূতা ইতি ভাবঃ। 'মনোহতঃ প্রতিহতঃ প্রতিবদ্ধো হতশ্চ সঃ' ইত্যমরঃ। ত্বমিত্যেকবচনেনাস্য নিকৃষ্টত্বম্। যুষ্মচ্ছব্দস্তু স্ফুটজ্ঞানরাহিত্যাদ্যর্থান্তরসংক্রমিতঃ। অতএব মধুকরেতি সংবুদ্ধিঃ। কৃতী। কৃত্যবহুকৃত্য ইত্যর্থঃ। ভূমার্থে ইনিঃ। খল্বিতি নিপাতেনাযত্নসিদ্ধং তব চরিতার্থত্বমিতি ধ্বন্যতে। অথ হতা ইতি বিশেষণোপাদানাৎ সবিশেষণস্য নিষেধো বক্তব্যঃ' ইতি বহুবচননিষেধাদ্বয়মিত্যনুপপন্নমিতি কেচিৎ। তদবিচারিতরমণীয়ম্। যতো বিশেষণং দ্বিবিধম্, অনুবাদ্যং বিধেয়ং চ। তত্রানুবাদ্যবিশেষণেঽয়ং নিষেধো ন বিধেয়ে। অত্র চ তস্য বিধেয়ত্বান্নানুপপত্তিঃ। তথা চ বৃত্তাবুদাহৃতম্ — 'পটুরহং ব্রবীমি' ইতি। অত্রৈব পদমঞ্জরীকারবচনং কথম্ — 'ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ' ইতি। অত্রোন্নতত্বং বিধীয়তে। 'নহি বিধেয়োঽর্থো বিশেষণং ভবতি' ইতি। তং কথমিত্যাহ — চলেতি। চলাপাঙ্গামিত্যনুবাদ্যবিশেষণম্। বেপথুমতীং ত্বদাশঙ্কাকাতরাম্। দৃশং নীলোৎপলধিয়া পুনঃ স্পৃশসি। রহস্যমাখ্যাতুং শীলং যস্য স ইব কর্ণান্তিকচরঃ শ্রবণসমীপগো মৃদু ধ্বনসি শ্রবণাবকাশপর্যন্তত্বাচ্চ নীলোৎপলশঙ্কানপগমাচ্চ তত্রৈব দন্ধ্বন্যমান আস্সে। করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ সহজসৌকুমার্যত্রাসকাতরায়াশ্চ রতিনিধানভূতং বিকসিতারবিন্দকুবলয়ামোদমধুরবন্ধুকবন্ধুর-মধরং পিবসীতি প্রাঞ্চঃ। অধুনাতনাস্তু চলাপাঙ্গং দৃষ্ট ইত্যনুবাদ্যবিশেষণং বাক্যত্রয়শেষভূতম্। এবমন্তিকচর ইত্যপি। তত্র যতোঽন্তিকচরস্ততশ্চলাপাঙ্গং দৃষ্ট ইতি হেতুহেতুমদ্ভাবশেষভূতত্বাদেব নাবৃত্তিঃ। যতো দৃষ্টস্ততঃ স্পৃশসি স্বনসীতি যোজ্যম্। 'কর্ণান্তিক' — ইত্যাদিপাঠে 'চত্বারো বয়মৃত্বিজঃ স ভগবান্ কর্মোপদেষ্টা হরিঃ সঙ্গ্রামাধ্বরদীক্ষিতো নরপতিঃ পত্নী গৃহীতব্রতা' ইত্যাদিবদভবন্মতযোগঃ স্যাৎ। ন চ স্পৃশসীত্যনেনৈব নৈকট্যে লব্ধে প্রথমবাক্যস্য নোপযোগ ইতি বাচ্যম্। এবং কর্ণে ইত্যত্রাপি সামীপ্যাধিকরণেনৈব গতার্থত্বাৎ তত্রাপি। এবমুত্তরত্রাপীত্যবকরতৈব স্যাৎ। তেন তদুক্তিঃ স্বভাবোক্তিপোষায়িবেত্যবধেয়ম্। অতএব কর্ণে ইত্যেকবচনম্। যদা যদপাঙ্গেন পশ্যতি তদা তত্রেন্দীবরভ্রান্ত্যেষ্টলাভেন স্বনতি। বেপথুমতীং কম্পমানাম্। ভয়স্বভাবাৎ তাদৃক্ত্বম্। অর্থাদ্দৃশং দর্শনক্রিয়ায়াং করণত্বেন প্রস্তুতত্বাৎ তস্যা স্পৃশসীতি দৃগংশুস্পর্শনমেব বস্তুতস্তস্য উপচারাৎ তথোক্তিঃ। সমাসোক্তৌ ধর্মারোপার্থমিদম্। তেন বিনা তস্যা উজ্জীবনাভাবাদিতি স্থিতমাকরে। অতএব সাক্ষাদ্বিশেষ্যানুপাদানম্। হঠকামুকত্বব্যবহারারোপার্থং চ। অন্যথা সা স্ত্রীজাতিঃ তত্রাপি মুগ্ধা, তত্রাপি তপস্বিনী, তেন সুতরাং তৎস্পর্শং সোঢুমসহা। তস্যাপি কীটকবিশেষস্যায়ং ভাবঃ স্পর্শে দশত্যেবেতি যথাব্যাখ্যাতমেব চারু। বহুশ ইত্যপি মৎকৃতব্যাখ্যানুসারেণৈবোপপদ্যতে। যথাশ্রুততয়া বহুত্বেন হেতুং বক্ষ্যামঃ। সমারোপে তু

যথা কশ্চিৎ প্রথমসাহসাং কম্পমানাং কাংচিন্নায়িকাং স্পৃশতি স্পৃষ্টকেনালিঙ্গনেন যোজয়তি। বিশেষণাদেব বিশেষ্যপ্রতিপত্তিঃ। কর্ণে মৃদু যথা স্যাৎ তথা স্বনসীতি স্বভাবোক্তিরেব। তত্র রহস্যাখ্যায়ীবেত্যুৎপ্রেক্ষা সমারোপসাধিকৈব। তথা কপোলে চুম্বনবিশেষো ব্যজ্যতে। কামিনোঽপি রহস্যাখ্যানং ব্যাজশ্চুম্বনমেব প্রধানম্। 'করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ' ইতি বিশেষণং পূর্বত্র সমানমপি চুম্বনে যৎকরধুননং তৎস্ফোরণার্থমৌচিত্যেনাত্র কবিনা নিবদ্ধম্। অতএব বিবিধমাসমন্তাদিত্যুপসর্গদ্বয়নিবন্ধঃ। চুম্বনে তু 'করৌ ধুনানা নবপল্লবাকৃতী' ইতিবৎ কামশাস্ত্রে কেবলস্যৈব প্রয়োগ উক্তঃ। ইদমেব বহুত্বে বীজমিত্যবধেয়ম্। 'বিশেষণাদেব বিশেষ্যপ্রতিপত্তিঃ' ইতি সংবন্ধিবোধঃ। তস্যা রতিসর্বস্বং সংভোগনিধানম্। নিধানত্বং চ প্রথমতঃ প্রাপ্যত্বেন। তেনৈব তন্নির্বাহাৎ। 'আদৌ রতং বাহ্যমিহ প্রযোজ্যং তত্রাপি চালিঙ্গনপূর্বমেব' ইত্যুক্তেরালিঙ্গনচুম্বনয়োঃ পূর্বত্বম্। অনেন নায়কাভিপ্রায়ো ব্যজ্যতে। অধরং ন তু্ত্তরোষ্ঠং পূর্বোক্তবিশেষণস্য তত্রৈব সংভাবাৎ। তত্রৈবাস্য কবিভিরঙ্গীকারাৎ। পিবসি সাদরমবলোকয়সীতি ভ্রমরপক্ষে। অন্যথা তেন দংশ এব ক্রিয়েতেত্যুক্তমেব প্রাক্। আরোপপক্ষে চুম্বসীতি শ্লেষঃ। বয়ং হতাস্ত্বং কৃতীতি ব্যতিরেকঃ। নীলোৎপলাদিভ্রান্ত্যা ভ্রান্তিমান্। ভ্রমরস্বভাবোক্তিঃ। ত্বং কৃতীত্যত্র চরণত্রয়ং হেতুত্বেনোপাত্তমিতি কাব্যলিঙ্গম্। আদ্যবাক্যদ্বয়ে রশনাকাব্যলিঙ্গমপি। শ্রুত্যনুপ্রাসশ্চ। শিখরিণীবৃত্তম্। যদ্যপি হতা ইত্যুক্তং তথাপ্যভিলাষচাটুকপ্রবণত্বেন তৎসুখাগমস্য ভাবাৎ প্রাপ্তিরিত্যঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। যতো ধনিকেনোক্তম্ — 'সাক্ষাৎপারংপর্যেণ বা বিধেয়ানি' ইতি। তল্লক্ষণং তু — 'সুখার্থস্যোপগমনং প্রাপ্তিরিত্যভিধীয়তে' ইতি।

সুষমা—[১] ভ্রমববাধাং রূপয়তি — 'স চাভিনয়ো বিধুতেন শিরসা, কম্পিতেনাধরেণ ...' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য (রাঘবভট্ট)। [২] চলাপাঙ্গাম্ — চলঃ অপাঙ্গঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী), তাম্। [৩] রহস্যাখ্যায়ী — রহসি ভবম্ ইতি রহস্ + যৎ = রহস্যম্। তৎ আচষ্টে আখ্যাতি বা ইতি রহস্য + আ + চক্ষ্ অথবা খ্যা + ণিনি কর্তরি। চক্ষ্ ধাতু আর্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকলে 'খ্যা' তে পরিণত হয়। হরদত্তের মতে 'খ্যা' পৃথক্ ধাতু। [৪] কর্ণান্তিকচরঃ — কর্ণান্তিক + চর্ + ট কর্তরি। [৫] ব্যাধুন্বত্যাঃ — বি + আ — ধূ + শতৃ ঙীপ্, ষষ্ঠী একবচন। [৬] তত্ত্বান্বেষাৎ — অনু + ইষ্ + ঘঞ্ ভাবে = অন্বেষঃ। তত্ত্বস্য অন্বেষঃ (ষষ্ঠী তৎ); হেতৌ পঞ্চমী। [৭] কৃতী — কৃত + ইনি। সূত্র — 'ইষ্টাদিভ্যশ্চ'। অথবা কৃ + ক্ত ভাবে = কৃতম্। তদস্য অস্তি এই অর্থে কৃত + ইনি মত্বর্থে। [৮] 'আমি ব্যর্থ — তুমি সফল' — এখানে ব্যতিরেক। ভ্রমরের ভুলের বর্ণনায় ভ্রান্তিমান্। ভ্রমরে নায়কের ব্যবহার আরোপে সমাসোক্তি। ভ্রমরের সফলতার কারণ উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ। তাছাড়া অনুপ্রাস। [৯] শিখরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—ভ্রমর শকুন্তলার মুখের কাছে আসছে। এর দ্বারা শকুন্তলার মুখের সঙ্গে পদ্মের সাদৃশ্য সূচিত হচ্ছে। তাছাড়া শকুন্তলা পদ্মিনী নারী — এই ব্যঞ্জনাও আছে। পদ্মিনী নারীর একটি লক্ষণ যে তার নিঃশ্বাসে পদ্মের গন্ধ থাকে। ভ্রমরটি প্রধানতঃ পদ্মগন্ধেই আকৃষ্ট

হয়েছে মনে হয়। 'রতিরহস্যে' বলা হয়েছে — "কমলমুকুলমৃদ্বী ফুল্লরাজীবগন্ধঃ। সুরতপয়সি যস্যাঃ সৌরভং দিব্যমঙ্গে ॥ চকিতমৃগদৃশাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে। স্তনযুগলমনর্ঘ্যং শ্রীফলশ্রীবিড়ম্বি ॥" (প্রথম পরি.)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কামশাস্ত্রে পদ্মিনী, হস্তিনী ইত্যাদি চার প্রকারের নারীর কথা বলা হয়েছে। পদ্মিনী তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'রতিমঞ্জরী'তে পদ্মিনীর লক্ষণ এভাবে দেওয়া হয়েছে — "ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা / অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা / সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥"

রাজা দুষ্যন্তের কথায় ভ্রমরের উপর তাঁর ঈর্ষ্যা পরিষ্কার প্রকাশ পাচ্ছে। তুঃ "অধরমধু বধূনাং ভাগ্যবন্তঃ পিবন্তি" (কিরাত)। অপাঙ্গে (নেত্রপ্রান্তে) চুম্বন, অধরের সুধা পান ইত্যাদি ভ্রমরের প্রত্যেক আচরণ কামশাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক-ব্যবহারের অনুরূপ।

রাজার দুঃখ তিনি তত্ত্ব অন্বেষণে সময় কাটালেন। বস্তুতঃ এই তত্ত্ব-অন্বেষণেই সম্ভবতঃ তিনি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন — পশুত্বের উর্ধে উঠেছেন। সম্ভোগস্পৃহা তিনি জয় করতে পারেননি এটা ঠিক তবে কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত অগ্রপশ্চাৎবিবেকহীন মনুষ্যেতর অসংযমেরও প্রশয় দেননি।

[১.২১]

▶▶ শকুন্তলা — ণ এসো ধিট্‌ঠো বিরমদি। অণ্ণদো গমিস্‌সং। (পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদো বি আঅচ্ছদি। হলা, পরিত্তাঅহ মং ইমিণা দুব্বিণীদেণ মহুঅরেণ অহিহূঅমাণং। (ন এষ ধৃষ্টঃ বিরমতি। অন্যতো গমিষ্যামি। কথম্ ইতঃ অপি আগচ্ছতি। হলা, পরিত্রায়েথাং মাম্ অনেন দুর্বিনীতেন মধুকরেণ অভিভূয়মানাম্।)

উভে — (সস্মিতম্) কা বঅং পরিত্তাদুং। দুস্‌সন্দং অক্কন্দ। রাঅরক্‌খিদব্বাইং তবোবণাইং ণাম্। (কে আবাং পরিত্রাতুম্। দুষ্যন্তম্ আক্রন্দ। রাজরক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম।)

রাজা — অবসরোঽয়মাত্মানং প্রকাশয়িতুম্। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। (অর্দ্ধোক্তে স্বগতম্) রাজভাবস্ত্বভিজ্ঞাতো ভবেৎ। ভবতু, এবং তাবদভিধাস্যে।

শকুন্তলা — (পদান্তরে স্থিত্বা, সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদো বি মং অণুসরদি। (কথম্ ইতঃ অপি মাং অনুসরতি।)

রাজা — (সত্বরমুপসৃত্য)

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু ॥ ২২ ॥

(সর্বা রাজানং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)

বিসন্ধি—অবসরঃ + অয়ম্ + আত্মানম্। রাজভাবঃ + তু + অভিজ্ঞাতঃ। তাবৎ + অভিধাস্যে। সত্বরম্ + উপসৃত্য। অয়ম্ + আচরতি + অবিনয়ম্। কিঞ্চিৎ + ইব।

অন্বয়—দুর্বিনীতানাং শাসিতরি পৌরবে বসুমতীং শাসতি কঃ অয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু অবিনয়ম্ আচরতি!

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — এষঃ ধৃষ্টঃ ন বিরমতি (এই দুষ্ট ভ্রমর দেখি এখনও আমায় ছাড়ছে না)। অন্যতঃ গমিষ্যামি (অন্যদিকে যাই)। [পদান্তরে স্থিত্বা, সদৃষ্টিক্ষেপম্ — কয়েক পা গিয়ে আবার তাকালেন] কথম্ ইতঃ অপি আগচ্ছতি (সেকি! এদিকেও যে আসছে)। হলা, (এই যে!) অনেন দুর্বিনীতেন মধুকরেণ অভিভূয়মানাম্ (এই দুষ্ট ভ্রমরের আক্রমণে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি) মাম্ পরিত্রায়েথাম্ (তোমরা দুজনে আমায় বাঁচাও)। উভে (উভয়ে) — [সস্মিতম্ — হেসে] কে আবাং পরিত্রাতুম্ (তোমায় রক্ষা করার আমরা কে)? দুষ্যন্তম্ আক্রন্দ (দুষ্যন্তকে ডাক')। তপোবনানি রাজরক্ষিতব্যানি নাম (তপোবন রক্ষার দায়িত্ব রাজার)। রাজা — আত্মানং প্রকাশয়িতুম্ (নিজেকে প্রকাশ করার) অয়ম্ অবসরঃ (এই-ই সুযোগ)। ন ভেতব্যম্, ন ভেতব্যম্ (ভয় নেই, ভয় নেই) [অর্দ্ধোক্তে স্বগতম্ — অর্দ্ধেক বলেই মনে মনে] রাজভাবঃ তু অভিজ্ঞাতঃ ভবেৎ (এইভাবে বললে আমি যে রাজা তা সকলে জেনে ফেলবে)। ভবতু (যাক্) এবং তাবৎ অভিধাস্যে (এইরকম বলি)। শকুন্তলা — [পদান্তরে স্থিত্বা, সদৃষ্টিক্ষেপম্ — কয়েকপা এগিয়ে আবার তাকালেন] কথম্ ইতঃ অপি মাম্ অনুসরতি (সেকি, এযে এদিকেও আমাকে লক্ষ্য করে আসছে)। রাজা — [সত্বরম্ উপসৃত্য — তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে] — দুর্বিনীতানাং শাসিতরি (দুষ্টের শাসনকর্তা) পৌরবে (পুরুবংশের রাজা) বসুমতীং শাসতি (যখন এই পৃথিবী শাসন করছেন, তখন) কঃ অয়ম্ (কে এই অর্থাৎ কে সেই দুরাত্মা) মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু (সরল তাপসকন্যাদের প্রতি) অবিনয়ম্ আচরতি (দুর্ব্যবহার করছে)। [রাজানং দৃষ্ট্বা — রাজাকে দেখে, সর্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ — সকলেই একটু ব্যস্ত হলেন।]

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — এই দুষ্ট ভ্রমর দেখছি এখনও আমায় ছাড়ছে না। অন্যদিকে যাই। (একটু গিয়ে আবার তাকালেন) সেকি, এদিকেও যে আসছে! এই যে! এই দুষ্ট ভ্রমরের আক্রমণে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি, তোমরা দুজনে আমায় বাঁচাও।

উভয়ে — (হেসে) তোমায় রক্ষা করার আমরা কে? দুষ্যন্তকে ডাক। তপোবনের রক্ষাকর্তা রাজা।

রাজা — নিজেকে প্রকাশ করার এই-ই সুযোগ। ভয় নেই, ভয় নেই (অর্দ্ধেক বলেই মনে মনে) এইভাবে বললে আমি যে রাজা তা সকলে জেনে ফেলবে। আচ্ছা, তাহলে এভাবে বলি।

শকুন্তলা — (একটু এগিয়ে আবার তাকালেন) সেকি, এযে এদিকেও আমাকে লক্ষ্য করে আসছে।

রাজা — (তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে) দুষ্টের শাসনকর্তা পুরুবংশের রাজা (দুষ্যন্ত) যখন এই পৃথিবী শাসন করছেন, তখন কে সেই (দুরাত্মা), যে সরল তাপসকন্যাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে?

(রাজাকে দেখে সকলে একটু ব্যস্ত হলেন।)

রাঘবভট্ট—ন এষ দুষ্টো বিরমতি। অন্যতো গমিষ্যামি। পদান্তরে স্থানান্তরে। কথমিতোঽপ্যাগচ্ছতি। পরিত্রায়েথাং মাং দুর্বিনীতেন দুষ্টমধুকরেণ পরিভূয়মানাম্। কে আবাং পরিত্রাতুম্। দুষ্যন্তমাক্রন্দ। রাজরক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম। নামেতি প্রসিদ্ধৌ। স্বগতমিতি। 'অশ্রাব্যং স্বগতম্' ইতি তল্লক্ষণাৎ। রাজভাবো রাজত্বম্। কথমিতোঽপি মামনুসরতি। ক ইতি। দুর্বিনীতানামবিনীতানাং দুষ্টানাং শাসিতরি দণ্ডাদিনা শিক্ষকে পৌরবে পুরুবংশোৎপন্নে। বসুমতীং ভূমিং চ। অথ চ বসুমতীমিতি রক্ষাযোগ্যত্বং ধ্বনিতম্। শাসতি সতি। কোঽয়মিতি ক্রোধেনোক্তিঃ। মুগ্ধাস্বচতুরাসু তপস্বিকন্যাস্ববিনয়মাচরতি। তপস্বিশব্দেনাত্যন্তাসংভাব্যবিনয়স্থানত্বং ব্যজ্যতে। অত্র ভ্রমর ইতি ময়ি দুষ্যন্ত ইতি শকুন্তলায়াং চেতি বিশেষে প্রস্তুতে কোঽয়মিত্যাদেঃ সামান্যস্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। অনয়া চৈতৎপ্রতাপস্য ব্যাপকত্বং ব্যঞ্জয়ন্ত্যা তস্য রাজভাবগোপনং ধ্বনিতম্। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। অনেন দণ্ডলক্ষণং সংধ্যঙ্গান্তরমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু সুধাকরে — 'দণ্ডস্ত্ববিনয়াদীনাং দৃষ্ট্যা শ্রুত্যা চ তর্জনম্' ইতি।

সুষমা—[১] প্রকাশয়িতুম্ — 'কালসময়বেলাসু তুমুন্' সূত্রে তুমুন্। [২] স্বগতম্ — 'অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্'। (সা. দ.) ; মঞ্চের অন্য নট-নটী শুনতে পাচ্ছে না — এইরকম ভাব দেখিয়ে দর্শকদের শুনিয়ে কিছু বলার নাম স্বগত। [৩] পৌরবে — অনাদরে ভাব লক্ষণে সপ্তমী। [৪] শাসিতরি — শাস্ + তৃচ্ কর্তরি = শাসিতা, ৭মী ১ বচন। [৫] মুগ্ধাসু — সাধারণভাবে — সরল-প্রাণ অর্থ। তবে 'মুগ্ধা' একধরণের নায়িকার সংজ্ঞা। 'প্রথমাবতীর্ণ-যৌবন-মদনবিকারা রতৌ বামা। কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিক-লজ্জাবতী মুগ্ধা ॥' (সা. দ.) ; [৬] তপস্বিকন্যাসু — এখানে 'তপস্বিকন্যা' বলার উদ্দেশ্য হ'ল যে — এরা একে সরলপ্রাণ, তায় কন্যা এবং সর্বোপরি তাপসকন্যা। সুতরাং এদের প্রতি অন্যায় আচরণ সবদিক দিয়েই নিতান্ত গর্হিত অপরাধ। [৭] অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। ভ্রমর, দুষ্যন্ত, শকুন্তলা — প্রস্তুত। 'কে' 'পৌরব' ইত্যাদি অপ্রস্তুত। অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুতের জ্ঞান হচ্ছে। [৮] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—দুই সখীর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপরত শকুন্তলাকে রাজা গাছের আড়াল থেকে দেখছেন। কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে যেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন। অবসর পাচ্ছেন না কখন, কিভাবে আলাপ করবেন। বৈখানসতো আগেই জানিয়ে দিয়েছেন — কুলপতি কণ্ব আশ্রমে নেই। রাজা তাঁর কাছেই কুলপতির উদ্দেশ্যে নিজের প্রণাম জানিয়ে চলে এলে ক্ষতির কিছু ছিল না। বৈখানসই তা যথাসময়ে কণ্বের কাছে নিবেদন করতেন। তা না করে একেবারে কণ্বদুহিতার কাছেই ভক্তি জানিয়ে আসার পেছনে অবচেতন মনে কণ্বদুহিতাকে দেখার বাসনাও ছিল মনে

হয়। এক্ষেত্রে আশ্রমদর্শনের পুণ্যার্জনের কথা রাজা বললেও সেটাই একমাত্র কারণ ছিল না বলেই ধারণা। একে সেই আশ্রম-দর্শনের অকারণ-কারণ, তদুপরি গোপনে অন্তরালে থেকে 'মুগ্ধা তপস্বিকন্যা'দের রূপ নিরীক্ষণ এবং নিঃশঙ্ক গোপন আলাপ-শ্রবণ — কোনটাই ঠিক রাজোচিত হচ্ছিল না। এতক্ষণে অন্ততঃ ভদ্রভাবে আত্মপ্রকাশের কারণ ঘটল। খুবই সুচতুর প্রয়োগকৌশল। তবে গোটাটাই রাজার অভিনয়। অভিনেতা ভালই বটে। নিজে তো দেখেছেনই শকুন্তলা ভ্রমরের ভয়ে সাহায্য চাইছে। কিন্তু এমনভাব দেখালেন যেন কোন নারী দুষ্টলোকের পাল্লায় পড়েছে — এরকম ভেবেই তিনি ছুটে এসেছেন কীটপতঙ্গের অবিনয় দূর করার জন্য রাজার প্রবেশ বড়ই বেমানান হয়। সুতরাং ছলনার অজ্ঞতার ভাণের আশ্রয় নিতে হয় বৈকি! পুরুবংশের কথা-টথা তুলে তিনি যে দুষ্টলোকের কথা ভেবেই ত্রাণকর্তারূপে এসেছেন তা বোঝাতে চাইলেন।

[১.২২]

▶▶ **অনসূয়া — অজ্জ, ণ ক্খু কিং বি অচ্চাহিদং। ইঅং ণো পিঅসহী মহুঅরেণ অহিহূঅমাণা কাদরীভূদা। (আর্য, ন খলু কিমপি অত্যাহিতম্। ইয়ং নঃ প্রিয়সখী মধুকরেণ অভিভূয়মানা কাতরীভূতা।) (শকুন্তলাং দর্শয়তি)**

রাজা — (শকুন্তলাভিমুখো ভূত্বা) অপি তপো বর্ধতে?

(শকুন্তলা সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি)

অনসূয়া — দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে, গচ্ছ উডঅং। ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি। (ইদানীম্ অতিথিবিশেষলাভেন। হলা শকুন্তলে, গচ্ছ উটজম্। ফলমিশ্রম্ অর্ঘম্ উপহর। ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি।)

রাজা — ভবতীনাং সূনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্।

প্রিয়ংবদা — তেণ হি ইমস্সিং পচ্ছাঅসীঅলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ মুহূত্তঅং উববিসিঅ পরিস্সমবিণোদং করেদু অজ্জো। (তেন হি অস্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং মুহূর্তমুপবিশ্য পরিশ্রমবিনোদং করোতু আর্যঃ।)

রাজা — নূনং যূয়মপ্যনেন কর্মণা পরিশ্রান্তাঃ।

অনসূয়া — হলা সউন্দলে, উইদং ণো পজ্জুবাসণং অদিহীণং। এত্থ উববিসম্হ। (হলা শকুন্তলে, উচিতং নঃ পর্যুপাসনম্ অতিথীনাম্। অত্র উপবিশামঃ।)

(সর্বে উপবিশন্তি)

বিসন্ধি—সাধ্বসাৎ + অবচনা। সূনৃতয়া + এব। কৃতম্ + আতিথ্যম্। যূয়ম্ + অপি + অনেন।

বাংলা প্রতিশব্দ—অনসূয়া — আর্য (আর্য, রাজাকে সম্বোধন) ন খলু কিম্ অপি অত্যাহিতম্ (তেমন ভয়ের কিছু নয়)। ইয়ং নঃ প্রিয়সখী (আমাদের এই প্রিয়সখী) মধুকরেণ

অভিভূয়মানা (ভ্রমরের অত্যাচারে) কাতরীভূতা (কাতর হয়ে পড়েছে)। [শকুন্তলাং দর্শয়তি — শকুন্তলাকে দেখালেন।] রাজা — [শকুন্তলাভিমুখঃ ভূত্বা — শকুন্তলার দিকে ফিরে] অপি তপঃ বর্ধতে? (তপস্যার বৃদ্ধি হচ্ছে তো? এখানে অর্থ, তপস্যা নির্বিঘ্নে চলছে তো?) [শকুন্তলা সাধ্বসাৎ অবচনা তিষ্ঠতি — শকুন্তলা লজ্জায় নির্বাক হয়ে রইলেন] অনসূয়া — ইদানীম্ (এখন) অতিথিবিশেষলাভেন (বিশেষ অতিথির আগমনে, তা হচ্ছে)। হলা শকুন্তলে (শকুন্তলা!) উটজম্ গচ্ছ (কুটীরে যাও)। ফলমিশ্রম্ অর্ঘম্ উপহর (ফল এবং অর্ঘ্য আনো)। ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি (পা-ধোয়ার জল এতেই অর্থাৎ এই কলসের জলেই হবে)। রাজা — ভবতীনাং (আপনাদের) সূনৃতয়া গিরা এব (মিষ্টি কথাতেই) আতিথ্যম্ কৃতম্। (আতিথ্যলাভ হয়েছে)। প্রিয়ংবদা — তেন হি (তাহলে) অস্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং (এই ছায়াশীতল ছাতিমতলার বেদীতে) মুহূর্তম্ উপবিশ্য (একটু বসে) আর্যঃ পরিশ্রমবিনোদং করোতু (আপনি পরিশ্রম দূর করুন)। রাজা — যূয়ম্ অপি (তোমরাও) অনেন কর্মণা (এইকাজে অর্থাৎ গাছে জল দিতে দিতে) নূনং (অবশ্যই) পরিশ্রান্তাঃ (পরিশ্রান্ত হয়েছ)। অনসূয়া — হলা শকুন্তলে, অতিথীনাং পর্যুপাসনম্ (অতিথির অনুরোধ রক্ষা) নঃ উচিতম্ (আমাদের কর্তব্য)। অত্র উপবিশামঃ (আমরা এখানে বসি) [সর্বে উপবিশন্তি — সকলে বসলেন।]

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া — আর্য, তেমন ভয়ের কিছু নয়। আমাদের এই প্রিয়সখী ভ্রমরের অত্যাচারে কাতর হয়ে পড়েছে। (শকুন্তলাকে দেখিয়ে দিলেন।)

রাজা — (শকুন্তলার দিকে ফিরে)। তপস্যা নির্বিঘ্নে চলছে তো?

(শকুন্তলা লজ্জায় নীরব হয়ে রইলেন)

অনসূয়া — (আপনার মত) বিশিষ্ট অতিথির আগমনে এখন তা নির্বিঘ্ন হল বৈকি। শকুন্তলা, কুটীরে যাও এবং কিছু ফল আর অর্ঘ নিয়ে এস। পা-ধোওয়ার জল এই (কলসের জলেই) হবে।

রাজা — আপনাদের মিষ্টি কথাতেই আতিথ্যলাভ হয়েছে।

প্রিয়ংবদা — তাহলে এই ছায়াশীতল ছাতিমতলার বেদীতে একটু বসে আপনি পরিশ্রম দূর করুন।

রাজা — তোমরাও এই (গাছে জল দেওয়ার) কাজে অবশ্যই পরিশ্রান্ত হয়েছ।

অনসূয়া — শকুন্তলা, অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। (এসো) সবাই এখানে বসি। (সবাই বসলেন)

রাঘবভট্ট—আর্য, ন খলু কিমপ্যত্যাহিতম্। 'অত্যাহিতং মহাভীতিঃ কর্ম জীবানপেক্ষি চ' ইত্যমরঃ। ইয়ং নৌ প্রিয়সখী মধুকরেণাভিভূয়মানা কাতরীভূতা। সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতীতি কবিবচনম্। ইদানীমতিথিবিশেষলাভেন। তল্লাভেনেত্যর্থঃ। অনেনানুবৃত্তিনামা নাট্যালংকার উপক্ষিপ্তঃ। তল্লক্ষণং তু — 'প্রশ্রয়াদনুবর্তনম্। অনুবৃত্তিঃ' ইতি। হলা শকুন্তলে,

গচ্ছোটজম্। 'মুনীনাং তু পর্ণশালোটজোঽস্ত্রিয়াম্' ইত্যমরঃ। ফলমিশ্রমর্ঘমুপহর। ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি। সূনৃতয়া সত্যয়া প্রিয়য়া চ। 'সূনৃতং তু প্রিয়ে সত্যে' ইত্যমরঃ। তেন হ্যস্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং মুহূর্তমুপবিশ্য পরিশ্রমপ্রশমং করোত্বার্যঃ। 'পুংস্ত্রিয়োর্বা' ইত্যনুবর্তমানে 'স্মিংস্ময়োরৎ' ইতি সূত্রেণ বিকল্পেনাকারাদেশে অস্সিং অস্স ইমস্সিং ইমস্সেতি স্ত্রীপুংসয়োঃ সমানং রূপম্। অনেন কর্মণা বৃক্ষসেচনেন। উচিতং নঃ পর্যুপাসনমতিথীনাম্। অত্রোপবিশামঃ।

সুষমা—[১] সাধ্বসাদ্ — হেতৌ পঞ্চমী। [২] অগ্ঘং (অর্ঘম্) — 'আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্। যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥' (সিদ্ধার্থক = সরিষা) ; অন্য দ্রব্যেও অর্ঘপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। এমনকি অন্যান্য দ্রব্যের অভাবে শুধুমাত্র 'মানস' অর্ঘের কথাও বলা হয়েছে। তুঃ 'তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা। এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥' (পঞ্চতন্ত্র ; মিত্রলাভ) ; [৩] সূনৃতয়া — সু শোভনং নৃত্যতি অনেন হর্ষাৎ ইতি সু + নৃত্ করণে ঘঞর্থে ক। ৰাহুলকাৎ উপসর্গের দীর্ঘত্ব। (স্ত্রীং) ; অথবা সুষ্ঠু প্রীণয়তি উনয়তি ইতি সু + উন্ + ক্বিপ্। সূন্ চ ঋতা চ = সূনৃতা। করণে তৃতীয়া। [৪] আতিথ্যম্ — অতিথয়ে ইদম্ এই অর্থে অতিথি + ঞ্য। 'অতিথের্ঞ্যঃ'। [৫] সর্বে — সকলে। শকুন্তলা, সখীরা এবং রাজা। 'পুমান্ স্ত্রিয়া' সূত্রে পুংলিঙ্গ একশেষ।

অধ্যাপনা—এই অংশে দু-একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। রাজাতো প্রবেশ করলেন। তা দেখে সবাই একটু সন্ত্রস্ত। রাজা রাজ-পরিচয়ে না এলেও অপরিচিত তো বটেই এবং তদুপরি রাজোচিত পৌরুষদৃপ্ত চেহারা যাবে কোথায়! এই অবস্থায়, শকুন্তলাতো ভ্রমরের ভয়েই বিহ্বল। প্রিয়ংবদার মুখেও কথা নেই। অনসূয়াই সব সামাল দিলেন। অনসূয়ার এই বিচার-বিবেচনার পরিচয় আমরা পরেও অনেক পাব।

রাজা দুষ্যন্ত আত্মপ্রকাশের অবসর পান না। যখন পেলেন তখন আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে একেবারে মুখোমুখি হলেন। কিন্তু কি দিয়ে আলাপ শুরু করা যায়? ঢোকার সময় না হয় 'কঃ পৌরবে' বলে কোনমতে রক্ষা পাওয়া গেছে। মনেতে অনেকই কথা! কিন্তু সব রইল 'ঘন যামিনীর মাঝে না-বলা বাণী' হয়ে। নেহাতই 'ফর্মাল' — 'অপি তপো বর্ধতে' ('আপনাদের যাগযজ্ঞ ঠিকভাবে চলছে আশা করি') — বোকা-বোকা এক প্রশ্ন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলে 'কুশল' (যজ্ঞীয় কাজের নির্বিঘ্নতা) প্রশ্ন করার নিয়ম আছে মানি এবং এটাও মানি যে শকুন্তলা এখন কণ্বের প্রতিভূ। তৎসত্ত্বেও যে পরিবেশে ('সিচুয়েশন' এ) এই প্রশ্ন করা হয়েছে তা বেমানান্ লাগছে। হয়ত'বা রাজার সেই সময়ের অবস্থারই প্রতিচ্ছবি তাঁর এধরণের প্রশ্ন।

[১.২৩]

➜ **শকুন্তলা** — (আত্মগতম্) কিং ণু কখু ইমং পেক্খিঅ তবোবণবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅম্হি সংবুত্তা। (কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনঃ বিকারস্য গমনীয়াস্মি সংবৃত্তা।)

রাজা — (সর্বা বিলোক্য) অহো সমবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দম্।

প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকম্) অণ্সূএ, কো ণু ক্খু এসো চউরগম্ভীরাকিদী চউরং পিঅং আলবন্তো পহাববন্দো বিঅ লক্খীঅদি। (অনসূয়ে, কো নু খলু এষঃ চতুরগম্ভীরাকৃতিঃ চতুরং প্রিয়ম্ আলপন্ প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে।)

অনসূয়া — সহি, মম বি অত্থি কোদূহলং। পুচ্ছিস্স দাব ণং। (প্রকাশম্) অজ্জস্স মহুরালাবজণিদো বীসম্ভো মং মন্তাবেদি, কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো অলংকরীঅদি, কদমো বা বিরহপজ্জুস্সুঅজণো কিদো দেসো, কিং ণিমিত্তং বা সুউমারদরো বি তবোবণগমণপরিস্সমস্স অত্তা পদং উবণীদো। (সখি, মম অপি অস্তি কৌতূহলম্। পৃচ্ছামি তাবদেনম্। আর্যস্য মধুরালাপজনিতঃ বিশ্রম্ভঃ মাং মন্ত্রয়তে, কতমঃ আর্যেণ রাজর্ষিবংশঃ অলংক্রিয়তে, কতমঃ বা বিরহপর্যুৎসুকজনঃ কৃতঃ দেশঃ, কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরঃ অপি তপোবনপরিশ্রমস্য আত্মা পদম্ উপনীতঃ)।

শকুন্তলা — (আত্মগতম্) হিঅঅ, মা উত্তম্ম। এসা তুএ চিন্তিদাইং অণসূআ মন্তেদি। (হৃদয়, মা উত্তাম্য। এষা ত্বয়া চিন্তিতানি অনসূয়া মন্ত্রয়তে।)

রাজা — (আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি, কথং বা আত্মাপহারং করোমি। ভবতু, এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভবতি, যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্মারণ্যমিদমায়াতঃ।

অনসূয়া — সণাহা দাণিং ধম্মআরিণো। (সনাথা ইদানীং ধর্মচারিণঃ।)

(শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি)

সখ্যৌ — (উভয়োরাকারং বিদিত্বা, জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে, জই এত্থ অজ্জ তাদো সংণিহিদো ভবে? (হলা শকুন্তলে, যদি অত্র অদ্য তাতঃ সন্নিহিতঃ ভবেৎ?)

শকুন্তলা — তদো কিং ভবে? (ততঃ কিং ভবেৎ?)

সখ্যৌ — ইমং জীবিদসব্বস্সেণ বি অদিহিবিসেসং কিদত্থং করিস্সদি। (ইমং জীবিতসর্বস্বেন অপি অতিথিবিশেষং কৃতার্থং করিষ্যতি।)

শকুন্তলা — তুম্হে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণং সুণিস্সং। (যুবাম্ অপেতম্। কিম্ অপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েথে। ন যুবয়োঃ বচনং শ্রোষ্যামি।)

বিসন্ধি—কথম্ + ইদানীম্ + আত্মানম্। তাবৎ + এনাম্। সঃ + অহম্ + অবিঘ্ন ......। ধর্মারণ্যম্ + ইদম্ + আয়াতঃ। উভয়োঃ + আকারম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — নিজের মনে] ইমং প্রেক্ষ্য (এঁকে দেখার পর থেকে) কিং নু খলু (কেন) তপোবনবিরোধিনঃ বিকারস্য (তপোবনের বিরুদ্ধ বিকারের অর্থাৎ

কামভাবের) গমনীয়া অস্মি সংবৃত্তা (আমার মনে উদয় হচ্ছে)? রাজা — [সর্বা বিলোক্য — সকলকে দেখে] অহো (আহা) ভবতীনাং সৌহার্দম্ (আপনাদের মধ্যে এই আন্তরিক একাত্মতা) সমবয়োরূপরমণীয়ম্ (আপনাদের সমান বয়স এবং সমান রূপের মধুরতার সঙ্গে তুলনীয়)। প্রিয়ংবদা — [জনান্তিকম্ — জনান্তিকে, অন্যের কানে প্রবেশ না করে এমনভাবে] অনসূয়ে, কঃ নু খলু এষঃ (অনসূয়া, ইনি কে?) চতুরগম্ভীরাকৃতিঃ (চতুর অথচ গম্ভীর এঁর আকৃতি, অর্থাৎ চাতুর্য্য আর গাম্ভীর্য্য একসঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে) চতুরং প্রিয়ম্ আলপন্ (ইনি যে নিপুণতার সঙ্গে সুন্দর আলাপ করছেন) প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে (তাতে মনে হচ্ছে ইনি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন)। অনসূয়া — সখি, মম অপি কৌতূহলম্ অস্তি (সখি, আমারও কৌতূহল হচ্ছে)। এনং তাবৎ পৃচ্ছামি (তা এঁকে জিজ্ঞাসা করি)। [প্রকাশম্— প্রকাশ্যে অর্থাৎ সকলে যাতে শুনতে পায় এমনভাবে] — আর্যস্য মধুরালাপজনিতঃ বিশ্রম্ভঃ (আপনার মধুর আলাপে আমাদের সঙ্কোচ দূর হয়েছে তাই) মাং মন্ত্রয়তে (আপনার মধুর আলাপে আমাদের সঙ্কোচ দূর হয়েছে তাই) মাং মন্ত্রয়তে (আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করছে) — আর্যেণ কতমঃ রাজর্ষিবংশঃ অলংক্রিয়তে (আপনি কোন্ রাজর্ষির বংশ অলঙ্কৃত করেছেন অর্থাৎ আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশের অলঙ্কার), কতমঃ দেশঃ বিরহপর্যুৎসুকজনঃ কৃতঃ (কোন্ দেশের লোককে আপনার বিরহে উৎসুক রেখে আপনি এখানে এসেছেন), কিং নিমিত্তং বা (আর কি কারণেই বা) সুকুমারতরঃ অপি আত্মা (অতি কোমল আপনার শরীরে) তপোবনপরিশ্রমস্য পদম্ উপনীতঃ (তপোবন ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করছেন)? শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — নিজের মনে] হৃদয়, মা উত্তাম্য (হে হৃদয়, উদ্বেল হ'য়োনা)। এষা ত্বয়া চিন্তিতানি (তুমি যা ভাবছো) অনসূয়া মন্ত্রয়তে (অনসূয়া তাই বলছে)। রাজা — [আত্মগতম্ — নিজের মনে] ইদানীং (এখন) কথম্ আত্মানং নিবেদয়ামি (কিভাবে নিজের পরিচয় দিই), কথম্ বা আত্মাপহারং করোমি (কিভাবেই বা নিজেকে লুকোই)। ভবতু (যাক্), এবং তাবৎ এনাং বক্ষ্যে (এদের এরকম বলি)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] ভবতি (আপনি শুনুন, ভদ্রে), রাজ্ঞা পৌরবেণ (পুরুবংশের রাজা) যঃ ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ (যাকে ধর্ম রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেছেন) সঃ অহম্ (সেই আমি) অবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় (ঋষিদের যাগযজ্ঞ নির্বিঘ্নে চলছে কিনা দেখার জন্য) ইদং ধর্মারণ্যম্ আয়াতঃ (এই তপোবনে এসেছি)। অনসূয়া — ইদানীং ধর্মচারিণঃ সনাথাঃ (তা তপস্বীরা এখন 'স-নাথ' হলেন)। [শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি — শকুন্তলা রাজার প্রতি অনুরাগবশতঃ সলজ্জভাব অভিনয় করলেন, বিশেষতঃ 'নাথ' শব্দের উল্লেখে প্রথম প্রণয়ের লজ্জা শকুন্তলাকে অভিভূত করছে।] সখ্যৌ (দুই সখী) — [উভয়োঃ আকারং বিদিত্বা, জনান্তিকম্ — দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার হাবভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, অন্য কেউ যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে] হলা শকুন্তলে, অদ্য যদি (আজ যদি) তাতঃ (পিতা মহর্ষি কণ্ব) অত্র সন্নিহিতঃ ভবেৎ (এখানে উপস্থিত থাকতেন? অর্থাৎ তাহলে কি হত)? শকুন্তলা — ততঃ কিং ভবেৎ — (কি আবার হ'তো)? সখ্যৌ — ইমং অতিথিবিশেষং (এই বিশিষ্ট

অতিথিকে) জীবিতসর্বস্বেন অপি (জীবনসর্বস্ব দিয়েও) কৃতার্থং করিষ্যতি (কৃতার্থ করতেন)। শকুন্তলা — যুবাম্ অপেতম্ (তোমরা দূর হও)। কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েথে (তোমাদের মনে অন্য কোন কথা আছে, কিছু মনে করে তোমরা এসব বলছ')। যুবয়োঃ বচনং (তোমাদের কথা) ন শ্রোষ্যামি (শুনব না)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (মনে মনে) এঁকে দেখার পর থেকেই আমার মধ্যে তপোবনের বিরুদ্ধ কামনার উদ্রেক হচ্ছে কেন?

রাজা — (সকলকে দেখে) আহা, আপনাদের সমান বয়স এবং সমানই রূপ — তাই আপনাদের পরস্পরের আন্তরিক একাত্মতা বড়ই মধুর।

প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকে) অনসূয়া, ইনি কে? চতুর অথচ গম্ভীর এঁর আকৃতি। যে নিপুণতার সঙ্গে ইনি সুন্দর আলাপ করছেন, তাতে মনে হচ্ছে ইনি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন।

অনসূয়া — সখি, আমারও কৌতূহল হচ্ছে। তা এঁকে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) আপনার মধুর আলাপ আমাদের সঙ্কোচ দূর করেছে, তাই আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আপনি কোন রাজর্ষিবংশের অলঙ্কার? কোন্ দেশের লোককে আপনার বিরহে উৎসুক রেখে আপনি এখানে এসেছেন? আর কি কারণেই বা অতি কোমল আপনার এই শরীরে তপোবন ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করছেন?

শকুন্তলা — (মনে মনে) হৃদয়! উদ্বেল হ'য়ো না। তুমি যা ভাবছো, অনসূয়া তাই জিজ্ঞাসা করছে।

রাজা — (মনে মনে) এখন কিভাবে নিজের পরিচয় দিই, আর কিভাবেই বা নিজেকে গোপন রাখি? যাক্, এদের এরকম বলি — (প্রকাশ্যে) শুনুন, পুরুবংশের রাজা যাকে ধর্ম রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেছেন সেই আমি মুনিদের যাগযজ্ঞ নির্বিঘ্নে চলছে কিনা দেখার জন্য এই তপোবনে এসেছি।

অনসূয়া — তা তপস্বীরা এখন 'স-নাথ' হলেন বৈকি।

(শকুন্তলা রাজার প্রতি অনুরাগবশতঃ সলজ্জভাব অভিনয় করলেন)

দুই সখী — (দুজনের অর্থাৎ দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার হাবভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, — জনান্তিকে) আচ্ছা শকুন্তলা, আজ যদি পিতা (কণ্ব) এখানে উপস্থিত থাকতেন (তবে কি হ'তো)?

শকুন্তলা — কি আবার হ'তো?

দুই সখী — তাহলে এই বিশিষ্ট অতিথিকে জীবন-সর্বস্ব দিয়েও কৃতার্থ করতেন (এই আর কি)।

শকুন্তলা — তোমরা দূর হও। কিছু একটা মনে করে তোমরা এসব বলছো। তোমাদের কথা শুনব না।

রাঘবভট্ট—আত্মগতং স্বগতমিত্যস্য পর্যায়ঃ। কিং নু খল্বিতি জিজ্ঞাসায়াম্। 'খলু বীপ্সানিষেধয়োঃ। জিজ্ঞাসায়ামনুনয়ে বাক্যালংকরণেঽপি চ' ইতি হৈমঃ। ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনো বিকারস্য গমনীয়া বিষয়ভূতাস্মি সংবৃত্তা। অনেনাস্যা ভাবো নামাঙ্গাজো বিকার উক্তঃ। তল্লক্ষণং যথা — "নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া' ইতি। জনান্তিকমিতি। তল্লক্ষণং দশরূপকে — "ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্যান্তরা কথাম্। অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকম্ ॥' ইতি ত্রিপতাককরলক্ষণং সংগীতরত্নাকরে পতাকলক্ষণমুক্ত্বা — 'স এব ত্রিপতাকঃ স্যাদ্ বক্রিতানামিকাঙ্গুলিঃ' ইতি। অনসূয়ে, কো নু খল্বেষ চতুরা গম্ভীরাকৃতির্যস্য স চতুরং প্রিয়মালপন্ প্রভাববানিব লক্ষ্যতে। প্রভাবঃ সামর্থ্যম্। সখি, মমাপ্যস্তি কৌতূহলম্। পৃচ্ছামি তাবদেনম্। প্রকাশমিতি। তল্লক্ষণং তু — 'সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাৎ' ইতি। আর্যস্য মধুরালাপজনিতো বিশ্রম্ভো বিশ্বাসো মাং মন্ত্রয়ত ইতি স্বৌদ্ধত্যপরিহারঃ। কতম আর্যেণ রাজর্ষের্বংশোঽলংক্রিয়তে। কস্মিন্নভিজনে বংশালংকারস্য তে জনিরজনীত্যর্থঃ। কতমো বা বিরহেণ স্ববিয়োগেন পর্যুৎসুক উৎকণ্ঠিতো জনো যত্র স দেশঃ কৃতঃ। কস্মাদ্দেশাদাগতোঽসীত্যর্থঃ। এতত্তুঙ্গোক্তিস্তু সকলগুণানুরাগং ধ্বনয়তি। কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরোঽপি তপোবনগমনপরিশ্রমস্যাত্মা পদং স্থানমুপনীতঃ প্রাপিতঃ। তপোবনপদেন নাত্যধিকপ্রয়োজনত্বং সূচয়তি। অতএব পরিশ্রমপদম্। ফলান্তরাভাবাৎ পরিশ্রমমাত্রমিতি ভাবঃ। হৃদয়, মোত্তাম্য। এষা কর্ত্রী ত্বয়া চিন্তিতানি কর্মভূতান্যনসূয়া মন্ত্রয়তে বদতি। অনেন হাবলক্ষণোঽধিকারঃ উক্তঃ — 'ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে' ইতি। ভবতি, ইতি সংবুদ্ধিঃ। পৌরবেণ রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন। ধর্মেঽধিকারস্তত্র। অথ চ পুরুবংশোৎপন্নেন রাজ্ঞা দুষ্যন্তপিত্রা। ধর্মাধিকারে রাজ্যে। সনাথা ইদানীং ধর্মাচারিণঃ। বয়মিতি বিশেষে বক্তব্যে ধর্মচারিণ ইতি সামান্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। তয়া চ সর্বেষাং তপস্বিনাং সনাথত্বং ব্যঞ্জয়ন্ত্যৈকদেশগমনস্য সর্ব দেশগমনব্যাপ্তিং সূচয়ন্ত্যাঽসংবন্ধে সংবন্ধরূপাতিশয়োক্তির্ধ্বনিতা। শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তীতি পরাবৃত্তেন শিরসা লজ্জিতয়া দৃশা চ। তল্লক্ষণং তু — 'পরাঙ্মুখীকৃতং শীর্ষং পরাবৃত্তমুদীরিতম্। তৎকার্যং কোপলজ্জাদি কৃতে বক্ত্রাপসারণে ॥' ইতি। 'মিথোঽভিগামিপক্ষ্মাগ্রাপ্যধস্তাদ্গততারকা। পতিতোর্ধ্বপুটা দৃষ্টির্লজ্জয়া লজ্জিতা মতা' ইতি। অনেন হেলালক্ষণোঽঙ্গজো বিকার উক্তঃ। তল্লক্ষণং তু 'হেলাত্যন্তসমালক্ষ্যবিকারঃ স্যাৎ স এব তু' ইতি। অতএবোভয়োরাকারং বিদিত্বেতি পরস্পরস্নিগ্ধাবলোকনেন। হলা শকুন্তলে, যদ্যত্রার্যতাতঃ সংনিহিতো ভবেৎ। ততঃ কিং ভবেৎ। ইমং জীবিতসর্বস্বেনাপ্যতিথিবিশেষং কৃতার্থং করিস্সদি করিষ্যতি কুর্যাদিত্যর্থঃ। 'ভবিষ্যতি স্সিঃ' ইতি সূত্রেণ স্সিরাদেশঃ। অত্র 'ব্যত্যয়শ্চ' ইতি সূত্রেণ ত্যাদেশানাং ব্যত্যয়ে বিধ্যর্থে ভবিষ্যৎপ্রত্যয়ঃ। অত্র জীবিতসর্বস্বশব্দেন বিষয়নিগরণাচ্ছকুন্তলায়াঃ উক্তেঃ পতাকাস্থানকমনেনোক্তম্। তল্লক্ষণমাদিভরতে — 'সহসৈবার্থসংপত্তির্নায়কস্যোপকারিকা। পতাকাস্থানকং সংধৌ প্রথমে (?) তন্মতম্' ইতি। যুবামপেতম্। কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েথে। মন্ত্রেথেতি 'দ্বিবচনস্য বহুবচনম্' ইত্যনেনাথামো ধ্বমাদেশে তস্য

'মধ্যমস্যেত্থাহচৌ' ইতি হাদেশঃ। 'এৎ' ইত্যনুবর্তমানে 'বর্তমানা পঞ্চমী শতৃষু বা' ইতি বিকল্পেনৈত্বে 'ইহ হচোর্হস্য' ইতি বিকল্পেন ধত্বে মন্তেহ মন্তহ মন্তেধ মন্তধেতি চাতূরূপ্যম্। 'ন যুবয়োর্বচনং শ্রোষ্যামি'। 'রাজা — আত্মগতম্' ইত্যাদিনৈতদন্তেনোদাহরণং নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বাক্যং যদ্ গূঢ়তুল্যার্থং তদুদাহরণং মতম্' ইতি।

সুষমা—[১] সমবয়োরূপরমণীয়ম্ — বয়শ্চ রূপঞ্চ (দ্বন্দ্ব) ; সমে বয়োরূপে (কর্মধা) ; তাভ্যাং রমণীয়ম্ (৩য়া তৎ)। [২] সৌহার্দম্ — সু শোভনং হৃৎ হৃদয়ং যস্য সঃ = সুহৃৎ। ('চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ' — অমর)। সুহৃৎ + অণ্ = সৌহার্দ। 'সুহৃৎ' শব্দের 'হৃৎ' (= হৃদয়) একটি স্বতন্ত্র বিশেষপদ। সু শোভনং হৃদয়ং যস্য সঃ সুহৃদয়ঃ। সুহৃদয়স্য ভাবঃ এই অর্থে সুহৃদয় + অণ্ করলে 'সুহৃদয়' 'সুহৃৎ'-এ পরিণত হলেও ('হৃদয়স্য হৃদ্— ' সূত্র) উভয়পদবৃদ্ধি হয়ে সৌহার্দ এরকম রূপ পাওয়া যাবে না। কেননা উভয়পদবৃদ্ধির 'হৃদ্ভগ— ' ইত্যাদি সূত্র 'লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্য' এই নিয়ম অনুসারে বাধিত হয়ে যাবে। ফলে শুধুমাত্র আদিবৃদ্ধি (সূত্র — 'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ') হয়ে সৌহৃদ এইরকম রূপ হবে। [৩] জনান্তিকম্ — মঞ্চে উপস্থিত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিশেষ কাউকে শোনানো হচ্ছে — অন্যেরা শুনতে পাচ্ছে না — এই ভাব দেখিয়ে দর্শকরা যাতে শুনতে পায় এভাবে কিছু বলার নাম 'জনান্তিক'। 'ত্রিপতাককরেণাঽন্যান্ অপবার্যাঽন্তরা কথাম্। অন্যোন্যাঽমন্ত্রণং যৎ স্যাৎ তজ্জনান্তে জনান্তিকম্' ॥ (দশরূপক) ; 'স এব ত্রিপতাকঃ স্যাৎ বক্রিতাঽনামিকাঽঙ্গুলিঃ' (সঙ্গীতরত্নাকরের বচন — রাঘবভট্টের উদ্ধৃতি)। [৪] আত্মাপহারম্ — আত্মনঃ অপহারঃ (ষষ্ঠী তৎ) তম্। অপ্ — হৃ + ঘঞ্ = অপহারঃ। [৫] ভবতি — 'ভবৎ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্বোধন। যে স্ত্রীর সঙ্গে কোনপ্রকার সম্বন্ধ নেই তাকে সম্বোধনের এই রীতি।' 'পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ। তাং ব্রূয়াদ্ ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ ॥' (মনুসংহিতা) [৬] ধর্মাধিকারে — ধর্মাণাম্ অধিকারঃ (ষষ্ঠী তৎ) তস্মিন্। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে যে প্রশাসন চলে। মৎস্যপুরাণে আছে — 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ। বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্মাধিকরণো ভবেৎ ॥' [৭] নিযুক্তঃ — নি — যুজ্ + ক্ত। [৮] অবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় — উপ্ — লভ্ + ঘঞ্ = উপলম্ভঃ। অবিদ্যমানাঃ বিঘ্না যাসু তাঃ অবিঘ্নাঃ (বহুব্রীহি) ; অবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ (কর্মধা) ; তাসাম্ উপলম্ভঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তস্মৈ। তাদর্থ্যে ৪র্থী। [৯] ধর্মারণ্যম্ — ধর্মার্থম্ ধর্মসাধনং বা অরণ্যম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদ / উত্তরপদলোপী কর্মধা)। অথবা ধর্মস্য অরণ্যম্ (অশ্বঘাসাদিবৎ ৬ষ্ঠী তৎ)।

অধ্যাপনা—অনসূয়া কি সুন্দরভাবে উপস্থিত অতিথির কাছে পরিচয় জানতে চাইলেন। মার্জিত রুচি এবং পরিশীলিত বচনবিন্যাস লক্ষ্য করার মত। রাজা দুষ্যন্ত নিজের পরিচয় গোপন রাখলেও তিনি যে সাধারণ কোন রাজকর্মচারী নন তা বুঝতে অনসূয়ার অসুবিধা হয়নি ('কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো ......')। তুলনীয়ঃ 'বিভর্তি বংশঃ কতমস্তমোপহং / ভবাদৃশং নায়করত্নমীদৃশম্।' (নৈষধ. নবম সর্গ) ; 'অনায়ি দেশঃ কতমস্ত্বয়াঽদ্য / বসন্তমুক্তস্য দশাং বনস্য।' (নৈষধ. অষ্টম)।

রাজা দুষ্যন্ত দেখলেন আত্মপরিচয় দিলে এদের ব্যবহারে স্বাভাবিকতা ব্যাহত হবে। আবার মিথ্যা বলাও অনুচিত। 'যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে। স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ ॥' (মনু, চতুর্থ অধ্যায়)। অবশ্য মহাভারতে পরিহাসে, বিবাহে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে বার্তালাপে, প্রাণসংশয়ে এবং আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণে দোষ নেই বলে বলা হয়েছে। 'ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে। প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥' (মহা. আদিপর্ব)।

রাজা যেভাবে উত্তর দিয়েছেন তাতে দুরকম অর্থ হতে পারে — [১] পুরুবংশের রাজা দুষ্যন্ত আমায় ধর্মাধিকারে নিয়োগ করেছেন এবং [২] পুরুবংশের রাজা আমার পিতা আমায় তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন। এইভাবে শ্লেষের সাহায্যে বলার কৌশল এক প্রকারের পতাকাস্থান বলে 'সাহিত্য-দর্পণে' বলা হয়েছে। 'দ্ব্যর্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ। প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী পতাকাস্থানকং পরম্ ॥'

[১.২৪]

রাজা — বয়মপি তাবদ্ ভবত্যোঃ সখীগতং কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামঃ।

সখ্যৌ — অজ্জ, অনুগ্গহো বিঅ ইয়ং অব্ভত্থণা। (আর্য, অনুগ্রহ ইব ইয়ম্ অভ্যর্থনা।)

রাজা — ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিত ইতি প্রকাশঃ। ইয়ং চ বঃ সখী তদাত্মজেতি কথমেতৎ।

অনসূয়া — সুণাদু অজ্জো। অত্থি কো বি কোসিওত্তি গোত্তণামহেয়ো মহাপ্পহাবো রাএসী। (শৃণোতু আর্যঃ। অস্তি কোঽপি কৌশিক ইতি গোত্রনামধেয়ঃ মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ।)

রাজা — অস্তি শ্রূয়তে।

অনসূয়া — তং ণো পিঅসহীএ পহবং অবগচ্ছ। উজ্ঝিআএ সরীরসংবড্ঢণাদিহিং তাদকস্সবো সে পিদা। (তম্ আবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ প্রভবম্ অবগচ্ছ। উজ্ঝিতায়াঃ শরীরসংবর্দ্ধনাদিভিঃ তাতকাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা।)

রাজা — উজ্ঝিতশব্দেন জনিতং মে কৌতূহলম্। আ মূলাচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি।

অনসূয়া — সুণাদু অজ্জো। গোদমীতীরে পুরা কিল তস্স রাএসিণো উগ্গে তবসি বট্টমাণস্স কিং বি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআ ণাম অচ্ছরা পেসিদা ণিঅমবিগ্ঘকারিণী। (শৃণোতু আর্যঃ। গৌতমীতীরে পুরা কিল তস্য রাজর্ষেরুগ্রে তপসি বর্তমানস্য কিমপি জাতশঙ্কৈঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতা নিয়মবিঘ্নকারিণী।)

রাজা — অস্ত্যেতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্।

অনসূয়া — তদো বসন্তোদারসমএ সে উম্মাদইত্তঅং রূবং পেক্খিঅ — (অর্দ্ধোক্তে লজ্জয়া বিরমতি) (ততঃ বসন্তোদারসময়ে তস্যা উন্মাদয়িতৃ রূপং প্রেক্ষ্য) —

রাজা — পরস্তাজ্জ্ঞায়ত এব। সর্বথাপ্সরঃসম্ভবৈষা।

অনসূয়া — অহ ইং। (অথ কিম্।)

রাজা — উপপদ্যতে।

মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ ॥ ২৩ ॥

(শকুন্তলা অধোমুখী তিষ্ঠতি)

বিসন্ধি—বয়ম্ + অপি। তদাত্মজা + ইতি। কথম্ + এতৎ। মূলাৎ + শ্রোতুম্ + ইচ্ছামি। অস্তি + এতৎ + অন্যসমাধিভীরুত্বম্। পরস্তাৎ + জ্ঞায়তে + এব। সর্বথা + অপ্সরঃসম্ভবা+ এষা। স্যাৎ + অস্য। জ্যোতিঃ + উদেতি।

অন্বয়—মানুষীষু অস্য রূপস্য সম্ভবঃ কথং বা স্যাৎ? প্রভাতরলং জ্যোতিঃ বসুধাতলাৎ ন উদেতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — বয়ম্ অপি তাবৎ (আমরাও, এখানে আমিও, তাহলে) ভবত্যোঃ (আপনাদের) সখীগতং (এই সখীর সম্বন্ধে) কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামঃ (কিছু জিজ্ঞাসা করব)। সখ্যৌ- (দুই সখী) — আর্য, অয়ম্ অভ্যর্থনা (আপনার এই অনুরোধ) অনুগ্রহ ইব (আমাদের কাছে অনুগ্রহ-স্বরূপ)। রাজা — ভগবান্ কাশ্যপঃ (মহর্ষি কাশ্যপ অর্থাৎ কণ্ব) শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিতঃ (চিরকাল ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন) ইতি প্রকাশঃ (এইরকমই প্রসিদ্ধি)। ইয়ং চ বঃ সখী (তোমাদের এই সখী আবার) তদাত্মজা (তাঁর কন্যা) ইতি কথম্ এতৎ (এটা কি রকম)? অনসূয়া — শৃণোতু আর্যঃ (আপনি শুনুন)। কৌশিক ইতি গোত্রনামধেয়ঃ (গোত্র অনুসারে কৌশিক এই নামে) মহাপ্রভাবঃ কোঽপি রাজর্ষিঃ অস্তি (প্রভাবশালী এক রাজর্ষি আছেন)। রাজা — অস্তি শ্রূয়তে (হ্যাঁ, আছেন শুনেছি)। অনসূয়া — তম্ (তাঁকেই) আবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ (আমাদের প্রিয়সখীর) প্রভবম্ অবগচ্ছ (পিতা বলে জানবেন)। উজ্ঝিতায়াঃ (অস্যাঃ) (উনি এই শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করলে) শরীরসংবর্দ্ধনাদিভিঃ (লালন পালন করায়) তাতঃ কাশ্যপঃ (পিতা কাশ্যপ অর্থাৎ আমাদের পিতাতুল্য মহর্ষি কণ্ব) অস্যাঃ পিতা (এরও পিতা হয়েছেন)। রাজা — উজ্ঝিতশব্দেন ('উজ্ঝিত' অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত' এই কথায়) মে কৌতূহলং জনিতম্ (আমার কৌতূহল হচ্ছে)। আ মূলাৎ (গোড়া থেকে) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি (শুনতে ইচ্ছা করি)। অনসূয়া — শৃণোতু আর্যঃ (আপনি শুনুন)। পুরা কিল (পূর্বে, কিছুকাল আগে) গৌতমীতীরে (গৌতমী নদীর তীরে) তস্য রাজর্ষেঃ (সেই রাজর্ষির) উগ্রে তপসি বর্তমানস্য (কঠোর তপস্যায় নিরত থাকার সময়) কিমপি জাতশঙ্কৈঃ দেবৈঃ (কিছু একটা আশঙ্কা করে দেবতারা) নিয়মবিঘ্নকারিণী (তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য)

মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতা (মেনকা নামে এক অপ্সরাকে পাঠালেন)। রাজা — দেবানাম্ এতৎ অন্যসমাধিভীরুত্বম্ (অন্যের তপস্যায় দেবতাদের এই ভয় পাওয়া) অস্তি (প্রসিদ্ধই বটে)। অনসূয়া — ততঃ (তারপর) বসন্তোদারসময়ে (বসন্তকালের রমণীয় সময়ে) তস্যাঃ (তার) উন্মাদয়িতৃ রূপং প্রেক্ষ্য (পাগলকরা রূপ দেখে) — [অর্দ্ধোক্তে লজ্জয়া বিরমতি — অর্দ্ধেকটা অর্থাৎ এইটুকুমাত্র বলেই লজ্জায় আর বলতে পারলেন না] রাজা — পরস্তাৎ জ্ঞায়তে এব (পরের ঘটনা বোঝাই যাচ্ছে)। এষা সর্বথা অপ্সরঃসম্ভবা (ইনি সবদিক থেকেই অপ্সরার গর্ভজাত)। অনসূয়া — অথ কিম্ (তাই বটে)। রাজা — উপপদ্যতে (এবার পরিষ্কার হ'ল) — মানুষীষু (মানবীতে) অস্য রূপস্য সম্ভবঃ (এই রূপের সৃষ্টি) কথং বা স্যাৎ (কিভাবে হবে)? প্রভাতরলং জ্যোতিঃ (বিদ্যুতের ছটার) বসুধাতলাৎ ন উদেতি (মাটি থেকে উৎপত্তি হয় না)। [শকুন্তলা অধোমুখী তিষ্ঠতি — শকুন্তলা (লজ্জায়) মুখ নীচু করে থাকলেন]।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — আমিও আপনাদের এই সখীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রব।

দুই সখী — আপনার এই অনুরোধতো আমাদের কাছে অনুগ্রহ।

রাজা — ভগবান্ (মহর্ষি) কাশ্যপ (কণ্ব) তো চিরকাল ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন — এইরকমই সকলে জানে। তোমাদের এই সখী আবার তাঁর কন্যা — এটা কি রকম?

অনসূয়া — আপনি শুনুন। গোত্র অনুসারে কৌশিক নামে এক মহাপ্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন।

রাজা — হ্যাঁ, আছেন শুনেছি।

অনসূয়া — তাঁকেই আমাদের প্রিয়সখীর পিতা বলে জানবেন। উনি শকুন্তলাকে পরিত্যাগ ক'রলে পিতা কাশ্যপ (কণ্ব) তাকে লালন-পালন করেন — তাই তিনি এরও পিতা।

রাজা — 'পরিত্যাগ করলে' — এই কথায় আমার কৌতূহল হচ্ছে। গোড়া থেকে শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

অনসূয়া — আপনি শুনুন। কিছুকাল আগে, গৌতমী নদীর তীরে সেই রাজর্ষি যখন কঠিন তপস্যায় নিরত ছিলেন, সেইসময় দেবতারা কিছু একটা আশঙ্কা ক'রে তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য মেনকা নামে এক অপ্সরাকে পাঠালেন।

রাজা — অন্যের তপস্যায় দেবতাদের এই ভয় পাওয়া প্রসিদ্ধ বটে।

অনসূয়া — তারপর বসন্তকালের রমণীয় সময়ে তার পাগল-করা রূপ দেখে — (এটুকু বলেই লজ্জায় আর কিছু বলতে পারলেন না)

রাজা — পরের ঘটনা বোঝাই যাচ্ছে। এ (তাহলে) সবদিক থেকেই অপ্সরা গর্ভজাত।

অনসূয়া — তাই বটে।

রাজা — এবারে বোঝা গেল —

মানবীতে এইরূপের সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? বিদ্যুতের ছটা মাটি থেকে উঠে না।

(শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নীচু করে থাকলেন)

রাঘবভট্ট—সখীগতং সখীসংবদ্ধম্। আর্য, অনুগ্রহ ইবেয়মভ্যর্থনা। শাশ্বতে নিত্যে। প্রকাশোঽতিপ্রসিদ্ধঃ। 'প্রকাশোঽতিপ্রসিদ্ধে স্যাৎ' ইত্যমরঃ। শৃণোত্বার্যঃ। অস্তি কোঽপি কৌশিক ইতি গোত্রেণ নামধেয়ং যস্য স মহাপ্রভাবো রাজর্ষিঃ। তমাবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ প্রভমুৎপত্তিস্থানমবগচ্ছ। উজ্‌ঝিতায়াঃ শরীরসংবর্ধনাদিভিস্তাতকাশ্যপোঽস্যাঃ পিতা। শৃণোত্বার্যঃ। গৌতমীতীরে পুরা কিল তস্য রাজর্ষেরুগ্রে তপসি বর্তমানস্য কিমপি জাতশঙ্কৈর্দেবৈর্নিয়মবিঘ্নকারিণী মেনকা নামাপ্সরাঃ প্রেষিতা। 'আপঃ সুমনসো বর্ষা অপ্সরাঃ সিকতাঃ সমাঃ। এতে স্ত্রিয়াং বহুত্বে স্যুরেকত্বেঽপ্যুত্তরত্রয়ম্ ॥' ইত্যুক্তেরেক-বচনান্তোঽপ্সরঃশব্দঃ। তত উদারবসন্তসময়ে। প্রাকৃতে পূর্বনিপাতানিয়মঃ। তস্যা উন্মাদয়িতৃ রূপং প্রেক্ষ্য। 'রাজা — পরস্তাজজ্ঞায়ত এব' ইত্যনেনানুক্তসিদ্ধিরিতি। অহ ইং অথ কিম্। উপপদ্যতে যুজ্যতে। মানুষীষ্বিতি। মনোরপত্যানি স্ত্রিয়ো মানুষ্যস্তাসু। 'মনোর্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চ' ইত্যঞ্ষুকৌ। ততঃ 'টিড্ঢাণঞ — ' ইতি ঙীপ্। এতেনাসাং পৃথিব্যংশাধিক্যং ধ্বনিতম্। ত্রিবৃৎপঞ্চীকরণপক্ষয়োরর্ধষড়ংশানাং গ্রহণাৎ। উক্তং চ 'পৃথিবী নিত্যানিত্যা চ। নিত্যা পরমাণুরূপা, অনিত্যা কার্যরূপা। সাপি শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপা। শরীরমস্মদাদীনাং প্রত্যক্ষসিদ্ধম্' ইতি। এতচ্চ সংভবঃ কথং বা স্যাদদঃ প্রতিহেতুত্বেন যোজ্যম্। অতএবোপমানে বসুধাতলাদিতি প্রতিবস্তুত্বেনোপাদানম্। প্রতিব্যক্তিজাতিসমাপ্তেস্তাসু রূপাদীনাং তারতম্যস্য প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃশ্যমানস্য 'ইদমঃ প্রত্যক্ষগতম্', ইত্যুক্তেঃ। নির্জিতরতিলাবণ্যস্য নিরূপমস্য ত্রিজগত্যুপমানতাং প্রাপ্তস্যেত্যর্থান্তরসংক্রমিতম্। রূপং বিদ্যতেঽস্মিন্নস্য বা মত্বর্থীয়োঽর্শআদিভ্যোঽচ্। তেন রূপবত ইত্যর্থঃ। অন্যথাস্যেত্যনেনার্থপৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। রূপশব্দো লাবণ্যাদীনামুপলক্ষণম্। তে চ 'যৌবনং রূপলাবণ্যে সৌন্দর্যমভিরূপতা। মার্দবং সৌকুমার্যং চেত্যালম্বনগুণা মতাঃ' ইত্যুক্তিঃ। অতএব প্রভাতরলমিত্যুপমানেন বিশেষেণাধিক্যং তন্মধ্যে প্রথমং যৌবনস্য প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃশ্যমানত্বাত্তদ্বদিহাপীতরেষাং গ্রহণং রূপশব্দেন। সংভব উৎপত্তিঃ কথং বা স্যাৎ। অপি তু ন স্যাদেব। কথং বেতি নিপাতসমুদায়ো নিষেধে। অত্র বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। ক্ব মানুষ্যঃ, ক্বেদং রূপমিতি সামান্যতঃ প্রতীতম্। বিষমা-লংকারস্যৈকো ভেদো ব্যঙ্গ্যঃ। কীদৃগিত্যাহ — নেতি। প্রভয়া দীপ্ত্যা তরলমুজ্জ্বলং ভাসুরম্। 'তরলশ্চঞ্চলে পিঙ্গে হারমধ্যমণাবপি। ভাসুরে চ' ইতি বিশ্বঃ। জ্যোতিশ্চন্দ্রাদি। বসুধাতলাদুস্বরূপান্নোদেতি। ন প্রকটীভবতীত্যর্থঃ। অত্র ভূস্বরূপস্য জ্যোতিষশ্চ জন্যজনকভাবাৎ সত উৎপত্তিমঙ্গীকৃত্য বিশ্লেষমাত্রে পঞ্চমী প্রযুক্তেত্যবধেয়ম্। প্রকৃতে প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যমানত্বাৎ সংভাবনায়াং লিঙ্। উপমানবাক্যে প্রসিদ্ধত্বান্নিষেধোক্তিঃ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। সংভবঃ কথং বা স্যান্নোদেতীতি চ সামান্যধর্মস্য শব্দান্তরেণোক্তে-

রতিশয়োক্তিমূলা প্রতিবস্তূপমা। রূপাদীনাং লক্ষণানি যথা — 'অঙ্গান্যভূষিতান্যেব ক্ষেপাদ্যৈর্বিভূষণৈঃ। যেন ভূষিতবদ্ ভান্তি তদ্রূপমিহ কথ্যতে ॥ মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সংনিবেশো যথোচিতম্। সুশ্লিষ্টসংধিবন্ধো যস্তৎ সৌন্দর্যমিতীর্যতে ॥ যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্বস্ত্বন্যচ্চ নিকটস্থিতম্। সারূপ্যং নয়নিষ্ঠাজ্ঞেরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে ॥ স্পৃষ্টং যত্রাঙ্গমস্পৃষ্টমিব স্যান্মার্দবং হি তৎ। যৎ স্পর্শাসহনাঙ্গেষু কোমলস্যাপি বস্তুনঃ ॥ তৎ সৌকুমার্যং ত্রেধা স্যান্মুখ্যমধ্যাধমক্রমাৎ। অঙ্গং পুষ্পাদিসংস্পর্শাসহং যেন তদুত্তমম্ ॥ ন সহেত করস্পর্শং যেনাঙ্গং মধ্যমং হি তৎ। যেনাঙ্গমাতপাদীনামসহং তদিহাধমম্ ॥' ইতি। অন্যে তু মানুষীণাং প্রতিবিম্বত্বেন বসুধায়া উপাত্তত্বাৎ সংভবস্য চোদয়ঃ প্রতিবিম্বত্বেনোপাত্ত ইতি দৃষ্টান্তমাহুঃ। বস্তুতস্তুয়মেবোচিতঃ। যতঃ পূর্বত্রালংকার আদ্যভাগে ব্যঙ্গ্যবাচ্যয়োঃ প্রতিবস্তুত্বমুত্তরত্র বাচ্যলক্ষ্যয়োরিতি। অনেন নিদর্শনং নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'যত্রার্থানাং প্রসিদ্ধানাং ক্রিয়তে পরিকীর্তনম্। পরাপেক্ষব্যুদাসার্থং তন্নিদর্শনমুচ্যতে ॥' ইতি। অধোমুখী তিষ্ঠতীতি স্বস্তুত্যাকর্ণনেন। তেনোত্তমত্বং ধ্বনিতম্। অথ চ শৃঙ্গারলজ্জাখ্যো ব্যভিচারী ধ্বনিতঃ, উভয়ানুভাবত্বাদধোমুখত্বস্য।

সুষমা—[১] শাশ্বতে — 'সদা' এই অর্থে অব্যয়। শশ্বৎ + অণ্ = শাশ্বতম্। 'অব্যয়ানাং ভমাত্রে টিলোপঃ' এই সূত্রে 'ত্' লোপ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বার্তিককার কাত্যায়ন স্বয়ং প্রয়োগ করেছেন 'শাশ্বতে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ'। 'ত্রিমুনি ব্যাকরণং পাণিনীয়ম্'। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি — এই তিনজনের বক্তব্য এবং প্রয়োগ সবই প্রমাণ। তাছাড়াও সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে আছে — 'অনিত্যোঽয়মব্যয়ানাং টিলোপঃ'। ব্রহ্মচারী দু-ধরণের হয়। নৈষ্ঠিক এবং উপকুর্বাণক। যারা বিধি অনুসারে বেদাদি অধ্যয়নের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে তারা উপকুর্বাণক। যারা আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করে তারা নৈষ্ঠিক। 'যোঽধীত্য বিধিবদ্ বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ। উপকুর্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥" (কূর্মপুরাণ) ; মহর্ষি কণ্ব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাই 'শাশ্বতে ব্রহ্মণি' এরকম বলা হয়েছে। 'ব্রহ্মণি' পদে 'ব্রহ্ম' ব'লতে এখানে ব্রহ্মচর্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। [২] কোসিওত্তি (কৌশিক ইতি) — বিশ্বামিত্রের অপর নাম কৌশিক। কুশ বা কুশিকের গোত্রাপত্য এই অর্থে কুশিক + অণ্। রামায়ণ অনুসারে কুশ (কুশিক) — কুশনাভ — গাধি — বিশ্বামিত্র এই ক্রম। মহাভারত অনুসারে কুশিক — গাধি — বিশ্বামিত্র এই ক্রম। [৩] সরীরসংবড্ঢণাদিহিং তাদকস্সবো সে পিদা (শরীরসংবর্দ্ধনাদিভিঃ তাতকাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা) — তুঃ 'অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনয়িতোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥" —[৪] আ মূলাৎ — 'আ' কর্মপ্রবচনীয়। 'পঞ্চম্যাঙ্‌পরিভিঃ' সূত্রে পঞ্চমী। [৫] অচ্ছরা (অপ্সরাঃ) — 'স্ত্রিয়াং বহুষ্বপ্সরসঃ স্বর্বেশ্যা উর্বশীমুখাঃ' — অমরকোষ। পদটি সাধারণতঃ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। তবে ভাষ্যকার পতঞ্জলি 'অনচি চ' সূত্রভাষ্যে একবচনে প্রয়োগ করেছেন। ভাষ্যকারের প্রয়োগও প্রমাণ। অপ্-সৃ + অসুন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। অপ্সরা নামকরণের কারণ এই যে,

সমুদ্রমন্থনের সময় জল থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছিল। "অপ্সু নির্মথনাদেব রসাৎ তস্মাদ্ বরস্ত্রিয়ঃ। উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ! তস্মাদপ্সরসোঽভবন্।" (রামায়ণ) ; মহাভারত অনুসারে কশ্যপ এবং অরিষ্টার কন্যাদের অপ্সরা বলা হয়। [৬] দেবানাম্ — এই 'অন্যসমাধিভীরুত্বে'র ব্যাপারে ইন্দ্র বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। [৭] মানুষীষু — মনোরপত্যং পুমান্ ইতি মনু + অঞ্ = মানুষ। 'মনোর্জাতাবঞ্ যতৌ ষুক্ চ' সূত্রে ষুক্ আগম। মানুষ + ঙীপ্ = মানুষী। [৮] রূপস্য — রাঘবভট্ট 'রূপ'কে রূপবান্ অর্থে গ্রহণ করেছেন। সেক্ষেত্রে রূপ + মত্বর্থীয় অর্শআদিভ্যোঽচ্। এখানে রূপ, লাবণ্য, মৃদুতা, সৌকুমার্য সবেরই গ্রহণ হয়েছে ধরতে হবে। রূপ, লাবণ্য প্রভৃতির লক্ষণের জন্য রাঘবভট্ট দ্রষ্টব্য। [৯] প্রভাতরলম্ — প্রভয়া তরলম্ (তৃতীয়া তৎ)। [১০] জ্যোতিঃ — দ্যুৎ + ইসুন্। [১১] এখানে উৎপত্তিরূপ ক্রিয়ার 'সংভবঃ' এবং 'উদেতি' এই দুই পদে পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ থাকায় প্রতিবস্তূপমা। "প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ। একোঽপি ধর্মঃ সামান্যো যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্ ॥" (সা. দ.) ; শকুন্তলার রূপবিশেষের সামান্যরূপে বর্ণনায় অপ্রস্তুতপ্রশংসা। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাস। [১২] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[১.২৫]

রাজা — (আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যা পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ।

প্রিয়ংবদা —(সস্মিতং শকুন্তলাং বিলোক্য নায়কাভিমুখী ভূত্বা) পুণো বি বত্তুকামো বিঅ অজ্জো। (পুনরপি বক্তুকাম ইব আর্যঃ।)

(শকুন্তলা সখীমঙ্গুল্যা তর্জয়তি)

রাজা — সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্তি নঃ সচ্চরিতশ্রবণলোভাদন্যদপি প্রষ্টব্যম্।

প্রিয়ংবদা — অলং বিআরিঅ। অণিঅন্তণাণুওও তবস্সিঅণো ণাম। (অলং বিচার্য। অনিয়ন্ত্রণানুযোগঃ তপস্বিজনো নাম।)

রাজা — ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি।

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমা প্রদানা-
দ্ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।
অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভি-
রাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ ॥ ২৪ ॥

বিসন্ধি—সখীম্ + অঙ্গুল্যা। সম্যক্ + উপলক্ষিতম্। ...লোভাৎ + অন্যৎ + অপি। জ্ঞাতুম্ + ইচ্ছামি। কিম্ + অনয়া। ব্রতম্ + আ। প্রদানাৎ + ব্যাপাররোধি। অত্যন্তম্ + এব। ...বল্লভাভিঃ + আহো।

অন্বয়—অনয়া আ প্রদানাৎ মদনস্য ব্যাপাররোধি বৈখানসং ব্রতং কিং নিষেবিতব্যম্ ? আহো সদৃশেক্ষণবল্লভাভিঃ হরিণাঙ্গনাভিঃ সমম্ অত্যন্তম্ এব নিবৎস্যতি ?

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] মে মনোরথঃ (আমার অভিলাষের) লব্ধাবকাশঃ (সুযোগ রয়েছে)। কিন্তু সখ্যা পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা (কিন্তু সখী প্রিয়ংবদা পরিহাসছলে যে বর প্রার্থনার কথা বলেছে তা শুনে) মে মনঃ দ্বৈধীভাবকাতরম্ (আমার মন সংশয়ে আকুল হয়েছে)। প্রিয়ংবদা — [সস্মিতং — হেসে, শকুন্তলাং বিলোক্য — শকুন্তলাকে দেখে, নায়কাভিমুখী ভূত্বা — নায়কের দিকে ফিরে] আর্যঃ পুনরপি (আপনি পুনরায়) বক্তুকাম ইব (যেন কিছু বলতে চাইছেন)। [শকুন্তলা সখীম্ অঙ্গুল্যা তর্জয়তি — শকুন্তলা আঙ্গুল তুলে সখীকে ভয় দেখালেন] রাজা — ভবত্যা সম্যক্ উপলক্ষিতম্ (আপনি ঠিকই ধরেছেন)। সচ্চরিতশ্রবণলোভাৎ (সাধু লোকের জীবনের ঘটনা শোনার লোভ-বশতঃ) নঃ (আমাদের, এখানে আমার) অন্যৎ অপি প্রষ্টব্যম্ অস্তি (আরো কিছু জিজ্ঞাসার আছে)। প্রিয়ংবদা — অলং বিচার্য (এ ব্যাপারে দ্বিধার কোন প্রয়োজন নেই)। তপস্বিজনঃ (তপস্বীদের) অনিয়ন্ত্রণানুযোগঃ নাম (অবাধে সব জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে)। রাজা — তে সখীম্ (তোমার সখীর সম্বন্ধে) ইতি (এই বিষয়ে) জ্ঞাতুমিচ্ছামি (জানতে ইচ্ছা হচ্ছে)। আ প্রদানাৎ (একে বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত) মদনস্য ব্যাপাররোধি (মদনের বিরুদ্ধ অর্থাৎ কাম-ভয়ের বিরুদ্ধ) অনয়া বৈখানসং ব্রতং কিং নিষেবিতব্যম্ (ব্রহ্মচর্যব্রত ইনি পালন করবেন)? আহো (নাকি) সদৃশশেক্ষণবল্লভাভিঃ হরিণাঙ্গনাভিঃ সমম্ (একই রকম চোখ থাকায় বন্ধুত্ব হয়েছে যেই হরিণীদের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে) অত্যন্তম্ এব নিবৎস্যতি (চিরকাল কাটাবেন)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (মনে মনে) আমার অভিলাষ পূরণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সখী (প্রিয়ংবদা) পরিহাসছলে যে বরপ্রার্থনার কথা বলেছে, তা শুনে আমার মন সংশয়ে আকুল হয়েছে।

প্রিয়ংবদা — (হাসতে হাসতে শকুন্তলাকে লক্ষ্য ক'রে নায়কের দিকে ফিরে) আপনি যেন আরো কিছু বলতে চাইছেন!

(শকুন্তলা সখীকে আঙ্গুল তুলে ভয় দেখালেন)

রাজা — আপনি ঠিকই ধরেছেন। সাধুলোকের বৃত্তান্ত শোনার লোভবশতঃ আমার আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

প্রিয়ংবদা — এ ব্যাপারে আপনার দ্বিধার কোন প্রয়োজন নেই। তপস্বীদের অবাধে সব কিছু জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

রাজা — তোমার এই সখীর সম্পর্কে কিছু জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কি (এই সখী) কাম-বিরোধী ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবেন, নাকি একই রকমের চোখ থাকায় যে হরিণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, তাদের সঙ্গেই চিরকাল কাটাবেন?

রাঘবভট্ট—পুনরপি প্রষ্টুকাম ইবার্যঃ। অলং বিচার্য। অনিয়ন্ত্রণানুযোগোঽপ্রতিবন্ধপ্রশ্নঃ। 'প্রশ্নোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা চ' ইত্যমরঃ। তপস্বিজনো নাম। 'ণিওও' ইতি পাঠে নিয়োগ আজ্ঞা। ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি। ইতীতি কিম্? বৈখানসমিতি। বৈখানসং ব্রতং তপস্বিসংবন্ধি তপোবননিবাসলক্ষণম্। মদনস্য ব্যাপারঃ স্ববিষয়ে প্রবৃত্তির্নানাবিধালিঙ্গনাদ্য (দ্যং) তেত(?)। তদুক্তং মহিমভট্টেন — 'যতঃ সর্বেষ্বলংকাবেষ্বয়মাজীবিতায়তে। সা চ প্রতীয়মানৈব তদ্বিদ্বান্ স্বদতেতরাম্' ইতি। তথা — 'বাচ্যাৎ প্রতীয়মানোঽর্থস্তদ্বিদ্বান্ স্বদতেঽধিকম্। রূপকাদিতরঃ স্বপ্রকারা (?)। ন তু চরমধাতুবিসর্গোঽত্রাভিপ্রেতঃ। তদ্রোধি ব্রতং নিয়মাদি। প্রকৃষ্টায়োত্তমপ্রকৃতয়ে রাজ্ঞে দানং তস্মাৎ। প্রদানাদিবিশিষ্টমিদং মর্যাদীকৃত্য নিষেবণীয়ম্। কিমিতি প্রশ্নে। কিম্। আহো অথবা। 'আহো উতাহো কিমুত বিকল্পে' ইত্যমরঃ। মদিরে সংজাতমদে যে ঈক্ষণে তে চ তে চ তৈর্বল্লভাভিঃ সুন্দরীভিঃ। 'আত্মসদৃশ— ' ইতি পাঠ আত্মনঃ সদৃশে ঈক্ষণে তৈর্বল্লভাভিঃ প্রিয়াভিঃ। হরিণাঙ্গনাভির্মৃগীভিঃ সহাত্যন্তমাজন্মৈব নিবৎস্যতি। অর্থাৎ তপোবনে। অয়মাশয়ঃ। যদি রাজ্ঞে দেয়া তদা বিবাহপর্যন্তমেব তপোবনে স্থিতিঃ। তদনন্তরমবিরোধী কামোপভোগঃ। যদি কস্মৈচিৎ তপস্বিনে দেয়া তদা মৃগমিথুনবৎ কামোপভোগরহিতা বন এব স্থাস্যতীতি। অস্যেবোত্তরমনুরূপবরপ্রদান ইত্যাদি। অত্র সহোক্তিঃ। ঔপম্যং গম্যম্। নিবাসঃ সামান্যধর্মঃ। সমশব্দস্য তুল্যবাচিত্ব উপমৈব। 'সমং সহার্থে তুল্যে চ' ইত্যজয়ঃ। অনয়োঃ পূর্বোক্তৈব সহৃদয়হৃদয়হারিণী। স্নেহান-লংকারেষু নোপমেতি। বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্চ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্।

সুষমা—[১] রাজা — (আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো ...... মনঃ' — এই অংশ কোন' কোন' সংস্করণে (যথা শ্রীসারদারঞ্জন রায় এবং শ্রীরমেন্দ্র মোহন বসু) বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীসারদারঞ্জন রায়ের মত এবং এ. বি. গজেন্দ্রগদ্‌করের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদের বিস্তৃত বিবরণের জন্য শ্রীরায় সম্পাদিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' পৃঃ ১৫৪-১৫৮ দ্রষ্টব্য। [২] লব্ধাবকাশঃ লব্ধঃ অবকাশঃ যেন সঃ (বহুব্রী)। এখানে যুক্তি নামক মুখসন্ধির অঙ্গ আছে। [৩] ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরম্ — দ্বিপ্রকারম্ দ্বিধা দ্বৈধং বা। তস্য ভাবঃ দ্বৈধম্। ধৃতং দ্বৈধং যেন তৎ ধৃতদ্বৈধম্ ; ন ধৃতদ্বৈধম্ অধৃতদ্বৈধম্। অধৃতদ্বৈধং ধৃতদ্বৈধং সংপদ্যতে ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বি। তস্য ভাবঃ ধৃতদ্বৈধীভাবঃ ; ভাবে ঘঞ্। খুবই জটিল পদ্ধতি। পরিবর্তে 'ধৃতদ্বৈধভাবকাতরম্' পাঠ শ্রেয়ঃ। (দ্রঃ— ডঃ হরিদত্ত শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক শিববালক দ্বিবেদীর সংস্করণ) 'ধৃত' পদের দ্বারাই 'চ্বি'র অর্থ পাওয়া গেছে। এই হিসাবেও পরের পাঠই ভালো মনে হয়। [৪] উপলক্ষিতম্ — উপ — লক্ষ্ + ক্ত। [৫] ... লোভাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [৬] প্রষ্টব্যম্ — প্রচ্ছ্ + তব্যৎ। [৭] আ প্রদানাৎ — 'পঞ্চম্যাঙ্‌পরিভিঃ' সূত্রে পঞ্চমী। [৮] ব্যাপাররোধি — ব্যাপারং রোদ্ধুং শীলমস্য তৎ। ব্যাপার + রুধ্ + ণিনি (তাচ্ছীল্যে)। [৯] নিষেবিতব্যম্ — নি — সেব্ + তব্য কর্মণি। 'পরিনিবিভ্যঃ সেবসিত —' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। [১০] অত্যন্তম্ — অতিগতম্ অন্তম্ যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রী)। [১১] সদৃশেক্ষণবল্লভাভিঃ — সদৃশানি ঈক্ষণানি যাসাং তাঃ — সদৃশেক্ষণাঃ

(বহুব্রী) ; তা এব বল্লভাঃ (সহসুপা), তাভিঃ ; সহার্থে তৃতীয়া। [১২] নিবৎস্যতি — নি— বস্+ লৃট্ প্রথমপুরুষ, একবচন। [১৩] অভিপ্রায়সূচক বিশেষণের প্রয়োগহেতু পরিকর অলঙ্কার। [১৪] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাজার শকুন্তলা সম্বন্ধে অনেকই জানা হয়েছে। তবুও একটু বাকী আছে। কণ্ব এই সম্বন্ধে কি ঠিক করেছেন — বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য নাকি আজীবন ব্রহ্মচর্য? প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকেরও ব্রহ্মচর্যে অধিকার ছিল। হারীত এসম্বন্ধে বলেছেন — ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ — স্ত্রীলোক দুপ্রকারের। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, ভিক্ষাচরণ ইত্যাদি কর্তব্য। সদ্যোবধূদের উপনয়নের পরে বিবাহ। নারীরাও তখন উপবীত ধারণ ক'রত। 'পুরাকল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা॥' (যম);

এই প্রশ্নের উত্তর পেতেই রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'ভব হৃদয় সাভিলাষম্—'।

[১.২৬]

প্রিয়ংবদা — অজ্জ, ধম্মচরণে বি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উণ সে অণুরূববরপ্পদাণে সংকপ্পো। (আর্য, ধর্মচরণে অপি পরবশঃ অয়ং জনঃ)। গুরোঃ পুনঃ অস্যাঃ অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ।)

রাজা — (আত্মগতম্) ন খলু দুরবাপেয়ং প্রার্থনা।

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্ ॥ ২৫ ॥

বিসন্ধি—দুরবাপা + ইয়ম্। যৎ + অগ্নিম্। তৎ + ইদম্।

অন্বয়—(হে) হৃদয়, সাভিলাষং ভব। সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ঃ জাতঃ। যৎ অগ্নিম্ আশঙ্কসে, তৎ ইদম্ স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রিয়ংবদা — আর্য, অয়ং জনঃ (আর্য, এই ব্যক্তি, ইনি অর্থাৎ এই শকুন্তলা) ধর্মচরণে অপি (ধর্মাচরণ বিষয়েও) পরবশঃ (পরাধীন, স্বাধীনতা নেই)। গুরোঃ পুনঃ (গুরুর, এখানে পিতা কণ্বের কিন্তু) অস্যাঃ (এর) অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ (যোগ্য বরে সম্প্রদান করার ইচ্ছা)। রাজা — [আত্মগতম্ — আত্মগত] ইয়ং প্রার্থনা (এই প্রার্থনা অর্থাৎ শকুন্তলাকে পাওয়ার বাসনা) ন খলু দুরবাপা (দুর্লভ নয়)। হৃদয় (হে হৃদয়), সাভিলাষং ভব (শকুন্তলাকে পেতে কামনা করতে পার)। সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ঃ জাতঃ (কারণ, এখন সন্দেহ দূর হয়েছে)। যৎ অগ্নিম্ আশঙ্কসে (যাকে আগুন বলে ভাবছিলে), তৎ ইদম্ স্পর্শক্ষমং রত্নম্ (তা আসলে স্পর্শের যোগ্য রত্ন)।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা — আর্য, এই শকুন্তলার ধর্মাচরণ বিষয়েও স্বাধীনতা নেই। তবে পিতা কণ্বের কিন্তু যোগ্য বরে একে সম্প্রদান করার ইচ্ছা।

রাজা — (আত্মগত) তাহলে শকুন্তলাকে পাওয়ার আমার বাসনা পূরণ না হবার মত নয়।

হে হৃদয়, এবারে তুমি শকুন্তলাকে পেতে কামনা করতে পার — (কেননা) এখন সব সন্দেহের অবসান হয়েছে। তুমি এতক্ষণ যাকে আগুন বলে ভাবছিলে, আসলে তা স্পর্শযোগ্য রত্ন।

রাঘবভট্ট— আর্য, ধর্মচরণেঽপি পরবশোঽয়ং জনঃ। এতদাশ্রমবাসিত্বেন সামান্যতঃ প্রাপ্তং যদ্ধর্মচরণং তত্রাপি পরাধীন ইতি যাবৎ। অনেন পূর্বপদ্যে যৎ কর্তৃত্বেনোপাত্তং তস্যোত্তরম্। তেনাস্যাঃ কর্তৃত্বং কুত্রাপি নাস্তীতি ভাবঃ। ইতঃ পরং কিং পরবশৈত্যেকঃ প্রশ্নঃ। যৎপরবশস্তস্যাপি কোঽভিপ্রায় ইতি দ্বিতীয়ঃ। তত্রাহ — গুরোঃ পুনস্তস্য অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ। অনেনোত্তরালংকারঃ। 'উত্তরেণ প্রশ্নোন্নয়ন উত্তরম্' ইতি তল্লক্ষণাৎ। 'রাজা — বয়মপি' ইত্যাদিনৈতদন্তং যুক্তির্নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। 'সংপ্রধারণমর্থানাং যুক্তিরিত্যভিধীয়তে' ইতি। দুরবাপেতি। এতৎসদৃশান্যস্যাভাবাদিতি ভাবঃ। ভবেতি। হে হৃদয়, সাভিলাষং ভব। অনেন রাজগতস্বভাবস্য স্থৈর্যং দ্যোত্যতে। তত্র হেতুমাহ — সংপ্রতীতি। মুনিকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা বেতি সন্দেহে নির্ণয় একতরনিশ্চয়ো জাতঃ। তেনাত্র কাব্যলিঙ্গম্। নির্ণয়মেব বিবৃণোতি — আশঙ্কস ইতি। যৎ ত্বমগ্নিমাশঙ্কসে মন্যসে। অস্পৃষ্টব্যত্বং সামান্যধর্মো গম্যঃ। ব্যস্তরূপকম্। তৎ স্পর্শক্ষমং রত্নমিতি ব্যতিরেকরূপম্। অথ চ স্পর্শক্ষমমুপভোগ্যং রত্নম্। কন্যারত্নমিত্যর্থঃ। 'জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমভিধীয়তে' ইত্যুক্তেঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্চ। নায়কৌৎসুক্যং ধ্বনিতম্। অনেন সমাধাননামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বীজার্থস্যোপগমনং তৎসমাধানমুচ্যতে' ইতি।

সুষমা—[১] সাভিলাষম্ — অভিলাষেণ সহ বর্তমানম্ (বহুব্রী) ; সূত্র — 'তেন সহেতি তুল্যযোগে'। অভি — লষ্ + ঘঞ্, ভাবে। [২] সন্দেহনির্ণয়ঃ — সন্দেহস্য নির্ণয়ঃ (ষষ্ঠী তৎ)। সম্ — দিহ্ + ঘঞ্ কর্মণি = সন্দেহঃ। নির্ — নী + অচ্ ভাবে = নির্ণয়ঃ। [৩] আশঙ্কসে — আ-শঙ্ক্+ লট্ + সে। [৪] স্পর্শক্ষমম্ — স্পর্শং ক্ষমতে ইতি স্পর্শ + ক্ষম্ + ণ কর্তরি। [৫] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। সাভিলাষত্বের কারণ উল্লেখ আছে। [৬] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—অভিলাষ আগেও ছিল। তবে তাতে হয়ত অপরাধবোধ ছিল। এখন সে গ্লানি দূর হ'ল। অভিলষিতের প্রাপ্তিতেও অপরাধবোধ থাকলে আত্মতৃপ্তি আসে না। তুঃ দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে'র 'রাজবাহনচরিতে' অবন্তীসুন্দরীর উক্তি — 'অদ্য মে মনসি তমোপহস্ত্বয়া দত্তঃ জ্ঞানপ্রদীপঃ'। গান্ধর্ব-বিবাহ দোষের নয় — রাজবাহন এটা বোঝানোর পরই অবন্তিসুন্দরী পাপবোধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

[১.২৭]

শকুন্তলা — (সরোষমিব) অণসূএ গমিস্সং অহং। (অনসূয়ে, গমিষ্যামি অহম্।)

অনসূয়া — কিং ণিমিত্তং? (কিং নিমিত্তম্?)

শকুন্তলা — ইমং অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅংবদং অজ্জাএ গোদমীএ ণিবেদইস্সং। (ইমাম্ অসম্বন্ধপ্রলাপিনীং প্রিয়ংবদাং আর্যায়ৈ গৌতম্যৈ নিবেদয়িষ্যামি।)

অনসূয়া — সহি, ণ জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্। (সখি, ন যুক্তং অকৃতসৎকারং অতিথিবিশেষং বিসৃজ্য স্বচ্ছন্দতো গমনম্)।

(শকুন্তলা ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতৈব)

রাজা — (গ্রহীতুমিচ্ছন্, নিগৃহ্য আত্মানম্। আত্মগতম্) অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ। অহং হি —

অনুযাস্যন্ মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।
স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ॥ ২৬ ॥

বিসন্ধি—সরোষম্ + ইব। কিঞ্চিৎ + উক্ত্বা। প্রস্থিতা + এব। গ্রহীতুম্ + ইচ্ছন্। স্থানাৎ + অনুচ্চলন্ + অপি। গত্বা + ইব।

অন্বয়—(অহং হি) মুনিতনয়াম্ অনুযাস্যন্ সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ (সন্) স্থানাৎ অনুচ্চলন্ অপি গত্বা পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [সরোষম্ ইব — যেন রাগতভাবে] অনসূয়ে, গমিষ্যামি অহম্ (অনসূয়া, আমি চললাম্)। অনসূয়া — কিং নিমিত্তম্? (কি কারণে)? শকুন্তলা — ইমাম্ অসম্বদ্ধপ্রলাপিনীম্ প্রিয়ংবদাম্ (প্রিয়ংবদা যা খুশি আবোল তাবোল বকে চলেছে — এর সম্বন্ধে) আর্যায়ৈ গৌতম্যৈ (আর্যা বা মাতা গৌতমীর কাছে) নিবেদয়িষ্যামি (নালিশ করব।) অনসূয়া — সখি, অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ (বিশিষ্ট অতিথির আপ্যায়ন না করেই) বিসৃজ্য (তাঁকে ছেড়ে) স্বচ্ছন্দতো গমনম্ (নিজের ইচ্ছেমত চলে যাওয়া) ন যুক্তম্ (কখনোই উচিত না)। [শকুন্তলা ন কিঞ্চিৎ উক্ত্বা প্রস্থিতা এব — শকুন্তলা কিছু না বলেই চলতে শুরু করলেন।] রাজা — [গ্রহীতুম্ ইচ্ছন্ — শকুন্তলাকে হাতে ধরে বাধা দিতে ইচ্ছুক, আত্মানম্ নিগৃহ্য — নিজেকে সংযত করে। আত্মগতম্ — মনে মনে] অহো (কি আশ্চর্য), কামিজনমনোবৃত্তিঃ (কামার্ত্ত ব্যক্তির মনোবৃত্তি) চেষ্টাপ্রতিরূপিকা (এবং তার দৈহিক চেষ্টা একে অপরের প্রতিবিম্ব)। অহং হি (আমি) মুনিতনয়াম্ অনুযাস্যন্ (মুনিকন্যা শকুন্তলাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি — এই অবস্থায়) সহসা (হঠাৎ) বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ (বিনয় অর্থাৎ শিষ্টাচার বা ভদ্রতাবোধ আমায় বাধা দিল)। স্থানাৎ অনুচ্চলন্ অপি (নিজের জায়গা থেকে না নড়লেও) গত্বা পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত ইব (মনে হচ্ছে যেন আমি একে অনুসরণ করে কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে এসেছি)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (যেন রাগতভাবে) অনসূয়া, এই আমি চললাম্।

অনসূয়া — কেন?

শকুন্তলা — এই প্রিয়ংবদা যা খুশি আবোল-তাবোল বকে চলেছে — এর সম্বন্ধে মাতা গৌতমীর কাছে আমি নালিশ করব।

অনসূয়া — বিশিষ্ট অতিথির আপ্যায়ন না করে তাঁকে ছেড়ে নিজের খুশিমতো চলে যাওয়া কিন্তু ঠিক কাজ হচ্ছে না।

(শকুন্তলা কিছু না বলে চলতে শুরু করলেন)

রাজা — (শকুন্তলাকে বাধা দিতে ইচ্ছুক নিজেকে সংবরণ করে, মনে মনে) কি আশ্চর্য, কামার্ত ব্যক্তির মনোবৃত্তি এবং তার দৈহিক চেষ্টা একে অপরের প্রতিবিম্ব। আমি —

মুনিকন্যা (শকুন্তলাকে) অনুসরণ করতে যাচ্ছি এই অবস্থায় হঠাৎ ভদ্রতাবোধ আমায় বাধা দিল। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে না নড়লেও মনে হচ্ছে যেন আমি একে অনুসরণ করে কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে এসেছি।

রাঘবভট্ট— অনসূয়ে, গমিষ্যাম্যহম্। কিং নিমিত্তম্। ইমামসংবদ্ধপ্রলাপিনীং প্রিয়ংবদামার্যায়ৈ গৌতম্যৈ নিবেদয়িষ্যামি। সখি, ন যুক্তমকৃতসৎকারমতিথিবিশেষমিতি সাভিপ্রায়ম্। বিসৃজ্য স্বচ্ছন্দতো গমনম্। অনেনোপদেশ ইতি নাট্যালংকার উপক্ষিপ্তঃ। তল্লক্ষণম্ — 'শিক্ষা স্যাদুপদেশনম্' ইতি। অহো ইত্যাশ্চর্যে। চেষ্টাপ্রতিরূপিকা চেষ্টাসদৃশী যাদৃশী শরীরচেষ্টায়াং তাদৃশী তাং বিনাপীতি। অতএবাশ্চর্যম্। তদেবাহ — অনুযাস্যন্নিতি। মুনিতনয়াং শকুন্তলাম্। সংবন্ধমাত্রবিবক্ষয়া সমাসঃ কৃতঃ। যথারিস্ত্রীণামিত্যত্র। এনামিতি বক্তব্য এতদুক্তির্মুগ্ধত্বদ্যোতনায়। সহসাবিচারিতমনুযাস্যন্ননুগমিষ্যন্। 'লৃটঃ সদ্বা' ইতি শতৃ। অহং বিনয়েন জিতেন্দ্রিয়তয়া বারিতঃ প্রসরো বেগো যস্য সঃ। 'প্রসরঃ প্রণয়ে বেগে' ইতি বিশ্বঃ। 'ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং প্রাহ বিনয়ং ভরতো মুনিঃ' ইত্যুক্তেঃ। অত্রানুগমনকরণে বেগস্যৈব নিরাকরণাৎ তাত্ত্বিকানুরাগনিষেধাভাবাদ্রতেঃ স্থায়িত্বং ধ্বনিতম্। তেন প্রসরপদস্যাবকরত্বং ন শঙ্কনীয়ম্। অন্যথানুযাস্যন্নেব নিবারিতঃ। অন্যত্র সুতরাং বারিত ইত্যর্থঃ স্যাৎ। স্থানাদুপবেশনাদনুচ্চলন্নচঞ্চলোঽপি। উত্থানং তু দূরাপাস্তমিত্যপিশব্দার্থঃ। গত্বা প্রতিনিবৃত্তঃ পর্যাবর্ত ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অনুচ্চলন্ত ইতি বিরোধাভাসঃ। কাব্যলিঙ্গমনুপ্রাসশ্চ। অনেন পরিভাবনেত্যঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'কুতূহলোত্তরাবেশো বিজ্ঞেয়া পরিভাবনা' ইতি।

সুষমা—[১] চেষ্টাপ্রতিরূপিকা — চেষ্টায়াঃ প্রতিরূপিকা (ষষ্ঠী তৎ) ; প্রতিগতং রূপম্ অস্যাং সা = প্রতিরূপা (বহুব্রী) ; প্রতিরূপা + কন্ স্বার্থে = প্রতিরূপিকা। [২] কামিজনমনোবৃত্তিঃ — মনসঃ বৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; কামিজনানাং মনোবৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩] অনুযাস্যন্ — অনু-যা + স্যতৃ। [৪] বিনয়েন — হেতৌ তৃতীয়া। [৫] বারিতপ্রসরঃ — বারিতঃ প্রসরঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৬] অনুচ্চলন্ — উৎ-চল্ + শতৃ = উচ্চলন্। ন উচ্চলন্ = অনুচ্চলন্। [৭] প্রতিনিবৃত্তঃ — প্রতি + নি — বৃৎ + ক্ত। [৮] 'অনুচ্চলন্নপি

গত্বা' — এখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ ('সহসা বিনয়েন') এবং উৎপ্রেক্ষা ('প্রতিনিবৃত্ত ইব')। [৯] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—ভরত 'বিনয়' কথার অর্থ ধরেছেন জিতেন্দ্রিয়তা। 'ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং প্রাহ বিনয়ং ভরতো মুনিঃ'। মনু বলেছেন — 'শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ / ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ। ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা / স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥'

[১.২৮]

প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলাং নিরুধ্য) হলা, ণ দে জুত্তং গন্তুং। (হলা, ন তে যুক্তং গন্তুম্।)

শকুন্তলা — (সভ্রূভঙ্গম্) কিং ণিমিত্তং? (কিং নিমিত্তম্?)

প্রিয়ংবদা — রুক্খসেঅণে দুবে ধারেসি মে। এহি দাব। অত্তাণং মোচিঅ তদো গমিস্সসি। (বলাদেনাং নিবর্তয়তি।) (বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি মে। এহি তাবৎ। আত্মানং মোচয়িত্বা ততো গমিষ্যসি।)

রাজা — ভদ্রে, বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তামত্রভবতীং লক্ষয়ে। তথা হ্যস্যাঃ —

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণা-
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
স্রস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূর্ধজাঃ ॥ ২৭ ॥

তদহমেনামনৃণাং করোমি। (ইতি অঙ্গুলীয়ং দাতুমিচ্ছতি।)

বিসন্ধি—বলাৎ + এনাম্। বৃক্ষসেচনাৎ + এব। পরিশ্রান্তাম্ + অত্রভবতীম্। হি + অস্যাঃ। স্রস্তাংসৌ + অতিমাত্র ...। ঘটোৎক্ষেপণাৎ + অদ্যাপি। চ + একহস্তযমিতাঃ। তৎ + অহম্ + এনাম্ + অনৃণাম্। দাতুম্ + ইচ্ছতি।

অন্বয়—ঘটোৎক্ষেপণাৎ (অস্যাঃ) বাহূ স্রস্তাংসৌ অতিমাত্রলোহিততলৌ, প্রমাণাধিকঃ শ্বাসঃ অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি, বদনে কর্ণশিরীষরোধি ঘর্মাম্ভসাং জালকং বদ্ধম্, বন্ধে স্রংসিনি মূর্ধজাঃ চ একহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলাঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রিয়ংবদা — [শকুন্তলাং নিরুধ্য — শকুন্তলাকে থামিয়ে, বাধা দিয়ে] হলা, ন তে যুক্তং গন্তুম্ (সখি, তোমার চলে যাওয়াটা ঠিক কাজ হচ্ছে না)। শকুন্তলা — [সভ্রূভঙ্গম্ — ভ্রূকুঞ্চন করে] কিং নিমিত্তম্ (কেন)? প্রিয়ংবদা — বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি মে (আমার কাছে তোমার দুবার গাছে জল দেওয়া ধার আছে)। এহি তাবৎ (এখন এসো)। আত্মানং মোচয়িত্বা (নিজের ধার শোধ করে মুক্ত হয়ে) ততঃ গমিষ্যসি (তারপর যাবে)।

[বলাৎ এনাং নিবর্তয়তি — জোর করে আটকালেন] রাজা — ভদ্রে (ভদ্রে, আপনারা শুনুন — এইরকম সম্বোধন), অত্রভবতীম্ (একে) বৃক্ষসেচনাৎ এব (গাছে জল দিতে গিয়েই) পরিশ্রান্তাম্ লক্ষয়ে (পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে)। তথাহি (কেননা) ঘটোৎক্ষেপণাৎ (জলের কলসী বারংবার তোলার জন্যে) অস্যাঃ বাহূ (এর দুই বাহু) স্রস্তাংসৌ (কাঁধ থেকে ঝুলে পড়েছে, শিথিল হয়ে আছে) অতিমাত্রলোহিততলৌ (হাতের তালু খুব লাল দেখাচ্ছে), প্রমাণাধিকঃ শ্বাসঃ (স্বাভাবিকের চাইতে বেশী নিঃশ্বাস নেওয়ায়) অদ্যাপি (এখনও) স্তনবেপথুং জনয়তি (বুক কাঁপছে), বদনে (এর মুখে) ঘর্মাম্ভসাং জালকং স্রস্তং (ঘামের বিন্দু বেয়ে পড়েছে) কর্ণশিরীষরোধি (যার ফলে কানে পরা শিরীষ ফুল আটকে আছে), বন্ধে স্রংসিনি (চুলের খোপা খুলে যাওয়ায়) মূর্ধজাঃ চ (চুলগুলি) একহস্তযমিতাঃ (এক হাতে বাঁধায়) পর্যাকুলাঃ (এলিয়ে পড়েছে)। তৎ অহম্ এনাম্ (তা আমি একে) অনৃণাং করোমি (ঋণমুক্ত করছি)। [ইতি অঙ্গুলীয়ং দাতুম্ ইচ্ছতি — এই বলে নিজের আংটি দিতে চাইলেন।]

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলাকে বাধা দিয়ে) সখি, তোমার যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।

শকুন্তলা — (ভ্রূকুঞ্চন ক'রে) কেন?

প্রিয়ংবদা — আমার কাছে তোমার দুবার গাছে জল-দেওয়া ধার আছে। এসো। আগে এর শোধ করে নিজেকে মুক্ত কর, তারপর যাবে।

রাজা — আপনারা শুনুন, একবার গাছে জল দিতে গিয়েই একে (খুব) পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। কেননা, এর —

দুই বাহু জলের কলসী (বারংবার) তোলার জন্য কাঁধ থেকে ঝুলে পড়েছে, হাতের তালু খুব লাল দেখাচ্ছে। স্বাভাবিকের বেশী নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য এখনও এর বুক কাঁপছে। মুখে ঘামের বিন্দু গলে পড়েছে আর তাই কানে-পরা শিরীষ ফুল (গালে) লেগে আছে। খোপা খুলে যাওয়ায় চুলগুলি একহাতে বাঁধলেও তা এলিয়ে পড়েছে।

তা আমি একে ঋণমুক্ত করছি। (এই ব'লে নিজের আংটি দিতে চাইলেন।)

রাঘবভট্ট—ন তে যুক্তং গন্তুম্। কিং নিমিত্তম্। বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি মে। এহি তাবৎ। আত্মানং মোচয়িত্বা ততো গমিষ্যসি। স্রস্তাংসাবিতি। স্রস্তৌ পতিতাবংসৌ যয়োস্তৌ। স্বভাবতস্তু নতৌ। অধুনা ত্বতিনতাবিত্যর্থঃ। 'স্রংসু ধ্বংসু অধঃপতনে'। ঘটোৎক্ষেপণাদিতি হেতুঃ সর্বত্র যোজ্যঃ। স্বভাবত এব লোহিতৌ। অধুনাতিমাত্রমত্যর্থং লোহিততলৌ রক্তকরতলৌ। তলশব্দ একদেশেন 'ভীমো ভীমসেনঃ' ইতিবৎ করতলমাহ বাহুসান্নিধ্যাৎ। ইদং বিশেষণদ্বয়মবিধেয়ম্। বাহূ ইতি দ্বিবচনম্। পর্যায়েণ ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ। তেন ন পূর্বাপরবিরোধঃ। অদ্যাপীতি চ ত্রিষু স্থানেষ্বন্বেতি। অদ্যাপি স্রস্তাংসৌ, অদ্যাপ্যতিমাত্রলোহিততলৌ অদ্যাপি প্রমাণাধিক ইতি। তেনাতিশয়মৃদুতা ধ্বন্যতে। প্রমাণাধিকো দ্বাদশাঙ্গুলাধিকঃ। উক্তং চ — 'দেহং ব্যাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রমাণং কুরুতে বহিঃ। দ্বাদশাঙ্গুলমানেন তস্মাৎ প্রাণঃ সমীরিতঃ' ইতি। শ্বাসো নিঃশ্বাসবায়ুঃ অতএব স্তনয়োর্বেপথুং

কম্পং জনয়তি। 'অথ বেপথুঃ'। কম্পঃ ইত্যমরঃ। যদ্যপি সর্বাঙ্গস্য স্বেদযুক্তত্বং তথাপি তস্য সংবৃতত্বান্মুখ (খে) পূর্বমুৎপত্তের্মুখমর্ধশরীরং তস্য। সর্বং বা মুখমুচ্যতে' ইত্যুক্তেশ্চ বদন ইত্যুক্তিঃ। তেন কপোলয়োরলিকে চিবুক ইত্যর্থঃ। ঘর্মাম্ভসাং স্বেদোদকানাম্। 'ঘর্মঃ স্যাদাতপে গ্রীষ্মে উষ্ণস্বেদাম্ভসোরপি' ইতি বিশ্বঃ। যজ্জালকমশোকাদিনবকলিকাবৃন্দাকারং বিন্দুকদম্বকং লক্ষণয়োচ্যতে — 'ক্ষারকো জালকং ক্লীবে' ইত্যমরব্যাখ্যানে ক্ষীরস্বামী। জালমিব জালকম্। উদ্ভিন্নমাত্রকলিকাবৃন্দমিতি ব্যাখ্যানাৎ। তেনাশোকাদিনবকলিকাবৃন্দং বাচ্যম্। সামান্যস্য বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ। ন হি নির্বিশেষং সামান্যমস্তি। তেনাকার-সামান্যাদ্বিন্দুবৃন্দং লক্ষ্যতে। সাতিশয়োদ্দীপকত্বং ব্যঙ্গ্যম্। যদি সমূহমাত্রং ব্যঙ্গ্যং স্যাত্তদা ঘর্মাম্ভসাং মণ্ডলম্' ইত্যেব ব্রূয়াৎ। তৎ স্রস্তং গলিতম্। শ্রমাতিশয়াদিতি ভাবঃ। ননু মুখ্যাথবাধে লক্ষণা। ন চাত্র তদ্বাধঃ। তেন তদ্বীজাভাবান্ন সেতি চেৎ। তাৎপর্যানুপপত্তেরপি লক্ষণায়া বীজস্যোরীকৃতত্বাৎ তামেবানুবাদ্যবিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি — কর্ণেতি। কর্ণেঽবতং-সীকৃতং শিরীষপুষ্পং কর্ণশিরীষম্। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তদ্রোদ্ধুং শীলং যস্য তৎ। কর্ণশিরীষস্য রোধো বিদ্যতে যস্মাদিতি বহুব্রীহৌ মত্বর্থীয়স্য ব্যর্থতা স্যাৎ। বিন্দুস্তবকত্বেন বিধানাদ্রোধস্যাসাং বর্ষিতা সা দর্শিতা (?)। অন্যস্যোক্তানুক্তয়োরর্থং প্রতি বিশেষাভাবাদপুষ্টার্থৈব পর্যবস্যেৎ। বন্ধে কেশবন্ধে স্রংসিনি স্খলতি সতি মূর্ধজাঃ কেশা একেন হস্তেন যমিতা বন্ধনং নীতাঃ অতএব পর্যাকুলাশ্চঞ্চলাশ্চ। পূর্ববাক্যসমুচ্চয়ে স্বভাবোক্তিঃ। সর্বত্র ঘটোৎক্ষেপণাদিতি হেতোরুক্তেরাদিকারকদীপকালংকারঃ। অতএব নাবৃত্তিনিবন্ধনাপেক্ষা। তদলংকারান্তরগতত্বাৎ তস্যাঃ। তদুক্তম্ — 'সৈব ক্রিয়াসু বহ্বীষু কারকস্যেতি দীপকম্। সৈবাবৃত্তিঃ' ইতি। অর্থাবৃত্তিঃ পদাবৃত্তিরুভয়াবৃত্তিরিত্যমী' ইত্যুক্তেঃ। স্রস্তং স্রংসিনীত্যুভয়াবৃত্তিরলংকারঃ কাব্যলিঙ্গং চ। স্তনবেপথুজননেন হেতুনা শ্বাসস্য প্রমাণাধিকত্বং সাধ্যমিত্যনুমানালংকারশ্চ অনুপ্রাসঃ। বাক্যচতুষ্টয়ে চ প্রত্যেকং বিশেষণদ্বয়োপাদানান্ন তৎপ্রক্রমভঙ্গঃ। অতএব প্রথমবাক্যোপনিবদ্ধমদ্যাপীতি পদং দ্বিতীয়বাক্যে সম্বন্ধাদপ্যাবৃত্তিনিবন্ধনানপেক্ষত্বেন দেহলীপ্রদীপন্যায়েনোভয়ত্রান্বেতুং বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গনিবৃত্তয়ে চ দ্বিতীয়বাক্য উপনিবদ্ধমিত্যবধেয়ম্। অদ্যাপি সেচনক্রিয়ারম্ভঃ। সংপ্রত্যপ্যনুবর্তমান ইত্যর্থঃ। 'অদ্যাত্রাহ্নি' ইত্যমরব্যাখ্যানে ক্ষীরস্বামী বর্তমানতামাত্রেঽপ্যা-হুরিত্যবোচৎ। যদি শ্বাসসামানাধিকরণ্যাভাবাদ্বিশেষণত্বাভাব ইত্যসন্তোষস্তর্হি 'অদ্যাপি স্তনবেপথোশ্চ জনকশ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ' ইতি পাঠং পঠিত্বা সন্তোষ্টব্যম্। অস্মিন্ পাঠে পদকদম্বকাত্মকানি চত্বার্যপি বাক্যানীতি ন ততঃ প্রক্রমভঙ্গঃ। চকারঃ পূর্বসমুচ্চয়ে। অথাদ্যবাক্যে বিশেষণদ্বয়মপি বিধেয়ম্। দ্বিতীয়ে দ্বয়মপ্যনুবাদ্যমিতরয়োরেকং বিধেয়মেকমনুবাদ্যমিত্যেব ক্রম ইতি ন তৎপ্রক্রমভঙ্গোঽপি। পূর্বমংসৌ নতৌ ন, বাহূ রক্ততলৌ ন। অধুনা বাহূ অনূদ্য স্রস্তাংসত্বাদেঃ 'সোমেন যজেত' ইতিবদ্ বিশিষ্টস্য বিধানাৎ নাবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা। নাপ্যনুবাদ্যবিধেয়ব্যত্যয়ঃ শঙ্কনীয়ঃ। যতস্তস্যামত্যন্তানুরক্তস্য রাজ্ঞস্তৎসুকুমারতরত্বমালোচ্যাস্যামিদমত্যন্তমনুচিতমিতি বিধেয়মেব বুদ্ধিস্থীভূতমিতি তদেব

বাক্যচতুষ্টয়ে প্রথমতো নিবদ্ধমিত্যবহিতৈঃ সহৃদয়ৈর্ভাব্যম্। যদ্যপি ঘর্মোঽম্ভোরূপ এব, তথাপি পূর্বং কর্ণাবতংসরোধিত্বেন বিন্দুস্তবকরূপতা পরস্তাৎ স্রংসনং চান্তঃপদোপাদানব্যতিরেকেণ ন স্ফুরতীতি তদুপাদানম্। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। অনেন দৃষ্টমিতি ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'যথাদেশং যথাকালং যথারূপং চ বর্ণ্যতে। যৎ প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তদ্দৃষ্টং দৃষ্টবদ্ ভবেৎ' ইতি। 'প্রিয়ংবদা — শকুন্তলাং নিরুধ্য' ইত্যাদিনা 'ইচ্ছতী'ত্যন্তেন করণং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'প্রকৃতার্থস্য চারম্ভঃ করণং নাম তদ্ ভবেৎ' ইতি।

সুষমা—[১] স্রস্তাংসৌ — স্রস্তৌ অংসৌ যয়োস্তৌ (বহুব্রী)। [২] অতিমাত্রলোহিততলৌ — অতিগতা মাত্রা যস্মিন্ তৎ অতিমাত্রম্ (বহুব্রী) ; অতিমাত্রম্ লোহিতম্ অতিমাত্রলোহিতম্ (সহসুপা) ; অতিমাত্রলোহিতৌ তলৌ যয়োঃ তৌ (বহুব্রী)। [৩] ঘটোৎক্ষেপণাৎ — ঘটস্য উৎক্ষেপণম্ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। [৪] স্তনবেপথুম্ — স্তনয়োঃ বেপথুঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তম্। বেপথুঃ — বেপ্ + অথুচ্। [৫] প্রমাণাধিকঃ — প্রমাণাৎ অধিকঃ (৫মী তৎ)। [৬] কর্ণশিরীষরোধি — কর্ণস্থং শিরীষম্ কর্ণশিরীষম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস) ; কর্ণশিরীষং রোদ্ধুং শীলমস্য ইতি কর্ণশিরীষ + রুধ্ + ণিনি। (তাচ্ছীল্যে)। [৭] ঘর্মাম্ভসাম্ — ঘর্মস্য অম্ভঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তেষাম্। [৮] একহস্তযমিতাঃ — যম্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি = যমিতঃ। একঃ হস্তঃ একহস্তঃ (কর্মধা ; সূত্র — 'পূর্বকালৈক — ') ; তেন যমিতাঃ (৩য়া তৎ)। [৯] মূর্দ্ধজাঃ — মূর্দ্ধা + জন্ + ড ; ১মা বহুবচন। [১০] শকুন্তলার পরিশ্রান্তির সমর্থনে অনেক কারণের উল্লেখে সমুচ্চয়ালঙ্কার। কারণ উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ। তাছাড়া অনুমান অলঙ্কার ; অনুপ্রাস। [১১] এই শ্লোকে দ্বিতীয় চরণে প্রক্রমভঙ্গ দোষ আছে। দ্রঃ অর্থদ্যোতনিকা। [১২] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—ষষ্ঠ অঙ্গে বিদূষক রাজার আঁকা চিত্রফলকে এই অংশে বর্ণিত শকুন্তলার এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। (৬.২৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

[১.২৯]

(উভে নামমুদ্রাক্ষরাণ্যনুবাচ্য পরস্পরমবলোকয়তঃ)

রাজা — অলমস্মানন্যথা সম্ভাব্য। রাজ্ঞঃ পরিগ্রহোঽয়মিতি রাজপুরুষং মামবগচ্ছথ।

প্রিয়ংবদা — তেণ হি ণারিহদি এদং অঙ্গুলীঅঅং অঙ্গুলীবিওঅং। অজ্জস্স বঅণেণ অণিরিণা দাণিং এসা। (কিঞ্চিদ্বিহস্য) হলা সউন্দলে মোইদাসি অণুঅম্পিণা অজ্জেণ, অহবা মহারাএণ। গচ্ছ দাণিং। (তেন হি নার্হতি এতদ্ অঙ্গুলীয়কম্ অঙ্গুলীবিয়োগম্। আর্যস্য বচনেন অনৃণা ইদানীম্ এষা। হলা শকুন্তলে, মোচিতাসি অনুকম্পিনা আর্যেণ, অথবা মহারাজেন। গচ্ছ ইদানীম্।)

শকুন্তলা — (আত্মগতম্) জই অত্তণো পহবিস্সং। (প্রকাশম্) কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা। (যদি আত্মনঃ প্রভবিষ্যামি। কা ত্বং বিসর্জিতব্যস্য রোদ্ধব্যস্য বা।)

রাজা — (শকুন্তলাং বিলোক্য, আত্মগতম্) কিং নু খলু যথা বয়মস্যামেবমিয়মপ্যস্মান্ প্রতি স্যাৎ। অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ —

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যভিমুখং ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥ ২৮ ॥

বিসন্ধি—নামমুদ্রাক্ষরাণি + অনুবাচ্য। পরস্পরম্ + অবলোকয়তঃ। অলম্ + অস্মান্ + অন্যথা। পরিগ্রহঃ + অয়ম্ + ইতি। মাম্ + অবগচ্ছথ। ন + অর্হতি। মোচিতা + অসি। বয়ম্ + অস্যাম্ + এবম্ + ইয়ম্ + অপি + অস্মান্। দদাতি + অভিমুখম্। ভূয়িষ্ঠম্ + অন্যবিষয়া। দৃষ্টিঃ + অস্যাঃ।

অন্বয়—যদ্যপি মদ্বচোভিঃ বাচং ন মিশ্রয়তি, ময়ি ভাষমাণে অভিমুখং কর্ণং দদাতি ; কামম্ ইয়ং মদাননসম্মুখীনা ন তিষ্ঠতি — অস্যাঃ দৃষ্টিঃ ভূয়িষ্ঠম্ অন্যবিষয়া ন তু (ভবতি)।

বাংলা প্রতিশব্দ—[উভে নামমুদ্রাক্ষরাণি অনুবাচ্য — দুই সখী আংটিতে লেখা নাম পড়ে ; পরস্পরম্ অবলোকয়তঃ — পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল] রাজা — অস্মান্ (আমাদের, এখানে আমাকে) অন্যথা সম্ভাব্য অলম্ (অন্য কিছু অর্থাৎ আমি স্বয়ং দুষ্যন্ত এইরকম ধারণা করবেন না)। অয়ং (এই আংটি) রাজ্ঞঃ পরিগ্রহঃ (রাজা দুষ্যন্তের কাছ থেকে পেয়েছি) ইতি (এটাই ঘটনা, সুতরাং) মাম্ (আমাকে) রাজপুরুষম্ অবগচ্ছথ (কোন এক রাজকর্মচারী বলে জানুন)। প্রিয়ংবদা — তেন হি (তাহলে) এতদ্ অঙ্গুলীয়কম্ (এই আংটি) অঙ্গুলীবিয়োগং ন অর্হতি (আঙ্গুল থেকে খুলে দেওয়া ঠিক হবে না)। আর্যস্য বচনেন (আপনার কথাতেই) এষা ইদানীম্ অনৃণা (ইনি এখন ঋণমুক্ত হলেন)। [কিঞ্চিদ্ বিহস্য — একটু হেসে] হলা শকুন্তলে, (শকুন্তলা) অনুকম্পিনা আর্যেণ (অনুকম্পাপরায়ণ, দয়াপরবশ এই ভদ্রলোক) অথবা মহারাজেন (অথবা মহারাজ) মোচিতা অসি (তোমায় মুক্ত ক'রেছেন)। ইদানীং গচ্ছ (এখন যাও অর্থাৎ এবারে যেতে পার')। শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] যদি আত্মনঃ প্রভবিষ্যামি (যদি নিজের সেই ক্ষমতা থাকত' অর্থাৎ আমি নিজেই তো যেতে পারছি না)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] বিসর্জিতব্যস্য (যেতে দেবার) রোদ্ধব্যস্য বা (অথবা আটকাবার) কা ত্বম্ (তুমি কে)? রাজা — [শকুন্তলাং বিলোক্য — শকুন্তলাকে লক্ষ্য ক'রে ; আত্মগতম্ — মনে মনে] যথা খলু বয়ম্ (যেমন আমি) অস্যাম্ (এর অর্থাৎ শকুন্তলার প্রতি আসক্ত) এবম্ ইয়ম্ অপি (অনুরূপভাবে এও অর্থাৎ শকুন্তলাও) অস্মান্ প্রতি (আমার প্রতি) স্যাৎ কিম্ (আসক্ত কি?) অথবা, মে প্রার্থনা (অথবা আমার প্রার্থনা)

লব্ধাবকাশা (পূর্ণ হয়েছে)। কুতঃ (কেননা), যদ্যপি (যদিও) মদ্বচোভিঃ (আমার কথার সঙ্গে) বাচং ন মিশ্রয়তি (নিজের কথা মেশাচ্ছেন না — অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না) (তথাপি) ময়ি ভাষমাণে (আমি যখন কথা বলছি) অভিমুখং কর্ণং দদাতি (আমার কথাতে কান দিচ্ছেন অর্থাৎ সাগ্রহে শুনছেন) ; কামম্ (এটা সত্য যে) ইয়ং (এই শকুন্তলা) মদাননসম্মুখীনা ন তিষ্ঠতি (আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকছেন না বটে) কিন্তু, অস্যাঃ দৃষ্টিঃ (এর চোখ) অন্যবিষয়া ভূয়িষ্ঠম্ ন ভবতি (অন্যদিকেও বেশীক্ষণ থাকছে না)।

বঙ্গানুবাদ—(দুই সখী আংটিতে লেখা নাম প'ড়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল')

রাজা — আমাকে অন্য কিছু (অর্থাৎ আমিই স্বয়ং রাজা দুষ্যন্ত) এরকম ধারণা ক'রবেন না। এই আংটি রাজার কাছ থেকে পাওয়া — আমাকে রাজকর্ম্মচারী বলে জানবেন।

প্রিয়ংবদা — তবে তো এ আংটি আঙ্গুল থেকে খুলে দেওয়া উচিত হবে না (ওটা আঙুলেই থাক্)। আপনার কথাতেই ইনি ঋণমুক্ত হলেন। (একটু হেসে) শকুন্তলা, দয়াপরবশ এই ভদ্রলোক অথবা মহারাজ তোমায় মুক্ত করেছেন। এবারে যেতে পার।

শকুন্তলা — (মনে মনে) যদি নিজের সেই মনের জোর থাকত'। (প্রকাশ্যে) যেতে দেবার বা আটকাবার তুমি কে?

রাজা — (শকুন্তলাকে লক্ষ্য ক'রে, মনে মনে) আচ্ছা, আমি যেমন এর প্রতি আসক্ত ইনিও কি তেমনি আমার প্রতি আসক্ত। অথবা, আমার মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে। কেন না —

যদিও ইনি আমার কথার সঙ্গে নিজের কথা মেশাচ্ছেন না (অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে কথা বলছেন না,) তথাপি আমি যখন কথা বলছি তখন তা সাগ্রহে শুনছেন। এটা সত্য যে ইনি আমার মুখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকছেন না, তবে অন্যদিকেও এর দৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকছে না।

রাঘবভট্ট—অলংকারার্থং তু মুদ্রিকা, নামাক্ষরযুক্তা তু মুদ্রেত্যনয়োর্ভেদঃ। নামরূপাণি দুষ্যন্তেতি নামস্বরূপাণি যানি মুদ্রাক্ষরাণীতি সমাসঃ। নামমুদ্রায়া অক্ষরাণীতি বিগ্রহ আর্থং পৌনরুক্ত্যম্। মুদ্রেত্যেতাবতৈব গতার্থত্বাৎ। অন্যথেত্যরাজত্বেন। রাজ্ঞঃ পরিগ্রহঃ পরিজনো মলং চায়ং মল্লক্ষণ ইতি হেতোঃ রাজ্ঞঃ পুরুষো, রাজা চাসৌ পুরুষশ্চ ত্বম্। 'পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকারমূলয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। তেন হি নার্হত্যেতদঙ্গুলীয়কমঙ্গুলীবিয়োগম্। আর্যস্য বচনেনানৃণেদানীমেষা। মোচিতাস্যনুকম্পিনার্যেণ, অথবা মহারাজেন। গচ্ছেদানীম্। যদ্যাত্মনঃ প্রভবিষ্যামি। অনেনোদ্ভেদনামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বীজার্থস্য প্ররোহো যঃ স উদ্ভেদ ইতি স্মৃতঃ' ইতি। দশরূপকে তু — 'উদ্ভেদো গূঢ়ভেদনম্' ইতি। রাজভাবস্য গূঢ়স্যোদ্ভেদনাৎ। কা ত্বং বিসর্জিতব্যস্য রোদ্ধব্যস্য বা। বাচমিতি। যদ্যপীয়ং মম বচোভির্বাচং ন মিশ্রয়তি। ময়া সহ ন বক্তীত্যর্থঃ। ইয়মুক্তির্গ্রাম্যত্বাদুপেক্ষিতা। অথ চ বাচং বচোভিরিতি স্ত্রীনপুংসকলিঙ্গনির্দেশেন স্বীয়াং সখীমপি তন্মিত্রেণ মেলয়তীতি ধ্বনিঃ। তথাপি ময়ি ভাষমাণেঽভিমুখং কর্ণং দদাতি। মদুক্তং সাদরং শৃণোতীত্যর্থঃ। যদ্যপি কামমত্যর্থং মদাননসংমুখীনা মন্মুখাভিমুখী ন তিষ্ঠতি। 'যথামুখসংমুখস্য — ' ইতি খঃ। তথাপি

ভূয়িষ্ঠমতিশয়েন। বহু যথা স্যাত্তথা। বহুশব্দাদতিশায়নে 'অজাদী গুণবচনাদেব' ইতীষ্ঠনি 'বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ', 'ইষ্ঠস্য যিট্ চ' ইতি ভ্বাদেশ ইষ্ঠন আদিলোপে যিডাগমরূপম্। অস্যা দৃষ্টিরন্যবিষয়া মদাননব্যতিরিক্তবিষয়া ন তু। নৈবেত্যর্থঃ। চরণত্রয়েঽস্মদা সৌভাগ্যাতিশয়ো ধ্বন্যতে। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। অনেন মুগ্ধায়া নায়িকায়া গাত্রজো বিলাস ইতি ভাব উক্তঃ। তল্লক্ষণং তু নাগরসর্বস্বে — 'যো বল্লভাসন্নগতো বিকারো গত্যাসনস্থানবিলোকনাদৌ। নানাবিধাকৃতচমৎকৃতিশ্চ পরাঙ্মুখং চাস্যময়ং বিলাসঃ ॥' ইতি। অনুরাগেঙ্গিতং চ মদনোদয়ে — 'বিকারো নেত্রবক্ত্রস্য তদ্বাক্যশ্রবণাদরঃ। অন্যব্যাজেন তদ্বীক্ষা অনুরাগেঙ্গিতং ভবেৎ ॥' ইতি। পূর্বোক্তং প্রাপ্তিলক্ষণমঙ্গমনেন চোপক্ষিপ্তম্।

সুষমা—[১] নামনুদ্রাক্ষরাণি — নাম্নঃ মুদ্রা (ষষ্ঠী তৎ) তস্যাঃ অক্ষরাণি (ষষ্ঠী তৎ)। [২] অনুবাচ্য — অনু — বচ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। [৩] পরিগ্রহঃ — পরি — গ্রহ্ + ঘঞ্। [৪] অস্মান্ প্রতি — 'লক্ষণেত্থংভূতাখ্যান — ' সূত্রে 'প্রতি' কর্মপ্রবচনীয়। কর্মপ্রবচনীয়-যোগে দ্বিতীয়া। [৫] লব্ধাবকাশা — লব্ধঃ অবকাশঃ যয়া সা (বহুব্রী)। [৬] মিশ্রয়তি — মিশ্র + ণিচ্ + লট্ + তি। [৭] অভিভাষমাণে — অভি — ভাষ্ + শানচ্, তস্মিন্। ভাবে সপ্তমী। [৮] মদাননসম্মুখীনা — মম আননম্ — মদাননম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; মদাননস্য সম্মুখীনা (৬ষ্ঠী তৎ) ; সম্মুখ + খ স্ত্রীলিঙ্গে = সম্মুখীনা। [৯] ভূয়িষ্ঠম্ —বহু + ইষ্ঠন্। [১০] অন্যবিষয়া — অন্যঃ বিষয়ঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [১১] দৃষ্টিঃ — দৃশ্ + ক্তিন্। [১২] শকুন্তলার হৃদয়ে দুষ্যন্তের প্রতি অনুরাগরূপ কার্যের সিদ্ধির জন্য 'কর্ণং দদাতি' ইত্যাদি কারণ দেওয়ায় সমুচ্চয় অলঙ্কার। তাছাড়া ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১৩] বসন্ততিলক ছন্দ। [১৪] এখানে প্রাপ্তি নামক মুখসন্ধির অঙ্গ।

অধ্যাপনা—এখানে নায়িকার বিলাস নামক স্বভাবজ অলঙ্কার। 'যানস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাম্। বিশেষস্তু বিলাসঃ স্যাৎ'। নাগরসর্বস্বে বিলাসের সংজ্ঞার জন্য দ্রঃ রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা'। মুগ্ধা নায়িকা শকুন্তলার অনুরাগেঙ্গিতের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

'সাহিত্যদর্পণে' আছে — 'দৃষ্টা দর্শয়তি ব্রীড়াং সম্মুখং নৈব পশ্যতি। প্রচ্ছন্নং বা ভ্রমন্তং বাঽতিক্রান্তং পশ্যতি প্রিয়ম্। বহুধা পৃচ্ছ্যমানাপি মন্দমন্দমধোমুখী। সগদ্‌গদস্বরং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রায়েণ ভাষতে ॥ অন্যৈঃ প্রবর্তিতাং শশ্বৎ সাবধানা চ তৎকথাম্। শৃণোত্যন্যত্র দত্তাক্ষী প্রিয়ে বালানুরাগিণী।' 'মদনোদয়ে' এর পরিচয়ের জন্য — দ্রঃ রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা'।

[১.৩০]

(নেপথ্যে)

ভো ভোস্তপস্বিনঃ, সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবত। প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।

তুরগখুরহতস্তথাহি রেণু-
র্বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ
শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ॥ ২৯ ॥

অপি চ,

তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ
পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥ ৩০ ॥

বিসন্ধি—ভোঃ + তপস্বিনঃ। সন্নিহিতাঃ + তপোবন ......। তুরগখুরহতঃ + তথাহি। রেণুঃ + বিটপ ......। ইব + আশ্রমদ্রুমেষু। বিঘ্নঃ + তপসঃ।

অন্বয়—তথাহি তুরগখুরহতঃ পরিণতারুণপ্রকাশঃ রেণুঃ শলভসমূহ ইব বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু আশ্রমদ্রুমেষু পততি।

স্যন্দনালোকভীতঃ, তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ, স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ, ভিন্নসারঙ্গযূথঃ গজঃ নঃ তপসো মূর্তো বিঘ্ন ইব ধর্মারণ্যং প্রবিশতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] ভো ভোঃ তপস্বিনঃ (হে তাপসগণ), তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ (তপোবনের প্রাণিদের রক্ষার জন্য) সন্নিহিতাঃ ভবত (অগ্রসর হও)। মৃগয়াবিহারী পার্থিবঃ দুষ্যন্তঃ (মৃগয়া করতে বেরিয়ে রাজা দুষ্যন্ত) প্রত্যাসন্নঃ কিল (আশ্রমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছেন)। তথাহি (এই দেখ) তুরগখুরহতঃ (ঘোড়ার খুর থেকে ওঠা) পরিণতারুণপ্রকাশঃ (সন্ধ্যাকালের সূর্যের আভার মত লালরঙের) রেণুঃ (ধূলো) শলভসমূহ ইব (পঙ্গপালের মত) বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু আশ্রমদ্রুমেষু (জলে ভেজা বল্কল মেলে দেওয়া হয়েছে এমন আশ্রমের গাছে) পততি (পড়ছে)। অপি চ (তাছাড়াও), স্যন্দনালোকভীতঃ (রথ দেখে ভয় পেয়েছে, এমন এক হাতী) তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ (প্রচণ্ড আঘাতে গাছপালা ভাঙছে), স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ (জোরে আঘাত করায় কোন এক গাছে তার একটি দাঁত গেঁথে রয়েছে), পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ (পায়ে লেগে আছে টেনে আনা অনেক লতা — মনে হচ্ছে যেন তাকে পাশ দিয়ে অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে), ভিন্নসারঙ্গযূথঃ (হরিণগুলি যার ভয়ে চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে), — গজঃ (এমন এক হাতী) নঃ তপসঃ (আমাদের তপস্যার), মূর্তো বিঘ্ন ইব (মূর্তিমান্ বিঘ্নের মত) ধর্মারণ্যং প্রবিশতি (আশ্রমে প্রবেশ করছে)।

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) ওহে তপস্বিগণ, তপোবনের প্রাণীদের রক্ষার জন্য অগ্রসর হও। মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছেন।

এই দেখ, পঙ্গপালের মত ঘোড়ার খুর থেকে ওঠা সন্ধ্যাকালের সূর্যের আভার মত

লালরঙের ধুলো জলে-ভেজা বল্কল মেলে দেওয়া হয়েছে এমন আশ্রমের গাছে পড়ছে।

তাছাড়াও —

রথ দেখে ভয় পেয়ে এক হাতী আমাদের তপস্যার মূর্তিমান্ (সাক্ষাৎ) বিঘ্নের মত এই আশ্রমে প্রবেশ করছে। প্রচণ্ড আঘাতে সেই হাতী গাছপালা সব ভাঙ্গছে ; জোরে আঘাত করায় কোন' এক গাছের ডালে তার একটা দাঁত গেঁথে রয়েছে ; পায়ে জড়িয়ে আছে টেনে আনা অনেক লতা — মনে হচ্ছে তাকে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে আর আশ্রমের হরিণগুলি তাকে দেখে চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

রাঘবভট্ট—প্রকৃতকথাবিচ্ছেদার্থমন্তরসন্ধিমুপক্ষিপতি — নেপথ্য ইতি। দুষ্যন্ত ইতি রাজনামশ্রবণাচ্ছকুন্তলায়াঃ প্রোৎসাহনাদ্ভেদলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। 'ভেদঃ প্রোৎসাহনা মতা' ইতি তল্লক্ষণস্য ধনিকেনোক্তত্বাৎ। প্রত্যাসন্ন ইতি যদুক্তং তত্র হেতুং শ্লোকাভ্যাং দর্শয়তি — তুরগেতি। তথা হি তুরগখুরহতো রেণুরাশ্রমদ্রুমেষু পততীতি যোজনা। কীদৃশেষু। বিটপেষু শাখাসু বিষক্তান্যাসক্তানি জলার্দ্রাণি বল্কলানি যেষু তেষু। আর্দ্রত্বং বিষক্তত্বে হেতুঃ। অনেন বিটপেভ্যো বল্কলাপসারণং ক্রিয়তামিতি ধ্বন্যতে। তুরগেত্যনেন সেনায়া বাহুল্যং ধ্বনিতম্। ইদং চ তপোবনসত্ত্বরক্ষাবহিতস্য আর্থো হেতুঃ। আশ্রমেত্যনেন নিকটত্বং দ্রুমেষ্বিতি বিশেষণোপাদানার্থম্। জলগ্রহণং তস্মিন্ সময়েঽপ্যশুষ্কতাভিধানার্থম্। কীদৃগ্রেণুঃ। পরিণতঃ সায়ংকালীনো যোঽয়মরুণঃ সূর্যস্তদ্বৎপ্রকাশঃ অস্ফুটঃ তদ্বর্ণ ইত্যর্থঃ। 'অরুণোঽস্ফুটরাগে চ সূর্যে সূর্যস্য সারথৌ' ইতি ধরণিঃ 'প্রকাশোঽতিপ্রসিদ্ধে স্যাৎ প্রহাসাতপয়োঃ স্ফুটে' ইতি বিশ্বঃ। অয়মেবোপমায়াং সামান্যধর্মো জ্ঞেয়ঃ। ক ইব। শলভসমূহঃ পতঙ্গনিকর ইব। অনয়া রেণোর্বহুলত্বং ঘনত্বং চ ধ্বন্যতে। বৃত্ত্যনুপ্রাস উপমা চ। অত্র পার্থিবপ্রত্যাসন্নত্বে কারণে প্রস্তুতে তৎকার্য্যং রেণূদ্ধূলনাদিকমুক্তমিত্যপ্রস্তুতপ্রশংসা। ন পর্যায়োক্তম্। কার্যস্যাপ্রস্তুতত্বাৎ। যথাত্র রাজ্ঞঃ প্রত্যাসন্নত্বমবশ্যং বক্তব্যং তদ্বৎকার্যস্যা-বশ্যকত্বাভাবাৎ। পর্যায়োক্তে তু কারণবৎ কার্যমপি প্রকৃতমেব। তত্র কারণাপেক্ষয়া তদ্বর্ণনমতিচমৎকারকৃদিতি স্থিতমাকরে। কাব্যলিঙ্গং চ। পুষ্পিতাগ্রা বৃত্তম্। তীব্রেতি। স্যন্দনস্য রথস্যাবলোকনাদ্ভীতো গজো ধর্মারণ্যং প্রবিশতীতি সম্বন্ধঃ। কীদৃগ্ গজঃ। তীব্রো য আঘাতঃ পলায়নবিষয়ে স্বাভাবিকঃ সংবেগঃ সংঘট্টস্তেন প্রতিহতা ভগ্নাস্তরবো যেন সঃ। স্কন্ধে স্কন্ধভাগে পার্শ্বাবলোকনেন লগ্ন একো দন্তো যস্য সঃ। তত্র স্কন্ধভাগো দক্ষিণঃ। দন্তোঽপি দক্ষিণ ইতি সাংপ্রদায়িকাঃ। উক্তং চ পালকাপ্যে — 'দক্ষিণে বলিতুং শক্তো গজো বামে প্রযত্নতঃ' ইতি। অন্যে ত্বেকপদত্বেন ব্যাচক্ষতে — তীব্রেণাঘাতেনাঘাতোদ্যমেন প্রতিহতো যস্তরুস্কন্ধস্তত্র লগ্ন একদন্তো যস্য। যদ্বা তীব্রেণোগ্রেণ কচিৎ কঠিনে বস্তুন্যাঘাতেন প্রতিহতস্তত উচ্চলিস্ততঃ সংস্তরুস্কন্ধে লগ্ন একো দন্তো যস্য সঃ। উভয়মপি নাতিসমঞ্জসম্। অর্থাসংগতেঃ। তথাহি তরুস্কন্ধে ভগ্নত্বং লগ্নত্বং বা। আদ্যে ভগ্নৈকদন্ত ইত্যেব পঠেৎ। দ্বিতীয়ে প্রবিশতীতি ক্রিয়য়া বিরোধস্তেন সংদানিতত্বাৎ। লগ্নদন্তত্বং দন্তাকার আঘাত ইতি চেন্ন। প্রকৃতার্থপোষাভাবাৎ। অথ তত্ত্বত একদন্ত এব গজস্তত্র তীব্রেত্যাদিগম্যোৎপ্রেক্ষা।

তথাপি পূর্বোক্ত এব দোষঃ। আঘাতপ্রতিহতপদয়োরন্যতরস্যাবকরত্বং দুষ্পরিহরণীয়ম্। পাদাভ্যামাকৃষ্টং যদ্ ব্রততিবলয়ং লতাজালং তস্যা সঙ্গেন সমন্তাৎ সম্বন্ধেন জাতঃ পাশো যস্য সঃ। ভিন্নানি সারঙ্গাণাং মৃগাণাং যূথানি কুলানি যস্মাৎ সঃ। বিশেষণচতুষ্টয়েন বেগাতিশয়ো ব্যজ্যতে। নোঽস্মাকম্। তপসো মূর্তঃ শরীরী বিঘ্ন ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। পূর্বশ্লোকোক্তক্রমেণা-প্রস্তুতপ্রশংসা চ। পূর্বার্ধে বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্রুত্যনুপ্রাসয়োরেকবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ। উত্তরার্ধে শ্রুত্যনুপ্রাস এব। পরিকরালংকারশ্চ। মন্দাক্রান্তা বৃত্তম্। অত্রাপি ভয়ানকো রসঃ। গজগতভয়ং স্থায়িভাবঃ। দুষন্তসেনারথাবলোকনং বিভাবঃ। পার্শ্বাবলোকনপলায়নাদয়ো ব্যভিচারিণঃ। লক্ষণং পূর্বমেবোক্তম্।

সুষমা—[১] সন্নিহিতাঃ — সম্ + নি — ধা + ক্ত ; ১মা বহুবচন। [২] তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ — তপসো বনম্ তপোবনম্ (অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠী সমাস) অথবা তপঃসাধনং বনম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী / উত্তরপদলোপী কর্মধা) ; তস্য সত্ত্বানি (ষষ্ঠী তৎ) ; তেষাং রক্ষা (ষষ্ঠী তৎ), তস্যৈ। তাদর্থ্যে ৪র্থী। [৩] প্রত্যাসন্নঃ — প্রতি + আ — সদ্ + ক্ত কর্তরি। [৪] মৃগয়াবিহারী — মৃগ (অন্বেষণে) + ণিচ্ স্বার্থে + শ ভাবে + টাপ্ ; নিপাতনে মৃগয়া। মৃগয়া + বি + হৃ + ণিনি (তাচ্ছীল্যে) কর্তরি। [৫] তুরগখুরহতঃ — তুরেণ বেগেন গচ্ছতি ইতি তুর + গম্ + ড কর্তরি = তুরগ। তেষাং খুরাঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তৈঃ হতঃ (তৃতীয়া তৎ) ; হন্ + ক্ত = হতঃ [৬] বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু — বিটাপেষু বিষক্তানি — বিটপবিষক্তানি (৭মী তৎ) ; জলেন আর্দ্রাণি জলার্দ্রাণি (৩য়া তৎ) ; বিটপবিষক্তানি জলার্দ্রাণি বল্কলানি যেষাং (বহুব্রী) তেষু। বি — সঞ্জ্ + ক্ত বিষক্ত। 'উপসর্গাৎ সুনোতি — ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। [৭] পরিণতারুণপ্রকাশঃ — পরি — নম্ + ক্ত কর্তরি = পরিণতঃ। প্রকাশতে অনেন ইতি প্র — কাশ্ + ঘঞ্ করণে প্রকাশঃ। পরিণতঃ অরুণঃ = পরিণতারুণঃ (কর্মধা) ; স ইব প্রকাশঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৮] শলভসমূহঃ — শলভানাং সমূহঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৯] আশ্রমদ্রুমেষু — আশ্রমস্য দ্রুমঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তেষু। [১০] 'পরিণতারুণ-প্রকাশঃ' — এখানে লুপ্তোপমা। 'শলভসমূহ ইব' — এখানে শ্রৌতী উপমা। তাছাড়া বৃত্ত্যনুপ্রাস। রাঘবভট্ট এখানে অপ্রস্তুতপ্রশংসা এবং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার স্বীকার করেছেন। [১১] পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ। [১২] তীব্রাঘাতপ্রতিহতঃ তরুঃ — তীব্রঃ আঘাতঃ (কর্মধা) ; তেন প্রতিহতঃ (৩য়া তৎ) ; তীব্রাঘাতপ্রতিহতঃ তরুঃ (কর্মধা)। আঘাতঃ — আ-হন্ + ঘঞ্ ভাবে। [১৩] স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ — স্কন্ধে লগ্নঃ (৭মী তৎ) ; তাদৃশঃ একঃ দন্তঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [১৪] পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ — পাদৈঃ আকৃষ্টাঃ (৩য়া তৎ) ; তাদৃশ্যঃ ব্রততয়ঃ (কর্মধা) ; তাসাং বলয়ানি (ষষ্ঠী তৎ) ; তেষাম্ আসঙ্গঃ (ষষ্ঠী তৎ), তেন সঞ্জাতঃ (৩য়া তৎ); তাদৃশঃ পাশঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। আ-সঞ্জ্ + ঘঞ্ ভাবে = আসঙ্গঃ। [১৫] মূর্তঃ — মূর্চ্ছ্ + ক্ত কর্তরি। [১৬] বিঘ্নঃ — বিহন্যতে অনেন ইতি বি-হন্ + ক করণে। [১৭] ভিন্নসারঙ্গযূথঃ — সারঙ্গাণাং যূথানি (ষষ্ঠী তৎ) ; ভিন্নানি সারঙ্গযূথানি যেন সঃ (বহুব্রী)। সার + অঙ্গ — চিত্রিত পশু বা পাখী অর্থে 'শকন্ধাদিষু পররূপং বাচ্যম্'

বার্তিকে সারঙ্গ। কোন দ্রব্য বোঝালে কিন্তু হবে 'সারাঙ্গ'। [১৮] ধর্মারণ্যম্ — ধর্মস্য অরণ্যম্ (ষষ্ঠী তৎ) অথবা ধর্মসাধনম্ অরণ্যম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী/ উত্তরপদলোপী সমাস)। [১৯] স্যন্দনালোকভীতঃ — স্যন্দনস্য আলোকঃ (ষষ্ঠী তৎ); তস্মাৎ ভীতঃ (৫মী তৎ)। [২০] এই শ্লোক ভয়ানক রসের একটি উদাহরণ। [২১] 'মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব' — এখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। হাতীর বিশেষণগুলি সাভিপ্রায় হওয়ায় পরিকর এবং অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। তাছাড়া বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস। [২২] মন্দাক্রান্তা ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার মধ্যে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের প্রাথমিক পর্ব সমাধা হয়েছে। এখন নায়ক-নায়িকার পরস্পরের আকাঙ্খার গভীরতা সম্পাদনের জন্য কিছু সময়ের বিচ্ছেদ প্রয়োজন। তাতে অনুরাগের তীব্রতা ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে। দুষ্যন্ত এবং সসখী শকুন্তলার অবাধিত প্রণয়পর্বে এই অতি প্রয়োজনীয় বিরতি দেওয়ার ক্ষেত্রে হাতীর উপদ্রবের এই বৃত্তান্ত তাৎপর্য্যময়।

নাটক হবে গতিমান। কাব্যের মত ঢিলেঢালা ভাব থাকলে, বিষয়বস্তুর উপন্যাসে ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব থাকলে, তা নাটকীয়তায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা হয় তখন 'কাব্যের জলাভূমি'। (দ্রঃ 'রাজা ও রাণী' নাটকের সূচনা)। গতির অভাবে নাটক হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। কাব্যধর্মের সঙ্গে নাট্যধর্মের এই বিরোধের কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "রক্তমাংস গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে / চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি। / কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক / লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।" ('বিসর্জন' নাটিকার উৎসর্গপত্র)। কালিদাসও বহুক্ষণ ধরে বয়ে চলা শৃঙ্গাররসপ্রবাহে নাটকীয়তা আনার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে এই বৃত্তান্তের অবতারণা করেছেন।

শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একে একে তিনি সখীদের মুখ থেকে জেনেছেন। স্বয়ং শকুন্তলাও মুখে কিছু না বললেও হাবে-ভাবে রাজার প্রতি তার অনুরাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এমতাবস্থায় দর্শকদের কাছেও দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার সখীদের কথোপকথন অকারণ মনে হতে পারে ভেবে রসবৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য নাট্যকারের এই বৃত্তান্ত-সংযোজন খুবই কালোপযোগী হয়েছে। কালিদাস-পরবর্তী অনেক নাট্যকার নাটকীয় ঘটনার মোড় ফেরাতে এরকম উপদ্রবের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বানরের উপদ্রবের বৃত্তান্ত।

এছাড়াও তপোবনে এই উপদ্রবের বর্ণনাতে নাটকীয় ব্যঞ্জনাও নিহিত আছে। শান্তরসপ্রধান ধর্মারণ্যে মত্ত 'গজ' নয় — রাজা দুষ্যন্তই 'মূর্তো বিঘ্নস্তপসঃ' ('তপস্যার মূর্তিমান্ বিঘ্ন')। 'মৃগয়াবিহারী' দুষ্যন্তই সরলপ্রাণ তপোবনবাসিনীদের স্বচ্ছ জীবনে নাগরিকপ্রেমের কলুষতা এনেছেন। স্নিগ্ধ আশ্রমকে কামানলের ধূমে আচ্ছন্ন করেছেন তিনিই। প্রেমক্ষুধায় কাতর নিজের সংযমের বন্ধনকে পায়ে দলে তিনি আজ দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছেন। (তুঃ 'পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ')। তাই তাপসদের তপোবনে পালিত নিরীহ প্রাণিসমূহের রক্ষার সাবধানবাণীতেও শকুন্তলাকে রক্ষা করার 'ধ্বনি'ই যেন আমাদের মর্মে প্রবেশ করে।

[১.৩১]

(সর্বাঃ কর্ণং দত্ত্বা কিঞ্চিদিব সংভ্রান্তাঃ)

রাজা — (আত্মগতম্) অহো ধিক্। পৌরা অস্মদন্বেষিণস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি।

অনসূয়া — অজ্জ, ইমিণা আরণ্ণবুত্তন্তেণ পজ্জাউল ম্হ। অণুজানীহি ণো উডঅগমণস্স। (আর্য, অনেন আরণ্যকবৃত্তান্তেন পর্যাকুলাঃ স্মঃ। অনুজানীহি নঃ উটজগমনায়।)

রাজা — (সসংভ্রমম্) গচ্ছন্তু ভবত্যঃ। বয়মপ্যাশ্রমপীড়া যথা ন ভবতি তথা প্রযতিষ্যামহে।

(সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

সখ্যৌ — অজ্জ, অসম্ভাবিদঅদিহিসক্কারা ভূও বি পেক্খণনিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণবিদুং। (আর্য, অসম্ভাবিতাতিথিসৎকারাঃ ভূয়ঃ অপি প্রেক্ষণনিমিত্তং লজ্জামহে আর্যং বিজ্ঞাপয়িতুম্।)

রাজা — মা মৈবম্। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি।

শকুন্তলা — অণসূএ, অহিণঅকুসসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং, কুরবঅসাহা-পরিলগ্গং অ বক্কলং। দাব পরিবালেধ মং জাব ণং মোআবেমি। (অনসূয়ে, অভিনবকুশসূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণম্। কুরবকশাখাপরিলগ্নং চ বল্কলম্। তাবৎ প্রতিপালয়তম্ মাম্ যাবৎ এতৎ মোচয়ামি।)

(রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা)

রাজা — মন্দৌৎসুক্যোঽস্মি নগরগমনং প্রতি। যাবদনুযাত্রিকান্ সমেত্য নাতিদূরে তপোবনস্য নিবেশয়েয়ম্। ন খলু শক্নোমি শকুন্তলাব্যাপারাদাত্মানং নিবর্তয়িতুম্। মম হি —

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ ৩১ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

বিসন্ধি—কিঞ্চিৎ + ইব। অস্মদন্বেষিণঃ + তপোবন ...। প্রতিগমিষ্যামঃ + তাবৎ। বয়ম্ + অপি + আশ্রমপীড়া। মা + এবম্। দর্শনেন + এব। পুরস্কৃতঃ + অস্মি। রাজানম্ + অবলোকয়ন্তী। মন্দৌৎসুক্যঃ + অস্মি। যাবৎ + অনুযাত্রিকান্। ...ব্যাপারাৎ + আত্মানম্। পশ্চাৎ + অসংস্থিতম্। চীনাংশুকম্ + ইব। প্রথমঃ + অঙ্কঃ।

অন্বয়—প্রতিবাতং নীয়মানস্য কেতোঃ চীনাংশুকম্ ইব শরীরং পুরঃ গচ্ছতি, অসংস্থিতং চেতঃ পশ্চাৎ ধাবতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[সর্বাঃ কর্ণং দত্ত্বা — সকলে সেই চীৎকার কান পেতে শুনে ; কিঞ্চিৎ ইব সংভ্রান্তাঃ — যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন] রাজা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] অহো ধিক্ (হায় ধিক্) পৌরাঃ (পুরবাসীরা) অস্মদন্বেষিণঃ (আমাকে খুঁজতে এসে) তপোবনম্ উপরুন্ধন্তি (তপোবনের বিঘ্ন সৃষ্টি করছে)। ভবতু, প্রতিগমিষ্যামঃ তাবৎ (যাক্ এখন ফিরি)। অনসূয়া — আর্য, অনেন আরণ্যক-বৃত্তান্তেন (আর্য, বনের এইসব ঘটনা শুনে অর্থাৎ বনে হাতীর উপদ্রবের কথা শুনে) পর্যাকুলাঃ স্মঃ (আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি)। উটজগমনায় নঃ অনুজানীহি (কুটীরে ফিরতে আমাদের অনুমতি দিন)। রাজা — [সসংভ্রমম্ — ব্যগ্রভাবে] গচ্ছন্তু ভবত্যঃ (নিশ্চয়, আপনারা চলুন)। বয়ম্ অপি (আমিও) আশ্রমপীড়া যথা ন ভবতি (যাতে আশ্রমের কোন অসুবিধা না হয়) তথা প্রযতিষ্যামহে (সেই চেষ্টা করি)। [সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি — সকলে উঠলেন]। সখ্যৌ (দুই সখী) — আর্য, অসম্ভাবিতাতিথিসৎকারাঃ (অতিথির সৎকার অর্থাৎ আপ্যায়ন হয়নি) তাই, ভূয়ঃ অপি (আবারও) আর্যং প্রেক্ষণনিমিত্তং বিজ্ঞাপয়িতুম্ (আপনাকে আসার অনুরোধ করতে) লজ্জামহে (আমরা লজ্জা পাচ্ছি)। রাজা — মা, মা এবম্ (না না, এমন কথা বলবেন না)। ভবতীনাং দর্শনেন এব (আপনাদের দেখেই) পুরস্কৃতঃ অস্মি (আমি ধন্য হয়েছি)। শকুন্তলা — অনসূয়ে অভিনবকুশসূচ্যা (নতুন গজানো কুশের ডগায়) পরিক্ষতং মে চরণম্ (আমার পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে)। বল্কলং চ কুরবকশাখাপরিলগ্নম্ (আর আমার পরণের বল্কল কুরবকের ডালে জড়িয়ে গেছে)। যাবৎ এতৎ মোচয়ামি (যতক্ষণ আমি এটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি) তাবৎ প্রতিপালয়তম্ মাম্ (আমার জন্য সেটুকু সময় অপেক্ষা কর)। [রাজানম্ অবলোকয়ন্তী — শকুন্তলা রাজাকে দেখতে দেখতে, সব্যাজং বিলম্ব্য — ছল করে দেরী করতে লাগলেন, সখীভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা — দুই সখীর সঙ্গে প্রস্থান] রাজা — নগরগমনং প্রতি (নগরে ফিরে যাওয়ার) মন্দৌৎসুক্যঃ অস্মি (আমার আর ঔৎসুক্য নেই)। যাবৎ অনুযাত্রিকান্ সমেত্য (অনুচরবর্গের সঙ্গে মিলে) তপোবনস্য নাতিদূরে নিবেশয়েয়ম্ (তপোবনের নিকটেই অবস্থান করব)। শকুন্তলাব্যাপারাৎ (শকুন্তলার বিষয় থেকে) আত্মানং (নিজেকে) নিবর্তয়িতুম্ (নিবৃত্ত করতে) ন খলু শক্নোমি (কিছুতেই সক্ষম হচ্ছি না)। মম হি (আমার অবস্থা হচ্ছে এইরকম) — প্রতিবাতং নীয়মানস্য কেতোঃ (বাতাসের প্রতিকূলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন পতাকার) চীনাংশুকম্ ইব (চীনদেশে তৈরী কাপড়ের মত) শরীরং পুরঃ গচ্ছতি (আমার দেহ সামনের দিকে চলেছে), অসংস্থিতং চেতঃ (চঞ্চল মন কিন্তু) পশ্চাৎ ধাবতি (পেছনে ছুটে চলেছে)। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে — সকলের প্রস্থান] ইতি প্রথমঃ অঙ্কঃ (এইখানে প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি)।

বঙ্গানুবাদ— (সকলে সেই চীৎকার শুনে যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন)

রাজা — (মনে মনে) হায় ধিক্, পুরবাসীরা আমাকে খুঁজতে এসে তপোবনের বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। যাক্, এবার ফিরে যাই।

অনসূয়া — আর্য, শুনুন, বনে হাতীর এই উপদ্রবের কথা শুনে আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কুটীরে ফিরতে আমাদের অনুমতি দিন।

রাজা — (ব্যগ্রভাবে) নিশ্চয়, আপনারা চলুন। আমিও যাতে আশ্রমের কোন অসুবিধা না হয় সেই চেষ্টা করি।

(সকলে উঠলেন)

দুই সখী — আর্য, অতিথির কোন আপ্যায়নই হয়নি ; তাই আবারও আপনাকে আসার অনুরোধ করতে লজ্জা পাচ্ছি।

রাজা — না, না ; এমন কথা বলবেন না। আপনাদের দর্শনেই আমি ধন্য হয়েছি।

শকুন্তলা — অনসূয়া, নতুন-গজানো কুশের ডগা আমার পায়ে বিঁধেছে, পরণের বল্কল আবার কুরবকের ডালে জড়িয়ে গেছে। আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, ততক্ষণে আমি এটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। (শকুন্তলা ছল করে দেরী করে রাজাকে দেখতে দেখতে দুই সখীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন)।

রাজা — নগরে ফিরে যাবার ব্যাপারে আমার আর ঔৎসুক্য নেই। এখন অনুচরবর্গের সঙ্গে মিলে তপোবনের কাছেই (কিছুদিন) থাকি। শকুন্তলার ব্যাপার থেকে নিজের মনকে কোনভবেই নিবৃত্ত করতে পারছি না। আমার অবস্থা এখন এইরকম —

বাতাসের প্রতিকূলে নিয়ে যাওয়া পতাকার (চীনদেশের তৈরী) কাপড়ের মত আমার দেহ সামনের দিকে চললেও চঞ্চল মন কিন্তু পেছনে ছুটে চলেছে।

(সকলের প্রস্থান)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

রাঘবভট্ট—অহো ধিগিতি ভিন্নং বাক্যম্। আর্য, অনেনারণ্যকবৃত্তান্তেন পর্যাকুলাঃ স্মঃ। অনুজানীহ্যনুজ্ঞাং দেহি নোঽস্মান্ উটজগমনায়। অসংভাবিতাতিথিসৎকারমপ্রাপিতাতিথিপূজম্। প্রাপ্তৌ ভূঃ। ভূয়োঽপি প্রেক্ষণনিমিত্তং লজ্জাবহে আর্যং বিজ্ঞাপয়িতুম্। পুরস্কৃতঃ পূজিতঃ। পুরস্কৃতঃ পূজিতেঽরাত্যভিযুক্তেঽগ্রতঃ কৃতে' ইত্যমরঃ। সব্যাজং বিলম্ব্যেতনেন সখীদ্বয়ং পূর্বং নিষ্ক্রান্তং স্বয়ং চ পশ্চাৎ। ইত্যনেন প্রতিমুখমসংধাবুচ্যমানম্ 'দর্ভাঙ্কুরেণ' ইত্যাদি সমর্থিতং ভবতি। সহৈবেতি লজ্জা ধ্বনিতা। গচ্ছতীতি। শরীরং পুরোঽগ্রে গচ্ছতি। চেতঃ পুনঃ পশ্চাচ্ছকুন্তলাভিমুখং ধাবতি। শরীরং তু শনৈর্গচ্ছতি। সংবন্ধেঽসংবন্ধলক্ষণা অসংবন্ধে সংবন্ধলক্ষণা চ দ্বয্যতিশয়োক্তিঃ। অসংস্তুতং শরীরেণাপরিচিতমিবেতি গম্যোৎপ্রেক্ষা। 'সংস্তবঃ স্যাৎ পরিচয়ঃ' ইত্যমরঃ। প্রতিবাতং বাতসংমুখং নীয়মানস্য কেতোর্ধ্বজস্য চীনদেশস্থং বস্ত্রং চীনাংশুকং তদিব। তস্যাতিসূক্ষ্মত্বাদল্পেঽপি বাতে বাতাভিমুখে ধ্বজে তৎপশ্চাদেব গচ্ছতীতি বৃত্ত্যনুপ্রাস উপমা। অনয়া চ হৃদয়শূন্যত্বাৎ পরেণ নীয়মানকাষ্ঠতুল্যত্বং শরীরস্য ধ্বনিতম্। চীনপদোপাদানাচ্চেতসোঽতিচাঞ্চল্যং চেতি। নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব ইতি। তদুক্তং দশরূপকে — 'একাহা-

চরিতৈকার্থমিত্থমাসন্ননায়কম্। পাত্রৈস্ত্রিচতুরৈরঙ্কং তেষামন্তেঽস্য নির্গমঃ ॥' ইতি। অত্র চ তপোবনসংরোধস্য প্রাপ্তত্বাৎ স চ নাটকে সাক্ষান্ন নিদর্শনীয়ঃ, অঙ্কান্তে নিবদ্ধব্য ইত্যত্রাঙ্কসমাপ্তিঃ। তদুক্তং দশরূপকে — 'দূরাধ্বানং বধং যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবম্। সংরোধং ভোজনং স্নানং সুরতং চানুলেপনম্। শস্ত্রস্য গ্রহণাদীনি প্রত্যক্ষাণি ন নির্দিশেৎ ॥' ইতি। অঙ্কলক্ষণং দশরূপকে — 'যদা তু সরসং বস্তু মূলাদেব প্রবর্ততে। আদাবেব তদাঙ্কঃ স্যাদামুখাক্ষেপসংশ্রয়ঃ ॥ প্রত্যক্ষনেতৃচরিতো বিন্দুব্যাপ্তিপুরস্কৃতঃ। অঙ্কো নানাপ্রকারার্থসংবিধানরসাশ্রয়ঃ ॥' ইতি। আদিভরতে চ — 'অঙ্ক ইতি রূঢ়িশব্দো ভাবৈশ্চ রসৈশ্চ রোহয়ত্যর্থান্। নানাবিধানযুক্তো যস্মাত্তস্মাদ্ভবেদঙ্কঃ ॥ যত্রার্থস্য সমাপ্তির্যত্র চ বীজস্য ভবতি সংহারঃ। কিঞ্চিদবলগ্নবিন্দুঃ সোঽঙ্ক ইতি সদাবগন্তব্যঃ ॥ যে নায়কা নিগদিতাস্তেষাং প্রত্যক্ষচরিতসংযুক্তঃ। নানাবস্থান্তরিতঃ কার্যস্ত্বঙ্কো যথার্থরসঃ ॥' ইতি।

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকায়ামর্থদ্যোতনিকায়াং

॥ প্রথমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সুষমা—[১] সংভ্রান্তাঃ — সম্ — ভ্রম্ + ক্ত, ১মা বহুবচন। [২] পৌরাঃ — পুরে ভবাঃ পুর + অণ্, ১মা বহুবচন। [৩] অস্মদন্বেষিণঃ — অস্মাকম্ অন্বেষিণঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৪] উপরুন্ধন্তি — উপ — রুধ্ + লট্, প্রথম পু, বহুবচন। [৫] সব্যাজম্ — ছল করে। মুগ্ধা নায়িকার এই স্বভাব। তুঃ 'দূরে স্থিতা পশ্যতু মামিতি মন্যমানা পরিজনং সমদনবিকারমাভাষতে' (বাৎস্যায়ন)। [৬] মন্দৌৎসুক্যঃ — মন্দম্ ঔৎসুক্যম্ যস্য সঃ (বহুব্রী)। উৎসুক + ষ্যঞ্ = ঔৎসুক্য। [৭] অনুযাত্রিকান্ — অনু পশ্চাৎ যাত্রা অস্তি এষামিতি অনুযাত্রা + ঠন্ ; তান্। [৮] সমেত্য — সম্ — ই + ল্যপ্। [৯] অসংস্থিতম্ — ন সংস্থিতম্ (নঞ্ তৎ) ; সম্ — স্থা + ক্ত কর্তরি = সংস্থিতম্। পাঠান্তর — অসংস্তুতম্। [১০] চীনাংশুকম্ — চীন-দেশীয় বস্ত্র। কালিদাসের সময়ের সম্ভাব্য ভারত-চীন বাণিজ্যের পরিচায়ক। [১১] প্রতিবাতম্ — বাতস্য প্রতিকূলম্ (অব্যয়ীভাব)। [১২] নীয়মানস্য — নী + যক্ + শানচ্ ; ষষ্ঠী একবচন। [১৩] উপমা অলঙ্কার। তাছাড়া অতিশয়োক্তি। [১৪] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—ছল করে রাজাকে দেখতে দেখতে অনসূয়াকে উদ্দেশ্য করে শকুন্তলার 'অহিণঅকুসসূঈএ ......' এই উক্তির এক অপরূপ ভাষান্তর রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'প্রকাশ' কবিতায় পাই — "কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে/ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে ;"। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে উর্বশীও অনুরূপ ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। 'উর্বশী — (উৎপতনভঙ্গং রূপয়িত্বা) অম্মো লদাবিডব এআবলী বৈঅঅন্তিআ মে লগ্গা। (সব্যাজং পরিবৃত্য। রাজানং পশ্যন্তী।) চিত্তলেহে মোআবেহি দাব ণং।' 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেও শ্রীরাধার অনুরূপ ছলনা — "ছিন্নঃ প্রিয়ো

মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি / বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন। মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হস্ত দৃগন্তভঙ্গীং / রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্ব্যতানীৎ ॥"

'গচ্ছতি পুরঃ শরীরম্ — ' ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদও রবীন্দ্রনাথের 'রূপান্তরে' আছে। 'শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে, / অধীর হৃদয় কিন্তু যায় পিছুবাগে — / ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে / পতাকা তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে'।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে কিছু কিছু বিষয় রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শনের অযোগ্য বলে নির্দিষ্ট আছে। যুদ্ধ, মৃত্যু, লজ্জাজনক কোন দৃশ্য — যেমন শয়ন, অধরপান, সম্ভোগমিলন প্রভৃতি এই নিষেধের মধ্যে পড়ে। তপোবনসংরোধও অদর্শনীয় হিসাবে গণ্য। তাই অঙ্কের শেষে এই ঘটনার উল্লেখ করা হল মাত্র। দ্রঃ 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকা। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে — "দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ। বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা ॥ দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যং অন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ। শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্ ॥ স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জিতো নাতিবিস্তরঃ।" (ষষ্ঠ পরি.)।

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

[২.১]

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ — (নিঃশ্বস্য) ভো দিঠ্‌ঠং। এদস্‌স মঅআসীলস্‌স রণ্ণো বঅস্‌সভাবেণ ণিব্বিণ্ণো ম্হি। অঅং মও অঅং বরাহো অঅং সদ্দূলোত্তি মজ্‌ঝণ্ণে বি গিম্হবিরলপাঅবচ্ছাআসু বণরাইসু আহিণ্ডীঅদি অডবীদো অডবী। পত্তসংকরকসাআইং কডুআইং গিরিণইজলাইং পীঅন্তি। অণিঅদবেলং সূল্লমংসভূইঠ্‌ঠো আহারো অণ্‌হীঅদি। তুরগাণুধাবণকণ্ডিদসন্ধিণো রত্তিম্হি বি ণিকামং সইদব্বং ণত্থি। তদো মহন্তে এব্ব পচ্চূসে দাসীএপুত্তেহিং সউণিলুদ্ধএহিং বণগ্‌গহণকোলাহলেণ পডিবোধিদো ম্হি। এত্তএণ দাণিং বি পীড়া ণ ণিক্কমদি। তদো গণ্ডস্‌স উবরি পিণ্ডও সংবুত্তো। হিও কিল অম্‌হেসু ওহীণেসু তত্তহোদো মআণুসারেণ অস্‌সমপদং পবিঠ্‌ঠস্‌স তাবসকণ্ণআ সউন্দলা মম অধণ্ণদাএ দংসিদা। সংপদং ণঅরগমণস্‌স মণং কহং বি ণ করেদি। অজ্জ বি সে তং এব্ব চিন্তঅন্তস্‌স অক্‌খীসু পভাদং আসি। কা গদী। জাব ণং কিদাচারপরিক্কমং পেক্‌খামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্‌ফমালাধারিণীহিং পডিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্‌সো। হোদু। অঙ্গভঙ্গবিঅলো বিঅ ভবিঅ চিঠ্‌ঠিস্‌সং। জই এব্বং বি ণাম বিস্‌সমং লহেঅং। (দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ) (ভো দৃষ্টম্। এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞো বয়স্যভাবেন নির্বিণ্ণঃ অস্মি। অয়ং মৃগঃ অয়ং বরাহঃ অয়ং শার্দূল ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষু আহিণ্ড্যতে অটবীতঃ অটবী। পত্রসংকরকষায়াণি কটূনি গিরিনদীজলানি পীয়ন্তে। অনিয়তবেলং শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারো ভুজ্যতে। তুরাগানুধাবনকণ্ডিতসন্ধেঃ রাত্রৌ অপি নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি। ততঃ মহতি এব প্রত্যূষে দাস্যাঃ পুত্রৈঃ শকুনিলুব্ধকৈঃ বনগ্রহণকোলাহলেন প্রতিবোধিতঃ অস্মি। ইয়তা ইদানীম্ অপি পীড়া ন নিষ্ক্রামতি। ততঃ গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ। হ্যঃ কিল অস্মাসু অবহীনেষু তত্রভবতঃ মৃগানুসারেণ আশ্রমপদং প্রবিষ্টস্য তাপসকন্যকা শকুন্তলা মম অধন্যতয়া দর্শিতা। সাম্প্রতং নগরগমনস্য মনঃ কথম্ অপি ন করোতি। অদ্য অপি তস্য তাম্ এব চিন্তয়তঃ অক্ষ্ণোঃ প্রভাতম্ আসীৎ। কা গতিঃ। যাবৎ তং কৃতাচারপরিক্রমং পশ্যামি। এষ বাণাসনহস্তাভিঃ যবনীভিঃ

বনপুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃত ইত এব আগচ্ছতি প্রিয়বয়স্যঃ। ভবতু। অঙ্গভঙ্গবিকল ইব ভূত্বা স্থাস্যামি। যদি এবম্ অপি নাম বিশ্রামং লভেয়।)

বাংলা প্রতিশব্দ — [ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ — অতঃপর বিষণ্ণ বিদূষকের প্রবেশ] বিদূষকঃ — [নিঃশ্বস্য — দীর্ঘশ্বাস ফেলে] ভো দৃষ্টম্ (হায় আমার অদৃষ্ট)! এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞঃ (মৃগয়াশীল এই রাজার) বয়স্যভাবেন (বয়স্য হ'য়ে অর্থাৎ বন্ধু হওয়ায়) নির্বিণ্ণঃ অস্মি (বড়ই বিপদে পড়লাম)। অয়ং মৃগঃ (এই যে হরিণ), অয়ং বরাহঃ (এই যে শূকর), অয়ং শার্দূলঃ (এই যে বাঘ) ইতি (এই করে) মধ্যাহ্নে অপি (দুপুরবেলাতেও) গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষু (গ্রীষ্মকালের ছায়াহীন বনের মধ্যে) অটবীতঃ অটবী আহিণ্ড্যতে (এক বন থেকে আরেক বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি)। পত্রসংকরকষায়াণি কটুনি গিরিনদীজলানি (গাছের পাতা প'ড়ে প'চে লাল হয়ে গিয়েছে এমন তেতো পাহাড়ি নদীর জল) পীয়ন্তে (পান করতে হচ্ছে)। অনিয়তবেলং (অনির্দ্দিষ্ট সময়ে) শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠঃ আহারঃ ভুজ্যতে (বেশীর ভাগই শূলে ঝল্‌সানো মাংস খেতে হচ্ছে। অর্থাৎ, সময়মত খাবার জোটে না। বেশীরভাগ সময়েই শূলে ঝল্‌সানো মাংসই একমাত্র খাদ্য)। তুরগানুধাবনকণ্ডিতসন্ধেঃ (ঘোড়ার পিঠে ঘুরতে ঘুরতে গাঁটে গাঁটে ব্যথা,) রাত্রৌ অপি (তাছাড়া, রাতেও) নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি (পর্যাপ্ত ঘুম হয় না)। ততঃ (তারপর) মহতি এব প্রত্যুষে (খুব ভোরেই) দাস্যাঃ পুত্রৈঃ শকুনিলুব্ধকৈঃ বনগ্রহণকোলাহলেন (হতভাগা পাখি-শিকারীদের বনে ঢোকার চিৎকারে) প্রতিবোধিতঃ অস্মি (ঘুম ভেঙ্গে যায়)। ইদানীম্ (এখন) ইয়তা অপি (এততেও) পীড়া ন নিষ্ক্রামতি (দুঃখের শেষ হচ্ছে না)। ততঃ (এখন আবার) গণ্ডস্য উপরি (গোদের উপর) পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ (বিষফোঁড়া জন্মেছে)। হ্যঃ কিল (গতকালই) অস্মাসু অবহীনেষু (যখন আমরা পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম তখন), তত্রভবতঃ মৃগানুসারেণ (তিনি অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্ত হরিণকে অনুসরণ ক'রতে ক'রতে) আশ্রমপদং প্রবিষ্টস্য (আশ্রমে প্রবেশ ক'রে) মম অধন্যতয়া (আমারই কপালদোষে) তাপসকন্যকা শকুন্তলা দর্শিতা (শকুন্তলা নামে এক তপস্বীকন্যাকে দেখেছেন)। সাম্প্রতং (এখন) নগরগমনস্য মনঃ কথম্ অপি ন করোতি (কোন' অবস্থাতেই নগরে যাওয়ার নামই করছেন না)। অদ্য অপি (আজও) তাম্ এব চিন্তয়তঃ (তার কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতেই) তস্য (তাঁর) অক্ষ্ণোঃ প্রভাতম্ আসীৎ (চোখের সামনে রাত পোহাল)। কা গতিঃ (কি উপায়)? যাবৎ তং কৃতাচারপরিক্রমং পশ্যামি (ইতিমধ্যে তাঁর ভোরের কাজকর্ম শেষ হয়ে থাকবে — তাঁকে দেখে আসি)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ — একটু এগিয়ে দেখলেন] এষ প্রিয়বয়স্যঃ (এই আমার প্রিয়বয়স্য) বাণাসনহস্তাভিঃ বন-পুষ্পমালাধারিণীভিঃ যবনীভিঃ (ধনুর্বাণ হাতে, বনফুলের মালা পরা যবনীদের দ্বারা) পরিবৃতঃ (পরিবৃত হ'য়ে) ইত এব আগচ্ছতি (এদিকেই আসছেন)। ভবতু (তা যাক্)। অঙ্গভঙ্গবিকল ইব ভূত্বা স্থাস্যামি (হাত-পা ভাঙ্গা বিকলাঙ্গের মত পড়ে থাকি)। যদি এবম্ অপি নাম (যদি এভাবে থাকলেও) বিশ্রামং লভেয় (বিশ্রাম লাভ হয়)। [দণ্ডকাষ্ঠম্ অবলম্ব্য স্থিতঃ — হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে থাকলেন]।

বঙ্গানুবাদ— (তারপর বিষণ্ণ বিদূষক প্রবেশ ক'রলেন)

বিদূষক — (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায় আমার অদৃষ্ট! মৃগয়াশীল এই রাজার বন্ধুত্বে বড়ই বিপদে পড়লাম। 'এই যে হরিণ', 'এই যে শূকর', 'এই যে বাঘ' — এই করে দুপুরবেলাতেও গ্রীষ্মকালের ছায়াহীন বনের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। গাছের পাতা পচে লাল হওয়া তেতো পাহাড়ি নদীর জল খেতে হচ্ছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাবার জোটে না — আর যা জোটে অধিকাংশ সময়েই তা হয় শূলে ঝলসানো মাংস। ঘোড়ার পিঠে ঘুরে ঘুরে সমস্ত গাঁটে ব্যথা। তাছাড়া রাতেও পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। তারপর আবার খুব ভোরেই হতভাগা পাখি-শিকারীরা বনে ঢোকার সময় যে চিৎকার জোড়ে, তাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। এখন দেখছি, এততেও দুঃখের শেষ হল না। ইদানীং আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়েছে। গতকালই যখন আমরা রাজার পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম, তখন তিনি একটা হরিণ অনুসরণ করতে করতে আশ্রমে প্রবেশ করে আমারই পোড়া কপালের দোষে শকুন্তলা নামে এক তপস্বিকন্যাকে দেখেছেন। এখন আর নগরে ফেরার মনই নেই। আজও তার কথা ভাবতে ভাবতেই রাজার চোখের সামনেই রাত ভোর হয়েছে। কি উপায়? ইতিমধ্যে তাঁর ভোরের কাজকর্ম শেষ হ'য়ে থাকবে — যাই দেখা করে আসি। (একটু এগিয়ে চেয়ে দেখলেন) এই যে আমার প্রিয়বয়স্য (রাজা দুষ্যন্ত) এদিকেই আসছেন। বনফুলের মালা পরা যবনীরা ধনুর্বাণ হাতে তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। তা আসুন, আমি হাত-পা-ভাঙ্গা বিকলাঙ্গের মত পড়ে থাকি। দেখি, যদি এত করেও একটু বিশ্রাম মেলে।

রাঘবভট্ট—তত ইতি। বিষণ্ণত্বে হেতুর্বক্ষ্যমাণঃ। বিদূষকলক্ষণং তু সুধাকরে — 'বিকৃতাঙ্গবচোবেষৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ' ইতি। অস্য প্রাকৃতং পাঠ্যম্। উক্তং চ — 'বিদূষকবিটাদীনাং পাঠ্যং তু প্রাকৃতং ভবেৎ' ইতি। ভো দৃষ্টমিতি ভিন্নং বাক্যম্। বাক্যার্থস্য কর্মত্বম্। এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞো বয়স্যভাবেন স্নিগ্ধত্বেন। 'বয়স্যঃ স্নিগ্ধঃ সবয়াঃ' ইত্যমরঃ। নির্ব্বিণ্ণোঽস্মি দুঃখিতোঽস্মি। অয়ং মও মৃগঃ। 'ঋতোঽৎ' ইতি ঋকারস্যাকারঃ। 'মিও' ইতি পাঠস্তু 'ইৎকৃপাদৌ বা' ইতি কৃপাদেরাকৃতিগণত্বাৎ সাধুঃ। অয়ং বরাহোঽয়ং শার্দূল ইতি মধ্যাহ্নেঽপি গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষ্বাহিণ্ড্যতেঽটবীতোঽটবী। 'অটব্যরণ্যং বিপিনম্' ইত্যমরঃ। 'আহিণ্ডীঅদি' ইত্যত্র যকঃ 'ঈঅইজ্জো বয়স্য' ইতি ঈ অআদেশে তপ্রত্যয়স্য 'ত্যাদীনামাদ্যত্রয়স্যাদ্যস্যেচেচৌ' ইতি ইচাদেশে 'দিঃ' ইত্যনুবর্তমানে 'অতো দিশ্চ' ইতি দিরাদেশঃ। অটবীমিতি 'সপ্তম্যা দ্বিতীয়া' ইতি সূত্রে 'প্রথমায়া অপি' ইতি বার্তিকম্। তেন প্রথমার্থে দ্বিতীয়া। পত্রাণাং সংকরো ভিন্নজাতীয়ানামেকত্র পতনং তেন কষায়াণ্যত এব কটূনি। কঃ স্বার্থে 'স্বার্থে কশ্চ বা' ইতি সূত্রেণ। গিরিনদীজলানি পীয়ন্তে। 'পীঅন্তি' ইত্যত্র 'ৰহুত্বাদ্যস্য ন্তি ন্তে ইরে' ইতি ন্ত্যাদেশঃ। অন্যৎ সমম্। 'কদুহ্নইং' ইতি পাঠে কদুষ্ণানি। ঈষদুষ্ণানীত্যর্থঃ। অনিয়তবেলং বিষমসময়ম্। সূল্লমংসভুইট্ঠো শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠঃ। লোহশলাকয়া মাংসং সংগ্রথ্য যৎ পচ্যতে তচ্ছূল্যমাংসম্। 'শূলাকৃতং ভটিত্রং স্যাচ্ছূল্যম্' ইত্যমরঃ। আহারঃ। অণ্হীঅদি ভুজ্যতে। 'অণ্হীঅদি' ইত্যত্র ভুজো

ভুঞ্জজিমজেমকন্‌পাণণ্‌হসমাণ —' ইত্যণ্‌হাদেশঃ। শেষং সমানম্। তুরগানুধাবনেন কণ্ডিতসন্ধেঃ কুট্টিতাঙ্গসন্ধেঃ রাত্রাবপি নিকামমত্যর্থং মে শয়িতব্যং নাস্তি। ততো মহত্যেব প্রত্যুষেঽতিপ্রাতর্দাস্যাঃ পুত্রৈঃ। তস্যোদ্বেগদায়িত্বাদ্ গালিপ্রদানম্। শকুনিলুব্ধকৈঃ পক্ষিব্যাধৈঃ। 'ব্যাধো মৃগবধাজীবো মৃগয়ুর্লুব্ধকোঽপি সঃ' ইত্যমরঃ। বনগ্রহণেঽরণ্যবেষ্টনে যঃ কোলাহলস্তেন প্রতিবোধিতোঽস্মি। এতাবতা কালেনেদানীমধুনা পীড়া ন নিষ্ক্রামতি নাপগচ্ছতি। ততো গণ্ডস্যোপরি পিটকঃ সংবৃত্তঃ। অয়মাভাণকঃ। স্ফোটস্যোপরি স্ফোট ইত্যর্থঃ। প্রকৃতে ত্বেকস্মিন্ দুঃখকারণে সত্যেব দ্বিতীয়ং দুঃখকারণমিত্যর্থঃ। তদেবাহ — হ্যঃ পূর্বদিনে কিল। 'হ্যো গতেঽহ্নি' ইত্যমরঃ। অস্মাস্ববহীনেষু পশ্চাৎস্থিতেষু তত্তহোদো তত্রভবতো মৃগানুসারেণাশ্রমপদমাশ্রমস্থানং প্রবিষ্টস্য তাপসকন্যকা শকুন্তলা মমাধন্যতয়া দর্শিতা 'তত্রভবতঃ' ইত্যত্র 'সর্বত্র লবরাম্ —' ইতি রলোপে 'অনাদৌ শেষ —' ইতি দ্বিত্বে তত্তেতি সিদ্ধম্। 'ভুবের্হোহুবহবাঃ' ইতি ভুবতের্হোআদেশঃ। 'অতো ডো বিসর্গস্য' ইতি ডোকারে টিলোপে 'হোতো' ইতি। ততঃ 'কগচ —' ইতি তলোপে প্রাপ্তে সৌরসেনীত্বাৎ 'তোদোঽনাদৌ সৌরসেন্যাম্' ইতি তস্য দঃ। তেন 'তত্তহোদো' ইতি সিদ্ধম্। সাংপ্রতং নগরগমনস্য নগরগমনায়। 'চতুর্থ্যাঃ ষষ্ঠী' ইতি ষষ্ঠী। মনঃ কথমপি ন করোতি। অদ্যাপি তস্য তামেব চিন্তয়তোঽক্ষ্ণোঃ প্রভাতমাসীৎ। চিন্তনেন সুখম্, নিদ্রাচ্ছেদেন দুঃখমিতি। অনেন বিধানং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'সুখদুঃখকৃতো যোঽর্থস্তদ্বিধানমিতি স্মৃতম্' ইতি। কা গদী কা গতিঃ। যাবত্তং কৃতাচারপরিক্রমং কৃত আচারস্য স্নানাদেঃ পরিতঃ ক্রমো যেন তং পশ্যামি। এষ বাণাসনং ধনুর্হস্তে যাসাং তাভির্বনপুষ্পমালাধারিণীভিরিতি মৃগয়াবেষসূচনম্। যবনীভিঃ পরিবৃত ইত এবাগচ্ছতি প্রিয়বয়স্যঃ প্রিয়সখঃ। 'বক্রাদাবন্তঃ' ইতি সূত্রেণানুস্বারাগমে 'বয়ংস' ইতি রূপম্। বহুলাধিকারাদ্যলোপদ্বিত্বয়োঃ 'বঅস্‌স' ইত্যপি। ভবতু। অঙ্গভঙ্গবিকল ইব ভূত্বা স্থাস্যামি। যদ্যেবমপি নাম বিশ্রমং লভেয়। অত্র যবন্যো নাম সঞ্চারিকাপর্যায়ঃ। তল্লক্ষণং মাতৃগুপ্তাচার্যৈরুক্তম্ — 'গৃহকক্ষা বিচারিণ্যস্তথোপবনসঞ্চরাঃ। যামেষু চ নিযুক্তানাং যামশুদ্ধিবিশারদাঃ ॥ সঞ্চারিকাস্তু তা জ্ঞেয়া যবন্যোঽপি মতাঃ ক্বচিৎ' ইতি।

সুষমা—[১] বিদূষকঃ — অঙ্কের শুরুতেই বিদূষকের প্রবেশ। বিকৃত অঙ্গ, বিচিত্র বাচনভঙ্গী এবং অদ্ভুত পরিধানে হাস্যোদ্রেককারী পাত্র বিদূষক। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ভূমিকায় বিদূষকের চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য। [২] অডবীদো অডবী — এই অংশ কোন' কোন' সংস্করণে গ্রহণ করা হয়নি। 'বণরাইসু' ('বনরাজিষু') শব্দের কারণে এই অংশের খুব সার্থকতা আছে মনে হয় না। [৩] দাসীএপুত্তেহিং (দাস্যাঃ পুত্রৈঃ) — গালি-গালাজ করতে ব্যবহৃত। অলুক্‌সমাসবদ্ধ পদ। [৪] পিণ্ডও — পাঠান্তর 'পিডও'। (যথা — নারায়ণ বালকৃষ্ণ গোড়বোলে সম্পাদিত নির্ণয় সাগর প্রেস সংস্করণ)। [৫] জবণীহিং (যবনীভিঃ) — 'যবনী' কথার অর্থ পারসীক রমণী বা আরবীয় রমণী। মুসলমান রমণীর উল্লেখ নয়। ব্যাকট্রিয় রমণী, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় স্ত্রী প্রভৃতি অর্থও কেউ কেউ ধরেছেন।

[২.২]

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টপরিবারো রাজা)

রাজা — (আত্মগতম্)

কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥ ১ ॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী
সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥ ২ ॥

বিসন্ধি—মনঃ + তু। অকৃতার্থে + অপি। রতিম্ + উভয়প্রার্থনা। এবম্ + আত্মাভিপ্রায় ...। বীক্ষিতম্ + অন্যতঃ + অপি। যৎ + চ। নিতম্বয়োঃ + গুরুতয়া। বিলাসাৎ + ইব। ইতি + উপরুদ্ধয়া। যৎ + অপি। সাসূয়ম্ + উক্তা। মৎপরায়ণম্ + অহো।

অন্বয়—প্রিয়া ন সুলভা (ইতি) সত্যম্ মনঃ তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি। মনসিজে অকৃতার্থে অপি উভয়প্রার্থনা রতিং কুরুতে।

তয়া অন্যতঃ অপি নয়নে প্রেরয়ন্ত্যা যৎ স্নিগ্ধং বীক্ষিতম্, নিতম্বয়োঃ গুরুতয়া বিলাসাৎ ইব যৎ চ মন্দং যাতম্, মা গা ইতি উপরুদ্ধয়া তয়া সা সখী সাসূয়ং যৎ উক্তা, তৎ সর্বং মৎপরায়ণং কিল ; অহো, কামী স্বতাং পশ্যতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ যথানির্দ্দিষ্টপরিবারঃ রাজা প্রবিশতি — তারপর যথানির্দ্দিষ্ট পরিজনগণের সঙ্গে রাজা প্রবেশ করলেন] রাজা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] প্রিয়া [প্রিয়তমা শকুন্তলা] ন সুলভা (সহজলভ্য নয়) ইতি কামম্ (এটা মানি, অর্থাৎ একথা সত্য)। মনঃ (আমার মন) তু (কিন্তু) তদ্ভাবদর্শনায়াসি (তার হাবভাব জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছে)। মনসিজে অকৃতার্থে অপি (প্রেম তার অভীষ্টলাভে সমর্থ না হলেও) উভয়প্রার্থনা (একে অপরকে চায় — এটা জেনেও) রতিং কুরুতে (আনন্দলাভ করে থাকে)। [স্মিতং কৃত্বা — একটু হেসে] এবম্ (এইভাবেই) আত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ (যাকে ভালবাসে তার সব আচরণ নিজের ইচ্ছার অনুকূলে ভেবে) প্রার্থয়িতা (প্রার্থী, এখানে প্রেমিক) বিড়ম্ব্যতে (অনেক সময় অকারণ বিড়ম্বনায় পড়ে, উপহাসাস্পদ হয়)। তয়া অন্যতঃ অপি নয়নে প্রেরয়ন্ত্যা (সে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে তাকানো সময়) যৎ স্নিগ্ধং বীক্ষিতম্ (আমার দিকে প্রীতিভরে তাকিয়েছে), নিতম্বয়োঃ গুরুতয়া (নিতম্বের গুরুভারে) বিলাসাৎ ইব (যেন বিলাসের সঙ্গে) যৎ চ মন্দং যাতম্ (সে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল), মা গা ইতি উপরুদ্ধয়া তয়া ('যেতে পারবে না' — এই বলে তাকে বাধা দিলে) সা সখী সাসূয়ম্ যৎ অপি উক্তা (সেই সখীকে ক্রোধের সঙ্গে সে যা বলেছিল) — তৎ সর্বং মৎপরায়ণম্

(সেইসব কিছুই আমাকে লক্ষ্য করেই করা)। অহো (কি আশ্চর্য), কামী স্বতাং পশ্যতি (কামার্ত ব্যক্তিরা, প্রেমিকেরা সব কিছুই নিজের মত করে ভেবে নেয়।)

বঙ্গানুবাদ— (তারপর যথানির্দ্দিষ্ট পরিজনগণের সঙ্গে রাজা প্রবেশ করলেন)

রাজা — (নিজের মনে) —

প্রিয়া (শকুন্তলা) যে সহজে পাবার নয় — তা মানি। কিন্তু আমার মন তার হাবভাব জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। কারণ, প্রেম তার অভীষ্টলাভে সমর্থ না হ'লেও — একে অপরকে পেতে চায় — অন্ততঃ এটুকু জেনেও আনন্দ পেয়ে থাকে।

(একটু হেসে) এইভাবেই যাকে ভালবাসে তার সব আচরণ নিজের ইচ্ছার অনুকূলে ভেবে নিয়ে প্রেমিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই (অকারণ) বিড়ম্বনায় পড়ে থাকে।

অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকানোর ফাঁকে সেই শকুন্তলা আমার দিকে প্রীতিভরে তাকিয়েছে। নিতম্বের গুরুভারে তার ধীরে চলা আসলে বিলাসের সঙ্গে যাওয়া। 'যেতে পারবে না' — এই বলে তাকে বাধা দিলে সেই সখীকে (প্রিয়ংবদাকে) সে ক্রোধের সঙ্গে যা বলেছিল — সেইসব কিছুই আমাকে লক্ষ্য করেই যেন করা হয়েছে। কি আশ্চর্য, কামার্ত ব্যক্তি (প্রেমিকেরা) সবকিছুই নিজের মত করে ভেবে নেয়।

রাঘবভট্ট—যথানির্দ্দিষ্টপরিবারঃ। যবনীবৃত ইত্যর্থঃ। কামমিতি। সা কামমত্যর্থং প্রিয়া প্রিয়তমেত্যর্থঃ। তর্হি সম্যগেব। ন সম্যগিত্যাহ — যতো ন সুলভা প্রাপ্যা, কিন্তু সুখেন ন লভ্যা। তর্হি দুষ্প্রাপে বস্তুনি প্রযত্নেনাপি কিমিত্যাশঙ্কায়ামাহ — মন ইতি। তু ইতি শঙ্কোচ্ছেদে। মনস্তস্যা নায়িকায়া ভাবাশ্চেষ্টাস্তাসাং দর্শনে আয়াসি সখেদম্। প্রযত্নপূর্বকং লালসমিত্যর্থঃ। স্যাৎ ত্বদুক্তং যদি পূর্বমভিলাষো ন জাতঃ স্যাদিত্যাশয়ঃ। অকৃতেতি। মনসিজেঽকৃতার্থেঽপ্যুভয়প্রার্থনা স্বস্যাভিলাষো রতিঃ রাগং যতঃ কুরুতে প্রীতিমুৎপাদয়তি। অহং তত্র গমিষ্যামি, তামেবং বক্ষ্য ইত্যাত্মাভিলাষঃ। এবং মাং প্রতি তস্যা অপ্যভিলাষো মনসিজেঽকৃতার্থে সংভবতি। জাতরত্যোঃ সংভবতীত্যর্থঃ। অত্রাকৃতার্থেঽপ্যজাতরত্যোর-পীত্যপিশব্দার্থঃ। তেনৈতদুক্তং ভবতি। যথা মন্মনসস্তদ্ভাবদর্শনলালসত্বং কার্যং সমর্থ্যতে তেনার্থান্তরন্যাসঃ। উক্তং চ রাজানকরুচকেন — 'সামান্যবিশেষকার্যকারণভাবাভ্যাং নির্দিষ্টং প্রকৃতসমর্থনমর্থান্তরন্যাসঃ' ইতি। স চ হিশব্দোপাদানানুপাদানাভ্যাং দ্বিধেত্যুক্তঃ। অত্র চ হিশব্দানুপাদানে বোদ্ধব্যঃ। উদ্ভটাদিমতে সামান্যবিশেষভাব এবার্থান্তরন্যাসাঙ্গীকারাদত্র কাব্যলিঙ্গমেব। যেষাং মতে কার্যকারণভাবেঽর্থান্তরন্যাসস্তেষাং মত এতদ্ব্যতিরিক্তবিষয়ত্বং কাব্যলিঙ্গস্যেত্যবধেয়ম্। অথ চ মনসিজঃ কন্দর্পোঽকৃতার্থঃ। রতিঃ কামভার্যা চেতি বিরোধঃ। ব্যাখ্যাতপ্রীতিপর্যায়ত্বেন বিরোধাভাসঃ। 'রতিঃ কামস্ত্রিয়াং রাগে সুরতেঽপি রতিঃ স্মৃতা' ইতি ধরণিঃ। শ্রুত্যনুপ্রাসশ্চ। অনেন পূর্বানুরাগবিপ্রলম্ভাদ্যভিলাষো নামাবস্থোক্তা। তল্লক্ষণং তু সুধাকরে — 'সংগমোপায়রচিতা প্রারব্ধাধ্যবসায়তঃ। সংকল্পেচ্ছাসমুদ্ভূতিরভিলাষ ইতীরিতঃ ॥' ইতি। 'অদ্যাপি তস্য তামেব চিন্তয়তঃ' ইতি বিদূষকবচসা চিন্তোপনিবদ্ধা।

তল্লক্ষণং তু — 'কেনোপায়েন সংসিধ্যেৎ কদা কুত্র সমাগমঃ। কা চেয়ং কিংস্বভাবা চ চিন্তনং তদুদীরিতম্॥' ইতি। ন চ পূর্বাপরবিপর্যয়ঃ শঙ্কনীয়ঃ। বাক্যদ্বয়স্যাপ্যনুবাদ্যত্বাৎ। স্মিতং কৃত্বেতি। অলীকেঽপি সত্যবুদ্ধিঃ কামিনামিতি ভাবঃ। তদেব প্রকটয়তি — এবমিতি। আত্মাভিপ্রায়েণ স্বাভিপ্রায়েণ সংভাবিতা সংভাবনয়া নীতা। কল্পিতেতি যাবৎ। ইষ্টজনস্য প্রার্থ্যজনস্য চিত্তবৃত্তির্যেন স প্রার্থয়িতা কামী বিড়ম্ব্যত ইতি কর্মকর্তরি। উপহাসাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ। বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। তেন পূর্বোক্তোঽভিলাষো মন্মনস্থ এব, মৎকল্পিতস্তু তস্যাং প্রতিভাতীতি প্রকৃতে পর্যবসানম্। তদেব বিশিষ্য দর্শয়তি — স্নিগ্ধমিতি। অন্যতোঽপি নির্লক্ষ্যমেব। অতএব নয়নে প্রেষয়ন্ত্যা তয়া যদ্বিলাসাদিব স্নিগ্ধং বীক্ষিতং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যাবলোকিতমিতি বিশিষ্টং বিধেয়ম্। সাভিলাষং ব্যাজাবলোকনং কৃতমিতি ভাবঃ। স্নিগ্ধদৃষ্টিলক্ষণং যথা — 'বিকাশিস্নিগ্ধমধুরা চতুরে বিভ্রতী ভ্রুবৌ। কটাক্ষিণী সাভিলাষা দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধাভিধীয়তে॥' ইতি। নিতম্বয়োর্গুরুতয়া বিলাসাদিব যচ্চ মন্দং যাতম্। বিলম্বো ভবত্বিতীতি ভাবঃ। নিতম্বয়োরিতি দ্বিবচনেন মধ্যনিম্নতাগৌরবাদ্যাধিক্যং যৌবনোজ্জৃম্ভনং চ ধ্বনিতম্। মাগাইত্যুপরুদ্ধয়া তয়া সাতিপ্রিয়তরা হৃদয়রূপা সখী বিলাসাদিব যদপি সাসূয়ং সের্ষ্যমুক্তা। তত্র স্থিত্যর্থমিতি ভাবঃ। অপিঃ সমুচ্চয়ার্থে। সর্বং স্নিগ্ধবীক্ষণমন্দগমনসের্ষ্য-বচনাদি মৎপরায়ণম্। ব্যাখ্যাতপ্রকারেণার্থান্তরন্যাসমাহ — অহো আশ্চর্যে। কামী স্বতামাত্মীয়তাং সর্বত্র স্বাভিপ্রায়রূপতাং পশ্যতীত্যর্থঃ। 'স্বো জ্ঞাতাবাত্মনি স্বং ত্রিষ্বাত্মীয়ে সোঽস্ত্রিয়াং ধনে' ইত্যমরঃ। বিলাসাদিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। তেন সংভাব্যমানত্বাৎ। বিলাসলক্ষণং তু — 'যো বল্লভাসন্নগতো বিকারো গত্যাসনস্থানবিলোকনাদৌ' ইত্যাদি পূর্বোক্তমেব। মধ্যকারকদীপকালংকারঃ। হেতুস্বভাবোক্তী চ নয়নেয়েতি যন্ত্যাযাতমিতি তয়াতয়েতি চ্ছেকানুপ্রাসঃ। নয়নেয়েতি যতোযদিতি যাতংযেতি তস্যৈ বৈকবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ। স এব বৃত্ত্যনুপ্রাসেনাপি পূর্বার্ধে। উত্তরার্ধে তু বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] যথানির্দিষ্টপরিবারঃ — পরিবার্য্যতে অনেন ইতি পরি-বৃ + ণিচ্ + ঘঞ্ করণে = পরিবারঃ, বিকল্পে পরীবারঃ। সূত্র — 'উপসর্গস্য ঘঞি অমনুষ্যে বহুলম্'। যথা নির্দিষ্টঃ যথানির্দিষ্টঃ (সহসুপা), তাদৃশঃ পরিবারঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [২] সুলভা — সু-লভ্ + খল্ + টাপ্। [৩] তদ্ভাবদর্শনায়াসি — তস্যাঃ ভাবঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তস্য দর্শনম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; তদ্ভাবদর্শন + আ + যস্ + ণিনি। পাঠান্তর — তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি। [৪] অকৃতার্থে — কৃতঃ অর্থঃ যেন যস্য বা কৃতার্থঃ (বহুব্রী), ন কৃতার্থঃ (নঞ্ তৎ) তস্মিন্। [৫] মনসিজে — মনসি জাতঃ ইতি মনস্ + জন্ + ড, কর্তরি ভূতে। 'সপ্তম্যাং জনের্ডঃ' সূত্রে ড-প্রত্যয় এবং 'তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্' সূত্রে সপ্তমী বিভক্তির অলুক্। [৬] রতিম্ — রম্ + ক্তিন্, তাম্। [৭] উভয়প্রার্থনা — উভয়োঃ প্রার্থনা (ষষ্ঠী তৎ) ; প্র — অর্থ + যুচ্ + টাপ্ = প্রার্থনা। বৃত্তিবিষয়ে উভ-শব্দে সর্বদাই অয়চ্ প্রত্যয় হয়। [৮] শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধ সমর্থন করছে। সুতরাং অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। 'অকৃতার্থেঽপি মনসিজে' — এখানে বিরোধাভাস।

কেউ কেউ কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারও স্বীকার করেছেন। [৯] আর্যা ছন্দ। [১০] এখানে পূর্বানুরাগের 'অভিলাষ' নামক অবস্থা। [১১] আত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ — আত্মনঃ অভিপ্রায়ঃ আত্মাভিপ্রায়ঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; ইষ্টঃ জনঃ ইষ্টজনঃ (কর্মধা) ; চিত্তস্য বৃত্তিঃ চিত্তবৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; ইষ্টজনস্য চিত্তবৃত্তিঃ ইষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; আত্মাভিপ্রায়েণ সম্ভাবিতা (৩য়া তৎ) ; আত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতা ইষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ যেন সঃ (বহুব্রী)। সম্ — ভূ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি = সম্ভাবিত। [১২] প্রার্থয়িতা — প্র — অর্থ + ণিচ্ + তৃচ্। [১৩] স্নিগ্ধম্ — স্নিহ্ + ক্ত, কর্তরি। [১৪] বীক্ষিতম্ — বি — ঈক্ষ্ + ক্ত ভাবে। [১৫] অন্যতঃ — অন্য + তসিল্। [১৬] প্রেরয়ন্ত্যা — প্র — ঈর্ + ণিচ্ + শতৃ ; স্ত্রীলিঙ্গে — প্রেরয়ন্তী, তৃতীয়া একবচন। [১৭] বিলাসাৎ — বি — লস্ + ঘঞ্ = বিলাসঃ। হেতৌ পঞ্চমী। 'যানস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণ্যাম্। বিশেষস্তু বিলাসঃ স্যাদিষ্টসন্দর্শনাদিনা ॥' (সা. দ.) [১৮] মা গাঃ — ইণ্ + লুঙ্, মধ্যমপুরুষ একবচন = গাঃ। 'ইণো গা লুঙি' সূত্রে গাদেশ। 'মাঙি লুঙ্' সূত্রে ভবিষ্যদর্থে লুঙ্।' 'ন মাঙ্‌যোগে' সূত্রে অড়াগমনিষেধ। [১৯] উপরুদ্ধয়া — উপ — রুধ্ + ক্ত + টাপ্ ; তৃতীয়া একবচন। [২০] সাসূয়ম্ — অসূয়য়া সহ বিদ্যমানম্ (বহুব্রী) ; সূত্র — 'তেন সহেতি তুল্যযোগে'। 'বোপসর্জনস্য' সূত্রে সহ-স্থলে পাক্ষিক স। 'অসূয়া' কথার অর্থ — পরের গুণে দোষ খুঁজে বের করা। [২১] মৎপরায়ণম্ — পরম্ অয়নম্ (কর্মধা) ; অহমেব পরায়ণম্ যস্য তৎ (বহুব্রী)। [২২] 'বিলাসাদিব' — এখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থনের কারণে অর্থান্তরন্যাস। তাছাড়া শকুন্তলার ব্যবহারের স্বাভাবিক বর্ণনায় স্বভাবোক্তি। ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [২৩] শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রথম অঙ্কের 'বাচং ন মিশ্রয়তি — ' ইত্যাদি শ্লোকেও রাজার এই ধারণার কথা আমরা পেয়েছি। স্নিগ্ধ দৃষ্টি বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝে থাকি, এখানে তার চাইতে কিছু বেশী ব্যঞ্জনা আছে। তুঃ 'সাভিলাষং ব্যাজাবলোকনং কৃতমিতি' — অর্থদ্যোতনিকা। স্নিগ্ধদৃষ্টির লক্ষণও সেখানে দেওয়া হয়েছে — 'বিকাশিস্নিগ্ধমধুরা চতুরে বিভ্রতী ভ্রুবৌ। কটাক্ষিণী সাভিলাষা দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধাভিধীয়তে ॥' 'যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব' — এই অংশের প্রতিচ্ছবি 'মেঘদূতে' — 'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্'। (উত্তরমেঘ. ২২)

[২.৩]

বিদূষকঃ — (তথাস্থিত এব) ভো বঅস্স, ণ মে হত্থপাআ পসরন্তি। বাআমেত্তএণ জীআবইস্সং। (ভো বয়স্য, ন মে হস্তপাদং প্রসরতি। বাঙ্‌মাত্রেণ জাপয়িষ্যামি।)

রাজা — (সস্মিতম্) কুতোঽয়ং গাত্রোপঘাতঃ?

বিদূষকঃ — কুদো কিল সঅং অচ্ছী আউলীকরিঅ অস্সুকারণং পুচ্ছেসি।

(কুতঃ কিল স্বয়ম্ অক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি।)

রাজা — ন খল্ববগচ্ছামি।

বিদূষকঃ — ভো বঅস্স, জং বেদসো খুজ্জলীলং বিড়ম্বেদি তং কিং অত্তণো পহাবেণ, ণং ণইবেঅস্স। (ভো বয়স্য, যদ্ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিং আত্মনঃ প্রভাবেণ, ননু নদীবেগস্য।)

রাজা — নদীবেগস্তত্র কারণম্।

বিদূষকঃ — মম বি ভবং। (মম অপি ভবান্।)

রাজা — কথমিব?

বিদূষকঃ — এব্বং রাঅকজ্জাণি উজ্ঝিঅ এআরিসে আউলপ্পদেসে বণচরবুত্তিণা তুএ হোদব্বং। জং সচ্চং পচ্চহং সাবদসমুচ্ছারণেহিং সংখোহিঅসংধিবন্ধাণং মম গত্তাণং অণীসো ম্হি সংবুত্তো। তা পসাইস্সং বিসজ্জিদুং মং এক্কাহং বি দাব বিস্সমিদুং। (এবং রাজকার্যাণি উজ্ঝিত্বা এতাদৃশে আকুলপ্রদেশে বনচরবৃত্তিনা ত্বয়া ভবিতব্যম্। যৎ সত্যং প্রত্যহং শ্বাপদসমুৎসারণৈঃ সংক্ষোভিতসন্ধিবন্ধানাং মম গাত্রাণাং অনীশঃ অস্মি সংবৃত্তঃ। তৎ প্রসাদয়িষ্যামি বিসর্জিতুং মাম্ একাহম্ অপি তাবৎ বিশ্রমিতুম্।)

বিসন্ধি—কুতঃ + অয়ম্। খলু + অবগচ্ছামি। নদীবেগঃ + তত্র। কথম্ + ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — [তথাস্থিত এব — সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন] ভো বয়স্য (বয়স্য বন্ধু), মে হস্তপাদং (আমার হাত-পা) ন প্রসরতি (সরছে না, নাড়ানোর শক্তি নেই)। বাঙ্মাত্রেণ (কেবল কথাতেই) জাপয়িষ্যামি (আশীর্ব্বাদ করিছ)। রাজা — [সস্মিতম্ — অল্প হেসে] অয়ং গাত্রোপঘাতঃ (এই গায়ে ব্যথা) কুতঃ (কোত্থেকে হল)? বিদূষকঃ — কুতঃ কিল (কোত্থেকে হল' — একথা আবার জিজ্ঞেস করছেন)! স্বয়ম্ অক্ষি আকুলীকৃত্য (নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে) অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি (কেন চোখের জল পড়ছে তা জিজ্ঞেস করছেন)। রাজা — ন খলু অবগচ্ছামি (ঠিক বুঝতে পারছি না তো)! বিদূষকঃ — ভো বয়স্য (বন্ধু)! যদ্ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি (বেতগাছ যে কুঁজোর মত দেখায়) তৎ কিং (তা কি) আত্মনঃ প্রভাবেণ (নিজের কারণে) ননু নদীবেগস্য (নাকি নদীর বেগের কারণে)? রাজা — নদীবেগঃ তত্র কারণম্ (নদীর বেগই তার কারণ)। মম অপি ভবান্ (আমারও আপনি)। রাজা — কথম্ ইব (কিভাবে)? বিদূষকঃ — এবং (এই ভাবে) রাজকার্যাণি উজ্ঝিত্বা (রাজকার্য ত্যাগ ক'রে) এতাদৃশে আকুলপ্রদেশে (এইরকম সাংঘাতিক জায়গায়) বনচরবৃত্তিনা ত্বয়া ভবিতব্যম্ (আপনি বনচরের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন)। যৎ সত্যং (যা সত্যি, বলছি) — প্রত্যহং (প্রতিদিন) শ্বাপদসমুৎসারণৈঃ (বন্য পশু অনুসরণ করতে গিয়ে) সংক্ষোভিতসন্ধিবন্ধানাং (শরীরের সমস্ত গাঁটগুলি নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায়) মম গাত্রাণাম্ অনীশঃ অস্মি সংবৃত্তঃ (শরীরের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, ইচ্ছামত

নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি)। তৎ (অতএব) প্রসাদয়িষ্যামি (অনুরোধ করছি) একাহম্ অপি তাবৎ মাং বিসর্জিতুম্ (একদিনের জন্যও আমাকে রেহাই দেন) বিশ্রমিতুম্ (যাতে একটু বিশ্রাম পাই)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — (সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন) বন্ধু, আমার যে হাত-পা সরছে না। শুধু মুখেই আশীর্বাদ করছি।

রাজা — (একটু হেসে) তা এই গায়ে ব্যথা কোত্থেকে হল?

বিদূষক — 'কোত্থেকে হল' — একথা আবার জিজ্ঞেস করছেন? নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে, কেন চোখের জল পড়ছে, তা জানতে চাইছেন।

রাজা — ঠিক ধরতে পারছি না তো।

বিদূষক — বন্ধু, বেতগাছ যে কুঁজোর মত দেখায় তা কি নিজের কারণে, না কি নদীর বেগের কারণে?

রাজা — নদীর বেগই তার কারণ।

বিদূষক — আমারও — আপনি।

রাজা — কিভাবে?

বিদূষক — এইভাবে রাজকার্য পরিত্যাগ করে এইরকম সাংঘাতিক জায়গায় আপনি বনচরের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। সত্যি কথা বলছি, প্রতিদিন এই বন্য পশু অনুসরণ করতে গিয়ে শরীরের সব গাঁটগুলি এমন নড়বড়ে হয়ে গেছে যে শরীরের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অতএব অনুরোধ এই যে আমায় অন্ততঃ একদিনের জন্যও রেহাই দিন, যাতে একটু বিশ্রাম পাই।

রাঘবভট্ট—'বিদূষকেণ বক্তব্যো বয়স্যেতি চ ভূপতিঃ' ইত্যুক্তের্বয়স্যেতি সংবুদ্ধিঃ। ন মে হস্তপাদং প্রসরতি। বাঙ্মাত্রেণ জাপয়িষ্যামি। জয় ইতি শব্দমুচ্চরিষ্যামীত্যর্থঃ। বাঙ্মাত্রেণেতি হস্তোৎক্ষেপণাসামর্থ্যমুক্তম্। কুতঃ কিল স্বয়মক্ষ্যাকুলীকৃত্যাশ্রুকারণং পৃচ্ছসি। কুতঃ পৃচ্ছসীতি সম্বন্ধঃ। অবগচ্ছামি জানামি। যদ্বেতসো বৃক্ষবিশেষঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়ত্যনু-করোতি তৎ কিমাত্মনঃ প্রভাবেণ সামর্থ্যেন। কিমিতি প্রশ্নে। ণং ননু পরমতাক্ষেপে। নদীবেগস্য। প্রভাবেণেত্যনুষজ্যতে। 'নন্বিতি পরমতাক্ষেপানুজ্ঞৈষণাপৃষ্টপ্রতিবচনেষু' ইতি দণ্ডনাথঃ। এতেন ত্বয়ৈবেদং কৃতমিতিভাবঃ। দৃষ্টান্তালংকারঃ। প্রকৃতে নিগময়তি — এবমিতি। এবং রাজকার্যাণ্যুজ্‌ঝিত্বা তাদৃশে মনুষ্যদুঃসংচার আকুলপ্রদেশে শ্বাপদাকুলস্থানে বনচরবৃত্তিনা ত্বয়া ভবিতব্যম্। অদ্যাপ্যাখেটাপরিত্যাগাদিতি ভাবঃ। যৎ সত্যং প্রত্যহং শ্বাপদসমুৎসারণৈঃ সংক্ষোভিতসন্ধিবন্ধানাং মম গাত্রাণামহমনীশঃ সংবৃত্তোঽস্মি। মম গাত্রাণি মমৈব ন ভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্যস্মাৎ সত্যং সংবৃত্তোঽস্মীতি সংবন্ধঃ। তা তস্মাৎ। 'সৌরসেন্যাম্' ইত্যনুবৃত্তৌ 'তস্মাত্তা' ইতি সূত্রেণ তা আদেশঃ। প্রসাদয়িষ্যামি বিসর্জিতুং মামেকাহমপি তাবদ্বিশ্রমিতুম্।

সুষমা—[১] গাত্রোপঘাতঃ — গাত্রাণাম্ উপঘাতঃ (ষষ্ঠী তৎ)। উপ — হন্ + ঘঞ্ ভাবে = উপঘাতঃ। [২] বিদূষকের 'জং বেদসো খুজ্জলীলং ...' ইত্যাদিতে যে কথা বলা হয়েছে তার মূল অর্থ হ'ল অধিকতর শক্তিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে বাঁচানো। একে বৈতসী বৃত্তি বলা হয়। তু. 'আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মোবৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্।' (রঘুবংশ, ৪র্থ)

[২.৪]

রাজা — (স্বগতম্) অয়ং চৈবমাহ। মমাপি কাশ্যপসুতামনুস্মৃত্য মৃগয়াবিক্লবং চেতঃ। কুতঃ —

> ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো
> ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
> সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
> কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ — (রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য) অত্তভবং কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেদি। অরণ্ণে মএ রুদিঅং আসি। (অত্রভবান্ কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়তে। অরণ্যে ময়া রুদিতম্ আসীৎ।)

রাজা — (সস্মিতম্) কিমন্যৎ। অনতিক্রমণীয়ং সুহৃদ্বাক্যমিতি স্থিতোঽস্মি।

বিদূষকঃ — চিরং জীঅ। (গন্তুম্ ইচ্ছতি) (চিরং জীব।)

রাজা — বয়স্য তিষ্ঠ। সাবশেষং মে বচঃ।

বিদূষকঃ — আণবেদু ভবং। (আজ্ঞাপয়তু ভবান্।)

রাজা — বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যেকস্মিন্ননায়াসে কর্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্।

বিদূষকঃ — কিং মোদঅখণ্ডিআএ। তেণ হি অঅং সুগহীদো জণো। (কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্। তেন হি অয়ং সুগৃহীতঃ জনঃ।)

রাজা — যত্র বক্ষ্যামি। কঃ কোঽত্র ভোঃ।

বিসন্ধি—চ + এবম্ + আহ। মম + অপি। কাশ্যপসুতাম্ + অনুস্মৃত্য। নময়িতুম্ + অধিজ্যম্ + অস্মি। ধনুঃ + ইদম্ + আহিতসায়কম্। সহবসতিম্ + উপেত্য। কিম্ + অন্যৎ। সুহৃদ্বাক্যম্ + ইতি। স্থিতঃ + অস্মি। মম + অপি + একস্মিন্ + অনায়াসে। কঃ + অত্র।

অন্বয়—অধিজ্যম্ আহিতসায়কম্ ইদং ধনুঃ মৃগেষু নময়িতুং ন শক্তঃ অস্মি, যৈঃ প্রিয়ায়াঃ সহবসতিম্ উপেত্য মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ কৃতঃ ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [স্বগতম্ — আপন মনে] অয়ং চ এবম্ আহ (এও এই কথা বলছে)। মম অপি (আমারও) কাশ্যপসুতাম্ অনুস্মৃত্য (কশ্যপের অর্থাৎ কণ্বের কন্যার কথা স্মরণ ক'রে) মৃগয়াবিক্লবং চেতঃ (মৃগয়ায় আর মন নেই)। কুতঃ (কেননা) — অধিজ্যম্ আহিতসায়কম্ ইদং ধনুঃ (এই ধনুর গুণে বাণ আরোপ করেও) মৃগেষু নময়িতুং (হরিণকে

লক্ষ্য ক'রে আকর্ষণ করতে) ন শক্তঃ অস্মি (সমর্থ হচ্ছি না)। যৈঃ (যারা অর্থাৎ যে হরিণগুলি) প্রিয়ায়াঃ সহবসতিম্ উপেত্য (প্রিয়ার সঙ্গে একসঙ্গে থেকে) মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ কৃতঃ ইব (সরলতায় ভরা মধুর দৃষ্টি যেন শিখে নিয়েছে)। বিদূষকঃ — [রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য — রাজার মুখ লক্ষ্য করে] অত্রভবান্ (আপনি) কিম্ অপি হৃদয়ে কৃত্বা (কিছু একটা মনে করে) মন্ত্রয়তে (তাই ভাবছেন)। অরণ্যে ময়া রুদিতম্ আসীৎ (আমার অরণ্যে রোদনই সার হল)। রাজা — [সস্মিতম্ — অল্প হেসে] কিম্ অন্যৎ (অন্য কি আর ভাবছি)? সুহৃদ্বাক্যম্ (বন্ধুর কথা) অনতিক্রমণীয়ম্ (উপেক্ষা করতে নেই) ইতি স্থিতঃ অস্মি (সুতরাং আজ বিশ্রামই করি)। বিদূষকঃ — চিরং জীব (আপনি চিরজীবী হোন)। [গন্তুম্ ইচ্ছতি — যেতে শুরু করলেন] রাজা — বয়স্য, তিষ্ঠ (বন্ধু! একটু অপেক্ষা কর)। সাবশেষং মে বচঃ (আমার কথা এখনও শেষ হয়নি)। বিদূষকঃ — আজ্ঞাপয়তু ভবান্ (আদেশ করুন)। রাজা — ভবতা বিশ্রান্তেন (তোমার বিশ্রাম নেওয়া হলে) মম অপি (আমারও) একস্মিন্ অনায়াসে কর্মণি (একটা সহজ কাজে) সহায়েন ভবিতব্যম্ (তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে)। বিদূষকঃ — কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্ (মণ্ডা খাওয়ার কাজ কি)? তেন হি (তাহলে অবশ্যই) অয়ং জনঃ সুগৃহীতঃ (সঠিক লোককেই নির্বাচন করেছেন)। রাজা — যত্র বক্ষ্যামি (সেকথা অর্থাৎ কোন্ কাজে তা পরে বলব)। কঃ কঃ অত্র ভোঃ (এখানে কে আছো)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (আপন মনে) এও এইকথা বলছে। আমারও কাশ্যপের (কণ্বর) কন্যার কথা স্মরণ করে মৃগয়ায় আর মন নেই। কেননা —

এই ধনুর গুণে বাণ আরোপ করেও হরিণকে লক্ষ্য করে আকর্ষণ করতে পারছি না ; মনে হয় হরিণগুলি যেন প্রিয়ার সঙ্গে একসঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে সরলতায় ভরা মধুর দৃষ্টি শিখে নিয়েছে।

বিদূষক — (রাজার মুখ লক্ষ্য করে) আপনি কিছু একটা মনে ভাবছেন। আমার অরণ্যে রোদনই সার হল।

রাজা — (সামান্য হেসে) অন্য কি আর ভাবছি? বন্ধুর কথা উপেক্ষা করা উচিত নয়, সুতরাং আজ বিশ্রামই হোক্।

বিদূষক — আপনি চিরজীবী হোন। (যেতে শুরু করলেন)

রাজা — বন্ধু, একটু অপেক্ষা কর। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

বিদূষক — আদেশ করুন।

রাজা — বিশ্রামের পরে আমারও একটা সহজ কাজে তোমাকে সাহায্য করতে হবে।

বিদূষক — মণ্ডা খাওয়ার কাজে কি? তাহলে অবশ্যই সঠিক লোককেই নির্বাচন করেছেন।

রাজা — সেকথা পরে বলব। কে আছ' এখানে?

রাঘবভট্ট—কাশ্যপসুতাং শকুন্তলাম্। অনেন কিমপ্যাভিজাত্যং ধ্বনয়তি। তথা তামিত্যেব ব্রূয়াৎ। মৃগয়ায়াং বিক্লবং বিহ্বলং বিরক্তমিতি যাবৎ। অথ চ মৃগয়েতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশাদন্যাঙ্গনাসক্তৌ পূর্বাঙ্গনায়াং বিরক্তত্বমুচিতমিতি দর্শিতম্। ন নময়িতুমিতি। তেষু মৃগেষু মৃগবিষয়েঽধিজ্যমারোপিতজ্যামাহিতসায়কং সংহিতবাণমিদং প্রত্যক্ষেণ পরিদৃশ্যমানং ধনুর্নময়িতুং কর্ণান্তমাক্রষ্টুং ন শক্তোঽস্মি। ত্রয়মপি বিধেয়ম্। অতএব নার্থপৌনরুক্ত্যম্। যৈর্মৃগৈঃ সহবসতিমেকত্রবাসমুপেত্য প্রাপ্য প্রিয়ায়াঃ শকুন্তলায়া মুগ্ধানি স্বভাবসুন্দরাণি। অথ চ বালত্বাদ্ব্রহ্মচারিত্বাচ্চানধিগতহাবভাবানি বিলোকিতানি বিলোকনানি তেষামুপদেশঃ কৃত ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অজ্ঞাতজ্ঞাপনমুপদেশঃ। সামান্যবিশেষসংবন্ধেন বিশেষং লক্ষয়ন্ননায়াসেন তৎপ্রতিপত্তিং ধ্বনয়তি। উত্তরার্ধার্থস্য শক্ত্যভাবে হেতুত্বেনোপাত্তত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্। এতয়োরঙ্গাঙ্গিভাবঃ সংকরঃ। অত্র চেতোবিক্লবত্বে কারণে প্রস্তুতে তৎকার্যস্য ধনুরানমনাদেরুক্তত্বাৎ পর্যায়েণোক্তম্। নাপ্রস্তুতপ্রশংসা। যতোঽত্র কারণবৎ কার্যমপি প্রকৃতমেব। তদ্বর্ণনমাত্রত্বেনাপ্রস্তুতস্যৈব কার্যস্য বর্ণনমিতি মহান্ ভেদঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসেন সহ শ্রুত্যনুপ্রাসস্য সংসৃষ্টিঃ। নকারাদীনাং ষোড়শবর্ণানাং দন্ত্যানাং সত্ত্বাচ্ছ্রুত্যনুপ্রাসঃ! পুষ্পিতাগ্রাবৃত্তম্। 'এবমাত্মাভিপ্রায় —' ইত্যাদিনৈতদন্তেনানুস্মৃতিস্তৃতী-য়াবস্থা সূচিতা। তল্লক্ষণং তু — 'অর্থানামনুভূতানাং দেশকালানুবর্তিনাম্। সাতত্যেন পরামর্শো মানসঃ স্যাদনুস্মৃতিঃ ॥ তত্রানুভাবা নিঃশ্বাসঃ কৃত্যনুৎসাহচিন্তনে ॥' ইতি। অত্রভবান্ কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়তে। অন্তঃকরণ এব কিমপি জল্পতীত্যর্থঃ। অরণ্যে মএ ময়া রুদিতমাসীৎ। রুদিতমিতি ভাবে নিষ্ঠা। ত্বয়ি মদ্বিজ্ঞাপনমরণ্যরুদিতবদ্ব্যর্থমিত্যর্থঃ। ত্বচ্চিত্তানুবর্তনং ময়া ক্রিয়ত ইতি বিদূষকং প্রতি জ্ঞাপনাৎ সস্মিতমিতি। কিমন্যদিতি ভিন্নং বাক্যম্। আজ্ঞাপয়তু ভবান্ কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্। খণ্ডিকা খণ্ডঃ। মোদকখণ্ড ইত্যর্থঃ। তেন হ্যয়ং সুগৃহীতক্ষণঃ। মোদকভক্ষণং চেদঙ্গীকৃতমিত্যর্থঃ।

সুষমা—[১] অনুস্মৃত্য — অনু-স্মৃ + ল্যপ্। [২] নময়িতুম্ — নম্ + ণিচ্ = তুমুন্। [৩] অধিজ্যম্ — অধিগতা জ্যা যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [৪] শক্তঃ — শক্ + ক্ত। [৫] আহিতসায়কম্ — আহিতঃ সায়কঃ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। আ — ধা + ক্ত = আহিতঃ। [৬] সহবসতিম্ — সহ বসতিঃ সহবসতিঃ (সহসুপা) তাম্। [৭] উপেত্য — উপ + ইণ্ = ল্যপ্। [৮] মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ — মুগ্ধানি বিলোকিতানি (কর্মধা) ; তেষু উপদেশঃ (সহসুপা)। মুহ্ + ক্ত মুগ্ধ। বিকল্পে মূঢ়। উপদেশঃ — উপ-দিশ্ + ঘঞ্। এখানে শকুন্তলার সরলতামণ্ডিত চাহনির ব্যঞ্জনা আছে। [৯] অনুস্মৃতি নামক তৃতীয় মদনাবস্থার বর্ণনা এই শ্লোকে পাচ্ছি। লক্ষণ ইত্যাদি 'অর্থদ্যোতনিকা'য় দ্রষ্টব্য। [১০] শ্লোকে পূর্বার্দ্ধের কারণ উত্তরার্দ্ধ। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া উৎপ্রেক্ষা ('কৃত ইব—')। শকুন্তলার চোখের সঙ্গে হরিণীর চোখের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত থাকায় উপমাও ধ্বনিত হচ্ছে। শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১১] পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ। [১২] অনতিক্রমণীয়ম্ — ন অতিক্রমণীয়ম্ (নঞ্ তৎ) ; অতি — ক্রম্ + অনীয়র্। [১৩] সাবশেষম্ — অব-শিষ্ + ঘঞ্ = অবশেষঃ। তেন

সহ বর্তমানম্ (বহুব্রী) ; সূত্র — 'তেন সহেতি তুল্যযোগে'। 'বোপসর্জনস্য' সূত্রে 'সহ' এর স্থলে পক্ষে স। [১৪] বিশ্রান্তেন — বি-শ্রম্ + ক্ত, কর্তরি।

অধ্যাপনা—'ন নময়িতুম্-' ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে তুলনীয় ঃ 'প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষ- / মধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা। তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্য- / স্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥' (কুমার, প্রথমসর্গ) ; শ্লোকের অর্থের সঙ্গে 'অপি তুরগসমীপাদুৎপতন্তং ময়ূরং / ন স রুচিরকলাপং বাণলক্ষ্যীচকার। সপদি গতমনস্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণে / রতিবিগলিতবন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ॥' (রঘু, নবম সর্গ) — সাযুজ্য লক্ষণীয়।

[২.৫]

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ — (প্রণম্য) আণবেদু ভট্টা। (আজ্ঞাপয়তু ভর্তা)

রাজা — রৈবতক, সেনাপতিস্তাবদাহূয়তাম্।

দৌবারিকঃ — তহ। (নিষ্ক্রম্য সেনাপতিনা সহ পুনঃ প্রবিশ্য) এসো অণ্ণাবঅণুক্কণ্ঠো ভট্টা ইদো দিণ্ণদিট্ঠী এব্ব চিঠ্ঠদি। উবসপ্পদু অজ্জো। (তথা। এষ আজ্ঞাবচনোৎকণ্ঠো ভর্তা ইতঃ দত্তদৃষ্টিঃ এব তিষ্ঠতি। উপসর্পতু আর্যঃ।)

সেনাপতিঃ — (রাজনমবলোক্য) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা। তথা হি দেবঃ।

> অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বং
> রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশৈরভিন্নম্।
> অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
> গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি ॥ ৪ ॥

(উপেত্য) জয়তু স্বামী। গৃহীতশ্বাপদমরণ্যম্। কিমন্যত্রাবস্থীয়তে।

রাজা — মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন।

বিসন্ধি—সেনাপতিঃ + তাবৎ + আহূয়তাম্। রাজানম্ + অবলোক্য। দৃষ্টদোষা + অপি। স্বেদলেশৈঃ + অভিন্নম্। অপচিতম্ + অপি। ব্যায়তত্বাৎ + অলক্ষ্যম্। কিম্ + অন্যত্র + অবস্থীয়তে।

অন্বয়—গিরিচরঃ নাগঃ ইব (দেবঃ), অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বং, রবিকিরণসহিষ্ণু, স্বেদলেশৈঃ অভিন্নম্, অপচিতম্ অপি ব্যায়তত্বাৎ অলক্ষ্যম্, প্রাণসারং গাত্রং বিভর্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে অর্থাৎ দৌবারিক প্রবেশ ক'রে] দৌবারিকঃ (দ্বাররক্ষক, দ্বারপাল) — [প্রণম্য — প্রণাম করে] আজ্ঞাপয়তু ভর্তা (আদেশ করুন, প্রভু)। রাজা — রৈবতক, সেনাপতিঃ তাবৎ আহূয়তাম্ (রৈবতক, সেনাপতিকে ডাক)। দৌবারিকঃ

— তথা (যে আজ্ঞে)। [নিষ্ক্রম্য সেনাপতিনা সহ পুনঃ প্রবিশ্য — বেরিয়ে গিয়ে সেনাপতির সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করলেন] এষ ভর্ত্তা (এই যে প্রভু) আজ্ঞাবচনোৎকণ্ঠো (আদেশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে) ইতঃ এব দত্তদৃষ্টিঃ তিষ্ঠতি (এইদিকেই তাকিয়ে আছেন)। আর্যঃ উপসর্পতু (আপনি অগ্রসর হ'ন)। সেনাপতিঃ — [রাজানম্ অবলোক্য — রাজাকে দেখে] মৃগয়া দৃষ্টদোষা অপি (মৃগয়ার দোষ থাকলেও) স্বামিনি (আমার প্রভুতে) কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা (কেবলমাত্র গুণগুলিই এসেছে)। তথাহি (কেননা), দেবঃ (আমার প্রভুর) গিরিচর নাগ ইব (পর্বতের হাতীর মত) প্রাণসারং গাত্রং বিভর্তি (প্রাণবান্ শরীর) ; অনবরতধনুর্জ্যা-স্ফালনক্রূরপূর্বম্ (অনবরত ধনুর গুণ আকর্ষণ করায় এঁর শরীরের উপরিভাগ দৃঢ়), রবিকিরণসহিষ্ণু (সূর্যের তেজ সহ্য করতে এঁর কষ্ট হয় না), স্বেদলেশৈঃ অভিন্নম্ (শরীরে ঘামের কোন সম্পর্ক থাকে না), অপচিতম্ অপি গাত্রম্ (শরীর একটু ক্ষীণ হলেও) ব্যায়তত্বাৎ অলক্ষ্যম্ (বিশালতার জন্য তা বোঝা যাচ্ছে না)। [উপেত্য — অগ্রসর হয়ে] জয়তু স্বামী (প্রভুর জয় হোক্)। গৃহীত শ্বাপদমরণ্যম্ (বনের পশুদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে)। অন্যত্র কিম্ অবস্থীয়তে (অন্য জায়গায় আর কেন থাকছেন)? রাজা — মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন (এই মাধব্য মৃগয়ার নিন্দা করায়) মন্দোৎসাহঃ অস্মি (আমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি)।

বঙ্গানুবাদ— (দ্বাররক্ষকের প্রবেশ)

দৌবারিক (দ্বাররক্ষক) — (প্রণাম করে) আদেশ করুন, প্রভু!

রাজা — রৈবতক, সেনাপতিকে ডাক'।

দৌবারিক — যে আজ্ঞে। (বেরিয়ে গিয়ে সেনাপতির সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করলেন) এই যে প্রভু কিছু আদেশ করার জন্য উন্মুখ হ'য়ে এইদিকেই তাকিয়ে আছেন। আপনি অগ্রসর হ'ন।

সেনাপতি — (রাজাকে দেখে) মৃগয়ার অনেক দোষ থাকলেও আমার প্রভুতে কেবল গুণগুলিই এসেছে। কেননা —

আমার প্রভুর পর্বতের হাতীর মত এক প্রাণোচ্ছল শরীর। অনবরত ধনু আকর্ষণ করায় এঁর শরীরের উপরিভাগ দৃঢ়। সূর্যের তেজ সহ্য ক'রতে এঁর কোন কষ্ট হয় না। শরীরে ঘামের কোন সম্পর্ক থাকে না। শরীর একটু ক্ষীণ হলেও বিশালতার জন্য তা বোঝা যাচ্ছে না।

(অগ্রসর হয়ে) প্রভুর জয় হোক্। বনের পশুদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এখন আর অন্য জায়গায় কেন আছেন?

রাজা — এই মাধব্যের মৃগয়ার নিন্দায় আমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি।

রাঘবভট্ট—'নীচেষু প্রাকৃতং ভবেৎ' ইত্যুক্তের্দৌবারিকস্য প্রাকৃতং পাঠ্যম্। আজ্ঞাপয়তু ভর্তা। 'ভট্টেতি চাধমৈঃ' ইত্যুক্তেঃ। রৈবতকেতি দৌবারিকনাম। সেনাপতিলক্ষণমুক্তং

মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'শীলবান্ সত্ত্বসংপন্নস্ত্যক্তালস্যঃ প্রিয়ংবদঃ। পররন্ধ্রান্তরাভিজ্ঞো যাত্রাকালবিশেষবিৎ ॥ অস্ত্রশস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞো লোকে চাক্রম(বক্র)তাং গতঃ। দেশবিৎ কালবিচ্চৈব ভবৎসেনাপতিগুর্ণৈঃ' ইতি। আজ্ঞায়া বচনে দান উৎকণ্ঠা যস্য সঃ। আজ্ঞায়া বচনায়োন্নতকণ্ঠ উন্নমিতা গ্রীবা যস্য সঃ। ভর্ত্তেতো দত্তদৃষ্টিরেব তিষ্ঠতি। উপসর্পত্বার্থঃ। অস্যাপি সংস্কৃতং পাঠ্যম্। তথা পূর্বমুক্তেঃ। গুণ এবেতি ব্যস্তরূপকম্। 'দেবঃ স্বামীতি নৃপতির্ভৃত্যৈঃ' ইত্যুক্তের্দেবেত্যুক্তিঃ। অনবরতেতি। গিরিচরঃ পর্বতচরো নাগো হস্তীব দেবো রাজা প্রকরণাদ্দেবশব্দো রাজবাচকঃ। প্রাণো বলমেব সারঃ স্থিরাংশো যত্র তৎ। প্রাণোঽনিলে বলে' ইতি হৈমঃ। 'সারো বলে স্থিরাংশে চ' ইত্যমরঃ। গাত্রং বপুর্বিভর্তি। গাত্রং বপু সংহননম্' ইত্যমরঃ। গিরিচরপদেন স্বাতন্ত্র্যং সূচিতম্। কীদৃক্। অনবরতং নিরন্তরং যদ্ধনুর্জ্যায়া আস্ফালনং তেন ক্রূরঃ কঠিনঃ পূর্বঃ পূর্বভাগো যস্য তৎ। 'ক্রূরং ভয়ঙ্করং জ্ঞেয়ং ক্রূরৌ কঠিননির্দয়ৌ' ইতি ধরণিঃ। অনেন দনুজাস্ত্রপ্রহারক্ষমং বলং ধ্বন্যতে। রবিকিরণসহিষ্ণু। আতপেঽপ্যক্লান্তমিত্যর্থঃ। অনেন দুঃখসহিষ্ণুত্বম্। স্বেদলেশৈরভিন্নম্ঃ স্বেদৈস্তু ন মিশ্রং তল্লেশৈরপি ন সংবদ্ধমিত্যর্থঃ। অনেন শ্রমজয়িত্বম্। অপচিতং কৃশমপি ব্যায়তত্বাৎ প্রকাণ্ডত্বাদলক্ষ্যম্। কৃশত্বেন ন লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন মহাপুরুষচিহ্নং শালপ্রাং শুত্বাদি। হস্তিগাত্রপক্ষেঽপি বিশেষণানি যোজ্যানি। অনবরতং ধনুর্জ্যায়াঃ প্রিয়ালদ্রুমভূমৌ যদাস্ফালনমর্থাৎ প্রিয়ালদ্রুমাণামেব তেন কঠিনপূর্বভাগম্। 'ধনুঃসংজ্ঞা প্রিয়ালদ্রৌ রাশিভেদে শরাসনে' ইতি বিশ্বঃ। 'জ্যা মৌর্বী চ বসুংধরা' ইতি ধরণিঃ। অন্যানি বিশেষণানি স্পষ্টানি। বররবি ণসণসেতি চ্ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। পরিকরালংকারঃ শ্লেষ উপমা চ। মালিনীবৃত্তম্। ননু ধনুর্জ্যাশব্দেনৈব গতার্থত্বাদর্থপৌনরুক্ত্যমিতি চেন্ন। 'ধনুর্জ্যাধ্বনৌ ধনুঃপ্রতীতিরারূঢেঃ প্রতিপত্ত্যৈ' ইতি বামনোক্তেঃ। আরূঢ়প্রতীতিরাস্ফালনশব্দেনৈব জাতেতি দোষস্তদবস্থ এবেতি চেন্ন। ভিন্নপদেন ব্যাখ্যানাৎ। কীদৃগ্ গাত্রম্? নবমনবং রতং সংবদ্ধং ধনুর্যত্র তৎ। সর্বদাসন্নধনুরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়েঽনবং চ তৎসংবদ্ধপ্রিয়ালু চেতি যোজ্যম্। 'শিখরিচরকরীব প্রাণসারম্' ইতি পঠিত্বা প্রয়োগনিয়মভঙ্গঃ পরিহর্তব্যঃ। যতস্ত ইবাদয়ো যৎপুরঃ শ্রূয়ন্তে তস্যেবোপমানত্বং কল্পয়ন্তি। অথবা বিশেষণাৎ প্রযুক্তা নোপমানবুদ্ধিং তত্র জনয়ন্ত্যসংভবাৎ ততো বিশেষ্য এব পর্যবসানাদিতি যথাস্থিতমেব চারু। এতচ্চোপমানপ্রপঞ্চে ময়া সুনিরূপিতম্। অনেন পদ্যেনাগ্রিমেণ 'মেদঃ' ইত্যাদিনা চ বীথ্যঙ্গং মৃদবং নামোপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণম্ — 'দোষা গুণা গুণা দোষা যত্র স্যুর্মৃদবং হি তৎ' ইতি। যদ্যপ্যেষামানুরথা (ন্যূরবা) নুষঙ্গত্বমুক্তং তথাপ্যভিনবভারত্যামাচার্য্যাভিনবগুপ্তপাদৈঃ প্রথমসংধ্যুপলক্ষণত্বং দ্বাদশানা- মুক্তম্। তথৈবোদাহৃতং ধনিকেন। অতএব চ ত্রিগতলক্ষণে ধনিকঃ — 'নটাদিত্রিতয়ালাপঃ পূর্বরঙ্গে তদিষ্যতে' ইতি যোজ্যম্। ক্বচিৎ 'কিমত্রাবস্থীয়তে' ইতি পাঠঃ। ক্বচিৎ 'কিমন্যদবস্থীয়তে' ইতি পাঠঃ। তদৈকবাক্যম্। অদ্য কিমবসন্নং কর্ত্তব্যম্। কিমপ্যস্তীত্যর্থঃ। মন্দোৎসাহা ইতি। অর্থান্মৃগয়ায়াম্। মৃগয়াপবাদিনা আখেটকনিন্দকেন। 'অপবাদৌ তু নিন্দাজ্ঞে' ইত্যমরঃ। মাঢব্যেন বিদূষকেণ।

সুষমা—[১] দৌবারিকঃ — দ্বারে নিযুক্তঃ দ্বার + ঠক্। 'দ্বারাদীনাং চ' সূত্রে ঔ। [২] দৃষ্টদোষা — দৃষ্টাঃ দোষাঃ যস্যাং সা (বহুব্রী)। মৃগয়া একপ্রকারের ব্যসন। মনুসংহিতায় একে কামজ ব্যসন বলা হয়েছে। 'মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥' (মনু, সপ্তম অধ্যায়)। [৩] অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালন-ক্রূরপূর্বম্ — ন অবরতম্ অনবরতম্ (নঞ্ তৎ) ; ধনুষঃ জ্যা ধনুর্জ্যা (ষষ্ঠী তৎ) ; তস্যাঃ আস্ফালনম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; অনবরতং ধনুর্জ্যাস্ফালনম্ (সুপ্সুপা) ; তেন ক্রূরম্ (৩য়া তৎ) ; তাদৃশং পূর্বং যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৪] রবিকিরণসহিষ্ণু — রবেঃ কিরণম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; তৎ সহিষ্ণু (দ্বিতীয়া তৎ অথবা সহসুপা) ; তস্য সহিষ্ণু (শেষষষ্ঠী সমাস) ঃ সহ + ইষ্ণুচ্ = সহিষ্ণু। [৫] স্বেদলেশৈঃ — পাঠান্তর 'ক্লেশলেশৈঃ'। এই পাঠের পক্ষে শ্রীসারদারঞ্জন রায়, শ্রীরমেন্দ্রমোহন বসু তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। (দ্রঃ যথাক্রমে পৃঃ ২১৬ এবং ১৬২-১৬৩)। শারীরিক পরিশ্রমের প্রধান গুণ শ্রমজয়, — স্বেদজয় নয়। স্বেদহীনতা রোগের লক্ষণ — অন্যান্য যুক্তির মধ্যে এটি একটি। রাঘবভট্ট কিন্তু 'স্বেদলেশ' শব্দের দ্বারাই 'শ্রমজয়িত্বে'র অর্থ গ্রহণ করেছেন। [৬] অপচিতম্ — অপ — চি + ক্ত। [৭] ব্যায়তত্বাৎ — বি + আ — যম্ + ক্ত, কর্তরি = ব্যায়ত। ত্ব ভাবার্থে ; তস্মাৎ, হেতৌ পঞ্চমী। [৮] অলক্ষ্যম্ — লক্ষ্ + ণিচ্ যৎ কর্মণি লক্ষ্যম্। ন লক্ষ্যম্ অলক্ষ্যম্। [৯] গিরিচরঃ — গিরিষু চরতীতি গিরি চর্ + ট। সূত্র — 'চরেষ্টঃ'। [১০] প্রাণসারম্ — প্রাণঃ সারঃ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [১১] শ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কার আছে। বিশেষণগুলি রাজা এবং 'গিরিচর নাগ' দুয়েতেই প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন — অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বম্ — অনবরতং ধনুষা (পিয়ালদ্রুমেণ) সংস্পৃষ্টা জ্যা (ভূমিঃ), তস্যাং যৎ আস্ফালমম্ (ঘর্ষণম্) তেন ক্রূরঃ (কঠিনঃ) পূর্বঃ (পূর্বভাগঃ) যস্য ইত্যাদি। তাছাড়া পরিকর এবং উপমা অলঙ্কার। ছেক — বৃত্তি — শ্রুত্যনুপ্রাস। [১২] মালিনী ছন্দ। [১৩] গৃহীতশ্বাপদম্ — গৃহীতাঃ শ্বাপদঃ যত্র তথোক্তম্ (বহুব্রী)। [১৪] অবস্থীয়তে — অব — স্থা + লট্ তে (ভাবে)। [১৫] মন্দোৎসাহঃ = মন্দঃ উৎসাহঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [১৬] মৃগয়াপবাদিনা — মৃগয়া + অপ — বদ্ + ণিনি (তাচ্ছীল্যে) তেন।

অধ্যাপনা—সেনাপতি নাটকের একজন উচ্চ পাত্র। তাই সংস্কৃতভাষায় কথা বলছেন। সেনাপতির গুণাবলী — 'কুলীনঃ শীলসম্পন্নো ধনুর্বেদবিশারদঃ। হস্তিশিক্ষাঽশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষ্ণভাষণঃ। নিমিত্তে শকুনজ্ঞানে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে। কৃতজ্ঞঃ কর্মণাং শূরস্তথা ক্লেশসহ ঋজুঃ। ব্যূহতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ ফল্গুসারবিশেষবিৎ। রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্যঃ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা ॥' (মৎস্যপুরাণ) ; এছাড়াও 'অর্থদ্যোতনিকা' দ্রষ্টব্য।

বিদূষকের নাম মাধব্য। বিদূষকের লক্ষণে বলা হয়েছে 'কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ। হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ ॥' (সা. দ.) ; কোন' ফুল, বসন্ত ঋতু প্রভৃতির নামে বিদূষকের নাম হয়। 'মাধব' কথার অর্থ বসন্ত ঋতু, বৈশাখ মাস ইত্যাদি।

[২.৬]

সেনাপতিঃ — (জনান্তিকম্) সখে, স্থিরপ্রতিবন্ধো ভব। অহং তাবৎ স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিমনুর্ত্তিষ্যে। (প্রকাশম্) প্রলপত্বেষ বৈধেয়ঃ। ননু প্রভুরেব নিদর্শনম্।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ — (সরোষম্) অত্তভবং পকিদিং আপণ্ণো। তুমং দাব অডবীদো অডবীং আহিণ্ডন্তো ণরণাসিআলোলুবস্য জিণ্ণরিচ্ছস্স কস্স বি মুহে পডিস্সদি। (অত্রভবান্ প্রকৃতিম্ আপন্নঃ। ত্বং তাবৎ অটবীতঃ অটবীম্ আহিণ্ডমানো নরনাসিকালোলুপস্য জীর্ণঋক্ষস্য কস্য অপি মুখে পতিষ্যসি।)

বিসন্ধি—স্বামিনঃ + চিত্তবৃত্তিম্ + অনুবর্ত্তিষ্যে। প্রলপতু + এষঃ। প্রভুঃ + এব। ভবতি + উত্থানযোগ্যম্। সত্ত্বানাম্ + অপি। বিকৃতিমৎ + চিত্তম্। যৎ + ইষবঃ। মিথ্যা + এব। মৃগয়াম্ + ঈদৃক্।

অন্বয়—বপুঃ মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু উত্থানযোগ্যং ভবতি। সত্ত্বানাং ভয়ক্রোধয়োঃ বিকৃতিমৎ চিত্তং লক্ষ্যতে। ধন্বিনাং স চ উৎকর্ষঃ যৎ চলে লক্ষ্যে ইষবঃ সিধ্যন্তি। মৃগয়াং মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি, ঈদৃক্ বিনোদঃ কুতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—সেনাপতিঃ — [জনান্তিকম্ — জনান্তিকে] সখে (বন্ধু) স্থিরপ্রতিবন্ধঃ (বিরোধিতায় অচল) ভব (থাক)। অহং তাবৎ (আমি কিন্তু) স্বামিনঃ (প্রভুর) চিত্তবৃত্তিম্ অনুবর্তিষ্যে (মন জুগিয়ে চলছি)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] এষ বৈধেয়ঃ প্রলপতু (এ মূর্খ প্রলাপ বকুক্)। ননু প্রভুঃ এব নিদর্শনম্ (আরে, এ ব্যাপারে তো স্বয়ং প্রভুই প্রমাণ)। বপুঃ (এই শরীর) মেদশ্ছেদকৃশোদরং (মেদ ঝরে যাওয়ায় উদর ক্ষীণ হয়) লঘু (হাল্কা হয়) উত্থানযোগ্যং ভবতি (উদ্যমে পরিপূর্ণ থাকে, পরিশ্রমে সক্ষম হয়) ; সত্ত্বানাং (পশুদের) ভয়ক্রোধয়োঃ বিকৃতিমৎ চিত্তং লক্ষ্যতে (ভয় এবং ক্রোধে মানসিক বিকৃতির দর্শনলাভ হয়)। চলে লক্ষ্যে (চলমান অর্থাৎ ধাবমান পশুকে) যৎ ইষবঃ সিধ্যন্তি (বাণগুলি যে সঠিকভাবে বিদ্ধ করে, তাতে) ধন্বিনাং স চ উৎকর্ষঃ (ধনুর্ধরদের শ্রেষ্ঠতা তো সেখানেই)। মৃগয়াং (মৃগয়াকে) মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি (অকারণেই ব্যসন বলা হয়) ঈদৃক্ বিনোদঃ কুতঃ (এমন আনন্দ আর কোথায়)। বিদূষকঃ — [সরোষম্ — ক্রোধের সঙ্গে, এখানে কপট ক্রোধের ছলে] অত্রভবান্ প্রকৃতিম্ আপন্নঃ (ইনি ঠিকই আছেন, অর্থাৎ এঁকে রাজী করানো গেছে — তুমি উল্টো বলে এঁকে উস্‌কাচ্ছ)। ত্বং তাবৎ (তুমি দেখছি) অটবীতঃ অটবীম্ আহিণ্ডমানঃ (এক বন থেকে আরেক বনে ঘুরতে ঘুরতে) নরনাসিকালোলুপস্য কস্যচিৎ জীর্ণঋক্ষস্য (মানুষের নাক খেতে ভালবাসে এমন এক বুড়ো ভালুকের) মুখে পতিষ্যতি (মুখে পড়বে)।

বঙ্গানুবাদ—সেনাপতি — (জনান্তিকে) বন্ধু, তুমি বিরোধিতায় অচল থাক। আমি প্রভুর মন জুগিয়ে চলি। (প্রকাশ্যে) আরে এ মূর্খ প্রলাপ বকুক। (মৃগয়ার যে কত গুণ) সে ব্যাপারে তো স্বয়ং প্রভুই প্রমাণ।

(মৃগয়ার পরিশ্রমে) মেদ ঝ'রে যাওয়ায় কোমর সরু হয় এবং শরীর থাকে ঝরঝরে ; যে কোন কাজেই শরীর থাকে উদ্যমে ভরা ; এছাড়া পশুরা ভয় পেলে বা ক্রুদ্ধ হ'লে তাদের আচরণে কিরকম পরিবর্তন হয়, তাও লক্ষ্য করা যায়। ছুটন্ত পশুকে নিখুঁতভাবে বাণে বিদ্ধ করেইতো ধনুর্ধরদের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় হয়। লোকে অকারণেই মৃগয়াকে ব্যসন বলে। মৃগয়ার মত এমন আনন্দ আর কোথায়!

বিদূষক — [কপট ক্রোধের সঙ্গে] এঁকে আমি কোনক্রমে রাজী করিয়েছি, (তুমি কেন আবার উস্‌কাচ্ছ)। তুমি (শীগ্‌গিরিই) এক বন থেকে আরেক বনে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের নাক খেতে ভালোবাসে এমন এক বুড়ো ভালুকের মুখে পড়বে — (এই আমি বলে দিচ্ছি)।

রাঘবভট্ট—স্থিরঃ প্রতিবন্ধো মৃগয়াপ্রতিবন্ধো যস্য সঃ। ক্বচিৎ 'বৈধেয়ঃ' ইতি পাঠঃ। স শ্রেয়ান্। মূর্খ ইত্যর্থঃ। 'অজ্ঞে মূঢ়যথাজাতমূর্খবৈধেয়বালিশাঃ' ইত্যমরঃ। তেনায়মর্থঃ। অসৌ মূর্খঃ প্রলপতু। মৃগয়াপবাদং বদত্বিত্যর্থঃ। ননু প্রভুরেব নিদর্শনম্। মৃগয়াগুণবত্ত্বে 'অনবরত' ইতি পূর্বমুক্তেস্তমেবার্থমপ্রস্তুতপ্রশংসয়া সমর্থয়তে — মেদ ইতি। মেদসো বসায়াশ্ছেদেনাল্পী-ভাবেন কৃশমুদরং যস্য তৎ। অতো লঘু। তত এবোত্থানযোগ্য-মুদ্যোগযোগ্যম্। 'উদ্যোগে চ তথোত্থানম্' ইতি ধরণিঃ। সত্ত্বানাং জন্তূনাম্। 'সত্ত্বমস্ত্রী তু জন্তুষু' ইত্যমরঃ। ভয়ক্রোধয়োর্নিমিত্তয়োর্বিকৃতিমদ্বিকারযুক্তং চিত্তং লক্ষ্যতে। অপিঃ পূর্ববাক্যসমুচ্চয়ে। ভয়ে জন্তোরীদৃশং চিত্তম্, ক্রোধে চেদৃগিতি জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। স চ ধন্বিনাং ধানুষ্কানামুৎকর্ষঃ। যচ্চলে চঞ্চলে লক্ষ্য ইষবো বাণাঃ সিধ্যন্তি চঞ্চললক্ষ্যভেদকা ভবন্তি চেতি। চঃ সমুচ্চয়ে। তেন ক্রিয়াসমুচ্চয়ালংকারঃ। ইদৃগ্ বিনোদঃ কৌতুকং কুতঃ কুত্র। ন কুত্রাপীত্যর্থঃ। অথ চেদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ। ক ইত্যর্থঃ। সার্ববিভক্তিকস্তসিল্। মৃগয়ায়া ব্যসনত্বাভাবে পূর্ববাক্যং হেতুত্বেনোপাত্তমিতি কাব্যলিঙ্গম্। বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্চ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। 'জয়তি স্বামী' ইত্যাদিনৈতদন্তেন দাক্ষিণ্যং নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং — 'চিত্তানুবর্ত্তনং যত্র তদ্ দাক্ষিণ্যমিতীরিতম্' ইতি। অত্রভবান্ প্রকৃতিং স্বভাবমাপন্নঃ প্রাপ্তঃ। ত্বং তাবদটবীতোঽটবীমাহিণ্ডমানো নরনাসিকালোলুপস্যেতি স্বভাবোক্তিঃ। জীর্ণঋক্ষস্য বৃদ্ধভল্লুকস্য কস্যাপি মুখে পতিষ্যতি।

সুষমা—[১] স্থিরপ্রতিবন্ধঃ — স্থিরঃ প্রতিবন্ধঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [২] অনুবর্তিষ্যে — অনু-বৃৎ + লৃট্ উত্তমপুরুষ একবচন। [৩] বৈধেয়ঃ — বি — ধা + যৎ কর্মণি = বিধেয়ম্। তস্য অয়ম্ (অধিকারী) ইতি বিধেয় + অণ্ = বৈধেয়। যার অনেক কিছু শেখা বাকী। সোজা কথায় মূর্খ। '... মূর্খ-বৈধেয়-বালিশাঃ' — অমরকোষ। নির্ণয়সাগর সংস্করণে 'বৈধবেয়' পাঠ আছে। অর্থ — বিধবার পুত্র ; বেজন্মা। রাঘবভট্ট 'বৈধবেয়' পাঠ গ্রহণ করলেও স্বকৃত

'অর্থদ্যোতনিকা'য় বলেছেন 'বৈধেয়' পাঠই অধিকতর গ্রাহ্য। দ্রঃ 'অর্থদ্যোতনিকা'। [৪] মেদশ্ছেদকৃশোদরম্ — মেদসঃ ছেদঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তেন কৃশোদরম্ (৩য়া তৎ) ; কৃশম্ উদরং যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৫] উত্থানযোগ্যম্ — উত্থানস্য যোগ্যম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; উৎ — স্থা + ল্যুট্ ভাবে = উত্থানম্। [৬] ধন্বিনাম্ — ধন্ব এবং ধন্বন্ দুয়েরই অর্থ ধনু। ধন্বন্ + ইনি (মত্বর্থে), তেষাম্। শেষে ষষ্ঠী। [৭] ব্যসনম্ — মন্বাদি সংহিতায় মৃগয়াকে কামজ ব্যসন বলা হয়েছে। 'দৃষ্টদোষাঃ' পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (২.৫)। [৮] শ্লোকের প্রথম তিন চরণে — মৃগয়া ব্যসন নয়, এই বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য হেতুর উপস্থাপনা করা হয়েছে। তাই কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। এছাড়াও সমুচ্চয়। মৃগয়া-দোষকে গুণ হিসাবে দেখানোয় লেশ অলঙ্কার। 'লেশস্তু দোষ-গুণয়োর্গুণদোষত্বকল্পনম্'। বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৯] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—অনুরূপ পরিস্থিতিতে মৃগয়ার প্রশংসা ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিকে' — 'রাজা — বয়স্য, মৃগয়া হি নাম ভৃশমুপকারিণী রাজ্ঞাম্। তথাহি — খিন্নং বিনোদয়তি মানসমাতনোতি / স্থৈর্যং চলে বপুষি লাঘবমাদধাতি। উৎসাহবৃদ্ধিজননীং রণকর্মযোগ্যাং / রাজ্ঞাং মুধৈব মৃগয়াং ব্যসনং বদন্তি ॥' (প্রথম অঙ্ক)

[২.৭]

→ রাজা — ভদ্র সেনাপতে, আশ্রমসন্নিকৃষ্টে স্থিতাঃ স্মঃ। অতস্তে বচো নাভিনন্দামি। অদ্য তাবৎ —

> গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
> ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
> বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে
> বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ ॥ ৬ ॥

বিসন্ধি—অতঃ + তে। ন + অভিনন্দামি। শৃঙ্গৈঃ + মুহুঃ + তাড়িতম্। রোমন্থম্ + অভ্যস্যতু। বরাহততিভিঃ + মুস্তাক্ষতিঃ। লভতাম্ + ইদম্। শিথিলজ্যাবন্ধম্ + অস্মদ্ধনুঃ।

অন্বয়—মহিষাঃ শৃঙ্গৈঃ মুহুঃ তাড়িতং নিপানসলিলং গাহন্তাম্ ; ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থম্ অভ্যস্যতু। বরাহততিভিঃ পল্বলে বিশ্রব্ধং মুস্তাক্ষতিঃ ক্রিয়তাম্ ; শিথিলজ্যাবন্ধম্ ইদম্ অস্মদ্ধনুঃ চ বিশ্রামং লভতাম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — ভদ্র সেনাপতে (প্রিয় সেনাপতি)। আশ্রমসন্নিকৃষ্টে স্থিতাঃ স্মঃ (আমরা আশ্রমের নিকটে আছি)। অতঃ (অতএব) তে বচঃ (তোমার কথা) ন অভিনন্দামি (ঠিক মানতে পারছি না)। অদ্য তাবৎ (আজ) — মহিষাঃ (মহিষগুলি) শৃঙ্গৈঃ মুহুঃ তাড়িতং নিপানসলিলং (শিং দিয়ে জলাশয়ের জল বারংবার আলোড়িত ক'রে) গাহন্তাম্ (তাতে স্নান করুক, অবগাহন করুক) ; ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলম্ (হরিণেরা দল বেঁধে ছায়ায় বসে) রোমন্থম্ অভ্যস্যতু (রোমন্থন করুক, জাবর কাটুক) ; বরাহততিভিঃ (শূকরগুলি) পল্বলে

(জলাভূমিতে) বিশ্রব্ধং (মনের সুখে) মুস্তাক্ষতিঃ ক্রিয়তাম্ (মুথা ঘাসের গোড়া উপড়াতে থাকুক)। শিথিলজ্যবন্ধম্ ইদম্ অস্মদ্ধনুঃ চ (গুণখোলা আমার এই ধনুও) বিশ্রামং লভতাম্ (বিশ্রাম করুক)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — প্রিয় সেনাপতি, আমরা আশ্রমের (খুব) কাছে আছি, তাই তোমার কথা ঠিক মানতে পারছি না। আজ বরং —

মহিষগুলি জলাশয়ের জল শিং দিয়ে বারংবার তোলপাড় করতে করতে স্নান করুক, হরিণগুলি দল বেঁধে ছায়ায় বসে রোমন্থন করুক, শূকরগুলি মনের সুখে মুথা ঘাসের গোড়া উপড়াতে থাকুক, আর গুণ খুলে রাখা আমার এই ধনুও বিশ্রাম পাক।

রাঘবভট্ট—'আশংসায়াং ভূতবচ্চ' ইতি চকারাদ্ বর্তমানবচ্চেত্যাশংসায়াং বর্তমানবৎ প্রত্যয়ঃ। অদ্য তাবদিতি শ্লোকশেষঃ। গাহন্তামিতি। মহিষাঃ 'শৃঙ্গৈর্মুহুর্বারংবারং তাড়িতমুৎফালিতং নিপানসলিলমাহাবজলং গাহন্তামালোড়য়ন্তু। অনেন ত্রাসাভাবাৎ প্রকৃতিপ্রত্যাসত্তৌ শৃঙ্গাভ্যাং পর্যায়েণ জলতাড়নং মহিষজাতিরুক্তা। এবমগ্রিময়োরপি জাতিকথনমুন্নেয়ম্। 'আহাবস্তু নিপানং স্যাদুপকূপজলাশয়ে' ইত্যমরঃ। ছায়ায়াং বদ্ধং কদম্বকং সমূহো যেন তন্মৃগকুলং রোমন্থমুদ্গিলিতকবলচর্বণমভ্যস্যত্বিত্যনেন পরস্পরবার্তানভিজ্ঞানাং পলায়নপরায়ণানাং রোমন্থোঽপরিচিতচর ইবাসীৎ তস্যেদানীং শিক্ষাক্রমেণ পরিচয়দার্ঢ্যং ভবত্বিত্যুক্তং ভবতি। কদম্বানাং বহুত্বাৎ কুলমত্রান্যপদার্থঃ। বরাহপতিভিঃ শূকরশ্রেষ্ঠৈরিত্যনেন তাদৃশানামস্মন্মৃগয়াসংরম্ভগোচরত্বমিতি প্রকাশ্যতে। আপাতশৌণ্ডাঃ পরিণতিভীরবো মহিষাঃ, স্বভাবভীতা মৃগাঃ, বরাহাস্তু পরাবৃত্তিচতুরাঃ প্রকারকোবিদাশ্চেতি শ্রেষ্ঠত্বম্। বিশ্রব্ধং সাশ্বাসং পল্বলে। 'বেশন্তঃ পল্বলং চাল্পসরঃ' ইত্যমরঃ। মুস্তাক্ষতিঃ মুস্তোৎখননং ক্রিয়তাম্। পূর্ববাক্যয়োর্বিশ্বাসমন্তরেণ তাদৃশং বিশিষ্টং কর্ম কর্তুমেব ন শক্যত ইতি তত্র বিশ্বাসোঽর্থায়াতঃ। অত্র তুরগবদাদ্যন্ত (দান্ত) ঘাসগ্রাসন্যায়েনাপি মুস্তাক্ষতিঃ সংভবতীতি বিশ্রব্ধমিত্যুপাত্তম্। ইদং নানাবিধদানবসেনাবিনাশিত্বাদ্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যম্। অস্মদ্ধনুশ্চ শিথিলজ্যাবন্ধমবরোপিতজ্যাবন্ধং বিশ্রামং লভতাম্। অব্যাপারং তিষ্ঠত্বিত্যর্থঃ। অত্র রাজবচনেনৈব ধনুষ স্বসংবন্ধে জ্ঞাতে পুনরস্মদিত্যবকররূপমিতি যে মন্যতে তৈঃ পঞ্চমীবহুবচনতয়া ভিন্নপদত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্। অস্মৎসকাশাদ্বিরতং ভবত্বিত্যর্থঃ। বিশ্রান্তের্ব্যাপারবিরামত্বাদবধৌ পঞ্চমী। চকারেণ চেদমস্মদ্ধনুরারূঢ়মবতীর্ণং বা তদৈব সংরম্ভগোচরাণাং ভয়বিশ্রম্ভাবিতি কোঽপি প্রকর্ষো ব্যজ্যতে। অতএবাস্মদিতি বহুবচনমপি সবীজম্। অন্যে তু রাজ্ঞো নায়িকাবিয়োগেন দুঃখিতস্যান্যেষাং তদ্বিয়োগাদ্দুঃখং মা ভবত্বিত্যভিপ্রায়েণোক্তিরিতি বদন্তি তেষাং মহিষ্যশ্চ মহিষাশ্চেত্যেকশেষেণ, মৃগ্যশ্চ মৃগাশ্চেত্যেকশেষেণ অথবা 'কুলং জনপদে গৃহে' ইতি কোশান্ মৃগমিথুনাক্ষেপকেণ কুলশব্দেন মুস্তাবিশ্রান্তিজ্যানাং নায়িকাত্বারোপবশেন ক্ষতো নখদন্তক্ষতারোপেণ। 'আবন্ধো দৃঢ়বন্ধে স্যাৎ প্রেমালংকারয়োরপি' ইতি কোশাদাবন্ধশব্দস্য স্নেহার্থত্বেনেতি ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। স্বভাবোক্তিঃ। পাদত্রয়ে ক্রিয়াসমুচ্চয়ঃ সর্বস্মিন্ স্বস্যাক্রিয়ত্বাদন্যেষাং

নানাক্রিয়াজননাদ্বিরোধঃ। বস্তুস্বাভাব্যাদাভাসত্বং কাব্যলিঙ্গং ব্যঙ্গ্যম্। কার্যকারণয়োঃ সমকালত্বেনোক্তেরতিশয়োক্তিশ্চ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। অত্র কেচন কারকপ্রক্রমভঙ্গভিয়া 'কুর্বন্ত্বস্তভিয়ো বরাহপতয়ো মুস্তাক্ষতিম্' ইতি পাঠমপঠন্। ননু কারকপ্রক্রমভঙ্গে পরিহৃতে সতি প্রক্রমভঙ্গো নৈব পরিহৃত ইতি চেন্নৈবং বোচঃ। অনেন পাঠেন সোঽপি পরিহৃত এব। যতঃ পূর্বমাত্মনেপদং পশ্চাৎ পরস্মৈপদং পুনরাত্মনেপদমিত্যারোহাবরোহরূপঃ ক্রমোঽস্তু। কিং চ মহিষাদিবিষয়তয়া আশংসালক্ষণোঽর্থোঽভিপ্রেতঃ কবেঃ। স চ নির্ব্যূঢ় এব কবিনেতি নায়ং প্রক্রমভঙ্গদোষস্য বিষয়ঃ। যথা — 'পৃথ্বি স্থিরা ভব ভুজংগম ধারয়ৈনাং ত্বং কূর্মরাজ তদিদং দ্বিতয়ং দধীথাঃ। দিক্কুঞ্জরাঃ কুরুত তৎত্রিতয়ে দিধীর্ষাং দেবঃ করোতি হরকার্মুকমাততজ্যম্ ॥' ইত্যত্র। এবং বচনপ্রক্রমভঙ্গোঽপি পরিহৃতো ভবতি। পূর্বং বহুবচনং পুনরেকবচনং পুনর্বহুবচনং পুনরেকবচনমিত্যেব ক্রমঃ। বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গোঽপি 'ঘ্নন্তো বিষাণৈর্মুহুঃ' ইতি পরিহৃতো ভবতি। এবং পুংনপুংসককর্তৃনির্দেশাল্লিঙ্গপ্রক্রমভঙ্গোঽপি পরিহৃতঃ। ন চাত্র দ্বিতীয়চরণ ইব কর্তৃবিশেষণকর্তৃকর্মক্রিয়াক্রমেণ নিবন্ধাভাবাৎ ক্রমপ্রক্রমভঙ্গ ইতি বাচ্যম্। কর্ত্রাদিব্যস্তত্বস্য বিধিবাক্য এব দুষ্টত্বান্নানুবাদবাক্যে। প্রকৃতস্য চানুবাদবাক্যত্বাৎ। বিশেষণব্যস্তত্বস্যাপি ন দূষকত্বম্। তদ্ধি দ্বিবিধম্ — অন্তরঙ্গং বহিরঙ্গং চ। তত্রোপসর্গনিপাতরূপমন্তরঙ্গম্। তেষাং ধাতুনাম্নোপূর্বং পশ্চাচ্চ ক্রমেণ প্রয়োগস্য নিয়তত্বাৎ। তত্র নিপাতরূপাণি যেষ্বনন্তরং প্রযুজ্যন্তে তেষ্বেব বিশেষমাধাতুমলং নান্যত্র। তেনাযথাস্থাননিবেশিনো হি তেঽর্থান্তরমনভিমতমেব স্বোপরাগেণ রঞ্জয়েয়ুঃ। ততশ্চ প্রস্তুতার্থস্যাসামঞ্জস্যপ্রসঙ্গাৎ তদ্দূষকত্বম্। বহিরঙ্গং তু ব্যবহিতমপি স্বাং শক্তিং বিশেষ্যোপদধাত্যেবেতি। তদুক্তং মহিমভট্টেন — 'বিশেষণং হি দ্বিবিধমান্তরং বাহ্যমেব চ। তত্রাব্যবহিতং সদ্যদর্থকারি তদান্তরম্ ॥ স্ফটিকস্যেব লাক্ষাদি দ্বিতীয়মুভয়াত্মকম্। অয়স্যেব ত্বয়স্কান্তং তদপি দ্বিবিধং মতম্ ॥ অসমানসমানাধিকরণত্ববিভেদতঃ। বিশেষোঽপি দ্বিধা জ্ঞেয়ো ধাতুনামর্থভেদতঃ ॥ সাধ্যত্বার্থত্বভেদেন নাম্নোঽর্থোঽপি দ্বিধা মতঃ। তত্রোপসর্গাণাং প্রায়ো ধাত্বর্থো বিষয়ো মতঃ ॥ চাদীনাং তু নিপাতানামুভয়ং পরিকীর্তিতম্। কেবলং হি বিশেষ্যাৎ স্যুঃ পূর্বং পশ্চাচ্চ তে ক্রমাৎ ॥ বিশেষণানামন্যেষাং পৌর্বাপর্যমযন্ত্রিতম্। অতএব ব্যবহিতৈর্বুধা নেচ্ছন্তি চাদিভিঃ ॥ সংবন্ধং তে হি শক্তিং স্বামুপদধ্যুরনন্তরাঃ। সান্তরত্বে তু তাং শক্তিমন্যত্রোপদধত্যমী। ততশ্চার্থাসামঞ্জস্যাদনৌচিত্যং প্রসজ্যতে ॥' ইতি। কিং চ রসপ্রতীতিব্যাহতিকৃত্ত্বং দোষত্বম্। ন চাত্র তদস্তি। সহৃদয়হৃদয়ানাং তৎপ্রতীতেরব্যাহতত্বাৎ। তথাহ্যত্রাভিলাষবিপ্রলম্ভ এতৎপ্রকরণব্যঙ্গ্যস্তৃতীয়ানুস্মৃত্যবস্থায়াঃ কার্যানুৎসাদলক্ষণস্যানুভব-স্যাতিস্ফুটত্বাৎ। 'বিশ্রামম্' ইত্যপাণিনীয়ঃ পাঠঃ। 'বিশ্রান্তিম্' ইতি পঠনীয়ম্।

সুষমা—[১] গাহন্তাম্ — গাহ্ + লোট্, প্রথমপুরুষ বহুবচন। [২] নিপানসলিলম্ — নিপীয়তে অস্মিন্ ইতি নি — পা + ল্যুট্ অধিকরণে ; তস্য সলিলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। [৩] ছায়াবদ্ধকদম্বকম্ — ছায়াসু বদ্ধানি কদম্বকানি যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রী)। [৪] রোমন্থম্ — রোগং মথ্নাতি ইতি রোগ + মন্থ্ + অণ্ কর্তরি ; পৃষোদরাদিত্বাৎ গলোপ।

[৫] অভ্যস্যতু — অভি-অস্ (দিবাদি) + লোট্ + তু। [৬] বরাহততিভিঃ — পাঠান্তর 'বরাহপতিভিঃ'। বামন, ভোজ, মম্মট, রাঘবভট্ট — এঁরা সকলেই 'পতিভিঃ' পাঠ গ্রহণ করেছেন। বড় বড় শূকরই শিকারের যোগ্য — সম্ভবতঃ এই তাঁদের যুক্তি। কিন্তু আগের দুই লাইনে 'মহিষাঃ' এবং 'মৃগকুলম্' এই পদে সেরকমের কোন অর্থ কালিদাস যোগ করেননি। তাই সাধারণভাবে যেকোন শূকরই শিকারের লক্ষ্য হতে পারে। [৭] বিশ্রামম্ — বিশ্রাময়তি ইতি বি — শ্রম্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তরি = বিশ্রামঃ, তম্। অথবা শ্রম এব শ্রামঃ, শ্রম + অণ্ (স্বার্থে)। বি (বিগতঃ) শ্রামঃ যস্মাৎ = বিশ্রামঃ (বহুব্রী)। অপাণিনীয় প্রয়োগ। 'নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমে' সূত্রে বৃদ্ধির নিষেধ থাকায় বি — শ্রম্ + ঘঞ্ = বিশ্রম — এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছিত ছিল। তুঃ 'বিশ্রাম ইতি ত্বপাণিনীয়ম্' — ভট্টোজি দীক্ষিত। 'বিশ্রান্তিম্ ইতি পঠনীয়ম্' — রাঘবভট্ট। 'বিশ্রামশব্দঃ কবীনাং প্রমাদজঃ' — বল্লভদেব। অবশ্য ভবভূতি প্রভৃতি আরো অনেকেই 'বিশ্রাম' পদ ব্যবহার করেছেন। 'বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।' (ভবভূতি, উত্তররামচরিত, ১ম অঙ্ক) ; শাস্ত্রী-দ্বিবেদী সংস্করণে ভট্টনারায়ণের এই প্রসঙ্গে মতামত সম্পর্কিত একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে — 'বিশ্রামস্যাপশব্দত্বং বৃত্ত্যুক্তং নাদ্রিয়ামহে। মুরারিভবভূত্যাদীনপ্রমাণীকরোতি কঃ ॥' মল্লিনাথ 'মেঘদূতে'র 'বিশ্রামহেতোঃ' (পূর্ব. ২৬) পদটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চান্দ্রব্যাকরণের 'বিশ্রামো বা' সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। (দ্রঃ ঐ, সঞ্জীবনী)। তবে সূত্রটি চান্দ্র ব্যাকরণের নয় — সম্ভবতঃ জৈনেন্দ্র সূত্র 'বিশ্রামো বা'। 'বিশ্রাম' পদটিকে কবিরা রূঢ়-শব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছেন — পদসিদ্ধির জন্য বিকল্প পন্থা গ্রহণ করার চাইতে সেটা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। [৮] শিথিলজ্যাবন্ধম্ — জ্যায়াঃ বন্ধঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) ; শিথিলঃ জ্যাবন্ধঃ শিথিলজ্যাবন্ধঃ (কর্মধারয়) ; শিথিলজ্যাবন্ধঃ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [৯] আলোচ্য শ্লোকে মহিষ, হরিণ এবং শূকরের স্বভাববর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া সমুচ্চয়। [১০] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। [১১] কাব্যপ্রকাশে এই শ্লোকটি প্রক্রমভঙ্গ দোষের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম দুই চরণে কর্তৃবাচ্য, তৃতীয়ে কর্মবাচ্য। এছাড়াও লিঙ্গ-বচন প্রক্রমভঙ্গ প্রভৃতি দোষও অনেকে দেখিয়েছেন। রাঘবভট্ট কিন্তু এসব দোষ খণ্ডন করেছেন। দ্রঃ 'অর্থদ্যোতনিকা'।

অধ্যাপনা—কালিদাসের উপমার প্রসিদ্ধি, ব্যঞ্জনার মহত্ত্ব কারুরই অজানা নয়। সহজ, সরল নিরলঙ্কার বর্ণনাতেও তিনি কত নিপুণ তার পরিচয় এই শ্লোকগুলি। বরাহের দ্বারা 'মুস্তাক্ষতি'র বর্ণনা ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিকে' — 'এষ ক্ষুভ্নাতি পঙ্কং দলতি কমলিনীমত্তি. গুন্দ্রাপ্ররোহান্ / আরান্ মুস্তাস্থলানি স্থপুটয়তি জলান্যুৎকসেতূনি যাতি'। (দ্বিতীয় অঙ্ক)।

রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার বিরহে কাতর। প্রিয়বিচ্ছেদের মর্ম তিনি এখন ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই পশুকুলেও তার শিকারের কারণে কোন প্রাণী প্রিয়বিরহের জ্বালা অনুভব না করুক — এই তার ইচ্ছা। এইরকম ব্যঞ্জনা আছে ধরলে — মহিষাশ্চ মহিষ্যশ্চ — একশেষে মহিষাঃ — এইরকম ভাবে অর্থ ধরতে হবে।

[২.৮]

● সেনাপতিঃ — যৎ প্রভবিষ্ণবে রোচতে।

রাজা — তেন হি নিবর্তয় পূর্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ। যথা চ ন মে সৈনিকাস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি তথা নিষেদ্ধব্যাঃ। পশ্য —

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু
গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্য্যকান্তা-
স্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্ বমন্তি ॥ ৭ ॥

সেনাপতিঃ — যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী।

বিদূষকঃ — ধংসদু দে উচ্ছাহবুত্তন্তো (ধ্বংসতাং তে উৎসাহবৃত্তান্তঃ।)

(নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ)

রাজা — (পরিজনং বিলোক্য) — অপনয়ন্তু ভবত্যো মৃগয়াবেশম্। রৈবতক, ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু।

পরিজনঃ — জং দেবো আণবেদি। (যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি)।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

বিসন্ধি—সৈনিকাঃ + তপোবনম্ + উপরুন্ধন্তি। দাহাত্মকম্ + অস্তি। সূর্য্যকান্তাঃ + তৎ + অন্যতেজোঽভিভবাৎ। ত্বম্ + অপি। নিয়োগম্ + অশূন্যম্।

অন্বয়—শমপ্রধানেষু তপোধনেষু দাহাত্মকং তেজঃ গূঢ়ম্ অস্তি হি। স্পর্শানুকূলাঃ সূর্যকান্তাঃ ইব অন্যতেজোঽভিভবাৎ তৎ বমন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সেনাপতিঃ — প্রভবিষ্ণবে যৎ রোচতে (তা প্রভুর যা ইচ্ছা)। রাজা — তেন হি (তাহলে) পূর্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ নিবর্তয় (আগেই যারা বনে ঢুকে পড়েছে তাদের নিবৃত্ত কর)। যথা চ (যাতে কিনা) মে সৈনিকাঃ (আমার সৈনিকেরা) তপোবনং ন উপরুন্ধন্তি (তপোবনের কোনরকম অশান্তি সৃষ্টি না করে) তথা (সেইভাবে) নিষেদ্ধব্যাঃ (নিষেধ করবে)। পশ্য (দেখ), শমপ্রধানেষু তপোধনেষু (তপস্বীদের মধ্যে শমগুণ প্রধান হলেও, অর্থাৎ তপস্বীরা শান্তিপরায়ণ হলেও) দাহাত্মকম্ গূঢ়ং তেজঃ অস্তি (এঁদের মধ্যে দহনে সমর্থ তেজ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে)। স্পর্শানুকূলা সূর্যকান্তা ইব (স্পর্শে শীতল সূর্যকান্ত মণির মতই) অন্যতেজোঽভিভবাৎ (অন্য তেজের দ্বারা অভিভূত হলে) তৎ (তা অর্থাৎ অগ্নি বা তেজ) বমন্তি (উদ্‌গিরণ করে)। সেনাপতিঃ — যদ্ আজ্ঞাপয়তি স্বামী (তা প্রভু যা আজ্ঞা করেন)। বিদূষকঃ — তে (তোমার) উৎসাহবৃত্তান্তঃ (শিকারের উৎসাহ) ধ্বংসতাম্ (ধ্বংস হোক্)। [নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ — সেনাপতি বেরিয়ে গেলেন।] রাজা — [পরিজনং বিলোক্য — পরিজন অর্থাৎ অন্যান্য যবনী অনুচরদের দিকে তাকিয়ে] ভবত্যঃ (আপনারা, এখানে

তোমরা, পরিচারিকা যবনীদের উদ্দেশে) মৃগয়াবেশম্ অপনয়ন্তু (তোমাদের শিকারের পোষাক পরিবর্তন করে ফেল)। রৈবতক, ত্বম্ অপি (রৈবতক, তুমিও) স্বং নিয়োগম্ (নিজের কাজে) অশূন্যং কুরু (প্রবৃত্ত হও অর্থাৎ নিজের কাজে লাগ)। পরিজনঃ (পরিচারকেরা) — যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি (তা প্রভু যা আদেশ করেন)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ—সেনাপতি — তা প্রভুর যা ইচ্ছা।

রাজা — তাহলে আগেই যারা বনে ঢুকে পড়েছে তাদের নিবৃত্ত কর। যাতে আমার সৈনিকেরা তপোবনের কোনরকম অশান্তি না করে সেইরকম ভাবে তাদের নির্দেশ দেবে। দেখ —

তপস্বীরা এমনিতে শান্তিপরায়ণ হলেও এঁদের মধ্যে দাহ করার মত তেজ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। স্পর্শে শীতল সূর্য্যকান্ত মণির মতই অন্যের তেজের দ্বারা অভিভূত হ'লে তা থেকে অগ্নির উদ্‌গিরণ হয়।

সেনাপতি — তা প্রভু যা আজ্ঞা করেন।

বিদূষক — তোমার শিকারের উৎসাহ উচ্ছন্নে যাক্।

(সেনাপতি বেরিয়ে গেলেন)

রাজা — (যবনী পরিচারিকাদের লক্ষ্য করে) তোমরাও শিকারের পোষাক পরিবর্তন করে ফেল। রৈবতক, তুমিও তোমার কাজে যাও।

পরিচারিকাগণ — তা প্রভু যা আদেশ করেন।

(পরিচারিকা এবং অন্যান্যরা বেরিয়ে গেলেন)

রাঘবভট্ট—প্রভবতি তচ্ছীলঃ প্রভবিষ্ণুস্তস্মৈ রাজ্ঞে। 'ভুবশ্চ' — ইতীষ্ণুচ্। শমেতি। শমঃ শান্তিরেব প্রধানং যেষাং তেষ্বতএব তপ এব ধনং যেষাং তেষু। দাহজনকং লক্ষণয়া দাহস্বভাবং শীঘ্রকার্যকারিত্বফলম্। গূঢ়ং গুপ্তম্। অন্যজনাদৃশ্যং তেজোঽস্তি। হি যস্মাৎ স্পর্শোঽনুকূলো যেষাং পদাদিনাশকত্বাৎ তে সূর্যবৎ কান্তা মনোহরাস্তে তপস্বিনঃ। অন্যস্য রাজাদেস্তেজসাভিভবঃ পরাভবস্তস্মাৎ তৎ স্বীয়ং তেজো বমন্তি প্রকটয়ন্তি। ক ইব। স্পর্শে সত্যদাহকাঃ সূর্যকান্তাঃ পাষাণবিশেষা যথান্যস্য সূর্যস্য তেজোঽভিতো ভবো ভবনং প্রাপ্তিঃ। সংবন্ধ ইতি যাবৎ। তেন স্বকীয়ং তেজঃ প্রকটয়ন্তি তথেত্যর্থঃ। শ্লেষোপমা অনুমানং কাব্যলিঙ্গং চ। ধানেধনে স্তিস্য তেজস্তেজ ইতি ছেকশ্রুত্যনুপ্রাসৌ। ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োর্ভবমুপজাতিবৃত্তম্। অত্র বমন্তীত্যশ্লীলশঙ্কা ন কার্যা। যত্র স্ববাচ্যে বান্তশব্দঃ প্রযুজ্যতে তত্র দোষঃ। 'তেঽন্যৈর্বান্তে সমশ্নন্তি' ইত্যত্রোদ্‌গিরণসংবন্ধাৎ প্রাকট্যং লক্ষয়ংস্তস্যাবশ্যকত্বং প্রাকট্যে চোপায়সহস্রৈরপ্যপ্রতীকার্যত্বমন্যবিলক্ষণত্বাদিধর্মসহস্রং ধ্বনয়তি যথা 'বমন্তিরিবেক্ষণৈঃ' ইত্যাদিষু। তদুক্তং কাব্যাদর্শে — 'নিষ্ঠ্যুতোদ্‌গীর্ণবান্তাদিগৌণবৃত্তিব্য-

পাশ্রয়ম্। অতিসুন্দরমন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে' ইত্যেতদপি তথৈবোক্তেঃ। ধ্বংসতাং ত উৎসাহবৃত্তান্তঃ। স্বং নিয়োগং দ্বারস্থিতিরূপম্। যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।

সুষমা—[১] প্রভবিষ্ণবে — প্র — ভূ + ইষ্ণুচ্, তাচ্ছীল্যে কর্তরি = প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ প্রভু ; তস্মৈ। 'রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ' সূত্রে ৪র্থী। [২] পূর্বগতান্ — পূর্বং গতাঃ (সহসুপা) ; তান্। বিকল্পে গতপূর্বান্ ; জ্ঞাপকসূত্র — 'ভূতপূর্বে চরট্'। [৩] বনগ্রাহিণঃ — বনং গ্রহীতুং শীলমেষাম্ ইতি বন্ + গ্রহ্ + ণিনি কর্তরি তাচ্ছীল্যে ; তান্। [৪] শমপ্রধানেষু — শমঃ প্রধানং যস্য (বহুব্রী), তেষু। [৫] তপোধনেষু — তপ এব ধনং যেষাং (বহুব্রী) তেষু। [৬] গূঢ়ম্ — গূহ্ + ক্ত। [৭] দাহাত্মকম্ — দাহঃ আত্মা যস্য তৎ (বহুব্রী)। [৮] স্পর্শানুকূলাঃ — স্পর্শস্য অনুকূলাঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৯] সূর্যকান্তাঃ — এক ধরণের মণি : যা এমনিতে স্পর্শশীতল, কিন্তু অন্য কোন তেজের সংস্পর্শে এলে তাপ বিকিরণ করে। বিপরীতভাবে চন্দ্রকান্তমণির প্রভাবে উত্তাপ হ্রাস পায়। এই দুই মণির কথা বিভিন্ন কাব্যে এমনকি বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থেও বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। বাস্তবিকই এই ধরণের মণি আছে না কেবলমাত্র প্রবাদনির্ভর তা বিচার্য। [১০] অন্যতেজোঽভিভবাৎ — অভি — ভূ + অপ্ ভাবে = অভিভবঃ। অন্যৎ তেজঃ (কর্মধা), তেন অভিভবঃ (সহসুপা) ; তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। [১১] বমন্তি — বম্ ধাতুর প্রয়োগ কাব্যে গ্রাম্যতা দোষের কারণ হলেও এখানে গৌণ অর্থে (বমন' — মুখ্য অর্থ। উদ্গিরণ — গৌণ) প্রযুক্ত হওয়ায় সেই দোষ হবে না। 'নিষ্ঠ্যুতোদ্গীর্ণবান্তাদিগৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্। অতিসুন্দরমন্যত্র গ্রাম্য-কক্ষাং বিগাহতে ॥' (কাব্যাদর্শ) ঃ তুলনীয় প্রয়োগ — 'ময়ূখৈরশ্রান্তং তপতি যদি দেবো দিনকরঃ। কিমাগ্নেয়ো গ্রাবা নিকৃত ইব তেজাংসি বমতি ॥' (উত্তররামচরিত, ষষ্ঠ অঙ্ক)। [১২] এখানে তপস্বী এবং সূর্যকান্তমণি দুপক্ষেই অর্থযোজনা করা যায়। তাই শ্লেষ। তাছাড়া উপমা, অনুমান এবং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস। [১৩] উপজাতি ছন্দ।

অধ্যাপনা—কালিদাস ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি সততই আস্থাশীল। এই ধর্মের মহিমাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। এখানেও ক্ষত্রিয়ের তেজের সঙ্গে বিরোধ হ'লে ব্রাহ্মণ্যতেজ স্বস্বরূপে জ্বলে উঠবে এবং তার ফলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী — এই ভাব দুষ্যন্তের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে।

[২.৯]

বিদূষকঃ — কিদং ভবদা ণিম্মচ্ছিঅং। সংপদং এদস্সিং পাঅবচ্ছাআএ বিরইদলদাবিদাণদংসণীআএ আসণে ণিসীদদু ভবং, জাব অহং বি সুহাসীণো হোমি। (কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতম্ এতস্যাং পাদপচ্ছায়ায়াং বিরচিতলতাবিতান-দর্শনীয়ায়াম্ আসনে নিষীদতু ভবান্, যাবৎ অহম্ অপি সুখাসীনঃ ভবামি।)

রাজা — গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূষকঃ — এদু ভবং। (এতু ভবান্)।

(উভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ)

রাজা — মাধব্য, অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি। যেন ত্বয়া দর্শনীয়ং ন দৃষ্টম্।

বিদূষকঃ — ণং ভবং অগ্গদো মে বট্টদি। (ননু ভবান্ অগ্রতঃ মে বর্ততে)।

রাজা — সর্বঃ খলু কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি। তামাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি।

বিদূষকঃ — (স্বগতম্) হোদু। সে অবসরং ন দাইস্সং। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স, তে তাবসকণ্ণআ অব্ভত্থনীয়া দীসদি। (ভবতু। অস্মৈ অবসরং ন দাস্যামি। ভো বয়স্য, তে তাপসকন্যকা অভ্যর্থনীয়া দৃশ্যতে।)

রাজা — সখে, ন পরিহার্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমালিকাকুসুমম্ ॥ ৮ ॥

বিসন্ধি—গচ্ছ + অগ্রতঃ। পরিক্রম্য + উপবিষ্টৌ। অনবাপ্তচক্ষুঃফলঃ + অসি। কান্তম্ + আত্মীয়ম্। তাম্ + আশ্রম ...। শকুন্তলাম্ + অধিকৃত্য। মুনেঃ + অপত্যম্। তৎ + উজ্ঝিতাধিগতম্। অর্কস্য + উপরি। চ্যুতম্ + ইব।

অন্বয়—অর্কস্য উপরি চ্যুতং নবমালিকাকুসুমম্ ইব মুনেঃ তৎ অপত্যম্ সুরযুবতিসম্ভবং কিল (কেবলম্) উজ্ঝিতাধিগতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — ভবতা নির্মক্ষিকম্ কৃতম্ (আপনিতো মাছিটা অব্দি তাড়ালেন, অর্থাৎ সবাইকে বিদায় দিলেন)। সাম্প্রতম্ (এখন) এতস্যাং (এই) বিরচিতলতাবিতানদর্শনীয়ায়াম্ (লতায় তৈরী চাঁদোয়ার মত সুন্দর) পাদপচ্ছায়ায়াং (গাছের ছায়ায়) আসনে (বেদিতে) ভবান্ নিষাদতু (আপনি বসুন)। অহম্ অপি (আমিও) সুখাসীনঃ ভবামি (আরাম করে বসি)। রাজা — অগ্রতঃ গচ্ছ (সামনে চল)। বিদূষকঃ — ভবান্ এতু (আপনি আসুন)। [উভৌ — দুইজনে, পরিক্রম্য উপবিষ্টৌ — একটু এগিয়ে বসলেন] রাজা — মাধব্য (ওহে মাধব্য), অনবাপ্তচক্ষুঃফলঃ অসি (চোখ থাকার সার্থকতা তুমি পাওনি)। যেন (যেহেতু) ত্বয়া দর্শনীয়ং ন দৃষ্টম্ (যা দেখার মত জিনিষ তা তুমি দেখনি)। বিদূষকঃ — ননু (কেন)! ভবান্ মে অগ্রতঃ বর্ততে (আপনিই তো আমার চোখের সামনে আছেন)। রাজা — সর্বঃ খলু (সকলেই) আত্মীয়ং কান্তং পশ্যতি (নিজের জনকে সুন্দর দেখে)। (অহং) তাম্ আশ্রমললামভূতাম্ (সেই আশ্রমের অলঙ্কারস্বরূপা) শকুন্তলাম্ অধিকৃত্য (শকুন্তলার বিষয়ে) ব্রবীমি (বলছি)। বিদূষকঃ — [স্বগতম্ — স্বগতভাবে] ভবতু (আচ্ছা)! অস্মৈ (এঁকে) অবসরং ন দাস্যামি (শকুন্তলার ব্যাপারে কোন কথা বলারই সুযোগ দেব না, অর্থাৎ এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেব না)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] ভো বয়স্য (বন্ধু)! তাপসকন্যকা তে অভ্যর্থনীয়া দৃশ্যতে (শেষকালে তপস্বিকন্যায় আপনার মন পড়ল) রাজা — সখে (বন্ধু), পরিহার্যে বস্তুনি (পরিহার্য্য বস্তুতে অর্থাৎ যা পরিহার করে চলা উচিত

এমন বস্তুতে) পৌরবাণাং মনঃ (পুরুবংশীয়দের মন) ন প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয় না)। অর্কস্য উপরি চ্যুতং (আকন্দ ফুলের উপর খসে পড়া) নবমালিকাকুসুমম্ ইব (নবমালিকা ফুলের মত সুন্দর) মুনেঃ তৎ অপত্যম্ (মুনির সেই কন্যা) সুরযুবতিসম্ভবম্ কিল (প্রকৃতপক্ষে অপ্সরার গর্ভজাত), কেবলম্ উজ্‌ঝিতাধিগতম্ (পরিত্যক্ত হলে অর্থাৎ মা একে পরিত্যাগ করে চলে গেলে, মুনি তাকে পালন করেছেন মাত্র)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — আপনিতো মাছিটা অব্দি তাড়ালেন। এবার লতায় তৈরী চাঁদোয়ার মত সুন্দর গাছের ছায়ায় বেদিতে একটু বসুন। আমিও একটু আরাম করে বসি।

রাজা — সামনে চল।

বিদূষক — আপনি আসুন।

(দুইজনে একটু এগিয়ে বসলেন)

রাজা — ওহে মাধব্য, চোখ থেকেও তুমি তার সার্থকতা পেলে না ; কেননা দেখার মত জিনিষটিই তুমি দেখনি।

বিদূষক — কেন, আপনিই তো আমার চোখের সামনে আছেন।

রাজা — নিজের জনকে সকলেই সুন্দর দেখে। আমি আশ্রমের অলঙ্কারস্বরূপ সেই শকুন্তলার কথা বলছি।

বিদূষক — (আপনমনে) বুঝলাম। এঁকে শকুন্তলার ব্যাপারে কিছু বলার সুযোগই দেব না। (প্রকাশ্যে) বন্ধু, অবশেষে তপস্বিকন্যাতেই আপনার চোখ পড়ল।

রাজা — বন্ধু, এমন কোন জিনিষে পুরুবংশীয়ের মন পড়ে না, যা নাকি পরিহার করে চলা উচিত। (সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে থাক)।

আকন্দ ফুলের উপর খসে পড়া নবমালিকা ফুলের মত সুন্দর সেই মুনিকন্যা আসলে অপ্সরার গর্ভজাত। (মা একে) পরিত্যাগ করে চলে গেলে মুনি তাকে পালন করেছেন মাত্র।

মাধবভট্ট—কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। জনরাহিত্যমিত্যর্থঃ। সাম্প্রতমেতস্যাং পাদপচ্ছায়ায়াং বিরচিতেন লতাবিতানেন বল্লীচন্দ্রাতপেন দর্শনীয়ায়াং রমণীয়ায়ামাসনে নিষীদতু ভবান্। যাবদহমপি সুখাসীনো ভবামি। অহং তু কণ্ডিতসন্ধিত্বেন ক্ষণমপ্যুপবেশনং বিনা স্থাতুং ন শক্নোমি। তবোপবেশনেন বিনা মম তদত্যন্তমনুচিতমিতি শীঘ্রমুপবিশেতি ভাবঃ। এতু ভবান্। 'রাজা — মাঢব্য, অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি' ইত্যারভ্য তৃতীয়াঙ্কসমাপ্তিপর্যন্তং প্রতিমুখসন্ধিঃ। তল্লক্ষণং তু সুধাকরে — 'বীজপ্রকাশনং যত্র দৃশ্যাদৃশ্যতয়া ভবেৎ। তৎ স্যাৎ প্রতিমুখম্' ইতি। তত্র 'অজ্জবি সে তং এক এব্ব চিন্তঅন্তস্স অক্‌খীসু পভাদং আসী।' 'বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যনায়াসে কর্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্' ইত্যনেন চ বিদূষকেণ দৃশ্যস্য তৎসখীভ্যামদৃশ্যস্য চ। দশরূপকে — 'বিন্দুপ্রযত্নানুগমাদঙ্গান্যস্য ত্রয়োদশ। বিলাসঃ

পরিসর্পশ্চ বিধূতং শর্মনর্মণী। নর্মদ্যুতিঃ প্রগমনং নিরোধঃ পর্যুপাসনম্। বজ্রং পুষ্পমুপন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি ॥' ইতি। অঙ্গলক্ষণং তত্র তত্র ব্যাখ্যানাবসরে বক্ষ্যামঃ। বিন্দুপ্রযত্নয়োর্লক্ষণে যথাদিভরতে — 'প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্। যাবৎ সমাপ্তিং বন্ধস্য স বিন্দুরিতি সংজ্ঞিতঃ ॥' ইতি। যথাত্র মৃগয়াবৃত্তান্তেন বিচ্ছেদে সতি। 'রাজা — মাঢব্য, অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি। তামাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি' ইত্যাদিনা। 'অপশ্যতঃ ফলপ্রাপ্তিং যো ব্যাপারঃ ফলং প্রতি। পরং চৌৎসুক্যগমনং প্রযত্নঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥' ইতি। যথাত্র 'রাজা — তপস্বিভিঃ কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতোঽস্মি। চিন্তয় তাবৎ কেনাপদেশেন সকৃদপ্যাশ্রমে বসামঃ' ইতি। দর্শনীয়ং মনোরমম্। ননু ভবানগ্রতো মে বর্ততে। ভবন্তং মুক্ত্বান্যঃ কঃ সুন্দর ইত্যর্থঃ। কিংত্বাশ্রমললামভূতামধিকৃত্যেতি যোজনীয়ম্। ললামং প্রধানম্। 'ললামং পুচ্ছপুণ্ড্রাশ্বভূষাপ্রাধান্যকেতুষু' ইত্যমরঃ। তত্র ক্ষীরস্বামী প্রধানেঽপি প্রাধ্যান্যেন ব্যাখ্যাতবান্। অনেন সৌন্দর্যাতিশয়ো ধ্বন্যতে। ভবতু। অস্যাবসরং বর্ণনাবসরং ন দাস্যে। হে বয়স্য, তে তাপসকন্যকাভ্যর্থনীয়া দৃশ্যতে। সুরেতি। কিলেতি প্রসিদ্ধৌ। সুরযুবতির্মেনকা তৎসম্ভবম্। মুন্যপত্যতা তর্হি কথমিত্যাহ — মুনেরিতি। তয়োজ্ঝিতং ত্যক্তং সন্ততোঽধিগতং প্রাপ্তং মুনেরপত্যম্। তত্রোপমামাহ — নবমালিকাকুসুমমিবেতি। অনয়াতিশয়পেলবং ধ্বন্যতে। কীদৃক্। অর্কস্যোপরি চ্যুতম্। অর্কস্যেত্যনেন মুন্যুপমানেন তদীয়ত্বস্যাত্যন্তাসম্ভাবনীয়ত্বং ব্যজ্যতে। উপরীত্যনেন শঙ্কাবীজম্। অধঃপতিতস্য শঙ্কাপি নায়াতি। স্থাপনং হি সন্নিবেশবিশেষণ ভবতীতি চ্যুতমিত্যুক্তম্। কদাচিৎ কাকতালীয়ন্যায়েন চ্যুতস্যাপি সন্নিবেশবিশেষঃ স্যাদিত্যত আহ — শিথিলম্। এতেন তবাপি চক্ষুর্মাত্রগোচরত্ব এব তদীয়ত্বভ্রমোঽপি ন ভবিষ্যতীত্যুক্তম্। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। 'চ্যুতমভিনবমালিকাপ্রসূনমিব' ইতি পঠিত্বা প্রয়োগপ্রক্রমভঙ্গঃ পরিহরণীয়ঃ।

সুষমা—[১] অনবাপ্তচক্ষুঃফলঃ — ন অবাপ্তম্ অনবাপ্তম্ (নঞ্ তৎ) ; অনবাপ্তং চক্ষুষোঃ ফলং যেন সঃ (বহুব্রী)। [২] আশ্রমললামভূতাম্ — 'ললাম' = ভূষণ। ললামেন ললাম্না বা ভূতা = ললামভূতা (সহসুপা) ; 'ভূত'-শব্দ ইবার্থে। প্রকৃতপক্ষে 'ভূত' শব্দ তুল্যার্থক হয় তখনই যখন তা সমাসবদ্ধ পদের উত্তরপদ হয়। যেমন পিতৃভূতঃ (পিতৃতুল্যঃ)। বিগ্রহবাক্যে 'ভূত' শব্দ সমাসবদ্ধপদের উত্তরপদ নয়। সুতরাং ললামেন ইব = ললামভূতা এইরকম অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। আশ্রমস্য ললামভূতা, তাম্। [৩] 'রাজা — সখে, ন পরিহার্যে' — এই অংশের অব্যবহিত পূর্বে 'নিবারিতনিমেষাভির্নেত্রপঙ্‌ক্তিভিরুন্মুখঃ। নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি ॥' — এই শ্লোকটি কোন কোন সংস্করণে দেখা যায়। (দ্রঃ শাস্ত্রী-দ্বিবেদী সম্পাদিত গ্রন্থ)। [৪] সুরযুবতিসম্ভবম্ — যুবন্ + তি স্ত্রিয়াম্ = যুবতিঃ। সূত্র — 'যূনস্তিঃ'। সুরাণাং যুবতিঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; সুরযুবতিঃ সম্ভবঃ যস্য তৎ (বহুব্রী)। [৫] অপত্যম্ — ন পততি পিতরঃ অনেন ইতি নঞ্ + পত্ + যৎ করণে (বাহুলকাৎ)। [৬] উজ্ঝিতাধিগতম্ —

উজ্‌ঝিতং চ তৎ অধিগতম্ ইতি (কর্মধা)। চুত্যম্ — চ্যু + ক্ত। [৭] উপমা অলঙ্কার। শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—সুরযুবতিঃ এবং নবমল্লিকা — দুটিই স্ত্রীলিঙ্গে। শকুন্তলার মা মেনকাকে বোঝাচ্ছে। মুনিঃ এবং অর্কঃ — দুইই পুংলিঙ্গে। শকুন্তলার পিতাকে বোঝাচ্ছে। অপত্যম্ এবং কুসুমম্ — দুটিই ক্লীবলিঙ্গে। অপত্য শকুন্তলাকে বোঝাচ্ছে। কি অপূর্ব উপমা! শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের এই কাব্যিক বর্ণনার তুলনা মেলা ভার। রাজা — 'মাধব্য অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি' এখান থেকে শুরু করে তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিমুখসন্ধি। (দ্রঃ 'অর্তদ্যোতনিকা' এবং ভূমিকার আলোচনা)।

[২.১০]

বিদূষকঃ — (বিহস্য) জহ কস্‌স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্‌স তিন্তিণীএ অহিলাসো ভবে, তহ ইত্থিআরঅণপরিভাবিণো ভবদো ইঅং অব্ভত্থনা। (যথা কস্য অপি পিণ্ডখর্জুরৈঃ উদ্বেজিতস্য তিন্তিণ্যাম্ অভিলাষো ভবেৎ, তথা স্ত্রীরত্নপরিভাবিনো ভবত ইয়ম্ অভ্যর্থনা।)

রাজা — ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ।

বিদূষকঃ — তং ক্‌খু রমণিজ্জং জং ভবদো বি বিম্‌হঅং উপ্‌পাদেদি। (তৎ খলু রমণীয়ং যৎ ভবতঃ অপি বিস্ময়ম্ উৎপাদয়তি।)

রাজা — বয়স্য, কিং বহুনা —

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥ ৯ ॥

বিসন্ধি—তাবৎ + এনাম্। যেন + এবম্ + অবাদীঃ। স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ + অপরা। ধাতুঃ + বিভুত্বম্ + অনুচিন্ত্য। বপুঃ + চ।

অন্বয়—বিধিনা চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা, রূপোচ্চয়েন মনসা কৃতা নু; ধাতুঃ বিভুত্বং তস্যাঃ বপুশ্চ অনুচিন্ত্য সা অপরা স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ (ইতি) মে প্রতিভাতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ —[বিহস্য — হেসে] যথা (যেমন) কস্য অপি (কারো) পিণ্ডখর্জুরৈঃ উদ্বেজিতস্য (মিষ্টি খেজুর বেশী খেয়ে বিরক্ত হ'লে) তিন্তিণ্যাম্ অভিলাষঃ ভবেৎ (তেঁতুল খেতে লোভ জাগে), তথা (সেই রকমই) স্ত্রীরত্নপরিভাবিনঃ (আপনার অন্যান্য স্ত্রীরত্নদের অবমাননা করে) ভবতঃ ইয়ম্ অভ্যর্থনা (আপনি এইরকম প্রার্থনা করছেন)। রাজা — এনাং ন তাবৎ পশ্যসি (তুমি একে তো দেখনি) যেন এবম্ অবাদীঃ (তাই এইকথা বলতে পারছ)। বিদূষকঃ — তৎ খলু রমণীয়ম্ (তাহলে সে অবশ্যই খুবই

সুন্দর হবে) যৎ ভবতঃ অপি (কেননা সে আপনারও) বিস্ময়ম্ উৎপাদয়তি (বিস্ময় উৎপাদন করেছে)। রাজা — বয়স্য (বন্ধু), কিং বহুনা (বেশী বলার প্রয়োজন নেই) — বিধিনা (বিধাতা) চিত্রে নিবেশ্য (আগে চিত্রে অঙ্কন করে) পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা (তারপর তাতে প্রাণদান করেছেন), নু (অথবা), রূপোচ্চয়েন (সৌন্দর্য্যরাশির দ্বারা) মনসা কৃতা (মনে মনেই নির্মাণ করেছেন) ; ধাতুঃ বিভুত্বং (বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্য) তস্যাঃ বপুঃ চ (আর তার দেহের অর্থাৎ শরীরলাবণ্যের কথা) অনুচিন্ত্য (চিন্তা ক'রে) সা অপরা স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ (সেই তাপসকন্যা বিধাতার অন্য এক সৃষ্টি), (ইতি) মে প্রতিভাতি (আমার এই ধারণা হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — (সহাস্যে) যেমন নাকি মিষ্টি খেঁজুর বেশী খেয়ে বিরক্তি এলে কারো তেঁতুলের স্বাদগ্রহণ করতে ইচ্ছা জাগে, তেমনিই আপনার (নগরের) অন্যান্য স্ত্রীরত্নদের অবমাননা করে আপনি এখন এইরকম অভিলাষ পোষণ করছেন।

রাজা — তুমি তো একে দেখনি, তাই একথা বলতে পারছ'।

বিদূষক — তা সে অবশ্যই সুন্দর হ'বে, কেননা আপনার মত লোকেরও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

রাজা — বন্ধু, বেশী বলার প্রয়োজন নেই —

সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আগে চিত্রে অঙ্কন ক'রে তারপরে যেন তাতে প্রাণদান ক'রেছেন। অথবা সমস্ত রূপ একত্র করে মনে মনেই তাকে সৃষ্টি ক'রেছেন। বিধাতার সৃষ্টিক্ষমতা আর তার দেহলাবণ্যের কথা ভেবে আমার এই ধারণা হ'য়েছে যে সেই (তাপসকন্যা বিধাতার) এক অনন্য সৃষ্টি।

রাঘবভট্ট—মুনিসঙ্গাদনুৎকৃষ্টত্বং মন্যমানস্য বিহস্যেত্যুক্তিঃ। যথা কস্যাপি পিণ্ডখর্জুরাঃ খর্জুরবিশেষাস্তৈরুদ্বেজিতস্য তিন্তিণ্যাং চিঞ্চায়ামভিলাষো ভবেত্তথা স্ত্রীরত্নানি পরিভবিতুং তিরস্কর্তুং শীলং যস্য তস্য ভবত ইয়মভ্যর্থনা। পুনঃপুনরুচ্যমানরাজবচনেন যথার্থপ্রতীত্যাহ — তৎ খলু নিশ্চিতং রমণীয়ং যদ্ ভবতোঽপি বিস্ময়মুৎপাদয়তি। অপিশব্দেনাস্মদাদীনাং বিস্ময়োৎপাদনে কিং বক্তব্যমিতি সূচিতম্। কিং বহুনেত্যনেন প্রত্যঙ্গবর্ণনা কর্তুং ন শক্যেত্যুক্তম্। চিত্র ইতি। বিধিনা ব্রহ্মণা চিত্র আলেখ্যে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা কৃতপ্রাণযোগা নু। 'দ্রব্যাসুব্যবসায়েষু সত্ত্বম্' ইত্যমরঃ। যাবদ্রুচিমার্জনলেখনয়োস্তত্র সংভবাদিত্যাশয়ঃ। রূপাণামুচ্চয়ঃ সমুদায়স্ত্রিভুবনবর্তিরূপসমুদায়ঃ তেনোপদানকারণেন। মনসা করণেন। কৃতা নু। অতএব করস্পর্শাদ্যভাবাত্তাদৃশং কান্তিমত্ত্বমেতাদৃগ্গ্রক্ষণত্বাদিকমিতি ভাবঃ। অনেন 'যৎ স্পর্শাসহতাঙ্গেষু কোমলস্যাপি বস্তুনঃ। তৎ সৌকুমার্য্যম্' ইতি সৌকুমার্যং ধ্বনিতম্। সন্দেহালঙ্কারঃ। কেচন নুশব্দস্য বিতর্কবাচিত্বাদুৎপ্রেক্ষাং মন্যন্তে। অসংবন্ধে সংবন্ধরূপোভয়ত্রাতিশয়োক্তিশ্চ। ক্বচিৎ 'রূপোচ্চয়েন ঘটিতা মনসা কৃতা নু' ইতি পাঠঃ। তত্র মনসা কৃতা ধ্যাতা। রূপোচ্চয়েন ঘটিতা যোজিতা নু ইতি যোজনীয়ম্। মনসি ধ্যাতায়া রূপনিবেশনেন শ্লক্ষ্ণত্বং তাদৃশকান্তিমত্ত্বাদি ব্যজ্যতে। সা স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরুৎকৃষ্টা স্ত্রীসৃষ্টিঃ। 'রত্নং

স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপি' ইত্যমরঃ। অপরা জগৎস্ত্রীসৃষ্টিবিলক্ষণেত্যভেদে ভেদরূপাতিশয়োক্তিঃ। ধাতুর্বিভুত্বং সামর্থ্যং তস্যা বপুশ্চানুচিন্ত্যেত্যপরার্ধে হেতুত্বেন যোজ্যম্। তৃতীয়চতুর্থচরণয়োর্ব্যত্যয়পাঠেন সমাপ্তপুনরাত্তদোষঃ পরিহর্তব্যঃ। কেচনাপরেত্যতিশয়োক্তাবত্যুৎকৃষ্টস্য হেতোঃ 'অঘ্রং লডহত্তণম্' ইবেত্যাদাবর্থস্য গম্যমানত্বাচ্চতুর্থচরণস্য ছন্দঃপূরণমাত্রপ্রয়োজনত্বেনাবকরত্বং মন্যমানা দূরান্বয়েনেতিপদাধ্যাহারেণ চ সা স্ত্রীরত্নসৃষ্টির্মে ইতি প্রতিভাতি। ইতীতি কিম্? বিধিনা চিত্রে নিবেশ্যেত্যাদ্যুৎপ্রেক্ষাদ্বয়ং সংযোজ্যম্। তত্রোভয়োরত্যন্তাসম্ভাবনীয়তয়া ল্যবন্তদ্বয়ং যথাক্রমং প্রত্যেকং বা সংবধ্য তদুত্থাপিতামপরেবেতি গম্যাদুৎপ্রেক্ষামাহুঃ। অন্য ত্বেবং ব্যাচক্ষতে। পরস্য বিতর্কং স্বয়মেবানুবদতি চিত্রে নিবেশ্যেত্যাদি কশ্চিৎ। অন্যস্তু রূপোচ্চয়েনেত্যাদি মন্যতে। মম তু সা স্ত্রীসৃষ্টিরপরা এতদ্বয়বিলক্ষণা প্রতিভাতি। প্রসিদ্ধসৃষ্টেস্তাভ্যামেব নিরাকরণাৎ প্রেক্ষাদ্বয়স্যাত্মনা নিরাকরণাদন্যস্যাভাবমাশঙ্ক্য তত্র হেতুত্বেন ল্যবন্তদ্বয়যোজনা। তেন ব্রহ্মণোঽলৌকিকসামর্থ্যাৎ তদ্রূপস্য চ লোকাতিক্রান্তত্বাৎ তৎসৃষ্টাবন্য এব প্রকারো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। কাব্যলিঙ্গশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্।

সুষমা—[১] ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ — অবাদীঃ — বদ্ + লুঙ্ মধ্যমপুরুষ একবচন। আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় — 'তুমি তাকে দেখছ' না — তাই এরকম বলেছিলে।' কিন্তু যথার্থ অনুবাদ হচ্ছে — 'তুমি তাকে দেখনি, তাই এমন বলছ।' দৃশ্ ধাতুতে অতীত এবং বদ্ ধাতুতে বর্তমান কাল হওয়া উচিত ছিল। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে এমন প্রয়োগ দুর্লভ। বৈদিকে চলে। অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে এরকম ব্যত্যয় দেখা যায়। [২] নিবেশ্য — নি — বিশ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। [৩] পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা — সত্ত্বস্য যোগঃ (ষষ্ঠী তৎ); পরিকল্পিতঃ সত্ত্বযোগঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [৪] রূপোচ্চয়েন — রূপস্য উচ্চয়ঃ (ষষ্ঠী তৎ), তেন। উৎ — চি + অচ্ ভাবে = উচ্চয়ঃ। করণে তৃতীয়া। [৫] বিধিনা — বি — ধা + কি = বিধিঃ। অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। [৬] নু — বিকল্পবোধক অব্যয়। [৭] স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ — স্ত্রী এব রত্নম্ (ময়ূরব্যংসকাদি); স্ত্রীরত্নরূপা সৃষ্টিঃ — স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ (শাকপার্থিবাদি)। সৃজ্ + ক্তিন্ ভাবে = সৃষ্টিঃ। [৮] অপরা — নাস্তি পরা (শ্রেষ্ঠা) যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [৯] মে — শেষে ষষ্ঠী। [১০] অনুচিন্ত্য — অনু — চিন্ত্ + ল্যপ্। 'অনুচিন্ত্য' পদের কর্তা 'অহম্'। 'প্রতিভাতি' পদের কর্তা 'সা'। সূত্র আছে — 'সমান-কর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে'। এখানে সমান-কর্তৃকত্ব নেই। তবুও ল্যপ্ হল' কিভাবে এই প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তর — এসব ক্ষেত্রে 'স্থিতস্য', 'উদ্যত' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে উহ্য আছে ধরে নিয়ে সমাধান করতে হয়। [১১] এখানে 'নু' এই অব্যয়ের দ্বারা সন্দেহের দ্যোতনা হওয়ায় সন্দেহ অলঙ্কার। 'সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ' (সা.দ.)। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ এবং 'অপরা সৃষ্টি' তে অভেদে ভেদরূপ অতিশয়োক্তি। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১২] বসন্ততিলক ছন্দ। [১৩] সমাপ্তপুনরাত্ততা দোষ আছে বলে অনেকে বলেছেন।

অধ্যাপনা—শ্লোকে শকুন্তলার সৌকুমার্য ধ্বনিত হয়েছে। সৌকুমার্যের লক্ষণ হ'ল — 'যৎ

স্পর্শাসহতাঙ্গেষু কোমলস্যাপি বস্তুনঃ। তৎ সৌকুমার্যম্'। স্বয়ং ভগবান তুলি প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে একে সৃষ্টি করেননি — পাছে তাতেও হাতের ছোঁয়া লেগে মলিনতা আসে। তু. 'অস্যাঃ সর্গবিধৌ ...' ইত্যাদি। (বিক্রমোর্বশীয়)। 'অপরা সৃষ্টি' বলতে — 'এই শকুন্তলা অদ্বতীয়া' এরকম অর্থ আছে। তু. 'অন্যদেবাঙ্গলাবণ্যমন্যাঃ সৌরভসম্পদঃ। তস্যাঃ পদ্মপলাশাক্ষ্যাঃ সরসত্বমলৌকিকম্ ॥' (সা. দর্পণে উদ্ধৃত)। অনেকের মতে আবার 'অপরা' কথার দ্বরা প্রথমা সৃষ্টি তিলোত্তমা লক্ষ্মী এবং দ্বিতীয়া হল এই শকুন্তলা।

[২.১১]

বিদূষকঃ — জই এব্বং পচ্চদেসো দাণিং রূববদীণং। (যদি এবং প্রত্যাদেশ ইদানীং রূপবতীনাম্)।

রাজা — ইদং চ মে মনসি বর্ততে —

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ ১০ ॥

বিসন্ধি—কিসলয়ম্ + অলূনম্। কররুহৈঃ + অনাবিদ্ধম্। নবম্ + অনাস্বাদিতরসম্। ফলম্ + ইব। তৎ + রূপম্ + অনঘম্। কম্ + ইহ।

অন্বয়—অনাঘ্রাতং পুষ্পম্ (ইব), কররুহৈঃ অলূনং কিসলয়ম্ (ইব), অনাবিদ্ধম্ রত্নম্ (ইব); অনাস্বাদিতরসং নবং মধু (ইব), পুণ্যানাম্ অখণ্ডং ফলম্ ইব তৎ রূপম্ অনঘম্। বিধিঃ কম্ ভোক্তারং ইহ সমুপস্থাস্যতি (ইতি অহং) ন জানে।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — যদি এবং (যদি এরকমই হয়) ইদানীং রূপবতীনাম্ প্রত্যাদেশঃ (তবে এবার সকল রূপবতীর গর্ব খর্ব হ'ল)। রাজা — ইদং চ মে (এও আমার) মনসি বর্ততে (মনে হচ্ছে) — অনাঘ্রাতং পুষ্পম্ ইব (যেন এ এক অনাঘ্রাত কুসুম অর্থাৎ এ এমন এক ফুল যার ঘ্রাণ কেউ এখনো গ্রহণ করেনি), কররুহৈঃ অলূনং কিসলয়ম্ ইব (এমন এক নতুন পল্লব যাকে নখ দিয়ে কেউ ছিন্ন করেনি, নখের আঘাতে ক্ষত হয়নি), অনাস্বাদিতরসং নবং মধু (এমন এক নব মধু যার আস্বাদ এখনো কেউ গ্রহণ করেনি), তৎ অনঘং রূপম্ (সেই নিষ্কলঙ্ক রূপ) পুণ্যানাম্ অখণ্ডং ফলম্ ইব (যেন পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল)। বিধিঃ (ভগবান্) কম্ ভোক্তারম্ ইহ সমুপস্থাস্যতি (একে ভোগ করার জন্য কাকে এনে উপস্থিত করবেন) (ইতি অহং) ন জানে (তা আমি জানি না)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — যদি এই রকমই হয় তবে সব রূপবতীর গর্ব খর্ব হল।

রাজা — আমি এও ভাবছি —

(সেই তাপসকন্যা) যেন এমন এক ফুল যার ঘ্রাণ এখনো কেউ গ্রহণ করেনি ; এমন এক

নতুন পল্লব যাকে এখনো কেউ নখ দিয়ে ছিন্ন করেনি ; এমন এক নব মধু যার আস্বাদ এখনো কেউ গ্রহণ করেনি ; নিষ্কলঙ্ক সেই রূপ যেন পুণ্যরাশির এক অখণ্ড ফল। জানিনা, একে ভোগ করার জন্য ভগবান কাকে এনে হাজির করেন।

রাঘবভট্ট—যদ্যেবং প্রত্যাদেশ ইদানীং রূপবতীনাম্। 'প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিঃ' ইত্যমরঃ। অনাঘ্রাতমিতি। অনাঘ্রাতমকৃতঘ্রাণম্। অনেনামোদসত্তা ধ্বন্যতে। কররুহৈর্নখৈরলূনমচ্ছিন্নম্। অনেনাক্রান্তত্বম্। অনাবিদ্ধমাসন্তাদ্বেধরহিতম্। স্থূলবেধনত্বং দোষায় ভবতি। অথবানা-বিদ্ধমকুটিলম্। কুটিলস্য দুষ্টত্বাৎ। 'আবিদ্ধং কুটিলং ভুগ্নম্' ইত্যমরঃ। অনেন নির্দোষত্বম্। তথা চ রত্নসারসমুচ্চয়ে — 'বৃত্তং স্নিগ্ধসমুজ্জ্বলং শুচি গুরু শ্বেতং বৃহৎকোমলং স্বচ্ছান্তং সমসূক্ষ্মবেধসুরভি ত্রাসাদিভিঃ বর্জিতম্' ইতি। তথা 'দগ্ধং রত্নমবর্তুলং লঘু' ইতি। নবং মধু ক্ষৌদ্রং তৎকালনীতত্বেন নবত্বম্। অনাস্বাদিতরসমগৃহীতাস্বাদম্। তাদৃক্ত্বেনাননুভূতর-সমিত্যর্থঃ। 'মধু মদ্যে পুষ্পরসে ক্ষৌদ্রেঽপি' ইত্যমরঃ। অনেনাতিহৃদ্যত্বম্। কেচন মধুশব্দেন মদ্যং ব্যাচক্ষতে। তদসৎ। তত্র নবমিতি বিশেষণং বিরুদ্ধং স্যাজ্জীর্ণস্যৈব তস্যোত্তমত্বাৎ। তথা চ — 'জিণ্নসুরা সহীণা' ইতি। অসাবেব রঘৌ — 'পুরাণসীধুং নবপাটলং চ' ইতি। অখণ্ডং পূর্ণম্। অনেনাত্যন্তাভিলষণীয়তা। এতদ্রূপমেতদেবেতি মালোপমা। অন্যাস্পৃষ্টত্বমভিন্নো গম্যঃ সামান্যধর্মঃ। যদ্বা ম্লানতা বিচ্ছায়তোৎকৃষ্টতানুচ্ছিষ্টতা মনোজ্ঞতা এতে বাভিন্নগম্যাঃ সামান্যধর্মাঃ। তত্র রূপলক্ষণং সুধাকরে — "অঙ্গান্যভূষিতান্যেব প্রক্ষেপাদ্যৈর্বিভূষণৈঃ। যেন ভূষিতবদ্ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে" ইতি। অনাঘ্রাতমিত্যাদিকৈর্বিশেষণৈঃ। কন্যাত্বেন স্বযোগ্যতাং সূচয়ন্ পুষ্পাদিভিরুপমানৈঃ ক্রমেণ পরিভোগযোগ্যতা কান্তিমত্তা মুগ্ধতা হৃদ্যতোত্তমজনাভিলষণীয়তা চ ধ্বনিতা। অথ পঞ্চভিরুপমানপদৈর্ঘ্রাণাস্য-চক্ষুরসনেন্দ্রিয়তর্পকত্বমপি ধ্বনিতম্। পুণ্যফলস্য শ্রবণরূপত্বাৎ তেন প্রত্যক্ষালংকারো ধ্বন্যতে। বিধির্ব্রহ্মা। ইহ জগতি। অনঘমদুঃখং নিষ্পাপং চ। 'অংহোদুঃখব্যসনেষ্বঘম্' ইত্যমরঃ। অমলং মনোজ্ঞং বা। 'অনঘো নির্মলাঽপাপমনোজ্ঞেষু চ ভেদ্যবৎ' ইতি বিশ্বঃ। তাদৃশস্যৈব তদ্ভোক্তুঃ সম্ভবাৎ। কং ভোক্তারমুপস্থাস্যত্যুপসংক্রমিষ্যতি। উপগমিষ্যতী-ত্যর্থঃ। অহং না জানে। স্বদৃষ্টেরগোচরত্বাদেতদ্রূপানুরূপতরুণসৃষ্টেরভাবাদিতি ভাবঃ। উপপূর্বাৎ তিষ্ঠতের্মন্ত্রকরণাদ্যর্থাসংভবান্নাত্মনেপদম্। অনঘমমলমিতি রূপবিশেষণং বা। অথবানঘমিতি মধুব্যতিরিক্তপুষ্পাদের্বিশেষণত্বেন যোজ্যম্। তেন বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গঃ পরিহৃতো ভবতি। আদ্যে মনোজ্ঞং দ্বিতীয়েঽপাপং লক্ষণয়াঽকঠোরং তৃতীয়েঽমলং পঞ্চমেঽদুঃখমিতি যোজনীয়ম্। যদ্বানঘমিতি মালোপমায়ামভিন্নো বাচ্যঃ সাম্যন্যধর্মঃ। নবমিতি মধ্যেঽপ্যুপাত্তং সর্বেষাং বিশেষণত্বেন যোজ্যম্। 'ফলমপি চ' ইতি পাঠে ব্যক্তং মালারূপকং জ্ঞেয়ম্। ভোজস্তু 'পুষ্পকিসলয়রত্নমধুপুণ্যফলানামনাঘ্রাতমিত্যাদিবিশেষণা-পাদিতব্যতিরেকাণাং প্রতীয়মানসাদৃশ্যেন শকুন্তলারূপেণ রূপণাদ্ব্যতিরেকবদ্রূপকম্' ইত্যাহ স্ম। অত্র চ বিশেষণবিশেষ্যবিশেষণক্রমেণৈবোপনিবন্ধনান্ন প্রক্রমভঙ্গঃ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ।

শিখরিণীবৃত্তম্। এতাভ্যাং পদ্যাভ্যাং গুণকীর্তনং নাম চতুর্থ্যবস্থোক্তা। তল্লক্ষণং তু 'সৌন্দর্যাদিগুণশ্লাঘা গুণকীর্তনমত্র হি' ইতি।

সুষমা—[১] অনাঘ্রাতম্ — ন আঘ্রাতম্ (নঞ্ তৎ) ঃ আ — ঘ্রা + ক্ত, কর্মণি। [২] অলূনম্ — ন লূনম্। (নঞ্-তৎ) ; লূ + ক্ত কর্মণি। [৩] কররুহৈঃ — করে রোহন্তি ইতি কর + রুহ্ + ক্ কর্তরি = কররুহাঃ। [৪] অনাবিদ্ধম্ — ন আবিদ্ধম্ (নঞ্ তৎ), আ — ব্যধ্ + ক্ত কর্মণি। [৫] অনাস্বাদিতরসম্ — আস্বাদিতঃ রসঃ যস্য তৎ — আস্বাদিতরসম্ (বহুব্রী) ; ন আস্বাদিতরসম্ (নঞ্ তৎ)। [৬] অনঘম্ — নাস্তি অঘম্ অস্মিন্ (বহুব্রী)। [৭] জানে — জ্ঞা + লট্ + এ। 'অনুপসর্গাৎ জ্ঞঃ' সূত্রে ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হওয়ায় আত্মনেপদ। [৮] সমুপস্থাস্যতি — সম্ + উপ-স্থা + লৃট্, প্রথমপুরুষ একবচন। [৯] শ্লোকে অনেকগুলি উপমা থাকায় মালোপমা। 'মালোপমা যদেকস্যোপমানং বহু দৃশ্যতে' (সা. দ.)। 'অনাঘ্রাত', 'অলূন' প্রভৃতি পদ বিশেষ অভিপ্রায়সূচক হওয়ায় পরিকর অলঙ্কার। শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১০] শিখরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—আগের শ্লোকে শকুন্তলার অদ্বিতীয় সৌকুমার্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে ক্রমশঃ শকুন্তলার পরিভোগযোগ্যতা, কান্তিমত্তা, মুগ্ধতা, হৃদ্যতা, প্রভৃতি ধ্বনিত হচ্ছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'অর্থদ্যোতনিকা' দ্রষ্টব্য।

[২.১২]

বিদূষকঃ — তেণ হি লহু পরিত্তাঅদু ণং ভবং। মা কস্স বি তবস্সিণো ইঙ্গুদীতেল্লমিস্সচিক্কণসীস্সস্স হত্থে পডিস্সদি। (তেন হি লঘু পরিত্রায়তাম্ এনাং ভবান্। মা কস্যাপি তপস্বিনঃ ইঙ্গুদীতৈলমিশ্রচিক্কণশীর্ষস্য হস্তে পতিষ্যতি।)

রাজা — পরবতী খলু তত্রভবতী। ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।

বিদূষকঃ — অত্তভবন্তং অন্তরেণ কীদিসো সে দিট্‌ঠিরাও। (অত্রভবন্তম্ অন্তরেণ কীদৃশঃ তস্যাঃ দৃষ্টিরাগঃ।)

রাজা — নিসর্গাদেবাপ্রগল্‌ভস্তপস্বিকন্যাজনঃ। তথাপি তু —

> **অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং**
> **হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।**
> **বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া**
> **ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥ ১১ ॥**

বিসন্ধি—সন্নিহিতঃ + অত্র। নিসর্গাৎ + এব + অপ্রগল্‌ভঃ + তপস্বিকন্যাজনঃ। সংহৃতম্ + ঈক্ষিতম্। হসিতম্ + অন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্। বিনয়বারিতবৃত্তিঃ + অতঃ + তয়া।

অন্বয়—ময়ি অভিমুখে (সতি) ঈক্ষিতম্ সংহৃতম্। অন্যনিমিত্তকৃতোদয়ং (তয়া) হসিতম্। অতঃ তয়া বিনয়বারিতবৃত্তিঃ মদনঃ ন বিবৃতঃ ন চ সংবৃতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — তেন হি (তাহলে) লঘু (অবিলম্বেই) ভবান্ (আপনি) এনাং পরিত্রায়তাম্ (একে উদ্ধার করুন)। মা (অন্যথায়) কস্য অপি (কোন এক) ইঙ্গুদীতৈলমিশ্রচিক্কণশীর্ষস্য (ইঙ্গুদীফলের তেল মাখা চকচকে মাথা) তপস্বিনঃ (তপস্বীর) হস্তে পতিষ্যতি (হাতে পড়বে)। রাজা — তত্রভবতী খলু পরবতী (সে এখনও পরাধীন)। ন চ অত্র গুরুজনঃ সন্নিহিত- (আর কোন গুরুজনও এখানে নেই)। বিদূষকঃ — অত্রভবন্তম্ অন্তরেণ (আপনার বিষয়ে, আপনার প্রতি) তস্যাঃ দৃষ্টিরাগঃ কীদৃশঃ (তার চোখে অনুরাগের চিহ্ন কেমন দেখলেন, অর্থাৎ সেরকম কিছু লক্ষ্য করেছেন কি)? রাজা — নিসর্গতঃ এব (স্বভাবতই) তপস্বিকন্যাজনঃ (তপস্বীর কন্যা) অপ্রগল্ভঃ (বেশী কথা বলে না, অর্থাৎ লজ্জাশীল)। তথাপি তু (তবুও), ময়ি অভিমুখে (সতি) (আমার মুখোমুখি হ'লে) ঈক্ষিতম্ সংহৃতম্ (সে চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে)। অন্যনিমিত্তকৃতোদয়ং তয়া হসিতম্ (অন্য কোন কারণ ঘটেছে এই ছল করে সে হেসেছে)। অতঃ (অতএব) তয়া বিনয়বারিতবৃত্তিঃ মদনঃ (ভদ্রতাবশতঃ লজ্জায় কামনার প্রকাশকে বাধা দিতে চাইলে) ন বিবৃতঃ, ন চ সংবৃতঃ (তা পুরোপুরি প্রকাশ না হলেও, গোপন থাকে নি)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — তবে অবিলম্বেই একে উদ্ধার করুন। তা না হলে ইঙ্গুদীতেল মাখা চকচকে মাথা কোন এক মুনির হাতে গিয়ে পড়বেন।

রাজা — (কিন্তু এই ব্যাপারে) সে পরাধীন। আর কোন গুরুজনও এখন এখানে নেই।

বিদূষক — তা আপনার প্রতি তার দৃষ্টিতে অনুরাগের কোন চিহ্ন দেখেছেন কি?

রাজা — (দেখ), তপস্বিকন্যা স্বভাবতই লজ্জাশীলা। তবুও,

আমার মুখোমুখি হ'লে সে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। যেন অন্য কোন কারণ ঘটেছে এই ছল করে হেসেছে। সুতরাং ভদ্রতাবশতঃ কামনার প্রকাশকে বাধা দিতে চাইলেও, তা পুরোপুরি প্রকাশ না হলেও, গোপনও থাকেনি।

রাঘবভট্ট—তেন কারণেন। লঘু শীঘ্রম্। 'লঘু ক্ষিপ্রমরং দ্রুতম্' ইত্যমরঃ। পরিত্রায়তাম্। স্বীয়ত্বেনাঙ্গীকরণমেব পরিত্রাণম্। এনাং ভবান্। কস্যাপি তপস্বিন ইঙ্গুদীতাপসতরুস্তস্য তৈলেন মিশ্রমত এব চিক্কণং শীর্ষং যস্য তস্য হস্তে পতিষ্যতি তস্মা ইতি নিষেধে। পরবতী পরাধীনা। 'পরতন্ত্রঃ পরাধীন পরবান্নাথবান্' ইত্যমরঃ। তত্রভবতী পূজ্যা। কামিনীরত্নভূতত্বাৎ পূজ্যত্বম্। যতঃ পরবত্ত্বং স এব প্রতিচ্ছন্দনীয় ইত্যত আহ — ন চেতি। অত্রভবন্তমিতি সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া 'সপ্তম্যা দ্বিতীয়া' ইতি সূত্রেণ। উদাহরণং চ — 'বিজ্জুজ্জোঅং মরই রত্তিং'। বিদ্যুদ্যোতং স্মরতি রাত্রাবিত্যর্থঃ। তেনাত্রভবন্তং পূজ্যমন্তরেণ বিশেষেণ কীদৃশস্তস্য দৃষ্টিরাগঃ। 'অন্তরং রন্ধ্রাবকাশয়োঃ। মধ্যে বিনার্থে তাদর্থ্যে বিশেষেঽবসরেঽবধৌ' ইতি হৈমঃ। অত্রান্তরেণ তত্রভবন্তমিতি দ্বিতীয়েতি তু যৎ স ভ্রম এব। তস্য 'অন্তরান্তরেণ' ইত্যত্র সূত্রে নিপাতস্যৈব গ্রহণাৎ। তেনার্থাসংগতেঃ। তথাহি তস্মিন্ সূত্রে বৃত্তিকারেণ ব্যাখ্যাতম্ — 'অন্তরান্তরেণশব্দৌ নিপাতৌ সাহচর্যাদ্ গৃহ্যেতে।

তত্রান্তরাশব্দো মধ্যমাধেয় প্রাধান্যমাচষ্টে। দ্বিতীয়স্তু তচ্চ বিনার্থং চ' ইতি। উদাহৃতং চ — 'অন্তরা ত্বাং মাং চ কমণ্ডলুঃ। অন্তরেণ পুরুষকারং কিঞ্চিন্ন লভ্যতে' ইতি। প্রকৃত এতদর্থদ্বয়মপ্যসংগতমেব। তথা চাস্যৈব কবের্মালবিকাগ্নিমিত্রে নাটকে প্রয়োগঃ — অচিরপ্-পবুত্তোবদেসঅং ছলিঅঅণামণহং অন্তরেণ কীরিসী মালবিএত্তি অজ্জ ণট্টাঅরিণং গণদাসং পুচ্ছিদুংতি।' নিসর্গাদেব স্বভাবাদেব। 'নিসর্গঃ শীলসর্গয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। অপ্রগল্ভোঽপ্রৌঢ়ঃ যতস্তপস্বিকন্যাজনঃ ইত্যর্থহেতুত্বেন যোজ্যম্। ইতি যদ্যপি তথাপি স্থিতি শ্লোকেনান্বেতি। অভিমুখ ইতি। অভিমুখে ময়ীক্ষণমবলোকনং সংহৃতম্। অনেন শৃঙ্গারলজ্জা ধ্বন্যতে। অন্যনিমিত্তমন্যহেতুকং যথা স্যাত্তথা কৃত উদয়ো যস্য। অনেনাপি সৈব ব্যজ্যতে এতাদৃশং হসিতম্। তল্লক্ষণং মাতৃগুপ্তে — 'বিকসিতকপোলান্তমুৎফুল্লাম-ললোচনম্। কিংচিল্লক্ষিতদন্তাগ্রং হসিতং তদ্বিদো বিদুঃ' ইতি। অনেনাস্যা উত্তমনায়িকাত্বমপি ধ্বনিতম্। যদুক্তং তত্রৈব — 'উত্তমস্য সমুদ্দিষ্টং স্মিতং হসিতমেব চ' ইতি। অনেনানুরাগো ধ্বনিতঃ। উক্তং চ — 'উৎফুল্লগণ্ডমণ্ডলমুল্লসিতদৃগন্তসূচিতাকৃতম্। নময়ন্ত্যাপি মুখাম্বুজমুন্নমিতং রাগসাম্রাজ্যম্ ॥' ইতি। বিনয়েন বারিতা বৃত্তিঃ প্রসরো যস্য সঃ। বিনয়লক্ষণং পূর্বমুক্তমেব। মদনো ন বিবৃতঃ। ঈক্ষণসংহরণেনান্যনিমিত্তকৃতোদয়েন হসিতেন চ। অনেন মুগ্ধানায়িকাত্বমুক্তম্। ন চ সংবৃতঃ। হেলামোট্টায়িতাদের্ভাবস্য প্রকাশিনা বিরোধাভাসো বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্চ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্। সুধাকরে — 'তত্র কন্যা ত্বরূঢ়া স্যাৎ সলজ্জা পিতৃপালিতা। সখীকেলিষু বিস্রব্ধা প্রায়ো মুগ্ধা গুণান্বিতা ॥' ইত্যুক্ত্বা 'মুগ্ধা নববয়ঃকামা' ইত্যুক্তম্। তেন নবকামত্বেন মুগ্ধাত্বম্। অনেনাস্যাঃ প্রথমং যৌবনমপি ধ্বনিতম্। 'সর্বাসামপি নারীণাং যৌবনং চ চতুর্বিধম্' ইত্যুক্ত্বা প্রথমযৌবনে 'ঈষচ্চঞ্চলনেত্রান্তং স্মরস্মেরমুখাম্বুজম্' ইত্যাদ্যুক্তম্। হেলালক্ষণং তত্রৈব — নানাবিকারৈঃ সুব্যক্তঃ শৃঙ্গারাকৃতিসূচকৈঃ। হাব এব ভবেদ্ধেলা' ইতি চিত্তজঃ। মোট্টায়িতলক্ষণং তত্রৈব — 'স্বাভিলাষপ্রকটনং মোট্টায়িতমিতীরিতম্' ইতি গাত্রজঃ।

সুষমা—[১] পরবতী — পরঃ স্বামী অস্যাঃ অস্তি এই অর্থে পর + মতুপ্ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। [২] সন্নিহিতঃ — সম্ + নি — ধা + ক্ত। [৩] অপ্রগল্ভঃ — প্র — গল্ভ্ + অচ্ কর্তরি = প্রগল্ভঃ। ন প্রগল্ভঃ (নঞ্ তৎ)। [৪] অভিমুখে — অভিগতং মুখম্ অস্য (বহুব্রী), তস্মিন্। ভাবে ৭মী। [৫] সংহৃতম্ — সম্ — হৃ + ক্ত, কর্মণি। [৬] ঈক্ষিতম্ — ঈক্ষ্ + ক্ত ভাবে। [৭] হসিতম্ — হস্ + ক্ত ভাবে। [৮] অন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্ — অন্যৎ নিমিত্তম্ অন্যনিমিত্তম্ (কর্মধা) অন্যনিমিত্তেন কৃতঃ উদয়ঃ যস্য তৎ (বহুব্রী)। [৯] বিনয়বারিতবৃত্তিঃ — বিনয়েন বারিতা (তৃতীয়া তৎ) ; তাদৃশী বৃত্তির্যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [১০] বিরোধাভাস অলঙ্কার। তাছাড়া যথাসংখ্য। বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১১] দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রথম অঙ্কের 'বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত রাজার শকুন্তলা সম্বন্ধে অনুমানের কথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে। শকুন্তলা প্রথমযৌবনা। তার আচরণে শৃঙ্গারের প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু বিনয় উলঙ্ঘন করে সে শালীনতার অভাব ঘটায়নি।

বিদ্যাপতির একটি পদে এই ভাববীজই পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে, ধারণা। পদটি এই — "নাহি উঠল তিরে সে ধনি রাই। মঝু মখ সুন্দরি অবনত চাই ॥ এ সখি পেখল অপরুব গোরি। বল করি চীত চোরায়লি মোরি ॥ একলি চললি ধনি হোই আগুআন। উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান ॥ কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়। আস নিরাস দগধ তনু মোয় ॥" 'বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার', (পৃঃ ১০৮) থেকে উদ্ধৃত।

শকুন্তলা উত্তম নায়িকা। তাই তার মুখে হাসির ছোঁয়া। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন ধরণের পাত্রের জন্য বিভিন্ন প্রকারের হাসি নির্দিষ্ট আছে। হাসি ছয় প্রকার। স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত এবং অতিহসিত। উত্তম পাত্রের জন্য প্রথম দুপ্রকার, অর্থাৎ স্মিত এবং হসিত নির্দিষ্ট। মধ্যম পাত্রের বিহসিত এবং অবহসিত। অধমপাত্রের জন্য অপহসিত এবং অতিহসিত। হসিতের লক্ষণ — 'কিঞ্চিল্লক্ষ্যদ্বিজং তত্র হসিতং কথিতং বুধৈঃ'। (সা দ তৃতীয়)। দন্ত সামান্য প্রকাশিত হলে তাকে হসিত বলে। এসম্বন্ধে আলোচনার জন্য 'অর্থদ্যোতনিকা' দ্রষ্টব্য।

[২.১৩]

বিদূষকঃ — ণ ক্খু দিট্‌ঠমেত্তস্‌স তুহ অঙ্কং সমারোহদি (ন খলু দৃষ্টমাত্রস্য তব অঙ্কং সমারোহতি।)

রাজা — মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ শালীনতয়াপি কামমাবিষ্কৃতো ভাবস্তত্রভবত্যা। তথাহি —

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্ ॥ ১২ ॥

বিসন্ধি—শালীনতয়া + অপি। কামম্ + আবিষ্কৃতঃ। ভাবঃ + তত্রভবত্যা। ইতি + অকাণ্ডে। কতিচিৎ + এব। আসীৎ + বিবৃত্তবদনা। বল্কলম্ + অসক্তম্ + অপি।

অন্বয়—তন্বী কতিচিৎ এব পদানি গত্বা দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষতঃ ইতি অকাণ্ডে স্থিতা। দ্রুমাণাম্ শাখাসু বল্কলম্ অসক্তম্ অপি বিমোচয়ন্তী বিবৃত্তবদনা আসীৎ চ।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — দৃষ্টমাত্রস্য (তা দেখামাত্রই তো) তব অঙ্কং (আপনার কোলে) ন খলু সমারোহতি (চড়ে বসতে পারেন না)। রাজা — মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ (আমরা যখন একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম তখন কিন্তু) শালীনতয়া অপি (তার সলজ্জ আচরণের মধ্যেও) তত্রভবত্যা (সেই শকুন্তলা) কামম্ (ভালোভাবেই) ভাবঃ (আমার প্রতি অনুরাগের পরিচয়) আবিষ্কৃতঃ (রেখে গেছে)। তথাহি (দেখই না) — তন্বী (সেই তন্বী শকুন্তলা) কতিচিৎ এব পদানি গত্বা (কয়েক পা গিয়েই) দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষতঃ (কুশের ডগা

পায়ে বিঁধেছে) ইতি (এইভাবে দেখিয়ে) অকাণ্ডে স্থিতা (অকারণেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল)। দ্রুমাণাম্ শাখাসু (গাছের ডালে) বল্কলম্ অসক্তম্ অপি (পরিধেয় বল্কল জড়িয়ে না গেলেও) বিমোচয়ন্তী (তা ছাড়ানোর ভান করে) বিবৃত্তবদনা চ আসীৎ (আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — তা দেখামাত্রই তো আর আপনার কোলে উঠে বসতে পারে না।

রাজা — (তা ঠিক্)। তবে আমরা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন সলজ্জ আচরণের মধ্যেও সেই শকুন্তলা ভালোভাবেই আমার প্রতি অনুরাগের পরিচয় রেখে গেছে। দেখনা —

সেই তন্বী (শকুন্তলা) কয়েক পা গিয়েই, কুশের ডগায় পা বিঁধেছে এই ভাব দেখিয়ে অকারণেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গাছের ডালে পরিধেয় বল্কল জড়িয়ে না গেলেও তা খোলার ভান করে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাঘবভট্ট—ন খলু দৃষ্টমাত্রস্য তবাঙ্কং সমারোহতি। খল্বিতি জিজ্ঞাসায়াম্। 'নিষেধ বাক্যা-লংকারজিজ্ঞাসানুনয়ে খলু' ইত্যমরঃ। প্রস্থানে গমনারম্ভে শালীনতয়াঽধৃষ্টতয়াপ্যেকান্তে কামমত্যর্থমাবিষ্কৃতো ভাবশ্চিত্তাভিপ্রায়ঃ। 'শালীনকৌপীনে অধৃষ্টাকার্যয়োঃ' ইতি নিপাতঃ। অতএব প্রথমাঙ্কান্তে 'সব্যাজং বিলম্ব্য' ইত্যুক্তিঃ। 'মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপি' ইত্যমরঃ। দর্ভেতি। তন্বী সা কতিচিদেব দ্বিত্রাণ্যেব। ন তু ত্রিচতুরাণি। তেনোৎকণ্ঠাতিশয়ো ধ্বনিতঃ। পদানি গত্বাঽকাণ্ডেঽনবসরেঽকস্মাৎ স্থিতা। 'কাণ্ডং চাবসরে বাণে' ইতি ধরণিঃ। তন্বীত্বাদেব গমনাসহত্বং ভবিষ্যতীত্যত আহ — দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইতি। ন তু দর্ভেণ। তস্য সত্ত্বে ব্যাজো ন স্যাৎ। অঙ্কুরস্যাদৃশ্যমানতয়া ব্যাজসংভবাৎ। অতোঽঙ্কুরপদে ব্যাজেন বিলম্বিতমিতি ধ্বনিতম্। দ্রুমাণাং শাখাস্বসক্তমপি বল্কলং বিমোচয়ন্তী বিবৃত্তবদনাসীৎ। অত্র বহুবচনে বিবৃত্তবদনাত্বস্য বৃত্তির্ব্যক্তা। বিরোধাভাসো হেতুশ্চ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। রেণরণ ইতি দানিদনেতি ছেকানুপ্রাসোঽপি। বসন্ততিলকাবৃত্তম্। অথানুরাগেঙ্গিতমিত্যধিকৃত্যোক্তং রতিবিলাসে — 'বিলম্বস্তু পথি ব্যাজাৎ পরাবৃত্যাপি দর্শনম্' ইত্যাদি।

সুষমা—[১] শালীনতয়া — শালাপ্রবেশমর্হতীতি শালা + খঞ্ = শালীনম্। উত্তরপদে 'প্রবেশন' লোপ পাচ্ছে। সূত্র — 'শালীনকৌপীনে অধৃষ্টাকার্যয়োঃ'। শালীনস্য ভাবঃ শালীনতা — শালীন + তল্ + টাপ্। [২] দর্ভাঙ্কুরেণ — দর্ভস্য অঙ্কুরঃ (ষষ্ঠী তৎ) তেন। [৩] বিবৃত্তবদনা — বিবৃত্তং বদনং যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। বি — বৃৎ + ক্ত। [৪] বিমোচয়ন্তী — বি-মুচ্ + ণিচ্ + শতৃ, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। [৫] অসক্তম্ — ন সক্তম্ (নঞ্ তৎ) ; সঞ্জ্ + ক্ত = সক্ত। [৬] 'অসক্তমপি বিমোচয়ন্তী' — এখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার। মুগ্ধা নায়িকার স্বভাব বর্ণনার কারণে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারও আছে। এছাড়া ব্যাজোক্তি এবং হেতু। শ্রুতি-বৃত্তি-ছেকানুপ্রাস। [৭] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রথম অঙ্কে (১.৩১) বর্ণিত শকুন্তলার সব্যাজাবলোকনের (অহিণঅকুসসূঈএ'

ইত্যাদির) কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমযৌবনা মুগ্ধা নায়িকার এরকম ভাবের কথা কামশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে। 'বিলম্ব্যস্তু পথি ব্যাজাৎ পরাবৃত্ত্যাপি দর্শনম্' (কামসূত্র)। 'ক্ষণং সরলবীক্ষণং ক্ষণমপাঙ্গবীক্ষণম্ / ক্ষণং রজসি খেলনং ক্ষণমতীব ভূয়াদরঃ। ক্ষণং দ্রুততরা গতিঃ ক্ষণমতীব মন্দা গতিঃ / ক্ষণক্ষণবিলক্ষণং জয়তি চেষ্টিতং সুভ্রুবঃ'॥ (শাস্ত্রী-দ্বিবেদীতে উদ্ধৃত)।

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে আলোচ্য শ্লোকের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি / বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন। মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হন্ত দৃগন্তভঙ্গীং / রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্ব্যতানীৎ ॥"

[২.১৪]

বিদূষকঃ — তেণ হি গহীদপাহেও হোহি। কিদং তুএ উববণং তবোবণং ত্তি পেক্খামি। (তেন হি গৃহীতপাথেয় ভব। কৃতং ত্বয়া উপবনং তপোবনম্ ইতি পশ্যামি।)

রাজা — সখে, তপস্বিভিঃ কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতোঽস্মি। চিন্তয় তাবৎ কেনাপদেশেন সকৃদপ্যাশ্রমে বসামঃ।

বিদূষকঃ — কো অবরো অবদেসো তুম রাআণং। ণীবারছট্‌ঠভাঅং অম্হাণং উবহরন্তু ত্তি। (কঃ অপরঃ অপদেশঃ তব রাজ্ঞঃ। নীবারষষ্ঠভাগম্ অস্মাকম্ উপহরন্তু ইতি।)

রাজা — মূর্খ, অন্যদ্‌ভাগধেয়মেতেষাং রক্ষণে নিপততি, যদ্রত্নরাশীনপি বিহায়াভিনন্দ্যম্। পশ্য —

> যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তৎ ফলম্।
> তপঃষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥ ১৩ ॥

বিসন্ধি—কৈঃ + চিৎ। পরিজ্ঞাতঃ + অস্মি। কেন + অপদেশেন। সকৃৎ + অপি + আশ্রমে। অন্যৎ + ভাগধেয়ম্ + এতেষাম্। যৎ + রত্নরাশীন্ + অপি। বিহায় + অভিনন্দ্যম্। যৎ + উত্তিষ্ঠতি। তপঃষড়্‌ভাগম্ + অক্ষয্যম্। দদতি + আরণ্যকাঃ।

অন্বয়—নৃপাণাং বর্ণেভ্যঃ যৎ উত্তিষ্ঠতি তৎ ফলং ক্ষয়ি, আরণ্যকাঃ অক্ষয্যং তপঃষড়্‌ভাগং নঃ দদতি হি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — তেন হি (তাহলে) গৃহীতপাথেয়ঃ ভব (পথের সম্বল গ্রহণ করুন)। ত্বয়া (আপনি) তপোবনং (তপোবনকে) উপবনং কৃতম্ ইতি পশ্যামি (উপবন করে তুলেছেন দেখছি)। রাজা — সখে (বন্ধু)! কৈশ্চিৎ তপস্বিভিঃ (কয়েকজন তপস্বী) পরিজ্ঞাতঃ অস্মি (আমায় চিনে ফেলেছে)। চিন্তয় তাবৎ (একটু ভেবে বের করত') কেন অপদেশেন (কোন ছুতোয়) আশ্রমে সকৃৎ অপি বসামঃ (অন্ততঃ আর একবারের জন্যও

আশ্রমে ঢুকতে পারি)। বিদূষকঃ — তব রাজ্ঞঃ (আপনি তো রাজা) কঃ অপরঃ অপদেশঃ (আপনার আবার ছুতোর দরকার কি)? অস্মাকম্ (আমাদের) নীবারষষ্ঠভাগম্ উপহরন্তু ইতি (প্রাপ্য নীবারধানের এক-ষষ্ঠাংশ দিন — এই বললেই হল')। রাজা — মূর্খ (তুমি একটি মূর্খ) ; এতেষাং রক্ষণে (এঁদের রক্ষা করার জন্য) অন্যৎ ভাগধেয়ম্ নিপততি (অন্য এক জিনিষ কর-হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি), যৎ (যা নাকি) রত্নরাশীন্ অপি বিহায় (রত্নরাশি ত্যাগ করেও) অভিনন্দ্যম্ (সাদরে গ্রহণযোগ্য)। পশ্য (দেখ), নৃপাণাং (রাজারা) বর্ণেভ্যঃ যৎ উত্তিষ্ঠতি (অন্যান্য বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসেবে যা পেয়ে থাকেন) তৎ ফলং ক্ষয়ি (সেইসব জিনিষ নশ্বর) — আরণ্যকাঃ (বনবাসী তপস্বীরা) নঃ (আমাদের) অক্ষয্যং তপঃষড়্ভাগং (তপস্যার সঞ্চিত পুণ্যের অক্ষয় এক-ষষ্ঠাংশ) দদতি হি (দিয়ে থাকেন)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — তাহলে পথের সম্বল গ্রহণ করে নিন। আপনি তপোবনকে উপবন করে তুলেছেন দেখছি।

রাজা — বন্ধু, কিছু তপস্বী আমায় চিনে ফেলেছেন। একটু ভেবে বের করত, কোন ছুতোয় অন্ততঃ আর একবারের জন্যও আশ্রমে ঢুকতে পারি।

বিদূষক — আপনি তো রাজা। আপনার আবার ছুতোয় কি প্রয়োজন? আমাদের প্রাপ্য নীবার-ধানের এক-ষষ্ঠ্যংশ দিন — এই বললেই হল।

রাজা — তুমি একটি মূর্খ। এঁদের রক্ষার জন্য কর হিসেবে আমরা অন্য এক জিনিষ পেয়ে থাকি, যা নাকি রত্নরাশি উপেক্ষা করেও সাদরে গ্রহণ করার জিনিষ। দেখ —

রাজারা অন্যান্য (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি) প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসেবে যা পেয়ে থাকেন সেসব জিনিষ নশ্বর। কিন্তু বনবাসী তপস্বীরা আমাদের তাঁদের তপস্যার্জিত পুণ্যের অক্ষয় এক-ষষ্ঠাংশ (কর হিসেবে) দিয়ে থাকেন।

রাঘবভট্ট—তেন হি গৃহীতপাথেয়ো ভব। গৃহীতপাথেয় ইত্যুদ্যোগস্যাবশ্যকর্তব্যতা ধ্বনিতা। যথা কচিজ্জিগমিষুং প্রতি কশ্চিৎ বদতি পাথেয়ং গৃহাণেতি তদ্বৎ। পথি সাধু পাথেয়ম্। 'পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ঢঞ্' ইতি ঢঞ্। কৃতং ত্বয়োপবনং তপোবনমিতি পশ্যামি। উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবে ব্যত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ। অপদেশেন ব্যাজেন। 'ব্যাজোঽপদেশো লক্ষ্যং চ' ইত্যমরঃ। সকৃদেকবারম্। ইত্যনেনোৎকণ্ঠাতিশয়ো ব্যজ্যতে। কোঽপরোঽপদেশঃ। তুম তব রাজ্ঞ ইতি। 'তুম' ইতি ষষ্ঠ্যেকবচনে যুষ্মদ আদেশঃ 'তইতুম্তেতুম্হতুহতুহংতুবতুম — ' ইত্যাদিসূত্রেণ। 'ঙসি তুমতুঋতুম্হাঃ' ইতি বররুচিসূত্রং চ। নীবারষষ্ঠভাগমস্মাকমুপ-হরন্ত্বিতি। অয়মেবাপদেশ ইত্যর্থঃ। ভাগধেয়ং রাজগ্রাহ্যো ভাগঃ। 'ভাগরূপনামভ্যো ধেয়ঃ' ইতি স্বার্থে ধেয়ঃ। 'ভাগধেয়ং মতং ভাগ্যং ভাগধেয়ঃ স্মৃতো বলিঃ' ইতি ধরণিঃ। যদুত্তিষ্ঠতীতি। বর্ণেভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যো যৎ ফলমুত্তিষ্ঠত্যুৎপদ্যতে তৎ ক্ষয়ি বিনাশি। প্রকারসহস্রৈরপি ন স্থায়ীতি ব্যজ্যতে। আরণ্যকাস্তপস্বিনো নোঽস্মাকমক্ষয্যমবিনাশি তপঃষড়্ভাগং দদতি।

'ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে' ইতি নিপাতনাৎ সাধু। অক্ষয্যমিতি প্রযত্নসহস্রৈরপি ন নশ্যতীতি ধ্বন্যতে। ব্যতিরেকালংকারঃ। 'চিন্তয়'ইত্যাদিনৈতদন্তেন বিলাসো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বিলাসঃ সংগমার্থস্তু ব্যাপারঃ পরিকীর্তিতঃ'ইতি।

সুষমা—[১] পরিজ্ঞাতঃ — পরি — জ্ঞা + ক্ত কর্মণি। [২] অপদেশেন — অপ — দিশ্ + ঘঞ্ করণে = অপদেশঃ ; তেন। [৩] ভাগধেয়ম্ — ভাগ এব ইতি ভাগধেয়ঃ। স্বার্থে ধেয় প্রত্যয়। [৪] নির্বপন্তি — নির্ — বপ্ + লট্ প্রথমপুরুষ বহুবচন। [৫] উত্তিষ্ঠতি — উৎ — স্থা + লট্, প্রথমপুরুষ একবচন। উৎপূর্বক স্থা ধাতু ঊর্দ্ধকর্ম (উপরে ওঠা) না বোঝালে আত্মনেপদ হয়। ঊর্দ্ধকর্মে পরস্মৈপদ। মুক্তৌ উত্তিষ্ঠতে। কিন্তু ধূমঃ উত্তিষ্ঠিতি। এখানে ঊর্দ্ধকর্ম অর্থ নেই। তাহলে আত্মনেপদ নয় কেন? উত্তর — 'ঈহায়াম্ ইতি বক্তব্যম্' এই বার্তিকে চেষ্টা না বোঝানোয় আত্মনেপদ বাধিত হয়েছে। [৬] বর্ণেভ্যঃ — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। অপাদানে ৫মী। [৭] ক্ষয়ি — ক্ষি + ইনি, তাচ্ছীল্যে কর্তরি। [৮] তপঃষড়্ভাগম্ — ষট্ ভাগঃ ষড়্ভাগঃ (কর্মধা)। এখানে ষট্ = ষষ্ঠ। সংজ্ঞা না বোঝানোয় 'দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্' এই সূত্রে কর্মধারয় নয়। তপসঃ ষড়্ভাগঃ (ষষ্ঠীতৎ), তম্। [৯] অক্ষয্যম্ — ক্ষেতুং শক্যম্ এই অর্থে ক্ষি + যৎ কর্মণি = ক্ষয্যম্। সূত্র 'ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে'। ন ক্ষয্যম্ = অক্ষয্যম্ (নঞ্ তৎ)। [১০] আরণ্যকাঃ — অরণ্যে ভব ইতি অরণ্য + বুঞ্ = আরণ্যকঃ। সূত্র — 'অরণ্যান্মনুষ্যে'। [১১] তপস্যার প্রাধান্য প্রতিপাদনের কারণে ব্যতিরেক অলঙ্কার। 'আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতাঽথবা। ব্যতিরেকঃ' (সা. দ.)। [১২] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রাচীন ভারতের করপ্রদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 'পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয় রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ। ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠঃ দ্বাদশ এব বা ॥ আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্। গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ ॥ পত্রশাখতৃণানাং চ চর্মণাং বৈদলস্য চ। মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্বস্যাশ্মময়স্য চ ॥' (মনু-সংহিতা, ৭ম) ; এই ব্যবস্থা সাধারণ লোকের জন্য। আরণ্যক ঋষিদের কাছ থেকে রাজা কোন' দ্রব্য কর হিসাবে নেবেন না। তুঃ 'ম্রিয়মাণোঽপি আদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্'। (মনু. ৬ষ্ঠ) ; তবে মুনিঋষিদের রক্ষার কারণে তিনি তাঁদের তপস্যার পুণ্যের ষড়্ভাগ পেয়ে থাকেন। তুঃ 'সর্বতো ধর্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ। অধর্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ ॥ যদধীতে যদ্যজতে যদ্দদাতি যদর্চতি। তস্য ষড়্ভাগভাগ্ রাজা সম্যগ্ ভবতি রক্ষণাৎ ॥' (মনু ৮।৩০৪, ৩০৫)

[২.১৫]

(নেপথ্যে)

হন্ত সিদ্ধার্থৌ স্বঃ।

রাজা — (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, ধীরপ্রশান্তস্বরৈস্তপস্বিভির্ভবিতব্যম্।

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ — জেদু জেদু ভট্টা। এদে দুবে ইসিকুমারআ পড়িহারভূমিং উবট্ঠিদা। (জয়তু জয়তু ভর্তা। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারৌ প্রতীহারভূমিম্ উপস্থিতৌ।)

রাজা — তেন হ্যবিলম্বিতং প্রবেশয় তৌ।

দৌবারিকঃ — এসো পবেসেমি। (নিষ্ক্রম্য ঋষিকুমারাভ্যাং সহ প্রবিশ্য) ইদো ইদো ভবন্তৌ। (এষ প্রবেশয়ামি। ইতঃ ইতঃ ভবন্তৌ।)

(উভৌ রাজানং বিলোকয়তঃ)

প্রথমঃ — অহো দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তাস্য বপুষঃ। অথবোপপন্নমেতদৃষিভ্যো নাতিভিন্নে রাজনি। কুতঃ —

অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্বভোগ্য
রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ
পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্বঃ ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধি—ধীরপ্রশান্তস্বরৈঃ + তপস্বিভিঃ + ভবিতব্যম্। হি + অবিলম্বিতম্। দীপ্তিমতঃ + অপি। বিশ্বসনীয়তা + অস্য। অথবা + উপপন্নম্ + এতৎ + ঋষিভ্যঃ। ন + অতিভিন্নে। বসতিঃ + অমুনা + অপি + আশ্রমে। রক্ষাযোগাৎ + অয়ম্ + অপি। অস্য + অপি। বশিনঃ + চারণ ......। মুনিঃ + ইতি।

অন্বয়—অমুনা অপি সর্বভোগ্যে আশ্রমে বসতিঃ অধ্যাক্রান্তা। অয়ম্ অপি রক্ষাযোগাৎ (ঋষিভিঃ ইব) প্রত্যহং তপঃ সঞ্চিনোতি। বশিনঃ অস্য অপি চারণদ্বন্দ্বগীতঃ দ্যাং স্পৃশতি। কেবলং (অস্য) পুণ্যো 'মুনিঃ' ইতি শব্দঃ রাজপূর্বঃ (ইতি)।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] হন্ত, সিদ্ধার্থৌ স্বঃ (যাক্, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ রাজার দেখা পাওয়া গেছে)। রাজা — [কর্ণং দত্বা — সেই কথা শুনে] অয়ে (ওহে), ধীরপ্রশান্তস্বরৈঃ (এই কণ্ঠস্বর ধীর ও প্রশান্ত) তপস্বিভিঃ ভবিতব্যম্ (মনে হয় তপস্বীদের কণ্ঠস্বর)। দৌবারিকঃ (দ্বাররক্ষক, দ্বারপাল) — [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] জয়তু জয়তু ভর্তা (মহারাজের জয় হোক্। ভর্তা — স্বামী, এখানে মহারাজ বা প্রভু)। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারৌ (এই দুই ঋষিকুমার) প্রতীহারভূমিম্ (দ্বারদেশে) উপস্থিতৌ (উপস্থিত হয়েছেন)। রাজা — তেন হি (তাহলে) অবিলম্বিতং প্রবেশয় তৌ (অবিলম্বেই তাঁদের নিয়ে এস)। দৌবারিকঃ — এষ প্রবেশয়ামি (আজ্ঞে এক্ষুনি আনছি)। [নিষ্ক্রম্য ঋষিকুমারাভ্যাং সহ প্রবিশ্য — বেরিয়ে গিয়ে দুই ঋষিকুমারকে নিয়ে প্রবেশ ক'রে] ইতঃ ইতঃ ভবন্তৌ (এইদিকে আসুন ; এইদিকে)। [উভৌ রাজানং বিলোকয়তঃ — দুইজনে রাজাকে দেখতে লাগলেন] প্রথমঃ (প্রথম ঋষিকুমার) — অহো (কি আশ্চর্য)! দীপ্তিমতঃ

অপিঃ অস্য বপুষঃ (এঁর তেজোপূর্ণ শরীর হ'লেও) বিশ্বসনীয়তা (কাছে যেতে কোন ভয় হচ্ছে না — এইরকম ভাব)। অথবা (অথবা) ঋষিভ্যো ন অতিভিন্নে রাজনি (ঋষিদের থেকে খুব তফাৎ নেই এমন রাজার পক্ষে) উপপন্নম্ এতৎ (এটাই যুক্তিযুক্ত)। কুতঃ (কেননা), অমনুা অপি (ইনিও) সর্বভোগ্যে আশ্রমে (সবরকমের ভোগসুখে পরিপূর্ণ আশ্রমে) বসতিঃ অধ্যাক্রান্তা (বাস করেন)। অয়ম্ অপি (ইনিও) রক্ষাযোগাৎ (প্রজাসাধারণের রক্ষার মাধ্যমে) প্রত্যহং (প্রতিদিন) তপঃ সঞ্চিনোতি (তপঃসঞ্চয় অর্থাৎ তপস্যার ফল সঞ্চয় করে থাকেন)। বশিনঃ অস্য অপি (ইনিও সংযমী, তাই এঁরও) চারণদ্বন্দ্বগীতঃ (চারণযুগলের অর্থাৎ স্তুতিপাঠক যুগলের বন্দনা) দ্যাং স্পৃশতি (আকাশ স্পর্শ করে)। কেবলম্ (কেবলমাত্র) [অস্য — এঁর] পুণ্যো 'মুনিঃ' ইতি শব্দঃ রাজপূর্বঃ (পুণ্য 'মুনি' শব্দের পূর্বে 'রাজ' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ইনি রাজমুনি বা রাজর্ষি — এই মাত্র বিশেষ)।

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

যাক, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা — (সেই কথা শুনে) ওহে, এই ধীর অথচ প্রশান্ত কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে এঁরা তপস্বী।

দৌবারিক (দ্বাররক্ষক) — (প্রবেশ ক'রে) জয় হোক্, মহারাজের জয় হোক্। এই দুই ঋষিকুমার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা — তাহলে অবিলম্বেই তাঁদের নিয়ে এস'।

দৌবারিক — আজ্ঞে, এক্ষুণি আনছি। (বেরিয়ে দুই ঋষিকুমারকে নিয়ে প্রবেশ করে) এইদিকে আসুন, এইদিকে।

(দুই ঋষিকুমার রাজাকে দেখতে লাগলেন)

প্রথম ঋষিকুমার — এঁর শরীর কি তেজোময়, কিন্তু কাছে যেতে কোন ভয় হচ্ছে না। অথবা, ঋষিদের থেকে খুব তফাৎ নেই এমন রাজার পক্ষে এটাই যুক্তি যুক্ত। কেননা —

ইনিও সবরকম ভোগসুখে পরিপূর্ণ আশ্রমে বাস করেন। ইনিও প্রজাসাধারণের রক্ষার মাধ্যমে প্রতিদিনই তপস্যার ফল সঞ্চয় করে থাকেন। ইনিও সংযমী। তাই এঁরও চারণযুগলের বন্দনা (প্রত্যহ) আকাশ স্পর্শ করে। কেবলমাত্র এঁর পুণ্য 'মুনি' শব্দের পূর্বে 'রাজ' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে — অর্থাৎ ইনি রাজমুনি বা রাজর্ষি — এই মাত্র বিশেষ।

রাঘবভট্ট—হন্তেতি হর্ষে। হন্ত হর্ষেঽনুকম্পায়াম্' ইত্যমরঃ। সিদ্ধার্থৌ নিষ্পন্নপ্রয়োজনৌ। রাজ্ঞো দর্শনেনৈব। জয়তু ভর্তা। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারৌ প্রতীহারভূমিং দ্বারস্থানমুপস্থিতৌ। স্ত্রী দ্বার্দ্বারং প্রতীহারঃ' ইত্যমরঃ। 'ভূমিঃ স্যাৎ স্থানমাত্রকে' ইতি বিশ্বঃ। এষ প্রবেশয়ামি। ইত ইতো ভবন্তৌ। অহো ইত্যাশ্চর্যে। দীপ্তিমতোঽপি তেজোযুক্তস্যাপি। নাতিভিন্নে সদৃশে। ন সমাসঃ। সাদৃশ্যমেব শ্লোকেনাহ — অধীতি। অমুনা অপিশব্দাৎ সর্বত্র মুনিঃ। সর্বৈর্ব্রহ্মচারিপ্রমুখৈর্ভোগ্যে আশ্রয়ণীয়ঃ। সর্বভোগ্যস্তস্মিন্নাশ্রমে গৃহস্থাশ্রমে। বসতিগৃহ-

মধ্যাক্রান্তা অঙ্গীকৃতা। মুনিপক্ষে সর্বৈর্বটুভির্ভোগ্যঃ পাঠার্থমাশ্রয়ণীয়স্তস্মিন্ আশ্রমে মঠে বসতিঃ স্থানমঙ্গীকৃতম্। 'আশ্রমো ব্রতিনাং মঠে। ব্রহ্মচর্যাদিচতুষ্কে' ইতি। 'বসতিঃ স্যাদবস্থানে নিশায়াং সদনেঽপি চ' ইতি হৈমঃ। উক্তং চ পদ্মপুরাণে — 'যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে চতুরাশ্রমাঃ ॥' ইতি। রক্ষাযোগাৎ প্রজাপরিপালনাৎ। তপো লোকোত্তরং ধর্মং সঞ্চিনোতি। রক্ষার্থং শরীররক্ষার্থম্। যোগোঽষ্টাঙ্গস্তন্নিমিত্তম্। তপশ্চান্দ্রায়ণাদি। সঞ্চিনোতি করোতি। 'তপশ্চান্দ্রায়ণাদৌ স্যাদ্ধর্মে লোকাত্তরেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। চারণানাং দ্বন্দ্বং স্ত্রীপুরুষযুগলম্। 'স্ত্রীপুংসৌ মিথুনং দ্বন্দ্বম্' ইত্যমরঃ। তেন গীত ইতি বিশেষণমনুবাদ্যম্। চারণলক্ষণং রত্নাকরে — 'কিঙ্কিণী-বাদ্যবেদী চ বৃতো বিকটনর্তকৈঃ। মর্মজ্ঞঃ সর্বরোগেষু চতুরশ্চারণো মতঃ ॥' ইতি। কেবলং রাজপূর্বো মুনিরিতি শব্দঃ। রাজর্ষিরিত্যর্থঃ। দ্যাং স্বর্গং স্পৃশতি। 'দ্যৌঃ স্বর্গসুরবর্ত্মনোঃ' ইতি বিশ্বঃ। শ্লেষো ব্যতিরেকশ্চ।

সুষমা—[১] ধীরপ্রশান্তস্বরৈঃ — ধীরশ্চাসৌ প্রশান্তশ্চেতি (কর্মধা) ; ধীরপ্রশান্তঃ স্বরঃ (কর্মধা), তৈঃ। 'ইত্থম্ভূতলক্ষণে' — এই সূত্রে তৃতীয়া। [২] দীপ্তিমতঃ — দীপ্ + ক্তিন্ = দীপ্তি। দীপ্তি মতুপ্ ষষ্ঠী একবচন। [৩] উপপন্নম্ — উপ — পদ্ + ক্ত। [৪] ঋষিভ্যঃ — অন্যার্থক ভিন্নশব্দযোগে পঞ্চমী। [৫] নাতিভিন্নে — নঞর্থক 'ন' শব্দের সঙ্গে সুপ্সুপা সমাস। ন অতিভিন্নঃ, নাতিভিন্নঃ, তস্মিন্। [৬] অধ্যাক্রান্তা — অধি + আ — ক্রম্ + ক্ত + টাপ্। [৭] সর্বভোগ্যে — সর্বৈঃ ভোগ্যঃ (৩য়া তৎ বা সহসুপা), তস্মিন্। মনুসংহিতায় আছে — "যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ।' (তৃতীয় অধ্যায়) ; [৮] রক্ষাযোগাৎ — রক্ষায়াঃ যোগঃ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। [৯] সঞ্চিনোতি — সম্ — চি + লট্, প্রথম পুরুষ, একবচন। [১০] চারণদ্বন্দ্বগীতঃ — চারণানাং দ্বন্দ্বানি (৬ষ্ঠী তৎ) ; তৈঃ গীতঃ (৩য়া তৎ)। [১১] রাজপূর্বঃ — রাজা ইতি শব্দঃ পূর্বে যস্য সঃ (বহুব্রী)। [১২] রাজা এবং ঋষি দুয়ের পক্ষেই বিশেষণগুলি প্রযোজ্য হওয়ায় শ্লেষ। আবার রাজার সঙ্গে ঋষির তফাতের কথা বলায় ব্যতিরেক। রাজার সঙ্গে ঋষির ধর্মের সাদৃশ্য বর্ণনায় তুল্যযোগিতা। [১৩] মন্দাক্রান্তা ছন্দ।

[২.১৬]

দ্বিতীয়ঃ — গৌতম, অয়ং স বলভিৎসখো দুষ্যন্তঃ ?

প্রথমঃ — অথ কিম্।

দ্বিতীয়ঃ — তেন হি —

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রী-
মেকঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরা বদ্ধবৈরা হি দৈত্যৈ-
রস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥ ১৫ ॥

বিসন্ধি—ন + এতৎ + চিত্রম্। যৎ + অয়ম্ + উদধিশ্যামসীমাম্। ধরিত্রীম্ + একঃ। নগর ... বাহুঃ + ভুনক্তি। দৈত্যৈঃ + অস্য + অধিজ্যে।

অন্বয়—নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুঃ অয়ম্ একঃ উদধিশ্যামসীমাং কৃৎস্নাং ধরিত্রীং ভুনক্তি ইতি যৎ এতৎ ন চিত্রম্। দৈত্যৈঃ বদ্ধবৈরাঃ সুরাঃ সমিতিষু অস্য অধিজ্যে ধনুষি পৌরুহূতে চ বজ্রে বিজয়ম্ আশংসন্তে।

বাংলা প্রতিশব্দ—দ্বিতীয়ঃ — (দ্বিতীয় ঋষিকুমার) — গৌতম (ওহে গৌতম), অয়ং সঃ (ইনিই কি সেই) বলভিৎসখঃ দুষ্যন্তঃ (বলনামক অসুরের নিহন্তা অর্থাৎ ইন্দ্র, তাঁর বন্ধু দুষ্যন্ত)? প্রথমঃ — অথ কিম্ (হ্যাঁ, তাই)। দ্বিতীয়ঃ — তেন হি (তাহলে) — নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুঃ (নগরের প্রবেশদ্বারের কবাটের মত দীর্ঘ বাহুর অধিকারী) অয়ম্ একঃ (ইনি একাই) উদধিশ্যামসীমাং (সাগরের নীল বেলাভূমি পর্যন্ত অর্থাৎ সাগরবেষ্টিত) কৃৎস্নাং ধরিত্রীং (সমগ্র পৃথিবীকে) ভুনক্তি (যে পালন করে থাকেন) ইতি যৎ (এই বিষয়ে) এতৎ ন চিত্রম্ (আশ্চর্যের কিছু নেই)। দৈত্যৈঃ বদ্ধবৈরাঃ (দৈত্যদের সঙ্গে চিরদিনের শত্রুতা আছে এমন) সুরাঃ (দেবতারা) সমিতিষু (যুদ্ধ লাগলে) অস্য (এঁর) অধিজ্যে ধনুষি (জ্যাযুক্ত ধনুর) পৌরুহূতে চ বজ্রে (এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের উপর নির্ভর ক'রে বিজয়ম্ আশংসন্তে (জয়ের আশা করে থাকেন)।

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় (ঋষিকুমার) — ওহে গৌতম, বল-নামক দৈত্যের যিনি ঘাতক সেই ইন্দ্র যাঁর বন্ধু, — ইনিই কি সেই দুষ্যন্ত?

প্রথম (ঋষিকুমার) — ঠিকই বলেছ। (অবশ্যই ইনি সেই দুষ্যন্ত — এই ভাব)।

দ্বিতীয় (ঋষিকুমার) — তা হলে —

নগরের প্রবেশদ্বারের কবাটের মত দীর্ঘ বাহুর দ্বারা ইনি একাই যে সাগরের নীল বেলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পৃথিবীকে পালন করে থাকেন — এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্যের কি থাকতে পারে। দৈত্যদের সঙ্গে চিরকালের শত্রুতা আছে যে দেবতাদের তাঁরাও (দৈত্যদের সঙ্গে) যুদ্ধ লাগলে এঁর জ্যা-যুক্ত ধনু আর ইন্দ্রের বজ্রের উপর নির্ভর করে যুদ্ধজয়ের আশা করে থাকেন।

রাঘবভট্ট—বলভিৎসখঃ। অনেন বক্ষ্যমাণবিঘ্নাপসারণক্ষমত্বং ধ্বন্যতে। নৈতদিতি। উদধিশ্যামসীমামিত্যুক্ত একদেশেঽপি তৎসংভবাৎ কৃৎস্নামিত্যুক্তম্। নগরপদেনাত্যন্তদৈর্ঘ্যং ধ্বনিতম্। পরিঘোঽর্গলঃ। 'পরিঘো যোগভেদেঽস্ত্রে মুদ্গরেঽর্গলঘাতয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। তদ্বৎ প্রাংশূ দীর্ঘৌ বাহূ যস্য সঃ। অনেন ভুজসহায়েন সর্বে শত্রবো হতা ইতি কারণে বক্তব্যে সমস্তোর্বীজয়লক্ষণকার্যমেবোক্তমিতি পর্যায়োক্তালংকারঃ। সুরযুবতয়ো ইতি যুবতিগ্রহণং তাসামতিভীরুত্বাদ্বন্দীদুঃখাদ্যনুভবাৎ স্ত্রীত্বেন যুদ্ধাভিমানাদ্যভাবাচ্চ। প্রথমমস্য ধনুষো গ্রহণাদস্যৈব প্রাধান্যং দ্যোত্যতে। পৌরুহূতে চ বজ্র ইতি পশ্চাদুপদেশাদ্ গৌণত্বং ধ্বন্যতে। আশংসন্ত ইতি 'শংসি ইচ্ছায়াম্' ইত্যস্যেদিতো রূপম্। 'শংসু স্তুতির্হিংসনয়োঃ' ইত্যস্য তু

শংসতীতি। তথাসাবেব রঘৌ — 'ইত্যাশশংসে করণৈরবাহ্যৈঃ' ইতি। বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ সমুচ্চয়ালংকারঃ। বজ্রধনুষোর্দ্রব্যয়োঃ সমুচ্চিতত্বাৎ। নৈতচ্চিত্রমিত্যর্থং প্রত্যুত্তরার্থবাক্যার্থস্য হিশব্দেন হেতুত্বোপাদানাৎ কাব্যলিঙ্গমুপমা চ। উভয়োর্মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্। আভ্যাং যুদ্ধবীরো ধ্বন্যতে। তল্লক্ষণং তু — 'অবিস্ময়াদসংমোহাদবিষাদাচ্চ যঃ সতাম্। ধর্মাদ্যর্থবিশেষেষু কার্যতত্ত্ব-বিনিশ্চয়ঃ ॥ তপশ্চ বিনয়ঃ কীর্তিঃ পরাক্রমণশক্তিতা। ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ স্যুঃ' ইতি॥ 'যুদ্ধবীরে হর্ষগর্বমর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। অসহায়েঽপি যুদ্ধেচ্ছা সমরাদনিবর্তনম্ ॥ ভীতাভয়প্রদানাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ। উৎসাহঃ স্থায়িভাবশ্চ ধীরা বীরং বভাষিরে ॥' ইতি। অত্র বিভাবানুভাবাবুপনিবদ্ধৌ। ব্যভিচার্যদয়ঃ স্বয়মূহণীয়াঃ।

সুষমা—[১] বলভিৎসখঃ — বলং ভিনত্তি ইতি বল + ভিদ্ + ক্বিপ্ = বলভিৎ (ইন্দ্র) ; বলভিদঃ সখা (ষষ্ঠী তৎ)। 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্' সূত্রে টচ্। [২] উদধিশ্যামসীমাম্ — উদকানি ধীয়ন্তে অস্মিন্ ইতি উদক + ধা + কি অধিকরণে সংজ্ঞায়াম্ উদধিঃ ; শ্যামা সীমা শ্যামসীমা (কর্মধা) ; উদধিঃ শ্যামসীমা যস্যাঃ সা (বহুব্রী) ; তাম্। 'উদকস্য উদঃ সংজ্ঞায়াম্' সূত্রে উদক-স্থানে উদ। [৩] নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুঃ — নগরস্য পরিঘঃ (৬ষ্ঠী তৎ) ; স ইব প্রাংশুঃ (উপমান কর্মধা) ; তাদৃশৌ বাহূ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৪] ভুনক্তি — 'ভুজোঽনবনে' সূত্রে পালন-ভিন্ন অর্থে ভুজ ধাতু আত্মনেপদ। এখানে পালন অর্থ। তাই পরস্মৈপদ। [৫] আশংসন্তে — আ-শংস্ + লট্, প্রথম পু বহুবচন। [৬] বদ্ধবৈরাঃ — বদ্ধং বৈরং যেষাং তে (বহুব্রী)। [৭] অধিজ্যে — অধিগতা জ্যা যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী), তস্মিন্। [৮] পৌরুহূতে — পুরুহূত + অণ্। পুরুহূত = ইন্দ্র। [৯] শ্লোকের তৃতীয় চরণের 'সমিতিষু সুরা' এই অংশের পাঠান্তর 'সুরযুবতয়ো' (রাঘবভট্ট কর্তৃক গৃহীত) ; রাঘবভট্ট ব্যাখ্যা করেছেন — সুরযুবতিরা বন্দী হবার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রার্থনা করত। তবে সুরযুবতিদের সঙ্গে দৈত্যদের 'বদ্ধবৈরিতা'র চাইতে দেবতাদের বৈরিতাই প্রসিদ্ধ। [১০] কাব্যলিঙ্গ, সমুচ্চয়, উপমা, দীপক প্রভৃতি অলঙ্কার। [১১] নেয়ার্থত্ব এবং অপুষ্টার্থত্ব দোষ আছে বলে অনেকে দেখিয়েছেন। [১২] মন্দাক্রান্তা ছন্দ।

[২.১৭]

উভৌ — (উপগম্য) বিজয়স্ব রাজন্।

রাজা — (আসনাদুত্থায়) অভিবাদয়ে ভবন্তৌ।

উভৌ — স্বস্তি ভবতে। (ফলান্যুপহরতঃ)।

রাজা — (সপ্রণামং পরিগৃহ্য) আজ্ঞামিচ্ছামি।

উভৌ — বিদিতো ভবানাশ্রমসদামিহস্থঃ, তেন ভবন্তং প্রার্থয়ন্তে।

রাজা — কিমাজ্ঞাপয়ন্তি?

উভৌ — তত্রভবতঃ কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাদ্রক্ষাংসি ন ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি। তৎ কতিপয়রাত্রং সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা সনাথীক্রিয়তামাশ্রম ইতি।

রাজা — অনুগৃহীতোঽস্মি।

বিদূষকঃ — (অপবার্য) এষা দাণিং অণুউলা তে অব্ভত্থণা। (এষা ইদানীম্ অনুকূলা তে অভ্যর্থনা।)

রাজা — (স্মিতং কৃত্বা) রৈবতক, মদ্বচনাদুচ্যতাং সারথিঃ সবাণাসনং রথমুপস্থাপয়েতি।

দৌবারিকঃ — জং দেবো আণবেদি। (যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি।) (নিষ্ক্রান্তঃ)

উভৌ — (সহর্ষম্)

অনুকারিণি পূর্বেষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি।
আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ ॥ ১৬ ॥

রাজা — (সপ্রণামম্) গচ্ছতং পুরো ভবন্তৌ। অহমপ্যনুপদমাগত এব।

উভৌ — বিজয়স্ব। (নিষ্ক্রান্তৌ)

বিসন্ধি—আসনাৎ + উত্থায়। ফলানি + উপহরতঃ। আজ্ঞাম্ + ইচ্ছামি। ভবান্ + আশ্রমসদাম্ + ইহস্থঃ। কিম্ + আজ্ঞাপয়ন্তি। মহর্ষেঃ + অসান্নিধ্যাৎ + রক্ষাংসি। ইষ্টিবিঘ্নম্ + উৎপাদয়ন্তি। সনাথীক্রিয়তাম্ + আশ্রমঃ। অনুগৃহীতঃ + অস্মি। মদ্বচনাৎ + উচ্যতাম্। রথম্ + উপস্থাপয় + ইতি। যুক্তরূপম্ + ইদম্। অহম্ + অপি + অনুপদম্ + আগতঃ।

অন্বয়—পূর্বেষাম্ অনুকারিণি ত্বয়ি ইদং যুক্তরূপম্। (যতঃ) আপন্নাভয়সত্রেষু পৌরবাঃ দীক্ষিতাঃ খলু।

বাংলা প্রতিশব্দ—উভৌ (উভয়ে) — বিজয়স্ব রাজন্ (রাজার জয় হোক্)। রাজা — [আসনাৎ উত্থায় — আসন ত্যাগ করে] ভবন্তৌ অভিবাদয়ে (আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন)। উভৌ — স্বস্তি ভবতে (আপনার মঙ্গল হোক্)। [ফলানি উপহরতঃ — রাজাকে ফল উপহার দিলেন] রাজা — [সপ্রণামং পরিগৃহ্য — প্রণামসহকারে গ্রহণ ক'রে] আজ্ঞাম্ ইচ্ছামি (আদেশ করুন, কি করতে পারি)। উভৌ — আশ্রমসদাম্ বিদিতঃ (আশ্রমবাসীরা জেনেছেন) ভবান্ ইহস্থঃ (আপনি এখানে আছেন), তেন (সেই কারণে) ভবন্তং প্রার্থয়ন্তে (আপনাকে একটা অনুরোধ জানিয়েছেন)। রাজা — কিম্ আজ্ঞাপয়ন্তি (তা কি আদেশ)? উভৌ — তত্রভবতঃ মহর্ষেঃ কণ্বস্য অসান্নিধ্যাৎ (পুজনীয় মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে) রক্ষাংসি (রাক্ষসেরা) নঃ (আমাদের) ইষ্টিবিঘ্নম্ উৎপাদয়ন্তি (যজ্ঞের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে)। তৎ (সেই কারণে) সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা (একজন সারথিকে সঙ্গে নিয়ে আপনি) কতিপয়রাত্রম্ (কয়েক রাতের জন্য) আশ্রমঃ সনাথীক্রিয়তাম্ (আশ্রমকে রক্ষা করুন) ইতি (এই আমাদের অনুরোধ)। রাজা — অনুগৃহীতঃ অস্মি (এতে

আমি অনুগৃহীত বোধ করছি)। বিদূষকঃ — [অপবার্য — যাতে অন্যে শুনতে না পায় এমনভাবে] ইদানীম্ (এখন) এষা অভ্যর্থনা (এই অনুরোধতো) তে (আপনার) অনুকূলা (অনুকূলেই গেল — অর্থাৎ যা চাইছিলেন তাই ঘটে গেল — এই ভাব)। রাজা —[স্মিতং কৃত্বা — স্মিত হাস্যে] রৈবতক, সারথিঃ মদ্বচনাৎ উচ্যতাম্ (সারথিকে গিয়ে আমার নাম করে বল যে) সবাণাসনং রথম্ উপস্থাপয় ইতি (যেন ধনুর্বাণ সহ আমার রথ নিয়ে হাজির হয়)। দৌবারিকঃ (দ্বাররক্ষক) — যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি (যে আজ্ঞা, প্রভু)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন]। উভৌ — [সহর্ষম্ — আনন্দের সঙ্গে] পূর্বেষাম্ অনুকারিণি (পূর্বপুরুষদের অনুগামী) ত্বয়ি (আপনার পক্ষে) ইদং যুক্তরূপম্ (এরকমটাই যথাযোগ্য হয়েছে)। [যতঃ — কেননা] আপন্নাভয়সত্রেষু (বিপন্নদের রক্ষা করা রূপ যজ্ঞে) পৌরবাঃ দীক্ষিতাঃ খলু (পুরুবংশীয়রা চিরদিনই নিরত থাকেন)। রাজা — [সপ্রণামম্ — প্রণামসহকারে] ভবন্তৌ পুরঃ গচ্ছতম্ (আপনারা দুজনে এগোন)। অহমপি (আমিও) অনুপদম্ আগত এব (পেছন পেছনই যাচ্ছি)। উভৌ — বিজয়স্ব (আপনার জয় হোক্)। [নিষ্ক্রান্তৌ — দুই ঋষিকুমার বেরিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ—উভয়ে — রাজার জয় হোক্।

রাজা — (আসন ছেড়ে উঠে) আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

উভয়ে — কল্যাণ হোক্। (রাজাকে ফল উপহার দিলেন)

রাজা — (প্রণাম করে গ্রহণ ক'রে) তা আপনাদের জন্য কিছু করণীয় আছে কি?

উভয়ে — আশ্রমবাসীরা জেনেছেন যে আপনি (বর্তমানে) এখানে আছেন। তাই আপনার কাছে একটা অনুরোধ পাঠিয়েছেন।

রাজা — কি আদেশ করেছেন।

উভয়ে — পূজনীয় মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাক্ষসের দল আমাদের যজ্ঞের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তা আপনি যদি একজন সারথিকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক রাতের জন্য আশ্রমকে রক্ষা করেন — এই আমাদের অনুরোধ।

রাজা — বেশ, আমি নিজেকে অনুগৃহীত মনে করছি।

বিদূষক — (যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে) — তা এই অনুরোধতো এখন আপনার মনের মতোই হ'ল। (অর্থাৎ আরেকবারের জন্য আশ্রমে ঢোকার পথ তো খুলেই গেল)।

রাজা — (অল্প হেসে) রৈবতক, আমার নাম করে সারথিকে বল যে ধনুর্বাণ সহ রথ যেন (এক্ষুণি) হাজির করে।

দৌবারিক — প্রভুর যা আদেশ। (বেরিয়ে গেলেন)

উভয়ে — (সহর্ষে)

পূর্বপুরুষদের অনুগামী আপনার পক্ষে এরকম আচরণই যথাযোগ্য হয়েছে। কেননা, বিপন্নকে রক্ষা করার যজ্ঞে পুরুবংশীয়রা চিরকালই দীক্ষিত হয়ে আছেন।

রাজা — (প্রণাম-সহকারে) আপনারা এগিয়ে চলুন। আমিও আপনাদের পেছন পেছনেই এলাম বলে।

উভয়ে — আপনার জয় হোক্। (দুই ঋষিকুমার বেরিয়ে গেলেন)।

রাঘবভট্ট—আজ্ঞাপ্যতামিত্যুক্তে তৌ প্রতি নিয়োগঃ কৃতঃ স্যাদিত্যাজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছামীত্যুক্তম্। প্রার্থয়ন্ত আশ্রমসদ ইতি বিভক্তিবিপরিণামেন সম্বধ্যতে। তত্রভবতঃ পূজ্যস্য। ক্বচিৎ 'তত্র ভগবতঃ' ইতি পাঠঃ। তত্র সংনিধানাদিতি সম্বন্ধঃ। এষোদানীমনুকূলাভ্যর্থনা। তে তব। বাণাসনং ধনুঃ। যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি। অনুকারিণীতি। পূর্বেষাং পুরুপ্রভৃতীনামনুকারিণি সদৃশে। চারিত্রেণ, রূপেণ, শৌর্যেণ, দানেন পাবিত্র্যেণেত্যাদি জ্ঞেয়ম্। যুক্তরূপমতিশয়েন যুক্তম্। প্রশংসায়াং রূপপ্। আপন্না আপদ্যুক্তাঃ। 'আপন্ন আপৎপ্রাপ্তঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। তেষাং যদভয়ং তদেব সত্রম্ যজ্ঞবিশেষঃ তত্র দীক্ষিতাঃ। কৃতদীক্ষা ইতি রূপকম্। অনেনাবশ্যকর্তব্যত্বং ভয়াপসারণস্য ধ্বন্যতে। খলু যস্মাদিত্যেনেন পূর্বার্ধং প্রতি হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গমপি। অনুপদং ভবৎপদন্যাসং লক্ষ্মীকৃত্য। অনন্তরমেবেত্যর্থঃ। 'পাদন্যাসে পাদমুদ্রা সুপ্তিঙন্তে পদং ভবেৎ' ইতি ক্ষীরস্বামী।

সুষমা—[১] আজ্ঞামিচ্ছামি — পাঠান্তর 'আজ্ঞাপয়িতুম্'। [২] আশ্রমসদাম্ — 'ক্তস্য চ বর্তমানে' সূত্রে অনুক্ত কর্তায় ষষ্ঠী। [৩] ইহস্থঃ — ইহ + স্থা + ক। [৪] অসান্নিধ্যাৎ — সম্ + নি — ধা + কি = সন্নিধিঃ। সন্নিধিঃ + ষ্যঞ = সান্নিধ্যম্। ন সান্নিধ্যম্ (নঞ তৎ) তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। [৫] ইষ্টিবিঘ্নম্ — যজ্ + ক্তিন্ করণে = ইষ্টিঃ। 'বচি-স্বপি-যজাদীনাং কিতি' সূত্রে 'য্' 'ই'তে পরিবর্তিত। বি — হন্ + ক করণে — বিঘ্নঃ। ইষ্টেঃ বিঘ্নঃ (ষষ্ঠী তৎ), তম্। [৬] সারথি-দ্বিতীয়েন — সারথিঃ দ্বিতীয়ঃ যস্য সঃ (বহুব্রী), তেন। [৭] সনাথীক্রিয়তাম্ — অসনাথঃ সনাথঃ ক্রিয়তাম্ ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বি। [৮] মদ্বচনাৎ — ল্যব্‌লোপে কর্মে পঞ্চমী। [৯] অনুকারিণি — সাধু অনুকরোতি ইতি অনু — কৃ + ণিনি কর্তরি — অনুকারী ; তস্মিন্। [১০] যুক্তরূপম্ — অতিশয়েন যুক্তিমিতি যুক্ত + রূপপ্ ; তম্। [১১] আপন্নাভয়সত্রেষু — আ — পদ্ + ক্ত কর্তরি = আপন্নঃ। ভয়স্য অভাবঃ অভয়ম্ (অব্যয়ীভাব) ; তদেব সত্রম্ যস্য সঃ (বহুব্রী) ; আপন্নানাং অভয়সত্রম্ (ষষ্ঠী তৎ), তেষু। [১২] অনুপদম্ — পদস্য পশ্চাৎ (অব্যয়ীভাব)। [১৩] আগত এব — ক্ত-প্রত্যয়ের ভবিষ্যদর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়। [১৪] 'আপন্নাভয়সত্রেষু' — এখানে রূপক অলঙ্কার। উত্তরার্দ্ধে পূর্বার্দ্ধের কারণ বর্ণনায় কাব্যলিঙ্গ। তাছাড়া অর্থান্তরন্যাস। [১৫] শ্লোক ছন্দ।

[২.১৮]

রাজা — মাধব্য, অপ্যস্তি শকুন্তলাদর্শনে কুতূহলম্।

বিদূষকঃ — পঢ়মং সপরীবাহং আসী। দাণিং রক্খসবুত্তন্তেন বিন্দূ বি ণাবসেসিদো। (প্রথমং সপরীবাহম্ আসীৎ। ইদানীং রাক্ষসবৃত্তান্তেন বিন্দুরপি নাবশেষিতঃ)।

রাজা — মা ভৈষীঃ। ননু মৎসমীপে বর্তিষ্যসে।

বিদূষকঃ — এস রক্খসাদো রক্খিদো ম্হি। (এষ রাক্ষসাৎ রক্ষিতোঽস্মি।)

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ — সজ্জো রধো ভট্টিনো বিজঅপ্পত্থাণং অবেক্খদি। এস উণ ণঅরাদো দেবীণং আণত্তিহরও করভও আঅদো। (সজ্জো রথো ভর্তুঃ বিজয়প্রস্থানম্ অপেক্ষতে। এষ পুনঃ নগরাৎ দেবীনাম্ আজ্ঞপ্তিহরঃ করভকঃ আগতঃ।)

রাজা — (সাদরম্) কিমম্বাভিঃ প্রেষিতঃ?

দৌবারিকঃ — অহ ইং। (অথ কিম্)

রাজা — ননু প্রবেশ্যতাম্।

দৌবারিকঃ — তহ। (নিষ্ক্রম্য করভকেণ সহ প্রবিশ্য) এসো ভট্টা। উবসপ্প। (তথা। এষ ভর্তা। উপসর্প)।

বিসন্ধি—অপি + অস্তি। বিন্দুঃ + অপি। ন + অবশেষিতঃ। রক্ষিতঃ + অস্মি। কিম্ + অম্বাভিঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — মাধব্য; শকুন্তলাদর্শনে (শকুন্তলাকে দেখার) কুতূহলম্ অপি অস্তি (কৌতূহল আছে কি)? বিদূষকঃ — প্রথমং (প্রথমে) সপরীবাহম্ আসীৎ (সেই ইচ্ছা জলোচ্ছ্বাসের মতই বেগবান্ ছিল)। ইদানীং (এখন কিন্তু) রাক্ষসবৃত্তান্তেন (রাক্ষসের কথা শুনে) বিন্দুঃ অপি ন অবশেষিতঃ (বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই)। রাজা — মা ভৈষীঃ (ভয় পেয়ো না)। ননু মৎসমীপে বর্তিষ্যসে (আরে, তুমি আমার পাশেই থাকবে)। বিদূষকঃ — এষ (যাক্, তাহলে) রাক্ষসাৎ (রাক্ষসের হাত থেকে) রক্ষিতঃ অস্মি (বাঁচলাম)। [প্রবিশ্য — প্রবেশ করে] দৌবারিকঃ — সজ্জঃ রথঃ (রথ সাজানো হয়েছে) ভর্তুঃ (তা এখন প্রভুর) বিজয়প্রস্থানম্ অপেক্ষতে (জয়যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে)। এষ পুনঃ করভকঃ (কিন্তু এখন আবার করভক) দেবীনাম্ আজ্ঞপ্তিহরঃ (দেবীর অর্থাৎ রাজমাতার আদেশ নিয়ে) নগরাৎ (নগর থেকে) আগতঃ (উপস্থিত হয়েছেন)। রাজা — [সাদরম্ — আগ্রহের সঙ্গে] কিম্ অম্বাভিঃ প্রেষিতঃ (কি, মা পাঠিয়েছেন)? দৌবারিকঃ — অথ কিম্ (আজ্ঞে, হ্যাঁ)। রাজা — ননু প্রবেশ্যতাম্ (তাঁকে ভিতরে আসতে দাও)। দৌবারিকঃ — তথা (আজ্ঞে আনছি)।

[নিষ্ক্রম্য করভকেণ সহ প্রবিশ্য — বেরিয়ে গিয়ে, করভকের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করে] এষ ভর্তা (এই যে প্রভু)। উপসর্প (কাছে যান)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখার ইচ্ছা আছে কি?

বিদূষক — প্রথমে তো সেই ইচ্ছা জলোচ্ছ্বাসের মত বেগবান্ ছিল। এখন কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনে বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

রাজা — আরে ভয় পেয়ো না। আমার পাশেই থাকবে।

বিদূষক — যাক্, তাহলে রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচলাম।

(প্রবেশ ক'রে)

দৌবারিক — রথ সাজানো হয়েছে। তা এখন প্রভুর জয়যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন আবার নগর থেকে দেবীর (রাজমাতার) আদেশ নিয়ে করভক উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা — (সাগ্রহে) সেকি, মা পাঠিয়েছেন?

দৌবারিক — আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজা — যাও, তাঁক নিয়ে এস।

দৌবারিক — আজ্ঞে, আনছি। (বেরিয়ে গিয়ে করভকের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ ক'রে) এই যে (আমাদের) মহারাজ। কাছে যান।

রাঘবভট্ট— প্রথমং সপরীবাহমাসীৎ। জলনির্গমনমার্গবাচী পরীবাহশব্দোঽত্রাস্য লক্ষকো নির্গমনসংরম্ভেনাধিক্যং লক্ষয়তি। যদধিকং ভবতি তন্নির্গচ্ছতি। শীঘ্রপ্রতিবন্ধঃ ফলম্। তদেবাহ — ইদানীং রাক্ষসবৃত্তান্তেন বিন্দুরপি নাবশেষিতঃ। অত্রাপি বিন্দুশব্দোঽত্রাস্য লক্ষকঃ। এষ রাক্ষসাদ্রক্ষিতোঽস্মি। সজ্জো রথো ভর্তুর্বিজয়প্রস্থানমপেক্ষতে। এষ পুনর্নগরাদ্দেবীনামম্বা-নামাজ্ঞপ্তিহরঃ করভক আগতঃ। অথ কিম্। তহ ইতি তথেতি। এষ ভর্তা উপসর্প।

সুষমা—[১] মা ভৈষীঃ — ভী + লুঙ্ মধ্যমপুরুষ একবচন। 'মাঙি লুঙ্'। 'ন মাঙ্‌যোগে' সূত্রে অড়াগমনিষেধ। [২] অম্বাভিঃ — গৌরবে বহুবচন।

[২.১৯]

করভকঃ — জেদু জেদু ভট্টা। দেবী আণবেদি। আআমিণি চউত্থদিঅহে পউত্তপারণো মে উপবাসো ভবিস্সদি। তহিং দীহাউণা অবস্সং সংভাবিদব্বা ত্তি। (জয়তু জয়তু ভর্তা। দেবী আজ্ঞাপয়তি। আগামিনি চতুর্থদিবসে প্রবৃত্তপারণো মে উপবাসো ভবিষ্যতি। তত্র দীর্ঘায়ুষা অবশ্যং সংভাবনীয়া ইতি।)

রাজা — ইতস্তপস্বিকার্যম্। ইতো গুরুজনাজ্ঞা। দ্বয়মপ্যনতিক্রমণীয়ম্। কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্।

বিদূষকঃ — তিসঙ্কু বিঅ অন্তরালে চিট্‌ঠ। (ত্রিশঙ্কুরিবান্তরালে তিষ্ঠ।)

রাজা — সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি।

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহো যথা ॥ ১৭ ॥

(বিচিন্ত্য) সখে, ত্বমম্বয়া পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ। অতো ভবানিতঃ প্রতিনিবৃত্য তপস্বিকার্যব্যগ্রমানসং মামাবেদ্য তত্রভবতীনাং পুত্রকৃত্যমনুষ্ঠাতুমর্হতি।

বিসন্ধি—ইতঃ + তপস্বিকার্যম্। দ্বয়ম্ + অপি + অনতিক্রমণীয়ম্। কিম্ + অত্র। ত্রিশঙ্কুঃ + ইব + অন্তরালে। সত্যম্ + আকুলীভূতঃ + অস্মি। কৃত্যয়োঃ + ভিন্নদেশত্বাৎ। ত্বম্ + অম্বয়া। ভবান্ + ইতঃ। মাম্ + আবেদ্য। পুত্রকৃত্যম্ + অনুষ্ঠাতুম্ + অর্হতি।

অন্বয়—কৃত্যয়োঃ ভিন্নদেশত্বাৎ মে মনঃ পুরঃ শৈলে প্রতিহতং স্রোতোবহঃ স্রোতঃ যথা (তথা) দ্বৈধীভবতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—করভকঃ — জয়তু জয়তু ভর্তা (জয় হোক, প্রভুর জয় হোক্)। দেবী আজ্ঞাপয়তি (রাজমাতা আদেশ করেছেন)। আগামিনি চতুর্থদিবসে (আগামী চতুর্থদিনে) মে উপবাসঃ প্রবৃত্তপারণঃ ভবিষ্যতি (আমার উপবাস ভঙ্গ হবে)। তত্র (সেখানে অর্থাৎ সেই অনুষ্ঠানে) দীর্ঘায়ুষা (দীর্ঘায়ু আমার পুত্র) অবশ্যং সংভাবনীয়া (অবশ্যই উপস্থিত থেকে আমাকে আনন্দ দেবে) ইতি (এই হ'ল তাঁর আদেশ)। রাজা — ইতঃ তপস্বিকার্যম্ (এইদিকে তপস্বীর কাজ)। ইতঃ গুরুজনাজ্ঞা (এইদিকে, এখানে আবার ঐদিকে গুরুজনের আদেশ)। দ্বয়ম্ অপি অনতিক্রমণীয়ম্ (দুটোই অলঙ্ঘনীয়)। অত্র কিম্ প্রতিবিধেয়ম্ (এখন কিভাবে এর প্রতিবিধান করি)। বিদূষকঃ — ত্রিশঙ্কুঃ ইব (ত্রিশঙ্কুর মত) অন্তরালে তিষ্ঠ (মাঝখানে থাকুন)। রাজা — সত্যম্ (সত্যিই) আকুলীভূতঃ অস্মি (ভেবে কূল পাচ্ছি না, ব্যাকুল হচ্ছি)। কৃত্যয়োঃ (দুই কাজ) ভিন্নদেশত্বাৎ (দুই জায়গায় হওয়ায়) মে মনঃ (আমার মন) পুরঃ শৈলে প্রতিহতং (সামনের পর্বতে বাধা পেয়ে) স্রোতোবহঃ স্রোতঃ যথা (নদীর স্রোত যেমন দুভাগ হয়ে যায়) (তথা) দ্বৈধীভবতি (তেমনই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে)। [বিচিন্ত্য — চিন্তা করে, ভেবে নিয়ে] সখে (বন্ধু), অম্বয়া ত্বম্ (মা তোমাকে) পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ (পুত্র বলে গ্রহণ করেছেন)। অতঃ (অতএব) ভবান্ (তুমি) ইতঃ প্রতিনিবৃত্য (এখান থেকে গিয়ে) তপস্বিকার্যব্যগ্রমানসং মাম্ আবেদ্য (আমি তপস্বীদের কাজে কত ব্যস্ত তা তাঁকে জানিয়ে) তত্রভবতীনাং (তাঁর) পুত্রকৃত্যম্ (পুত্রের করণীয়) অনুষ্ঠাতুম্ অর্হতি (করতে পার, অর্থাৎ আমার প্রতিনিধি হিসাবে তুমিই তা করতে পার)।

বঙ্গানুবাদ—করভক — জয় হোক, প্রভুর জয় হোক্। রাজমাতা আদেশ করেছেন — আগামী চতুর্থদিনে আমার উপবাসভঙ্গের অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানে দীর্ঘজীবী আমার পুত্র অবশ্যই উপস্থিত থেকে আমায় আনন্দ দেবে।

রাজা — একদিকে তপস্বীদের কাজ আরেকদিকে গুরুজনের আদেশ। দুটোই অলঙ্ঘনীয় (অর্থাৎ কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলে না)। এখন সমাধানের কি উপায়!

বিদূষক — ত্রিশঙ্কুর মত মাঝখানে থাকুন।

রাজা — সত্যিই, ভেবে কূল পাচ্ছি না।

করণীয় দুটো। তা আবার ভিন্ন জায়গায়। সামনের পর্বতে বাধা পেয়ে নদীর স্রোত যেমন দুই ভাগ হয়ে যায়, আমার মনের অবস্থাও এখন তেমনি।

(একটু ভেবে নিয়ে) বন্ধু, মা তোমাকে পুত্র বলে গ্রহণ করেছেন। অতএব তুমি এখান থেকে গিয়ে, আমি তপস্বীদের কাজে ব্যস্ত তা তাঁকে (রাজমাতাকে) জানিয়ে, তাঁর পুত্রের করণীয় অনুষ্ঠান নিজেই (আমার প্রতিনিধি হিসাবে) করে দিতে পারে।

রাঘবভট্ট—জয়তু ভর্তা। দেব্যম্বা জ্ঞাপয়তি। আগামিনি চতুর্থদিবসে প্রবৃত্তপারণো উপবাসো ভবিষ্যতি। পূর্বমুপবাসবচনশ্রবণমস্য দুঃখদং ভবিষ্যতীতি প্রবৃত্তপারণ ইতি প্রথমমুপন্যস্তম্। তত্র দীর্ঘায়ুষাবশ্যং সংভাবনীয়েতি। প্রতিবিধেয়ং প্রতিকর্ত্তব্যম্। ত্রিশঙ্কুরিবান্তরালে তিষ্ঠেত্যাদিষু বিদূষকবচনেষু হাস্যপ্রতীতিঃ স্ফুটৈব। উক্তং চ — 'বিদূষকস্য হাস্যং তু নায়কে হাস্যকারণম্' ইতি। তল্লক্ষণম্ — ভীষণাকৃতিবেষাণং ক্রিয়ায়াশ্চ বিকারতঃ। লৌল্যাদেশ্চ পরস্থানামেষামনুকৃতেরিতি। বিকাসশ্চেতসো হাসঃ' ইতি। এতৎ স্থায়ী হাস্য ইতি জ্ঞেয়ম্। কৃত্যয়োরিতি। কার্যয়োর্মনসো দ্বৈধীভবনং নামৈকত্রাপর্যবসনাম্। উপমানে তু মার্গদ্বয়গমনম্। উভে ভিন্নে অপি সমানধর্মার্থমতি-শয়োক্ত্যৈকত্বেনাধ্যবসিতে পুরোঽগ্রে শৈলে প্রতিহতমবরোধং প্রাপ্তং স্রোতোবহো নদ্যাঃ স্রোত ইব। অন্যদল্পং স্রোতঃ শৈলাবরুদ্ধং তিষ্ঠেদেবেতি সম্বন্ধিপদোপাদানম্। তত্রাপি নদ্যাদিপদাভাবেন যদ্বিশিষ্টস্য গ্রহণং তেন মহানদীত্বং ধ্বনিতম্। বৃত্ত্যনুপ্রাসচ্ছেকানুপ্রাসয়োঃ সংসৃষ্টি উপমা চ।

সুষমা—[১] তিসঙ্কু বিঅ অন্তরালে চিট্ঠ (ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরালে তিষ্ঠ) — ত্রিশঙ্কু ছিলেন অযোধ্যার রাজা। ইনি পৃথুর পুত্র এবং হরিশ্চন্দ্রের পিতা। ত্রিশঙ্কু একবার সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বাসনায় এক যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং বশিষ্ঠকে সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্যের অনুরাধে করেন। বশিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের পুত্রদের অনুরোধ করেন। তাঁরাও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দেন। অবশেষে বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞের ভার গ্রহণ করেন। দেবতারা সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তথাপি বিশ্বামিত্র স্বীয় তপস্যার প্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠান। দেবরাজ ইন্দ্র চণ্ডাল ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান না দিয়ে পুনরায় মর্ত্যে নেমে যাবার আদেশ দেন। এদিকে বিশ্বামিত্রের তপস্যার প্রভাবে ত্রিশঙ্কু মর্ত্যেও এলেন না। এই দুই শক্তির টানাপোড়েনে ত্রিশঙ্কু মধ্যপথে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই থেকে ত্রিশঙ্কু স্বর্গমর্ত্যের মাঝামাঝি জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান করছেন। রামায়ণে এই ঘটনার বিবরণ আছে।

ত্রি (তিনটি) শঙ্কু (পাপ) — ত্রিশঙ্কু। তিনটি পাপের কারেণ তার এই নাম। বিদূষকের উপমাপ্রয়োগে কুশলতা লক্ষ্য করার মত। [২] আকুলীভূতঃ — অনাকুলঃ আকুলঃ ভূতঃ ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয়। [৩] কৃত্যয়োঃ — কৃ + ক্যপ্। [৪] ভিন্নদেশত্বাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [৫] দ্বৈধীভবতি — দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ স্থিতিঃ ইতি দ্বি + ধমুঞ্ = দ্বৈধম্ (অব্যয়)। দ্বৈধম্ এব ইতি দ্বৈধম্ + ড স্বার্থে দ্বৈধম্ (অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ)। দ্বৈধম্ অস্তি অস্য ইতি দ্বৈধ + মত্বর্থীয় অচ্। অদ্বৈধং দ্বৈধং সম্পদ্যমানং ভবতি ইতি দ্বৈধীভবতি। অভূততদ্ভাবে চ্বি। [৬] স্রোতোবহঃ — স্রোতস্ + বহ্ + ক্বিপ্ = স্রোতবট্, তস্যাঃ [৭] উপমা অলঙ্কার। তাছাড়া নিরবয়ব মনের দ্বৈধীভাব বর্ণনায় অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপ অতিশয়োক্তি। বৃত্তিছেকানুপ্রাস। [৮] শ্লোক অর্থাৎ অনুষ্টপ্ ছন্দ। [৯] প্রতিনিবৃত্য — প্রতি + নি — বৃৎ + ল্যপ্। [১০] আবেদ্য — আ — বিদ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। [১১] অনুষ্ঠাতুম্ — অনু — স্থা + তুমুন্।

[২.২০]

বিদূষকঃ — ণ ক্খু মং রক্খোভীরুঅং গণেসি। (ন খলু মাং রক্ষোভীরুকং গণয়সি)।

রাজা — (সস্মিতম্) কথমেতদ্ ভবতি সম্ভাব্যতে।

বিদূষকঃ — জহ রাআনুএণ গন্তব্বং তহ গচ্ছামি। (যথা রাজানুজেন গন্তব্যং তথা গচ্ছামি।)

রাজা — ননু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি সর্বানানুযাত্রিকাংস্ত্বয়ৈব সহ প্রস্থাপয়ামি।

বিদূষকঃ — তেণ হি জুবরাও ম্হি দাণিং সংবুত্তো। (তেন হি যুবরাজোঽস্মি ইদানীং সংবৃত্তঃ।)

রাজা — (স্বগতম্) চপলোঽয়ং বটুঃ। কদাচিদস্মৎপ্রার্থনামন্তঃপুরেভ্যঃ কথয়েৎ। ভবতু এনমেবং বক্ষ্যে। (বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা, প্রকাশম্) বয়স্য, ঋষি-গৌরবাদাশ্রমং গচ্ছামি। ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যকায়াং মমাভিলাষঃ। পশ্য —

ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥ ১৮ ॥

বিদূষকঃ — অহ ইং। (অথ কিম্।)

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

বিসন্ধি—কথম্ + এতৎ। সর্বান্ + আনুযাত্রিকান্ + ত্বয়া + এব। যুবরাজঃ + অস্মি। চপলঃ + অয়ম্। কদাচিৎ + অস্মৎপ্রার্থনাম্ + অন্তঃপুরেভ্যঃ। এনম্ + এবম্। ঋষিগৌরবাৎ + আশ্রমম্। সত্যম্ + এব। মম + অভিলাষঃ। সমম্ + এধিতঃ। দ্বিতীয়ঃ + অঙ্কঃ।

অন্বয়—বয়ং ক্ব, পরোক্ষমন্মথঃ মৃগশাবৈঃ সমম্ এধিতঃ জনঃ ক্ব। সখে, পরিহাসবিজল্পিতং বচঃ পরমার্থেন ন গৃহ্যতাম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — মাং (আমাকে) রক্ষোভীরুকং (রাক্ষসভীরু) ন খলু গণয়সি (বলে ভাববেন না)। রাজা — [সস্মিতম্ — অল্প হেসে] এতৎ (একথা) ভবতি (তোমার সম্বন্ধে) কথং সম্ভাব্যতে (কিভাবে প্রযুক্ত হতে পারে)? বিদূষকঃ — যথা রাজানুজেন গন্তব্যং (রাজানুজ অর্থাৎ রাজার ভাই যেভাবে যায়) তথা গচ্ছামি (আমিও সেভাবে যাবো)। রাজা — ননু (আচ্ছা শোন) তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি (তপোবনের যাতে অশান্তি না হয়ে সেই কথা ভেবে) সর্বান্ আনুযাত্রিকান্ (সমস্ত অনুচরদের) ত্বয়া এব সহ (তোমার সঙ্গেই) প্রস্থাপয়ামি (পাঠাচ্ছি)। বিদূষকঃ — তেন হি (তাহলেতো) ইদানীং (এখন যুবরাজঃ অস্মি সংবৃত্তঃ (আমি যুবরাজ হয়ে গেলাম)। রাজা — [স্বগতম্ — মনে মনে] অয়ং চপলঃ বটুঃ (এই ব্রাহ্মণকুমার খুবই তরলমতি বা লঘুচিত্ত)। অস্মৎপ্রার্থনাম্ (আমার এই মনোবাসনার কথা) অন্তঃপুরেভ্যঃ (অন্তঃপুরের রাণীদের কাছে) কদাচিৎ কথয়েৎ (হয়ত কখনো বলে ফেলবে)। ভবতু (ঠিক আছে), এনম্ এবং বক্ষ্যে (একে এইরকম বলি)। [বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা, প্রকাশম্ — বিদূষককে হাতে ধরে, প্রকাশ্যে] বয়স্য (বন্ধু), ঋষিগৌরবাৎ (ঋষিদের কথার মর্যাদা রক্ষার জন্য) আশ্রমং গচ্ছামি (আশ্রমে যাচ্ছি)। তাপসকন্যকায়াং (সেই তপস্বীর কন্যার প্রতি, শকুন্তলার প্রতি) সত্যমেব (প্রকৃতপক্ষে) ন খলু মম অভিলাষঃ (আমার কোন অভিলাষ নেই)। পশ্য (দেখ, অর্থাৎ ভেবে দেখ) — বয়ং ক্ব (আমরা কোথায়), মৃগশাবৈঃ সমম্ (হরিণশিশুর সঙ্গে) এধিতঃ (বেড়ে উঠেছে, প্রতিপালিত হয়েছে) পরোক্ষমন্মথঃ জনঃ ক্ব (কামভাব-অপিরিচিত এরাই বা কোথায়, অর্থাৎ দু'য়ে অনেক তফাৎ)। সখে (বন্ধু), পরিহাসবিজল্পিতং বচঃ (ঠাট্টা করে বলা কথা) পরমার্থেন (সত্যি বলে) ন গৃহ্যতাম্ (ধরে নিয়ো না)। বিদূষকঃ — অথ কিম্ (অবশ্যই)। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে — সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেলেন] ইতি দ্বিতীয়ঃ অঙ্কঃ (দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — আমাকে আবার রাক্ষসভীরু বলে ভাববেন না।

রাজা — (অল্প হেসে) আরে, তোমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবা যেতে পারে?

বিদূষক — তাহলে রাজার ভাই যেভাবে যায়, আমিও সেইভাবে যাবো।

রাজা — শোন, তপোবনে যাতে অশান্তি না ঘটে সেই কথা ভেবে সমস্ত অনুচরদের তোমার সঙ্গেই পাঠাচ্ছি।

বিদূষক — তাহলেতো এখন আমি যুবরাজ হ'য়ে গেলাম।

রাজা — (মনে মনে) এই ব্রাহ্মণকুমার লঘুচিত্ত (হাল্কা প্রকৃতির)। আমার এই মনোবাসনার কথা হয়ত অন্তঃপুরের রাণীদের কাছেই কখনো বলে ফেলবে। ঠিক্ আছে, একে এইরকম বলি — (বিদূষককে হাতে ধরে, প্রকাশ্যে) শোন বন্ধু, ঋষিদের কথার মর্যাদা রক্ষার জন্যই আশ্রমে যাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে, তপস্বীর কন্যা (সেই শকুন্তলা)র প্রতি আমার কোন' অভিলাষই নেই। ভেবে দেখ —

আমরা কোথায়, আর কোথায় বা হরিণশিশুর সঙ্গে বেড়ে ওঠা, কামভাবের সঙ্গে পরিচয়হীন এরা (অর্থাৎ দু'য়ে অনেক তফাৎ)। সুতরাং বন্ধু, ঠাট্টা করে বলা কথাই সত্যি বলে ধরে নিও না।

বিদূষক — অবশ্যই।

(সকলে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেলেন)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

রাঘবভট্ট—ন খলু মাং রক্ষোভীরুকং গণয়। ভবতি ত্বয়ি। রাজানুজ্ঞেন গন্তব্যং তথা গচ্ছামি। আনুযাত্রিকান্ সহাগতান্। তেন হি যুবরাজঃ। অস্মীত্যহমর্থে। ইদানীং সংবৃত্তঃ। অন্তঃপুরেভ্যস্তৎস্থস্ত্রীভ্যঃ। বিদূষকং প্রত্যায়য়িতুং তাপসকন্যকায়ামিত্যুক্তিঃ। ক্ব বয়মিতি। বয়ং ক্ব। বয়মিত্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যম্। তেনানেকরাজোপচারযুক্তত্বং নানাবৈদগ্ধীকুশলত্বং চ ব্যজ্যতে। মৃগশাবৈর্হরিণবালকৈঃ। সমং সহৈধিতো বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। অতএব পরোক্ষমন্মথো দূরমুক্তমনোভাবঃ। কামকলানভিজ্ঞ ইত্যর্থঃ। এধিতপদার্থসমর্থনার্থং শাবপদম্। তেন বালকরত্বম্। পরিহাসেন বিবিধং জল্পিতং যত্র তদ্বচ শকুন্তলায়ামনুরাগকথনরূপং পরমার্থেন ন গৃহ্যতাম্। পুনরুক্তবদাভাসঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ। কাব্যলিঙ্গং পদার্থবাক্যার্থরূপেণ। পূর্বার্ধে বিষময়েকো ভেদঃ সহোক্তিশ্চ। বৈতালীয়ং বৃত্তম্। অন্যে ত্বর্ধসমং প্রবোধিতং মন্যন্তে। রাজা — স্বগতম্' ইত্যাদিনৈতদন্তেন সংবৃতির্নাম সন্ধ্যন্তরাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'সংবৃতিঃ স্বয়মুক্তস্য স্বয়ং প্রচ্ছাদনং ভবেৎ' ইতি ॥

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকায়ামর্থদ্যোতনিকায়াং

॥ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সুষমা—[১] অন্তঃপুরেভ্যঃ — সম্প্রদানে চতুর্থী। [২] বক্ষ্যে — ব্রূ + লৃট্, উত্তমপুরুষ একবচন। 'কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' — আত্মনেপদ। বিদূষককে বিদায় করতে পারলে রাজারই লাভ। [৩] হস্তে গৃহীত্বা — 'হস্ত'-শব্দে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার পরিবর্তে সপ্তমী বিবক্ষাবশতঃ। [৪] ঋষিগৌরবাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [৫] পরোক্ষমন্মথঃ — অক্ষ্ণোঃ, পরম্ (অব্যয়ীভাব) = পরোক্ষম্। 'পরোক্ষে লিট্' এই প্রয়োগের প্রামাণ্যে নিপাতনে সাধু। অন্যথা 'পরাক্ষম্' হ'ত। পরোক্ষম্ অস্য অস্তি ইতি পরোক্ষ + মত্বর্থে অচ্ = পরোক্ষঃ।

পরোক্ষঃ মন্মথঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৬] মৃগশাবৈঃ — মৃগাণাং শাবঃ (ষষ্ঠী তৎ), তৈঃ। সহার্থে তৃতীয়া। [৭] পরিহাসবিজল্পিতম্ — পরি — হস্ + ঘঞ্ ভাবে = পরিহাসঃ। বিরুদ্ধং জল্পিতম্ বিজল্পিতম্ (প্রাদি তৎ পুরুষ)। পরিহাসেন বিজল্পিতম্ (তৃতীয়া তৎ)। [৮] পরমার্থেন — পরমঃ অর্থঃ (কর্মধা) তেন। অভেদে করণে তৃতীয়া অথবা 'প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ' ইতি তৃতীয়া। [৯] পুনরুক্তবদাভাস এবং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১০] সুন্দরী ছন্দ।

অধ্যাপনা—বিদূষককে শকুন্তলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে দিতে রাজা ইচ্ছুক নন। বিদূষকের স্বভাব বড়ই চপল। কখন অন্তঃপুরের মহিষীদের কাছে কি বলে বসেন — এই রাজার চিন্তা। অবশ্য রাজঅন্তঃপুরের তাঁর মহিষীদের মনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা নতুন নয়। পঞ্চম অঙ্গে হংসপদিকার গানের মাধ্যমেই আমরা জানব' যে, বহু রমণীকে রাজার ক্ষণিক সান্নিধ্য পেয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যাই হোক সম্ভবতঃ রাজা তাঁদের কাছে সেই মহূর্ত্তে শকুন্তলা সম্বন্ধে কিছু জানতে দিতে চাইছিলেন না।

আরো একটা কারণ থাকতে পারে। রাজা মায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। বিদূষকের কাছ থেকে তপোবনে রাজার প্রণয়ের কথা যদি তাঁর কাছে যায়, তবে সেটা নিতান্তই লজ্জার, দুঃখের এবং অপমানের হবে। মায়ের মনে ব্যথা দেওয়ার মত অমানুষ রাজা নন — এখানে তার ইঙ্গিত থাকতে পারে। গজেন্দ্রগদ্‌কর মহাশয় এখানে অন্তঃপুরের স্ত্রীদের মনে দুঃখ না দেওয়ার প্রচেষ্টায় রাজার দাক্ষিণ্যের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠ অঙ্কে (৬.১৪) রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনের একটু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে।

"রাজা — সখে, সর্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তম্। কথিতবানস্মি ভবতে চ। স ভবান্ প্রত্যাদেশবেলায়াং মৎসমীপগতো নাসীৎ। পূর্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সংকীর্তিতং তত্রভবত্যা নাম। কচিদহমিব বিস্মৃতবানসি ত্বম্?

বিদূষকঃ — ন বিসুমরামি। কিংতু সব্বং কহিঅ অবসানে উণ তুএ পরিহাসবিঅপ্পও এসো ন ভূদত্থো ত্তি আচক্‌খিদং। মএ বি মিপ্‌পিণ্ডবুদ্ধিণা তহ এব্ব গহীদং।' (ন বিস্মরামি। কিন্তু সর্বং কথয়িত্বা অবসানে পুনঃ ত্বয়া পরিহাসবিজল্প এষঃ ন ভূতার্থ ইতি আখ্যাতম্। ময়া অপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথা এব গৃহীতম্।)"

ভাগ্যের কী পরিহাস! যার কাছে গোপন করা হল, তার কাছেই জানতে চাওয়া হচ্ছে, 'কেন তুমি মনে করিয়ে দিলে না'। জানতে না দেওয়াটাই কাল 'হল' শেষ পর্যন্ত।

বিদূষককে দূরে সরিয়ে দেওয়ার এই ঘটনার প্রভাব সমগ্র নাটকে ছড়িয়ে আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

[৩.১]

(ততঃ প্রবিশতি কুশানাদায় যজমানশিষ্যঃ)

শিষ্যঃ — অহো মহানুভাবঃ পার্থিবো দুষ্যন্তঃ। প্রবিষ্টমাত্র এবাশ্রমং তত্রভবতি রাজনি নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্মাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি।

কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ।
হুঙ্কারেণেব ধনুষঃ স হি বিঘ্নানপোহতি ॥ ১ ॥

যাবদিমান্ বেদিসংস্তরণার্থং দর্ভান্ ঋত্বিগ্‌ভ্য উপনয়ামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ, আকাশে) প্রিয়ংবদে, কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে। (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি? আতপলঙ্ঘনাদ্বলবদস্বস্থা শকুন্তলা, তস্যাঃ শরীরনির্বাপণায়েতি? তর্হি ত্বরিতং গম্যতাম্। সা খলু ভগবতঃ কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্। অহমপি তাবদ্ বৈতানিকং শান্ত্যুদকমস্যৈ গৌতমীহস্তে বিসর্জয়িষ্যামি। (নিষ্ক্রান্তঃ)।

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

বিসন্ধি—তৃতীয়ঃ + অঙ্কঃ। কুশান্ + আদায়। প্রবিষ্টমাত্রে + এব + আশ্রমম্। জ্যাশব্দেন + এব। হুঙ্কারেণ + ইব। বিঘ্নান্ + অপোহতি। যাবৎ + ইমান্। কস্য + ইদম্ + উশীরানুলেপনম্। শ্রুতিম্ + অভিনীয়। আতপলঙ্ঘনাৎ + বলবদস্বস্থা। শরীরনির্বাপণায় + ইতি। কুলপতেঃ + উচ্ছ্বসিতম্। অহম্ + অপি। শান্ত্যুদকম্ + অস্যৈ।

অন্বয়—বাণসন্ধানে কা কথা। স হি দূরতঃ জ্যাশব্দেনৈব ধনুষঃ হুঙ্কারেণেব বিঘ্নানপোহতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ — তারপর, যজমানশিষ্যঃ — যজমানশিষ্য, কুশান্ আদায় প্রবিশতি — কুশ নিয়ে প্রবেশ করলেন] শিষ্যঃ — অহো (আহা) মহানুভাবঃ পার্থিবঃ দুষ্যন্তঃ (রাজা দুষ্যন্তের কি প্রতাপ)! তত্রভবতি রাজনি (সেই মহারাজ দুষ্যন্ত) আশ্রমং প্রবিষ্টমাত্রে এব (আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই) নঃ কর্মাণি (আমাদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কাজকর্মের) নিরুপদ্রবাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি (সমস্ত উপদ্রব দূর হ'য়ে গেল)। বাণসন্ধানে কা কথা (ধনুকে বাণ যোজনার কথায় কাজ কি, অর্থাৎ ধনুকে বাণ সংযোজনের দরকারই হ'ল না)। স হি (তিনি) দূরতঃ (দূর থেকে) ধনুষঃ জ্যাশব্দেন এব (ধনুর টঙ্কারেই) হুঙ্কারেণ ইব (যেন হুঙ্কার

দিয়েই) বিঘ্নান্ অপোহতি (সমস্ত বিঘ্ন দূর ক'রছেন)। যাবৎ (চলি, যাই এরকম অর্থ) ইমান্ দর্ভান্ (এই কুশগুলি) বেদিসংস্তরণার্থং (যজ্ঞের বেদি আচ্ছাদনের জন্য) ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ উপনয়ামি (ঋত্বিক্‌দের, যাঁরা যাগযজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁদের দিয়ে আসি)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ — একটু এগিয়ে চারদিকে তাকিয়ে ; আকাশে — অলক্ষ্যে যেন কাকে দেখে, আকাশের দিকে তাকিয়ে] প্রিয়ংবদে (প্রিয়ংবদা), কস্য (কার, অর্থাৎ কার জন্য) ইদম্ উশীরানুলেপনম্ (এই বেণামূলের প্রলেপ) মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি (ডাঁটা সমেত পদ্মপাতা) নীয়ন্তে (নিয়ে যাচ্ছ)? [শ্রুতিম্ অভিনীয় — যেন কিছু শুনতে পেয়েছেন এমন অভিনয় ক'রে] কিং ব্রবীষি (কি বললে) আতপলঙ্ঘনাদ্ (রোদের তাপে) বলবদস্বস্থা শকুন্তলা (শকুন্তলা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে), তস্যাঃ (তার) শরীরনির্বাপণায় ইতি (শরীরের তাপ দূর করার জন্য এগুলি নিয়ে যাচ্ছি)? তর্হি (তাহলে) ত্বরিতং গম্যতাম্ (শীগ্‌গির যাও)। সা খলু (সে অর্থাৎ শকুন্তলা) ভগবতঃ কণ্বস্য কুলপতেঃ (মাননীয় কুলপতি কণ্বের) উচ্ছ্বসিতম্ (প্রাণস্বরূপ)। অহম্ অপি তাবৎ (আমিও) অস্যৈ (এর জন্য) গৌতমীহস্তে (গৌতমীর হাতে) বৈতানিকং (যজ্ঞীয়) শান্ত্যুদকম্ (শান্তিজল) বিসর্জয়িষ্যামি (পাঠিয়ে দিচ্ছি)। [নিষ্ক্রান্তঃ — প্রস্থান]। [বিষ্কম্ভকঃ — এইখানে বিষ্কম্ভক শেষ হ'ল।]

বঙ্গানুবাদ— (তারপর যজমান-শিষ্য কুশ-হাতে প্রবেশ করলেন)

শিষ্য — আহা, রাজা দুষ্যন্তের কি প্রতাপ! সেই রাজা আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কাজের সমস্ত উপদ্রব দূর হয়ে গেল।

ধনুকে বাণ সংযোজনের দরকারই হল না। তিনি দূর থেকে ধনুর টঙ্কারেই যেন হুঙ্কার দিয়ে সমস্ত বিঘ্ন দূর ক'রছেন।

যাই, এই কুশগুলি যজ্ঞের বেদি আচ্ছাদনের জন্য ঋত্বিক্‌দের দিয়ে আসি। (একটু এগিয়ে চারদিকে তাকিয়ে যেন কাকে অলক্ষ্যে দেখে) প্রিয়ংবদা, এই বেণামূলের প্রলেপ, ডাঁটা সমতে পদ্মপাতা কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ? (যেন কিছু শুনতে পেয়েছেন এমন অভিনয় করে) কি বললে? রোদের তাপে শকুন্তলা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার শরীরের তাপ দূর করার জন্য? তাহলে শীগ্‌গির যাও। সেই শকুন্তলা মাননীয় কুলপতি কণ্বের প্রাণস্বরূপ। আমিও তার জন্যে গৌতমীর হাতে যজ্ঞের শান্তিজল পাঠিয়ে দিচ্ছি। (নিষ্ক্রান্ত)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

রাঘবভট্ট—মহাননুভাবঃ প্রভাবো যস্য সঃ। 'অনুভাব- প্রভাবেঽপি' ইত্যমরঃ। প্রবিষ্টেতি। তত্রভবতি পূজ্যে। অত্র রাক্ষসনিরাকরণে কারণে বক্তব্যে কার্যরূপকর্মনিরূপদ্রবতোক্তেঃ পর্যায়োক্তালংকারঃ। কা কথেতি। বাণসন্ধানে কা কথা। শরসন্ধানং নাপেক্ষত ইত্যর্থঃ। স ধনুষো জ্যাশব্দেনৈব বিঘ্নান্ দূরতোঽপোহতি নিরাকরোতি। কেনেব। হুঙ্কারেণেবেতি একদেশবিবর্তিন্যুপমা। তেন রাজ্ঞো গণপত্যুপমানত্বং গম্যতে। অথবা স জ্যাশব্দেনৈব দূরতো বিঘ্নানপোহতি। কথংভূতেনেব। ধনুষো হুঙ্কারেণেবেতি সমাসোক্তিগর্ভোৎপ্রেক্ষা

ধনুষশ্চেতনত্বারোপাৎ। অনয়ানায়াসেন রিপুনির্বর্হণং ধ্বনিতম্। অস্মিন্ পক্ষে ধনুর্জ্যাশব্দ-য়োরর্থপৌনরুক্ত্যং পরিহৃতং ভবতি। আকাশ ইতি। তল্লক্ষণং তু দশরূপকে — 'কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনা পাত্রং ব্রবীতি যৎ। শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্ ॥' ইতি। নাট্যধর্মোঽয়ম্। আকর্ণ্যাকর্ণনমভিনীয়। তচ্চ পার্শ্বানতেন শিরসা স্তব্ধেন নেত্রেণ। তল্লক্ষণং তু — 'পার্শ্বস্যাভিমুখং যত্তু তৎ পার্শ্বানতমুচ্যতে'। 'প্রযোজ্যমাকর্ণনাদৌ পার্শ্বস্থস্যাবলোকনে। যত্তু স্যান্নিশ্চলপুটং স্তব্ধনেত্রং প্রচক্ষতে ॥' ইতি। বিষ্কম্ভকঃ। তল্লক্ষণং তু সুধাকরে — 'তত্র বিষ্কম্ভকো ভূতভাবিবস্ত্বংশসূচকঃ। অমুখ্যপাত্ররচিতঃ সংক্ষেপৈক-প্রয়োজনঃ ॥ দ্বিধা স শুদ্ধো মিশ্রশ্চ মিশ্রঃ স্যান্নীচমধ্যমৈঃ। শুদ্ধঃ কেবলমধ্যোঽয়মেকানেক-কৃতো দ্বিধা ॥' ইতি। তদয়মেককৃতঃ শুদ্ধঃ। অত্র দুষ্যন্তস্যাশ্রমাভ্যন্তরাগমনং কৃততপ-স্বিকার্যত্বেন নিরাকুলত্বং সংভৃতসূচনং শকুন্তলায়া আতপলঙ্ঘনব্যাজেন বিরহাবস্থাকথনং ভবিষ্যৎসূচনমিতি জ্ঞেয়ম্।

সুষমা—[১] আদায় — আ — দা + ল্যপ্। [২] যজমানশিষ্যঃ — যজমানস্য শিষ্যঃ (ষষ্ঠী তৎ) [৩] মহানুভাবঃ — অনুগতো ভাবঃ = অনুভাবঃ (প্রাদিতৎ) ; মহান্ অনুভাবঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৪] প্রবিষ্টমাত্রে — প্রবিষ্ট এব ইতি প্রবিষ্টমাত্রম্ (ময়ূরব্যংসকাদিবৎ নিত্য সমাস)। [৫] নিরুপদ্রবাণি — নিরস্তা উপদ্রবাঃ যেষাং তানি (বহুব্রী)। [৬] ৰাণসন্ধানে — ৰাণস্য সন্ধানম্ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মিন্। সম্ — ধা + ল্যুট্ = সন্ধানম্। [৭] দূরতঃ — দূর + তসিল্ (পঞ্চমীর অর্থে)। 'দূরে স্থিত্বা' এই অর্থে ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। [৮] হুঙ্কারেণ — হুংকরণম্ ইতি হুম্ + কৃ + ঘঞ্, ভাবে ; তেন। [৯] অপোহতি — অপ্ — উহ্ + লট্, প্রথম পুরুষ একবচন। উহ্ ধাতু আত্মনেপদী। কিন্তু 'উপসর্গাদস্যত্যূহ্যোর্বা' — সূত্রে পরস্মৈপদী। [১০] 'কা কথা ৰাণসন্ধানে' — এখানে অর্থাপত্তি অলঙ্কার। 'হুঙ্কারেণেব' — সমাসোক্তি-গর্ভ উৎপ্রেক্ষা। ধনুকে চেতনত্বের আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া পর্যায়োক্ত। [১১] অনুষ্টুপ্ ছন্দ। [১২] আকাশে — নাট্যশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। একে আকাশভাষিত বলা হয়। মঞ্চে একজন পাত্র উপস্থিত। সে যেন দূরের কোন লোকের কথা শুনতে পাচ্ছে এই ভাব দেখিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে মঞ্চে উপস্থিত পাত্র প্রথমে 'কিং ব্রবীষি' ('কি বল্‌লে'?) এইরকম বলে অনুক্ত (অশ্রুত) প্রশ্নটা উত্থাপন করবে এবং পরে তার উত্তর দেবে। 'কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনা পাত্রং ব্রবীতি যৎ। শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্ ॥' (দশরূপক) ; [১৩] মৃণালবন্তি — মৃণাল + মতুপ্। [১৪] আতপলঙ্ঘনাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [১৫] অস্বস্থা — স্বস্মিন্ তিষ্ঠতি ইতি স্ব + স্থা + ক কর্তরি, স্ত্রীলিঙ্গে = স্বস্থা ; ন স্বস্থা = অস্বস্থা (নঞ্ তৎ) [১৬] উচ্ছ্বসিতম্ — উদ্ + শ্বস্ + ক্ত ভাবে ॥ [১৭] বৈতানিকম্ — বি — তন্ + ঘঞ্ কর্মণি — বিতানঃ। বিতান + ঢঞ্ = বৈতানিকম্। [১৮] শান্ত্যুদকম্ — শান্ত্যর্থম্ উদকম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদ / উত্তরপদলোপী সমাস)। [১৯] অস্যৈ — 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি — ' ইতি সম্প্রদানে ৪র্থী।

অধ্যাপনা—এই অংশটি বিষ্কম্ভকরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। অতীত ও আগামী ঘটনার

স্থাপন করার বিশেষ প্রক্রিয়াকে বিষ্কম্ভক বলা হয়। নাটকীয় ঘটনার পূর্বাপরসামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যেসব নীরসবস্তু বিশদভাবে উপস্থাপনের অপেক্ষা রাখে না অথবা মঞ্চে প্রদর্শনের যোগ্য নয় কিন্তু যা দর্শকদের জানিয়ে না দিলে দর্শকরা নাটকের বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারবে না, সেই বিষয়গুলি 'অর্থোপক্ষেপকে'র মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। অর্থোপক্ষেপক অঙ্কের অন্তর্গত নয়, অঙ্কের শুরুতে পৃথক্‌ভাবে যোজিত হয়। অর্থোপক্ষেপক পাঁচ প্রকার। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার এবং অঙ্কমুখ। বিষ্কভ্নাতি মধ্যমাংশপূরণেন পূর্বপরাঙ্কগতবৃত্তান্তং প্রতিপাদয়তি = বিষ্কম্ভকঃ। 'সাহিত্য-দর্পণে' বিষ্কম্ভকের লক্ষণ — বৃত্তবর্তিষ্যমাণ্যানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ। সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য সূচিতঃ ॥' বিষ্কম্ভক দুই প্রকার। শুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ বিষ্কম্ভকে একজন বা দুজন মধ্যমপাত্র থাকে। সঙ্কীর্ণে নীচ এবং মধ্যমপাত্র থাকে। আলোচ্য বিষ্কম্ভক শুদ্ধ।

[৩.২]

(ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা)

রাজা — (নিঃশ্বস্য)

জানে তপসো বীর্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।
অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্তয়িতুম্ ॥ ২ ॥

(মদনবাধাং নিরূপ্য) ভগবন্ কুসুমায়ুধ, ত্বয়া চন্দ্রমসা চ বিশ্বসনীয়াভ্যাম্ অতিসন্ধীয়তে কামিজনসার্থঃ। কুতঃ —

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো-
র্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ-
স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি ॥ ৩ ॥

(পরিক্রম্য) ক্ব নু খলু সংস্থিতে কর্মণি সদস্যৈরনুজ্ঞাতঃ শ্রমক্লান্তমাত্মানং বিনোদয়ামি। (নিঃশ্বস্য) কিং নু খলু মে প্রিয়াদর্শনাদৃতে শরণমন্যৎ। যাবদেনামন্বিষ্যামি। (সূর্যমবলোক্য) ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু সসখীজনা শকুন্তলা গময়তি। তত্রৈব তাবদ্ গচ্ছামি। (পরিক্রম্য সংস্পর্শং রূপয়িত্বা) অহো প্রবাতসুভগোঽয়মুদ্দেশঃ।

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥ ৪ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে সন্নিহিতয়া তয়া ভবিতব্যম্। তথাহি —

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা ॥ ৫ ॥

যাবদ্বিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (পরিক্রম্য তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ে, লব্ধং নেত্রনির্বাণম্। এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা সকুসুমাস্তরণং শিলাপট্টমধিশয়ানা সখীভ্যামন্বাস্যতে। ভবতু, শ্রোষ্যাম্যাসাং বিস্রম্ভকথিতানি। (বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)।

বিসন্ধি—পরবতী + ইতি। অলম্ + অস্মি। ন + ইদম্। শীতরশ্মিত্বম্ + ইন্দোঃ + দ্বয়ম্ + ইদম্ + অযথার্থম্। হিমগর্ভৈঃ + অগ্নিম্ + ইন্দুঃ + ময়ূখৈঃ + ত্বম্ + অপি। সদসৈঃ + অনুজ্ঞাতঃ। শ্রমক্লান্তম্ + আত্মানম্। প্রিয়াদর্শনাৎ + ঋতে। শরণম্ + অন্যৎ। যাবৎ + এনাম্ + অন্বিষ্যামি। সূর্যম্ + অবলোক্য। ইমাম্ + উগ্রাতপবেলাম্। তত্র + এব। প্রবাতসুভগঃ + অয়ম্ + উদ্দেশঃ। শক্যম্ + অরবিন্দসুরভিঃ। অঙ্গৈঃ + অনঙ্গতপ্তৈঃ + অবিরলম্ + আলিঙ্গিতুম্। পরিক্রম্য + অবলোক্য। পুরস্তাৎ + অবগাঢ়া। দ্বারে + অস্য। পদপঙ্‌ক্তিঃ + দৃশ্যতে + অভিনবা। যাবৎ + বিটপান্তরেণ + অবলোকয়ামি। শিলাপট্টম্ + অধিশয়ানা। সখীভ্যাম্ + অন্বাস্যতে। শ্রোষ্যামি + আসাম্।

অন্বয়—তপসঃ বীর্যং জানে ; সা বালা পরবতী ইতি মে বিদিতম্। তথাপি ইদং হৃদয়ং ততঃ নিবর্তয়িতুম্ অলং ন অস্মি। (২)

তব কুসুমশরত্বম্ ইন্দোঃ শীতরশ্মিত্বম্ — ইদং দ্বয়ং মদ্বিধেষু অযথার্থং দৃশ্যতে। ইন্দুঃ হিমগর্ভৈঃ ময়ূখৈঃ অগ্নিং বিসৃজতি, ত্বম্ অপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি। (৩)

অরবিন্দসুরভিঃ মালিনীতরঙ্গাণাং কণবাহী পবনঃ অনঙ্গতপ্তৈঃ অঙ্গৈঃ অবিরলম্ আলিঙ্গিতুং শক্যম্। (৪)

অস্য (লতামণ্ডপস্য) পাণ্ডুসিকতে দ্বারে পুরস্তাৎ অভ্যুন্নতা, পশ্চাৎ জঘনগৌরবাৎ অবগাঢ়া অভিনবা পদপঙ্‌ক্তিঃ দৃশ্যতে। (৫)

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ কামযমানাবস্থো রাজা প্রবিশতি — তারপর কামার্ত রাজা প্রবেশ করলেন — নিঃশ্বস্য — দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে] তপসঃ (তপস্যার) বীর্যং (প্রভাব) জানে (আমি জানি)। সা বালা (সেই বালিকা শকুন্তলা) পরবতী (পরাধীন) ইতি মে বিদিতম্ (একথাও আমি জানি)। তথাপি (তৎসত্ত্বেও) ইদং হৃদয়ম্ (আমার এই মনকে) ততঃ নিবর্তয়িতুম্ (তার অর্থাৎ শকুন্তলার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে) অলম্ ন অস্মি (সক্ষম হচ্ছি না)। [মদনবাধাং নিরূপ্য — কামনায় অস্থির হওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে] ভগবন্ কুসুমায়ুধ (ভগবান কামদেব), বিশ্বসনীয়াভ্যাং ত্বয়া চন্দ্রমসা চ (আপনি এবং চাঁদ, — দুজনেই বিশ্বাসের পাত্র হলেও), কামিজনসার্থঃ অতিসন্ধীয়তে (কামী ব্যক্তিদের প্রতারিত ক'রছেন)। কুতঃ (কেননা) — তব কুসুমশরত্বম্ (আপনার বাণ ফুলে তৈরী) ইন্দোঃ শীতরশ্মিত্বম্ (আর চাঁদের কিরণ শীতল) — ইদং দ্বয়ং (কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুটি) মদ্বিধেষু (আমার মত কামার্ত লোকের কাছে) অযথার্থং দৃশ্যতে (মিথ্যা বলে বোধ হচ্ছে)। কারণ,

ইন্দুঃ (চাঁদ) হিমগর্ভৈঃ ময়ূখৈঃ (শীতল কিরণের দ্বারা) অগ্নিং বিসৃজতি (অগ্নি বর্ষণ করছেন), ত্বম্ অপি (আর আপনিও) কুসুমবাণান্ (ফুলের বাণগুলিকে) বজ্রসারীকরোষি (বজ্রের মত কঠিন করে তা দিয়ে আমাদের আঘাত করছেন)। [পরিক্রম্য — একটু এগিয়ে] ক্রিয়াণি সংস্থিতে (যজ্ঞের কাজ শেষ হয়েছ), সদস্যৈঃ অনুজ্ঞাতঃ (যাজ্ঞিক ঋষিরা বিশ্রামের অনুমতি দিয়েছেন) ; ক্ব নু খলু (এখন কোথায় গিয়ে) শ্রমক্লান্তম্ আত্মানং বিনোদয়ামি (শ্রান্ত হৃদয়কে একটু জুড়াই)? [নিঃশ্বস্য — দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে] প্রিয়াদর্শনাৎ ঋতে (প্রিয়া শকুন্তলাকে দেখা ছাড়া) কিং নু খলু মে অন্যৎ শরণম্ (অন্য কি আর আশ্রয় হতে পারে)! যাবৎ এনাম্ অন্বিষ্যামি (যাই, তাকেই খুঁজে দেখি)। [সূর্যম্ অবলোক্য — সূর্যের দিকে তাকিয়ে] ইমাম্ উগ্রাতপবেলাম্ (এই প্রখর রোদের সময়) প্রায়েণ (প্রায়ই) লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু (মালিনী নদীর তীরে লতায় ঘেরা কুঞ্জবনে) শকুন্তলা সসখীজনা (শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে) গময়তি (যায়)। তত্র এব (সেখানেই) তাবদ্ গচ্ছামি (যাই)। [পরিক্রম্য — একটু গিয়ে, সংস্পর্শং রূপয়িত্বা — যেন বাতাসের স্পর্শ অনুভব করছেন এমন অভিনয় করে] অহো (আহা), প্রবাতসুভগঃ অয়ম্ উদ্দেশঃ (এই জায়গার বাতাসটা কি মনোরম)! অরবিন্দসুরভিঃ (পদ্মের গন্ধ বয়ে আনা) মালিনীতরঙ্গাণাং কণবাহী পবনঃ (মালিনী নদীর তরঙ্গের কণায় শীতল এই বাতাস) অনঙ্গতপ্তৈঃ অঙ্গৈঃ (আমার এই কামপীড়িত শরীর দিয়ে) অবিরলম্ আলিঙ্গিতুং শক্যম (নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে শরীরকে জুড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ — একটু এগিয়ে চারদিকে তাকিয়ে] অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে (এই বেতসলতাকুঞ্জের, বেতলতায় তৈরী কুঞ্জগৃহের) সন্নিহিতয়া তয়া ভবিতব্যম্ (কাছেই সে থাকতে পারে)। তথাহি (কেননা), অস্য (এই লতামণ্ডপের) পাণ্ডুসিকতে দ্বারে (প্রবেশ পথে সাদা বালুর উপরে) পুরস্তাৎ অভ্যুন্নতা (সামনের দিকে অগভীর) পশ্চাৎ জঘনগৌরবাৎ অবগাঢ়া (পেছনের দিকে অর্থাৎ গোড়ালির দিকে নিতম্বের ভারে গভীর) অভিনবা (নতুন, সদ্যঃকৃত) পদপঙ্‌ক্তিঃ দৃশ্যতে (পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে)। যাবৎ বিটপান্তরেণ অবলোকয়ামি (যাই, গাছের আড়ালে থেকে দেখি)। [পরিক্রম্য, তথা কৃত্বা সহর্ষম্ — একটু এগিয়ে, ঐভাবে আড়ালে থেকে, সানন্দে] অয়ে (আহা) লব্ধং নেত্রনির্বাণম্ (চোখ সার্থক হ'ল)। মে মনোরথপ্রিয়তমা (এই যে আমার কামনার প্রিয়তমা শকুন্তলা) সকুসুমাস্তরণং (ফুলের রাশিতে ঢাকা), শিলাপট্টম্ অধিশয়ানা (পাথরের বেদীতে শুয়ে আছে) সখীভ্যাম্ অন্বাস্যতে (আর দুই সখী তার পরিচর্যা করছে)। ভবতু (বেশ), আসাং (এদের) বিস্রম্ভকথিতানি শ্রোষ্যামি (নিঃশঙ্ক, নিভৃত আলাপ শুনি)। [বিলোকয়ন্ স্থিতঃ — সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন]।

বঙ্গানুবাদ— (তারপর কামার্ত রাজা প্রবেশ করলেন)

রাজা — (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে),

তপস্যার প্রভাব আমি জানি। আর এও জানি, সেই বালিকা শকুন্তলা সম্পূর্ণ পরাধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার এই মনকে তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারছি না।

(কামনায় অস্থির হওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে) ভগবান্ কামদেব, আপনি এবং চন্দ্র — দুজনেই বিশ্বাসের পাত্র হলেও কামী ব্যক্তিদের কিন্তু প্রতারিত করছেন। কেন না —

আপনার শরগুলি ফুল দিয়ে তৈরী আর চাঁদের রশ্মিও শীতল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুটি আমার মত কামার্ত লোকের কাছে মিথ্যা বলে বোধ হচ্ছে। কারণ চাঁদ যেন শীতল কিরণ দিয়েই অগ্নি বর্ষণ করছে আর আপনিও আপনার ফুলের বাণগুলিকে বজ্রের মত কঠিন করে তা দিয়ে আমাদের আঘাত করছেন।

(একটু এগিয়ে) যজ্ঞের কাজ শেষ হয়েছে। যাজ্ঞিক ঋষিরা বিশ্রামের অনুমতি দিয়েছেন। এখন কোথায় গিয়ে শ্রান্ত হৃদয়কে একটু জুড়াই? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে) প্রিয়া শকুন্তলাকে দেখা ছাড়া অন্য কি আর আশ্রয় হতে পারে! যাই, তাকেই খুঁজে দেখি। (সূর্যের দিকে তাকিয়ে) এই প্রখর রোদের সময় প্রায়ই মালিনী নদীর তীরে লতায় ঘেরা কুঞ্জবনে শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে যায়। সেদিকেই যাই। (একটু গিয়ে, যেন বাতাসের স্পর্শ অনুভব ক'রে) আহা, এই জায়গার বাতাস কি মনোরম!

পদ্মের গন্ধ বয়ে আনা এবং মালিনী নদীর তরঙ্গের জলকণায় শীতল এই বাতাস আমার এই কামপীড়িত শরীর দিয়ে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে জুড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে।

(একটু এগিয়ে চারদিকে তাকিয়ে) বেতসলতায় তৈরী এই কুঞ্জের কাছেই সে থাকতে পারে। কেননা —

এই লতামণ্ডপের প্রবেশ পথে সাদা বালুর উপরে নতুন পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এই পায়ের ছাপগুলির সামনের দিকে, হাল্কাভাবে ছাপ পড়েছে, কিন্তু নিতম্বের ভারে গোড়ালির দিকে গভীর ছাপ দেখা যাচ্ছে। (সুতরাং এ অবশ্যই সেই শকুন্তলারই পদচিহ্ন হবে)। যাই, গাছের আড়ালে থেকে দেখি। (একটু এগিয়ে, ঐভাবে আড়ালে থেকে শকুন্তলকে দেখে, সানন্দে) আহা, এতক্ষণে চোখের তৃপ্তি হ'ল। এই যে আমার কামনার প্রিয়তমা শকুন্তলা ফুলের রাশিতে ঢাকা পাথরের বেদীতে শুয়ে আছে ; আর দুই সখী তার পরিচর্যা করছে। বেশ, এদের নিভৃত আলাপ (আড়ালে থেকে) শুনি।

(সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন)।

রাঘবভট্ট—কাময়মানো বিরহী তস্যোবাবস্থা যস্য স তথা। ক্বচিৎ 'কাময়ানঃ' ইতি পাঠঃ। সোঽপ্যনিত্যমাগমানুশাসনমিতি মুখ্যকৃতে সাধুঃ। তথা চ বামনাচার্যসূত্রম্ — 'কাময়ানশব্দঃ সিদ্ধোঽনাদিশ্চ' ইতি। তত্র রাজানকমম্মটেন ব্যাখ্যাতম্ — 'অনিত্যমাগমানুশাসনম্' ইতি। যদ্বা কামস্য যান উদ্‌গমন আরোহণে বা যা অবস্থা অভিলাষাদ্যাস্তা যস্য সঃ। জান ইতি। অহং তপসো বীর্যং জানে। প্রসহ্য ধর্ষণীয়া ন ভবতীতি ভাবঃ। প্রসহ্য ধর্ষণীয়ত্বাভাবে কার্যে প্রস্তুতে যদপ্রস্তুতং তপসো বীর্যং জান ইতি কার্যমুক্তং সাঽপ্রস্তুতপ্রশংসা। তর্হি সৈবাগমিষ্যতীত্যত আহ — সেতি। সা ৰালাঽপ্রগল্‌ভা পরবতী পরাধীনেত্যুভয়ং বিধেয়ম্। অয়ং ব্যাজো ভবিষ্যতীত্যাহ — ইতি মে বিদিতম্। ম ইতি ময়েত্যর্থে নিপাতঃ। তদুক্তং বামনাচার্যৈঃ — 'তে-মে-শব্দনিপাতৌ ত্বয়াময়েত্যর্থে' ইতি। নপুংসকে ভাবে ক্তস্য

শেষবিবক্ষায়াং চেতি বা সম্বন্ধে ষষ্ঠী। এবং যদ্যপি তথাপি ততঃ শকুন্তলায়াঃ সকাশাদিদং ময়া সহ সম্বদ্ধং মাং চ পরিত্যজ্য ক্ষণমাত্রপরিচিত আসক্তমিতি নির্হ্রীকং হৃদয়ং নিবর্তয়িতুং নালং ন সমর্থোঽস্মি। স্বয়ং ন নিবর্ততে, ময়াপ্যশক্যং নিবর্তনমিত্যর্থঃ। বেদনক্রিয়া হৃদয়নিবর্তনক্রিয়ায়াশ্চ বিরোধঃ। তদাভাসস্তু রতিস্বাভাব্যাৎ শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। মদনবাধাং নিরূপ্যেতি। লোলিতেন শিরসা দোলেন হস্তকেন শূন্যয়া দৃষ্ট্যেত্যাদি জ্ঞেয়ম্। তল্লক্ষণানি তু — 'শিরঃ স্যাল্লোলিতং সর্বদিক্কৈঃ শিথিললোচনৈঃ' ইতি। 'লম্বমানৌ পতাকৌ তু শ্লথাং সৌ শিথিলাঙ্গুলী। দোলো ভবেদসৌ' ইতি। 'সমতারাপুটা দৃশ্যদৃষ্টিঃ শূন্যবিলোকিনী' ইতি। অথবা দোলস্থায়ে কর্কটং কুর্যাৎ। তল্লক্ষণং তু — 'অন্যোন্যস্যান্তরৈর্যত্রাঙ্গুল্যো নিঃসৃত্য হস্তয়োঃ। অন্তর্বহির্বা দৃশ্যন্তে কর্কটঃ সোঽভিধীয়তে ॥ অন্তঃস্থিতাঙ্গুলিঃ পৃষ্ঠে ত্বঙ্গুলীনাং হনুং দধৎ। চিন্তায়ামথ খেদে চ' ইতি। অত এবোক্তম্ — 'সূচয়ন্ত্যান্তরং ভাবং যে করাঃ কর্কটাদয়ঃ। বিষণ্ণাদিষ্বপি প্রায়ঃ প্রযোজ্যাস্তে সতাং মতাঃ ॥' ইতি বিশ্বসনীয়াভ্যামিত্যত্রোপাত্তবিশেষ্যার্থো হেতুত্বেনো-পাত্তোঽবগন্তব্যঃ। কামিজনসার্থো বিরহিসমূহোঽতিসংধীয়তে বঞ্চ্যতে। 'অতিসমৌ বঞ্চনে' ইতি গণপাঠাৎ। তদেবাহ — তবেতি। কুসুমশব্দেনাত্যন্তপেলবত্বং ধ্বনিতম্। কুসুমশরস্য ভাবঃ কুসুমশরত্বম্। অত্র চূর্ণিকায়াং চন্দ্রমসা চেত্যুক্তেস্তবেতিবৎ সর্বনামপরামর্শো ন্যায্যো নেন্দুপদোপাদানম্। তেন 'ত্বমস্য দ্বয়ম্' ইতি পঠনীয়ম্। অযথার্থম্। বিপরীতার্থমিত্যর্থঃ। 'তদন্যতদ্বিরুদ্ধতদভাবেষু নঞ বর্ততে' ইতি বিরুদ্ধার্থেঽত্র নঞ্। মদ্বিধেষু বিরহিষ্বিত্যর্থঃ। অত্রাপি ময়ীতি বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। অযথার্থত্ব উত্তরবাক্যার্থং হেতুত্বেনাহ — বিসৃজতীতি। যত ইন্দুঃ, হিমং গর্ভে যেষাং তৈঃ। অনেন কালত্রয়েঽপ্যুষ্ণত্বশঙ্কামাত্রমপি নাস্তীতি ব্যজ্যতে। ময়ূখৈঃ কিরণৈরগ্নিং বিসৃজতি কিরতি। অবজ্রসারান্ বজ্রসারান্ করোষি বজ্রসারীকরোষি। যদ্বা বজ্রবৎ সারীকরোষি দৃঢ়ীকরোষি। কাব্যলিঙ্গম্ রূপকমুপমা ক্রমেণ। হিমগর্ভৈরগ্নিমিতি গুণদ্রব্যয়োর্বিরোধঃ বিপ্রলম্ভস্বাভাব্যাদাভাসত্বং চূর্ণিকয়া শ্লোকপূর্বার্ধেঽযথালঙ্কারঃ, কুসুমেষু বজ্রবাণত্বমারোপিতং তদ্বিরহদুঃখদত্বেন প্রকৃতোপযোগীতি পরিণামশ্চ। 'আরোপ্যমাণস্য প্রকৃতোপযোগিত্বে পরিণামঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। ত্বংত্বেতি মিন্দোর্মিদমিতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। মালিনীবৃত্তম্। উত্তরার্ধে ক্রমপ্রক্রমভঙ্গো বিরহিণো রাজ্ঞো বচনমিতি পরিহর্তব্যঃ। 'ত্বমিহ কুসুমবাণান্ বজ্রসারান্ বিধৎসে বিসৃজতি স চ বহ্নিং শীতগর্ভৈর্ময়ূখৈঃ' ইতি বা পাঠঃ। অত্র চ পাঠে শীতপদোপাদানাদুদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্যয়োরেকপদোপাদানলক্ষণো গুণঃ। ইন্দুশব্দানুপাদানাৎ কথিতপদদোষাভাবশ্চ স্বীকৃতো ভবতি। শ্লোকে চ যথাসংখ্যালংকারঃ। সংস্থিতেঽবসিতে। সদসি সাধবঃ সদস্যাস্তৈরুপদ্রষ্টৃভিঃ। 'সদস্যা বিধিদর্শিনঃ' ইত্যমরঃ। ক নু খলু বিনোদয়ামীত্যন্বয়ঃ। বিনোদন কৌতুকেন ক্লেশমপহরামীতি ভাবঃ। অন্যত্র কচিদপি বিনোদনাভাবান্নিঃশ্বস্যেত্যুক্তিঃ। তত্র দীর্ঘত্বমুষ্ণত্বং বিরহিত্বাদবসেয়ম্। অন্যথৈতদুক্তেরেব বৈয়র্থ্যাৎ তস্য স্বভাবত এব সম্ভবাৎ। অন্যৎ কিং খলু শরণম্ রক্ষকম্। ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। 'ততঃ প্রবিশতি' ইত্যাদিনৈতদন্তেনোদ্বেগো নাম পঞ্চম্যবস্থা সূচিতা। তল্লক্ষণং তু — 'মনসঃ

কম্প উদ্বেগঃ কথিতস্তত্র বিক্রিয়াঃ। চিত্তসন্তাপনিঃশ্বাসৌ দ্বেষঃ শয্যাসনাদিষু ॥ স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যদীনত্বাদয় ঈরিতাঃ' ইতি। মালিনীতি নদীসমাখ্যা। 'যাবদেনাম্' ইত্যাদিনা 'গচ্ছামি' ইত্যন্তেন পরিসর্পো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'দৃষ্টনষ্টানুসরণং পরিসর্প ইতীরিতঃ' ইতি। অহো ইতি। অকস্মাদ্বাতস্পর্শসংজাতসুখেনাশ্চর্যম্। প্রকৃষ্টো বাতস্তেন সুভগো মনোহরঃ। অত্র সৌভাগ্যং চেতনধর্মঃ স দেশে ন সম্ভবতীতি মুখ্যার্থবাধেন যো মনোহরঃ স সুভগো ভবতীতি কার্যকারণসম্বন্ধেন মনোজ্ঞত্বং লক্ষয়ন্ বিরহিমনোবিনো-দনত্বাদিকং ধ্বনয়তি। শক্যমিতি। এতাদৃশঃ পবনোঽনঙ্গতপ্তৈরঙ্গৈরবিরলং গাঢ়ং যথা স্যাদেবমালিঙ্গিতুং শক্যম্। মালিনীতরঙ্গানামিত্যনেন তরঙ্গোৎপাদনোক্তের্মন্দত্বং জ্ঞেয়ম্। অত্র পবনোঽঙ্গান্যালিঙ্গতীতি কর্তৃকর্মবদ্ভাবে বাচ্যে যদ্বৈপরীত্যং কৃতং তেষামতিতানবমতি-শয়সন্তাপত্বং তস্য চ তদ্দূরীকরণেন দুঃখদায়িত্বং ব্যজ্যতে। অত্র প্রিয়াদর্শনেনাত্মবিনোদন-কার্যমারভমাণস্য পবনোঽপি তৎকার্যে সহায়ত্বেনোপাত্ত ইতি সমাহিতালংকারঃ। 'কার্যারম্ভে সহায়াপ্তিঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। অত্র মালিমালীতি লিঙ্গচতুষ্টয়স্যোপাদানাচ্ছেকানুপ্রাসঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসস্য ত্বনেন সহৈকবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্চ। অরবিন্দবস্মনোজ্ঞঃ শীতলঃ পবনঃ পবিত্রঃ সমালিঙ্গনেন সুখমুৎপাদয়তীতি সমাসোক্তিরপি। 'সুগন্ধৌ চ মনোজ্ঞে চ বাচ্যবৎ সুরভিঃ স্মৃতঃ' ইতি বিশ্বঃ। ননু পবনস্য সর্বতাপপ্রদ্দীপকত্বাত্তস্য চ বিরহিত্বাৎ পবন আলিঙ্গিতুং শক্য ইতি তস্য মনোবিনোদহেতুত্বং কথমিতি চেৎ। 'ইমামুগ্রাতপবেলাং মালিনীতীরেষু শকুন্তলা গময়তি' ইতি পূর্বমুক্তেরত্র চ মালিনীতরঙ্গাণাং কণবাহীত্যুক্তের্নায়িকাসংস্পৃষ্টত্বং ব্যজ্যতে। তেন বিনোদকারিত্বমুক্তমেব। অনেনৈবান্যত্রা-প্যুক্তম্ — 'আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।' ননু 'শকিসহোশ্চ' ইতি কর্মণি যকি কৃতে সহ্যং শক্যমিতি রূপম্। তেন সহ পবনস্য ভিন্নলিঙ্গস্য সামানাধিকরণ্য কৃত ইতি চেন্ন। মহাভাষ্যবচনাৎ সিদ্ধম্। 'শক্যং চ শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্' ইতি। তথা চ বামনসূত্রম্ — 'শক্যমিতি রূপং বিলিঙ্গবচনস্যাপি কর্মাভিধায়াং সামান্যোপক্রমাৎ' ইতি। অভ্যুন্নতেতি। পুরস্তাৎ পাদাগ্রভাগেঽভ্যুন্নতা। উন্নতত্বং চ সাপেক্ষমিতি পশ্চাদ্ভাগাপেক্ষয়োন্নতত্বং জ্ঞেয়ম্। পশ্চাৎ পার্ষ্ণিদেশে। জঘনগৌরবান্নিতম্বগৌরবাৎ। 'জঘনং কটৌ। স্ত্রিয়ঃ শ্রোণিপুরোভাগে' ইতি হৈমঃ। অবগাঢ়া নিম্নেতি স্বভাবোক্তিঃ। প্রতিবিম্বিতপদপঙ্ক্তিঃ। 'পদং শব্দে চ বাক্যে চ পাদতচ্চিহ্নয়োরপি' ইতি বিশ্বঃ। 'পাদন্যাসে পাদমুদ্রা সুপ্তিঙন্তে পদং ভবেৎ' ইতি ক্ষীরস্বামী। অস্য বেতসলতামণ্ডপস্য। পাণ্ডুঃ সিকতা যত্র তস্মিন্। এতেন তৎপ্রতিবিম্বযোগ্যত্বং ধ্বনিতম্। পাণ্ডুশব্দোনোদ্দীপকত্বম্। 'যাবদ্রম্যমুজ্জ্বলং চ' ইত্যুক্তেঃ। দ্বারে দৃশ্যতে তৎপ্রবেশসূচনার্থং দ্বারগ্রহণম্। অনেন পথা লতামণ্ডপং প্রবিষ্টেতি কারণে বক্তব্যে যত্তৎকার্যরূপপদপঙ্ক্তিবর্ণনং তৎপর্যায়োক্তম্। হেতুশ্চ। অত্র রাজা লতামণ্ডপদ্বারি ন গতোঽস্তি। তৎপৃষ্ঠভাগ এবাস্তি। তত এব পদপঙ্ক্তৌ দৃষ্টিঃ পতিতা। পদপঙ্ক্তিশ্চ প্রবেশসূচিকা। অত এব পূর্বং পুরোভাগস্য পশ্চাৎ পশ্চাদ্ভাগস্য বর্ণনমিতি বর্ণ্যক্রমভঙ্গো

নাশঙ্কনীয়ঃ। ভোজেন তু 'প্রত্যক্ষমক্ষজং জ্ঞানম্' ইতি প্রত্যক্ষালঙ্কারো-২ঙ্গীকৃতঃ। উদাহৃতং চ — 'বীক্ষ্যতে স্ম শনকৈর্নববধ্বা' ইতি। তেন পদপঙ্ক্তির্দৃশ্যত ইতি প্রত্যক্ষালংকারঃ। 'সদৃশাৎ সদৃশজ্ঞানমুপমানং দ্বিধেহ তৎ। স্যাদেকমনুভূতেঽর্থেঽননুভূতে দ্বিতীয়কম্' ইতি। তেনৈবোপমানালংকার উক্তঃ। তেনাত্রাপ্যভ্যুন্নতেত্যাদিবিশিষ্টপদপঙ্ক্তৌ তস্যা ইয়মিতি জ্ঞানং সোঽয়মনুভূতার্থ বিষয় উপমানালংকারঃ। অথ চ বিশিষ্টপদপঙ্ক্ত্যা বেতসগৃহে তৎসদ্ভাবাদনুমানালংকারোঽপি। যদাহুঃ — 'অপি চাস্ত্যনুমানেঽপি সাদৃশ্যং লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ। পাদেন যত্র কুব্জেন কুব্জপাদোঽনুমীয়তে ॥' ইতি। শ্রুত্যনুপ্রাসশ্চ। বিটপান্তরেণ শাখাবকাশেন। 'অন্তরমবকাশবিধি' ইত্যমরঃ। নেত্রনির্বাণং নয়নানন্দমিত্যতিশয়োক্তিঃ। নায়িকালক্ষণস্য বিষয়স্য নিগীর্ণত্বাৎ। মনোরথপ্রিয়তমেতি রতেরনির্বাহাৎ। বিস্রব্ধকথিতানি বিশ্বাসভণিতানি। 'সমৌ বিস্রম্ভবিশ্বাসৌ' ইত্যমরঃ।

সুষমা—[১] কাময়মানাবস্থঃ — কম্ + নিঙ্ + শানচ্ কর্তরি = কাময়মানঃ। কাময়মানস্য অবস্থা ইব অবস্থা যস্য সঃ (বহুব্রী)। অনেক সংস্করণে 'কাময়ানঃ' পাঠ আছে। রাঘবভট্ট আগের পাঠই নিয়েছেন। তবে পাঠান্তরের উল্লেখ করেছেন। 'কাময়ানঃ' পদটি বৈদিক সংস্কৃত। যদিও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও প্রয়োগ আছে। [২] জানে — 'অনুপসর্গাৎ জ্ঞঃ' সূত্রে কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে আত্মনেপদ। [৩] পরবতী — পর + মতুপ্, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। [৪] বিদিতম্ — বিদ্ + ক্ত, কর্মণি বর্তমানে। [৫] ততঃ — তদ্ + তসিল্, পঞ্চমীর অর্থে। 'বারণার্থানামীপ্সিতঃ' ইতি অপাদানে পঞ্চমী। [৬] নিবর্তয়িতুম্ — নি-বৃৎ + ণিচ্ + তুমুন্। [৭] অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] আর্যা ছন্দ। [৯] কুসুমায়ুধ — কুসুমম্ আয়ুধম্ যস্য সঃ (বহুব্রী), সম্বোধন। কামদেবের অপর নাম। 'অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ ॥' [১০] অতিসন্ধীয়তে — অতি + সম্-ধা + লট্, কর্মণি, প্রথমপুরুষ একবচন। [১১] কামিজনসার্থঃ — সার্থ = সমূহ। [১২] কুসুমশরত্বম্ — কুসুমাণি এব শরাঃ যস্য সঃ (বহুব্রী), তস্য ভাবঃ। [১৩] অযথার্থম্ — অর্থস্য যোগ্যম্ (অব্যয়ীভাব) — ন যথার্থম্ (নঞ্ তৎ)। [১৪] মদ্বিধেষু — মম ইব বিধা প্রকারো যেষাং তে (বহুব্রী) ; তেষু। [১৫] হিমগর্ভৈঃ — হিমং গর্ভে যেষাং তে (বহুব্রী), তৈঃ। [১৬] বজ্রসারীকরোষি — বজ্রস্য সারঃ (ষষ্ঠী তৎ), বজ্রসার ইব সারঃ যেষাং তে বজ্রসারাঃ (বহুব্রী)। অবজ্রসারান্ বজ্রসারান্ করোষি ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয়। বজ্রসার + চ্বি + কৃ + লট্ মধ্যমপুরুষ একবচন। [১৭] 'ময়ি' এই বিশেষের স্থলে 'মদ্বিধেষু' এই সামান্যের উক্তির কারণে 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। পূর্বার্দ্ধে কথিত অযথার্থত্বের কারণ উত্তরার্দ্ধে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ। তাছাড়া পরিণাম অলঙ্কার — কুসুমবাণের দুঃখদানের প্রকৃতোপযোগ থাকায়। বিপ্রলম্ভের স্বভাব বর্ণনায় স্বভাবোক্তি। অনেকে বিষম অলঙ্কারও স্বীকার করেছেন। ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১৮] মালিনী ছন্দ। [১৯] সংস্থিতে কর্মণি — ভাবে সপ্তমী। সম্ + স্থা + ক্ত, সপ্তমী একবচন। [২০] বিনোদয়ামি — বিনোদং কারয়ামি। 'হেতুমতি চ' ইতি ণিচ্। [২১] প্রিয়াদর্শনাৎ — ঋতে যোগে পঞ্চমী। সূত্র —

'অন্যারাদিতরর্তে — '। [২২] প্রবাতসুভগঃ — প্রবাতেন সুভগঃ (তৃতীয়া তৎ)। [২৩] শক্যম্ — 'পবনঃ' এই বিশেষ্য পুংলিঙ্গে — বিশেষণ 'শক্যম্' ক্লীবলিঙ্গে। সুতরাং লিঙ্গব্যত্যয়। ভাষ্যকার পতঞ্জলির প্রয়োগও প্রমাণ। মহাভাষ্যে তিনি — 'শক্যং শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্' এইরকম প্রয়োগ করেছেন ; (শক্যম্ — ক্লীবলিঙ্গ। ক্ষুৎ — স্ত্রীলিঙ্গ)। ভাষ্যকারপ্রামাণ্যে সাধু। তাছাড়া বামন বলেছেন — 'বিলিঙ্গবচনস্যাপি সামান্যোপক্রমাৎ'। লিঙ্গ বা বচনের কোন বিশেষ অপেক্ষা না থাকলে সামান্যে ক্লীবলিঙ্গ এবং সামান্যে একবচন হয়। [২৪] অরবিন্দসুরভিঃ — অরবিন্দৈঃ সুরভিঃ (তৃতীয়া তৎ)। [২৫] কণবাহী — কণং বহতীতি কণ + বহ + ণিনি। [২৬] অনঙ্গতপ্তৈঃ — অনঙ্গেন তপ্তঃ (তৃতীয়া তৎ) তৈঃ। [২৭] আলিঙ্গিতুম — আ — লিঙ্গ্ + তুমুন্। [২৮] পবনে সুখদায়কত্বাদির আরোপের কারণে সমাসোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনপ্রাস। [২৯] আর্যা ছন্দ। [৩০] অভ্যুন্নতা — অভি + উৎ — নম্ + ক্ত টাপ্। [৩১] অবগাঢ়া — অব + গাহ্ + ক্ত টাপ্। [৩২] জঘনগৌরবাৎ — জঘনস্য গৌরবম্ (ষষ্ঠী তৎ) তস্মাৎ। 'পূরণ-গুণ-সুহিতার্থ — ' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠী সমাসের নিষেধ থাকলেও 'তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ' পাণিনির এই প্রয়োগেই প্রমাণ হয় — 'অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ'। নাগেশ এইরকম ক্ষেত্রে মধ্যপদলোপী সমাস (জঘনগতম্ গৌরবম্ — জঘনগৌরবম্) স্বীকার করেছেন। [৩৩] পাণ্ডু সিকতে — পাণ্ডবঃ সিকতাঃ যত্র (বহুব্রী), তস্মিন্। 'সিকতা' শব্দ সাধারণতঃ বহুবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়। কখনও কখনও একবচনেও প্রয়োগ দেখা যায়। [৩৪] পর্যায়োক্ত এবং অনুমান অলঙ্কার। শ্রুত্যনুপ্রাস। [৩৫] আর্যা ছন্দ। [৩৬] নেত্রনির্বাণম্ — নেত্রয়োঃ নির্বাণম্ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩৭] সকুসুমাস্তরণম্ — কুসুমাণি এব আস্তরণম্ কুসুমাস্তরণম্ (ময়ূরব্যাংসকাদিবৎ সমাস)। তেন সহ বর্ততে যৎ সকুসুমাস্তরণম্ (বহুব্রী)। 'অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম' সূত্রে দ্বিতীয়া। [৩৮] অধিশয়ানা — অধি-শীঙ্ + শানচ্, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্।

অধ্যাপনা—এই অংশে বহু পাঠান্তর এবং অতিরিক্ত কিছু শ্লোক বহু সংস্করণে আছে। 'জানে তপসো বীর্যম্' ইত্যাদি শ্লোকের পরে ন্যায়পঞ্চানন তর্কবাগীশের সম্পাদিত গ্রন্থে 'ভগবন্ মন্মথ কুতস্তে কুসুমায়ুধস্য সতস্তৈক্ষ্ণমেতৎ। (স্মৃত্বা) অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ। ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং ভস্মাবশেষঃ কথমেবমুষ্ণঃ ॥' — এই অতিরিক্ত অংশ আছে। অনুরূপভাবে 'তব কুসুমশরত্বম্ — ' ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পরেই — 'অথবা — অনিশমপি মকরকেতুর্মনসো রুজমাবহন্নভিমতো মে। যদি মদিরায়তমদনাং তামধিকৃত্য প্রহরতীতি॥' — এই অতিরিক্ত অংশ সারদারঞ্জন রায়, এম. আর. কালে প্রভৃতি সম্পাদিত গ্রন্থে দেখা যায়। কোন' কোন' বইতে উদ্ধৃত অতিরিক্ত অংশের পরে আবার 'ভগবন্ কন্দর্প, এবমুপালব্ধস্য তে ন মাং প্রত্যনুক্রোশঃ। বৃথৈব সংকল্পশতৈরজস্রমনঙ্গ! নীতোঽসি ময়া বিবৃদ্ধিম্। আকৃষ্য চাপং শ্রবণোপকণ্ঠে ময্যেব যুক্তস্তব বাণমোক্ষঃ ॥' — অতিরিক্ত এই অংশ আছে। আবার 'ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ

... তত্রৈব তাবৎ গচ্ছামি' — এই অংশের পরে 'অনয়া বালপাদপবীথ্যা সুতনুরচিরং গতেতি তর্কয়ামি। কুতঃ — সম্মীলন্তি ন তাবদ্বন্ধনকোশাস্তয়াবচিতপুষ্পাঃ। ক্ষীরস্নিগ্ধাশ্চামী দৃশ্যন্তে কিসলয়চ্ছেদাঃ ॥' — অতিরিক্ত এই অংশ বহু সংস্করণে আছে।

'তব কুসুমশরত্বম্ — ' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত বিরহী-বিরহিণীর এই ভাবান্তরের কথা কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকেও আমরা পাই। "কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ো / ন চ মলয়জং সর্বাঙ্গীণং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।" (৩য় অঙ্ক) ; রাধাপ্রেমে মগ্ন কৃষ্ণের অনুরূপ অনুভূতির কথা আছে 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে — 'গ্লপয়তি বপুর্দুঃশীলো মে বলান্মলয়ানিলো / বিকিরতি করৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুষাগ্নিভরং রুষা। মদনহতকস্তর্জত্যেষ স্ফুটৈরলিহুঙ্কৃতৈ / র্ধৃতিরপি বিনা রাধাং নেতুং ময়া ন হি শক্যতে ॥" শ্রীনরেশচন্দ্র জানা বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনাতে কালিদাসের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের এবং যদুনন্দন দাসের পদের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। "কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর ঝর / কিয়ে কুসুমিত পরিষঙ্ক। কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ / জ্বলতহি চন্দন-পঙ্ক ॥" — গোবিন্দদাস, পদকল্পতরু। "মলয় পবন এ নব কুসুম / বহয়ে সৌরভ যত। সুখদায়ি ছিল দুঃখদায়ি ভেল / এ দুঃখ সহিব কত ॥ ... চন্দ্রের কিরণ কৈল প্রসারণ / দেখিতে জ্বলয়ে তনু।" — যদুনন্দন দাস, 'রসকদম্ব'। (দ্রঃ 'বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার', পৃঃ ৩৭-৪০)

[৩.৩]

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

সখ্যৌ — (উপবীজ্য সস্নেহম্) হলা সউন্দলে, অবি সুহেদি দে ণলিণীপত্তবাদো। (হলা শকুন্তলে, অপি সুখয়তি তে নলিনীপত্রবাতঃ।)

শকুন্তলা — কিং বীঅঅন্তি মং সহীও। (কিং বীজয়তঃ মাং সখ্যৌ।)

(সখ্যৌ বিষাদং নাটয়িত্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ)

রাজা — বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। (সবিতর্কম্) তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ, উত যথা মে মনসি বর্ততে। (সাভিলাষং নির্বর্ণ্য) অথবা কৃতং সন্দেহেন।

স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-
র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু ॥ ৬ ॥

বিসন্ধি—পরস্পরম্ + অবলোকয়তঃ। কিম্ + অয়ম্ + আতপদোষঃ। কিম্ + অপি। বপুঃ + ইদম্। সমঃ + তাপঃ। ... প্রসরয়োঃ + ন। গ্রীষ্মস্য + এবম্। সুভগম্ + অপরাদ্ধম্।

অন্বয়—প্রিয়ায়াঃ সাবাধং স্তনন্যস্তোশীরং, প্রশিথিলমৃণালৈকবলম্ ইদং বপুঃ কিমপি কমনীয়ম্। কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ তাপঃ সমঃ, যুবতিষু গ্রীষ্মস্য অপরাদ্ধং তু এবং সুভগং ন।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ — তারপর, যথোক্তব্যাপারা — পূর্বোক্ত অবস্থায়, সখীভ্যাং সহ — দুই সখীর সঙ্গে, শকুন্তলা প্রবিশতি — শকুন্তলা প্রবেশ করলেন] সখ্যৌ (দুই সখী) — [উপবীজ্য — বাতাস করতে করতে, সস্নেহম্ — স্নেহের সঙ্গে] হলা শকুন্তলে (সখি শকুন্তলা), নলিনীপত্রবাতঃ (পদ্মপাতার বাতাস) অপি সুখয়তি তে (তোমার ভালো লাগছে কি)? শকুন্তলা — সখ্যৌ (সখীরা অর্থাৎ তোমরা দুজন) কিং মাং বীজয়তঃ (কি আমায় বাতাস করছ)? [সখ্যৌ বিষাদং নাটয়িত্বা — দুই সখী বিষাদের অভিনয় করে, পরস্পরম্ অবলোকয়তঃ — পরস্পরের মুখের দিকে চাইলেন] রাজা — শকুন্তলা বলবদস্বস্থশরীরা দৃশ্যতে (শকুন্তলার শরীর খুবই অসুস্থ দেখছি)। [সবিতর্কম্ — চিন্তা করে] তৎ কিম্ অয়ম্ আতপদোষঃ (তা এটা কি বেশী রোদের তাপে হয়েছে) উত (নাকি) যথা মে মনসি বর্ততে (আমি যা ভাবছি সেই জন্যে)? [সাভিলাষং নির্বর্ণ্য — সানুরাগে লক্ষ্য করে] অথবা কৃতং সন্দেহেন (অথবা সন্দেহের প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ সন্দেহের কোন কারণ নেই)। প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়া শকুন্তলার) সাবাধং (অসুস্থ শরীর), স্তনন্যস্তোশীরং (স্তনে বেণামূলের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে), প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ম্ (এক হাতের পদ্মের ডাঁটার বলয় খসে পড়েছে) ; (তবুও) ইদং বপুঃ কিমপি কমনীয়ম্ (এই শরীর কত সুন্দর লাগছে)। কামং (এটা সত্যি যে), মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ তাপঃ সমঃ (প্রবল কাম এবং প্রখর গ্রীষ্ম — এই দুয়ের তাপ সমান), যুবতিষু (যুবতীদের উপর) গ্রীষ্মস্য অপরাদ্ধং তু (গ্রীষ্মের পীড়ন কিন্তু) এবং সুভগং ন (এই রকম সুন্দর দেখায় না অর্থাৎ গ্রীষ্মের অত্যাচার যুবতীদের এমন সুন্দর করে তোলে না ; সুতরাং এটা কামেরই প্রভাব)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর পূর্বোক্ত অবস্থায় দুই সখীর সঙ্গে শকুন্তলা প্রবেশ করলেন)

সখীদ্বয় — (সস্নেহে বাতাস ক'রতে ক'রতে) আচ্ছা শকুন্তলা, পদ্মপাতার বাতাসে তোমার একটু আরাম হচ্ছে কি?

শকুন্তলা — তোমরা কি আমায় বাতাস করছ?

(দুই সখী বিষাদের অভিনয় করে পরস্পরের দিকে চাইলেন)

রাজা — শকুন্তলার শরীর খুবই অসুস্থ দেখছি। (চিন্তা করে) তা এই অবস্থা কি অত্যধিক রোদের তাপে হয়েছে, নাকি আমি যা ভাবছি সেই জন্যে? (সানুরাগে লক্ষ্য করে) অথবা সন্দেহের কোন কারণ নেই।

প্রিয়া শকুন্তলার শরীর অসুস্থ। তার স্তনে বেনামূলের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে ; এক হাতের পদ্মের ডাঁটার বলয় খসে পড়েছে। তবুও এই শরীর কত সুন্দর লাগছে। একথা সত্যি যে প্রবল কাম আর প্রখর গ্রীষ্ম — এই দুয়েরই তাপ সমান। যুবতীদের উপর গ্রীষ্মের পীড়ন কিন্তু তাদের এমন সুন্দর করে তোলে না। (অর্থাৎ প্রবল কামেই শকুন্তলার এই অবস্থা)।

রাঘবভট্ট—যথোক্তব্যাপারা। মদনবাধয়া শীতলশয়নতলনিপতনাদির্ব্যাপারঃ। অপীতি প্রশ্নে। সুখয়তি তে নলিনীপত্রবাতঃ। কিং বীজয়তো মাং সখ্যৌ। অনেন তাপাধিক্যং তেনান্যবিষয়াসংবেদ্যত্বং চ ধ্বনিতম্। বিষয়নিবৃত্তিশ্চাবস্থোক্তা। অনেন বিধুতং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'বিধৃতং স্যাদরতিঃ' ইতি। বিষাদং নাটয়িত্বেতি। ধুতেন শিরসা বিষণ্ণয়া দৃষ্ট্যা চেতি জ্ঞেয়ম্। তল্লক্ষণং তু — 'পর্যায়েণ শনৈস্তির্যগ্নতমুক্তং ধুতং শিরঃ। বিষাদেঽনীপ্সিতে জ্ঞেয়ম্' ইতি। 'যা দৃষ্টিঃ পতিতাপাঙ্গা বিস্তারিতপুটদ্বয়া। নিমেষিণ্যস্ততারা চ বিষণ্ণা সা বিষাদিনী ॥' ইতি। পরস্পরমবলোকয়ত ইতি শঙ্কাসূচকম্। বলবদধিকম্। কৃতম্। অলমিত্যর্থঃ। 'কৃতমিতি নিবার্যনিষেধয়োঃ' ইতি ভোজকৃত-সরস্বতীকণ্ঠাভরণবৃত্তৌ। স্তনেতি। স্তনয়োর্ন্যস্তমুশীরং নলদানুলেপো যত্র তৎ। অত্র তরুণীস্তনৌ হিমকাল উষ্ণৌ গ্রীষ্মকালে শীতলাবিতি কামশাস্ত্রমর্যাদা ; তৎকালে তু তয়োস্তাদৃশোরপি স্তনয়োস্তাপাধিক্যং দ্যোতয়িতুং স্তনন্যস্তেত্যুক্তিঃ, ন হৃদি ন্যস্তেতি। শিথিলিতং শিথিলং সঞ্জাতং মৃণালস্যৈকং মুখ্যং বলয়ং যত্র। সন্তাপাচ্ছুষ্কত্বেন শৈথিল্যম্। একমিত্যনেন বলয়ান্তারাসহত্বং ধ্বন্যতে। 'একে মুখ্যান্যকেবলাঃ' ইত্যমরঃ। বলয়স্য করনিয়মিতস্থিতেঃ প্রাপ্তত্বাৎ তদগ্রহণম্। আসমন্তাদ্বাধয়া পীড়য়া সহ বর্তমানম্। 'পীড়া বাধা ব্যথা' ইত্যমরঃ। আঙা পীড়ায়াঃ সর্বাঙ্গগতত্বং ব্যজ্যতে। পীড়াযুক্তং ন, অপি তু পীড়য়া সহ বর্তমানম্। এতেন কতিপয়কালকলাজনিতাপি পীড়া শরীরোৎপত্তিকালাদারভ্যৈব বর্তত ইতি ধ্বন্যতে। কীদৃশম্। প্রিয়ায়া ইতি সাভিপ্রায়ম্। বপুঃ কিমপি লোকোত্তরচমৎকারি। কমনীয়মিতি বিধেয়ম্। এতাদৃশসন্তাপেঽপি সত্যতিশয়শোভাযুক্তমিতি ভাবঃ। কামমিত্যনুমতৌ। 'নিকামানুমতৌ কামম্' ইত্যমরঃ। মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ কামগ্রীষ্মবেগয়োস্তাপঃ সমস্তুল্যো যদ্যপি তথাপি গ্রীষ্মস্য নিদাঘস্য যুবতিষ্বপরাদ্ধং তাপরূপম্। এবং লাবণ্যশেষতয়া পরিদৃশ্যমানং সুভগং ন তু নৈবেতি ব্যতিরেকঃ। 'তু স্যাদ্ ভেদেঽবধারণে' ইত্যমরঃ। তেন কামকৃতঃ পরিতাপ ইতি ভাবঃ। যুবতিষ্বিতি সামান্যনির্দেশাদপ্রস্তুতপ্রশংসা। গ্রীষ্মস্যেতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী। স্তস্তো ইতি কিমকমেতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। অত্র যদ্যপি কথিতপদদোষভিয়া গ্রীষ্মাপরাদ্ধপদে উপাত্তে তথাপি তন্নোচিতম্। অত্রোদ্দেশ্যবিধেয়-ভাববিষয়তয়া তদেব দাতব্যং ভবেৎ। 'উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চ' ইতিবৎ। এতদ্ব্যতিরিক্তবিষয়ত্বাৎ কথিতপদস্যাপবাদবিষয়ং পরিত্যজ্যৈবোৎসর্গস্য প্রবৃত্তেঃ। তেন 'নিদাঘস্যৈতাদৃগ্ যুবতিষু ন তাপস্তু সুভগঃ' ইতি পঠনীয়ম্। অস্মিন্ পাঠে ষষ্ঠীদোষোঽপি পরিহৃতঃ।

সুষমা—[১] বলবদস্বস্থশরীরা — বলবৎ অস্বস্থম্ = বলবদস্বস্থম্ (কর্মধা) বলবদস্বস্থং শরীরং যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [২] কৃতং সন্দেহেন — 'অলং সন্দেহেন' এর মত। সাধারণভাবে এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনার্থে তৃতীয়া বলা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদীতে 'উন-বারণ-প্রয়োজনার্থৈশ্চ' এরকম সূত্রও করা হয়েছে। কিন্তু পাণিনিমতে এখানে করণে তৃতীয়া। গম্যমান ক্রিয়ার যোগেও কারকবিভক্তি হয়। 'কৃতম্' 'অলম্' — অর্থে অব্যয়।

[৩] স্তনন্যস্তোশীরম্ — স্তনয়োঃ ন্যস্তম্ উশীরং যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী) [৪] প্রশিথিলমৃণালৈক-বলয়ম্ — একং বলয়ম্ (কর্মধা) ; মৃণালস্য একবলয়ম্ — মৃণালৈকবলয়ম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; প্রশিথিলং মৃণালৈকবলয়ম্ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [৫] সাবাধম্ — আবাধয়া সহ বর্তমানম্ (বহুব্রী)। [৬] মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ — মনসিজশ্চ নিদাঘপ্রসরশ্চ (দ্বন্দ্ব), তয়োঃ। মনসিজ — মনসি + জন্ + ড। 'তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্' সূত্রে সপ্তমী বিভক্তির অলোপ। নিদাঘঃ — নিতরাং দহ্যতে ইতি নি — দহ্ + ঘঞ্। [৭] অপরাদ্ধম্ — অপ-রাধ্ + ক্ত ভাবে। [৮] অসুস্থতায় সৌন্দর্যহানি ঘটে। এখানে তা হয়নি। তাই বিভাবনা অলঙ্কার। বিপরীতভাবে বিচার করলে বিশেষোক্তি। নিদাঘের সঙ্গে কামের পার্থক্যের কথা বলায় ব্যতিরেক অলঙ্কার। তাছাড়া অপ্রস্তুতপ্রশংসা এবং অনুমান। শ্রুতি-বৃত্তি-ছেকানুপ্রাস। [৯] শিখরিণী ছন্দ।

[৩.৪]

প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকম্) অণসূএ, তস্‌স রাএসিণো পঢমদংসণাদো আরহিঅ পজ্জুস্‌সুআ বিঅ সউন্দলা। কিংণু ক্‌খু সে তণ্ণিমিত্তো অঅং আতঙ্কো ভবে। (অনসূয়ে, তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য পর্য্যুৎসুকা ইব শকুন্তলা। কিংনু খলু অস্যাঃ তন্নিমিত্তঃ অয়ম্ আতঙ্কঃ ভবেৎ।)

অনসূয়া — সহি, মমবি ঈদিসী আসঙ্কা হিঅঅস্‌স। হোদু। পুচ্ছিস্‌সং দাব ণং। (প্রকাশম্) সহি, পুচ্ছিদব্বাসি কিংপি। বলবং ক্‌খু দে সংদাবো। (সখি, মমাপি ঈদৃশী আশঙ্কা হৃদয়স্য। ভবতু। প্রক্ষ্যামি তাবৎ এনাম্। সখি, প্রষ্টব্যাসি কিমপি। বলবান্ খলু তে সন্তাপঃ।)

শকুন্তলা — (পূর্বার্ধেন শয়নাদুত্থায়) হলা, কিং বত্তুকামাসি। (হলা, কিং বক্তুকামাসি)।

অনসূয়া — হলা সউন্দলে, অণব্ভন্তরা ক্‌খু অম্‌হে মদনগদস্‌স বুত্তন্তস্‌স। কিং দু জাদিসী ইদিহাসণিবন্ধেসু কামঅমাণাণং অবত্থা সুণীঅদি তাদিসীং দে পেক্‌খামি। কহেহি কিং ণিমিত্তং দে সংদাবো। বিআরং ক্‌খু পরমত্থদো অজাণিঅ অণারম্ভো পডিআরস্‌স। (হলা শকুন্তলে, অনভ্যন্তরে খলু আবাং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানাম্ অবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তব পশ্যামি। কথয় কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ। বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভঃ প্রতীকারস্য।)

রাজা — অনসূয়ামপ্যনুগতো মদীয়স্তর্কঃ। ন হি স্বাভিপ্রায়েণ মে দর্শনম্।

শকুন্তলা — (আত্মগতম্) বলবং ক্‌খু মে অহিণিবেসো। দাণিং বি সহসা এদাণং ণ সক্কণোমি ণিবেদিদুং। (বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ। ইদানীম্ অপি সহসা এতয়োঃ ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম্।)

প্রিয়ংবদা — সহি সউন্দলে, সুট্ঠু এসা ভণাদি। কিং অত্তণো আতঙ্কং উবেক্খসি। অণুদিঅহং ক্খু পরিহীঅসি অঙ্গেহিং। কেবলং লাবণ্ণমঈ ছাআ তুমং ন মুঞ্চদি। (সখি শকুন্তলে, সুষ্ঠু এষা ভণতি। কিম্ আত্মনঃ আতঙ্কম্ উপেক্ষসে। অনুদিবসং খলু পরিহীয়সে অঙ্গৈঃ। কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া ত্বাং ন মুঞ্চতি।)

রাজা — অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি —

> ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
> মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
> শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
> পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী ॥ ৭ ॥

বিসন্ধি—মম + অপি। প্রষ্টব্যা + অসি। বক্তুকামা + অসি। অনসূয়াম্ + অপি + অনুগতঃ। মদীয়ঃ + তর্কঃ। অবিতথম্ + আহ। ক্ষামক্ষামকপোলম্ + আননম্ + উরঃ। প্রকামবিনতৌ + অংসৌ। মদনক্লিষ্টা + ইয়ম্ + আলক্ষ্যতে। পত্রাণাম্ + ইব।

অন্বয়—(অস্যাঃ) আননং ক্ষামক্ষামকপোলম্, উরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং, মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ, অংসৌ প্রকামবিনতৌ, ছবিঃ পাণ্ডুরা ; মদনক্লিষ্টা ইয়ং পত্রাণাং শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা মাধবী লতা ইব শোচ্যা প্রিয়দর্শনা চ আলক্ষ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রিয়ংবদা — [জনান্তিকম্ — জনান্তিকে] অনসূয়ে (অনসূয়া), তস্য রাজর্ষেঃ (সেই রাজর্ষির) প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য (প্রথম দেখা অবধি) শকুন্তলা পর্য্যুৎসুকা ইব (শকুন্তলাকে কেমন ব্যাকুল মনে হচ্ছে)। অস্যাঃ অয়ম্ আতঙ্কঃ (এর এই অসুখ) কিং ন খলু তন্নিমিত্তঃ ভবেৎ (কি সেই কারণেই)? অনসূয়া — সখি, মমাপি (আমরাও) হৃদয়স্য (মনে) ঈদৃশী আশঙ্কা (এই রকমই সন্দেহ হচ্ছে)। ভবতু (আচ্ছা), প্রক্ষ্যামি তাবৎ এনাম্ (একে জিজ্ঞাসা করেই দেখি)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] সখি, কিমপি প্রষ্টব্যাসি (তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই)। বলবান্ খলু তে সন্তাপঃ (তোমার অসুখটা খুবই বেশী হয়েছে)। শকুন্তলা — [পূর্বার্ধেন শয়নাৎ উত্থায় — শরীরের সামনের দিক বিছানা থেকে একটু তুলে] হলা (সখি), কিং বক্তুকামা অসি (তোমরা কি কিছু বলতে চাইছ)? অনসূয়া — হলা শকুন্তলে (সখি শকুন্তলা), আবাং (আমরা) মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য (মদনের ব্যাপারে, কামের প্রভাব সম্বন্ধে) অনভ্যন্তরে খলু (অভিজ্ঞ নই, বিশেষ কিছুই বুঝি না)। কিন্তু ইতিহাস-নিবন্ধেষু (কিন্তু উপাখ্যান প্রভৃতিতে) কাময়মানানাম্ (কামার্ত মানুষের) যাদৃশী অবস্থা শ্রূয়তে (যেরকম দশা শুনেছি বা দেখেছি) তাদৃশীং তব পশ্যামি (তোমারও সেই অবস্থা দেখছি)। কথয় (বল), কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ (কি কারণে তোমার এই অসুখ)। বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা (রোগের স্বরূপ ঠিকভাবে জানতে না পারলে) অনারম্ভঃ প্রতীকারস্য (প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব)? রাজা — মদীয়ঃ তর্কঃ (আমি যা ভাবছি) অনসূয়াম্ অপি অনুগতঃ (অনসূয়াও ঠিক সেই রকমই ভাবছে)। মে দর্শনম্ (তাহ'লে আমি যা

ভেবেছি) ন হি স্বাভিপ্রায়েণ (তা নিজের মনের মত ভেবে নিয়েছি — এমন বলা চলে না)। শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ (আমার যন্ত্রণা খুবই গভীর)। ইদানীম্ অপি (এখনও অর্থাৎ এরা জিজ্ঞাসা করলেও) সহসা (সহসা, এই মুহূর্ত্তেই) এতয়োঃ (এদের) ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম্ (কিছু বলতে পারছি না)। প্রিয়ংবদা — সখি শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা), এষা সুষ্ঠু ভণতি (এ ঠিকই বলছে)। আত্মনঃ আতঙ্কং কিম্ উপেক্ষসে (নিজের অসুখকে কেন উপেক্ষা করছ)? অনুদিবসং খলু (প্রতিদিনই) অঙ্গৈঃ পরিহীয়সে (তোমার শরীর ক্ষীণ হচ্ছে)। কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া (কেবলমাত্র তোমার লাবণ্যময়ী কান্তি) ত্বাং ন মুঞ্চতি (তোমাকে ত্যাগ করেনি)। রাজা — অবিতথম্ আহ প্রিয়ংবদা (প্রিয়ংবদা সত্য কথাই বলেছে)। তথাহি (কারণ), অস্যাঃ (এর অর্থাৎ শকুন্তলার) আননং ক্ষামক্ষামকপোলম্ (মুখে গাল দুখানা শুকিয়ে গেছে), উরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনম্ (বুকে স্তন কাঠিন্য হারিয়ে ফেলেছে), মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ (কোমর শীর্ণ হয়েছে), অংসৌ প্রকামবিনতৌ (বাহুমূল অর্থাৎ দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে), ছবিঃ পাণ্ডুরা (গায়ের রঙ্ হয়েছে ফ্যাকাসে) ; মদনক্লিষ্টা ইয়ং (কামপীড়িত এই শকুন্তলা) পত্রাণাং শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা (রস নিংড়ে নেওয়া বাতাসের দ্বারা স্পৃষ্ট) মাধবীলতা ইব (মাধবীলতার মত) শোচ্যা (শোচনীয়) প্রিয়দর্শনা চ আলক্ষ্যতে (এবং সেই সঙ্গে সুন্দর দেখাচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকে) অনসূয়া, সেই রাজর্ষিকে প্রথম দেখা অবধি শকুন্তলাকে কেমন ব্যাকুল মনে হচ্ছে। এর এই অসুখ কি সেই কারণেই?

অনসূয়া — সখি, আমারও মনে এই ধারণাই হচ্ছে। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করেই দেখি। (প্রকাশ্যে) সখি, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। তোমার অসুখটা খুবই বেড়েছে।

শকুন্তলা — (শরীরের সামনের দিক বিছানা থেকে একটু তুলে) সখি, তোমরা কি কিছু বলতে চাইছ?

অনসূয়া — শকুন্তলা, আমরা কামের প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝি না। তবে গল্পকথায় কামার্ত মানুষের যেরকম দশার কথা শুনেছি, তোমারও সেই অবস্থা দেখছি। বল, কেন তোমার এই অসুখ। রোগের স্বরূপ ঠিকভাবে বুঝতে না পারলে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কিভাবে করব?

রাজা — আমি যা ভাবছি, অনসূয়াও ঠিক সেরকমই বলছে। তাহলে শকুন্তলার ব্যাপারে নিজের মনের মত করে ভেবে নিয়েছি — একথা বলা চলে না।

শকুন্তলা — (মনে মনে) আমার যন্ত্রণা খুবই গভীর। কিন্তু এরা জিজ্ঞাসা করলেও এই মুহূর্তে এদের কিছু বলতে পারছি না।

প্রিয়ংবদা — সখি, অনসূয়া ঠিকই বলেছে। নিজের অসুখ কেন উপেক্ষা করছ? প্রতিদিনই তোমার শরীর ক্ষীণ হচ্ছে। শুধু তোমার লাবণ্য তোমায় ছেড়ে যায় নি।

রাজা — প্রিয়ংবদা সত্য কথাই বলেছে। কেননা —

এর গাল শুকিয়ে গেছে, বুকের স্তন কাঠিন্য হারিয়ে ফেলেছে, কোমর শীর্ণ, দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে, গায়ের রঙ্ হয়েছে ফ্যাকাসে। কামপীড়িত এই শকুন্তলাকে রস-নিংড়ে-নেওয়া বাতাস-লাগা মাধবীলতার মত শোচনীয় অথচ সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাঘবভট্ট—অনসূয়ে, তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাদারভ্য পর্যুৎসুকেব শকুন্তলা। তস্যাং মিথ্যারোপভিয়েবশব্দোপাদানম্। কিং নু খলু তস্যাস্তন্নিমিত্তোঽয়মাতঙ্কো ভবেৎ। সখি, মমাপীদৃশ্যাশঙ্কা হৃদয়স্য। মমাপি হৃদয়স্যেতি সম্বন্ধঃ। হৃদয়গ্রহণেন তস্মিন্ স্ফুরণমাত্রমুক্তং ন তু তত্ত্বতঃ। অত এবাশঙ্কাপদম্। ভবতু। প্রক্ষ্যামি তাবদেনাম্। সখি, প্রষ্টব্যাসি কিমপি। বলবান্ খলু তে সন্তাপঃ। পূর্বার্ধেনেতি। শরীরস্যেতি শেষঃ। 'পূর্বেণ' ইতি পাঠে শরীরার্ধেনেত্যার্থম্। কিং বক্তুকামাসি। অনভ্যন্তরাস্তত্ত্বেনাজ্ঞাঃ খলু নিশ্চিতং বয়ং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। তস্যাং মিথ্যারোপভিয়ৈবাজ্ঞানপ্রকাশনপূর্বপ্রশ্নঃ। কিংতু যাদৃশীতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানাং বিরহিণামবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীমবস্থাং তব পশ্যামি। জ্ঞানেঽপি শ্রবণমেব কারণমুক্তম্। ন তু স্বয়মন্যস্য প্রত্যক্ষতো দর্শনমবস্থায়াঃ তস্মিন্ সত্যস্য সত্যত্বসংভাবনা স্যাৎ। কিং চ নিরূপণেঽপি তৎসাদৃশ্যেনৈব নিরূপণং ন তত্ত্বেন। কথয়। কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ। বিকারং খলু পরমার্থতোঽজ্ঞাত্বাঽনারম্ভঃ প্রতীকারস্য। উক্তং চ — 'ব্যাধেস্তত্ত্ব-পরিজ্ঞানম্' ইতি। দর্শনং জ্ঞানম্। বলবানধিকঃ খলু নিশ্চিতং মেঽভিনিবেশঃ আগ্রহঃ। অকথন ইত্যার্থম্। 'অভিনিবেশ ইতি গ্রহে' ইতি গণপাঠাৎ। ইদানীমপ্যেতদবস্থায়ামপি। এতাদৃক্প্রশ্নসদ্ভাবে সত্যপীত্যপিশব্দার্থঃ। সহসাকস্মাৎ। অগ্রেঽবশ্যং বক্ষ্যমাণত্বাৎ সহসেত্যুক্তিঃ। এতয়োরিতি সখ্যোঃ। তত্রাপি প্রিয়সখ্যোঃ রহস্যাভেদিন্যোর্মদর্থং প্রাণপরিত্যাগিন্যোরিত্যর্থান্তরসংক্রমিতম্। শক্লোমি নিতরাং সামস্ত্যেন বদিতুম্। সুষ্ঠেষা ভণতি। কিমাত্মন আতঙ্কমুপেক্ষসে। অনেন মমাপি প্রশ্নেঽভিপ্রায়োঽস্তীত্যুক্তম্। অনুদিবসং খলু পরিহীয়সেঽঙ্গৈঃ। পূর্বং স্বভাবত এব কৃশা, অধুনা ততোঽপীতি ভাবঃ। কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া ত্বাং ন মুঞ্চতি। তথা কার্শ্যং যথা প্রধানং লাবণ্যমেব দর্শনযোগ্যং নাবয়বা ইতি ভাবঃ। অবিতথং সত্যম্। যস্তু প্রিয়ং বদতি স সত্যং ন বদিতি। ইয়ং প্রিয়ংবদা সত্যবচনাপীতি বিরোধঃ। নাম্না তদাভাসঃ। তয়া 'অঙ্গৈঃ পরিহীয়সে' ইত্যুক্তম্। অতো রাজাপি তদেব দর্শয়তি — তথাহীতি। ক্ষামেতি। ক্ষামক্ষামৌ কৃশতরৌ পূর্বং কৃশাবধুনা কৃশতরৌ কপোলৌ যত্র তদাননং মুখম্। উরঃ কাঠিন্যেন মুক্তৌ স্তনৌ যত্র তৎ। ইদমপি কার্শ্যাদেব। পূর্বং ক্লান্তঃ কৃশঃ, অধুনা ক্লান্ততরো মধ্যঃ। অংসৌ পূর্বমেব বিনতৌ, অধুনা প্রকামমত্যর্থং বিনতৌ। ছবিঃ পাণ্ডুরেতি বিরহকার্শ্যাদেব। শ্যোচ্যা শোচনীয়া চ প্রিয়দর্শনা চ হৃদয়দর্শনা চেতি বিরোধঃ। শোচ্যানুকম্পার্হেতি তদাভাসঃ। মদনেন ক্লিষ্টেতি শোচ্যত্বে হেতুত্বোপাদানাৎ কাব্যলিঙ্গম্। কেব। মাধবী বাসন্তী লতেব। কীদৃশী। শোষ্যতেঽনেনেতি শোষণঃ। 'করণাধিকরণয়োশ্চ' ইতি ল্যুট্। তেন পত্রাণাং

শোষণেন মরুতা পশ্চিমবায়ুনা স্পৃষ্টা। স তু তস্যা অপি শোষক ইতি ক্লিষ্টত্বম্। মাধবীশব্দেন প্রিয়দর্শনত্বমুক্তং লতামাত্রস্যৈব কার্শ্যসংভবাৎ। উপমানুপ্রাসৌ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। 'বক্ত্রং ক্ষামকপোলযুগ্ ভৃশমুরঃ' ইতি ক্লান্ততরোঽংসযুগ্মমধিকং নম্রং ছবিঃ' ইতি পাঠ উদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশপ্রক্রমভঙ্গঃ প্রকামবিশব্দয়োরর্থপৌনরুক্ত্যং চ পরিহৃতং ভবতি। 'সংপৃষ্টা দলশোষণেন মরুতা সা মাধবীব প্রিয়া' ইতি পাঠ ইবপ্রয়োগপ্রক্রমভঙ্গো লতাশব্দস্যাবকরত্বং চ পরিহৃতং ভবতি।

সুষমা—[১] ক্ষামক্ষামকপোলম্ — ক্ষামৌ ক্ষামৌ = ক্ষামক্ষামৌ (কর্মধা)। 'প্রকারে গুণবচনস্য' সূত্রে দুবার 'ক্ষাম' শব্দ। ক্ষামক্ষামৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [২] কাঠিন্যমুক্তস্তনম্ — কাঠিন্যেন মুক্তৌ স্তনৌ যস্মিন্ তৎ তথাভূতম্ (বহুব্রী)। [৩] প্রকামবিনতৌ — প্রকামং বিনতৌ (কর্মধা)। [৪] প্রিয়দর্শনা — প্রিয়ং দর্শনং যস্যাঃ সা (বহুব্রী) [৫] মদনক্লিষ্টা — মদনেন ক্লিষ্টা (৩য়া তৎ)। [৬] আলক্ষ্যতে — আ + লক্ষ্ + তে কর্মবা। [৭] 'শোচ্যা' এবং 'প্রিয়দর্শনা' — একই সঙ্গে দুয়ের উল্লেখে বিরোধাভাস। তাছাড়াও কাব্যলিঙ্গ, উপমা, সমুচ্চয় এবং স্বভাবোক্তি অলঙ্কার আছে। [৮] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—শকুন্তলার জন্য সখীর চিন্তার অন্ত নেই। শকুন্তলা অসুস্থ। কিন্তু কি সে অসুখ? কি তার প্রকৃতি, কি তার স্বরূপ? আরণ্যক সরলতায় তারা আবাল্য লালিত হয়েছে। প্রেমের স্বরূপ তাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত। অজ্ঞাত ঠিক নয় — অননুভূত। কেননা 'ইতিহাস' — প্রভৃতিতে (পুরাণ-পুরাবৃত্ত ইত্যাদিকেও আগে ইতিহাস বলা হ'ত) কামিজনের অবস্থা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা তারা পড়েছে। শকুন্তলার বর্তমান অবস্থা তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র এই জ্ঞান সম্বল ক'রে আর বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে তারা আজ শকুন্তলার পরিচর্যায় ব্যস্ত। জানতে চায় তার অসুখের কারণ। সখীদের এই অকপট স্নেহের চিত্র অপূর্ব।

কামপীড়িতা শকুন্তলার সৌন্দর্য-সুধা রাজা পান করেছেন। কিন্তু প্রিয়ংবদার 'কেবলং লাবণ্ণমঈ ছাআ তুমং ন মুঞ্চদি' (কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া ত্বাং ন মুঞ্চতি) — এই উক্তিতে তা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। প্রসঙ্গতঃ লাবণ্যের লক্ষণ হল — 'মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে ॥'

কৃষ্ণবিরহাতুরা শ্রীরাধার কাছেও সখীরা তাঁর বেদনার কথা জানতে চাইছে — এরকম বর্ণনা বৈষ্ণব-পদাবলীতে আছে — 'তোহারি বেদন ছেদন কারণ / পুন পুন পুছিয়ে তোয়। / তহু উর ধরি ধরি মরি মরি বোলসি / সূধ বুধ সব খোয় ॥ ... ভাবনা ও তুয়া অন্তরে অন্তরু / কহিলে কি রহে তাপ লেশ। / বিন্দু ইন্দুমুখী সিন্ধু উতারব / বোলহ বচন বিশেষ ॥" ('বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার' এ 'পদকল্পতরু' থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১১১-১১২)।

[৩.৫]

➔ শকুন্তলা — সহি, কস্‌স বা অণ্ণস্‌স কহইস্‌সং। আআসইত্তিআ দাণিং বো ভবিস্‌সং। (সখি, কস্য বা অন্যস্য কথয়িষ্যামি। আয়াসয়িত্রী ইদানীং বাং ভবিষ্যামি।)

উভে — অদো এব্ব ক্‌খু ণির্‌বন্ধো। সিণিদ্ধজণসংবিভত্তং হি দুক্‌খং সজ্ঝবেদণং হোদি। (অতএব খলু নির্বন্ধঃ। স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি।)

রাজা —

পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ-
মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি ॥ ৮ ॥

বিসন্ধি—ন + ইয়ম্। মনোগতম্ + আধিহেতুম্। বহুশঃ + অপি + অনয়া। সতৃষ্ণম্ + অত্রান্তরে। গতঃ + অস্মি।

অন্বয়—সমদুঃখসুখেন জনেন পৃষ্টা ইয়ং বালা মনোগতম্ আধিহেতুং ন বক্ষ্যতি ইতি ন। অনয়া বহুশঃ বিবৃত্য সতৃষ্ণং দৃষ্টঃ অপি অত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতঃ অস্মি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — সখি (সখি) কস্য বা অন্যস্য কথয়িষ্যামি (অন্য কার কাছেই বা বলব')? ইদানীং (এখন) বাং (তোমাদের) আয়াসয়িত্রী ভবিষ্যামি (কষ্টের কারণ হব')। উভে (দুইজনে অর্থাৎ দুই সখী একত্রে) — অতএব খলু নির্বন্ধঃ (এইজন্যই তো আমাদের এত আগ্রহ)। দুঃখং (দুঃখ) স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি (প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিলে) সহ্যবেদনং ভবতি (তা সহ্য করা সহজ হয়)। রাজা — সমদুঃখসুখেন জনেন পৃষ্টা (সুখদুঃখের যারা সমান অংশীদার অর্থাৎ যারা সুখে-দুঃখে একসঙ্গে থাকে এমন, তারা জিজ্ঞাসা করেছে), ইয়ং বালা (সুতরাং এই বালিকা অর্থাৎ শকুন্তলা) মনোগতম্ আধিহেতুং (মনের যন্ত্রণার কারণ) ন বক্ষ্যতি ইতি ন (বলবে না — তা হতে পারে না অর্থাৎ অবশ্যই বলবে)। অনয়া (এই শকুন্তলা) বহুশঃ বিবৃত্য সতৃষ্ণং দৃষ্টঃ অপি (যদিও ঘাড় ঘুরিয়ে বহুবার সতৃষ্ণভাবে আমায় দেখেছে অর্থাৎ আমার দিকে তাকিয়েছে) অত্রান্তরে (তবুও এই ব্যাপারে) শ্রবণকাতরতাং গতঃ অস্মি (সে কি বলে তা শোনার জন্য আমি খুবই ব্যাকুল হয়েছি)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — সখি, অন্য কার কাছেই বা বলব? এবার তোমাদের দুঃখের কারণ হব।

দুই সখী — এইজন্যই তো আমাদের এত আগ্রহ। যে দুঃখ প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়, তা সহ্য করা সহজ হয়।

রাজা — সুখদুঃখের যারা সমান অংশীদার, তারা প্রশ্ন করছে। সুতরাং এই বালিকা (শকুন্তলা) তার মনের যন্ত্রনার কারণ বলবে না — এমন হতে পারে না। যদিও এই শকুন্তলা ঘাড় ঘুরিয়ে বহুবার আমার দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়েছে তথাপি এই ব্যাপারে (স্বয়ং শকুন্তলা) কি বলে তা শোনার জন্য আমি খুবই ব্যাকুল হয়েছি।

রাঘবভট্ট—সখি, কস্য বান্যস্য কথয়িষ্যামি। আয়াসয়িত্রী যুবয়োরিদানীং ভবিষ্যামি। অতো ন কথয়ামীত্যর্থঃ। অতএব খলু নির্ব্বন্ধঃ। যদেবাকথনে কারণত্বেন নিবদ্ধং তদেব কথনে হেতুত্বেনোপাত্তমিতি ব্যাঘাতালংকারঃ। 'সৌকর্য্যেণ কার্যং বিরুদ্ধং ক্রিয়া চ' ইতি লক্ষণাৎ। স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতীত্যর্থান্তরন্যাসঃ। পৃষ্টেতি। জনেনাধিহেতুং মনঃপীড়াকারণং পৃষ্টা। 'পুংস্যাধির্মানসী ব্যথা' ইত্যমরঃ। ইয়ং বালা মনোগতং সত্যং ন বক্ষ্যতীতি ন। অপি তু বক্ষত্যেব। এতদর্থমেব নঞ্দ্বয়ম্। বালেতি কৈতবানভিজ্ঞত্বং ধ্বন্যতে। সত্যবচনে হেতুগর্ভং বিশেষণমাহ — সমদুঃখসুখেনেতি। তেন কাব্যলিঙ্গম্। হি নিশ্চিতমনয়া তরলায়তলোচনয়া সতৃষ্ণং সাভিলাষং যথা স্যাদেবং বিবৃত্য পরাবৃত্য বহুশো দৃষ্টোঽহমত্রান্তরেঽপ্যস্মিন্নবসরে তদ্বচঃশ্রবণে কাতরতাং ভীতিং প্রাপ্তোঽস্মি। কিং বক্ষ্যতীতি ভয়মিত্যর্থঃ। নবানবেতি গতগতেতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। বসন্ততিলকাবৃত্তম্।

সুষমা—[১] পৃষ্টা — প্রচ্ছ্ + ক্ত, টাপ্। [২] সমদুঃখসুখেন — দুঃখঞ্চ সুখঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ = দুঃখসুখম্(সমাহার দ্বন্দ্ব), সমং দুঃখসুখং যস্য (বহুব্রী), তেন। [৩] বালা — প্রৌঢ়া নয়। মুগ্ধা, সরলা — এই ভাব। [৪] নেয়ং ন বক্ষ্যতি — দুই 'ন' য়ে নিশ্চিত সদর্থকভাব [৫] আধিহেতুম্ — আধেঃ হেতুঃ (ষষ্ঠী তৎ), তম্। [৬] বিবৃত্য — বি — বৃৎ + ল্যপ্। [৭] সতৃষ্ণম্ — তৃষ্ণয়া সহ বর্তমানম্ (বহুব্রী)। [৮] শ্রবণকাতরতাম্ — শ্রবণে কাতরতা (৭মী তৎ), তাম্। [৯] এখানে 'প্রাপ্ত্যাশা' নামক কার্যাবস্থা। [১০] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। উত্তরার্দ্ধে বিভাবনা / বিশেষোক্তি অলঙ্কার। ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [১১] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—'সিণিদ্ধজনসংবিভত্তং হি দুক্খং সজ্ঝবেদণং হোদি' (স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি) — স্নেহানুভূতি মন্থন ক'রে তোলা এক অপূর্ব রত্নময়ী অভিজ্ঞতা। শকুন্তলার মনের কথা জানার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন্ যুক্তি থাকতে পারে? 'তুল্যাদ্বিভাগাদিব তন্মনোভিঃ দুঃখাতিভারোঽপি লঘুঃ স মেনে।' (কিরাত, তৃতীয়)। স্নেহের মর্যাদা শকুন্তলা জানে। আজন্ম মাতৃহীনা, পিতৃহীনা সে। পিতৃভূত কণ্ব, মাতৃসমা গৌতমী — আর সর্বোপরি আত্মপ্রতিমা দুই সখীর স্নেহসান্নিধ্যেই সে লালিত হয়েছে। কণ্ব আশ্রমে নেই। থাকলেও তার কাছে এসব বলার প্রশ্ন ওঠে না। গৌতমীর কাছে বলাতেও সেই বাধা। সুতরাং শেষ আশ্রয় এরাই। তাই তাদের কাছেই অনাবিলভাবে মনের কথা উজাড় করবে শকুন্তলা।

[৩.৬]

শকুন্তলা — সহি, জদো পহুদি মম দংসণপহং আঅদো সো তবোবণরক্খিদা রাএসী — (ইত্যর্ধোক্তে লজ্জাং নাটয়তি) (সখি, যতঃ প্রভৃতি মম দর্শনপথম্ আগতঃ স তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিঃ —)

উভে — কহেদু পিঅসহী। (কথয়তু প্রিয়সখী।)

শকুন্তলা — তদো আরহিঅ তগ্গদেন অহিলাসেণ এতদবত্থ ম্হি সংবুত্তা। (ততঃ আরভ্য তদ্গতেন অভিলাষেণ এতদবস্থা অস্মি সংবৃত্তা।)

রাজা — (সহর্ষম্) শ্রুতং শ্রোতব্যম্।

স্মর এব তাপহেতুর্নির্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য ॥ ৯ ॥

বিসন্ধি—ইতি + অর্ধোক্তে। তাপহেতুঃ + নির্বাপয়িতা। ইব + অভ্রশ্যামঃ + তপাত্যয়ে।

অন্বয়—স্মর এব তাপহেতুঃ ; স এব তপাত্যয়ে অভ্রশ্যামঃ দিবসঃ জীবলোকস্য ইব মে নির্বাপয়িতা জাতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — সখি (সখী), যতঃ প্রভৃতি (যেদিন থেকে) স তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিঃ (সেই তপোবনরক্ষক রাজর্ষি দুষ্যন্তকে) মম দর্শনপথম্ আগতঃ (আমি দেখেছি) [ইতি অর্ধোক্তে — অর্ধেকটা বলেই, লজ্জাং নাটয়তি — লজ্জায় বিরত থাকার অভিনয় করলেন]। উভে (দুই সখী) — কথয়তু প্রিয়সখী (আমাদের প্রিয় সখী, বল, অর্থাৎ খুলে বল)। শকুন্তলা — ততঃ আরভ্য (সেইদিন থেকে শুরু করে) তদ্গতেন অভিলাষেণ (তাকে পাবার কামনায়) এতদবস্থা সংবৃত্তা অস্মি (আমার এই দশা ঘটেছে)। রাজা — [সহর্ষম্ — আনন্দের সঙ্গে] শ্রুতং শ্রোতব্যম্ (যা শোনার, তা শুনলাম)। স্মর এব তাপহেতুঃ (কামদেব আমার সন্তাপের কারণ ছিলেন) ; স এব (কিন্তু তিনিই এখন) তপাত্যয়ে (গ্রীষ্মের অবসানে) অভ্রশ্যামঃ দিবসঃ (মেঘাচ্ছন্ন দিন) জীবলোকস্য ইব (যেমন জীবলোকের শান্তিবিধান করে তেমনি) মে নির্বাপয়িতা জাতঃ (আমার সমস্ত তাপের শান্তি করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — সখি, যেদিন থেকে তপোবনরক্ষক সেই রাজর্ষি (দুষ্যন্ত) কে দেখেছি — (অর্ধেকটা বলেই লজ্জায় বিরত থাকার অভিনয় করলেন)।

দুই সখী — প্রিয় সখি, সব খুলে বল।

শকুন্তলা — সেদিন থেকে শুরু করে তাকে পাবার কামনায় আমার এই দশা হয়েছে।

রাজা — (সানন্দে) যাক্, যা শোনার তা শুনলাম।

কামদেব আমার সন্তাপের কারণ ছিলেন। কিন্তু তিনিই এখন গ্রীষ্মের অবসানে মেঘাচ্ছন্ন দিন জীবলোকের যেমন শান্তিবিধান করে, তেমনি আমার সমস্ত তাপের শান্তি করলেন।

রাঘবভট্ট—সখি, যতঃ প্রভৃতি মম দর্শনপথমাগতঃ স তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিস্তত আরভ্য

তদ্‌গতেনাভিলাষেণৈতদবস্থাস্মি সংবৃত্তা। স্মর ইতি। যস্তাপহেতুঃ স এব নির্বাপয়িতেতি বিরোধাভাসঃ। বস্তুতস্তু তদ্‌গতঃ স্মরস্তাপহেতুর্নায়িকাগতো নির্বাপয়িতেত্যর্থঃ। অত এব মে প্রতিকূলং দৈবং স্মরেণ মাং তাপয়তীয়ং তেনৈব মাং নির্বাপয়তীতি প্রতীতের্ব্যঙ্গ্যো ব্যাঘাতা-লংকারঃ। 'যথাসাধিতস্য তথৈবান্যেনান্যথাকরণং ব্যাঘাতঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। তত্রোপমামাহ — দিবস ইবেতি। তপাত্যয়ে নিদাঘাত্যয়ে। প্রাবৃড়ারম্ভ ইত্যর্থঃ। 'উষ্ণ উষ্ণাগমস্তপঃ' ইত্যমরঃ। অর্ধশ্যামোঽর্ধে মেঘাক্রান্তত্বাচ্ছ্যামঃ সচ্ছায়ঃ পূর্বাহ্ণ সাতপোঽপরত্র সচ্ছায়ো বা দিবসো জীবলোকস্য প্রাণিবর্গস্য তাপয়িতা নির্বাপয়িতা চ যথা ভবতি। বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ।

সুষমা—[১] তাপহেতুঃ — তাপস্য হেতুঃ (ষষ্ঠী তৎ)। তপ্ + ঘঞ্ = তাপঃ। [২] নির্বাপয়িতা — নির্ — বা + ণিচ্ + তৃচ্ কর্তরি। [৩] অভ্রশ্যামঃ — পাঠান্তর 'অর্ধশ্যামঃ'। অভ্রৈঃ শ্যামঃ (তৃতীয়া তৎ)। [৪] তপাত্যয়ে — অতি — ই + অচ্ = অত্যয়ঃ। অর্থ — অবসান, ধ্বংস। তপাত্যয়ে — গ্রীষ্মের অবসানে। তপস্য অত্যয়ঃ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মিন। [৫] জীবলোকস্য — শেষে ষষ্ঠী। জীবানাং লোকঃ (ষষ্ঠী তৎ) তস্য। [৬] যে তাপদাতা, সেই তাপনির্বাপয়িতা — বিরোধাভাস অলঙ্কার। তাছাড়া উপমা অলঙ্কার। [৭] আর্যা ছন্দ।

[৩.৭]

শকুন্তলা — তং জই বো অণুমদং তা তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পণিজ্জা হোমি। অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চধ মে তিলোদঅং। (তদ্ যদি বাম্ অনুমতং তদা তথা বর্তেথাং যথা তস্য রাজর্ষেঃ অনুকম্পনীয়া ভবামি। অন্যথা অবশ্যং সিঞ্চতং মে তিলোদকম্।

রাজা — সংশয়চ্ছেদি বচনম্।

প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকম্) অনসূএ, দূরগঅমন্মহা অক্খমা ইঅং কালহরণস্স। জস্সিং বদ্ধভাবা এসা সো ললামভূদো পোরবাণং। তা জুত্তং সে অহিলাসো অহিণন্দিদুং। (অনসূয়ে, দূরগতমন্মথা অক্ষমা ইয়ং কালহরণস্য। যস্মিন্ বদ্ধভাবা এষা স ললামভূতঃ পৌরবাণাম্। তৎ যুক্তম্ অস্যা অভিলাষঃ অভিনন্দিতুম্।)

অনসূয়া — তহ জহ ভণসি। (তথা যথা ভণসি।)

প্রিয়ংবদা — (প্রকাশম্) সহি, দিট্‌ঠিআ অণুরূবো দে অহিণিবেসো। সাঅরং উজ্‌ঝিঅ কহিং বা মহাণই ওদরই। কো দাণিং সহআরং অন্তরেণ অদিমুত্তলদং পল্লবিদং সহেদি। (সখি, দিষ্ট্যা অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ। সাগরম্ উজ্‌ঝিত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি। কঃ ইদানীং সহকারম্ অন্তরেণ অতিমুক্তলতাং পল্লবিতাং সহতে।)

রাজা — কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্তেতে।

অনসূয়া — কো উণ উবাও ভবে জেণ অবিলম্বিঅং নিহূঅং অ সহীএ মণোরহং সংপাদেম্ম। (কঃ পুনঃ উপায়ঃ ভবেৎ যেন অবিলম্বিতং নিভৃতং চ সখ্যাঃ মনোরথং সম্পাদয়াবঃ।)

প্রিয়ংবদা — নিহুঅং ত্তি চিন্তণিজ্জং ভবে। সিগ্ঘং ত্তি সুঅরং। (নিভৃতম্ ইতি চিন্তনীয়ং ভবেৎ। শীঘ্রম্ ইতি সুকরম্।)

অনসূয়া — কহং বিঅ। (কথম্ ইব।)

প্রিয়ংবদা — ণং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধদিট্ঠীএ সূইদাহিলাসো ইমাইং দিঅহাইং পজাঅরকিসো লক্খীঅদি। (ননু স রাজর্ষিঃ অস্যাং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষঃ এতান্ দিবসান্ প্রজাগরকৃশঃ লক্ষ্যতে)।

রাজা — সত্যমিত্থম্ভূত এবাস্মি। তথাহি —

> ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং
> নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিরশ্রুভিঃ।
> অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
> কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে ॥ ১০ ॥

বিসন্ধি—কিম্ + অত্র। শশাঙ্কলেখাম্ + অনুবর্ততে। সত্যম্ + ইত্থম্ভূতঃ। এব + অস্মি। ইদম্ + অশিশিরৈঃ + অন্তস্তাপাৎ + বিবর্ণমণীকৃতম্। ... প্রসারিভিঃ + অশ্রুভিঃ। মুহুঃ + মণিবন্ধনাৎ।

অন্বয়—নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিঃ অন্তস্তাপাৎ অশিশিরৈঃ অশ্রুভিঃ বিবর্ণমণীকৃতম্ অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মণিবন্ধনাৎ স্রস্তং স্রস্তং কনকবলয়ং ময়া মুহুঃ প্রতিসার্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — তদ্ যদি বাম্ অনুমতম্ (তা তোমরা যদি সঙ্গত মনে কর) তদা তথা বর্তেথাম্ (তাহলে এমন কর) যথা (যাতে) তস্য রাজর্ষেঃ (সেই রাজর্ষির) অনুকম্পনীয়া ভবামি (আমার জন্য করুণা হয়)। অন্যথা (তা নাহলে) অবশ্যং (নিশ্চয়ই) মে (আমার উদ্দেশ্যে) তিলোদকং সিঞ্চতম্ (তিলোদক অর্থাৎ মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে যে তিল-জল দেওয়া হয়, তা দিতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে না পেলে আমার মৃত্যু অবধারিত)। রাজা — সংশয়চ্ছেদি বচনম্ (এই কথায় আমার সকল সন্দেহের অবসান হ'ল)। প্রিয়ংবদা — [জনান্তিকম্ — জনান্তিকে] (অনসূয়া), দূরগতমন্মথা (প্রেমের ব্যাপারে আমাদের এই সখী অনেকদূর এগিয়ে গেছে), অক্ষমা ইয়ং কালহরণস্য (কালক্ষেপ করার মত অবস্থা এর নয়)। যস্মিন্ এষা বদ্ধভাবা (যাঁকে এ ভালোবেসেছে) স পৌরবাণাম্ ললামভূতঃ (তিনি পুরুবংশের অলঙ্কারস্বরূপ)। তৎ (সুতরাং) অস্যাঃ অভিলাষঃ (এর ইচ্ছা বা বাসনা) অভিনন্দিতুং যুক্তম্ (অভিনন্দনের যোগ্য)। অনসূয়া — তথা যথা ভণসি (তুমি ঠিকই বলছ)। প্রিয়ংবদা — [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] সখি (সখী), দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যক্রমে) অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ (তোমার এই অনুরাগ তোমার অনুরূপই হ'য়েছে)। সাগরম্ উজ্ঝিত্বা (সাগর ছেড়ে) কুত্র

বা মহানদী অবতরতি (মহানদী আর কোথায় গিয়ে মেলে)। সহকারম্ অন্তরেণ (সহকার ছাড়া, সহকার — আমগাছ) কঃ ইদানীং (এখন কে আর) পল্লবিতাম্ অতিমুক্তলতাং সহতে (পল্লবিত অতিমুক্তলতার ভার সইতে পারবে)। রাজা — কিম্ অত্র চিত্রম্ (এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে) যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখাম্ অনুবর্ততে (যে বিশাখা নক্ষত্র দুটি চন্দ্রবিম্বেরই অনুসরণ করে থাকে। অর্থাৎ দুই সখী যে শকুন্তলার ইচ্ছাই অনুসরণ করছে — তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই)। অনসূয়া — কঃ পুনঃ উপায়ঃ ভবেৎ (আচ্ছা, এমন কোন' উপায় বের করা যায় কি) যেন (যাতে) সখ্যাঃ মনোরথং (সখীর মনোবাসনা) অবিলম্বিতং (অবিলম্বে) নিভৃতং চ (এবং গোপনে) সম্পাদয়াবঃ (পূরণ করতে পারি)। প্রিয়ংবদা — নিভৃতম্ ইতি চিন্তনীয়ম্ ভবেৎ (গোপনে করার ব্যাপারেই অসুবিধা হতে পারে)। শীঘ্রম্ ইতি সুকরম্ (তাড়াতাড়ি করা সহজেই হতে পারে)। অনসূয়া — কথম্ ইব (কিভাবে)? প্রিয়ংবদা — ননু স রাজর্ষিঃ (আরে, সেই রাজর্ষি) অস্যাং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষঃ (এর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর মনের বাসনা বুঝিয়ে দিয়েছেন) ; এতান্ দিবসান্ প্রজাগরকৃশঃ লক্ষ্যতে (এই কয়দিন রাত জেগে কাটানোয় তাঁকে কৃশ দেখাচ্ছে)। রাজা — সত্যম্ (সত্যিই), ইত্থম্ভূতঃ এব অস্মি (আমাকে সেইরকমই দেখাচ্ছে, আমি সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছি — এই ভাব)। তথাহি (কেননা) — নিশি নিশি (প্রতি রাতে, রাতের পর রাত) ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিঃ (হাতে মাথা রেখে শোওয়ায় চোখের প্রান্ত থেকে) অন্তস্তাপাৎ অশিশিরৈঃ অশ্রুভিঃ (হৃদয়ের তাপে উষ্ণ অশ্রু ঝরে প'ড়ে) বিবর্ণমণীকৃতম্ (বলয়ের মণি বিবর্ণ হয়ে গেছে) ; অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং (যে বলয়, হাতে ধনুকের ছিলা টানার জন্য যে ক্ষতচিহ্ন হয়েছে তা স্পর্শ করত না) মণিবন্ধনাৎ স্রস্তং স্রস্তং (তা এখন মণিবন্ধ থেকে বারবার খসে পড়ছে) ; কনকবলয়ং ময়া মুহুঃ প্রতিসার্যতে (আর সেই স্বর্ণবলয় আমি বারবার তুলে যথাস্থানে রাখছি)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — তা তোমরা যদি সঙ্গত মনে কর তাহলে এমন কর যাতে সেই রাজর্ষির আমার প্রতি করুণা হয়। তা না হলে অবশ্যই আমার (মৃত আত্মার) উদ্দেশ্যে তোমাদের তিলাঞ্জলি দিতে হবে।

রাজা — এই কথায় আমার সমস্ত সন্দেহের অবসান হল।

প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকে) অনসূয়া, আমাদের এই সখী (দুষ্যন্তের প্রতি) ভালোবাসায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কালক্ষেপ করার মত অবস্থা এর নয়। যাঁকে এ ভালোবেসেছে, তিনি পুরুবংশের অলঙ্কারস্বরূপ। সুতরাং এর এই বাসনা প্রশংসার যোগ্যই বটে।

অনসূয়া — তা তুমি ঠিকই বলেছ।

প্রিয়ংবদা — (প্রকাশ্যে) সখী, সৌভাগ্যক্রমে (দুষ্যন্তের প্রতি) এই অনুরাগ তোমার যোগ্যই হয়েছে। সাগর ছেড়ে মহানদী আর অন্য কোথায় গিয়ে মেলে? সহকার ছাড়া পল্লবিত অতিমুক্তলতার ভার আর কে সইতে পারে?

রাজা — বিশাখা নক্ষত্র দুটি যে চন্দ্রবিম্বের অনুসরণ করে থাকে তাতে আর আশ্চর্যের কি? (অর্থাৎ দুই সখী যে শকুন্তলার ইচ্ছারই অনুসরণ করছে — তাতে অবাক হবার কিছু নেই)।

অনসূয়া — আচ্ছা, এমন কোন উপায় বের করা যায় কি যাতে সখীর মনোবাসনা অবিলম্বে এবং গোপনে পূরণ করতে পারি?

প্রিয়ংবদা — গোপনে কিভাবে করা যাবে তাই চিন্তার — অবিলম্বে করা সহজেই হতে পারে।

অনসূয়া — কিভাবে?

প্রিয়ংবদা — আরে সেই রাজর্ষি এর দিকে (বারংবার) স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর মনের বাসনা বুঝিয়ে দিয়েছেন। (এবং) এই কয়দিন রাত জেগে কাটানোয় তাঁকে (খুবই) কৃশ দেখাচ্ছে।

রাজা — সত্যই, আমি সেই রকমই হয়েছি। কেননা —

রাতের পর রাত শিয়রে হাত রেখে (জেগে) কাটিয়েছি। হৃদয়ের তাপে উষ্ণ অশ্রু চোখের প্রান্ত বেয়ে পড়ে বলয়ের মণি বিবর্ণ হয়ে গেছে। যে সোনার বলয় হাতে ধনুকের ছিলা টানার আঘাতে যে ক্ষতচিহ্ন আছে তা স্পর্শ করত না, তা এখন মণিবন্ধ থেকে বারবার খসে পড়ছে আর আমি বারবার তুলে তা যথাস্থানে রাখছি।

রাঘবভট্ট—তদ্যদি যুবয়োরনুমতং তদা তথা বর্তেথাং যথা তস্য রাজর্ষেরনুকম্পনীয়া ভবামি। অন্যথাবশ্যং সিঞ্চতং মে তিলোদকম্। অনেন শমো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — তস্যোপশমনং যত্তু শমনং তদুদাহৃতম্' ইতি। দূরগতমন্মথাঽক্ষমা কালহরণস্য। অত্রাদ্যাবস্থাত্রয়ং প্রথমমেবোক্তম্। তনুতানন্তরমেবোক্তা। 'কিং বীজয়তো মাং সখ্যৌ' ইতি বিষয়নিবৃত্তিঃ। এতয়োরগ্রেঽভিলাষকথনাদেব ত্রপানাশ উক্তঃ। পরিহার্যাবস্থাত্রয়মেবাবশিষ্ট-মিতি দূরগতমন্মথত্বম্। তথা চ রুদ্রয়ে — "নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽর্থসংকল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ ॥ উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশাং দশৈব স্যুঃ" ইতি। ননু পূর্বমভিলাষচিন্তনেত্যাদিদশাবস্থা উক্তাঃ। অধুনা তু নয়নপ্রীত্যাদয় উক্তা ইতি পূর্বাপরানাকলনাদিতি চেন্ন। আচার্যমতভেদমাত্রত্বাৎ। অতএবোক্তম্ — 'অভিলাষাদ্য-বস্থানাং চক্ষুঃপ্রীত্যাদিকাস্বপি। সংভবাদিতরত্রাপি তাসাং স্যাদৈক্যমেব তৎ ॥ চিরন্তনপ্রসিদ্ধ্যা তু বিবিচ্য কথিতা ইমাঃ' ইতি। যস্মিন্ বদ্ধভাবা সানুরাগৈষা স ললামভূতঃ প্রধানং পৌরবাণাম্। তস্মাদ্যুক্তমস্যা অভিলাষোঽভিনন্দিতুম্। যুক্তমিতি প্রাকৃতত্বাল্লিঙ্গবিপর্যয়ঃ। প্রথমায়াং বা দ্বিতীয়া। যথা ভণসি তৎতথৈবেত্যর্থঃ। দিষ্ট্যা দৈবেনানুরূপস্তেঽভিনিবেশঃ। সাগরমুজ্ঝিত্বা কুত্র বা মহানদ্যবতরতি। ক ইদানীং সহকারমন্তরেণাতিমুক্তলতাং পল্লবিনীং সহতে। স্বীয়ত্বেন পরিগৃহ্নাতীত্যর্থঃ। মালাদৃষ্টান্তঃ। পূর্বত্র নায়িকায়াঃ কর্তৃত্বমুক্তম্। উত্তরত্র নায়কস্যেতি বিশেষঃ। দ্বিদৈবত্বাদ্বিশাখয়োর্দ্বিত্বম্। যুক্তমেবৈতয়োরেতস্যা অনুমোদনমিতি

ভাবঃ। এতদভিপ্রায়মেব বিশাখয়োর্দ্বিত্বম্। শশিলেখাত্বেন স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশশ্চ। বিশাখে শশাঙ্কলেখা চাপ্রস্তুতা। তাসাং বচনাদপ্রস্তুতপ্রশংসা। তয়া চ সখ্যোঃ শকুন্তলায়াশ্চ প্রকৃতানাং যোগসমাগমত্বেন সমালংকারো ব্যজ্যতে। কঃ পুনরুপায়ো ভবেদ্যেনাবিলম্বিতং শীঘ্রং নিভৃতং গুপ্তং চ সখ্যা মনোরথং সংপাদয়াবঃ। নিভৃতমিতি চিন্তনীয়ং ভবেৎ। শীঘ্রমিতি সুকরম্। কথমিব। ননু স রাজর্ষিরেতস্যাং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষ এতান্ দিবসান্ প্রজাগরকৃশো লক্ষ্যতে। উক্তস্য পুরুষত্বাদ্বিশেষতো রাজত্বাৎ তত্রাপি স্বয়ং দুষ্যন্ত ইতি বিষয়নিবৃত্তিত্রপানাশলক্ষণে অবস্থে এনং প্রতি ন বর্ণিতে। অধীরত্বেনানৌচিত্যপ্রসঙ্গাৎ। ইদমিতি।· নিশি নিশি প্রতিরাত্রম্। অনেন দর্শনাৎ প্রভৃত্যদ্য যাবদেতদবস্থা দ্যোতিতা। ভুজ উপধানীকৃতে ন্যস্তো যোঽয়মপাঙ্গো নেত্রান্তস্তত্র প্রসর্তুং শীলং যেষাং তৈঃ। অত্র প্রজাগরচ্ছস্যায়াং পরিবৃত্তিবিবর্তনৈঃ সত্যপ্যুপধানে তস্য নিষ্ফলত্বাদ্ভুজোপধানত্বমুক্তম্। অন্তস্তাপাদশিশিরৈরুষ্ণৈরশ্রুভিবিবর্ণা মণয়ো যত্র তৎ। অবিবর্ণমণি বিবর্ণমণি সংপাদিতং বিবর্ণমণীকৃতম্। অনেনাপি দীর্ঘকালমিয়মবস্থা ব্যজ্যতে। স্বভাবত এব বলয়স্য শিথিলত্বে কামাবস্থাকৃততনুতাপ্রতীতির্ন ভবতীতি তস্য স্বভাবস্থিতিসূচকং বিশেষণমাহ। অনভিলু-লিতোঽস্পৃষ্টো জ্যাঘাতাঙ্কো যেন তৎ। তদুপরিভাগে গাঢ়ত্বেন স্থিতত্বাৎ। এতাদৃশং কনকবলয়ম্। কনকেতি শৈত্যদ্যোতনায়। বলয়মিত্যেকবচনেন বিরহিত্বাৎ সর্বাভরণ-পরিত্যাগো দ্যোত্যতে। স্রস্তং স্রস্তং বারংবারং পাণিমূলমাগতং কার্শ্যাৎ। মণের্বন্ধনমত্র মণিবন্ধনম্ ভুজস্য পাণেশ্চ সংধিঃ। তস্মাদয়া রাজ্ঞা দুষ্যন্তেনাপি সত্য মুহুর্বারংবারং ন তু সকৃৎ প্রতিসার্যত উর্দ্ধং নীয়তে। স্বভাবোক্তিঃ। অথ চ প্রজাগরত্বে কৃশত্বে চ কারণে বক্তব্যে তত্তয়োরশ্রুভির্বিবর্ণো বন্ধনান্নিঃসার্যত ইত্যুক্তিঃ। হরিণীবৃত্তম্।

সুষমা—[১] সংশয়চ্ছেদি — সংশয়ং ছিনত্তি ইতি সংশয় + ছিদ্ ণিনি, সাধুকারিণি, কর্তরি। [২] সহআরং অন্তরেণ (সহকারম্ অন্তরেণ) — সহকারবৃক্ষের সঙ্গে শকুন্তলার অভিমতবরের তুলনা ইতিপূর্বেও প্রথম অঙ্কে আমরা দেখেছি। [৩] বিশাখে শশাঙ্কলেখাম্ — বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়। এরা সর্বদা একসঙ্গে থাকে এবং চন্দ্রের অনুবর্তন করে। 'বিশাখে' পদের দ্বারা অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা — দুই সখীকে বোঝান হচ্ছে। শকুন্তলা — শশাঙ্কলেখা, শশাঙ্ক নয়। মদনপীড়িতা ক্ষীনতনু শকুন্তলার সঙ্গে শশাঙ্কলেখার তুলনাই মেলে। [৪] অশিশিরৈঃ — ন শিশিরঃ (শীতলঃ) (নঞ্ তৎ), তৈঃ। অর্থাৎ উষ্ণ। অত্যধিক আনন্দ অথবা অত্যধিক শোক — দুয়েতেই অশ্রু নির্গত হয়। প্রসিদ্ধি এই যে আনন্দাশ্রু শীতলস্পর্শ এবং শোকাশ্রু উষ্ণ। 'রঘুবংশে' কালিদাস এই দুয়েরই একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 'আনন্দজঃ শোকজমশ্রু বাষ্পস্তয়োরশীতং শিশিরো বিভেদ। গঙ্গাসরয্বোর্জলমুষ্ণতপ্তং হিমাদ্রিনিস্যন্দ ইবাবতীর্ণঃ ॥' (চতুর্দশ সর্গ)। [৫] অন্তস্তাপাৎ — অন্তর্গতস্তাপঃ অন্তস্তাপঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী / উত্তরপদলোপী কর্মধা), তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী। [৬] বিবর্ণমণীকৃতম্ — বিবর্ণা মণয়ো যস্মিন্ তৎ বিবর্ণমণি। ন বিবর্ণমণি অবিবর্ণমণি (নঞ্ তৎ) ; অবিবর্ণমণি বিবর্ণমণি কৃতম্ ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বি-প্রত্যয়। [৭] নিশি নিশি —

'নিত্যবীপ্সয়োঃ' ইতি বীপ্সায় দ্বিরুক্তি। [৮] ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিঃ — ভুজে ন্যস্তঃ (সহসুপা) ; ভুজন্যস্তঃ অপাঙ্গঃ (কর্মধা) ; তস্মাৎ প্রসারিভিঃ ইতি ভুজন্যস্তাপাঙ্গ + প্র — সৃ + ণিনি, তৈঃ। [৯] অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কম্ — ন অভিলুলিতঃ (নঞ্ তৎ) ; জ্যায়াঃ আঘাতঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; অনভিলুলিতঃ জ্যাঘাতস্য অঙ্কঃ যস্মিন কর্মণি তৎ যথা স্যাত্তথা (বহুব্রী)। [১০] প্রতিসার্যতে — প্রতি — সৃ + ণিচ্ + লট্ কর্মবাচ্যে, প্রথমপুরুষ একবচন। [১১] বিরহী রাজার স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া) কাব্যলিঙ্গ। কোন' কোন' টীকাকারের মতে অপ্রস্তুতপ্রশংসা। রাজার ক্ষীণত্ব বর্ণনা প্রস্তুত। বলয়ভ্রংশ অপ্রস্তুত। [১২] হরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—নায়কগত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের বর্ণনা। 'নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽর্থ-সংকল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিঃ' — এই দশবিধ স্মরদশার 'নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা'র সুন্দর নিদর্শন। প্রিয়ংবদার দৃষ্টিতে 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ' (মেঘদূত) রাজার এই ছবি ধরা পড়েছে। শকুন্তলৈকচিত্ত দুষ্যন্ত এতদিন নিজের দিকে তাকানোরও অবসর পাননি। এখন দেখলেন — সত্যই তিনি তাই হয়েছেন। তুঃ 'শুন শুন গুণবতি রাই। তো বিনু আকুল কানাই ॥ সো তুয়া পরশক লাগি। ছটফটি যামিনি জাগি ॥ খিন তনু মদন হুতাশে। তেজই উতপত শাসে ॥ ...... পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি। নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি ॥" — জ্ঞানদাস। "অঙ্গুরি বলয় গলিত করকিশলয় / বসনভূষণ নহ থির। সোসই অধর বদন ভেল মলিন / নয়ন শুন ভেল নীর।" — ঘনশ্যাম। পদদুটিতে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার পূর্বরাগের ছবি আঁকা হয়েছে। (শ্রীনরেশচন্দ্র জানার 'বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার' গ্রন্থে, পৃঃ ১১৭-১১৮, উদ্ধৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য — 'প্রেমের রক্তরাগে রঞ্জিত রাধাকৃষ্ণের রূপ দুষ্যন্তশকুন্তলার রূপের প্রতিচ্ছায়া —' ব'লে তিনি মন্তব্য করেছেন)।

রাঘবভট্ট 'ভুজন্যস্তাপাঙ্গ ...' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে — "ভুজ উপধানীকৃতে ন্যস্তো যোঽয়মপাঙ্গো নেত্রান্তস্তত্র প্রসর্তুং শীলং যেষাং তৈঃ। অত্র প্রজাগরশয্যায়াং পরিবৃত্তিবর্তনৈঃ সত্যপ্যুপধানে তস্য নিষ্ফলত্বাদ্ ভুজোপধানত্বমুক্তম্।" সোজা কথা হল এই — রাজা সারারাত হাতে মাথা রেখে শয্যায় এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছেন। শ্রীসারদারঞ্জন রায়, শ্রীরমেন্দ্রমোহন বসু এবং অন্য অনেকে এই অর্থ গ্রহণ করেন নি। বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে তাঁরা প্রতিপাদন করেছেন যে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকলে চোখের প্রান্ত বেয়ে পড়া উষ্ণ অশ্রুতে বলয়ের মণি বিবর্ণ হতে পারে না। তাছাড়া জ্যাঘাতচিহ্নত যুক্ত মণিবন্ধ থেকে বলয় বারংবার খসে পড়ার বর্ণনাও অপ্রাসঙ্গিক হয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত — রাজা বাম হাতে কপোল ন্যস্ত করে বসে থেকে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন — এরকম অর্থ ধরলেই শ্লোকের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা হয়। বর্তমান সম্পাদকের মত হ'ল সমগ্র শ্লোকই রাজার শয়িত অবস্থার বর্ণনা না ধরে কেবলমাত্র পূর্বার্দ্ধকে ধরলে এবং উত্তরার্দ্ধকে রাজার উপবিষ্ট অবস্থার বর্ণনা ধরলে কোন অসঙ্গতি হয় না।

আর একটা কথা — এ পর্যন্ত আমরা নাটকে যা পেয়েছি তাতে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে বর্ণিত দর্শন এবং প্রণয়ালাপ ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু পাইনি। শকুন্তলার দুষ্যন্তকে 'সব্যাজাবলোকন' এবং রাজা দুষ্যন্তের 'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ' ইত্যাদিতে তাদের পরস্পরের অনুরাগ অবশ্য স্পষ্টই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র সম্বল করে বহু রমণীরত্নের সান্নিধ্যলাভধন্য দুষ্যন্তের মত পরিণত প্রেমিকের অশ্রুপাতের বর্ণনা একটু অতিশয়োক্তি মনে হয়। ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্যন্তের করুণ অবস্থা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। 'মেঘদূতে' যক্ষপত্নীর জন্য যক্ষের সকরুণ অবস্থাতেও কোন বাহুল্য নেই। সেখানে পেয়ে হারানোর অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথার অভিব্যক্তি। এখান না-পাওয়ার আশঙ্কাতেই এই বর্ণনা।

[৩.৮]

প্রিয়ংবদা — (বিচিন্ত্য) হলা, মঅণলেহো সে করীঅদু। ইমং দেবপ্পসাদস্সা-বদেসেণ সুমণোগোবিদং করিঅ সে হত্থঅং পাবইস্সং। (হলা, মদনলেখোঽস্য ক্রিয়তাম্। ইমং দেবপ্রসাদস্যাপদেশেন সুমনোগোপিতং কৃত্বা তস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি।)

অনসূয়া — রোঅই মে সুউমারো পওও। কিং বা সউন্দলা ভণাদি। (রোচতে মে সুকুমারঃ প্রয়োগঃ। কিং বা শকুন্তলা ভণতি।)

শকুন্তলা — কো নিওও বো বিকপ্পীঅদি। (কো নিয়োগঃ বাং বিকল্প্যতে।)

প্রিয়ংবদা — তেণ হি অত্তণো উবণ্ণাসপুব্বং চিন্তেহি দাব কিংবি ললিঅপদবন্ধনং। (তেন হি আত্মন উপন্যাসপূর্বং চিন্তয় তাবৎ কিমপি ললিতপদবন্ধনম্)।

শকুন্তলা — হলা, চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুঅং পুণো বেবই মে হিঅঅং। (হলা, চিন্তয়ামি অহম্। অবধীরণভীরুকং পুনঃ বেপতে মে হৃদয়ম্।)

রাজা — (সহর্ষম্)

অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো
বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥ ১১ ॥

বিসন্ধি—মদনলেখঃ + অস্য। দেবপ্রসাদস্য + অপদেশেন। যতঃ + অবধীরণাম্। কথম্ + ঈপ্সিতঃ।

অন্বয়—(হে) ভীরু, যতঃ অবধীরণাং বিশঙ্কসে স অয়ং তে সঙ্গমোৎসুকঃ তিষ্ঠতি। প্রার্থয়িতা শ্রিয়ং লভেতে ন বা। শ্রিয়া ঈপ্সিতঃ কথং দুরাপঃ ভবেৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রিয়ংবদা — [বিচিন্ত্য — চিন্তা করে] হলা, মদনলেখঃ অস্য ক্রিয়তাম্

(আচ্ছা, রাজার উদ্দেশ্যে একটা প্রেমপত্র তৈরী করা যাক)। ইমং (সেটা) দেবপ্রসাদস্য অপদেশেন (দেবতার প্রসাদের ছলে) সুমনোগোপিতং কৃত্বা (ফুলের মধ্যে লুকিয়ে) তস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি (সেই রাজার হাতে পৌঁছে দেবো)। অনসূয়া — রোচতে মে সুকুমারঃ প্রয়োগঃ (এই কৌশলটা আমার ভালোই মনে হচ্ছে)। কিং বা শকুন্তলা ভণতি (দেখা যাক্, শকুন্তলা কি বলে)? শকুন্তলা — বাং কঃ নিয়োগঃ বিকল্প্যতে (তোমাদের কোন্ কথায় আমি আপত্তি করেছি)? প্রিয়ংবদা — তেন হি (তবে) আত্মনঃ উপন্যাসপূর্বং (নিজের মনের কথা জানিয়ে) কিমপি ললিতপদবন্ধনং তাবৎ চিন্তয় (কোন একটা সুন্দর কবিতা ভাব' দেখি)। শকুন্তলা — হলা, চিন্তয়ামি অহম্ (আচ্ছা, তা ভাবছি), অবধীরণভীরুকং পুনঃ (কিন্তু রাজা যদি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে) বেপতে মে হৃদয়ম্ (আমার বুক কাঁপছে)। রাজা — [সহর্ষম্ — সানন্দে] (হে) ভীরু (ওহে ভীরু), যতঃ অবধীরণাং বিশঙ্কসে (যার কাছ থেকে তুমি প্রত্যাখ্যানের ভয় করছ) সঃ অয়ং তে সঙ্গমোৎসুকঃ তিষ্ঠতি (সেই কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসকু হয়ে আছে)। প্রার্থয়িতা শ্রিয়ং লভেত ন বা (যে লক্ষ্মীকে চায়, সে পেতেও পারে, নাও পেতে পারে), শ্রিয়া ঈপ্সিতঃ কথং দুরাপঃ ভবেৎ (কিন্তু লক্ষ্মী যাকে চান, তার কাছে তিনি কিভাবে দুর্লভ হবেন)?

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা — (একটু ভেবে) আচ্ছা, রাজার উদ্দেশ্যে একটা প্রেমপত্র রচনা করা যাক্। তারপর সেটাকে দেবতার প্রসাদের ছলে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে তাঁর হাতে পৌঁছে দেব।

অনসূয়া — এই কৌশলটা আমার ভালোই মনে হচ্ছে। দেখা যাক্, শকুন্তলা কি বলে?

শকুন্তলা — তোমাদের কোন্ কথায় আমি আপত্তি করেছি?

প্রিয়ংবদা — তাহলে নিজের মনের কথা জানিয়ে একটা সুন্দর কবিতা ভাব' দেখি।

শকুন্তলা — আচ্ছা, তা ভাবছি। কিন্তু যদি অবজ্ঞা করেন সেই ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

রাজা — (সানন্দে)

হে ভীরু, যার কাছ থেকে তুমি প্রত্যাখানের আশঙ্কা করছ, সে-ই কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক হয়ে আছে। যে লক্ষ্মীকে চায় সে তা পেতেও পারে, নাও পেতে পারে। কিন্তু স্বয়ং লক্ষ্মী যাকে চান, তার কাছে তিনি কিভাবে দুর্লভ হবেন।

রাঘবভট্ট—মদনলেখস্তস্মৈ ক্রিয়তাম্। ইমং মদনলেখং দেবপ্পসাদস্সাবদেসেন দেবপ্রসাদস্যাপদেশেন ব্যাজেন সুমনোগোপিতং পুষ্পগোপিতং কৃত্বা তস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামীত্যন্বয়ঃ। বিরহিণ্যাঃ স্বাবস্থসূচকো নিবদ্ধো লেখো মদনলেখ ইত্যুচ্যতে। রোচতে মে সুকুমারঃ প্রয়োগঃ। কিং বা শকুন্তলা ভণতি। কো নিয়োগ আজ্ঞা বিকল্প্যতে বিচার্যতে। দাতুমিতি শেষঃ। তেন হ্যাত্মন উপন্যাসপূর্বং চিন্তয় তাবল্ললিতপদবন্ধনম্। ললিতং চ তৎপদবন্ধনং চেতীদমেব বিশেষ্যম্। কেষুচিৎ পুস্তকেষু 'ললিয়পদবন্ধণং ছলিয়ম্' ইতি পাঠঃ। ছলিতকমিত্যর্থঃ। তদুক্তং সরস্বতীকণ্ঠাভরণে — যদাঙ্গিকৈকনির্বর্ত্যমুজ্ঝিতং

বাচিকাদিভিঃ। নর্তকৈরভিনীয়েত প্রক্ষেড়ো বল্লিকাদি যৎ ॥ তল্লাস্যং তাণ্ডবং চৈব ছলিতম্' ইত্যাদিনা। 'লাস্যচ্ছলিতসংপাদি প্রেক্ষ্যার্থম' ইতি কাব্যাদর্শেঽপি। ছলিতলক্ষণং যথা — 'রতিক্রোধোৎসাহভাবপ্রধানং ছলিতং মতম্' ইতি। চিন্তয়াম্যহম্। অবধীরণা তিরস্কারস্তেন ভীরু পুনর্মে বেপতে হৃদয়ম্। মে হৃদয় পুনর্বেপতে ইতি সম্বন্ধঃ। ক্রিয়ায়াং বিশেষণং হেতুত্বেন যোজ্যম্। অয়মিতি। হে ভীরু, অনেন তিরস্কারশঙ্কাসম্ভাবনা ব্যজ্যতে। যতো যস্মান্মল্লক্ষণাজ্জনাদবধীরণাং তিরস্কারং বিশঙ্কসে। স্যাদবধীরণাশঙ্কা যদি কেবলং মৎপ্রার্থনৈব ত্বদীয়প্রাপ্তিহেতুঃ স্যাদিতি ভাবঃ। সোঽয়মিতি প্রত্যক্ষেণ নির্দিশতি। সুন্দরীমিয়ং প্রতি বিধের্হেতুত্বে যোজ্যম্। অয়ং তে তব সঙ্গমোৎসুকস্তিষ্ঠতীতি বিশিষ্টস্য বিধেয়ত্বম্। ত্বৎপ্রার্থিতঃ কথং দুর্লভো ভবিষ্যামীত্যাশয়ঃ। পূর্বাপরচরণয়োর্ব্যত্যয়পাঠেনো-দ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্যপ্রক্রমভঙ্গঃ পরিহরণীয়ঃ। প্রার্থয়িতা পুরুষঃ শ্রিয়ং লভেত ন লভেত বা, শ্রিয়া পুনরীপ্সিতঃ প্রার্থিতঃ কথং দুরাপো দুর্লভো ভবেৎ। অয়মর্থান্তরন্যাসঃ। ব্যত্যয়পঠিতস্য পূর্ববাক্যস্য পূর্ববাক্যং সমর্থকম্, তাদৃগুত্তরস্যোত্তরং সমর্থকমিতি বিবেকঃ। নন্বত্র সামান্যস্য সমর্থকত্বং বক্তব্যম্। শ্রীশব্দস্যাবিশেষবাচিত্বাদত্র কথং তন্নির্বাহ ইতি চেদুচ্যতে — 'লক্ষ্মীসরস্বতীধীত্রিবর্গসম্পদ্বিভূতিশোভাসু। উপকরণবেষরচনাগুণেষু সরলদ্রবে চ কথিতা শ্রীঃ ॥' ইতি ব্যাড়িকোশাদত্রাতিশয়োক্ত্যা শোভাভারতীলক্ষ্মীধীবেষবিরচনাবিভূতিত্রিবর্গসং-পত্তীনামেকত্বেনাধ্যবসানাৎ সামান্যবাচকত্বম্। অতিশয়োক্তেঃ সর্বালংকারমূলত্বমাকরেষু প্রসিদ্ধম্। শ্রুতিবৃত্তিচ্ছেকানুপ্রাসাঃ। 'কথং ন লভ্যেত নরঃ শ্রিয়ার্থিতঃ' ইতি পঠিত্বা পর্যায়প্রক্রমভঙ্গঃ পরিহরণীয়ঃ। বংশস্থং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] সঙ্গমোৎসুকঃ — সঙ্গমে উৎসুকঃ (সহসুপা)। [২] ভীরু — 'ভীরু' শব্দের সম্বোধন। ভী + ক্রু = ভীরু। স্ত্রীলিঙ্গে 'উঙ্ উতঃ' সূত্রে ঊ। [৩] অবধীরণাম্ — অব-ধীর্ + ল্যুট্ + টাপ্, তাম্। তুঃ 'নাহং তথা ননু যথা পরিশঙ্কসে মাম্' — চণ্ডকৌশিক (১ম অঙ্ক)। [৪] লভেত — লভ্ + বিধিলিঙ্, প্রথমপুরুষ একবচন। [৫] প্রার্থয়িতা — প্র-অর্থ্ + ণিচ্ + তৃচ্। [৬] শ্রিয়া — অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। [৭] দুরাপঃ — দুর্-আপ্ + খল্ কর্মণি। [৮] ঈপ্সিতঃ — আপ্ + সন্ + ক্ত। [৯] অনেক টীকাকার এই শ্লোকে প্রক্রমভঙ্গ দোষ স্বীকার করেছেন। 'কথং ন লভ্যেত নরঃ শ্রিয়ার্থিতঃ' — এইরকম পাঠ করে সেই দোষ সমাধেয় — এরকম বলা হয়েছে। [১০] উত্তরার্দ্ধগত সামান্যের দ্বারা পূর্বার্দ্ধের বিশেষের সমর্থন থাকায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। তাছাড়া অর্থাপত্তি। শ্রুতি-বৃত্তি-ছেকানুপ্রাস। [১১] বংশস্থবিল ছন্দ।

[৩.৯]

সখ্যৌ — অত্তগুণাবমাণিণি, কো দাণিং সরীরণিব্বাবত্তিঅং সারদিঅং জোসিণিং পডন্তেণ বারেদি। (আত্মগুণাবমানিনি, ক ইদানীং শরীরনির্বাপয়িত্রীং শারদীং জ্যোৎস্নাং পটান্তেন বারয়তি।)

শকুন্তলা — (সস্মিতম্) নিওইআ দাণিং ম্হি। (ইত্যুপবিষ্টা চিন্তয়তি।) (নিয়োজিতা ইদানীম্ অস্মি)।

রাজা — স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়ামবলোকয়ামি। যতঃ —

উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।
কন্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥ ১২ ॥

বিসন্ধি—ইতি + উপবিষ্টা। প্রিয়াম্ + অবলোকয়ামি। উন্নমিতৈকভ্রূলতম্ + আননম্ + অস্যাঃ। ময়ি + অনুরাগম্।

অন্বয়—(যতঃ) পদানি রচয়ন্ত্যাঃ অস্যাঃ উন্নমিতৈকভ্রূলতম্ আননং কন্টকিতেন কপোলেন ময়ি অনুরাগং প্রথয়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সখ্যৌ (দুই সখী) — আত্মগুণাবমানিনি (সখী, তুমি নিজের গুণের, এখানে সৌন্দর্য্যের, কথা ভাবছ, না), শরীরনির্বাপয়িত্রীং (শরীরের তাপ হরণ করে এমন) শারদীং জ্যোৎস্নাং (শরতের জ্যোৎস্নাকে) ক ইদানীং (কোন্ লোক) পটান্তেন বারয়তি (আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে)? শকুন্তলা — [সস্মিতম্ — মৃদু হেসে] ইদানীং নিয়োজিতা অস্মি (ঠিক্ আছে, যা বলছ' করছি)। [ইতি উপবিষ্টা চিন্তয়তি — বসে কবিতার পদের কথা চিন্তা করতে লাগলেন] রাজা — বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা (আমি যে নির্নিমেষ চোখে) প্রিয়াম্ অবলোকয়ামি (প্রিয়াকে দেখছি) স্থানে খলু (তা যুক্তিযুক্তই হচ্ছে)। যতঃ (কেননা) — পদানি রচয়ন্ত্যাঃ অস্যাঃ (পদরচনার সময় এর) উন্নমিতৈকভ্রূলতম্ (একটি ভ্রূলতা উপরে উঠে রয়েছে), আননং (মুখখানি) কণ্টকিতেন কপোলেন (রোমাঞ্চিত গণ্ডদেশের মাধ্যমে) ময়ি অনুরাগং প্রথয়তি (আমার প্রতি এর অনুরাগ ব্যক্ত করছে)।

বঙ্গানুবাদ—দুই সখি — সখী, তুমি নিজের সৌন্দর্য্যের কথা ভুলে যাচ্ছ। এমন কোন্ লোক আছে যে শরীরের তাপ হরণ করে এমন শরতের জ্যোৎস্নাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখে?

শকুন্তলা — (অল্প হেসে) ঠিক্ আছে, যা বলছ' করছি। (উঠে বসে কবিতার পদ চিন্তা করতে লাগলেন)।

রাজা — আমি যে নির্নিমেষ চোখে আমার প্রিয়াকে দেখছি, তা যুক্তিযুক্তই বটে। কেননা —

পদরচনা করার সময় এর একটি ভ্রূলতা উপরে উঠে রয়েছে আর রোমাঞ্চিত, গন্ডদেশের মাধ্যমে এর মুখখানি আমার প্রতি এর অনুরাগ (স্পষ্টতই) ব্যক্ত করছে।

রাঘবভট্ট—আত্মগুণাবমানিনীতি ত্বদ্‌গুণৈরেব স ক্রীতোঽবধীরণাশঙ্কাপি ক্বেতি ভাবঃ। ক ইদানীং শরীরনির্বাপয়িত্রীং শরীরসুখদায়িনীং শারদীং শরৎকালসম্বন্ধিনীমিত্যতিশয়েনাহ্লা-দকারিত্বং ধ্বনিতম্। জ্যোৎস্নাং পটান্তেন বারয়তি। শকুন্তলাবাক্যং প্রতি দৃষ্টান্তঃ। নিয়োজিতেদানীমস্মি। কামলেখ ইত্যার্থম্। বিস্মৃতো নিমেষো যেন তেন। নির্নিমেষেণে-

ত্যর্থঃ। এতদর্থমেব চক্ষুষো বিশেষ্যস্যোপাদানম্। প্রিয়াং ন স্ত্রীমাত্রম্। দৃষ্টচরীমপ্যনেকশ ইতি জ্ঞেয়ম্। যদবলোকয়ামি তৎস্থানে যুক্তং খলু। অথবা স্থানে প্রদেশবিশেষে। উন্নমিতেতি। এতাদৃশ্যাঃ পূর্বমদর্শনাদনিমেষদর্শনং যুক্ততরমিতি ভাবঃ। পদানি সুপ্তিঙন্তানি রচয়ন্ত্যা অস্যাঃ। উন্নমিতোৎক্ষিপ্তৈকা ভ্রূলতা যত্র। ইদং পদং দেয়মিদং বেতি বিতর্কে। তস্যাঃ প্রয়োগাৎ তদাননং কণ্টকিতেন রোমাঞ্চিতেন। 'রোমহর্ষেঽপি কণ্টকঃ' ইত্যমরঃ। কপোলেন যৈবৈকা ভ্রূলতোন্নমিতা তদ্দিক্‌স্থকপোলস্যৈব রোমাঞ্চিতত্বমিত্যেকবচনম্। ময়ীতি স্বস্যাধিকরণত্বেন ধন্যতাং সুভগং মন্যতাং চ ধ্বনয়তি। অনুরাগং প্রীতিবিশেষং প্রথয়তি শংসতি। অয়মন্যস্মিন্নন্যধর্মাধানলক্ষণঃ সমাধির্নাম গুণঃ। তত্ত্বং ন তিরস্কৃতবাচ্যস্য ধ্বনের্বিষয়ঃ। যথা — 'বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্' ইতি। উক্তং চ ধ্বনিকৃতা — 'নিরূঢ়া বিষয়েঽন্যত্র শব্দাঃ স্ববিষয়াদপি। লাবণ্যাদ্যাঃ প্রযুক্তাস্তে ন প্লবন্তি পদং ধ্বনেঃ ॥' ইতি। রতেরেব ষষ্ঠ্যবস্থানুরাগঃ। উক্তং চ সুধাকরে — অঙ্কুরপল্লবকলিকাপ্রসূনফলভোগভাগিয়ং ক্রমশঃ। প্রেমা মানঃ প্রণয়ঃ স্নেহো রাগোঽনুরাগ ইত্যুক্তঃ ॥' ইতি। অনুরাগলক্ষণং তত্রৈব — 'রাগ এব স্বসংবেদ্যদশাপ্রাপ্ত্যা প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদনুরাগ ইতীরিতঃ ॥' ইতি। ভোগস্যোত্তরদক্ষিণভাবিত্বাদপি স জাত ইবেতি মত্বৈতাদৃশ্যুক্তিঃ। জাতিরলংকারোঽনুপ্রাসশ্চ। রোমাঞ্চিতকপোলান্যথানুপপত্ত্যানুরাগপ্রথনাদর্থাপত্ত্যলঙ্কারঃ। কেচিদনুমানালঙ্কারমাহুঃ। সাধকবাধকপ্রমাণাভাবাদন্যে সন্দেহসঙ্করমাহুঃ। ভ্রূলতমিত্যুপমা চ। উন্নমিতস্য সাধকত্বাৎ। ভ্রূলক্ষণং যথা — উশ্বি (ৎসি) য়াসংগ (?) তান্যর্থাক্রমেণ সহ বান্যথা। স্ত্রীণাং কোপে বিতর্কে চ দর্শনে শ্রবণে নিজে ॥ ভ্রূলীলাহেলয়োশ্চৈব কার্যোৎক্ষিপ্তা বিচক্ষণৈঃ' ইতি সংগীতরত্নাকরে।

সুষমা—[১] বিস্মৃতনিমেষেণ — বিস্মৃতঃ নিমেষঃ যেন (বহুব্রী) তেন। [২] উন্নমিতৈকভ্রূলতম্ — ভ্রূঃ লতা ইব = ভ্রূলতা (উপমিত কর্মধা) ; উন্নমিতা একা ভ্রূলতা যস্মিন্ তৎ (ত্রিপদ বহুব্রীহি)। [৩] রচয়ন্ত্যাঃ — রচ্ + শতৃ + ঙীপ্, ষষ্ঠীর একবচন। [৪] কণ্টকিতেন — কণ্টকাঃ সঞ্জাতাঃ ইতি কণ্টক + ইতচ্ ; তেন। [৫] রোমাঞ্চিত কপোলের দ্বারা শকুন্তলার অনুরাগের অনুমান হচ্ছে। তাই অনুমানালংকার। তাছাড়া অর্থাপত্তি ; উপমা। শকুন্তলার স্বাভাবিক বর্ণনায় স্বভাবোক্তি। [৬] আর্যা ছন্দ।

[৩.১০]

শকুন্তলা — হলা, চিন্তিদং মএ গীদবত্থু। ণ কখু সন্নিহিদাণি উণ লেহণসাহণানি। (হলা, চিন্তিতং ময়া গীতবস্তু। ন খলু সন্নিহিতানি পুনঃ লেখনসাধনানি।)

প্রিয়ংবদা — ইমস্সিং সুওদরসুউমারে ণলিণীপত্তে ণহেহিং ণিক্খিত্তবণ্ণং করেহি। (এতস্মিন্ শুকোদরসুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু।)

শকুন্তলা — (যথোক্তং রূপয়িত্বা) হলা, সণুহ দাণিং সংগদত্থং ণ বেতি। (হলা, শৃণুতম্ ইদানীং সঙ্গতার্থং ন বেতি।)

উভে — অবহিদ ম্হ। (অবহিতে স্বঃ।)

শকুন্তলা — (বাচয়তি)

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ কামো দিবাবি রত্তিম্মি।
ণিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমনোরদাইং অঙ্গাইং ॥ ১৩ ॥
(তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি।
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়ঃ ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি ॥)

বিসন্ধি—দিবা + অপি। রাত্রৌ + অপি।

অন্বয়—(হে) নির্ঘৃণ, তব হৃদয়ং ন জানে, মম পুনঃ ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি কামঃ দিবা অপি রাত্রৌ অপি বলীয়ঃ তপতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — হলা, চিন্তিতং ময়া গীতবস্তু (সখি, গীতিকবিতার বিষয় স্থির করেছি)। ন খলু সন্নিহিতানি পুনঃ লেখনসাধনানি (কিন্তু লেখার উপরকরণতো এখানে কিছু নেই)। প্রিয়ংবদা — এতস্মিন্ শুকোদরসুকুমারে নলিনীপত্রে (শুকপাখীর পেটের মত কোমল পদ্মপাতায়) নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু (নখ দিয়ে অক্ষরগুলো বসিয়ে দাও)। শকুন্তলা — [যথোক্তং রূপয়িত্বা — সেইরকম করে] হলা, শৃণুতম্ ইদানীং (সখি, তোমরা এবার শোন'তো) সঙ্গতার্থং ন বেতি (যা বলতে চাইছি তা বোঝান গেল কিনা)। উভে (দুইজনে) — অবহিতে স্বঃ (শুনছি)। শকুন্তলা — [বাচয়তি — পড়তে লাগলেন] (হে) নির্ঘৃণ (হে নির্দয়), তব হৃদয়ং ন জানে (তোমার মনের কথা জানি না), মম পুনঃ (আমার কিন্তু) ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি (তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক আমার এই দেহকে) কামঃ (কামদেব) দিবা অপি রাত্রৌ অপি (দিবারাত্রি) বলীয়ঃ তপতি (নিষ্ঠুরভাবে সন্তপ্ত করছে)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা - সখি, গানের (কবিতার) বিষয় স্থির করেছি। কিন্তু লেখার উপকরণতো এখানে কিছু নেই।

প্রিয়ংবদা — (শোন') শুকপাখীর পেটের মত কোমল এই পদ্মপাতায় নখ দিয়ে অক্ষরগুলো বসিয়ে দাও।

শকুন্তলা — (সেইরকম ক'রে) সখি, তোমরা এবার শোনতো, আমি যা বলতে চাইছি তা ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা?

দুই সখী — (বল') শুনছি।

শকুন্তলা — (পড়তে লাগলেন) —

ওগো নিঠুর, তোমার মনের কথা আমি জানি না। আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক এই দেহকে কামদেব দিবারাত্রি ভীষণভাবে সন্তপ্ত করছে।

রাঘবভট্ট—চিন্তিতং ময়া গীতবস্তু। ন খলু সন্নিহিতানি পুনর্লেখনসাধনানি। এতস্মিঞ্ছুকো-দরসুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈর্নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু। শৃণুতমিদানীং সংগতার্থং ন বেতি। অবহিতে

স্বঃ। তুজ্ঝেতি। তব ন জানে হৃদয়ম্। মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি নির্ঘৃণ নিষ্কৃপ, তাপয়ত্যধিকম্। ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানীতি হেতুত্বেন যোজ্যম্। অঙ্গানীতি বহুবচনেন মার্দবাতিশয়ো ধ্বন্যতে। তব হৃদয়মিতি বিশেষোপাদানাৎ স্বস্যোৎকণ্ঠাতিশয়স্তস্য তদভাবো ধ্বন্যতে। অথ চ রক্তং তাপয়তি তদা ন জানে কিময়ং যদ্যপ্যেতাদৃশতাপেঽপি ন দ্রবতি। এতদনুসংধায়ৈব নিষ্কৃপেতি সংবুদ্ধিঃ। সা চেৎ স্যাদ্ দ্রুতমেব স্যাত্তৎস্বভাবত্বাত্তস্যা ইতি দুঃখাৎ পুরুষোক্তিঃ। অর্থাপত্ত্যলংকারঃ। অথ চ 'হৃদয়ং মানসোরসোঃ' ইতি বিশ্বঃ। তেন তব হৃদয়ং গোপুরকপাটায়মানং রিপুদনুজনিবহশরশতৈরপ্যভেদ্যমেবংভূতমহং ন জানে, অপি তু জানে। আপ্তজনবচনাৎ। অতএব মেঽঙ্গানি সর্বাণি দিবাপি রাত্রাবপি তাপয়তি কামঃ। তব তু বক্ষোমাত্রমপি ন তাপয়িতুং শক্তঃ। যদি তাপয়েত্তদা নির্ঘৃণ নির্জুগুপ্স, নিদাঘসময়শীতলতরমৎকুচপরিরম্ভণায়াগচ্ছেঃ। 'ঘৃণা জুগুপ্সাকৃপয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। তাদৃশং তব বক্ষ আলিঙ্গিতুমিচ্ছামীত্যভিলাষোক্তিঃ। অনুমানালংকারঃ। অয়ং মল্লক্ষণো জনস্তব হৃদ্বৃদয়রূপঃ রূপকম্। কামঃ পুনর্মমাঙ্গানি যত্তাপয়তি তন্ন জান ইতি প্রশ্নকাকুঃ। বৃথৈব তাপয়তীত্যর্থঃ। তে দ্রষ্টুমপ্যশক্যেতি ভাবঃ। সমাসোক্তিঃ। ত্বং ত্বেতাদৃশো নিষ্কৃপো মদ্বৃদয়রূপামপি মাং ন পরিত্রায়সে। অথ চায়ং জনস্তব হৃৎকামঃ পুনর্মমাঙ্গানি যত্তাপয়তি তদহং ন জানে, অপি তু জানে। ত্বৎকান্তিজিত ইত্যর্থঃ। তেন তব হৃদয়ং কঠোরত্বাত্তাপয়িতুং শক্তো ন। অতস্তদ্রূপায়া মমাঙ্গানি তাপয়তীতি ভাব ইতি চাটূক্তিঃ। প্রত্যনীকালংকারঃ। 'প্রতিপক্ষপ্রতিকারাশক্তৌ তদীয়তিরস্কারঃ প্রত্যনীকম্' ইতি তল্লক্ষণাৎ। ত্বং ত্বেদাদৃশো নির্ঘৃণো যত্ত্বদর্থে পীড্যমানামপি মাং ন রক্ষসীতি। অথ চ ত্বয়ি বিষয়ে বৃত্তা জাতা মনোরথা যেষাং তানি। আলিঙ্গনং ভুজয়োর্মনোরথঃ, ত্বৎকান্তিঝরপ্রবাহপানং তু চক্ষুষোঃ, ত্বদ্বচনামৃতসরসীনিমজ্জনং চ শ্রবণয়োঃ, ত্বন্মুখসরোজশ্বাসাঘ্রাণং নসোঃ, শশাঙ্ককোমলত্বাদঙ্কারোহণং নিতম্বস্য, ত্বৎকরতলমেলনং কুচয়োরিত্যাদি। এবং-ভূতমনোরথানি মমাঙ্গানি কামোঽধিকং তাপয়তি। ত্বং ত্বেবং নিষ্কৃপো যৎ স্বভক্তান্যেবং পরেণ তাপ্যমানান্যপি সহসে তত্তব হৃদয়ং ন জানে ক্ষত্রহৃদয়মিতি ন জানে। পরৈঃ পীড্যমানং ক্ষত্রিয়ং পরিত্রায়তে, স্বভক্তং তু সুতরামিত্যুপালম্ভঃ। কামো মমাঙ্গান্যত্যর্থমধিকং তাপয়তি তব পুনর্হৃদয়মত্যর্থং ন তাপয়তীত্যহং জানে। যতস্ত্বং দিবসে নিষ্কৃপো লোকাদিভয়াৎ। এবং রাত্রাবপি নিষ্কৃপোঽসি যদভিসরণং নাকার্ষীরিতি চোপালম্ভঃ। অথ চ ত্বং তু কেনাভিপ্রায়েণ ব্যবহরসীতি তব হৃদয়ং লক্ষণয়া হৃদয়াভিপ্রায়ং ন জানে। কামঃ পুনর্মম মৎসংবন্ধী সুহৃদিতি ভাবঃ। যত্ত্বয়ি বৃত্তমনোরথান্যঙ্গানি তাপয়তি কিমিতি তস্মিন্নীদৃশে শঠেঽনুরক্তাসীতি তাপং দুঃখং দত্ত্বা শিক্ষয়তীতি বোপালম্ভঃ। এবমকৃতার্থরতিং প্রত্যেতাদৃশোপালম্ভাদানাদুন্মাদা-বস্থাপ্যুক্তা। অথ চ নিশ্চয়েন কৃপা যস্য তস্য সংবোধনম্। হে কৃপালো, যত্ত্বমঙ্গুলীয়কং দত্ত্বা সখ্যাঃ সকাশান্মাং মোচিতবানসি তস্য তব হৃদয়মহং ন জানে। অপিতু জানেঽত্যন্তং দয়াশীলমিতি। 'নির্নিশ্চয়নিষেধয়োঃ' ইত্যমরঃ। মম পুনর্মদীয়ং হৃদয়ং ন জানে। তত্তু ত্বয়ি বর্ততে। তদভাবাদ্বৃদয়শূন্যাহং বর্ত ইতি ভাবঃ। কেবলং তদেব ত্বয়ি গতমিতি ন। অপি

ত্বঙ্গান্যপি ত্বয়ি জাতমনোরথানি। কেবলমঙ্গান্যেবেতি ন। অপি তু কামোঽভিলাষোঽপি ত্বয়ি বিষয়ে দিনে রাত্রাবধিকং তপতি বর্ধতে লক্ষণয়া। 'কামঃ স্মরেঽভিলাষে চ' ইতি বিশ্বঃ। ইত্যনুনয়োক্তিঃ। তেন মদীয়ং বাহ্যমাভ্যন্তরং ন কিঞ্চিদপি মৎসম্বন্ধমিতি শীঘ্রমাগচ্ছেতি ভাবঃ। শ্লেষানুপ্রাসৌ। ক্বচিৎ 'রক্তিং পি' ইতি পাঠঃ। তদা রাত্রিমপীত্যর্থঃ। 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' ইতি দ্বিতীয়া। 'ণিক্কিব' ইত্যনেন বজ্রাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্ — 'বিরূক্ষবচনং যত্তু বজ্রমিত্যভিধীয়তে' ইতি ভরতোক্তেঃ। লেখনামকং সংধ্যঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বিবক্ষিতার্থকলিতা পত্রিকা লেখ উচ্যতে' ইতি।

সুষমা—[১] ণিগ্‌ঘিণ (নির্ঘৃণ) নির্দয়। 'ঘৃণা' কথার এক অর্থ দয়া। 'ঘৃণা জুগুপ্সা-কৃপয়োঃ' — বিশ্ব। [২] অনুমান অলঙ্কার। তাছাড়া অর্থাপত্তি ('নির্ঘৃণ' শব্দে) এবং শ্লেষ ('কাম' শব্দে)। [৩] উদ্‌গাথা ছন্দ।

অধ্যাপনা—'তুজ্ঝ ণ — ' ইত্যাদি শ্লোকে অনেক রকমের ব্যঞ্জনা হতে পারে। 'অর্থদ্যোতনিকা'য় তা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শকুন্তলার প্রেমপত্রিকা প্রণয়নের উপকরণ শুকোদর কোমল পদ্মপত্র ; যাতে নখের আঁচড়ে ফুটে উঠছে মনের কথা। তুঃ "নখতঁ লিখলি নলিনিদলপাত। লীখি পাঠাওল আখর সাত ॥" বিদ্যাপতি। যেমনি সরল উপকরণ — তেমনি অকপট স্বীকারোক্তি। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। / প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥' — জ্ঞানদাস।

[৩.১১]

রাজা — (সহসোপসৃত্য)

> তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
> গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধি—সহসা + উপসৃত্য। মদনঃ + ত্বাম্ + অনিশম্। পুনঃ + দহতি + এব।

অন্বয়—(হে) তনুগাত্রি, মদনঃ ত্বাং তপতি, মাং পুনঃ অনিশং দহতি এব। তথাহি দিবসঃ শশাঙ্কং গ্লপয়তি কুমুদ্বতীং ন তথা।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [সহসা উপসৃত্য — সহসা বেরিয়ে কাছে এসে] (হে) তনুগাত্রি (কৃশাঙ্গি), মদনঃ ত্বাং তপতি (কামদেব তোমায় সন্তপ্ত করছে মাত্র) মাং পুনঃ (আমাকে কিন্তু) অনিশং দহতি এব (নিরন্তর দগ্ধ করছে)। তথাহি (দেখ' না) দিবসঃ শশাঙ্কং গ্লপয়তি (দিনের আবির্ভাব চন্দ্রকে যেমন মলিন করে) কুমুদ্বতীং ন তথা (কুমুদিনীকে ততটা করে না)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (সহসা বেরিয়ে কাছে এসে)

ওগো কৃশাঙ্গি, কামদেব তোমায় সন্তপ্ত করছে মাত্র। আমাকে কিন্তু সে নিরন্তর দগ্ধ করছে। দেখ'না, দিনের আবির্ভাব চন্দ্রকে যতটা মলিন করে, কুমুদিনীকে ততটা নয়।

রাঘবভট্ট—তনূনি কৃশানি গাত্রাণি যস্যাস্তস্যাঃ সংবোধনম্। মদনস্ত্বাং তপতি। তত্রার্থো হেতুঃ সংবোধনপদার্থঃ। কৃশগাত্রত্বং স্ত্রীত্বং চেতি কাব্যলিঙ্গম্। তনুগাত্রীতি পুনরুক্তবদাভাসশ্চ। মাং পুনঃ পুরুষং কঠিনশরীরমনিশং সর্বদা, অথ চ নিশাব্যতিরিক্তসময়েঽপি দহত্যেব। কিমপিনাবশেষ্যার্থঃ ক্রমেণ হেতুত্বেন যোজ্যঃ। দৃষ্টান্তোঽনুপ্রাসশ্চ। মদয়তীতি মদনো হর্ষদঃ স কথং তপতি দহতীতি বিরোধাভাসশ্চ।

সুষমা—[১] তনুগাত্রি — তনূনি গাত্রাণি যস্যাঃ সা (বহুব্রী), সম্বোধনে। 'অঙ্গগাত্রকণ্ঠেভ্যশ্চ' সূত্রে বিকল্পে ঙীষ্। বিকল্পে তনুগাত্রা। [২] গ্লপয়তি — গ্লৈ + ণিচ্ + লট্, প্রথমপুরুষ একবচন। [৩] কুমুদ্বতীম্ — 'কুমুদনড়বেতসেভ্যো ড্মতুপ্'। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্, তাম্। [৪] শ্লোকে দুই বাক্যের মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্বভাব থাকায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। তনুতার কারণ উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ। 'মদন' কথার অর্থ যে আনন্দ দেয়। এখানে তার বিপরীত ধর্মের উল্লেখে বিরোধাভাস। চন্দ্রমা এবং কুমুদিনীতে নায়ক নায়িকার ব্যবহার আরোপে সমাসোক্তি। 'তনু' কথার এক অর্থ দেহ। পুনরায় 'গাত্র' শব্দের পুনরুক্তবদাভাস। এখানে তনু = কৃশ। 'তনুঃ কায়ে কৃশেঽল্পে'। অনুপ্রাস। [৫] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—দিবসের তাপে কুমুদিনী ম্লান হয় সত্য ; কিন্তু চন্দ্রের তখন অস্তিত্বই প্রায় লোপ পায়। মদন শকুন্তলাকে 'তপতি' আর দুষ্যন্তকে 'দহতি' — দুয়ের মাত্রা পরিবর্তন লক্ষণীয়। দুষ্যন্ত — চন্দ্র। শকুন্তলা — কুমুদিনী। কুমুদিনী বিকশিত হয় চন্দ্রালোকে। শকুন্তলার অনুরাগের কলিকা প্রস্ফুটিত হয়েছে দুষ্যন্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে। অপরূপ তুলনা!

[৩.১২]

সখ্যৌ — (সহর্ষম্) সাঅদং অবিলম্বিণো মণোরহস্স। (স্বাগতম্ অবিলম্বিনো মনোরথস্য।)

(শকুন্তলা অভ্যুত্থাতুমিচ্ছতি)

রাজা — অলমলমায়াসেন।

সংদষ্টকুসুমশয়নান্যাশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি।
গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি ॥ ১৫ ॥

বিসন্ধি—অভ্যুত্থাতুম্ + ইচ্ছতি। অলম্ + অলম্ + আয়াসেন। ... শয়নানি + আশুক্লান্ত ...। গাত্রাণি + উপচারম্ + অর্হন্তি।

অন্বয়—সংদষ্টকুসুমশয়নানি আশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি গুরুপরিতাপানি তে গাত্রাণি ন উপচারম্ অর্হন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সখ্যৌ (দুই সখী) — [সহর্ষম্ — সানন্দে] অবিলম্বিনঃ মনোরথস্য (অবিলম্বেই উপস্থিত আমাদের মনোবাসনার প্রতিমূর্তি আপনাকে) স্বাগতম্ (অভ্যর্থনা জানাই)। [শকুন্তলা অভ্যুত্থাতুম ইচ্ছতি — শকুন্তলা উঠে বসতে চেষ্টা করলেন] রাজা —

অলম্ অলম্ আয়াসেন (তোমার কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই)। সংদষ্টকুসুমশয়নানি (তোমার শরীরের তাপে পুষ্পশয্যা ম্লান হয়েছে), আশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি (পদ্মের ডাঁটাগুলি শয্যায় দেওয়ামাত্র তোমার দেহের তাপে শুকিয়ে গেছে এবং সেগুলো নিষ্পেষিত হওয়ায় সুগন্ধ ছড়াচ্ছে) ; গুরুপরিতাপানি তে অঙ্গানি (এইরকম গুরুতর অসুস্থ তোমার শরীর নিয়ে) ন উপচারম্ অর্হন্তি (সৌজন্য রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই)।

বঙ্গানুবাদ—দুই সখী — (সানন্দে) অবিলম্বেই উপস্থিত আমাদের মনোবাসনার প্রতিমূর্তি আপনাকে অভ্যর্থনা জানাই।

(শকুন্তলা উঠে বসার চেষ্টা ক'রলেন)

রাজা — তোমার কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই।

তোমার শরীরের তাপে পুষ্পশয্যা ম্লান হয়েছে ; পদ্মের ডাঁটাগুলি শয্যায় দেওয়ামাত্র শুকিয়ে গেছে এবং সেগুলো নিষ্পেষিত হওয়ায় তা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। এরকম গুরুতর অসুস্থ তোমার শরীর নিয়ে সৌজন্য রক্ষার কোনই দরকার নেই।

রাঘবভট্ট—স্বাগতমবিলম্বিনো মনোরথস্যেতি নৃপত্বলক্ষণবিষয়নিগরণাদতিশয়োক্তিঃ। অলমলমিতি দ্বিরুক্তিরাদরাতিশয়ং ধ্বনয়তি। সংদষ্টেতি। যতো গুরুর্মহান্ পরিতঃ সর্বতস্তাপঃ সংতাপো যেষু তানি। অতো বিশেষণদ্বয়বিশিষ্টানি তে তব গাত্রাণ্যবয়বা উপচারং তত্তদ্যোগ্যব্যবহারকরণং নার্হন্তি। 'গাত্রমঙ্গে কলেবরে' ইতি বিশ্বঃ। দষ্টং লগ্নম্। কেবলং লগ্নং ন অপি তু সম্যগ্ দষ্টম্। কেবলং কুসুমং ন, অপিতু কুসুমশয়নীয়ং যেষু তানি। গাত্রাণামুত্থানে কর্তব্যে কুসুমশয্যাপ্যঙ্গলগ্নোত্তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। আশু শীঘ্রং ক্লান্তো বিসভঙ্গস্তদ্বত্তেন বা সুরভীণি চারূণি। শীঘ্রত্বং চ ভঙ্গাপেক্ষয়া। তেন তাৎকালিক-ক্লান্তত্বমুক্তম্। কাব্যলিঙ্গপরিকরানুপ্রাসাঃ। পক্ষ উপমা চ। ভঙ্গঃ ক্রিয়া, তস্যাঃ কথং ক্লান্তত্বমিতি নাশঙ্কনীয়ম্। ক্রিয়য়া তদ্বান্ পদার্থো লক্ষ্যতে। শৈত্যে শৈত্যাধিক্যপ্রয়োজনমুন্নেয়ম্।

সুষমা—[১] মণোরহস্স (মনোরথস্য) — মনোরথপ্রতিমস্য অর্থ। [২] সংদষ্টকুসুমশয়নানি — সম্ — দনশ্ + ক্ত, কর্তরি = সংদষ্ট। সম্ — দন্শ ধাতুর সাধারণ অর্থ কামড়ানো। সকর্মক। এখানে পিষ্ট বা বিমর্দিত অর্থে ব্যবহার। অর্থান্তর ঘটায় অকর্মক হিসাবে প্রয়োগ হয়েছে। 'ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তে ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ। প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া ॥' শী + ল্যুট্, অধিকরণে = শয়নম্। কুসুমরচিতং শয়নম্ কুসুমশয়নম্ (মধ্যপদলোপী / উত্তরপদলোপী কর্মধা), সংদষ্টং কুসুমশয়নং যেষু (বহুব্রী) তানি। [৩] আশুক্লান্ত-বিসভঙ্গসুরভীণি — আশু ক্লান্তঃ আশুক্লান্তঃ (কর্মধা) ; বিসানাং ভঙ্গঃ বিসভঙ্গঃ (ষষ্ঠী তৎ), আশুক্লান্তঃ বিসভঙ্গঃ (কর্মধা) তেন সুরভি (তৃতীয়া তৎ), তানি। পাঠান্তর — 'আশুবিমর্দিতমৃণালবলয়ানি'। [৪] গুরুপরিতাপানি — গুরুঃ পরিতাপঃ যেষু তানি (বহুব্রী)। [৫] উপচারম্ — উপ্ — চর্ + ঘঞ্ করণে। উপচার ষোড়শ প্রকার। 'আসনং স্বাগতং

পাদ্যমর্ঘ্যাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ ॥ গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা। প্রযোজয়েদর্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শঃ ॥' [৬] শ্লোকের পূর্বার্দ্ধ উত্তরার্দ্ধের প্রতি কারণ। তাই কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া সাভিপ্রায় বিশেষণের প্রয়োগের কারণে পরিকর অলঙ্কার। অনুপ্রাস। [৭] আর্যা ছন্দ।

[৩.১৩]

অনসূয়া — ইদো সিলাতলেক্কদেসং অলংকরেদু বঅস্সো। (ইতঃ শিলাতলৈকদেশম্ অলঙ্করোতু বয়স্যঃ।)

(রাজা উপবিশতি। শকুন্তলা সলজ্জা তিষ্ঠতি।)

প্রিয়ংবদা — দুবেণং ণু বো অণ্ণোণ্ণাণুরাও পচ্চক্খো। সহীসিণেহো মং পুণরুত্তবাদিণিং করেদি। (দ্বয়োঃ ননু যুবয়োঃ অন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ। সখীস্নেহঃ মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি।)

রাজা — ভদ্রে, নৈতৎ পরিহার্যম্। বিবক্ষিতং হ্যনুক্তমনুতাপং জনয়তি।

প্রিয়ংবদা — আবণ্ণস্স বিসঅণিবাসিণো জনস্স অত্তিহরেণ রণ্ণা হোদব্বং ত্তি এসো বো ধম্মো। (আপন্নস্য বিষয়নিবাসিনঃ জনস্য আর্তিহরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যম্ ইতি এষ বঃ ধর্মঃ।)

রাজা — নাস্মাৎ পরম্।

প্রিয়ংবদা — তেণ হি ইঅং ণো পিঅসহী তুমং উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং ভঅবদা মঅণেণ আরোবিদা। তা অরুহসি অব্ভুববত্তীএ জীবিদং সে অবলম্বিদুং। (তেন হি ইয়ম্ নঃ প্রিয়সখী ত্বাম্ উদ্দিশ্য ইদম্ অবস্থান্তরং ভগবতা মদনেন আরোপিতা। তৎ অর্হসি অভ্যুপপত্ত্যা জীবিতং তস্যাঃ অবলম্বিতুম্।)

রাজা — ভদ্রে, সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ। সর্বথানুগৃহীতোঽস্মি।

শকুন্তলা — (প্রিয়ংবদামবলোক্য) হলা, কিং অন্তেউরবিরহপজ্জুস্সুঅস্স রাএসিণো উবরোহেণ। (হলা, কিম্ অন্তঃপুরবিরহপর্য্যুৎসুকস্য রাজর্ষেঃ উপরোধেন।)

রাজা —

ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা
হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম।
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে
মদনবাণহতোঽস্মি হতঃ পুনঃ ॥ ১৬ ॥

বিসন্ধি—হি + অনুক্তম্ + অনুতাপম্। ন + অস্মাৎ। সাধারণঃ + অয়ম্। সর্বথা + অনুগৃহীতঃ

+ অস্মি। প্রিয়ংবদাম্ + অবলোক্য। ইদম্ + অনন্যপরায়ণম্ + অন্যথা। মদনবাণহতঃ + অস্মি।

অন্বয়—মদিরেক্ষণে, হৃদয়সন্নিহিতে, ইদম্ অনন্যপরায়ণং মম হৃদয়ম্ অন্যথা যদি সমর্থয়সে (তদা) মদনবাণহতঃ পুনঃ হতঃ অস্মি।

বাংলা প্রতিশব্দ—অনসূয়া — ইতঃ শিলাতলৈকদেশম্ অলঙ্করোতু বয়স্যঃ (বয়স্য! তাহলে আমাদের পাথরের বেদীতেই একপাশে বসে তা অলঙ্কৃত করুন)। [রাজা উপবিশতি — রাজা বসলেন। শকুন্তলা সলজ্জা তিষ্ঠতি — শকুন্তলা সলজ্জভাবে বসে রইলেন! প্রিয়ংবদা — ননু যুবয়োঃ দ্বয়োঃ (তা আপনাদের দুজনের) অন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ (পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রত্যক্ষ)। (তথাপি) সখীস্নেহঃ মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি (তবুও সখীর প্রতি ভালোবাসার কারণে কিছু বলছি — যা হয়তো পুনরুক্তির মত শোনাবে)। রাজা — ভদ্রে (ভদ্রে)! নৈতৎ পরিহার্যম্ (গোপন করবেন না)। বিবক্ষিতং অনুক্তং (যা বলার ইচ্ছা তা বলা না হলে) অনুতাপং জনয়তি হি (পরে তার জন্য অনুতাপ করতে হয়)। প্রিয়ংবদা — বিষয়নিবাসিনঃ আপন্নস্য জনস্য (নিজের রাজ্যের বিপন্ন লোকের) আর্ত্তিহরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যম্ (দুঃখকষ্ট দূর করা রাজার উচিত) ইতি এষ বঃ ধর্মঃ (এবং এটা আপনাদের ধর্ম)। রাজা — ন অস্মাৎ পরম্ (এর চেয়ে বড় আমাদের আর কোন ধর্ম নেই)। প্রিয়ংবদা — তেন হি (তাহলে জানাই) ইয়ং নঃ প্রিয়সখী (আমাদের এই প্রিয়সখী) ত্বাম্ উদ্দিশ্য (আপনার জন্য) ভগবতা মদনেন (ভগবান মদনের অত্যাচারে) ইদম্ অবস্থান্তরম্ আরোপিতা (এই দশায় এসে পৌঁছেছেন)। তৎ (সুতরাং) তস্যাঃ জীবিতং (এর জীবন) অভ্যুপপত্ত্যা অবলম্বিতুম্ অর্হসি (অনুগ্রহ ক'রে আপনি বাঁচান)। রাজা — ভদ্রে, অয়ং প্রণয়ঃ সাধারণঃ (ভদ্রে, ভালোবাসার কারণে আমাদের দুজনেরই সমান অবস্থা, সুতরাং আমার অনুরোধ আপনাদের সখীও যেন আমাকে বাঁচান)। সর্বথা অনুগৃহীতঃ অস্মি (আপনার অনুরোধে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত বোধ করছি)। শকুন্তলা — [প্রিয়ংবদাম্ অবলোক্য — প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে] হলা, অন্তঃপুরবিরহপর্যুৎসুকস্য রাজর্ষেঃ (সখি, অন্তঃপুরের রমণীদের বিরহে আকুল রাজাকে) উপরোধেন কিম্ (আট্‌কে কি লাভ)? রাজা — মদিরেক্ষণে (ওগো চঞ্চলনয়না), হৃদয়সন্নিহিতে (আমার হৃদয়ে তুমি সর্বদাই আছ) ; ইদম্ অনন্যপরায়ণং মম হৃদয়ং (আমার যে হৃদয় তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না, তাকে) যদি অন্যথা সমর্থয়সে (যদি অন্য ধারণা কর) (তদা) মদনবাণহতঃ পুনঃ হতঃ অস্মি (তবে মদনের বাণে তো একবার মরেছি, এবার এই সন্দেহে আবার মরলাম)।

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া — বয়স্য, তাহলে এই পাথরের বেদির একপাশে বসে তা অলঙ্কৃত করুন।

(রাজা বসলেন। শকুন্তলা সলজ্জভাবে বসে রইলেন।)

প্রিয়ংবদা — তা আপনাদের দুজনের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রত্যক্ষ। তবুও সখীর

প্রতি ভালোবাসার জন্য কিছু বলছি — যা হয়তো পুনরুক্তির মত শোনাবে।

রাজা — ভদ্রে, কিছু গোপন করবেন না। যা বলার ইচ্ছা তা বলা না হলে, পরে তার জন্য অনুতাপ হতে পারে।

প্রিয়ংবদা — নিজের রাজ্যের বিপন্নলোকের দুঃখকষ্ট দূর করা রাজার একটি কর্ত্তব্য এবং তা আপনার ধর্মও বটে।

রাজা — এর চেয়ে বড় আমাদের আর কোন ধর্ম নেই।

প্রিয়ংবদা — তাহলে জানাই — আমাদের এই প্রিয়সখী আপনার জন্য ভগবান কামদেবের অত্যাচারে এই দশায় এসে পৌঁছেছেন। সুতরাং এর জীবন আপনি অনুগ্রহ করে বাঁচান।

রাজা — ভদ্রে, (ভালবাসার কারণে আমদের দুয়েরই সমান অবস্থা) সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনাদের সখীও যেন আমায় বাঁচান। আপনার অনুরোধে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত বোধ করছি।

শকুন্তলা — (প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে) সখী, অন্তঃপুরের রমণীদের বিরহে আকুল রাজাকে আটকে কি লাভ?

রাজা — ওগো চঞ্চলনয়না, আমার হৃদয়ে তুমি সর্বদাই আছ'। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না আমার এমন হৃদয়কে যদি অন্য কিছু ভাব' তবে মদনের বাণে একেবারতো মরেছিই — এবার (এই সন্দেহে) আবার মরলাম।

রাঘবভট্ট—ইতঃ শিলাতলৈকদেশমলংকরোতু বয়স্যঃ। দ্বয়োর্নন্নু যুবয়োরন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ। সখীস্নেহো মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি। আপন্নস্যাপৎপ্রাপ্তস্য বিষয়নিবাসিনো দেশনিবাসিনো জনস্যার্তিহরেণ পীড়াহরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যমিত্যেষ যুষ্মাকং ধর্মঃ। 'আপন্ন আপৎপ্রাপ্তঃ স্যাৎ'। 'দেশবিষয়ৌ তূপবর্তনম্।' 'আর্তিঃ পীড়াধনুঃকোট্যোঃ' ইতি চামরঃ। তেন হি ইয়ং নোঽস্মাকং প্রিয়সখী ত্বামুদ্দিশ্যেদমবস্থান্তরং ভগবতা মদনেনারোপিতা। তদর্হস্যভ্যুপপত্ত্যানুগ্রহেণ জীবিতং তস্যা অবলম্বিতুম্। 'অথাভ্যুপপত্তিরনুগ্রহঃ' ইতি শাশ্বতঃ। সাধারণ আবয়োঃ সমানঃ প্রণয়ো যাজ্ঞা। যথা ভবতীভিরেতদর্থমহমভ্যর্থ্যত এবং ময়াপ্যেতদনুগ্রহার্থে ভবত্যৌ প্রার্থনীয়ে ইত্যর্থঃ। 'প্রণয়ঃ প্রেম্নি বিস্রম্ভে যাজ্ঞাপ্রত্যয়য়োরপি' ইতি বিশ্বঃ। অন্তঃপুরবিরহপর্যুৎসুকস্য রাজর্ষেরুপরোধেন কিম্। অনেনাত্মনোঽতিশয়িতং সৌভাগ্যং ধ্বনিতম্। ইদমিতি। ইদং জন্মপ্রভৃতি যেন সহ স্থিতং তমপি পরিত্যজ্য দর্শনাৎ প্রভৃতি ত্বয্যনুরক্তমনন্যনিষ্ঠম্। কেবলং ত্বন্নিষ্ঠমিত্যর্থঃ। অত্র ত্বন্নিষ্ঠমিতি বক্তব্যে যন্নিষেধমুখেনোক্তিঃ সান্যত্র নিষেধং বোধয়ন্তী শব্দশক্ত্যাত্র ব্যঞ্জনয়া বিধিত্বেন পর্যবস্যতি। তেন মামপি পরিত্যজ্য ত্বয়ি স্থিতমিতি ধ্বন্যতে। মম ত্বদ্ধ্যানৈকচিত্তস্য হৃদয়ং হে হৃদয়সন্নিহিতে ময়া সর্বদা ধ্যাতে, ইতি সাভিপ্রায়ম্। যো যৎসন্নিহিতঃ স তস্য তত্ত্বং জানাতি, ত্বং চ তস্য সন্নিহিতা, সা চেত্ত্বন্যথান্যনিষ্ঠং যদি সমর্থয়সে কল্পয়সি তদা মদিরাদৃষ্টিস্তস্যা

ঈক্ষণমিবেক্ষণমবলোকনং যস্যাস্তৎসংবুদ্ধিঃ। 'সপ্তম্যুপমানপূর্বোত্তরপদস্য' ইতি সমাসঃ। মদিরাদৃষ্টিলক্ষণমাদিভরতে — "আঘূর্ণমানমধ্যায়া ক্ষামা চাঞ্চিততারকা। দৃষ্টির্বিকসিতাপাঙ্গা মদিরা তরুণে মদে ॥" ইতি। মদনস্য কামস্য বাণৈর্হতো বিদ্ধোঽপি পুনরত্যন্তং হতোঽস্মি। বিরুদ্ধমনঃপ্রবৃত্তির্জাতোঽস্মীত্যর্থঃ। মন্মানসং তন্নিষ্ঠং তদপি চেত্ত্বমন্যথা শঙ্কসে তর্হি তস্য বিষয়ান্তরাভাবাৎ প্রবৃত্তিনিরোধো জাত এবেতি ভাবঃ। 'মনোহতঃ প্রতিহতঃ প্রতিবদ্ধো হতশ্চ সঃ' ইত্যমরঃ। উপমা। হৃদয় হৃদয়েতি হতো হত ইতি লাটানুপ্রাসঃ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্। অনেন সামেতি সন্ধ্যন্তরাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'তত্র সাম প্রিয়ং বাক্যং স্বানুবৃত্তিপ্রকাশকম্' ইতি।

সুষমা—[১] 'ইদো সিলাতলেক্কদেসং অলংকরেদু বঅস্সো' — 'বঅস্সো' (বয়স্যঃ) — অনসূয়ার রাজাকে উদ্দেশ্য করে এই সম্বোধনে বোঝা যাচ্ছে যে অনসূয়া রাজা এবং শকুন্তলার মধ্যে পরিণয় ঘটতে চলেছে তা নিশ্চয় করে নিয়েছে। [২] অস্মাৎ — অধিকার্থ 'পর' শব্দযোগে পঞ্চমী। [৩] অনন্যপরায়ণম্ — ন অন্যৎ পরায়ণং যস্য তৎ (বহুব্রী)। [৪] হৃদয়সন্নিহিতে — হৃদয়ে সন্নিহিতা (সহসুপা) সম্বোধনে। [৫] মদিরেক্ষণে — মদিরে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা (বহুব্রী), সম্বোধনে। 'অর্থদ্যোতনিকা'য় মদিরাদৃষ্টির লক্ষণ দিতে গিয়ে আদিভরতের বচন উদ্ধার করা হয়েছে — 'আঘূর্ণমানমধ্যায়া ক্ষামা চাঞ্চিততারকা। দৃষ্টির্বিকসিতাপাঙ্গা মদিরা তরুণে মদে ॥' কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া পরিকর, উপমা, অনুপ্রাস। [৬] দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ।

অধ্যাপনা—'কিং অন্তেউরবিরহপজ্জুস্সুঅস্স রাএসিণো উবরোহেণ' (কিম্ অন্তঃপুরবিরহ-পর্যুৎসুকস্য রাজর্ষেঃ উপরোধেন) — পরিণয়ের আশ্বাসমাত্রেই শকুন্তলার মনে নারীসুলভ অধিকারবোধ জন্ম নিয়েছে। একই সঙ্গে বহুবিবাহধন্য রাজার মনে তার স্থান কতটুকু — তারও পরিমাপের প্রচেষ্টা এই কথায় ফুটে উঠেছে। আবার রাজার প্রতি অধিকারবোধের জন্ম নিতেই তা থেকে সপত্নীদের প্রতি ঈর্ষা যেন অংকুরিত হতে চাইছে।

[৩.১৪]

অনসূয়া — বঅস্স, বহুবল্লহা রাআণো সুণীঅন্তি। জহ ণো পিঅসহী বন্ধুঅণসোঅণিজ্জা ণ হোই তহ ণিব্বত্তেহি। (বয়স্য, বহুবল্লভা রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা নৌ প্রিয়সখী বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি তথা নির্বর্তয়।)

রাজা — ভদ্রে, কিং বহুনা,

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

উভে — ণিব্বুদ ম্হ। (নির্বৃতে স্বঃ।)

বিসন্ধি—পরিগ্রহবহুত্বে + অপি। চ + উর্বী। যুবয়োঃ + ইয়ম্।

অন্বয়—পরিগ্রহবহুত্বে অপি দ্বে মে কুলস্য প্রতিষ্ঠে— সমুদ্র-বসনা উর্বী, যুবয়োঃ ইয়ং সখী চ।

বাংলা প্রতিশব্দ—অনসূয়া — বয়স্য (বয়স্য, বন্ধু)। রাজানঃ বহুবল্লভা শ্রূয়ন্তে (রাজাদের অনেক পত্নী থাকে — এইরকম কথা শুনেছি)। যথা নৌ প্রিয়সখী (তা আমাদের এই প্রিয়সখী) বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি (আত্মীয়-স্বজনের যেন দুঃখের কারণ না হয়) তথা নির্বর্তয় (তেমন করবেন। সেইদিকে নজর দেবেন)। রাজা — ভদ্রে, কিং বহুনা (ভদ্রে, বেশী আর কি বলব') — পরিগ্রহবহুত্বেঽপি (আমার অনেক পত্নী থাকলেও) দ্বে মে কুলস্য প্রতিষ্ঠে (দুটি আমার বংশের প্রতিষ্ঠার হেতু) — সমুদ্রবসনা উর্বী (তার মধ্যে একটি হ'ল এই সমুদ্রবসনা পৃথিবী অর্থাৎ সসাগরা ধরণী) যুবয়োঃ ইয়ং সখী চ (এবং অন্যটি হল তোমাদের এই সখী)। উভে (দুই সখী) — নির্বৃতে স্বঃ (নিশ্চিন্ত হলাম)।

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া — বয়স্য, রাজাদের অনেক পত্নী থাকে এরকম শুনেছি। তা আমাদের এই প্রিয়সখী যেন আত্মীয়-স্বজনের দুঃখের কারণ না হয় তা দেখবেন।

রাজা — ভদ্রে, বেশী আর কি বলব' —

আমার অনেক পত্নী থাকলেও দুটি জিনিষ আমার বংশের প্রতিষ্ঠার হেতু। তার মধ্যে একটি হল সমুদ্রবসনা এই পৃথিবী আর অন্যটি হ'ল তোমাদের এই সখী।

দুই সখী — নিশ্চিন্ত হ'লাম।

রাঘবভট্ট—বয়স্য, বহুবল্লভা রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা নোঽস্মাকং প্রিয়সখী বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি তথা নির্বর্তয়। কিং বহুনা। উক্তেনেতি শেষঃ। পরীতি। পরিগ্রহবহুত্বে স্ত্রীবহুত্বেঽপি। 'পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকারমূলয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। মে মম কুলস্য প্রতিষ্ঠে প্রতিষ্ঠাহেতু। দ্বে ইতি সারোপালক্ষণা শুদ্ধা। কার্যকারণভাবসংবন্ধাৎ। উক্তং চ — 'সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা' ইতি। অন্যবৈলক্ষণ্যেন প্রতিষ্ঠাকারিত্বং ব্যঙ্গ্যম্। পরিগ্রহবহুত্বেঽপীতি ব্যঙ্গ্যং চকারাদানীয় তত্রোর্বীপ্রতিষ্ঠাহেতুর্গৌরবহেতুশ্চতুরুদধিমেখলায়াস্তস্যা আচন্দ্রার্কং তদ্বংশেন পালনীয়ত্বাৎ। সখী প্রতিষ্ঠাহেতুঃ স্থিতিহেতুরস্যাং মহাচক্রবর্তি- বংশোৎপাদকপুত্রোৎপাদাদিতি দ্বে অপি প্রতিষ্ঠে অতিশয়োক্ত্যৈকত্বেনাধ্যবসিতে ইত্যবধেয়ম্। 'প্রতিষ্ঠা গৌরবে স্থিতৌ' ইতি হৈমঃ। কে দ্বে ইত্যত আহ — সমুদ্র এব বসনমাচ্ছাদনমবধিত্বেন যস্যাঃ সোর্বী মহী। মুদং প্রীতিং রাতি দদাতীতি মুদ্রম্। মুদ্রং চ তদ্বসনং চ মুদ্রবসনম্। তেন সহ বর্তমানেতি সখীবিশেষণম্। 'বসনং ছাদনেঽংশুকে' ইতি বিশ্বঃ। ইয়ং লোকাতিক্রান্তসৌন্দর্যাগণিতগুণগণাভিরামা ত্রিজগল্ললামভূতা তুল্যযোগিতোভয়োঃ প্রকৃতত্বাৎ। অনয়া চ পৃথিব্যা অনয়াদ্যুৎসারণেন স্বাস্থ্যমিবাস্যা বন্ধুবিয়োগদুঃখাপাকরণেনানন্দযুক্ততয়া সৌভাগ্যাতিশয়ো ব্যজ্যতে। অথ চ পৃথিব্যাস্তাদ্রূপ্যেণ সাপত্ন্যাভাবাদস্যা অপি তদভাবঃ। সতি সাপত্ন্যে পৃথিবীভবৎসখ্যোরেব পরস্পরং তদিতি চ ব্যজ্যতে। রূপকানুপ্রাসৌ। নির্বৃতে সুখিতে স্বঃ। 'সখ্যৌ — সহর্ষং স্বাগতম্' ইত্যাদিনৈতদন্তেন প্রগয়নং নামাঙ্গনুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'উত্তরোত্তরবাক্যং তু ভবেৎ প্রগয়ণং পুনঃ' ইতি।

সুষমা—[১] পরিগ্রহবহুত্বে — পরিগৃহ্যতে ইতি পরি-গ্রহ + অপ্ কর্মণি = পরিগ্রহঃ। পরিগ্রহাণাং বহুত্বম্ (ষষ্ঠী তৎ) তস্মিন্। গুণবাচকশব্দের সঙ্গেও ষষ্ঠী-সমাস হতে পারে। প্রমাণ পাণিনির 'তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ' — এই প্রয়োগ। [২] সমুদ্রবসনা — সমুদ্রঃ বসনং যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। পাঠান্তর — সমুদ্রবসনা। বসনা — মেখলা। সমুদ্রকে অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীর মেখলারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তুঃ 'চতুঃসমুদ্রান্তবিলোলমেখলাং / সুমেরু-কৈলাস-বৃহৎপয়োধরাম্'।' (বৎসভট্টির মান্দাসোর শিলালেখ)। [৩] সখী শকুন্তলা এবং পৃথিবীতে এক ধর্মের যোজনায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কার। তাছাড়া সমাসোক্তি।

'সমুদ্রবসনা' পাঠে শ্লেষ। শকুন্তলাপক্ষে — মুদং (প্রীতিং) রাতি দদাতি ইতি ; মুদ্রা ; মুদ্রা চ সা বসনা চ = মুদ্রবসনা, তয়া সহ বর্ততে ইতি সমুদ্রবসনা। [৪] অনুষ্টুপ্ ছন্দের ভেদবিশেষ পথ্যাবক্ত্র ছন্দ।

অধ্যাপনা—অনসূয়ার 'বহুবল্লহা — ' ইত্যাদির হুবহু প্রতিধ্বনি ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিকে' — 'বহুবল্লহা ক্খু রাআণো'। (চারুমতীর উক্তি, প্রথম অঙ্ক) ;

[৩.১৫]

→ **প্রিয়ংবদা** — (সদৃষ্টিক্ষেপম্) অণসূএ, জহ এসো ইদো দিণ্ণদিট্‌ঠী উস্সুও মিঅপোদও মাদরং অণ্ণেসদি। এহি। সংজোএম ণং। (উভে প্রস্থিতে)। (অনসূয়ে, যথা এষ ইতো দত্তদৃষ্টিঃ উৎসুকঃ মৃগপোতকঃ মাতরম্ অন্বিষ্যতি। এহি। সংযোজয়াব এনম্।)

শকুন্তলা — হলা, অসরণ ম্হি। অণ্ণদরা বো আঅচ্ছদু। (হলা, অশরণা অস্মি। অন্যতরা যুবয়োঃ আগচ্ছতু।)

উভে — পুহবীএ জো সরণং সো তুহ সমীবে বট্টই। (নিষ্ক্রান্তে)। (পৃথিব্যা যঃ শরণং স তব সমীপে বর্ততে।)

শকুন্তলা — কহং গদাও এব্ব। (কথং গতে এব।)

রাজা — অলমাবেগেন। নন্বয়মারাধয়িতা জনস্তব সমীপে বর্ততে।

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতা-
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥ ১৮ ॥

বিসন্ধি—অলম্ + আবেগেন। ননু + অয়ম্ + আরাধয়িতা। জনঃ + তব। ক্লমবিনোদিভিঃ + আর্দ্রবাতান্। চরণৌ + উত।

অন্বয়—ক্লমবিনোদিভিঃ শীতলৈঃ নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ আর্দ্রবাতান্ সঞ্চারয়ামি কিম্? উত (হে) করভোরু, পদ্মতাম্রৌ তে চরণৌ অঙ্কে নিধায় যথাসুখং সংবাহয়ামি।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রিয়ংবদা — [সদৃষ্টিক্ষেপম্ — দৃষ্টিপাত করে] অনসূয়ে (অনসূয়া)! ইতো দত্তদৃষ্টিঃ (এদিকে তাকিয়ে) এষ উৎসুকঃ মৃগপোতকঃ (এই হরিণশিশুটি ব্যাকুলভাবে) মাতরম্ অন্বিষ্যতি (মাকে খুঁজছে)। এহি (চল)। সংযোজয়াব এনম্ (একে এর মায়ের কাছে দিয়ে আসি)। [উভে প্রস্থিতে — দুইজনে যাবার উদ্যোগ করলেন]। শকুন্তলা — হলা (সখি)! অশরণা অস্মি (আমিতো নিরাশ্রয় হ'লাম্, অর্থাৎ আমাকে একা ফেলে তোমরা কোথায় যাচ্ছ')। যুবয়োঃ অন্যতরা আগচ্ছতু (তোমাদের মধ্যে একজন অন্ততঃ থাক')। উভে (দুইজনে) — পৃথিব্যাঃ যঃ শরণং (পৃথিবীর যিনি আশ্রয়) স তব সমীপে বর্ততে (তিনিই তোমার কাছে আছেন)। [নিষ্ক্রান্তে — বেরিয়ে গেলেন]। শকুন্তলা — কথং গতে এব (সেকি, দুজনেই চলে গেল)! রাজা — অলম্ আবেগেন (সেজন্য ব্যাকুল হবার কোন' কারণ নেই)। ননু অয়ম্ আরাধয়িতা জনঃ (স্বয়ং তোমার সেবকই) তব সমীপে বর্ততে (তোমার সামনে আছে)। ক্লমবিনোদিভিঃ (সমস্ত ক্লান্তি দূর করে এমন) শীতলৈঃ নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ (ঠাণ্ডা পদ্ম পাতার পাখা দিয়ে) আর্দ্রবাতান্ সঞ্চারয়ামি কিম্ (ঠাণ্ডা হাওয়া ক'রবো কি)? উত (অথবা), (হে) করভোরু (হাতীর শুড়ের মত উরু যার এমন, সাধারণভাবে, সুন্দরী রমণী), পদ্মতাম্রৌ তে চরণৌ (পদ্মের মত লাল তোমার পা দুখানি) অঙ্কে নিধায় (কোলে রেখে) যথাসুখং সংবাহয়ামি (তোমার যাতে আরাম হয় তেমনভাবে টিপে দেবো।)

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা — (যেন দূরে কিছু দেখে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে) এদিকে তাকিয়ে এই হরিণশিশুটি ব্যাকুলভাবে তার মাকে খুঁজছে। চল, একে এর মার কাছে দিয়ে আসি। (দুইজনে যাবার উদ্যোগ করলেন)।

শকুন্তলা — সখি, আমিতো নিরাশ্রয় হ'লাম। (অর্থাৎ আমায় একা ফেলে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?) তোমাদের দুজনের একজন অন্ততঃ এস'।

দুই সখী — সারা পৃথিবীর যিনি আশ্রয়, তিনিই তোমার পাশে আছেন। (বেরিয়ে গেলেন)

শকুন্তলা — সেকি দুজনেই চলে গেল'।

রাজা — সেজন্য ব্যাকুল হবার কোন দরকার নেই। স্বয়ং তোমার সেবকই তোমার সামনে আছে।

সমস্ত ক্লান্তি দূর করা ঠান্ডা পদ্ম পাঁতার পাখা দিয়ে তোমায় হাওয়া করবো কি? নাকি, হে সুন্দরি (হাতীর শুঁড়ের মত উরু যার এমন সুগঠনা রমণী) পদ্মের মত লাল তোমার পাদুখানি কোলে নিয়ে যাতে তোমার আরাম হয় এমনভাবে টিপে দেব?

রাঘবভট্ট—যথৈষ ইতো দত্তদৃষ্টিরুৎসুকো মৃগপোতকো মাতরমন্বিষ্যতি মার্গয়তে। এহি। সংযোজয়াব এনম্। নির্গমনব্যাজবচনমিদম্। অশরণাস্মি। একাকিন্যস্মীত্যর্থঃ। অন্যতরা বাং যুবয়োরাগচ্ছতু। পৃথিব্যা যঃ শরণং রক্ষকঃ স তব সমীপে বর্ততে। কথং গতে এব।

আবেগেন সংভ্রমেণ। আকুলত্বেনেত্যর্থঃ। কিং শীতলৈরিতি। নলিনং পদ্মং বিদ্যতে যস্যাঃ সা নলিনী তস্যা দলানি কমলিনীপলাশানি তান্যেব তালবৃন্তানি ব্যজনানি তৈঃ। নলিনীপদেন সৌগন্ধ্যং সূচিতম্। অতএব ন বিসিনীত্যাদি। বহুবচনেন প্রতিক্ষণং ভিন্নস্যোপাদীয়মানতয়া দত্তবিশেষণদ্বয়েন যোগ্যতা সূচিতা। একস্য বহুকালং স্থিতস্য তদ্যোগ্যত্বাভাবাৎ। 'ব্যজনং তালবৃন্তকম্' ইত্যমরঃ। আর্দ্রবাতাঞ্চ শীতলতরবাতান্। আর্দ্রত্বেন শৈত্যং লক্ষ্যতে। তদতিশয়ঃ ফলম্। সম্যঙ্ মন্দং মন্দং রচয়ামি করোমি। ন তূচ্চৈঃ। কিমিতি প্রশ্নে। কীদৃশৈঃ। শীতলৈঃ শীতলস্পর্শৈঃ। যানি স্বয়ং শীতলানি তজ্জন্যো বায়ুঃ সুতরাং শীতল ইত্যার্দ্রপদার্থস্য হেতুত্বেন যোজ্যম্। পুনঃ কীদৃশৈঃ। ক্লমং বিশেষেণ নুদন্তি তৈঃ ক্লান্তিহরৈঃ। যানি দৃষ্টানি স্পৃষ্টান্যাঘ্রাতানি স্বয়ং ক্লমচ্ছিন্দি তজ্জন্যো বায়ুঃ সুতরাং ক্লমচ্ছিদিতি ভাবঃ। উতেতি বিকল্পে। হে করভোরু, 'মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো বহিঃ।' তদ্বদূরু যস্যাস্তৎসংবোধনম্। অত্রানুবৃত্তত্বকোমলত্বাদয়ঃ সামান্যধর্মাঃ। তে পদ্মতাম্রৌ কুশেশয়-লোহিতৌ। পদি মতীতি পদ্মম্। তেন সহ সাম্যং নাস্তীতি তাম্রত্বমাত্রেণ সাম্যম্। অতএব নারবিন্দাদিপদোপাদানম্। করভোরুপদ্মতাম্রাবিতি পদাভ্যাং চরণয়োঃ সংবাহনযোগ্যত্বং ধ্বনিতম্। চরণাবঙ্কে নিধায়েত্যনেন তস্যাঃ সৌভাগ্যসর্বস্বত্বং স্বস্য ধন্যতরত্বং চ সূচিতম্। যথাসুখমিত্যনেন চ স্বস্য সংবাহনকলাকৌশলং ধ্বনিতম্। সংবাহয়ামি সংবাহনেন খেদমপনয়ামীত্যর্থঃ। নলিনীদলস্য তালবৃন্তত্বারোপ আরোপ্যমাণস্য প্রকৃতোপযোগিত্বে পরিণাম ইতি পরিণামালংকারঃ। পূর্বোত্তরার্থয়োর্বিকল্পালংকারঃ। 'তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। কাব্যলিঙ্গপরিকরোপমাবৃত্ত্যনুপ্রাসাশ্চ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। অনেনো-পন্যাসো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'প্রসাদনমুপন্যাসঃ' ইতি। অনেন মালা নাম ভূষণমপ্যুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'মালা স্যাদ্যদভীষ্টার্থপ্রকাশনম্' ইতি।

সুষমা—[১] আবেগেন — গম্যমান সাধনক্রিয়ার করণে তৃতীয়া। সাধারণভাবে একে কারণার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বলা হলেও তা পাণিনিসমর্থিত নয়। (পূর্বে ব্যাখ্যাত)। [২] আরাধয়িতা — আ-রাধ্ + ণিচ্ স্বার্থে + তৃচ্। [৩] ক্লমবিনোদিভিঃ — ক্লমং বিনোদয়িতুং শীলং যেষাং তৈঃ। ক্লম্ + বি — নুদ্ + ণিচ্ + ণিনি। [৪] সঞ্চারয়ামি — সম্ — চর্ + ণিচ্, লট্ উত্তমপু, একবচন [৫] নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ — নলিনীদলমেব তালবৃন্তম্ (ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাস)। 'তালবৃন্ত' কথার অর্থ — যে কোন পাখা। 'ব্যজনং তালবৃন্তকম্' — অমরকোষ। [৬] করভোরু — করভৌ ইব উরূ যস্যাঃ সা (বহুব্রী) সম্বোধনে। করভ — মণিবন্ধ থেকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির শেষ ভাগ পর্যন্ত বাইরের অংশ। 'মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো বহিঃ' — অমর। আবার করভ শব্দের অন্য অর্থ — হস্তিশিশু। 'কলভঃ (করভঃ) করিশাবকঃ' — অমর। এখানে সেই অর্থই বেশী গ্রাহ্য মনে হয়। তুঃ 'নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষা।' (কুমারসম্ভব, প্রথম সর্গ)। [৭] যথাসুখম্ — সুখম্ অনতিক্রম্য (অব্যয়ীভাব)। [৮] সংবাহয়ামি — সম্ — বাহ্ + ণিচ্ + লট্, উত্তমপুরুষ একবচন। [৯] পদ্মতাম্রৌ — পদ্মম্ ইব তাম্রঃ (উপমান

কর্মধা), তৌ। [১০] পরিণাম অলঙ্কার। তাছাড়া উপমা ('পদ্মতাম্রৌ')। পূর্বার্দ্ধ এবং উত্তরার্দ্ধে বিকল্প থাকায় বিকল্পালঙ্কার। পরিকর এবং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারও স্বীকার করা যায়। বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১১] বসন্ততিলক ছন্দ।

[৩.১৬]

শকুন্তলা — ণ মাণণীএসু অত্তাণং অবরাহইস্সং। (উত্থায় গন্তুমিচ্ছতি)। (ন মাননীয়েষু আত্মানম্ অপরাধয়িষ্যামি।)

রাজা — সুন্দরি, অনির্বাণো দিবসঃ। ইয়ং চ তে শরীরাবস্থা।

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্।
কথামাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ ॥ ১৯ ॥
(বলাদেনাং নিবর্ত্তয়তি)

বিসন্ধি—কথম্ + আতপে। পেলবৈঃ + অঙ্গৈঃ। বলাৎ + এনাম্।

অন্বয়—নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং কুসুমশয়নম্ উৎসৃজ্য পরিবাধাপেলবৈঃ অঙ্গৈঃ কথম্ আতপে গমিষ্যসি?

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — মাননীয়েষু (মান্য ব্যক্তির কাছে) আত্মানং ন অপরাধয়িষ্যামি (নিজেকে অপরাধী করতে চাই না, মান্য লোকের দ্বারা এরকম কাজ করিয়ে আমি অপরাধিনী হতে চাই না)। [উত্থায় গন্তুম্ ইচ্ছতি — উঠে যেতে চাইলেন]। রাজা — সুন্দরি, অনির্বাণো দিবসঃ, (সুন্দরী, এখনো বেলা শেষ হয়নি)। ইয়ং চ তে শরীরাবস্থা (এবং তোমার শরীরেরও এই অবস্থা)। নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং (অত্যধিক তাপের জন্য এখনো তোমার স্তনে পদ্মপাতার আবরণ রয়েছে) ; কুসুমশয়নম্ উৎসৃজ্য (পুষ্পশয্যা ছেড়ে এই অবস্থায়) পরিবাধাপেলবৈঃ অঙ্গৈঃ (অসুস্থতার জন্য কৃশ এবং সুকুমার এই শরীরে) কথম্ আতপে গমিষ্যসি (কিভাবে রোদে যাবে)। [বলাৎ এনাং নিবর্ত্তয়তি — জোর করে ফেরালেন]।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — মান্য ব্যক্তির কাছে নিজেকে অপরাধী করতে চাই না। (উঠে যেতে চাইলেন)।

রাজা — সুন্দরী, এখনো বেলা শেষ হয় নি এবং তোমারও এই অবস্থা।

(তাপের আশঙ্কায়) এখনো তোমার স্তনে পদ্মপাতার আবরণ রয়েছে। পুষ্পশয্যা ছেড়ে অসুস্থতায় কৃশ (এবং সুকুমার) এই শরীর নিয়ে কিভাবে রোদে যাবে।

(জোর করে ফেরালেন)

রাঘবভট্ট—ন মাননীয়েষ্বাত্মনমপরাধয়িষ্যে। সুন্দরীতি। এতাদৃগবস্থায়ামপি সৌন্দর্যস্য পরিত্যাগো নাস্তীতি ভাবঃ। অনির্বাণোঽপরিণতঃ। উৎসৃজ্যেতি। পরিতো বাধা পীড়া যস্যাঃ

সা। 'পীড়া বাধা ব্যথা' ইত্যমরঃ। পেলবৈঃ কোমলৈরঙ্গৈরুপলক্ষিতা। ইদং পরিবাধেত্যত্রা-র্থহেতুত্বেন যোজ্যম্। অথবা শব্দহেতুত্বেনৈব যোজ্যম্। পেলবৈরঙ্গৈর্হেতুভিরিতি। কুসুমশয়নমুৎসৃজ্য নলিনীদলকল্পিতং স্তনাবরণমুৎসৃজ্যেত্যনেন তাপাতিশয়ো দ্যোত্যতে। অত আতপে ঘর্মে কথং গমিষ্যসি। স্বস্থোঽপি বস্ত্রাবরণাদি হিত্বাঽতপে গন্তুমসমর্থঃ, ত্বং তু স্বভাবতঃ সুকুমারাঙ্গী তত্রাপি পীড়াযুক্তা তত্রাপীদৃগবস্থা তত্রাপি কুসুমশয়ননলিনীদলাদি হিত্বা সুতরাং গন্তুমশক্তেতি কথংশব্দার্থঃ। কাব্যলিঙ্গং হেতুর্বা। শ্রুত্যনুপ্রাসবৃত্ত্যনুপ্রাসয়োঃ পূর্বার্ধ একবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ। উত্তরার্ধে তু শ্রুত্যনুপ্রাসবৃত্ত্যনুপ্রাসয়োরেব সংসৃষ্টিঃ। দন্ত্যানামোষ্ঠ্যানাং চ বহূনাং সদ্ভাবাৎ। অত্র পেলবৈরিত্যত্র পর্যায়ং পঠিত্বা ব্রীড়াশ্লীলদোষঃ পরিহর্তব্যঃ। অনেন চোপন্যাসো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণমাদিভরতে — 'উপপত্তিকৃতো যোঽর্থ উপন্যাসস্তু স স্মৃতঃ' ইতি।

সুষমা—[১] অনির্বাণঃ — নির্ — বা + ক্ত = নির্বাণ। ন নির্বাণঃ (নঞ্ তৎ)। [২] উৎসৃজ্য — উৎ — সৃজ্ + ল্যপ্। [৩] কুসুমশয়নম্ — কুসুমানাং শয়নম্ (ষষ্ঠী তৎ), তম্। [৪] নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্ — স্তনয়োরাবরণম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; নলিন্যাঃ তলম্ (ষষ্ঠী তৎ)। নলিনীদলেন কল্পিতম্ (তৃতীয়া তৎ) ; নলিনীদলকল্পিতং স্তনাবরণং যস্মিন্ (বহুব্রী)। [৫] পরিবাধাপেলবৈঃ — পরিবাধয়া পেলবঃ (তৃতীয়া তৎ), তৈঃ। [৬] রৌদ্রে গমনের নিষেধের কারণ উল্লেখ কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। সাভিপ্রায় বিশেষণের প্রয়োগে পরিকর অলঙ্কার। তাছাড়া অর্থাপত্তি। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] আর্যা ছন্দ।

[৩.১৭]

শকুন্তলা — পোরব, রক্খ অবিণঅং। মঅণসন্তত্তা বি ণ হু অত্তণো পহবামি।
(পৌরব, রক্ষ অবিনয়ম্। মদনসন্তপ্তা অপি নহি আত্মনঃ প্রভবামি।)

রাজা — ভীরু, অলং গুরুজনভয়েন। দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্মা তত্রভবান্ন তত্র দোষং গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ। অপি চ —

> **গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।**
> **শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ২০ ॥**

বিসন্ধি—তত্রভবান্ + ন। পরিণীতাঃ + তাঃ। পিতৃভিঃ + চ + অভিনন্দিতাঃ।

অন্বয়—বহ্ব্যঃ রাজর্ষিকন্যকাঃ গান্ধর্বেণ বিবাহেন পরিণীতাঃ তাঃ পিতৃভিঃ অভিনন্দিতাঃ চ শ্রূয়ন্তে।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — পৌরব, অবিনয়ং রক্ষ (আপনি পুরুবংশের অলংকার ; শিষ্টাচার রক্ষা করুন)। মদনসন্তপ্তা অপি (কামদেবের দ্বারা পীড়িত হলেও) ন হি আত্মনঃ প্রভবামি (নিজের উপর আমার প্রভুতা নেই)। রাজা — ভীরু, অলং গুরুজনভয়েন (ভীরু, গুরুজনের ভয়ের কারণ নেই)। তত্রভবান্ কুলপতিঃ (মানীয় কুলপতি কণ্ব) বিদিতধর্মা

(সকল ধর্ম জানেন) ; দৃষ্টা তে (সুতরাং তিনি তোমার কথা জেনে) তত্র দোষং ন গ্রহীষ্যতি (এই ব্যাপারে দোষ ধরবেন না)। অপি চ (তাছাড়া), বহ্ব্যঃ রাজর্ষিকন্যকাঃ (বহু রাজর্ষিকন্যা) গান্ধর্বেণ বিবাহেন পরিণীতাঃ (গান্ধর্বমতে বিয়ে করেছে অর্থাৎ নিজেই পতি নির্বাচন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে), তাঃ (তারা) পিতৃভিঃ অভিনন্দিতাঃ চ (তাদের পিতাদের অনুমোদনও পেয়েছে) শ্রূয়ন্তে (এরকম জানা যায়)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — আপনি পুরুবংশের অলঙ্কার। (অনুগ্রহ করে) শিষ্টাচার রক্ষা করুন। কারণ, কামনায় পীড়িত হলেও আমার নিজের উপর কোন প্রভুত্ব নেই।

রাজা — ভীরু, গুরুজনের ভয় করতে হবে না। মাননীয় কুলপতি কণ্ব সকল ধর্ম জানেন। সুতরাং তিনি এই ব্যাপারে কোন দোষ ধরবেন না। তাছাড়া,

এরকম বহু ঘটনা জানা আছে যেখানে অনেক রাজর্ষিকন্যা গান্ধর্বমতে বিয়ে করলেও তাদের পিতারা তা সানন্দে অনুমোদন করেছেন।

রাঘবভট্ট—পৌরব, রক্ষাবিনয়ম্। রতেরনির্বাহাৎ পৌরবেতি সংবুদ্ধিঃ। মদনসংতপ্তাপি ন খল্বাত্মনঃ প্রভবামি। স্বেচ্ছায়াং সত্যামপি গুরুজনপরাধীনত্বাদসামর্থ্যম্। স্বেচ্ছা তু মদনসং-তপ্তেত্যনেনোক্তা। ক্বচিৎপুস্তকে 'মঅণবাহিআও বি কণ্ণআও অত্তণো ণ প্পবহন্তি' ইতি পাঠঃ। মদনবাধিতা অপি কন্যকা ইত্যপ্রস্তুতপ্রশংসা। দৃষ্টা। অর্থাৎ ত্বাম্। তে তব তত্র মৎপরিগ্রহে তত্রভবান্ পূজ্যঃ কুলপতিঃ কণ্বো দোষং ন গ্রহীষ্যতি। যতো বিদিতধর্মা শ্রুতিস্মৃত্যাচারজ্ঞ ইত্যর্থঃ। 'ধর্মাদনিচ্ কেবলাৎ' ইত্যনিচ্। গান্ধর্বেণেতি। 'গান্ধর্বঃ সময়ান্মিথঃ' ইতি স্মরণাৎ। অয়ং গান্ধর্বো বিবাহঃ। অনেনোপদিষ্টং নাম ভূষণমুক্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'প্রতিগৃহ্য তু শাস্ত্রার্থং যদ্বাক্যমভিধীয়তে। বিদ্বন্মনোহরং স্বন্তমুপদিষ্টং তদুচ্যতে ॥' ইতি।

সুষমা—[১] বিদিতধর্মা — বিদিতঃ ধর্মঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। বিদিতধর্ম + অনিচ্। সূত্র — 'ধর্মাদনিচ্ কেবলাৎ'। [২] রাজর্ষিকন্যকাঃ — রাজর্ষীণাং কন্যকাঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩] পরিণীতাঃ — পরি-নি + ক্ত, টাপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। [৪] অপ্রস্তুত সামান্য থেকে প্রস্তুত বিশেষের ব্যঞ্জনায় অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। [৫] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—শকুন্তলা মদনসন্তপ্তা হলেও নারীসুলভ লজ্জা সে ত্যাগ করতে পারেনি। পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই এই প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ায় সে অন্তরে অপরাধবোধে ভুগছে। সে যেন তার মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করছে — এরকম পাপবোধ তার মধ্যে কাজ করছে। তাই রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার ভুল ভাঙ্গাতে চাইছেন। গান্ধর্ব-বিবাহ স্বীকৃত বিবাহপ্রথার অন্যতম। শুধু তাই নয়, এই গান্ধর্বমতে বহু রাজর্ষিকন্যাও বিবাহ করেছেন এবং তাঁদের পিতামাতাও সেই বিবাহকে অভিনন্দিত করেছেন। সুতরাং পাপবোধে পীড়িত হবার কোন কারণই নেই — এই রাজার যুক্তি। অনুরূপ ঘটনারই বর্ণনা আমরা পাই দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসে। অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের সঙ্গে গোপনে কন্যান্তঃপুরে মিলিত হ'য়ে পাপবোধে পীড়িত হচ্ছিলেন। তখন রাজবাহন রুক্মিনী-কৃষ্ণ, পুরূরবা-উর্বশী, দুষ্যন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি

প্রণয়িযুগলের বৃত্তান্ত তুলে ধ'রে অবন্তিসুন্দরীর অজ্ঞান দূর করে তাকে পাপবোধ থেকে মুক্তি দেন। (দ্রঃ এম. আর. কালে সম্পাদিত দশকুমারচরিতের টীকায় উদ্ধৃত 'ভূষণা' টীকার উদ্ধৃতি। পৃঃ ৫৪)

গান্ধর্ববিবাহ মনু-প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রসম্মত। 'ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাঽঽসুরঃ। গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমো মতঃ ॥' (মনুসংহিতা)। তবে এই বিবাহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে — 'ইচ্ছয়াঽন্যোন্যসংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। স তু গান্ধর্বঃ বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥' (মনু) ; কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়রাই গান্ধর্ববিবাহের অধিকারী। 'গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্মো ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।' (মনু)। 'গান্ধর্বঃ সময়ান্মিথঃ' (যাজ্ঞবল্ক্য ; প্রথম অধ্যায়) — অর্থাৎ 'তুমি আমার পতি', 'তুমি আমার ভার্যা' — এইরকম পরস্পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে যে বিবাহ তাই গান্ধর্ব-বিবাহ।

[৩.১৮]

শকুন্তলা — মুঞ্চ দাব মং। ভূও বি সহীজণং অণুমাণইস্সং। (মুঞ্চ তাবৎ মাম্। ভূয়ঃ অপি সখীজনম্ অনুমানয়িষ্যে)।

রাজা — ভবতু। মোক্ষ্যামি।

শকুন্তলা — কদা।

রাজা —

অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥ ২১ ॥

(মুখমস্যাঃ সমুন্নময়িতুমিচ্ছতি। শকুন্তলা পরিহরতি নাট্যেন)

বিসন্ধি—কুসুমস্য + ইব। রসঃ + অস্য। মুখম্ + অস্যাঃ। সমুন্নময়িতুম্ + ইচ্ছতি।

অন্বয়—(হে) সুন্দরি, ষট্পদেন নবস্য কুসুমস্য ইব পিপাসতা ময়া অপরিক্ষতকোমলস্য অস্য তে অধরস্য রসঃ যাবৎ সদয়ং গৃহ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — মুঞ্চ তাবৎ মাম্ (আমাকে ছেড়ে দিন)। ভূয়ঃ অপি সখীজনম্ অনুমানয়িষ্যে (আমি আবার সখীদের কাছে যাই অর্থাৎ সখীদের কাছে এই ব্যাপারে অনুমোদন নিতে যাই)। রাজা — ভবতু (আচ্ছা), মোক্ষ্যামি (ছাড়ছি)। শকুন্তলা — কদা (কখন)? রাজা — (হে) সুন্দরি (সুন্দরী), ষট্পদেন নবস্য কুসুমস্য ইব (ভ্রমর যেমন সদ্য ফোটা ফুলের মধু পান করে, তেমনিভাবে) পিপাসতা ময়া (পিপাসু আমি) অপরিক্ষতকোমলস্য অস্য তে অধরস্য রসঃ (অন্য কেউ আস্বাদ গ্রহণ করেনি এমন তোমার কোমল অধরের রস) যাবৎ (যখন) সদয়ং গৃহ্যতে (তৃপ্তি ভরে পান করব)। [অস্যাঃ মুখং

সমুন্নময়িতুম্ ইচ্ছতি — শকুন্তলার মুখ উঁচু করে তুলতে চেষ্টা করলেন। শকুন্তলা নাট্যেন পরিহরতি — শকুন্তলা বাধা দেবার অভিনয় করলেন]।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আবার সখীদের কাছে যাই অর্থাৎ সখীদের কাছে এই ব্যাপারে অনুমোদনের জন্য যাই।

রাজা — ঠিক আছে, ছাড়ছি।

শকুন্তলা — কখন?

রাজা — ভ্রমর যেমন সদ্য ফোটা ফুলের মধু পান করে তৃষ্ণা চরিতার্থ করে ঠিক তেমনি পিপাসু আমি যখন তোমার অন্য কেউ আস্বাদ গ্রহণ করেনি এমন কোমল অধরের সুধা প্রাণভরে পান করব।

(শকুন্তলার মুখ তুলতে চেষ্টা করলেন। শকুন্তলা বাধা দেওয়ার অভিনয় করলেন।)

রাঘবভট্ট—মুঞ্চ তাবন্মাম্। ভূয়োঽপি সখীজনমনুমানয়িষ্যে। অপরিক্ষতেতি। সুন্দরীতি ব্যাখ্যাতচরম্। ন বিদ্যতে পরিতঃ ক্ষতঃ যস্য স চাসৌ কোমলশ্চ। অথ চাপরিক্ষতং ভ্রমরাদিনা কোমলং চ তস্য নবস্য প্রথমাস্বাদ্যস্য। অথ চ প্রথমবিকসিতস্য কুসুমস্যেব তবাস্য সুধাসহোদরস্য মৎসুকৃতোপচয়লভ্যস্যাধরস্য পিপাসতা পাতুমিচ্ছতা ষট্পদেন ভ্রমরেণেব ময়া সর্বদৈতচ্চিত্তেনাধুনা ধন্যতরেণ সদয়ং যাবদ্রসো গৃহ্যতেঽধরপানং ক্রিয়তে ইতি। যাবদিত্যবধৌ। তদনন্তরং মোক্ষ্যামীতি ভাবঃ। সদয়মিত্যনেন ৰালালালনকৌশলং ধ্বনিতম্। শ্লেষবাচ্যোপমা। স্যস্যেতি সদসুন্দেতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। মালভারিণী বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বিষমে সসজে নগে নগে নাবিষমস্ত্রেণ (?) তু মালভারিণীয়ম্' ইতি। সমুন্নময়িতুমিতি ত্রিপতাকস্যোত্তানাভ্যাং মধ্যমাতর্জনীভ্যাং চিবুকদেশগতাভ্যামিতি জ্ঞেয়ম্। নাট্যেনেতি পরাবৃত্তেন শিরসা বিনিগূহিতেনাধরেণ। তল্লক্ষণং তু — 'পরাঙ্মুখীকৃতং শীর্ষং পরাবৃত্তমুদী-রিতম্। তৎকার্যং কোপলজ্জাদিকৃতে বক্ত্রাপসারণে ॥ মুখান্তর্নিহিতপ্রাণসাধ্যেষু বিনিগূহিতঃ। রোষের্ষ্যয়োশ্চ নারীণাং ৰলাচ্চুম্বতি বল্লভে ॥' অনেন মুগ্ধাব্যবহারোঽপ্যুক্তঃ। 'মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা' ইতি।

সুষমা—[১] অপরিক্ষতকোমলস্য — ন পরিক্ষতঃ (নঞ্ তৎ); অপরিক্ষতশ্চাসৌ কোমলশ্চ (কর্মধা) তস্য। [২] পিপাসতা — পা + সন্ + শতৃ, তৃতীয়া একবচন। [৩] উপমা অলঙ্কার। [৪] মালভারিণী ছন্দ। নামান্তর — কালভারিণী।

অধ্যাপনা—রাজার উক্তি — তোমার অধরসুধা পান করার পরে তোমায় ছেড়ে দেবো'। স্থূলকামনার পরিপূর্তিতেই তিনি শকুন্তলাকে ভুলে যাবেন — তারই ইঙ্গিত। পঞ্চম অঙ্কে হংসপদিকার গানে রাজার 'মধুকর' বৃত্তির যে কথা আমরা পাই — এখানে রাজার মুখেই যেন সেই স্বীকারোক্তি। রাজা স্বয়ং — 'ষট্পদে'র মত 'নব কুসুমে'র রস গ্রহণের উপমা দিচ্ছেন — এটা লক্ষ্য করার বিষয়। নিজের অজ্ঞাতসারে করা এ এক মর্মান্তিক যথার্থ আত্মবিশ্লেষণ।

রাজার শকুন্তলাকে চুম্বন করার প্রচেষ্টায় 'শকুন্তলা পরিহরতি নাট্যেন।' সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে শয়ন-অধরপানাদি ব্রীড়াকর দৃশ্যের মঞ্চে প্রদর্শন নিষিদ্ধ বলে নির্দেশ আছে। (দ্রঃ সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ; পূর্বে ব্যাখ্যাত)।

[৩.১৯]

(নেপথ্যে)

চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্ঠিআ রঅণী। (চক্রবাকবধূঃ আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্। উপস্থিতা রজনী।)

শকুন্তলা — (সসম্ভ্রমম্) পোরব, অসংসঅং মম সরীববুত্তন্তোবলম্ভস্‌স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। জাব বিডন্তরিদো হোদি। (পৌরব, অসংশয়ং মম শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায় আর্যা গৌতমী ইতঃ এব আগচ্ছতি। যাবৎ বিটপান্তরিতো ভব।)

রাজা — তথা। (আত্মানমাবৃত্য তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী সখ্যৌ চ)

সখ্যৌ — ইদো ইদো অজ্জা গোদমী। (ইত ইত আর্যা গৌতমী।)

গৌতমী — (শকুন্তলামুপেত্য) জাদে, অবি লহুসংদাবাইং দে অঙ্গাইং। (জাতে, অপি লঘুসন্তাপানি তে অঙ্গানি।)

শকুন্তলা — অত্থি মে বিসেসো। (অস্তি মে বিশেষঃ।)

গৌতমী — ইমিণা দব্ভোদএণ ণিরাবাধং এব্ব দে সরীরং ভবিস্‌সদি। (শিরসি শকুন্তলামভ্যুক্ষ্য) বচ্ছে, পরিণদো দিঅহো। এহি। উডজং এব্ব গচ্ছম্হ। (প্রস্থিতাঃ) (অনেন দর্ভোদকেন নিরাবাধম্ এব তে শরীরং ভবিষ্যতি। বৎসে, পরিণতো দিবসঃ। এহি। উটজম্ এব গচ্ছামঃ।)

শকুন্তলা — (আত্মগতম্) হিঅঅ, পঢ়মং এব্ব সুহোবণদে মণোরহে কাদরভাবং ণ মুঞ্চসি। সাণুসঅবিহডিঅস্‌স কহং দে সংপদং সংদাবো। (পদান্তরে স্থিত্বা ; প্রকাশম্) লদাবলঅ সংদাবহারঅ, আমন্তেমি তুমং ভূও বি পরিভোঅস্‌স। (দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহেতরাভিঃ) (হৃদয়, প্রথমম্ এব সুখোপনতে মনোরথে কাতরভাবং ন মুঞ্চসি। সানুশয়বিঘটিতস্য কথং তে সাম্প্রতং সন্তাপঃ। লতাবলয় সন্তাপহারক, আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভূয়োঽপি পরিভোগায়।)

বিসন্ধি—আত্মানম্ + আবৃত্য। শকুন্তলাম্ + উপেত্য। শকুন্তলাম্ + অভ্যুক্ষ্য। সহ + ইতরাভিঃ। ভূয়ঃ + অপি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] চক্রবাকবধূঃ (চক্রবাকবধূ), আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ (প্রিয় সহচরকে

বিদায় দাও) ; উপস্থিতা রজনী (রাত্রি আগতপ্রায়, সমাগত)। শকুন্তলা — [সসম্ভ্রমম্ — ব্যস্ততার সঙ্গে] পৌরব (পুরুবংশের সন্তান এই অর্থে), অসংশয়ং (নিশ্চয়ই) মম শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায় (আমার শরীরের খবর নেবার জন্য) আর্যা গৌতমী (আর্যা গৌতমী) ইতঃ এব আগচ্ছতি (এইদিকেই আসছেন)। যাবৎ বিটপান্তরিতো ভব (তা আপনি এখন গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোন)। রাজা — তথা (যাচ্ছি)। [আত্মানম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি — আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইলেন]। [ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী — অতঃপর হাতে জলের পাত্র নিয়ে গৌতমী প্রবেশ করলেন ; সখ্যৌ চ — সঙ্গে দুই সখী — অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা] সখ্যৌ (দুই সখী) — ইতঃ ইতঃ আর্যা গৌতমী (আর্যা গৌতমী, এইদিকে, এইদিকে)। গৌতমী — [শকুন্তলাম্ উপেত্য — শকুন্তলার কাছে গিয়ে] — জাতে (বৎসে), অপি লঘুসন্তাপানি তে অঙ্গানি (তোমার শরীরের তাপ কিছু কমেছে কি)? শকুন্তলা — অস্তি মে বিশেষঃ (আজ একটু ভালো মনে হচ্ছে)। গৌতমী — অনেন দর্ভোদকেন (এই কুশোদকে, কুশ দিয়ে যে শান্তিজল ছড়ানো হচ্ছে তাতে), নিরাবাধম্ এব তে শরীরং ভবিষ্যতি (তোমার সব অসুখের শান্তি হবে)। [শিরসি শকুন্তলাম্ অভ্যুক্ষ্য — শকুন্তলার মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে] বৎসে, পরিণতঃ দিবসঃ (বৎসে, দিন শেষ হয়ে এসেছে)। এহি (চল) উটজম্ এব গচ্ছামঃ (কুটীরে ফিরে যাই)। [প্রস্থিতাঃ — যেতে লাগলেন]। শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] হৃদয় (হে হৃদয়), প্রথমম্ এব সুখোপনতে মনোরথে (শুরুতেই যখন কামনার ধন এসে অনায়াসে হাজির হ'ল) কাতরভাবং ন মুঞ্চসি (তখন লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে রইলে)। সানুশয়বিঘটিতস্য কথং তে সন্তাপঃ (এখন চলে যাবার পর কেন দুঃখ করছ')? [পদান্তরে স্থিত্বা — কয়েক পা গিয়ে, প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] লতাবলয় সন্তাপহারক (হে সন্তাপহারক লতাকুঞ্জ), ত্বাং ভূয়োঽপি পরিভোগায় আমন্ত্রয়ে (আবার এসে তোমায় উপভোগ করব, এই অনুরোধ রেখে যাচ্ছি)। [ইতরাভিঃ সহ — অন্যান্যদের সঙ্গে ; শকুন্তলা দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা — শকুন্তলা দুঃখের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

চক্রবাকবধূ, প্রিয় সহচরকে বিদায় দাও। রাত হয়ে এল।

শকুন্তলা — (ব্যস্ততার সঙ্গে) পৌরব, নিশ্চয়ই আমার শরীরের অবস্থা জানার জন্য আর্যা গৌতমী এদিকেই আসছেন। আপনি এক্ষুনি গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকুন।

রাজা — যাচ্ছি। [আত্মগোপন করে রইলেন]

(তারপর দুই সখীর সঙ্গে হাতে শান্তিজলের পাত্র নিয়ে গৌতমী প্রবেশ করলেন)

দুই সখী — আর্য্যা গৌতমী, এইদিকে, এইদিকে।

গৌতমী — (শকুন্তলার কাছে গিয়ে) বৎসে, তোমার শরীরের তাপ কিছু কমেছে কি?

শকুন্তলা — আজ একটু ভালো বোধ হচ্ছে।

গৌতমী — এই কুশোদকে (শান্তিজলে) তোমার সব অসুখ সেরে যাবে। (শকুন্তলার

মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে) বৎসে, দিন শেষ হয়ে এসেছে। চল, কুটীরে ফিরে যাই। (যেতে লাগলেন)

শকুন্তলা — (মনে মনে) হে হৃদয়, শুরুতেই যখন কামনার ধন এসে অনায়াসে হাজির হল তখন লজ্জায় আড়ষ্ঠ হয়ে রইল ; এখন চলে যাবার পর কেন দুঃখ করছ? (কয়েক পা গিয়ে, প্রকাশ্যে) হে সন্তাপহারী লতাকুঞ্জ, আবার এসে তোমায় উপভোগ করব এই অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। (অন্যান্যদের সঙ্গে শকুন্তলা দুঃখের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন)।

রাঘবভট্ট—হে চক্রবাকবধূঃ, আমন্ত্রয়স্বাপৃচ্ছস্ব সহচরম্। উপস্থিতা রজনী। ইয়মপ্রস্তুত-প্রশংসা। তেন শকুন্তলে প্রিয়মাপৃচ্ছস্বেতি প্রকৃতো গম্যোঽর্থঃ। অতএব 'শকুন্তলা — সসংভ্রমম্' ইত্যাদি। অনেন দ্বিতীয়ং পতাকাস্থানকমুক্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'প্রস্তুতাগন্তুভাবস্য বস্তুনোঽন্যোক্তিসূচকম্। পতাকাস্থানবত্তুল্যং সংবিধানবিশেষণম্ ॥' ইতি বৃত্তিকারেণ ব্যাখ্যাতমন্যোক্তিসমাসোক্তিভেদাদিতি। তত্রান্যোক্ত্যেদম্। সমাসোক্ত্যাগ্রিমসন্ধৌ ভবিষ্যতি। অন্যোক্তিলক্ষণং তৃস্তটে — 'অসমানবিশেষণমপি যত্র সমানে নিবৃত্তমুপমেয়ম্। উক্তেন গম্যতে পরমুপমানেনেতি সান্যোক্তিঃ ॥' ইতি। এষাং স্থানমপ্যুক্তং মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ 'মুখে প্রতিমুখে গর্ভে বিমর্শে চ চতুর্ষ্বপি। ভেদাঃ সন্ধিষু কর্তব্যাঃ পতাকাস্থানকস্য তু ॥' ইতি। সসংভ্রমং সভয়ম্। পৌরব, অসংশয়ং মম শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায়ার্যা গৌতমীত এবাগচ্ছতি। 'উপলম্ভস্ত্বনুভবঃ' ইত্যমরঃ। যাবদ্বিটপান্তরিতো ভব। ইদং ব্যাজমিতি রাজ্ঞো মনসি স্যাৎ, তন্নিবারণায়াসংশয়মিত্যুক্তিঃ। অনেন নিরোধো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'যা তু ব্যসনসংপ্রাপ্তির্নিরোধঃ স তু কীর্ত্যতে' ইতি। অত্র স্বাভীষ্টাচ্চ্যুতিরেব ব্যসনম্। ইত ইত আর্যা গৌতমী। জাতে পুত্রি, অপীতি প্রশ্নে। লঘুঃ স্বল্পঃ সংতাপো যেষু তানি তেঽঙ্গানি। অস্তি মে বিশেষঃ। অনেন দর্ভোদকেন দর্ভসহিতেনোদকেন। বৈতানোদকেনেত্যর্থঃ। নিরাবাধং পীড়ারহিতমেব তে শরীরং ভবিষ্যতি। বৎসে, পরিণতো দিবসঃ। এহি। উটজমেব গচ্ছামঃ। 'পর্ণশালোটজোঽস্ত্রিয়াম্' ইত্যমরঃ। হৃদয় প্রথমমেব সুখোপনতে মনোরথে কাতরভাবং ন মুঞ্চসি। এবকারো ভিন্নক্রমঃ। নৈব মুঞ্চসীতি। মনোরথে বিষয়স্য নিগীর্ণত্বাদতিশয়োক্তিঃ। সানুশয়বিঘটিতস্য সপশ্চাত্তাপং চ তদ্বিঘট্টিতং চ তস্য। 'অথানুশয়ো দীর্ঘদ্বেষানুতাপয়োঃ' ইত্যমরঃ। কথং তে সাংপ্রতং সংতাপঃ। যৎসংগমে কাতরতা তৎসংগমাভাবে তদভাব এবোচিতো ন তু তাপ ইতি কথংশব্দার্থঃ। লতাবলয় লতাগৃহ সংতাপহারকেতি। অথ চ লতাগৃহ সংতাপহারকেত্যেকয়োক্ত্যা দুষ্যন্তলতাগৃহয়োঃ সংবোধনম্। বলয়শব্দেনাচ্ছাদকত্বসাধর্ম্যেণ গৃহং লক্ষয়তা গুপ্ততরত্বমনোহরত্বাদি ধ্বনিতম্। আমন্ত্রয়ে ত্বা ভূয়োঽপি পরিভোগায় সুখায় সংভোগায় চ। অনেন মনোরথো নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'মনোরথস্তু ব্যাজেন বিবক্ষিতনিবেদনম্' ইতি।

অধ্যাপনা—চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্ঠিআ রঅণী।' (চক্রবাকবধুঃ, আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্। উপস্থিতা রজনী।) — চক্রবাকবধূকে সাবধান করার নেপথ্যবাণী শকুন্তলার সখীদের। অসহায় মৃগশিশুকে মায়ের কাছে দিয়ে আসার ছলনায় তারা রাজা আর শকুন্তলার

গোপনমিলনের সুযোগ করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সখীকে বাঁচানোর সকল দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তারা সতর্কভাবে নজর রেখেছে যাতে তাদের সখীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে না হয়। তাই গৌতমী আসার পূর্বেই সতর্কবাণী — 'সহচরের কাছ থেকে বিদায় নাও। সন্ধ্যা সমাগত'।

কবিপ্রসিদ্ধি এই যে চক্রবাক দম্পতি মুহূর্তের বিরহেও নিতান্ত কাতর হয়। সামান্য পদ্মপাতার ব্যবধানে থাকা চক্রবাকের জন্য চক্রবাকীর করুণরোদন এই নাটকেই চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলা বর্ণনা করেছে। শকুন্তলা এখানে চক্রবাকবধূ। সামনে বিরহের দীর্ঘ রজনী। এইরকম দ্ব্যর্থ বচনবিন্যাস সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে পতাকাস্থান বলে নির্দিষ্ট। সাহিত্যে-দর্পণে কথিত চতুর্থ প্রকারের পতাকাস্থান এটি।

'লদাবলঅ ...... পরিভোঅস্‌স' (লতাবলয় ...... পরিভোগস্য) — এখানেও ব্যঞ্জনা। ইঙ্গিতে দুষ্যন্তকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল — 'এখানে আবার আসবো — তোমার সঙ্গে মিলিত হতে' ('পরিভোঅস্‌স' — পরিভোগায়)। অতৃপ্ত-বাসনার চরিতার্থতা না আসা পর্যন্ত কামনার আগুন প্রশমিত হবে কি ভাবে! লক্ষ্য করার বিষয় — স্বভাবসরল শকুন্তলার মধ্যেও বাক্‌চাতুর্যের প্রকাশ ঘটছে।

[৩.২০]

➤➤ রাজা — (পূর্বস্থানমুপেত্য। সনিঃশ্বাসম্) অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ। ময়া হি —

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং
প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্।
মুখমংসবিবর্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ
কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু ॥ ২২ ॥

ক্ব নু খলু সম্প্রতি গচ্ছামি। অথবা ইহৈব প্রিয়াপরিভুক্তমুক্তে লতাবলয়ে মুহূর্তং স্থাস্যামি। (সর্বতোঽবলোক্য)

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছক্নোমি শূন্যাদপি ॥ ২৩ ॥

বিসন্ধি—পূর্বস্থানম্ + উপেত্য। মুহুঃ + অঙ্গুলি ... । মুখম্ + অংসবিবর্তি। কথম্ + অপি + উন্নমিতম্। ইহ + এব। সর্বতঃ + অবলোক্য। শিলায়ম্ + ইয়ম্। নখৈঃ + অর্পিতঃ। হস্তাৎ + ভ্রষ্টম্ + ইদম্। বিসাভরণম্ + ইতি + আসজ্যমানেক্ষণঃ। বেতসগৃহাৎ + শক্নোমি। শূন্যাৎ + অপি।

অন্বয়—পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ মুহুঃ অঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্ অংসবিবর্তি মুখং কথমপি উন্নমিতং ন তু চুম্বিতম্ ॥ ২২ ॥

তস্যাঃ শরীরলুলিতা পুষ্পময়ী ইয়ং শয্যা শিলায়াং (বর্ততে) ; নখৈঃ নলিনীপত্রে অর্পিতঃ এষ ক্লান্তঃ মন্মথলেখঃ ; ইদং হস্তাৎ ভ্রষ্টং বিসাভরণম্ ইতি আসজ্যমানেক্ষণঃ শূন্যাদপি বেতসগৃহাৎ সহসা নির্গন্তুং ন শক্নোমি ॥ ২৩ ॥

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [পূর্বস্থানম্ উপেত্য — আগের জায়গায় ফিরে এসে ; সনিঃশ্বাসম্ — দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে] অহো, বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ (হায়, অভিলাষ সিদ্ধির পথে কত বাধা)। ময়া হি (আমি), পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ (সেই সুলোচনার, চোখের পালক ঘন এমন রমণীর) মুহুঃ অঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং (যে বারবার তার অধরোষ্ঠ চুম্বনের আশঙ্কায় ঢেকে রাখছিল), প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্ (অস্ফুটভাবে বারবার নিষেধ করার সময় যার মুখখানি আরো সুন্দর লাগছিল), অংসবিবর্তি মুখম্ (স্বাভাবিক লজ্জায় যে তার মুখ কাঁধের দিকে ঘুরিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইছিল সেই মুখ) কথমপি উন্নমিতং (কোনভাবে তুলে ধরলেও) ন তু চুম্বিতম্ (চুম্বন করতে পারিনি)। সম্প্রতি (এখন) ক্ব নু খলু গচ্ছামি (কোথায় যাই)? অথবা (নাকি) ইহ এব (এখানেই) প্রিয়াপরিভুক্তমুক্তে লতাবলয়ে (এই লতাকুঞ্জে, আমার প্রিয়া এতক্ষণ উপভোগ ক'রে যা এইমাত্র ছেড়ে গেলেন) মুহূর্তং স্থাস্যামি (একটুক্ষণ থাকি)। [সর্বতঃ অবলোক্য — চারদিকে তাকিয়ে] তস্যাঃ শরীরলুলিতা (তার শরীরের তাপে ম্লান) পুষ্পময়ী ইয়ং শয্যা (এই ফুলশয্যা) শিলায়াং বর্ততে (শিলাখণ্ডের উপরে পড়ে আছে) ; নখৈঃ (নখ দিয়ে) নলিনীপত্রে অর্পিতঃ (পদ্মপাতায় লেখা) এষঃ ক্লান্তঃ মন্মথলেখঃ (এই তো সেই প্রেমপত্র মলিন হয়ে পড়ে আছে) ; ইদং হস্তাৎ ভ্রষ্টং বিসাভরণম্ (এই যে হাত থেকে খসে পড়া মৃণাল বলয়) ; ইতি আসজ্যমানেক্ষণঃ (যে দিকে তাকাই সেদিকেই আমার চোখ আকৃষ্ট হচ্ছে) ; শূন্যাৎ অপি বেতসগৃহাৎ (শূন্য এই বেতসকুঞ্জ থেকে) সহসা নির্গন্তুং ন শক্নোমি (সহসা বেরিয়ে যেতে পারছি না)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (আগের জায়গায় ফিরে এসে, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে) হায়, অভিলাষ পূরণের পথে কত বাধা!

সেই সুলোচনা শকুন্তলা (চুম্বনের আশঙ্কায়) বারবার তার অধরোষ্ঠ ঢেকে রাখছিল ; অস্পষ্টভাবে নিষেধ করার সময় তার মুখখানি আরো সুন্দর লাগছিল ; (স্বাভাবিক লজ্জায়) কাঁধের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে (চুম্বনের হাত থেকে) আত্মরক্ষা করছিল। তার মুখখানি কোনক্রমে তুলে ধরেছিলাম মাত্র, চুম্বন করতে পারিনি।

এখন কোথায় যাই? নাকি এখানেই, যে লতাকুঞ্জ আমার প্রিয়া এতক্ষণ উপভোগ করে ছেড়ে গেছে, একটুক্ষণ থাকি। (চারদিকে তাকিয়ে)

এই সেই ফুলশয্যা, যা তার শরীরের তাপে ম্লান হয়ে পাথরের বেদীতে পড়ে আছে ; নখ দিয়ে পদ্মপাতার উপরে লেখা সেই প্রেমপত্রখানি পড়ে আছে। হাত থেকে খসে পড়া

মৃণালবলয় এইতো পড়ে রয়েছে। যে দিকে তাকাই সেদিকেই আমার চোখ আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই এই বেতসকুঞ্জ শূন্য হ'লেও তা থেকে আমি সহসা চলে যেতে পারছি না।

রাঘবভট্ট—মুহুরিতি। মুহুর্বারহংবারমঙ্গুল্যা তর্জন্যা সংবৃত আচ্ছাদিতোঽধরোষ্ঠো যত্র তৎ। প্রতিষেধাক্ষরাণি মা মা অলমিত্যাদীনি তেষাং যদ্বৈক্লব্যং স্ফুটমনুচ্চারণং তেনাভিরামম্। বিক্লবশব্দো ধর্মপরঃ। অংসে বিবর্তিতুং শীলং যস্য তৎ। বলিতে পক্ষ্মলে অক্ষিণী যস্যাঃ সা পক্ষ্মালাক্ষী তস্যা মুখম্। অনেন চুম্বনার্থমুন্নমনে যোগ্যতা ধ্বনিতা। কথমপি মহতা কষ্টেন। উন্নমিতং চুম্বনার্থমূর্ধ্বীকৃতম্। ন চুম্বিতম্। তু পশ্চাত্তাপে। তেন তাবন্মাত্রচুম্বনলাভেনাপি কৃতকৃত্যতা স্যাদিতি ধ্বন্যতে। স্বভাবোক্তিঃ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। কথমপীত্যস্যার্থং প্রতি বিশেষণত্রয়ার্থস্য হেতুত্বোপাদানাৎ কাব্যলিঙ্গম্। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। তস্যা ইতি। তস্যাঃ পুর ইব পরিবর্তমানায়াঃ পুষ্পময়ী ন পল্লবময়ী। তেষাং ততোঽপি মৃদুত্বাৎ। তেন তস্যাঃ কোমলতরত্বং ধ্বন্যতে। শরীরেণ সন্তপ্তদেহেন লুলিতেতস্ততঃ ক্ষিপ্তা। শরীরস্য সন্তপ্তত্বং প্রকরণলভ্যমিতি . নোক্তম্। শিলায়ামিয়ং শয্যেতি যথাদৃষ্টোক্তিঃ। ক্লান্তা। এবমেষ ইদমিত্যত্রাপি। অত্রৈষশব্দঃ সমীপতরত্বং বদন্ মদনলেখস্য স্বোদ্দেশেন প্রিয়ালিখিতত্বেন চ হৃদ্যতরত্বং ধ্বনয়তি। অতএব নেদমৈতদোঃ প্রক্রমভঙ্গঃ শঙ্কনীয়ঃ। উক্তং চ — 'ইদম্ প্রত্যক্ষগতং সমীপতরবর্তি চৈতদো রূপম্' ইতি। অতএব পুষ্পাদ্যবিশেষেণোক্তম্। অত্র তু নলিনীপত্রে নখৈরর্পিত ইতি। যথাযথং পঞ্চানামপ্যুপযোগাদক্ষরবাহুল্যাদ্বা নখৈরিতি বহুবচনম্। বিসাভরণং ক্লান্তমিত্যেব। ইত্যমুনা প্রকারেণায়ং স্তনন্যস্তো মৃণালভরঃ ক্লান্ত ইতি প্রকারশব্দার্থঃ। মধ্যদীপকালঙ্কারঃ। আ সমন্তাৎ সজ্যমানে স্বয়মেব সংবধ্যমানে ঈক্ষণে যস্য সঃ। শূন্যাদপি তয়া বিরহিতাদপি বেতসগৃহাৎ সহসাকস্মান্নির্গন্তুং ন শক্নোমি। তত্ত্যক্তান্যুপভোগচিহ্নান্যত্যন্তং মম মনো রময়ন্তি তত্র সা কিমু বক্তব্যেতি ভাবঃ। হেত্বনুপ্রাসৌ। অত্র নির্গমনকারণে শূন্যত্বে সতি যত্তদভাবঃ সা বিশেষোক্তিঃ। অথ চ তৎসদ্ভাবস্য কারণস্যাভাবেঽপি গমনাভাবস্তৎকার্যমুক্তমিতি বিভাবনা। অত্র চ কারণাভাবস্তদ্বিরুদ্ধোক্তিঃ। সাধকবাধকপ্রমাণাভাবাৎ সন্দেহসঙ্করঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। অস্য তূর্যচরণেন পুষ্পং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'পুষ্পং বাচ্যং বিশেষবৎ' ইতি।

সুষমা—[১] বিঘ্নবত্যঃ — বিহন্যতে অনেন ইতি বি — হন্ + ক = বিঘ্নঃ। বিঘ্নঃ বাহুল্যেন সন্তি ইতি বিঘ্ন + মতুপ্ (ভূমা অর্থে) + স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্, প্রথমা বহুবচন। [২] প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ — প্রার্থিতাঃ অর্থাঃ (কর্মধা) ; তেষাং সিদ্ধয়ঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩] অঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠম্ — অধরঃ ওষ্ঠঃ (কর্মধা) ; অঙ্গুলিভিঃ সংবৃতঃ (তৃতীয়া তৎ), অঙ্গুলিসংবৃতঃ অধরোষ্ঠঃ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [৪] প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্ — প্রতিষেধস্য অক্ষরাণি (ষষ্ঠী তৎ), তেষাং বিক্লবম্ (ষষ্ঠী তৎ) তেন অভিরামম্ (তৃতীয়া তৎ)। [৫] পক্ষ্মালাক্ষ্যাঃ — পক্ষ্মলে অক্ষিণী যস্যাঃ (বহুব্রী) তস্যাঃ। পক্ষ্ম + লচ্ (প্রশংসার্থে) = পক্ষ্মলম্। সূত্র — 'সিধ্মাদিভ্যশ্চ'। পক্ষ্মলে অক্ষিণী অস্যাঃ ইতি পক্ষ্মলাক্ষি + ষচ্ (সমাসান্ত) + ঙীষ্ = পক্ষ্মলাক্ষী।

[৬] নায়িকার স্বাভাবিক ক্রিয়া বর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া 'কথমপি' এর অর্থের প্রতি বিশেষণত্রয়ের কারণত্ব থাকায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া অর্থান্তরন্যাস। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] মালভারিণী ছন্দ। নামান্তর কালভারিণী। [৮] পুষ্পময়ী — পুষ্প + ময়ট্ প্রাচুর্যে + ঙীপ্। [৯] আসজ্জ্যমানেক্ষণঃ — আসজ্যমানে ঈক্ষণে যস্য সঃ (বহুব্রী)। আ-সজ্জ + শানচ্ = আসজ্জমানঃ। সজ্জ (ষস্জ) ধাতু পরস্মৈপদী হলেও আত্মনেপদে এর প্রয়োগ বহুল প্রচলিত। [১০] শকুন্তলা না থাকা সত্ত্বেও রাজার বেতসকুঞ্জ পরিত্যাগ করতে অসামর্থ্য বর্ণনায় বিভাবনা / বিশেষোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ, অর্থাপত্তি। অনুপ্রাস। [১১] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

[৩.২১]

(আকাশে)

রাজন্,

সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ
সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্ ॥ ২৪ ॥

রাজা — অয়মহমাগচ্ছামি। (নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

বিসন্ধি—ছায়াঃ + চরন্তি। ভয়ম্ + আদধানাঃ। অয়ম্ + অহম্ + আগচ্ছামি। তৃতীয়ঃ + অঙ্কঃ।

অন্বয়—সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে হুতাশনবতীং বেদিং পরিতঃ প্রযস্তাঃ ভয়ম্ আদধানাঃ সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাং ছায়াঃ বহুধা চরন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[আকাশে — অলক্ষ্যে ; যেন দূর থেকে কেউ বলছে] রাজন্ (হে রাজা), সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে (সন্ধ্যাকালের যজ্ঞ শুরু হতেই) হুতাশনবতীং বেদিং পরিতঃ প্রযস্তাঃ (হোমাগ্নি জ্বলছে এমন যজ্ঞবেদির চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে) ভয়ম্ আদধানাঃ (ভয়-জাগানো) সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ (সন্ধ্যাকালের মেঘের মত পিঙ্গলবর্ণ) পিশিতাশনানাং ছায়াঃ (রাক্ষসদের ছায়া) বহুধা চরন্তি (নানাভাবে বিচরণ করছে)। রাজা অয়ম্ অহম্ আগচ্ছামি (এই আমি আসছি)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন। তৃতীয়ঃ অঙ্কঃ (তৃতীয় অঙ্ক এখানে শেষ হ'ল)।

বঙ্গানুবাদ— (অলক্ষ্যে)

হে রাজা,

সন্ধ্যাবেলার যজ্ঞ শুরু হতেই হোমাগ্নি জ্বলছে এমন যজ্ঞবেদির চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ভয়-জাগানো, সন্ধ্যাকালের মেঘের মত পিঙ্গলবর্ণ রাক্ষসদের ছায়া নানা ভাবে বিচরণ করছে।

রাজা — এই আমি আসছি। (বেরিয়ে গেলেন)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

রাঘবভট্ট—সায়ন্তনে সায়ংকালীনে। 'সায়ংচিরং —' ইত্যাদিনা ট্যুল্ তুডাগমমশ্চ। সবনকর্মণি যজনকর্মণি। 'সবনং যজনে স্নানে' ইতি বিশ্বঃ। সম্যক্ প্রবৃত্তে ন ত্বাদাবেব। হুতাশনবতীং বেদীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ ইতস্ততো বিক্ষিপ্তা। ক্বচিৎ 'প্রকীর্ণাঃ' ইতি পাঠঃ। সন্ধ্যাপয়োদবৎ সায়ংকালীনমেঘবৎকপিশাঃ পিঙ্গটা ভয়মাদধানাং পিশিতাশনানাং রক্ষসাং ছায়াঃ পঙ্ক্তয়ো বহুধানেকবারং চরন্তি গতাগতং কুর্বন্তি। 'ছায়া স্যাদাতপাভাবে প্রচ্ছোভাপঙ্ক্তিষু স্মৃতা' ইতি বিশ্বঃ। পরিপ্রেতি পিশাপিশীতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। উপমা চ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। অত্রাপি ভয়ানকো রসঃ। উক্তং চ — 'ভয়ে তু মন্তুনা ঘোরদর্শনশ্রবণাদিভিঃ। চেতস্যতীব চাঞ্চল্যং তৎপ্রায়ো নীচমধ্যয়োঃ' ইতি। তত্ত্বয়ং স্থায়িভাবঃ। পিশিতাশনচ্ছায়াবলোকনং বিভাবঃ। পদ্যস্থভয়শব্দেন ত্রাসলক্ষণো ব্যভিচারী। উদ্দীপনবিভাবাদিকং স্বয়মূহণীয়ম্। অত্র প্রতিমুখসন্ধৌ নর্মনর্মদ্যুত্যুপাসনান্যঙ্গানি নোক্তানি। কানিচিদ্‌ব্যত্যয়েনাপ্যুক্তানি তৎকথমিতি ন বাচ্যম্। ভরতাদিভিরেব তথোক্তেঃ। তত্রাদিভরতে — 'কবিভিঃ কাব্যকুশলৈ রসভাবমপেক্ষ্য তু। সর্বাঙ্গানি কদাচিত্তু দ্বিত্রিহীনানি বা পুনঃ। ব্যুৎক্রমেণাপি কার্যাণি' ইতি। রসার্ণবসুধাকরেঽপি — 'কেষাঞ্চিদেষামঙ্গানাং বৈকল্যং কেচিদূচিরে' ইত্যাদি।

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকায়ামর্থদ্যোতনিকায়াং

॥ তৃতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সুষমা—[১] সায়ন্তনে — সায়ং ভবম্ ইতি সায়ম্ + ট্যু বা ট্যুল্। তুট্ আগম। সূত্র — 'সায়ঞ্চির —' ইত্যাদি। [২] হুতাশনবতীম্ — হুতস্য অশনঃ (ষষ্ঠী তৎ), অথবা হুতম্ অশনম্ যস্য সঃ (বহুব্রী) ; হুতাশন + মতুপ্ ; স্ত্রিয়ামীপ্। [৩] বেদিম্ — 'অভিতঃ পরিতঃ —' ইত্যাদি সূত্রে 'পরিতঃ' শব্দযোগে দ্বিতীয়া। [৪] আদধানাঃ — আ — ধা + শানচ্ কর্তরি; প্রথমা বহুবচন। [৫] সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ — সন্ধ্যাকালীনাঃ পয়োদাঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস), সন্ধ্যাপয়োদাঃ ইব কপিশাঃ (উপমান কর্মধা)। [৬] পিশিতাশনানাম্ — পিশিতম্ অশনং যেষাং তে (বহুব্রী), তেষাম্। [৭] ভয়ের কারণ উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। 'সন্ধ্যাপয়োদকপিশঃ' — এখানে উপমা। ছেক-শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রথম অঙ্কের শেষ ভাগের সঙ্গে এই অংশের মিল লক্ষণীয়। প্রথমাঙ্কে প্রেমালাপে বিঘ্ন ঘটায় মত্তহস্তী। এখানে গৌতমীর আগমন। প্রথমাঙ্কেও বাসনা অপূর্ণ। এখানেও দুষ্যন্ত অপরিতৃপ্ত। প্রথমাঙ্কে কর্তব্যে সজাগ রাজার বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে কর্তব্যপালন। এখানে তা উক্ত না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে। রসান্তর আনয়নে এবং দর্শকদের ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নাটক গতিহীন হয়। (পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে)।

আরেকটা কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে — রাজার উপস্থিতিমাত্রই রাক্ষসেরা পালিয়েছে। "প্রবিষ্টমাত্র এবাশ্রমং তত্রভবতি রাজনি নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্মাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি। কা কথা বাণসন্ধানে ......"। দ্রঃ ৩.১ অংশ। এখানে দেখছি — রাক্ষসেরা আবার উপস্থিত। তারা সুযোগ পেলেই বারেবারে আসছে। ৩.১ অংশের 'কস্যেদমুশীরানুলেপনম্' ইত্যাদি থেকে বুঝতে পারছি ৩.১ এবং ৩.২১ একই দিনের ঘটনা। শিষ্য গতদিনের সন্ধ্যার ঘটনা বলেছেন। পরের দিনই আবার রাক্ষস এসেছে। অর্থাৎ রোজই আসছে।

চতুর্থোঽঙ্কঃ

[৪.১]

(ততঃ প্রবিশতঃ কুসুমাবচয়ং নাটয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ)

অনসূয়া — পিঅংবদে, জইবি গন্ধব্বেণ বিহিণা নিব্বুত্তকল্লাণা সউন্দলা অণুরূবভত্তুগামিণী সংবুত্তেত্তি নিব্বুদং মে হিঅঅং, তহবি এত্তিঅং চিন্তণিজ্জং। (প্রিয়ংবদে যদ্যপি গান্ধর্বেণ বিধিনা নির্বৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্তৃগামিনী সংবৃত্তা ইতি নির্বৃতং মে হৃদয়ম্, তথাপি এতাবৎ চিন্তনীয়ম্।)

প্রিয়ংবদা — কহং বিঅ? (কথমিব)।

অনসূয়া — অজ্জ সো রাএসী ইট্‌ঠিং পরিসমাবিঅ ইসীহিং বিসজ্জিও অত্তণো ণঅরং পবিসিঅ অন্তেউরসমাগদো ইদোগদং বুত্তন্তং সুমরদি বা ণ বেত্তি। (অদ্য স রাজর্ষিঃ ইষ্টিং পরিসমাপ্য ঋষিভিঃ বিসর্জিতঃ আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুরসমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বেতি।)

প্রিয়ংবদা — বীসদ্ধা হোহি। ণ তাদিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরোহিণো হোন্তি। তাদো দাণিং ইমং বুত্তন্তং সুণিঅ ণ আণে কিং পডিবজ্জিস্‌সদি ত্তি। (বিশ্রব্ধা ভব। ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষা গুণবিরোধিনো ভবন্তি। তাত ইদানীম্ ইমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ন জানে কিং প্রতিপৎস্যতে ইতি।)

অনুসূয়া — জহ অহং দেক্‌খামি, তহ তস্‌স অণুমদং ভবে। (যথা অহং পশ্যামি, তথা তস্য অনুমতং ভবেৎ।)

প্রিয়ংবদা — কহং বিঅ? (কথম্ ইব?)

অনসূয়া — গুণবদে কণ্ণআ পড়িবাদণিজ্জে ত্তি অঅং দাব পঢ়মো সংকপ্‌পো। তং জই দেব্বং এব্ব সংপাদেদি ণং অপ্পআসেণ কিদত্থো গুরুজণো। (গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া ইতি অয়ং তাবৎ প্রথমঃ সংকল্পঃ। তং যদি দৈবম্ এব সম্পাদয়তি ননু অপ্রয়াসেন কৃতার্থঃ গুরুজনঃ।)

প্রিয়ংবদা — (পুষ্পভাজনং বিলোক্য) সহি, অবইদাইং বলিকম্মপজ্জত্তাইং কুসুমাইং। (সখি, অবচিতানি বলিকর্মপর্যাপ্তানি কুসুমানি।)

অনসূয়া — ণং সহীএ সউন্দলাএ সোহগ্গদেবআ অচ্চণীআ (ননু সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ সৌভাগ্যদেবতা অর্চনীয়া।)

প্রিয়ংবদা — জুজ্জদি। (যুজ্যতে)।

(তদেব কর্মারভেতে)

বিসন্ধি—চতুর্থঃ + অঙ্কঃ। কথম্ + ইব। তৎ + এব। কর্ম + আরভেতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—চতুর্থঃ অঙ্কঃ (চতুর্থ অঙ্ক শুরু হচ্ছে।) [ততঃ প্রবিশতঃ কুসুমাবচয়ং নাটয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ — তারপর দুই সখী ফুল তোলার অভিনয় করতে করতে প্রবেশ করলেন] অনসূয়া — প্রিয়ংবদে (প্রিয়ংবদা)! যদ্যপি (যদিও) গান্ধর্বেণ বিধিনা (গান্ধর্ব বিবাহের নিয়মে বিবাহ করে) অনুরূপভর্তৃগামিনী শকুন্তলা (শকুন্তলা যোগ্য স্বামী লাভ করেছে) নির্বৃত্তকল্যাণা সংবৃত্তা (এবং তাতে তার মঙ্গলই হয়েছে) ইতি (এবং সেই কারণে) নির্বৃতং মে হৃদয়ম্ (আমার মন আশ্বস্ত হয়েছে), তথাপি (তবুও) এতাবৎ চিন্তনীয়ম্ (এই বিষয়ে একটা চিন্তার আছে)। প্রিয়ংবদা — কথমিব (কি রকম)? অনসূয়া — অদ্য (আজ) স রাজর্ষিঃ (সেই রাজর্ষি অর্থাৎ দুষ্যন্ত) ইষ্টিং পরিসমাপ্য (যজ্ঞ শেষ করে) ঋষিভিঃ বিসর্জিতঃ (ঋষিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন) ; আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য (নিজের রাজধানীতে গিয়ে) অন্তঃপুরসমাগতঃ (রাজান্তঃপুরে অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে) ইতোগতং বৃত্তান্তম্ (এই আশ্রমের ঘটনা) স্মরতি বা ন বেত্তি (মনে রাখবেন কি রাখবেন না)। প্রিয়ংবদা — বিশ্রব্ধা ভব (নিশ্চিন্ত থাক')। তাদৃশাঃ আকৃতিবিশেষাঃ (এরকম সুন্দর চেহারার লোক) ন গুণবিরোধিনঃ ভবন্তি (গুণের বিরোধী হন না, অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে পারেন না)। তাত (পিতা কণ্ব) ইদানীম্ (এখন) ইমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা (এই ঘটনা শুনে) ন জানে কিং প্রতিপৎস্যতে ইতি (জানিনা কি মনে করবেন)। অনসূয়া — যথা অহং পশ্যামি (তা আমি যা দেখছি) তথা (তাতে) তস্য অনুমতং ভবেৎ (মনে হচ্ছে এটা তিনি অনুমোদন করবেন)। প্রিয়ংবদা — কথমিব (কি করে বুঝলে)? অনসূয়া — গুণবতে (গুণবান্ পাত্রে) কন্যকা (কন্যা) প্রতিপাদনীয়া (সম্প্রদান করবেন) ইতি অয়ং তাবৎ প্রথমঃ সংকল্পঃ (এটাই তার প্রথম থেকে ইচ্ছা)। তং যদি (তা সেটা যদি) দৈবম্ এব সম্পাদয়তি (দৈবই অর্থাৎ ভাগ্যই করে দেয়) ননু (তাহলে বলতে হবে) অপ্রয়াসেন কৃতার্থঃ গুরুজনঃ (চেষ্টা ছাড়াই কাজ হয়ে যাওয়ায় গুরুজনেরা কৃতার্থই হলেন)। প্রিয়ংবদা — [পুষ্পভাজনং বিলোক্য — ফুলের সাজির দিকে তাকিয়ে] সখি (সখী)! বলিকর্মপর্যাপ্তানি কুসুমানি অবচিতানি (পূজার ফুল যথেষ্টই তোলা হয়েছে)। অনসূয়া — ননু (আরে আজ) সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ (সখী শকুন্তলার) সৌভাগ্যদেবতা অর্চনীয়া (সৌভাগ্যদেবতারও পূজা করতে হবে — সুতরাং আরো কিছু ফুল তোলা দরকার — এইভাব)। প্রিয়ংবদা — যুজ্যতে (তা বটে)। [তদেব কর্ম আরভেতে — তাই করতে লাগলেন — অর্থাৎ আরো ফুল তুলতে লাগলেন]।

বঙ্গানুবাদ— চতুর্থ অঙ্ক

(তারপর ফুল তোলার অভিনয় করতে করতে দুই সখী প্রবেশ করলেন)

অনসূয়া — প্রিয়ংবদা, যদিও গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে শকুন্তলা যোগ্য বর লাভ করেছে এবং এতে তার মঙ্গলই হয়েছে এবং সেজন্য আমার মন আশ্বস্ত, তবুও এই বিষয়ে একটু চিন্তার আছে।

প্রিয়ংবদা — কি রকম?

অনসূয়া — আজ সেই রাজর্ষি (দুষ্যন্ত) যজ্ঞ শেষ করে ঋষিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। (কিন্তু) নিজের রাজধানীতে গিয়ে অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তিনি এই আশ্রমের ঘটনা মনে রাখবেন কি — (এই চিন্তা হচ্ছে)।

প্রিয়ংবদা — তুমি নিশ্চিন্ত থাক'। যাঁদের চেহারা অত সুন্দর তাঁরা কখনো খারাপ কাজ করতে পারেন না। (আমার অন্য চিন্তা হচ্ছে)। পিতা কণ্ব এখন এই ঘটনা শুনে জানিনা কি মনে করবেন।

অনসূয়া — তা আমি যা বুঝছি তাতে মনে হয় তিনি এটা অনুমোদন করবেন।

প্রিয়ংবদা — কি করে বুঝলে?

অনসূয়া — গুণবান পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান ক'রবেন এটা তাঁর প্রথম থেকেই ইচ্ছা। তা সেটা যদি দৈবই করে দেয় তাহলে বলতে হবে চেষ্টা ছাড়াই কাজ হয়ে যাওয়ায় গুরুজনেরা কৃতার্থই হ'লেন।

প্রিয়ংবদা — (ফুলের সাজির দিকে তাকিয়ে) পূজার ফুল যথেষ্টই তোলা হ'য়েছে।

অনসূয়া — আরে আজ সখী শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজা করতে হবে। (সুতরাং আরো কিছু ফুল তোল)।

প্রিয়ংবদা — তা বটে।

(দুজনে তাই করতে লাগলেন)

রাঘবভট্ট—অথ চতুর্থাঙ্কাদিপঞ্চমমধ্যে 'যথোক্তং করোতি' ইত্যন্তেন গর্ভসন্ধিরুক্তঃ। তল্লক্ষণমাদিভরতে — উদ্ভেদস্তস্য বীজস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিরেব চ। পুনশ্চান্বেষণং যত্র স গর্ভঃ পরিকীর্তিতঃ ॥' ইতি। পূর্বসন্ধ্যুপক্ষিপ্তাপ্তিঃ। দুর্বাসসঃ শাপাদপ্রাপ্তিঃ। পুনস্তস্য প্রসাদেনাভিজ্ঞানদর্শনেন পুনঃ প্রাপ্তিরিতি। 'অত্রাপ্ত্যাশাপতাকানুরোধাদঙ্গানি কল্পয়েৎ। অভূতাহরণং মার্গো রূপোদাহরণে ক্রমঃ ॥ সংগ্রহশ্চানুমানং চ তোটকাদিবলে তথা। উদ্বেগসম্ভ্রমাপেক্ষো দ্বাদশ' ইতি। এষামঙ্গানাং ব্যাখ্যানাবসরে তত্র তত্র লক্ষণং বক্ষ্যামঃ। তত্র পতাকায়া অনিত্যত্বাদত্র পতাকা নাস্তি। তদুক্তং ধনিকেন — 'পতাকা স্যান্ন বা স্যাৎ প্রাপ্তি-সংভবে' ইতি। প্রাপ্ত্যাশায়া নিয়তত্বমুক্তং সুধাকরেঽপি — 'পতকায়াস্ত্ববস্থানং ক্বচিৎ' ইতি। তেন প্রাপ্ত্যাশালক্ষণমেব লিখ্যতে। তল্লক্ষণং সুধাকরে — 'প্রাপ্ত্যাশা তু মহার্থস্য

সিদ্ধিসম্ভাবভাবনা' ইতি। অত্রাপি দুর্বাসসঃ প্রসাদেন মহার্থস্য শকুন্তলারূপস্য রাজ্ঞঃ প্রাপ্তি-সম্ভাবনেতি জ্ঞেয়ম্। কুসুমাবচয়ং নাটয়ন্ত্যাবিতি বামহস্তেনোত্তানেনারালেন দক্ষিণেন পুরঃ পার্শ্বাদিস্থিতেনৌচিত্যাচ্যুতসংযুক্তে ন হংসাস্যেন। তল্লক্ষণং যথা — 'তর্জন্যাদিষ্বঙ্গুলীষু প্রাচ্যাঃ প্রাচ্যাঃ পরাঃ পরাঃ। দূরস্থোর্ধ্বা মনাগ্বক্রা ধনুর্বক্রা তু তর্জনী ॥ অঙ্গুষ্ঠঃ কুঞ্চিতো যত্র তমরালং প্রচক্ষতে' ইতি। 'লগ্নাস্ত্রেতাগ্নিসংস্থানাস্তর্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যমাঃ। শেষে যত্রোর্ধ্ববিরলে স হংসাস্যোঽভিধীয়তে ॥ ঔচিত্যাচ্যুতসংযুক্তং কুসুমাবচয়াদিষু ॥' ইতি। 'হস্তাদানে চরস্তেয়ে' ইতি ঘঞি কৃতে অবচায় ইতি ভাব্যম্। তথা চ বামনসূত্রম্ — 'অবতারাবচারশব্দয়োর্দীর্ঘব্যত্যাসো ৰালানাম্' ইতি। অত্রোচ্যতে — 'হস্তাদানগ্রহণে প্রত্যাসত্তিরাদেয়স্য লক্ষ্যতে' ইতি বৃত্তিকারেণ ব্যাখ্যাতম্। হস্তাদান ইতি কিম্? 'বৃক্ষশিখরে পুষ্পপ্রচয়ং করোতি' ইতি প্রত্যুদাহৃতম্। ইদং চ পদমঞ্জরীকারেণ ব্যাখ্যাতম্। আরুহ্য হস্তাদানেঽপ্যাদেয়স্য প্রত্যাসত্ত্যভাবাদ্ ঘঞভাবঃ। এবমত্রাপি তাসাং ৰালত্বাৎ আদেয়স্য প্রত্যাসত্ত্যভাবাদ্ ঘঞভাব ইতি জ্ঞেয়ম্। প্রিয়ংবদে, যদ্যপি গান্ধর্বেণ বিধিনা নির্বৃত্তকল্যাণা জাতমঙ্গলা। 'কল্যাণং মঙ্গলেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। শকুন্তলানুরূপভর্তৃগামিনী সংবৃত্তেতি মে নির্বৃতং সুখিতং হৃদয়ম্। তথাপ্যেতাবচ্চিন্তনীয়ম্। কথমিব। অদ্য স রাজর্ষিরিষ্টিং পরিসমাপ্য প্রহিত ঋষিভির্বিসর্জিত আত্মনো নগরং প্রবিশ্যান্তঃপুরে স্ত্রীসমাজে সমাগতো মিলিত ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বা। অনেন বক্ষ্যমাণেন দুর্বাসসঃ শাপেন রাজ্ঞো নায়িকাবিস্মরণকারণং সূচিতম্। বিস্রব্ধ ভব বিশ্বাসযুক্তা ভব। ন তাদৃশ্য আকৃতিবিশেষা গুণবিরোধিনো ভবন্তি। 'যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি' ইত্যুক্তেঃ। তেন তস্মিন্ দুষ্যন্তে বঞ্চনাবিস্মরণাদিকং ন সংভাব্যত ইতি ভাবঃ। তাত ইদানীমিমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ন জানে কিং প্রতিপৎস্যত ইতি। যথাহং পশ্যামি। অত্র দৃশির্জ্ঞানার্থঃ। জানামীত্যর্থঃ। যথাশব্দো যোগ্যতায়াম্। যোগ্যতয়াহং জানামি। তস্যানুমতং ভবেদিতি। যথেতি 'যোগ্যতাবীপ্সাপদার্থানতিবৃত্তিসাদৃশ্যেষু' ইতি দণ্ডনাথঃ। কথমিব। গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়েত্যয়ং তাবৎ প্রথমো মুখ্যঃ সংকল্পো মানসং কর্ম। তদ্যদি দৈবমেব সংপাদয়তি। এবমবধারণে। অপ্রয়াসেন প্রয়াসাভাবেন কৃতার্থো গুরুজনঃ। সখি, অবচিতানি ৰলিকর্ম পূজাকর্ম তৎপর্যাপ্তানি কুসুমানি। ননু পরমতাক্ষেপে। সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ সৌভাগ্যদেবতার্চনীয়া। যুজ্যতে। তদেব কুসুমাবচয়লক্ষণমেব।

[৪.২]

(নেপথ্যে)

অয়মহং ভোঃ।

অনসূয়া — (কর্ণং দত্ত্বা) সহি, অদিধীণং বিঅ ণিবেদিদং। (সখি, অতিথীনাম্ ইব নিবেদিতম্।)

প্রিয়ংবদা — ণং উডজসংণিহিদা সউন্দলা। (আত্মগতম্) অজ্জ উণ হিঅএণ

অসংণিহিদা। (ননু উটজসন্নিহিতা শকুন্তলা। অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা।)

অনসূয়া — হোদু। অলং এত্তিএহিং কুসুমেহিং। (ভবতু, অলম্ এতাবদ্‌ভিঃ কুসুমৈঃ।) (প্রস্থিতে)

(নেপথ্যে)

আঃ অতিথিপরিভাবিনি,

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥ ১ ॥

বিসন্ধি—অয়ম্ + অহম্। যম্ + অনন্যমানসা। মাম্ + উপস্থিতম্। বোধিতঃ + অপি। কৃতাম্ + ইব।

অন্বয়—অনন্যমানসা যং বিচিন্তয়ন্তী উপস্থিতং তপোধনং মাং ন বেৎসি স বোধিতঃ সন্ অপি প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতাং কথামিব ত্বাং ন স্মরিষ্যতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে — অলক্ষ্যে, অন্তরালে] অয়ম্ অহং ভোঃ (এই যে আমি এসেছি, কে আছ')? অনসূয়া — [কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে শুনে] সখি, অতিথীনাম্ ইব নিবেদিতম্ (সখি, কোন বিশেষ সম্মানিত অতিথির কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে)। প্রিয়ংবদা — ননু উটজসন্নিহিতা শকুন্তলা (তা শকুন্তলা অবশ্য কুটীরের সামনেই আছে)। [আত্মগতম্ — মনে মনে] অদ্য পুনঃ (আজ কিন্তু) হৃদয়েন অসন্নিহিতা (তার মন তার নিজের মধ্যে নেই)। অনসূয়া — ভবতু (যাই হোক্), এতাবদ্‌ভিঃ কুসুমৈঃ অলম্ (যা ফুল তোলা হয়েছে তাতেই হবে, আর দরকার নেই)। [প্রস্থিতে — দুজনেই বেরিয়ে গেলেন]। [নেপথ্যে — অন্তরাল থেকে] আঃ অতিথিপরিভাবিনি (আঃ, অতিথির অবজ্ঞাকারিণী, এত বড় স্পর্দ্ধা — অতিথিকে অবজ্ঞা করলি — এইভাব), অনন্যমানসা যং বিচিন্তয়ন্তী (যাকে অনন্যমনে চিন্তা করতে গিয়ে) উপস্থিতং তপোধনং মাং (উপস্থিত তপস্বী আমাকে) ন বেৎসি (অবজ্ঞা করলি), সঃ বোধিতঃ সন্ অপি (তাকে মনে করিয়ে দিলেও) প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতাং কথাম্ ইব (পাগল যেমন তার আগের বলা কথা মনে করতে পারে না, ঠিক তেমনি) ত্বাং ন স্মরিষ্যতি (সেই লোক তোকে মনে করতে পারবে না।)

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

এই যে আমি এসেছি, কে আছ?

অনসূয়া — (কান পেতে শুনে) সখী, কোন সম্মানিত অতিথির কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা — তা শকুন্তলা অবশ্য কুটীরের কাছেই আছে। (মনে মনে) আজ অবশ্য তার মন তার নিজের মধ্যে নেই।

অনসূয়া — যাই হোক্, যথেষ্ট ফুল তোলা হয়েছে, আর দরকার নেই। (দুইজনের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

আঃ (এত বড় স্পর্দ্ধা)! তুই অতিথির অবমাননা করলি —

যাকে অনন্যমনে চিন্তা করতে গিয়ে তুই উপস্থিত তপস্বী আমাকে অবজ্ঞা করলি, সে কিন্তু, তাকে মনে করিয়ে দিলেও, পাগল যেমন তার আগের বলা কথা আর মনে করতে পারে না, তেমনি, তোকে আর মনে করতে পারবে না।

রাঘবভট্ট—সখি, অতিথীনামিব নিবেদিতম্। ভাবে ক্তঃ। ননু সম্বোধনে। উটজসন্নিহিতা শকুন্তলা। অদ্য পুনর্হৃদয়েনাসংনিহিতা। দুষ্যন্তগতহৃদয়েত্যর্থঃ। ভবতু। অলমেতাবদ্‌ভিঃ কুসুমৈঃ। বিচিন্তয়ন্তীতি। যং বিচিন্তয়ন্ত্যনন্যমানসা ত্বং মাং দুর্বাসসমুপস্থিতমাগতং তপোধনম্। ত্রয়ং বিধেয়ম্। ন বেৎসি স ত্বাং স্বয়ং ন স্মরিষ্যত্যেব, পরংতু বোধিতোঽপি জ্ঞাপিতোঽপি ন স্মরিষ্যতীত্যপিশব্দার্থঃ। কঃ কামিব। প্রকর্ষেণ মত্তঃ প্রথমং পূর্বং কৃতাং কথামিব। স রাজা কীদৃশঃ। প্রমত্তোঽবধানরহিতঃ। 'প্রমাদোঽনবধানতা' ইত্যমরঃ। তেনাসমর্থদোষঃ পরিহৃতঃ। ত্বাং কীদৃশীম্। পূর্বং কৃতামঙ্গীকৃতাম্। কাব্যলিঙ্গোপমাশ্লেষাঃ। ত্বয়তীয়েতি মনমানেতি নসসন্নিতি প্রপ্রেতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। বংশস্থং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] অতিথিপরিভাবিনি — পরি + ভূ + ণিনি, স্ত্রীলিঙ্গে পরিভাবিনী। সম্বোধনে পরিভাবিনি। 'ন ভা-ভূ-কমি-গমি —' ইত্যাদি সূত্রে ণত্বনিষেধ। [২] বিচিন্তয়ন্তী — বি — চিন্ত্ + ণিচ্ (স্বার্থে) + শতৃ, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। [৩] অনন্যমানসা — মন এব ইতি মনস্ + অণ্ = মানসম্। অবিদ্যমানম্ অন্যৎ যস্য তৎ অনন্যম্ (বহুব্রী)। 'নঞোঽস্ত্যর্থানাং বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ' সূত্রে বিকল্পে উত্তরপদের লোপ। অনন্যং মানসং যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [৪] তপোধনম্ — তপঃ এব ধনং যস্য সঃ (বহুব্রী), তম্। [৫] বোধিতঃ — বুধ্ + ণিচ্ + ক্ত। [৬] প্রমত্তঃ — প্র — মদ্ + ক্ত। [৭] কৃতাম্ — এখানে 'উক্তাম্' এই অর্থে ব্যবহার। [৮] শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের অভিশাপের কারণ প্রথমার্দ্ধে উল্লেখ থাকায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া পরিকর এবং উপমা। [৯] বংশস্থবিল ছন্দ।

[৪.৩]

প্রিয়ংবদা — হদ্ধী, হদ্ধী। অপ্পিঅং এব্ব সংবুত্তং। কস্সিং পি পূআরুহে অবরদ্ধা সুণ্ণহিঅআ সউন্দলা। (পুরোঽবলোক্য) ণ হু জস্সিং কস্সিং পি। এসো দুব্বাসো সুলহকোবো মহেসী। তহ সবিঅ বেঅবলুপ্ফুল্লাএ দুব্বারাএ গইএ পডিণিবুত্তো। কো অণ্ণো হুদবহাদো দহিদুং পহবদি। (হা ধিক্, হা ধিক্। অপ্রিয়ম্

এব সংবৃত্তম্। কস্মিন্ অপি পূজার্হে অপরাদ্ধা শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা। ন খলু যস্মিন্ কস্মিন্ অপি। এষঃ দুর্বাসাঃ সুলভকোপঃ মহর্ষিঃ। তথা শপ্ত্বা বেগবলোৎফুল্লয়া দুর্বারয়া গত্যা প্রতিনিবৃত্তঃ। কঃ অন্যঃ হুতবহাৎ দগ্ধুং প্রভবতি।)

অনসূয়া — গচ্ছ, পাদেসু পণমিঅ নিবত্তেহি ণং জাব অহং অগ্ঘোদঅং উবকপ্পেমি। (গচ্ছ, পাদয়োঃ প্রণম্য নিবর্ত্তয় এনং যাবৎ অহং অর্ঘোদকম্ উপকল্পয়ামি।)

প্রিয়ংবদা — তহ। (নিষ্ক্রান্তা) (তথা।)

অনসূয়া — (পদান্তরে স্খলিতং নিরূপ্য) অব্বো, আবেগক্খলিদাএ গইএ পব্ভট্টং মে অগ্গহত্থাদো পুপ্ফভাঅণং। (পুষ্পোচ্চয়ং রূপয়তি) (অহো, আবেগস্খলিতয়া গত্যা প্রভ্রষ্টং মম অগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনম্।)

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা — সহি, পকিদিবক্কো সো কস্স অণুণঅং পড়িগেণ্হদি। কিং বি উণ সাণুক্কোসো কিদো। (সখি, প্রকৃতিবক্রঃ স কস্য অনুনয়ং প্রতিগৃহ্ণাতি। কিমপি পুনঃ সানুক্রোশঃ কৃতঃ।

অনসূয়া — (সস্মিতম্) তস্সিং বহু এদং পি। কহেহি। (তস্মিন্ বহু এতৎ অপি। কথয়।)

প্রিয়ংবদা — জদা ণিবত্তিদুং ণ ইচ্ছদি তদা বিণ্ণবিদো মএ — ভঅবং, পঢ়ম ত্তি পেক্খিঅ অবিণ্ণাদতবপ্পহাবস্স দুহিদুজণস্স ভঅবদা এক্কো অবরাহো মরিসিদব্বো ত্তি। (যদা নিবর্তিতুং ন ইচ্ছতি তদা বিজ্ঞাপিতো ময়া — ভগবন্, প্রথম ইতি প্রেক্ষ্য অবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য ভগবতা এক অপরাধঃ মর্ষিতব্য ইতি।)

অনসূয়া — তদো তদো। (ততঃ ততঃ)।

প্রিয়ংবদা — তদো মে বঅণং অণ্ণহাভবিদুং ণারিহদি কিংদু অহিণ্ণাণাভরণদংসণেণ সাবো ণিবত্তিস্সদি ত্তি মন্তঅন্তো সঅং অন্তরিহিদো। (ততো মে বচনম্ অন্যথাভবিতুং নার্হতি কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যত ইতি মন্ত্রয়ন্ স্বয়ম্ অন্তর্হিতঃ।)

অনসূয়া — সক্কং দাণিং অস্সসিদুং। অত্থি তেণ রাএসিণা সংপত্থিদেণ সণামহেয়অঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং সুমরণীঅংত্তি সঅং পিণদ্ধং। তস্সিং সাহীণোবাআ সউন্দলা ভবিস্সদি। (শক্যম্ ইদানীম্ আশ্বসয়িতুম্। অস্তি তেন রাজর্ষিণা সংপ্রস্থিতেন স্বনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কং স্মরণীয়মিতি স্বয়ং পিনদ্ধম্। তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি।)

প্রিয়ংবদা — সহি, এহি। দেবকজ্জং দাব ণিব্বত্তেম্হ। (সখি, এহি। দেবকার্যং তাবৎ নির্বর্তয়াবঃ।)

(পরিক্রামতঃ)

প্রিয়ংবদা — (বিলোক্য) অণসূএ, পেক্খ দাব। বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী। ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং পি ণ এসা বিভাবেদি। কিং উণ আঅন্তুঅং। (অনসূয়ে, পশ্য তাবৎ। বামহস্তোপহিতবদনা আলিখিতা ইব প্রিয়সখী। ভর্তৃগতয়া চিন্তয়া আত্মানম্ অপি ন এষা বিভাবয়তি। কিং পুনঃ আগন্তুকম্।)

অনসূয়া — পিঅংবদে, দুবেণং এব্ব ণং ণো মুহে এসো বুত্তন্তো চিট্ঠদু। রক্খিদব্বা ক্খু পকিদিপেলবা পিঅসহী। (প্রিয়ংবদে, দ্বয়োঃ এব ননু নৌ মুখে এষ বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী।)

প্রিয়ংবদা — কো ণাম উণ্হোদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চেদি? (কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি?)

(উভে নিষ্ক্রান্তে)

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রিয়ংবদা — হা ধিক্ হা ধিক্ (হায়, হায়)! অপ্রিয়ম্ এব সংবৃত্তম্ (সর্বনাশ হ'ল)। কস্মিন্ অপি পূজার্হে (কোন এক পূজনীয় ব্যক্তির কাছে) অপরাদ্ধা শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা (অন্যমনস্ক শকুন্তলা অপরাধ করল)। [পুরঃ অবলোক্য — সামনে দেখে] ন খলু যস্মিন্ কস্মিন্ অপি (তা তিনি আবার যেমন তেমন লোক নন)। এষঃ সুলভকোপঃ দুর্বাসাঃ মহর্ষিঃ (ইনি হ'লেন মহর্ষি দুর্বাসা, যিনি সামান্য কারণেই ক্রুদ্ধ হন)। তথা শপ্ত্বা (ঐভাবে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়ে) বেগবলোৎফুল্লয়া দুর্বারয়া গত্যা (সবেগে ও দুর্বার গতিতে) প্রতিনিবৃত্তঃ (ফিরে যাচ্ছেন)। হুতবহাৎ কঃ অন্য (আগুন ছাড়া অন্য কে আর) দগ্ধুং প্রভবতি (পোড়াতে পারে)? অনসূয়া — গচ্ছ (যাও, শীগগির যাও)। পাদয়োঃ প্রণম্য নিবর্তয় এনম্ (দুপায়ে ধরে কোমক্রমে এঁকে ফেরাও)। যাবৎ অহং (ততক্ষণে আমি) অর্ঘোদকম্ উপকল্পয়ামি (পা ধোয়ার জল আর অর্ঘের ব্যবস্থা করি)। প্রিয়ংবদা — তথা (যাচ্ছি)। [নিষ্ক্রান্তা — বেরিয়ে গেলেন]। অনসূয়া — [পদান্তরে স্খলিতং নিরূপ্য — যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করে] অহো (হায়, আঃ), আবেগস্খলিতয়া গত্যা (উদ্বেগের বশে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে) মম অগ্রহস্তাৎ (আমার হাতের মুঠো থেকে প্রভ্রষ্টং পুষ্পভাজনম্ (ফুলের সাজিটা পড়ে গেল)। [পুষ্পোচ্চয়ং রূপয়তি — মাটি থেকে ফুল তোলার অভিনয় করলেন]। [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] প্রিয়ংবদা — সখি, প্রকৃতিবক্রঃ সঃ (সখি, তিনি স্বভাবেই কুটিল) কস্য অনুনয়ং প্রতিগৃহ্ণাতি (তিনি কি কারুর অনুরোধ রাখতে চান)! কিমপি পুনঃ সানুক্রোশঃ কৃতঃ (তবুও কিছুটা শান্ত করতে পেরেছি)। অনসূয়া — [সস্মিতম্ — অল্প হেসে] তস্মিন্ এতৎ অপি বহু (তাঁর মত লোকের ক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট)। কথয় (বল', অর্থাৎ বল' কিভাবে শান্ত করলে)। প্রিয়ংবদা — যদা

নিবর্তিতুম্ ন ইচ্ছতি (যখন কিছুতেই ফিরবেন না) তদা বিজ্ঞাপিতো ময়া। (তখন আমি এই মিনতি রাখলাম) — ভগবন্, প্রথম ইতি প্রেক্ষ্য (ভগবন্ এটা শকুন্তলার প্রথম অপরাধ এই কথা বিবেচনা করে) অবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য (এবং কন্যাস্থানীয় সে আপনার তপস্যার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু জানে না — এই বিবেচনায়) ভগবতা একঃ অপরাধঃ মর্ষিতব্য ইতি (আপনি তার এই একটি অপরাধ ক্ষমা করুন)। অনসূয়া — ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর)। প্রিয়ংবদা — ততঃ (তারপর তিনি বললেন) — মে বচনম্ অন্যথাভবিতুং নার্হতি (আমার কথার অন্যথা হতে পারে না) কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন (মনে করিয়ে দিতে পারে এমন কোন অলঙ্কার দেখাতে পারলে) শাপো নিবর্তিষ্যতে (শাপের অবসান হবে) ইতি মন্ত্রয়ন্ (এই বলেই) অন্তর্হিতঃ (তিনি চলে গেলেন)। অনসূয়া — শক্যম্ ইদানীম্ আশ্বসয়িতুম্ (যাক্ তাহলে এখন কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যায়)। তেন রাজর্ষিণা সংপ্রস্থিতেন (সেই সেই রাজর্ষি এখান থেকে যাওয়ার সময়) স্বনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কম্ (নিজের নাম খোদাই করা একটি আংটি) স্মরণীয়ম্ ইতি (স্মারক হিসাবে) স্বয়ং পিনদ্ধম্ (নিজেই শকুন্তলার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছেন) (তৎ) অস্তি (সেটা শকুন্তলার কাছে আছে)। তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি (তাতেই এই অভিশাপের প্রতীকারের উপায় শকুন্তলার হাতেই থাকছে)। প্রিয়ংবদা — সখি, এহি (সখি, চল)। দেবকার্যং তাবৎ নির্বর্তয়াবঃ (পূজার কাজ শেষ করি)। [পরিক্রামতঃ — দুজনে এগিয়ে চললেন]। প্রিয়ংবদা — [বিলোক্য — দেখে] অনসূয়ে, পশ্য তাবৎ (অনসূয়া, দেখ)। বামহস্তোপহিতবদনা (বাম হাতের উপর মুখখানা রেখে) আলিখিতা ইব প্রিয়সখী (আমাদের প্রিয়সখী ছবির মত বসে আছে)। ভর্তৃগতয়া চিন্তয়া (স্বামীর চিন্তায়) আত্মানম্ অপি ন এষা বিভাবয়তি (নিজের কথা পর্যন্ত খেয়াল নেই)। কিং পুনঃ আগন্তুকম্ (অতিথির আর কথা কি)! অনসূয়া — প্রিয়ংবদে (প্রিয়ংবদা), ননু দ্বয়োঃ এব নৌ মুখে (শোন', কেবল আমাদের দুজনের মধ্যেই) এষ বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু (এই ঘটনার কথা গোপন থাক্)। প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী (আমাদের এই প্রিয়সখী স্বভাবতঃ কোমল) রক্ষিতব্যা খলু (তাকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে)। প্রিয়ংবদা — কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি (নবমালিকা লতায় গরম জল ঢেলে কে তা নষ্ট করে)? উভে নিষ্ক্রান্তে — দুজনে বেরিয়ে গেলেন]। বিষ্কম্ভকঃ (এখানে বিষ্কম্ভক শেষ হ'ল)।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা — হায়, হায়! সর্বনাশ হ'ল। কোন এক পূজনীয় ব্যক্তির কাছে অন্যমনস্ক শকুন্তলা অপরাধ করল। (সামনে তাকিয়ে) তা তিনি আবার যেমন তেমন লোক নন। ইনি হ'লেন মহর্ষি দুর্বাসা, যিনি সামান্য কারণেই ক্রুদ্ধ হন। ঐভাবে শকুন্তলাকে শাপ দিয়ে সবেগে দুর্বার গতিতে ফিরে যাচ্ছেন। আগুন ছাড়া অন্য কে আর পোড়ায়!

অনসূয়া — (শীগ্‌গির) যাও। দুপায়ে পড়ে কোন' রকমে এঁকে ফেরাও। ততক্ষণে আমি পা-ধোয়ার জল আর অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করি।

প্রিয়ংবদা — যাচ্ছি। (বেরিয়ে গেলেন)

অনসূয়া — (যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ার অভিনয় করে) আঃ উদ্বেগের বশে

তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে হাত থেকে ফুলের সাজিটা পড়ে গেল। (মাটি থেকে ফুল তোলার অভিনয় করলেন)।

(প্রবেশ করে)

প্রিয়ংবদা — সখি, সেই ঋষি স্বভাবেই কুটিল। তিনি কি কারুর অনুরোধ রাখতে চান! (অনেক চেষ্টায় তবু) কিছুটা শান্ত করতে পেরেছি।

অনসূয়া — (অল্প হেসে) তাঁর মত লোকের ক্ষেত্রে এই যথেষ্ট। বল, (কিভাবে শান্ত করলে)।

প্রিয়ংবদা — যখন কিছুতেই ফিরবেন না তখন আমি এই মিনতি রাখলাম — "ভগবন্, শকুন্তলা আপমার মেয়ের মত' এবং সে আপনার তপস্যার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু জানে না ; তাছাড়া, এটা তার প্রথম অপরাধ — এই বিবেচনা করে আপনি তার এই একটা অপরাধ ক্ষমা করে দিন।"

অনসূয়া — তারপর, তারপর?

প্রিয়ংবদা — তারপর তিনি বললেন — "আমার কথার অন্যথা হতে পারে না। কিন্তু মনে করিয়ে দিতে পারে এমন কোন অলঙ্কার দেখাতে পারলে শাপের অবসান হবে" — এই বলেই তিনি চলে গেলেন।

অনসূয়া — যাক্ তাহলে এখন কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। সেই রাজর্ষি এখান থেকে যাবার সময় নিজের নাম খোদাই করা একটি আংটি স্মারক হিসাবে নিজেই (শকুন্তলার আঙ্গুলে) পরিয়ে দিয়েছেন। সেটা শকুন্তলার কাছে আছে। তার দ্বারাই এই অভিশাপের প্রতীকারের উপায় শকুন্তলার হাতে থাকছে।

প্রিয়ংবদা — সখি, চল ; পূজার কাজ শেষ করি।

(দুজনে এগিয়ে চললেন)

প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলাকে দেখে) অনসূয়া, দেখ। বাম হাতের উপর মুখখানা রেখে আমাদের প্রিয়সখী একেবারে ছবির মত বসে রয়েছে। স্বামীর চিন্তায় তার নিজের কথা পর্যন্ত খেয়াল নেই। অতিথির আর কথা কি!

অনসূয়া — প্রিয়ংবদা, এই ঘটনার কথা কিন্তু কেবল আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন থাক। আমাদের এই প্রিয় সখী স্বভাবতঃই কোমল। তাকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে।

প্রিয়ংবদা — নবমালিকা লতায় গরম জল ঢেলে কে তা নষ্ট করে?

(দুজনে বেরিয়ে গেলেন)

॥ বিষ্কম্ভক শেষ হল ॥

রাঘবভট্ট—হা ধিক্! অপ্রিয়মেব সংবৃত্তম। কস্মিংশ্চিদপি পূজার্হেঽপরাদ্ধা শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা। ন খলু যস্মিন্ কস্মিন্নপি। এষ দুর্বাসাঃ সুলভকোপো মহর্ষিঃ। তথা শপ্তা

বেগৰলোৎফুল্লয়া দুর্বারয়া গত্যা প্রতিনিবৃত্তঃ। কোঽন্যো হুতবহাদ্ দগ্ধুং প্রভবতি। দৃষ্টান্তা-লংকারঃ। গচ্ছ। পাদেষু প্রণম্য নিবর্তয়েনম্। পাদেষ্বিতি দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী। যাবদহমর্ঘো-দকমুপকল্পয়ামি। তথেতি নিষ্ক্রান্তা। অব্বো ইতি দুঃখে। 'অব্বো সূচনাদুঃখসংভাষণ—' ইত্যাদিসূত্রেণ নিপাতঃ। আবেগস্খলিতয়া সংভ্রমস্খলিতয়া গত্যা প্রভ্রষ্টং মমাগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনম্। অনেনাপশকুনেন দুর্বাসসোঽনিবৃত্তিঃ সূচিতা। অত্রাগ্রঃ স চাসৌ হস্তশ্চেতি সমানাধিকরণে বিশেষণসমাসেঽবয়বায়বিসংৰন্ধেন লক্ষণা। উক্তং চ বামনেন — 'হস্তাগ্রাগ্রহস্তাদয়ো গুণগুণিনোর্ভেদাভেদাভ্যাম্' ইতি। অন্যে ত্বগ্রহস্ত ইত্যখণ্ড এবায়ং শব্দো হস্তাগ্রবাচক ইত্যাহুঃ। অপরে তু হস্তস্যাগ্রমিত্যেব বিগৃহ্যাগ্রশব্দস্যাহিতাগ্ন্যাদিপাঠাৎ পূর্বনিপাতমাহুঃ। ইতরে তু প্রাকৃতে পূর্বনিপাতনিয়মাভাবাদ্ধস্তাগ্রশব্দমেবাহুঃ। পুষ্পোচ্চয়ং রূপয়তীতি পূর্ববৎ। সখি, প্রকৃতিবক্রঃ স কস্যানুনয়ং প্রতিগৃহ্নাতি। কিঞ্চিৎ পুনঃ সানুক্রোশঃ সকৃপঃ কৃতঃ। 'কৃপা দয়ানুকম্পা স্যাদনুক্রোশোঽপি' ইত্যমরঃ। তস্মিন্ বহ্বেতদপি, কথয়। যদা নিবর্তিতুং নেচ্ছতি তদা বিজ্ঞাপিতো ময়া। ভগবন্, প্রথম ইতি প্রেক্ষ্য বিচার্য। অত্র কোপঃ কর্তুং যুক্তো ন বেতি বিচার্যেত্যর্থঃ। অবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য ভগবতৈকোঽপরাধো মর্ষিতব্য ইতি। অয়মর্থঃ — যথা স কণ্বদুহিতা তদ্বত্তব দুহিতা। অথ চ দুহিতা বালিকাত এবাবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবা। অতোঽস্যাঃ প্রথম একোঽপরাধ ইতি সোঢ়ব্যঃ। ততো মে বচনমন্যথাভবিতুং নার্হতি। কিংত্বভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যত ইতি মন্ত্রয়ন্ কথয়ন্ স্বয়মন্তর্হিতঃ। শক্যমিদানীমাশ্বসয়িতুম্। অস্তি তেন রাজর্ষিণা সংপ্রস্থিতেন স্বনামধেয়াঙ্কিতমঙ্গুলীয়কং স্মরণীয়মিতি স্বয়ং পিনদ্ধম্ পরিধাপিতম্। অসীত্যন্বয়ঃ। তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি। দেবকার্যং তাবন্নির্বর্তয়াবঃ। বিলোক্যেতি শকুন্তলামিতি শেষঃ। অনসূয়ে, পশ্য তাবৎ। বামহস্তোপহিতবদনা। অত্র বামহস্তগ্রহণং স্ত্রীস্বভাবাৎ। আলিখিতেবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অতিনিশ্চলত্বং সাদৃশ্যং গম্যম্। প্রিয়সখী শকুন্তলা। ভর্তৃগতয়া চিন্তয়াত্মানমপি নৈষা বিভাবয়তি জানাতি। কাহং কিং করোমি কুত্র তিষ্ঠামীত্যাদ্যাত্ম-বিষয়কমপি জ্ঞানং নাস্তীত্যর্থঃ। কিং পুনরাগন্তুকম্। বিভাবয়তীত্যনুষজ্যতে। তজ্জ্ঞানং দূরাপাস্তমিত্যর্থঃ। দ্বয়োরেব। নন্বনুমতৌ। আবয়োর্মুখ এব বৃত্তান্তস্তিষ্ঠতু। স্থিতেঃ প্রাপ্তকালতেত্যর্থঃ। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী। পূর্ববাক্যং প্রত্যার্থো হেতুঃ। কো নামোষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি। বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তঃ। 'দ্বয়োঃ' ইত্যাদিনৈতদন্তেন শকুন্তলাং প্রতি শাপাকথনচ্ছদ্মনাভূতাহরণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'কপটাশ্রয়ং যদ্বাক্যমভূতাহরণং বিদুঃ' ইতি। বিষ্কম্ভলক্ষণং পূর্বোক্তম্। অয়মপি শুদ্ধবিষ্কম্ভঃ কেবলং প্রাকৃতেন কৃতত্বাৎ।

অধ্যাপনা—বিপদের মুখে অনসূয়ার স্থৈর্যই দুর্বাসার কোপ প্রশমিত করার জন্য প্রিয়ংবদাকে প্রেরণের বুদ্ধি জোগায়। প্রিয়ংবদা অন্বর্থসংজ্ঞাময়ী মধুরভাষিণী। তাই তাকেই পাঠালেন। (অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার চরিত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

কালিদাসের কাব্য এবং নাটকে অভিশাপের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যাই

করো, কর্তব্য ভুলো না — এটা যেন কালিদাসের জীবনের মূলমন্ত্র। যেখানে কর্তব্যচ্যুতি — সেখানেই তিনি ক্ষমাহীন। 'প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ' (রঘুবংশ, প্রথম) — পূজ্যের পূজা হয়নি, তাই এখানে অভিশাপ। যক্ষের কর্তব্যে অবহেলায় কুবেরের পদ্মবনে ঐরাবতের উপদ্রব — তাই বর্ষভোগ্য অভিশাপ। 'রঘু-বংশে' দিলীপের অজ্ঞানতঃ অপরাধেও অনপত্যতার অভিশাপ। 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে ভুল সংলাপ উচ্চারণের কারণে উর্বশীর অভিশাপপ্রাপ্তি।

অনুচ্ছেদের শেষভাগে উল্লিখিত অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার দুর্বাসার অভিশাপ শকুন্তলাকে জানতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত-গ্রহণ নাটকে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সখীরা নবমালিকা কোমল শকুন্তলাকে অমঙ্গলের আশঙ্কার হাত থেকে বাঁচাতে যে কথা গোপন করলেন — প্রকৃতপক্ষে তাতে শকুন্তলার অমঙ্গল হ্রাস পায়নি। বরং শকুন্তলা অভিশাপের কথা জানলে অঙ্গুরীয়ের সমধিক গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে একটু বেশী সচেতন থাকতেন। তাতেই হয়তো প্রত্যাখ্যান-দুঃখ এড়ানো যেত। যদিও যাবার বেলায় — 'যদি রাজা না চিনতে পারেন তবে ...' এই উপদেশ সখীরা দিয়েছে — কিন্তু এই অঙ্গুরীয়ই যে তার জীয়নকাঠি তা শকুন্তলাকে বলা হয়নি। ভাগ্যের পরিহাস! আবার শকুন্তলা যদি জানতে পারতেন যে এই অঙ্গুরীয়তেই তার গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান নির্ভর করছে এবং সর্বদা সচেতন থেকে তা রক্ষা করতেন তবে পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানই হ'ত না। তাতে আর যাই হোক — এ নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' হ'ত না। শকুন্তলার পরীক্ষা, মর্ত্যের কামনাকে স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত করা, কামের প্রেমে উত্তরণ — কিছু দেখানো যেত না।

এ পর্যন্ত যেসব ঘটনা দেখানো হ'ল তা বিষ্কম্ভকের অন্তর্গত। বিষ্কম্ভক কি, কেন এর প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় তৃতীয় অঙ্কের প্রথম অধ্যাপনায় (৩.১) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'আলোচ্যে বিষ্কম্ভক শুদ্ধ — কেননা কেবলমাত্র প্রাকৃত ভাষায় তা রচিত' — রাঘবভট্ট এরকম বলেছেন। কিন্তু শুদ্ধ এবং সংকীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভকের প্রভেদ এভাবে দেখান হয়ে থাকে — শুধু এক বা দুই মধ্যমপাত্র-প্রযোজিত হলে তা শুদ্ধ। আর সঙ্কীর্ণে মধ্যমপাত্রের সঙ্গে নীচ পাত্রও অংশগ্রহণ করে। 'বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ। সংক্ষেপার্থস্তু বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্র প্রযোজিতঃ ॥ একানেককৃতঃ শুদ্ধঃ সংকীর্ণঃ নীচমধ্যমৈঃ।' (দশরূপক) ; এই প্রসঙ্গে ভাষার ব্যাপারে বলা যায় যে — শুদ্ধবিষ্কম্ভকে ভাষা হবে সংস্কৃত। আর সঙ্কীর্ণে যেহেতু নীচপাত্রও থাকে সেহেতু সেখানে প্রাকৃতভাষাও থাকবে। সবদিক দিয়ে বিচার করে এই বিষ্কম্ভককে সঙ্কীর্ণই বলতে হয়, শুদ্ধ নয়। রাঘবভট্ট তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে যে বিষ্কম্ভক আছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুধাকরের লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন। সেখানেও কেবল প্রাকৃতে থাকলে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক হবে এমন কোন' কথা নেই। সুতরাং এখানে কিভাবে 'অয়মপি শুদ্ধবিষ্কম্ভঃ কেবলং প্রাকৃতেন কৃতত্বাৎ' — এরকম বললেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

এই অংশে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার আছে — প্রিয়ংবদার মুখ থেকে আমরা জানলাম যে তার অনুরোধে মহর্ষি দুর্বাসা কিছুটা শান্ত হয়ে অভিশাপ মোচনের একটি উপায় বলে দিয়েছেন — শকুন্তলা যদি কোন 'অভিজ্ঞানাভরণ' দেখাতে পারে তবে শাপ কার্যকরী হবে না। "কিংদু অহিণ্ণাণাভরণদংসনেন সাবো নিবত্তিস্সদি ত্তি" (কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্ত্তিষ্যতে ইতি) অভিশাপ-মোচনের উপায় 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখানো — শুধু 'অভিজ্ঞান' দেখানো নয়। অর্থাৎ যেকোন' স্মারকে শাপমোচন হবে না, কেবলমাত্র স্মারক-অলঙ্কার (আলোচ্য নাটকে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়) দেখালেই তা হবে। প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ্যঃ অনসূয়ার 'সণামহেয়অঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং' (৪.৩ অংশ) এবং 'অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং' (৪.৫ অংশ) উক্তি, দুই সখীর 'জই সো রাআ পচ্চহিণ্ণাণমন্থরো ভবে তদো সে ইমং অত্তণামহেঅঅঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅ-অং' (৪.২৫ অংশ) উক্তি, কঞ্চুকীর 'স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাদনুস্মৃতম্' (৬.৯ অংশ) উক্তি, রাজার 'অঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ' (৭.৩৫ অংশ) এবং শকুন্তলার 'অঙ্গুলীঅঅং দংসইদব্বং' (৭.৩৬ অংশ) উক্তি। শকুন্তলা নিজেই তো রাজার কাছে 'অভিজ্ঞান' (স্মারক)। পঞ্চম অঙ্কে রাজার কাছে উপস্থিত শকুন্তলার আগের মতই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, হরিণীর মত স্নিগ্ধ দৃষ্টি — সবই ছিল। তৎসত্ত্বেও রাজা তাকে চিনতে পারেননি। শকুন্তলার বলা নবমালিকাকুঞ্জে দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর জলপানের কাহিনীও 'অভিজ্ঞান'ই ছিল। মালিনীতীরের এই কুঞ্জের শকুন্তলাসান্নিধ্যে মধুময় প্রতিটি ক্ষণ দুষ্যন্তের অন্তরে চিরকালের জন্য অক্ষয় হয়ে থাকারই কথা। তৎসত্ত্বেও দুষ্যন্তের মনে শকুন্তলার স্মৃতি জাগেনি। কেননা, দুটির কোনটিই 'অভিজ্ঞানাভরণ' ছিল না।

স্বয়ং শকুন্তলা এবং দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর বৃত্তান্ত উপস্থাপনকেও 'অভিজ্ঞান' বলার ভিত্তি কি? — এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে। তার উত্তর ঃ শকুন্তলাকে দেখে রাজা যখন চিনতে পারলেন না, তখন গৌতমী শকুন্তলাকে বললেন — "জাদে, মুহুত্তঅং মা লজ্জ। অবণইস্সং দাব দে ওউণ্ঠণং। তদো তুমং ভট্টা অহিজাণিস্সদি।" (জাতে, মুহূর্ত্তকং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তে অবগুণ্ঠনম্। ততঃ ত্বাং ভর্ত্তা অভিজ্ঞাস্যতি।) দ্রঃ ৫।১৮ অংশ। এখানে অভি-জ্ঞা ধাতুর প্রয়োগ ('অভিজ্ঞান' শব্দের ক্ষেত্রে ঠিক তাই) আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে শকুন্তলাও 'অভিজ্ঞান'ই। আরো বলা যায়। কেবলমাত্র 'অঙ্গুরীয়ক'ই যদি 'অভিজ্ঞান' হত তবে শকুন্তলার 'অহিণ্ণাণেন ইমিণা' (অভিজ্ঞানেন অনেন) [দ্রঃ ৫.২১ অংশ] এই কথায় 'ইমিণা' (অনেন) পদের সার্থকতা বিশেষ থাকে না। কেবল 'অহিণ্ণাণেন' বললেই তা বোঝা যেত। উল্লিখিত বাক্যাংশে 'ইমিণা অহিণ্ণাণেন' না ব'লে (সাধারণভাবে সেভাবে বলাই বাঞ্ছনীয় ছিল) 'অহিণ্ণাণেন ইমিণা' এভাবে ঘুরিয়ে বলায় অঙ্গুরীয়কটি যে অন্য আর এক অভিজ্ঞান তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ৫.২২ অংশে শকুন্তলার বলা 'অবরং দে কহিস্সং' (অপরং তে কথয়িষ্যামি) — এই বাক্যাংশের 'অপরম্' পদটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর বৃত্তান্তও অন্য আর এক অভিজ্ঞান।

রাজা 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখার পরেই (ষষ্ঠ অঙ্কের বৃত্তান্ত) শকুন্তলার কথা মনে করতে পারলেন। এই হিসাবে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' = 'অভিজ্ঞানাভরণশকুন্তলা' বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে এই নাটকের নামকরণের ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া চলতে পারে কিনা বিচার্য্য — অভিজ্ঞানঞ্চেদং আভরণঞ্চেতি —অভিজ্ঞানাভরণম্ (কর্মধা), অভিজ্ঞানাভরণমেব স্মৃতং (স্মরণম্) — অভিজ্ঞানস্মৃতম্, (উত্তরপদলোপী কর্মধা), অভিজ্ঞানস্মৃতম্ অস্যা অস্তি ইতি — অভিজ্ঞান-স্মৃতা, 'অর্শআদিভ্যোঽচ্' স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ ; অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা — অভিজ্ঞান-শকুন্তলা (উত্তরপদলোপী কর্মধা) ; অতঃপর 'নাটকম্' এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি ক্লীবলিঙ্গ হবে এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' সূত্রে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্বে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

[৪.৪]

(ততঃ প্রবিশতি সুপ্তোত্থিতঃ শিষ্যঃ)

শিষ্যঃ — বেলোপলক্ষণার্থমাদিষ্টোঽস্মি তত্রভবতা প্রবাসাদুপাবৃত্তেন কাশ্যপেন। প্রকাশং নির্গতস্তাবদবলোকয়ামি কিয়দবশিষ্টং রজন্যা ইতি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত প্রভাতম্। তথাহি —

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনা-
মাবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু ॥ ২ ॥

অপিচ —

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥ ৩ ॥

বিসন্ধি—বেলোপলক্ষণার্থম্ + আদিষ্টঃ + অস্মি। প্রবাসাৎ + উপাবৃত্তেন। নির্গতঃ + তাবৎ + অবলোকয়ামি। কিয়ৎ + অবশিষ্টম্। পরিক্রম্য + অবলোক্য। যাতি + একতঃ + অস্তশিখরম্। পতিঃ + ওষধীনাম্ + আবিষ্কৃতঃ + অরুণপুরঃসরঃ। একতঃ + অর্কঃ। যুগপৎ + ব্যসনোদয়াভ্যাম্। ইব + আত্মদশান্তরেষু। সা + এব।...জনিতানি + অবলাজনস্য। নূনম্ + অতিমাত্র...।

অন্বয়—একতঃ ওষধীনাং পতিঃ অস্তশিখরং যাতি। অরুণপুরঃসরঃ অর্কঃ একতঃ আবিষ্কৃতঃ। তেজোদ্বয়স্য যুগপৎ ব্যসনোদয়াভ্যাং লোক আত্মদশান্তরেষু নিয়ম্যত ইব ॥ ২ ॥

সা এব কুমুদ্বতী শশিনি অন্তর্হিতে সংস্মরণীয়শোভা মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি। অবলাজনস্য ইষ্টপ্রবাসজনিতানি দুঃখানি নূনম্ অতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥ ৩ ॥

বাংলা প্রতিশব্দ — [ততঃ সুপ্তোত্থিতঃ শিষ্যঃ প্রবিশতি — তারপর সদ্যঃ ঘুম ভেঙে ওঠা শিষ্যের প্রবেশ] শিষ্যঃ — বেলোপলক্ষণার্থম্ (সময় নির্ধারণ করার জন্য) প্রবাসাৎ উপাবৃত্তেন তত্রভবতা কাশ্যপেন (প্রবাস থেকে ফিরে আসা পূজনীয় কাশ্যপ অর্থাৎ কণ্ব) আদিষ্টঃ অস্মি (আদেশ করেছেন)। প্রকাশং নির্গতঃ (বাইরে গিয়ে) অবলোকয়ামি তাবৎ (দেখি) রজন্যাঃ কিয়ৎ অবশিষ্টম্ ইতি (রাত শেষ হ'তে আর কতটা বাকী আছে)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ — একটু এগিয়ে দেখে] হন্ত প্রভাতম্ (ওঃ, এযে ভোরই হয়ে গেছে)। তথাহি (কেননা) — একতঃ (একদিকে) ওষধীনাং পতিঃ অস্তশিখরং যাতি (চন্দ্র অস্ত যাচ্ছে)। অরুণপুরঃসরঃ (অরুণকে সামনে রেখে, অরুণকে সারথি করে) অর্কঃ একতঃ আবিষ্কৃতঃ (সূর্য একদিকে উঠে আসছে)। তেজোদ্বয়স্য যুগপৎ ব্যসনোদয়াভ্যাং (দুই তেজোময় পদার্থের অর্থাৎ চন্দ্র এবং সূর্য্যের একই সঙ্গে ব্যসন এবং অভ্যুদয় দেখে) লোকঃ আত্মদশান্তরেষু নিয়ম্যত ইব (এই সংসার যেন নিজের নিজের ভাগ্যপরিবর্তনের শিক্ষা লাভ করছে)। অপিচ (তাছাড়াও) — সা এব কুমুদ্বতী (সেই কুমুদিনীই) শশিনি অন্তর্হিতে (চন্দ্র অস্তমিত হওয়াতে) সংস্মরণীয়শোভা (সমস্ত শোভা হারিয়ে ফেলেছে) মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি (সুতরাং তা আর এখন নজর কাড়ছে না)। অবলাজনস্য (অবলা নারীদের পক্ষে) ইষ্টপ্রবাসজনিতানি দুঃখানি (প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে থাকার দুঃখ) নূনম্ (অবশ্যই) অতিমাত্র-সুদুঃসহানি (অত্যন্ত কষ্টের হয়)।

বঙ্গানুবাদ— (তারপর সদ্য ঘুম থেকে ওঠা শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য — প্রবাস থেকে ফিরে আসা পূজনীয় কাশ্যপ (কণ্ব) আমায় সময় ঠিক করার জন্য আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তা বাইরে গিয়ে দেখি রাত শেষ হতে আর কতটা বাকী আছে। (একটু এগিয়ে তাকিয়ে দেখলেন) ওঃ, এযে ভোর হয়ে গেছে দেখছি। কেননা —

একদিকে চন্দ্র অস্ত যাচ্ছে, আরেকদিকে অরুণকে সামনে রেখে (সারথি করে) সূর্য উঠে আসছে। দুই তেজোময় পদার্থের (চন্দ্র এবং সূর্য) একই সঙ্গে ব্যসন (বিলয়) এবং অভ্যুদয় (উন্নতি) দেখে আমার মনে হচ্ছে যে সংসারের লোকেরা (এ দেখেই) নিজের নিজের ভাগ্য-পরিবর্তনের শিক্ষা নিয়ে থাকে।

তাছাড়াও —

চন্দ্র অস্ত যাওয়ায় সেই কুমুদিনীই (যা রাতে সৌন্দর্যের আধার ছিল) তার সমস্ত শোভা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং তা আর এখন নজর কাড়ছে না। প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে থাকার কষ্ট অবলা নারীদের পক্ষে নিতান্তই কষ্টের হয়ে থাকে।

রাঘবভট্ট—বেলোপলক্ষণার্থং সময়জ্ঞানার্থম্। 'বেলা কালে চ জলধেস্তীরনীরবিকারয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। যাতীতি। ওষধীনাং পতিশ্চন্দ্রঃ। অতিদুঃসহমরণাদিবিপত্তিসহস্রবিনাশকা

ওষধয়স্তাসাং পতিরপ্যস্তশিখরং যাতীতি। ইমমর্থমভিদ্যোতয়িতুমেতৎপদব্যপদেশঃ। শিখরপদেনাত্যুচ্চৈঃ পতনায়েতি সূচিতম্। অরুনোঽনূরুঃ পুরঃসরো যস্য স তাদৃশোঽর্ক একতঃ পূর্বত আবিষ্কৃতঃ প্রকটীভূতঃ। তেজোদ্বয়স্য চন্দ্রসূর্যরূপস্য যুগপদেকদৈকসময়োভয়দর্শনেনৈব নিয়মঃ কর্তুং শক্যতে। ন তু ক্রমিকদর্শনেনেতি যুগপদিত্যুক্তিঃ। স্বব্যসনোদয়াভ্যামস্তময়োদয়াভ্যাং বিপৎসংপদ্ভ্যাং চ হেতুভ্যাম্। 'ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে' ইত্যমরঃ। 'উদয়ঃ সংপদুৎপত্ত্যোঃ পূর্বশৈলে সমুন্নতৌ' ইত্যজয়ঃ। লোকো জনঃ। আত্মদশান্তরেষু স্বদশাবিশেষেষু। অন্তরশব্দো বিশেষবাচী। নিয়ম্যত ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। স্বস্ববিপত্তিসংপত্তিদশায়াং কেনাপি দুঃখহর্ষৌ ন কার্যাবিতি ভাবঃ। অত্র পূর্বার্ধে যঃ কশ্চিদতিসমৃদ্ধভৃত্যোঽপি নাশং যাত্যন্যো যং কংচনাসমর্থং সর্বদা স্বাশ্রিতমুদয়ন্নেব স্বয়মুদয়ং গচ্ছতীতি সৎপুরুষদ্বয়ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। উত্তরার্ধে চ নিয়ম্যত ইতি তৎসর্বাচরণে প্রয়োগাৎ তেনাভবদ্বস্তুসংবন্ধসামর্থ্যাদ্বিম্বপ্রতিবিম্বকল্পনরূপা নিদর্শনা ব্যঙ্গ্যা। উৎপ্রেক্ষায়া বাচ্যত্বাৎ। বাচ্যা নিদর্শনা যথা — 'চূড়ামণিপদে ধত্তে যো দেবং রবিমাগতম্। সতাং কার্যাতিথেয়ীতি বোধয়ন্ গৃহমেধিনঃ ॥' ইতি। অত্র প্রভাতবর্ণনে প্রকৃত উভয়োরপি প্রাকরণিকত্বাদরুণপুরঃসরত্বস্য সমানতয়া তুল্যযোগিতাপি। তেজোদ্বয়স্য ব্যসনোদয়াভ্যামিতি যথাসংখ্যমপি। হেতুশ্চ। কতোকতো ইতি দ্বয়দ্বয়েতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। উদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্যয়োরেকপদোপাদাননিয়মে সত্যপ্যত্রৌষধিপ্রত্যর্কশব্দোদ্দেশ্যত্বেঽপি সর্বনামবত্তেজোদ্বয়স্য প্রতিনির্দেশেঽপি তত্র তয়োরিতি তেজোরূপস্ফুরণাজ্জগৎস্থিতিকারণস্য তেজোদ্বয়স্যেদৃশী গতিরন্যস্য কিমু বক্তব্যমিত্যর্থস্ফুরণাচ্চ সহৃদয়বতামর্থপোষেণ চমৎকারমেবাবহতীত্যেতাদৃশস্থলে ন দোষাবকাশ ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্তরিতি। শশিনি চন্দ্রেঽন্তর্হিতে ব্যবহিতে। 'অন্তর্ধা ব্যবধা' ইত্যমরঃ। যতঃ স শশযুক্তঃ কলঙ্কী, অতস্তস্যান্তর্ধানমুচিতমিতি ভাবঃ। যা পূর্বং বিকসিতকুসুমা কমলোপহারকারিণী সৈব তত্রাপি যা কাচন ন ভবতি অপিতু পৃথিবী হর্ষকারিণী মে তাপসস্য বিষয়াদিবিবেকশূন্যস্য দৃষ্টিং ন নন্দয়তি ন হর্ষয়তি। তত্রার্থে হেতুঃ। কীদৃশী। সংস্মরণীয়াঽদৃশ্যা শোভা যস্যাঃ সা। ইষ্টঃ প্রিয়স্তস্য প্রবাসো দেশান্তরস্থিতিস্তেন জনিতানি দুঃখানি। অবলাজনস্যেতি সুদুঃসহত্বেনোক্তম্। অন্যথা স্ত্রীজনস্যেত্যেব ব্রূয়াৎ। জনশব্দেন জাতিমাত্রগ্রহণম্। নূনং নিশ্চিতম্। অতিমাত্রমত্যর্থং সুদুঃসহানি। অতিমাত্রসুশব্দৌ দুঃসহত্বস্যাপ্যশক্যানুষ্ঠানং বোধয়তঃ। অত্র পূর্বার্ধে নায়কেঽন্তর্হিতে নায়িকা দৃষ্টিং ন নন্দয়তীতি নায়কয়োর্ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। উত্তরার্ধেন সামান্যেন বিশেষস্য সমর্থনাদর্থান্তরন্যাসঃ। ইষ্টেতি জনিজনেতি মতিমাত্রেতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ কাব্যলিঙ্গং চ। বৃত্তমনন্তরোক্তমেব। অথ চ কৌ পৃথিব্যাং মুদ্বতী হর্ষযুক্তা সৈব পূর্বং দৃষ্টা শকুন্তলা। শশিনীতি দুষ্যন্তে বিষয়নিগরণাৎ তদ্বংশোদ্ভবত্বাদান্তর্হিতেঽসংনিহিতে ইত্যাদি পূর্বার্ধং সর্বং যোজ্যম্। তেনাস্যা রাজগৃহং প্রতি প্রস্থাপনসূচকং তৃতীয়ং পতাকাস্থানমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণমুক্তং মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'অর্থোপক্ষেপণং যত্র গূঢ়ং সবিনয়ং ভবেৎ। শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়ং তন্মতং তথা ॥' ইতি।

সুষমা—[১] সুপ্তোত্থিতঃ — আদৌ সুপ্তঃ পশ্চাৎ উত্থিতঃ (কর্মধা)। সূত্র — 'পূর্বকালৈক-সর্ব-জরৎ-পুরাণ-নব—' ইত্যাদি। [২] বেলোপলক্ষণার্থম্ — উপলক্ষণায় ইদম্ = উপলক্ষণার্থম্। (চতুর্থী তৎ)। 'অর্থেন নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চ'। বেলায়াঃ উপলক্ষণার্থম্ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩] আদিষ্টঃ — আ-দিশ্ + ক্ত, কর্মণি। [৪] একতঃ — এক + তসিল্ (সপ্তম্যর্থে)। [৫] অস্তশিখরম্ — অস্তস্য (অস্তাচলস্য) শিখরঃ (ষষ্ঠী তৎ) তম্। [৬] ওষধীনাম্ — শেষে ষষ্ঠী। [৭] আবিষ্কৃতঃ — আবিস্ + কৃ + ক্ত, কর্মণি। [৮] অরুণপুরঃসরঃ — অরুণঃ পুরঃসরঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। অরুণ — গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অপরিণত অবস্থায় তার জন্ম হয়। উরুহীন অবস্থায় জন্ম হওয়ায় তার আরেক নাম অনূরু। অত্যধিক ঠাণ্ডায় তার কষ্ট হচ্ছিল দেখে পিতা কাশ্যপ তাকে সূর্যের সামনে স্থাপন করেন। [৯] অর্কঃ — অর্চ্যতে ইতি অর্চ্ + ঘঞ্। [১০] যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাম্ — ব্যসনঞ্চ উদয়শ্চ ব্যসনোদয়ৌ (দ্বন্দ্ব) ; যুগপৎ ব্যসনোদয়ৌ (কর্মধা), তাভ্যাম্। অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া। [১১] লোকঃ — উক্তকর্মে প্রথমা। [১২] নিয়ম্যতে — নি-যম্ + লট্ + তে, কর্মণি। [১৩] আত্মদশান্তরেষু — আত্মনঃ দশা (ষষ্ঠী তৎ) তেষাম্ অন্তরম্ (ষষ্ঠী তৎ) তেষু। [১৪] ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। তাছাড়া সমাসোক্তি, তুল্যযোগিতা, যথাসংখ্য, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার। [১৫] বসন্ততিলক ছন্দ। [১৬] অন্তর্হিতে শশিনি — ভাবে সপ্তমী। অন্তর্হিত — অন্তর্ + ধা + ক্ত, আদি-কর্মণি। [১৭] কুমুদ্বতী — কুমুদ + ড্মতুপ্ + ঙীপ্। [১৮] সংস্মরণীয়শোভা — সংস্মরণীয়া শোভা যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [১৯] ইষ্টজনপ্রবাসজনিতানি — ইষ্টজনস্য প্রবাসঃ (ষষ্ঠী তৎ), তেন জনিতম্ (তৃতীয়া তৎ), তানি। [২০] অতিমাত্রসুদুঃসহানি — অতিমাত্রং সুদুঃসহানি (কর্মধা)। [২১] এখানে চন্দ্রমায় দুষ্যন্ত এবং কুমুদ্বতীতে শকুন্তলার আরোপে সমাসোক্তি অলঙ্কার। উত্তরার্দ্ধে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ, ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। রমেন্দ্রমোহন বসুর 'কুমারসন্তোষিণী' টীকায় অর্থশক্তিমূলবস্তুধ্বনি স্বীকার করা হয়েছে। [২২] এখানে তৃতীয় পতাকাস্থান। 'অর্থোপক্ষেপকং যত্তু লীনং সবিনয়ং ভবেৎ। শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়মিদমুচ্যতে'॥ (সা.দ.) [২৩] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচিত শ্লোকদুটি জনৈক শিষ্যের উক্তি। শেষের শ্লোকে 'শশী' পদে দুষ্যন্তের এবং 'কুমুদ্বতী' পদে শকুন্তলার ইঙ্গিত রয়েছে এরকম কথা টীকাকারেরা বলেছেন। এখন প্রশ্ন হ'ল এরকম ইঙ্গিত থাকে কি করে? দুষন্ত শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহের কথা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা ছাড়া অন্য কারুর জানা নেই। সুতরাং এটা প্রভাতের কুমুদিনীর বর্ণনামাত্র। তবে দর্শকরা দুষ্যন্তের রাজধানীতে গমন এবং শকুন্তলার শোচনীয় দশার ছায়া তাতে দেখতে পারেন।

এই অংশের পরে অনেক সংস্করণে দুটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে। 'অপিচ — কর্কন্ধূনা-মুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা / দার্ভং মুঞ্চত্যুটজপটলং বীতনিদ্রো ময়ূরঃ। বেদিপ্রান্তাৎ খুরবিলিখিতাদুত্থিতশ্চৈব সদ্যঃ / পশ্চাদুচ্চৈর্ভবতি হরিণঃ স্বাঙ্গমায়চ্ছমানঃ॥ অপিচ —

পাদন্যাসং ক্ষিতিধরগুরোর্মূর্ধ্নি কৃত্বা সুমেরোঃ / ক্রান্তং যেন ক্ষয়িততমসা মধ্যমং ধাম বিষ্ণোঃ।
সোঽয়ং চন্দ্রঃ পততি গগনাদল্পশেষৈর্ময়ূখৈ-/ রত্যারূঢ়ির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশনিষ্ঠা ॥'

[৪.৫]

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ)

অনসূয়া — জই বি ণাম বিসঅপরম্মুহস্স বি জণস্স এদং ণ বিদিঅং তহ বি তেণ রণ্ণা সউন্দলাএ অণজ্জং আঅরিদং। (যদ্যপি নাম বিষয়পরাঙ্মুখস্য অপি জনস্য এতৎ ন বিদিতং তথাপি তেন রাজ্ঞা শকুন্তলায়াম্ অনার্যম্ আচরিতম্।)

শিষ্যঃ — যাবদুপস্থিতাং হোমবেলাং গুরবে নিবেদয়ামি। (নিষ্ক্রান্তঃ)

অনসূয়া — পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্সং। ণ মে উইদেসু বি ণিঅকরণিজ্জেসু হত্থপাআ পসরন্তি। কামো দাণিং সকামো হোদু জেণ অসচ্চসন্ধে জণে সুদ্ধহিঅআ সহী পদং কারিদা। অহবা দুব্বাসসো কোবো এসো বিআরেদি। অণ্ণহা কহং সো রাএসী তারিসাণি মন্তিঅ এত্তিঅস্স কালস্স লেহমেত্তংপি ণ বিসজ্জেদি। তা ইদো অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং সে বিসজ্জেম। দুক্খসীলে তবস্সিজনে কো অব্ভত্থীঅদু। ণং সহীগামী দোসো ত্তি ববসিদা বি ণ পারেমি পবাসপড়িণিউত্তস্স তাদকস্সবস্স দুস্সন্দপরিণীদং আবণ্ণসত্তং সউন্দলং ণিবেদিদুং। ইত্থংগএ অম্হেহিং কিং করণিজ্জং। (প্রতিবুদ্ধা অপি কিং করিষ্যামি। ন মে উচিতেষু অপি নিজকরণীয়েষু হস্তপাদং প্রসরতি। কাম ইদানীং সকামো ভবতু যেন অসত্যসন্ধে জনে শূন্যহৃদয়া সখী পদং কারিতা। অথবা দুর্বাসসঃ কোপ এষঃ বিকারয়তি। অন্যথা কথং স রাজর্ষিঃ তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বা এতাবৎকালস্য লেখমাত্রম্ অপি ন বিসৃজতি। তৎ ইতঃ অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুলীয়কম্ অস্মৈ বিসৃজামঃ। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থ্যতাম্। ননু সখীগামী দোষঃ ইতি ব্যবসিতা অপি ন পারয়ামি প্রবাসপ্রতিনিবৃত্তস্য তাতকাশ্যপস্য দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্নসত্ত্বাম্ শকুন্তলাম্ নিবেদয়িতুম্। ইত্থংগতে অস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্।)

বিসন্ধি—প্রবিশ্য + অপটীক্ষেপেণ। যাবৎ + উপস্থিতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ — [প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ — যবনিকা না সরিয়েই প্রবেশ করে] অনসূয়া — যদ্যপি নাম (যদিও) বিষয়পারাঙ্মুখস্য অপি জনস্য (বিষয়ে বিমুখ লোকের পক্ষে) এতৎ ন বিদিতম্ (এটা জানা নেই অর্থাৎ কামের ব্যাপারে আমরা অনভিজ্ঞ) তথাপি (তবুও এটা বলতে পারি যে) তেন রাজ্ঞা (সেই রাজা) শকুন্তলায়াম্ (শকুন্তলার প্রতি) অনার্যম্ আচরিতম্ (ভালো ব্যবহার করেন নি, অন্যায় করেছেন)। শিষ্যঃ — যাবৎ (যাই) উপস্থিতাং হোমবেলাম্ (হোম করার সময় হয়েছে) গুরবে নিবেদয়ামি (একথা গুরুদেব কণ্বকে জানাই)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন] অনসূয়া — প্রতিবুদ্ধা অপি কিং করিষ্যামি (জেগেই বা কি করব)? উচিতেষু

অপি নিজকরণীয়েষু (যে কাজ আমার অবশ্য করা উচিত তাতেও) ন মে হস্তপাদং প্রসরতি (আমার হাত-পা সরছে না)। কামঃ ইদানীং সকামঃ ভবতু (কামদেবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্), যেন অসত্যসন্ধে জনে (কেননা তিনিই এক মিথ্যাবাদী লোকের প্রতি) শূন্যহৃদয়া সখী পদং কারিতা (নির্মলহৃদয় সখীকে আসক্ত করেছেন)। অথবা (অথবা) দুর্বাসসঃ কোপঃ (দুর্বাসার ক্রোধই) এষঃ বিকারয়তি (এই বিকার উপস্থিত করেছে)। অন্যথা (তা নাহলে) কথং স রাজর্ষিঃ (কেন সেই রাজর্ষি) তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বা (আমাদের কাছে ওরকম কথা বলেও, অর্থাৎ আমাদের আশ্বস্ত করেও) এতাবৎকালস্য (এতদিনের মধ্যে) লেখমাত্রম্ অপি ন বিসৃজতি (একখানা পত্রও দিলেন না)। তৎ (ঠিক আছে), ইতঃ (এখান থেকে যাবার সময়) অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুলীয়কম্ (স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আংটিটা) অস্মৈ বিসৃজামঃ (ওর সঙ্গে দিয়ে দেব)। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থতাম্ (তপস্বীরা সকলেই নানা কষ্টকর ব্রত প্রভৃতি কাজে সব সময়ই ব্যস্ত — এঁদের মধ্যে কাকে অনুরোধ করব)? ননু সখীগামী দোষঃ (পাছে সখী দোষভাগিনী হয় এই ভয়ে) ব্যবসিতা অপি (মনে স্থির করে রাখলেও) প্রবাসপ্রতিনিবৃত্তস্য তাতকাশ্যপস্য (প্রবাস থেকে ফিরে আসার পর তাত কাশ্যপকে) দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্নসত্ত্বাম্ শকুন্তলাং (শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের বিয়ে হ'য়েছে এবং শকুন্তলা গর্ভে সন্তান ধারণ করছে — এই সংবাদ) ন পারয়ামি নিবেদয়িতুম্ (জানাতে পারিনি)। ইত্থংগতে (এই অবস্থায়) অস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্ (আমাদের কি করা উচিত বুঝছি না)।

বঙ্গানুবাদ— (যবনিকা না সরিয়েই প্রবেশ করে)

অনসূয়া — যদিও বিষয়ে বিমুখ লোকের পক্ষে এটা জানা নেই (অর্থাৎ আমরা কামের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ), তবুও একথা বলতে পারি যে — সেই রাজা শকুন্তলার প্রতি অন্যায় করেছেন।

শিষ্য — যাই, গুরুদেবকে জানাই — হোম করার সময় হ'য়েছে। (বেরিয়ে গেলেন)

অনসূয়া — জেগেই বা কি করব? যে কাজ আমার অবশ্য করণীয় তা করতেও আমার হাত-পা সরছে না। কামদেবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। কেননা, তিনিই এক মিথ্যাবাদী লোকের প্রতি নির্মলহৃদয় শকুন্তলাকে আসক্ত করেছেন। অথবা দুর্বাসার ক্রোধই এই বিকার উপস্থিত করেছে। তা নাহলে সেই রাজর্ষি আমাদের ওভাবে আশ্বস্ত করে গেলেও কেন এতদিনের মধ্যে একখানা পত্রও দিলেন না। ঠিক্ আছে, এখান থেকে যাবার সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে (রাজার দেওয়া) আংটিটা ওর সঙ্গে দিয়ে দেব। তপস্বীরা সকলেই নানা কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যস্ত — এঁদের মধ্যে কাকে অনুরোধ করব? পাছে আমাদের সখী দোষভাগিনী হয় এই ভয়ে, মনে মনে স্থির করে রাখলেও, প্রবাস থেকে ফিরে আসার পর তাত কাশ্যপকে, দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার যে বিয়ে হয়েছে এবং শকুন্তলা যে গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে, এই সংবাদ জানাতে পারিনি। এই অবস্থায় আমাদের যে কি করা উচিত তা বুঝতে পারছি না।

রাঘবভট্ট—শিষ্যোক্তার্থান্তরন্যাসশ্রবণান্তরং প্রবুদ্ধসখ্যা অনসূয়ায়া অপটীক্ষেপেণ প্রবেশঃ। নাসূচিতস্য পাত্রস্য প্রবেশো নির্গমোঽপি চ' ইত্যুক্তেঃ। অপটী জবনিকা। 'অপটী কাণ্ডপটীকা

প্রতিসীরা জবনিকা তিরস্করিণী' ইতি হলায়ুধঃ। যদ্যপ্যেবমপি নাম বিষয়পরাঙ্মুখস্যাপি জনস্যাপ্যেতন্নিবেদিতমপি ন বিদিতমেবেতি যোজ্যম্। অপেরবধারনার্থত্বাৎ। তথাপি তেন রাজ্ঞা শকুন্তলায়ামনার্যমাচরিতম্। হোমবেলা-নিবেদনার্থং গতে শিষ্যেঽস্যাস্তত্র সংমার্জনাদি কর্তুমার্যায়া এব প্রবোধকাল ইতি বদতি। প্রতিবুদ্ধোত্থিতাপি কিং করিষ্যে। ন ম উচিতেষ্বপি নিজকার্যেষু হস্তপাদং প্রসরতি। কাম ইদানীং সকামো ভবতু। অয়মর্থঃ সর্বদা বক্রোঽনার্যেষ্বেব প্রবর্তত ইতি সাভিলাষো ভবতু। তস্যাভিলাষঃ পূর্যতামিতি। যেন কামেনাসত্যসংধেঽসত্যপ্রতিজ্ঞে। 'সংধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা' ইত্যমরঃ। জনে শূন্যহৃদয়া সখী পদং স্থানং কারিতা। শূন্যহৃদয়পদং হেতুত্বেনোপাত্তম্। অথবা দুর্বাসসঃ কোপ এষ বিকারয়ত্যন্যথাকারয়তি। 'বেণী সহর্ষা অন্যথাত্বপরিণামেষু' ইতি গণপাঠাৎ। অন্যথা কথং স রাজর্ষিরিতি সাভিপ্রায়ম্। তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বৈতাবৎকালস্য লেখমাত্রমপি ন বিসৃজতি। তদিতোঽভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়কং তস্য বিসৃজাবঃ। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কোঽভ্যর্থতাম্। তত্র গন্তুমিতি শেষঃ। ননু সখীগামী দোষ ইতি ব্যবসিতাপি জাতব্যবসায়াপি ন পারয়ামি প্রবাসপ্রতিনিবৃত্তস্য তাতকাশ্যপস্য দুষ্যন্তপরিণীতামাপন্নসত্ত্বাং গুর্বিণীম্। 'আপন্নসত্ত্বা স্যাদ্ গুর্বিণ্যন্তর্বত্নী চ গর্ভিণী' ইত্যমরঃ। শকুন্তলাং নিবেদয়িতুং সংপাদয়িতুম্। সখীগামী দোষ ইতি নিবেদয়িতুং ন পারয়ামীতি সংবন্ধঃ। অনেন দেববাণ্যাস্যা অন্তর্বত্নীত্বং শ্রাবয়িষ্যত ইতি সূচিতম্। ইত্থংগতেঽস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্।

সুষমা—[১] অপটীক্ষেপেণ — জবনিকা না সরিয়েই। 'পটীক্ষেপঃ ন কর্তব্যঃ আর্তরাজপ্রবেশনে'। শকুন্তলার জন্য উদ্গ্রীব অনসূয়া দর্শকরা কিছু অনুমান করার আগেই তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলেন। রাঘবভট্ট অবশ্য 'অপটী' শব্দের অর্থ ধরেছেন জবনিকা। 'অপটী কাণ্ডপটীকা প্রতিসীরা জবনিকা' ইতি হলায়ুধঃ'। তিনি — তাড়াতাড়ি জবনিকা সরিয়ে প্রবেশ করলেন — এরকম অর্থ ধরেছেন। [২] গুরবে — 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' ইতি সম্প্রদানে চতুর্থী।

[৪.৬]

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা — (সহর্ষম্) সহি, তুবর তুবর সউন্দলাএ পত্থাণকোদুঅং ণিব্বত্তিদুং। (সখি, ত্বরস্ব ত্বরস্ব শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানকৌতুকং নির্বর্তয়িতুম্।)

অনসূয়া — সহি, কহং এদং। (সখি, কথম্ এতৎ।)

প্রিয়ংবদা — সুণাহি। দাণিং সুহসইদপুচ্ছিআ সউন্দলাসআসং গদম্হি। (শৃণু। ইদানীং সুখশয়িতপৃচ্ছিকা শকুন্তলাসকাশং গতাস্মি।)

অনসূয়া — তদো তদো। (ততঃ ততঃ।)

প্রিয়ংবদা — তদো জাব এণং লজ্জাবণদমুহিং পরিস্সজিঅ তাদকস্সবেণ

এব্বং অহিণন্দিদং দিট্‌ঠিআ ধূমাউলিদদিট্‌ঠিণো বি জঅমাণস্স পাঅএ এব্ব আহুদী পড়িদা। বচ্ছে, সুসিস্সপরিদিণ্ণা বিজ্জা বিঅ অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসিরক্‌খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি ত্তি। (ততো যাবৎ এনাং লজ্জাবনতমুখীং পরিষ্বজ্য তাতকাশ্যপেন এবম্ অভিনন্দিতম্। দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেঃ অপি যজমানস্য পাবক এব আহুতিঃ পতিতা। বৎসে, সুশিষ্যপরিদত্তা বিদ্যা ইব অশোচনীয়া সংবৃত্তা। অদ্য এব ঋষিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্তুঃ সকাশং বিসর্জয়ামি ইতি।)

অনসূয়া — অহ কেণ সূইদো তাদকস্সবস্স বুত্তন্তো। (অথ কেন সূচিতঃ তাত কাশ্যপস্য বৃত্তান্তঃ?)

প্রিয়ংবদা — অগ্‌গিসরণং পবিট্‌ঠস্স সরীরং বিণা ছন্দোমইএ বাণিআএ। (অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য শরীরং বিনা ছন্দোময্যা বাণ্যা।) (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥ ৪ ॥

বিসন্ধি—সংস্কৃতম্ + আশ্রিত্য। দুষ্যন্তেন + আহিতম্। ব্রহ্মন্ + অগ্নিগর্ভাম্। শমীম্ + ইব।

অন্বয়—হে ব্রহ্মন্, দুষ্যন্তেন আহিতং তেজঃ ভুবঃ ভূতয়ে দধানাং তনয়াম্ অগ্নিগর্ভাং শমীম্ ইব অবেহি।

বাংলা প্রতিশব্দ — [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] প্রিয়ংবদা — [সহর্ষম্ — সানন্দে] সখি, ত্বরস্ব, ত্বরস্ব (সখি, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর) শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানকৌতুকং নির্বর্তয়িতুম্ (শকুন্তলার যাত্রাকালীন মঙ্গলাচরণগুলি করতে হবে)। অনসূয়া — সখি, কথমেতৎ (সখি এটা কেমন করে হল)? প্রিয়ংবদা — শৃণু (শোন)। ইদানীং (এইমাত্র) সুখশয়িতপৃচ্ছিকা (ঘুম ঠিকমত হয়েছে কিনা জানতে) শকুন্তলাসকাশং গতাস্মি (শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম)। অনসূয়া — ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর)। প্রিয়ংবদা — ততঃ (তারপর) যাবৎ এনাং লজ্জাবনতমুখীং পরিষ্বজ্য (গিয়ে দেখি শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে আর তাকে আলিঙ্গন ক'রে) তাতকাশ্যপেন এবম্ অভিনন্দিতম্ (পিতা কণ্ব এভাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন)। দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) ধূমাকুলিতদৃষ্টেঃ অপি যজমানস্য (হোমাগ্নির ধূমে যজমানের চোখ আচ্ছন্ন হলেও) পাবকে এব আহুতিঃ পতিতা (অগ্নিতেই আহুতি পড়েছে)। বৎসে (বৎস), সুশিষ্যপরিদত্তা বিদ্যা ইব (যোগ্য শিষ্যকে প্রদত্ত বিদ্যা যেমন কখনো দুঃখের কারণ হয় না) অশোচনীয়া সংবৃত্তা (ঠিক তেমনি তোমার জন্যেও আমাদের অনুশোচনা করতে হবে না)। অদ্য এব (আজই) ঋষিরক্ষিতাং ত্বাং (ঋষিদের সঙ্গে তোমাকে) ভর্তুঃ সকাশং (স্বামীর কাছে) বিসর্জয়ামি ইতি (পাঠিয়ে দিচ্ছি)। অনসূয়া — অথ (আচ্ছা) তাতকাশ্যপস্য (তাত কাশ্যপের কাছে) বৃত্তান্তঃ (এই ঘটনা) কেন সূচিতঃ (কে জানিয়েছে)? প্রিয়ংবদা — অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য (তিনি যখন অগ্নিশালায় প্রবেশ করেন) শরীরং বিনা

ছন্দোময্যা বাণ্যা (অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী — এই ঘটনা জানিয়ে দিয়েছে)। [সংস্কৃতম্ আশ্রিত্য — সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করে] হে ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্) ভুবঃ ভূতয়ে (জগতের মঙ্গলের জন্য) দুষ্যন্তেন আহিতং তেজঃ (দুষ্যন্তের তেজ) দধানাং তনয়াং (ধারণ করছে তোমার কন্যা); অগ্নিগর্ভাং শমীম্ ইব (অগ্নিগর্ভ শমীর মত; শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নি অবস্থান করে) অবেহি (একে জানবেন)।

বঙ্গানুবাদ— (প্রবেশ করে)

প্রিয়ংবদা — (সানন্দে) সখি, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। শকুন্তলার যাবার বেলায় মঙ্গল-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনসূয়া — সখি, এটা কি করে হল?

প্রিয়ংবদা — শোন, এইমাত্র শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম — রাতে ওর ভালো ঘুম হয়েছে কিনা তা জানতে।

অনসূয়া — তারপর, তারপর?

প্রিয়ংবদা — তারপর গিয়ে দেখি শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে আর তাকে আলিঙ্গন করে তাত কাশ্যপ (কণ্ব) এভাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন — "হোমাগ্নির ধূমে যজমানের চোখ আচ্ছন্ন হলেও সৌভাগ্যবশতঃ আহুতি অগ্নিতেই পড়েছে। বৎস, যোগ্য শিষ্যে বিদ্যাদান করলে তা যেমন বিফলে যায় না, তেমনি (যোগ্যপাত্রে নিজেকে সমর্পণ করায়) তোমার জন্য আমাদের কোনদিন অনুশোচনা করতে হবে না। আজই আমি ঋষিদের সঙ্গে তোমায় তোমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

অনসূয়া — আচ্ছা, তাত কাশ্যপের কাছে এই ঘটনা কে জানাল?

প্রিয়ংবদা — তিনি যখন অগ্নিশালায় প্রবেশ করেন তখন এক অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী (এই বৃত্তান্ত জানিয়ে গেছে)। (সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করে)

হে ব্রহ্মন্, জগতের মঙ্গলের জন্য (আপনার) এই কন্যা দুষ্যন্তের তেজ ধারণ করছে। একে অগ্নিগর্ভ শমীর মত জানবেন।

রাঘবভট্ট—সখি, ত্বরস্ব শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানে গমনসময়ে কৌতুকং পারম্পর্যাগতমঙ্গলং নির্বর্তয়িতুং সংপাদয়িতুম্। কৌতুকং নর্মণীচ্ছায়ামুৎসবে কুতুকে মুদি। পারম্পর্যাগতখ্যাত-মঙ্গলোদ্বাহসূত্রয়োঃ ॥' ইতি হৈমঃ। কথমেতৎ। শৃণু। ইদানীং সুখশয়নপৃচ্ছিকা শকুন্তলায়াঃ সকাশং গতাস্মি। প্রাতর্গত্বা রাত্রৌ তব সুখশয়নং জাতমিতি যা পৃচ্ছতি সা সুখশয়নপৃচ্ছেত্যুচ্যতে। তেন প্রাতঃ সুখশয়নং প্রষ্টুং গতাস্মীত্যর্থঃ। ততো যাবদেনাং লজ্জাবনতমুখীং পরিষ্বজ্য তাতকাশ্যপেনৈবমভিনন্দিতম্। দিষ্ট্যা দৈবেন ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবক এবাহুতিঃ পতিতা। অনেন দৃষ্টান্তেন স্বস্য কৃতকৃত্যতা ধ্বনিতা। মমায়াসং বিনৈব বাঞ্ছিতস্থলে সংবন্ধো জাত ইত্যর্থঃ। বৎসে, সুশিষ্যপরিদত্তা বিদ্যেবাশোচনীয়া

সংবৃত্তা। অনেন তস্যাঃ কৃতকৃত্যতা ধ্বনিতা। অদ্যৈব ঋষিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্তুঃ সকাশং বিসর্জয়ামীতি। 'বর্তমানসামীপ্যে—' ইতি লট্। অথ কেন সূচিতঃ কথিতস্তাতকাশ্যপস্য বৃত্তান্তঃ। অগ্নিশরণমগ্নিহোত্রগৃহম্। 'শরণং গৃহরক্ষিত্রোঃ' ইত্যমরঃ। প্রবিষ্টস্য শরীরং বিনাঽশরীরিণ্যা ছন্দোময্যা বাণ্যা সূচিত ইত্যর্থঃ। সংস্কৃতমাশ্রিত্যেতি। উক্তং চ মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'যোজ্যং বিদূষকোন্মত্তবালতাপসযোষিতাম্। নীচানাং পণ্ডকানাং চ নীচগ্রহবিকারিণাম্। বিদ্বদ্ভিঃ প্রাকৃতং কার্যং কারণাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ' ॥ ইতি। অত্র চাশরীরিণীবাণ্যনুবাদ এব কারণম্। যথাস্থিতস্যৈবানুবাদঃ। স চ সংস্কৃতমন্তরেণ ন সংভবতীতি সংস্কৃতাশ্রয়ণম্। দুষ্যন্তেনেতি। নামানুকীর্তনেন সোমবংশোদ্ভবত্বেন বিক্রমপ্যাভিজাত্যমৌদার্যবিনয়াদিগুণসংপন্নত্বং চ ব্যজ্যতে। ভুবো ভূতয় ঐশ্বর্যায়েতি। অনেন তস্য ভাবিচক্রবর্তিত্বং ধ্বন্যতে। আহিতং নিষিক্তং তেজো দধানাম্। তেজ ইতি বিষয়নিগরণেনাতিশয়োক্তিঃ। তেন তেজস্ত্বয়রূপত্বং গর্ভস্য ধ্বনিতম্। তনয়ামবেহি জানীহি। অগ্নিগর্ভাং শমীমিবেতি সহজপূতত্বং ধ্বনিতম্। উপমানুপ্রাসৌ। অনেন মার্গলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'ভূতার্থবচনং চৈষ মার্গ ইত্যভিধীয়তে' ইতি। অশরীরিণ্যা বাচা সত্যার্থকথনাৎ প্রাপ্ত্যাশানুগমত্বম্।

সুষমা—[১] আহিতম্ — আ-ধা-ক্ত, কর্মণি। [২] দধানাম্ — এখানে 'ভূতি' ফল 'ভূ'-গামী। সুতরাং পরস্মৈপদ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আত্মনেপদ হয়েছে। এরকম ব্যতিক্রমের প্রয়োগ সামান্য কিছু দেখা যায়। ধা + শানচ্ + টাপ্ তাম্। [৩] ভুবঃ ভূতয়ে — এখানে দুষ্যন্তের এই পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে — এরকম ব্যঞ্জনা আছে। [৪] অবেহি — অব + আ-ই (ইণ্) + লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচন। অব + এহি (আ + ইহি) — এই অবস্থায় 'এত্যেধত্যূঠ্‌সু' সূত্রে প্রাপ্ত বৃদ্ধি বাধিত হয়ে 'ওমাঙোশ্চ' সূত্রে পররূপ একাদেশ। [৫] অগ্নিগর্ভাম্ — অগ্নিঃ গর্ভে যস্যাঃ সা (বহুব্রী), তাম্। 'সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ' সূত্রে সপ্তম্যন্তের পূর্বনিপাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 'গড্বাদেঃ পরা সপ্তমী' এই নিয়মে 'গর্ভ' কে গড্বাদিগণে (আকৃতিগণ) ধরে নিয়ে পরনিপাত। [৬] অগ্নিগর্ভাং শমীমিব — মহাভারতের অনুশাসনপর্বের একটি ঘটনার ভিত্তিতে শমীগাছকে অগ্নিগর্ভা বলা হয়েছে। কথিত আছে যে অগ্নি একবার শিবের তেজ ধারণ করেন। পরে উত্তাপ সহ্য করতে অক্ষম হ'য়ে তিনি জলে প্রবেশ করেন। একটি ব্যাঙ্ সেই কথা দেবতাদের জানিয়ে দেয়। তখন অগ্নি অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নেন। তাও একটি হাতী জানিয়ে দেয়. অবশেষে তিনি শমীবৃক্ষে প্রবেশ করেন। সেকথাও গোপন থাকে না। দেবতারা তাঁকে শমীবৃক্ষে আবিষ্কার করেন। সেইদিন থেকে শমী অগ্নিগর্ভা। [৭] উপমা এবং অনুপ্রাস অলঙ্কার। [৮] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রিয়ংবদা সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকটি বলেছে। নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সাধারণ নারীচরিত্র প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করবেন। তবে কোন' কোন' ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয়ও অনুমোদিত। 'কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্যয়ঃ। যোষিৎ-সখী-বাল-বেশ্যা-

কিতবাপ্সরসাং তথা ॥ বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা।' (সা.দ. ষষ্ঠ)। এই প্রসঙ্গে মাতৃগুপ্তের নির্দেশের জন্য দ্রঃ 'অর্থদ্যোতনিকা'। প্রিয়ংবদা হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্যই সংস্কৃতের আশ্রয় নিয়েছে মনে হয়।

[৪.৭]

➤➤ অনসূয়া — (প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য) সহি, পিঅং মে। কিংদু অজ্জ এব্ব সউন্দলা ণীঅদি ত্তি উক্কণ্ঠাসাধারণং পরিতোসং অণুহোমি। (সখি, প্রিয়ং মে। কিন্তু অদ্য এব শকুন্তলা নীয়তে ইতি উৎকণ্ঠাসাধারণং পরিতোষম্ অনুভবামি।)

প্রিয়ংবদা — সহি, আবাং দাব উক্কণ্ঠং বিণোইস্সামো। সা তবস্সিণী নিব্বুদা হোদু। (সখি, আবাং তাবৎ উৎকণ্ঠাং বিনোদয়িষ্যাবঃ। সা তপস্বিনী নির্বৃতা ভবতু।)

অনসূয়া — তেণ হি এদস্সিং চূদসাহাবলম্বিদে ণারিএরসমুগ্গএ এতন্নিমিত্তং এব্ব কালন্তরক্খমা নিক্খিত্তা মএ কেসরমালিআ। তা ইমং হত্থসংণিহিদং করেহি। জাব অহং পি সে মঅলোঅণং তিত্থমিত্তিঅং দুব্বাকিসলআণি ত্তি মঙ্গলসমালম্ভণাণি বিরএমি। (তেন হি এতস্মিন্ চূতশাখাবলম্বিতে নালিকেরসমুদ্গকে এতন্নিমিত্তম্ এব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেসরমালিকা। তৎ ইমাং হস্তসংনিহিতাং কুরু। যাবৎ অহম্ অপি তস্যৈ মৃগরোচনাং তীর্থমৃত্তিকাং দূর্বাকিসলয়ানি ইতি মঙ্গলসমালম্ভনানি বিরচয়ামি।)

প্রিয়ংবদা — তহ করীঅদু। (তথা ক্রিয়তাম্)।

(অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা। প্রিয়ংবদা নাট্যেন সুমনসো গৃহ্নাতি।)

বিসন্ধি—প্রিয়ংবদাম্ + আশ্লিষ্য।

বাংলা প্রতিশব্দ — অনসূয়া — [প্রিয়ংবদাম্ আশ্লিষ্য — প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে, জড়িয়ে ধরে] সখি, প্রিয়ং মে (সখি, এ বড়ই আনন্দের সংবাদ)। কিন্তু অদ্য এব (কিন্তু আজই) শকুন্তলা নীয়তে (শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে) ইতি (এই জন্য) উৎকণ্ঠাসাধারণং পরিতোষম্ অনুভবামি (আনন্দের সঙ্গে দুঃখও হচ্ছে)। প্রিয়ংবদা — সখি, আবাং তাবৎ (সখি, আমরা কোনরকমে) দুঃখং বিনোদয়িষ্যাবঃ (দুঃখ কাটিয়ে উঠব)। সা তপস্বিনী (সেই তপস্বিনী, দুখিনী) নির্বৃতা ভবতু (সুখী হোক্)। অনসূয়া — তেন হি (ঠিক আছে), এতস্মিন্ চূতশাখাবলম্বিতে (এই আমগাছের ডালে ঝোলানো) নালিকের-সমুদ্গকে (নারকেল পাতায় তৈরী ঝাঁপিতে) এতন্নিমিত্তম্ এব (এই কাজের জন্যই) কালান্তরক্ষমা (অনেক দিনেও যা নষ্ট হয় না এমন একটা) কেসরমালিকা (বকুল ফুলের মালা) ময়া নিক্ষিপ্তা (আমি রেখে দিয়েছি)। তৎ ইমাং (এখন সেটা) হস্তসন্নিহিতাং কুরু (হাতের সামনে রাখো)। যাবৎ অহম্ অপি (সেই ফাঁকে আমিও) তস্যৈ (তার জন্য) মৃগরোচনাং (গোরচনা) তীর্থমৃত্তিকাং

(তীর্থমৃত্তিকা) দূর্বাকিসলয়ানি ইতি (দূর্বার শিস্ প্রভৃতি) মঙ্গলসমালম্ভানি বিরচয়ামি (মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জিনিষগুলি ঠিক করি)। প্রিয়ংবদা — তথা ক্রিয়তাম্ (তাই কর')। [অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা — অনসূয়া বেরিয়ে গেলেন। প্রিয়ংবদা নাট্যেন সুমনসো গৃহ্ণাতি — প্রিয়ংবদা ফুলের মালা পাড়ার অভিনয় করলেন।]

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া — (প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরে) সখি, এ বড়ই আনন্দের সংবাদ। কিন্তু আজই শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে — এই ভেবে আনন্দের সঙ্গে দুঃখও হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা — সখি, আমরা কোনরকমে দুঃখ কাটিয়ে উঠব ; সেই দুখিনী (শকুন্তলা) তো সুখী হোক্।

অনসূয়া — ঠিক আছে ; এই আম গাছের ডালে ঝোলানো নারকেলপাতায় তৈরী ঝাঁপিতে এই কাজের জন্যই একটা বকুল ফুলের মালা আমি রেখে দিয়েছি। ওভাবে রাখলে মালা অনেকদিন ভালো থাকে। এখন সেটা হাতের সামনে রাখো। সেই ফাঁকে আমিও গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, দূর্বার শিস্ প্রভৃতি মঙ্গল-অনুষ্ঠানের অন্যান্য জিনিষগুলি ঠিক করি।

প্রিয়ংবদা — তাই কর।

(অনসূয়া বেরিয়ে গেলেন। প্রিয়ংবদা ফুলের মালা পাড়ার অভিনয় করলেন।)

রাঘবভট্ট—সখি, প্রিয়ং মে। কিংত্বদ্যৈব শকুন্তলা নীয়ত ইত্যুৎকণ্ঠাসাধারণং পরিতোষমনুভবামি। তেনোৎকণ্ঠা পরিতোষশ্চেত্যুভয়মপ্যনুভবামীত্যর্থঃ। আবাং তাবদুৎকণ্ঠাং বিনোদয়িষ্যাবঃ পরিহরিষ্যাবঃ। সা তপস্বিন্যনুকম্পার্হা নির্বৃতা সুখিতা ভবতু। 'তপস্বী ত্বনুকম্পার্হঃ' ইত্যমরঃ। তেনৈতস্মিংশ্চূতশাখাবলম্বিতে নালিকেরস্য সমুদ্গকে সংপুটকে এতন্নিমিত্তমেব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেসরমালিকা বকুলমালা। তদিমাং হস্তসংনিহিতাং কুরু। গৃহাণেত্যর্থঃ। যাবদহমপি তস্যৈ তদর্থম্। 'তাদর্থ্যে ঙিচ্চ' ইতি বিকল্পেন ষষ্ঠীবিধানাৎ। মৃগরোচনাং গোরোচনাম্। 'মৃগঃ পশৌ কুরঙ্গে চ' ইতি বিশ্বঃ। তীর্থমৃত্তিকাং দূর্বাকিসলয়ানি দূর্বাঙ্কুরা ইত্যেতদ্রূপাণি মঙ্গলসমালম্ভনানি মঙ্গলালংকরণানি বিরচয়াম্যেকত্র করোমীত্যর্থঃ। 'সমালম্ভনমালেপে তিলকেঽলংকৃতাবপি' ইতি যাদবপ্রকাশঃ। তথা ক্রিয়তাম্।

অধ্যাপনা—গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য। 'গচ্ছন্ দদর্শ রামেশো যাত্রামঙ্গলসূচকম্। দুগ্ধং গোরোচনামাজ্যমমৃতং পায়সং তথা ॥ শালগ্রামং পক্বফলং স্বস্তিকং শর্করাং মধু। মার্জারঞ্চ বৃষেন্দ্রঞ্চ মেষপর্বতমূষিকম্ ॥ মেঘাচ্ছন্নস্য চ রবেরুদয়ং চন্দ্রমণ্ডলম্। কস্তুরীং কজ্জলং তীর্থং হরিদ্রাং তীর্থমৃত্তিকাম্ ॥ সিদ্ধানাং সর্ষপং দূর্বাং বিপ্রবালঞ্চ বালিকাম্।' গোরোচনা — গোমূত্রজাত পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ। 'গো-মস্তক-শুষ্ক-পিত্তম্' — এইরকম কথাও আছে।

[৪.৮]

(নেপথ্যে)

গৌতমি, আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায়।

প্রিয়ংবদা — (কর্ণং দত্ত্বা) অনসূএ, তুবরসু। এদে ক্খু হত্থিণাউরগামিণো ইসীও সদ্দাবীঅন্তি (অনসূয়ে, ত্বরস্ব। এতে খলু হস্তিনাপুরগামিন ঋষয় শব্দায্যন্তে।)

(প্রবিশ্য সমালম্ভনহস্তা)

অনসূয়া — সহি, এহি। গচ্ছম্হ। (সখি, এহি। গচ্ছাবঃ।)

(পরিক্রামতঃ)

প্রিয়ংবদা — (বিলোক্য) এসা সুজ্জোদএ এব্ব সিহামজ্জিদা পড়িচ্ছিদণীবারহত্থাহিং সোত্থিবাঅণকাহিং তাবসীহিং অহিণন্দীঅমাণা সউন্দলা চিট্‌ঠই। উবসপ্‌ পম্হ ণং। (এষা সূর্যোদয়ে এব শিখামজ্জিতা প্রতিষ্ঠিতনীবারহস্তাভিঃ স্বস্তিবাচনিকাভিঃ তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা শকুন্তলা তিষ্ঠতি। উপসর্পাবঃ এনাম্।)

(উপসর্পতঃ)

বাংলা প্রতিশব্দ — [নেপথ্যে — অন্তরাল থেকে] গৌতমি (শোন গৌতমী)। শকুন্তলানয়নায় (শকুন্তলাকে আনার জন্য) শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ আদিশ্যন্তাম্ (শার্ঙ্গরব প্রভৃতিকে বল)। প্রিয়ংবদা — [কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে শুনে] অনুসূয়ে, ত্বরস্ব (অনসূয়া, তাড়াতাড়ি কর)। এতে খলু হস্তিনাপুরগামিনঃ ঋষয়ঃ (হস্তিনাপুরে শকুন্তলাকে নিয়ে যেসব ঋষিরা যাবেন) শব্দায্যন্তে (তাঁদের ডাকা হচ্ছে)। [প্রবিশ্য সমালম্ভনহস্তা — সাজের জিনিষ প্রভৃতি হাতে করে প্রবেশ করে] অনসূয়া — সখি, এহি (সখি, এস)! গচ্ছাবঃ (আমরা যাই)। [পরিক্রামতঃ — দুজনে এগিয়ে গেলেন]। প্রিয়ংবদা — [বিলোক্য — দেখে] সূর্যোদয়ে এব (ভোরবেলাতেই) শিখামজ্জিতা (স্নান ক'রে) এষা শকুন্তলা তিষ্ঠতি (এই যে শকুন্তলা বসে আছে)। প্রতিষ্ঠিতনীবারহস্তাভিঃ (নীবার ধান হাতে) স্বস্তিবাচনিকাভিঃ (স্বস্তিবচন পাঠ করতে করতে) তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা (তাপসীরা তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছে)। উপসর্পাবঃ এনাম্ (চল, ওর কাছে যাই)। [উপসর্পতঃ — দুজনেই এগিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

গৌতমী, শকুন্তলাকে নিয়ে আসার জন্য শার্ঙ্গরব প্রভৃতিকে বল।

প্রিয়ংবদা — (কান পেতে শুনে) অনসূয়া, তাড়াতাড়ি কর। (শকুন্তলাকে নিয়ে) যেসব ঋষিরা হস্তিনাপুরে যাবেন তাঁদের ডাকা হচ্ছে।

(হাতে সাজের জিনিষ প্রভৃতি নিয়ে প্রবেশ করে)

অনসূয়া — সখি, চল। আমরা যাই।

(দুজনেই এগিয়ে গেলেন)

প্রিয়ংবদা — (দেখে) ভোরবেলাতেই স্নান করে এই যে শকুন্তলা বসে রয়েছে। নীবারধান হাতে নিয়ে স্বস্তিবচন পাঠ করে তাপসীরা তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছে। চল, ওর কাছে যাই।

(দুজনেই এগিয়ে গেলেন)

রাঘবভট্ট—অনসূয়ে, ত্বরস্ব। এতে খলু হস্তিনাপুরগামিন ঋষয় আকার্যন্তে। সখি, এহি। গচ্ছাবঃ এষা সূর্যোদয় এব শিখামজ্জিতা মজ্জনং স্নানং কারিতা। অভ্যঙ্গস্নানং কারিতেতি যাবৎ। প্রতিষ্ঠিতা গৃহীতা নীবারা যৈরেবংভূতা হস্তা যাসাং তাভিঃ। শূন্যহস্তানামাগমনমনুচিতমিতি নীবারেত্যাদ্যুক্তিঃ। স্বস্তিবাচনিকাভিঃ পারম্পর্যেণ স্বস্তিবাচনা-ধিকারিণীভিস্তাপসীভিস্তপস্বিসুবাসিনীভিরাশীর্ভিরনুগৃহ্যমাণা (রভিনন্দ্যমানা) শকুন্তলা তিষ্ঠতি। উপসর্পাব এতাম্।

সুষমা—[১] শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ — শার্ঙ্গরবেণ মিশ্রাঃ (তৃতীয়া তৎ), অথবা শার্ঙ্গরবঃ প্রধানং (পূজ্যঃ) যেষাং তে = শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ (নিত্যসমাস)। [২] শকুন্তলানয়নায় — তাদর্থ্যে চতুর্থী।

অধ্যাপনা—'শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ' পদে কণ্বশিষ্যের মধ্যে শার্ঙ্গরব যে প্রধান (অন্ততঃ শকুন্তলাকে পতিগৃহে দিয়ে আসার দায়িত্বের ক্ষেত্রে) তা বোঝা যাচ্ছে। শার্ঙ্গরব স্পষ্টভাষী ব্রাহ্মণ্য তেজে দৃপ্ত ঋষি। (ভূমিকায় চরিত্র-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

[৪.৯]

(ততঃ প্রবিশতি যথোদ্দিষ্টব্যাপারা আসনস্থা শকুন্তলা)

তাপসীনামন্যতমা — (শকুন্তলাং প্রতি) জাদে, ভত্তুণো বহুমাণসূঅঅং মহাদেঈসদ্দং লহেহি। (জাতে, ভর্ত্তুঃ বহুমানসূচকং মহাদেবীশব্দং লভস্ব)।

দ্বিতীয়া — বচ্ছে, বীরপ্পসবিণী হোহি। (বৎসে, বীরপ্রসবিনী ভব।)

তৃতীয়া — বচ্ছে, ভত্তুণো বহুমদা হোহি (বৎসে, ভর্তুঃ বহুমতা ভব।)

(আশিষো দত্ত্বা গৌতমীবর্জং নিষ্ক্রান্তাঃ)

সখ্যৌ — (উপসৃত্য) সহি, সুহমজ্জণং দে হোদু। (সখি, সুখমজ্জনং তে ভবতু।)

শকুন্তলা — সাঅয়ং মে সহীণং। ইদো ণিসীদহ। (স্বাগতং মে সখ্যোঃ। ইতো নিষীদতম্।)

উভে — (মঙ্গলপাত্রাণ্যাদায় উপবিশ্য) হলা, সজ্জা হোহি। জাব মঙ্গল-সমালম্ভণং বিরএম। (হলা, সজ্জা ভব। যাবৎ মঙ্গলসমালম্ভনং বিরচয়াবঃ)।

শকুন্তলা — ইদং পি বহু মন্তব্বং। দুল্লহং দাণিং মে সহীমণ্ডণং ভবিস্সদি ত্তি। (বাষ্পং বিসৃজতি)। (ইদম্ অপি বহু মন্তব্যম্। দুর্লভম্ ইদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি ইতি।)

উভে — সহি, উইঅং ণ দে মঙ্গলকালে রোইদুং। (অশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ)। (সখি, উচিতং ন তে মঙ্গলকালে রোদিতুম্।)

প্রিয়ংবদা — আহরণোইদং রূবং অসসমসুলহেহিং পসাহণেহিং বিপ্প-আরীঅদি। (আভরণোচিতং রূপম্ আশ্রমসুলভৈঃ প্রসাধনৈঃ বিপ্রকার্যতে।)

বিসন্ধি —তাপসীনাম্ + অন্যতমা। মঙ্গলপাত্রাণি + আদায়।

বাংলা প্রতিশব্দ — [ততঃ — তারপর যথোদ্দিষ্টব্যাপারা — আগে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে, আসনস্থা শকুন্তলা প্রবিশতি — আসনে বসা অবস্থায় শকুন্তলার প্রবেশ] তাপসীনাম্ অন্যতমা (তাপসীদের মধ্যে একজন) — [শকুন্তলাং প্রতি — শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে] জাতে (বৎস), ভর্তুঃ বহুমানসূচকং (স্বামীর আদরের) মহাদেবীশব্দং লভস্ব ('মহাদেবী' সম্বোধন পাও)। দ্বিতীয়া — বৎসে, বীরপ্রসবিনী ভব (বৎস, বীর সন্তানের জননী হও)। তৃতীয়া — বৎসে, ভর্তুঃ বহুমতা ভব (বৎস, স্বামীর অনেক আদর পাও)। [আশিষঃ দত্ত্বা — আশীর্বাদ করে, গৌতমীবর্জং নিষ্ক্রান্তাঃ — গৌতমী ছাড়া সকলে বেরিয়ে গেলেন]। সখ্যৌ (দুই সখী) — [উপসৃত্য — এগিয়ে গিয়ে] সখি, সুখমজ্জনং তে ভবতু (সখি, সারা জীবন সুখে থাক, সুখের সাগরে সারা জীবন অবগাহন ক'র)। শকুন্তলা — স্বাগতং মে সখ্যোঃ (সখীদের স্বাগত জানাই)। ইতো নিষীদতম্ (এইখানে বস)। উভে (দুই সখী) — [মঙ্গলপাত্রাণি আদায় উপবিশ্য — মঙ্গলপাত্র হাতে নিয়ে বসে] হলা, সজ্জা ভব (সখী তৈরী হও)। যাবৎ মঙ্গলসমালম্ভনং বিরচয়াবঃ (তোমাকে মঙ্গলসাজে সাজিয়ে দি)। শকুন্তলা — ইদম্ অপি বহু মন্তব্যম্ (এ জিনিষতো আমার কাছে আজ বড়ই আদরের)। ইদানীং (এখন থেকে) সখীমণ্ডনং (সখীদের হাতে সাজা) মে দুর্লভম্ ভবিষ্যতি ইতি (আমার আর হবে না)। [বাষ্পং বিসৃজতি — কাঁদতে লাগলেন]। উভে (দুই সখী) — সখি, মঙ্গলকালে রোদিতুম্ ন তে উচিতম্ (সখি, শুভমুহূর্তে কান্না উচিত হচ্ছে না, অর্থাৎ কেঁদো না)। [অশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ — চোখ মুছিয়ে শকুন্তলাকে সাজানোর অভিনয় করলেন] প্রিয়ংবদা — আভরণোচিতং রূপং (তোমার এই রূপে অলঙ্কারই মানায়) ; আশ্রমসুলভৈঃ প্রসাধনৈঃ বিপ্রকার্যতে (আশ্রমের ফুলপাতার প্রসাধনে তোমার রূপের অপমান হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর আগে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেই অবস্থায় আসনে বসা শকুন্তলার প্রবেশ)

তাপসীদের একজন — (শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে) বৎস, স্বামীর আদরের মহাদেবী সম্বোধন পাও।

দ্বিতীয় তাপসী — বৎস, বীর সন্তানের জননী হও।

তৃতীয় তাপসী — বৎস, স্বামীর অনেক আদর পাও।

(আশীর্বাদ করে গৌতমী ছাড়া সকলের প্রস্থান)

দুই সখী — (এগিয়ে এসে) চিরকাল সুখের সাগরে অবগাহন কর' (সুখে থাক — এই অর্থ)।

শকুন্তলা — আমার সখীদের স্বাগত জানাই। এইখানে (আমার পাশে) বস।

দুই সখী — (মঙ্গলপাত্র হাতে নিয়ে পাশে বসলেন) সখি, তৈরী হয়ে নাও। তোমাকে মঙ্গলসাজে সাজিয়ে দি।

শকুন্তলা — এ জিনিষতো আমার কাছে আজ বড়ই আদরের। এখন থেকে সখীদের হাতে আর আমার সাজা হবে না।

(কাঁদতে থাকলেন)।

দুই সখী — সখি, শুভ সময়ে কাঁদতে নেই। (চোখ মুছিয়ে দিয়ে সাজানোর অভিনয়)

প্রিয়ংবদা — তোমার এই রূপে অলঙ্কারই মানায়। আশ্রমের ফুল-পাতার প্রসাধনে তোমার রূপের অমর্যাদা হচ্ছে।

রাঘবভট্ট—জাতে পুত্রি, ভর্তুর্বহুমানসূচকং মহাদেবীশব্দং লভস্ব। বৎসে, বীরপ্রসবিনী ভব। বৎসে, ভর্তুর্বহুমতা ভব। সুখমজ্জনং সুস্নানং তে ভবতু। স্বাগতং মে সখ্যোঃ। ইতো নিষীদতম্। সজ্জা ভব। যাবন্মঙ্গলসমালম্ভনং বিরচয়াবঃ। ইদমপি বহু মন্তব্যম্। দুর্লভমিদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতীতি। উচিতং ন তে মঙ্গলকালে রোদিতুম্। অনেন ভবিষ্যদ্‌বিয়োগঃ সূচিতঃ। অশ্রূণি প্রমৃজ্যেতি ত্রিপতাকানামিকয়া নেত্রদেশগতয়া। ত্রিপতাকালক্ষণমুক্তং প্রাক। নাট্যেনেতি ত্রিপতাকানামিকয়া তিলকং পার্শ্বমুখসংদংশাভ্যা-মভয়করস্থাভ্যাং মালাভ্রমরাভ্যাং তালপত্রদ্বয়ং কর্ণপূরদ্বয়মিত্যাদি। তল্লক্ষণাদি তু — 'অরালাঙ্গুষ্ঠতর্জন্যৌ লগ্নাগ্রে নিম্নতাং গতঃ। কিংচিচ্ছেতনমধ্যঃ স্যাত্তদা সংদংশ উচ্যতে। স ত্রেধা স্যাদগ্রতশ্চ মুখতঃ পার্শ্বতঃ ক্রমাৎ। প্রাঙ্মুখঃ পার্শ্বমুখঃ ইত্যস্য লক্ষণম্ ॥' ইতি। অরাললক্ষণমুক্তং প্রাক্ — 'অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাঙ্গুলৌ শ্লিষ্টাগ্রে তর্জনী নতা। যত্রোর্ধ্বে বিরলে শেষে সকরো ভ্রমরো ভবেৎ ॥ কর্ণপূরে তালপত্রে কটকোদ্ধরণাদিষু ॥' ইতি। আভরণোচিতং রূপমাশ্রমসুলভৈঃ প্রসাধনৈর্বিপ্রকার্যতে। বিকৃতং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। আভরণোচিতমিত্যনেন সূচিতমাভরণম্। তদ্দ্বারা তদানয়নকর্তৃণামপি সূচনমার্থম্।

[৪.১০]

(প্রবিশ্যোপায়নহস্তৌ)

ঋষিকুমারকৌ — ইদমলংকরণম্। অলংক্রিয়তামত্রভবতী।

(সর্বা বিলোক্য বিস্মিতাঃ)

গৌতমী — বচ্ছ ণারঅ, কুদো এদং? (বৎস নারদ, কুত এতৎ?)

প্রথমঃ — তাতকাশ্যপপ্রভাবাৎ।

গৌতমী — কিং মাণসী সিদ্ধী? (কিং মানসী সিদ্ধিঃ?)

দ্বিতীয়ঃ — ন খলু। শ্রূয়তাম্। তত্রভবতা বয়মাজ্ঞপ্তাঃ শকুন্তলাহেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমান্যাহরতেতি। তত ইদানীম্ —

> ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
> নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
> অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
> র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ ॥ ৫ ॥

বিসন্ধি—প্রবিশ্য + উপায়নহস্তৌ। ইদম্ + অলংকরণম্। অলংক্রিয়তাম্ + অত্রভবতী। বয়ম্ + আজ্ঞপ্তাঃ। শকুন্তলাহেতোঃ + বনস্পতিভ্যঃ। কুসুমানি + আহরত + ইতি। কেনচিৎ + ইন্দুপাণ্ডু। মাঙ্গল্যম্ + আবিষ্কৃতম্। নিষ্ঠ্যূতঃ + চরণোপ...। করতলৈঃ + আপর্বভাগোত্থিতৈঃ + দত্তানি + আভরণানি।

অন্বয়—কেনচিৎ তরুণা ইন্দুপাণ্ডু মাঙ্গল্যং ক্ষৌমম্ আবিষ্কৃতম্ ; কেনচিৎ চরণোপভোগসুলভঃ লাক্ষারসঃ নিষ্ঠ্যূতঃ ; অন্যেভ্যঃ আপর্বভাগোত্থিতৈঃ তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ বনদেবতাকরতলৈঃ আভরণানি দত্তানি।

বাংলা প্রতিশব্দ — [প্রবিশ্য উপায়নহস্তৌ — হাতে অলঙ্কার নিয়ে দুই ঋষিকুমার প্রবেশ ক'রে] ঋষিকুমারৌ (দুই ঋষি বালক) — ইদম্ অলংকরণম্ (এই নিন অলঙ্কার)। অলংক্রিয়তাম্ অত্রভবতী (এঁকে সাজিয়ে দিন)। [সর্বাঃ — সকলে, বিলোক্য বিস্মিতাঃ — দেখে অবাক হলেন]। গৌতমী — বৎস নারদ, কুত এতৎ (বৎস নারদ, এসব কোত্থেকে এল)। প্রথমঃ (প্রথম ঋষিবালক) — তাতকাশ্যপপ্রভাবাৎ (এ সবই তাত কাশ্যপের তপস্যার প্রভাবে হয়েছে)। গৌতমী — কিং মানসী সিদ্ধিঃ (এগুলো কি তাঁর মানসী সৃষ্টি অর্থাৎ এগুলো তাঁর ইচ্ছামাত্রেই হয়েছে)? দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয় ঋষিবালক) — ন খলু (না, তা নয়)। শ্রূয়তাম্ (শুনুন)। তত্রভবতা বয়ম্ আজ্ঞপ্তাঃ (মাননীয় কাশ্যপ আমাদের আদেশ করলেন) — "শকুন্তলাহেতোঃ (শকুন্তলার জন্য) বনস্পতিভ্যঃ (বনস্পতি থেকে) কুসুমানি আহরত ইতি (ফুল আনতো)।" তত ইদানীম্ (তখন আমরা ফুল আনতে গেলে) — কেনচিৎ তরুণা (কোন গাছ) ইন্দুপাণ্ডু (চাঁদের মত রঙের, শুভ্র) মাঙ্গল্যং ক্ষৌমম্ আবিষ্কৃতম্ (মঙ্গল-কাজে ব্যবহারের ক্ষৌম বস্ত্র দান করল। ক্ষৌম = সিল্ক)। কেনচিৎ (অন্য কোন গাছ থেকে) চরণোপভোগসুলভঃ লাক্ষারসঃ নিষ্ঠ্যূতঃ (পায়ে দেবার আলতা নিঃসৃত হ'ল)। অন্যেভ্যঃ (অন্যান্য গাছ থেকে) আপর্বভাগোত্থিতৈঃ তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ বনদেবতাকরতলৈঃ (বনদেবতারা নতুন পল্লব বের হবার মত মণিবন্ধ পর্যন্ত হাত বের করে) আভরণানি দত্তানি (অলঙ্কারগুলি দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ— (হাতে অলঙ্কার নিয়ে দুই ঋষিবালকের প্রবেশ)

দুই ঋষিবালক — এই যে অলঙ্কার। এগুলি দিয়ে এঁকে সাজান।

(সকলে দেখে বিস্মিত হলেন)

গৌতমী — বৎস, নারদ, এসব (অলঙ্কার) কোথায় পেলে?

প্রথম ঋষিকুমার — এ সবই তাত কাশ্যপের (তপস্যার) প্রভাবে।

গৌতমী — একি তাঁর ইচ্ছামাত্রেই হয়েছে?

দ্বিতীয় ঋষিকুমার — না, তা নয়। শুনুন। মাননীয় কাশ্যপ আমাদের আদেশ করলেন — "শকুন্তলার জন্য বনস্পতি থেকে (গাছ থেকে) ফুল তুলে আনতো।" তখন আমরা ফুল তুলতে গেলে —

কোন গাছ মঙ্গলকাজে ব্যবহারের জন্য চন্দ্রের মত শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র দান করল। অন্য এক গাছ থেকে পা রাঙানোর আলতা নিঃসৃত হল। অন্যান্য গাছ থেকে বনদেবতারা নতুন পল্লব বের হবার মত মণিবন্ধ (কব্জি) পর্যন্ত হাত বের করে অলঙ্কারগুলি দিলেন।

রাঘবভট্ট—ইত্যৃষিকুমারয়োঃ প্রবেশঃ। বিস্মিতা ইতি। অকস্মাদলংকারদর্শনেন তেষাং চাতিরমণীয়ত্বদর্শনেন। বৎস নারদ, কুত এতৎ। কিং মানসী সিদ্ধিঃ। ন খল্বিতি পূর্বস্যোত্তররূপং ভিন্নং বাক্যম্ ক্ষৌমমিতি। কেনচিৎ তরুনেন্দুবৎপাণ্ডু শ্বেতম্। মঙ্গলকর্মণি সাধু মাঙ্গল্যম্। , অনুপহতদশং গোরোচনা চিত্রিতপর্যন্তং যুগলং চেত্যর্থঃ। অতত্রবাগ্রে 'পরিধেহি সংপদং খোমজুঅলং' ইতি। ক্ষৌমং দুকূলমাবিষ্কৃতং দত্তম্। কেনচিত্তরুণেত্য-নুষজ্যতে। চরণ উপভোগো রঞ্জনাদিস্তত্র সুলভো যোগ্যঃ। অনেন বিশেষণেনানেক-প্রযত্নজনিতচরণালেপনযোগ্যতাযত্নসিদ্ধেতি ধ্বনিতম্। লাক্ষারসোঽলক্তকদ্রবো নিষ্ঠ্যুতো দত্তঃ। পূর্বোক্তরীত্যাত্রাপ্যশ্লীলপরিহারঃ। অন্যেভ্যো বৃক্ষেভ্যঃ কিসলয়োদ্ভেদা উদ্ভিদ্যমানপল্লবাঃ। লক্ষণয়া রক্ততরত্বকোমলত্বাদি ব্যঙ্গ্যম্। তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিভিস্তৎপ্রতিস্প-র্ধিভিঃ। তাদৃশৈরিতি যাবৎ। পর্বভাগং মর্যাদীকৃত্যোত্থিতৈর্বনদেবতা-করতলৈরাভরণানি দত্তানীত্যন্বয়ঃ। অত্র বনদেবতাকরতলদত্তাভরণেন তস্যা আজন্মাবৈধব্যসৌভাগ্যে আভরণানামনর্ঘত্বাদি চ ব্যজ্যতে। তৎকিসলয়েতি বিশেষণাবকাশদানায় তলগ্রহণম্। আপর্বেতি বিশেষণেন বনদেবতানামদৃশ্যত্বং সূচয়তা করতলভাগস্যৈব দৃশ্যত্বং বদতা তাসামেব করণত্বমস্তু কিং তদ্ধস্ততলৈরিতি শঙ্কা নিরস্তা। স্বভাবোক্তিপর্যবসিতেন তৎকিসলয়েতি তদ্বিশেষণেন তেষুদ্ভেদযোগ্যতা ধ্বনিতা। উপময়োঃ সংসৃষ্টিঃ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ অর্থাবৃত্তির্হেতুশ্চ। শাদূর্লবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। 'অন্যৈস্তৈঃ' ইতি পঠিত্বা কর্তৃপ্রক্রমভঙ্গঃ পরিহর্তব্যঃ। করতলৈরিত্যস্য করণত্বাৎ কেচনাত্র সমাদধতে, পূর্বার্ধে বৃক্ষাণাং সেবাসূচনমুত্তরত্র বনদেবতানামিতি তৎকর্তৃকত্বমেবোচিতমিতি। তন্ন সম্যক্। করণত্বেনাপি তদুপপত্তেঃ। অন্যথা পূর্বার্ধবৎ করণানুপাদানেঽপি তৎসংভবাৎ। কিং চ পূর্বত্র 'বনস্পতিভ্যঃ পুষ্পান্যাহরত' ইত্যুত্তরত্র 'কাশ্যপায় বনস্পতিসেবাং নিবেদয়াবঃ' ইতি শিষ্যয়োর্বাক্যেন

বিরোধঃ স্যাৎ। অতঃ পূর্বোক্তমেব জ্যায়ঃ। শব্দানুপাদান একপর্বমাত্রঃ প্রত্যয়ঃ স্যাদ্ভাগশব্দোপাদানেঽপি তু পর্বত্রয়মপি প্রতীয়ত ইতিনাবকরত্বম্। তেন বিনা দানাসংভবাদৌপম্যাসংগতেশ্চ।

সুষমা—[১] অলংকরণম্ — অলম্ + কৃ + ল্যুট্। [২] তাতকাশ্যপপ্রভাবাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। ভূ + ঘঞ্ = ভাবঃ। প্রকৃষ্টো ভাবঃ প্রভাবঃ (প্রাদিতৎ)। প্র-ভূ + ঘঞ্ — এরকম করা যাবে না। কেননা 'শ্রিণীভুবোঽনুপসর্গে' সূত্রে নিষেধ আছে। [৩] মাণসী সিদ্ধী (মানসী সিদ্ধিঃ) — অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা অষ্টৈশ্বর্যের মধ্যে কামবসায়িত্বের কথা বলা হচ্ছে। [৪] ক্ষৌমম্ — ক্ষুমায়াঃ বিকারঃ ইতি ক্ষুমা + অণ্। [৫] ইন্দুপাণ্ডু — ইন্দুরিব পাণ্ডু (উপমান কর্মধা)। [৬] মাঙ্গল্যম্ — মঙ্গলমেব ইতি মঙ্গল + ষ্যঞ্ (স্বার্থে)। [৭] আবিষ্কৃতম্ — আবিস্ + কৃ +ক্ত কর্মণি। [৮] নিষ্ঠ্যূতঃ — ধাতুপাঠে আছে — ষ্ঠিবু নিরসনে। ষ্ঠিবুক্লম্বিতি দীর্ঘঃ। ষ্ঠীবতি। নি-ষ্ঠীব্ + ক্ত কর্মণি। 'ষ্ঠিব' ধাতুর মুখ্য অর্থ থুতু ফেলা। মুখ্য অর্থে প্রয়োগ গ্রাম্যতা দোষের কারণ। এখানে গৌণ অর্থে প্রয়োগ। তাই দোষের নয়। 'নিষ্ঠ্যূতোদ্গীর্ণবান্তাদি গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্। অতিসুন্দরমন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে' ॥ (কাব্যাদর্শ)। [৯] চরণোপভোগসুলভঃ — 'চরণোপরাগসুভগঃ' পাঠান্তরও বহু সংস্করণে আছে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে — 'যে আলতা মেয়েরা পা রাঙাতে প্রায়ই ব্যবহার করে'। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'যা দিয়ে পা রাঙালে দেখতে সুন্দর হয়'। [১০] আপর্বভাগোত্থিতৈঃ — পর্বণঃ ভাগঃ পর্বভাগঃ (ষষ্ঠীতৎ), আ পর্বভাগেভ্যঃ — আপর্বভাগম্ (অব্যয়ীভাব)। সূত্র — 'আঙ্মর্যাদাঽভিবিধ্যোঃ'। আপর্বভাগম্ উত্থিতাঃ (সহসুপা), তৈঃ। [১১] কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ — কিসলয়ানাম্ উদ্ভেদঃ (ষষ্ঠী তৎ) তেষাং প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ তৈঃ। [১২] উপমা অলংকার। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১৩] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

[৪.১১]

প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলাং বিলোক্য) হলা ইমাএ অব্ভুববত্তীএ সূইআ দে ভত্তুণো গেহে অণুহোদব্বা রাঅলচ্ছিত্তি। (হলা, অনয়া অভ্যুপপত্ত্যা সূচিতা তে ভর্তুঃ গেহে অনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মীঃ ইতি।)

(শকুন্তলা ব্রীড়াং রূপয়তি)

প্রথমঃ — গৌতম, এহ্যেহি। অভিষেকোত্তীর্ণায় কাশ্যপায় বনস্পতিসেবাং নিবেদয়াবঃ।

দ্বিতীয়ঃ — তথা।

(নিষ্ক্রান্তৌ)

সখ্যৌ — অএ, অণুবজুত্তভূসণো অঅং জণো। চিত্তকম্মপরিঅএণ অঙ্গেসু দে

আহরণবিণিওঅং করেম্হ। (অয়ে, অনুপযুক্তভূষণঃ অয়ং জনঃ। চিত্রকর্মপরিচয়েন অঙ্গেষু আভরণবিনিয়োগং কুর্বঃ।)

শকুন্তলা — জাণে বো ণেউণং। (জানে বাং নৈপুণম্।)

(উভে নাট্যেনালংকুরুতঃ)

বিসন্ধি—এই + এহি। নাট্যেন + অলংকুরুতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ — প্রিয়ংবদা — [শকুন্তলাং বিলোক্য — শকুন্তলাকে লক্ষ্য ক'রে] হলা, (সখী), অনয়া অভ্যুপপত্ত্যা (বনদেবতার এই অনুগ্রহ থেকে) সূচিতা (বোঝা যাচ্ছে যে) তে ভর্তুঃ গেহে (তোমার স্বামীর ঘরে) অনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মীঃ ইতি (রাজলক্ষ্মীর সৌভাগ্য পাবে)। [শকুন্তলা ব্রীড়াং রূপয়তি — শকুন্তলা লজ্জার অভিনয় করলেন]। প্রথমঃ (প্রথম ঋষিবালক) — গৌতম, এহি, এহি (গৌতম, তাড়াতাড়ি চল)। অভিষেকোত্তীর্ণায় কাশ্যপায় (তাত কাশ্যপ স্নান সেরে এসেছেন); বনস্পতিসেবাং নিবেদয়াবঃ (তাঁকে বনস্পতির এই দানের কথা জানাই)। দ্বিতীয়ঃ — তথা (তাই করি)। [নিষ্ক্রান্তৌ — দুজনে বেরিয়ে গেলেন]। সখ্যৌ (দুই সখী) — অয়ে, অনুপযুক্তভূষণোঽয়ং জনঃ (সখি, আমি এখানে আমরা, সাজাতে অভ্যস্ত নই)। চিত্রকর্মপরিচয়েন অঙ্গেষু আভরণবিনিয়োগং কুর্বঃ (আমরা ছবিতে যেমন দেখেছি, সেইভাবে অলংকারগুলি তোমায় পরিয়ে দিচ্ছি)। শকুন্তলা — জানে বাং নৈপুণম্ (এব্যাপারে তোমাদের নৈপুণ্য আমি জানি)। [উভে নাট্যেন অলংকুরুতঃ — দুই সখীর সাজিয়ে দেবার অভিনয়]

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলাকে লক্ষ্য ক'রে), (বনদেবতার) এই অনুগ্রহ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে স্বামীর ঘরে গিয়ে তুমি রাজলক্ষ্মীর সৌভাগ্য অর্জন ক'রবে।

(শকুন্তলার লজ্জার অভিনয়)

প্রথম ঋষিবালক — গৌতম, তাড়াতাড়ি চল। (তাত) কাশ্যপ এতক্ষণে স্নান সেরে এসেছেন, তাঁকে বনস্পতিদের এই অনুগ্রহের কথা বলি।

দ্বিতীয় ঋষিবালক — তাই করি, চল।

(দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

দুই সখী — সখি, আমরা সাজানোর ব্যাপারে অভ্যস্ত নই। তবে ছবিতে যেমন দেখেছি, সেইভাবে তোমায় অলঙ্কারগুলি পরিয়ে দিচ্ছি।

শকুন্তলা — এ ব্যাপারে তোমাদের নৈপুণ্য আমার অজানা নেই।

(দুই সখীর সাজিয়ে দেবার অভিনয়)

রাঘবভট্ট—অনয়াভ্যুপপত্ত্যানুগ্রহেণ সূচিতা ভর্তুর্গেহেঽনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মীরিতি। প্রবিশ্যোপায়নহস্তৌ' ইত্যাদিনৈতদন্তেনোদাহরণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'যত্তু

সাতিশয়ং বাক্যং তদুদাহরণং স্মৃতম্' ইতি। বৃক্ষাণাং চেতনবদ্বনদেবতাহস্তৈরলঙ্কারদানবচনাৎ সাতিশয়ত্বপ্রাপ্ত্যাশানুগমত্বং প্রকটমেব। অনুপযুক্তভূষণোঽধৃতালঙ্কারোঽয়ং জনঃ। চিত্রকর্ম-পরিচয়েনাঙ্গেষ্বাভরণবিনিয়োগং কুর্বঃ। জানে বাং নৈপুণম্। নাট্যেনেতি কর্তরীমুখেনা-লক্তকেন পাদরঞ্জনম্। হংস্যাস্যেন চ্যুতসংদংশেনোর্মিকাপরিধাপনম্। এবমন্যদপ্যনুসংধেয়ম্। কর্তরীমুখলক্ষণং যথা — "অশ্লিষ্টা মধ্যমা পৃষ্ঠে সংস্থিতা তর্জনী যদা। ত্রিপতাকস্য হস্তস্য তদা স্যাৎ কর্তরীমুখঃ ॥ 'অলক্তাদিনা পাদরঞ্জনে' ইতি। হংসাস্যলক্ষণমুক্তং প্রাক্।

[৪.১২]

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কাশ্যপঃ)

কাশ্যপঃ —

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥ ৬ ॥

(পরিক্রামতি)

সন্ধি—যাস্যতি + অদ্য। শকুন্তলা + ইতি। সংস্পৃষ্টম্ + উৎকণ্ঠয়া।...কলুষঃ + চিন্তাজড়ম্। তাবৎ + ঈদৃশম্ + ইদম্। স্নেহাৎ + অরণ্যৌকসঃ। ...দুঃখৈঃ + নবৈঃ।

অন্বয়—অদ্য শকুন্তলা যাস্যতি ইতি হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়া সংস্পৃষ্টম্, কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ, দর্শনং চিন্তাজড়ম্। অরণ্যৌকসঃ মম তাবৎ স্নেহাৎ ঈদৃশম্ ইদং বৈক্লব্যম্ — গৃহিণঃ নবৈঃ তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈঃ কথং নু পীড্যন্তে।

বাংলা প্রতিশব্দ — [ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কাশ্যপঃ — তারপর স্নান সমাপন করে কাশ্যপ অর্থাৎ কণ্বের প্রবেশ] কাশ্যপঃ — অদ্য শকুন্তলা যাস্যতি (আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে) ইতি হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়া সংস্পৃষ্টম্ (এই কথা ভেবে আমার মন উৎকণ্ঠায় আকুল হচ্ছে)। কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ (চোখের জল সংযম ক'রতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে)। দর্শনং চিন্তাজড়ম্ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ে জড়তা আসছে)। অরণ্যৌকসঃ মম তাবৎ (বনবাসী আমার যদি) স্নেহাৎ ঈদৃশম্ ইদং বৈক্লব্যম্ (স্নেহবশতঃ এইরকম কাতরতা আসে) — গৃহিণঃ (তাহলে সংসারীরা) নবৈঃ তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈঃ (যখন কন্যার প্রথম বিচ্ছেদ-ব্যথা অনুভব করে) কথং নু পীড্যন্তে (তখন কতই না তাদের কষ্ট হয়)। [পরিক্রামতি - এগিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ— (তারপর স্নান সেরে কাশ্যপ প্রবেশ করলেন)

কাশ্যপ — আজ শকুন্তলা (পতিগৃহে) যাবে এই ভেবে আমার মন উৎকণ্ঠায় আকুল হচ্ছে। চোখের জল সংযম করতে গিয়ে (বারবার) কণ্ঠরোধ হচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ে জড়তা দেখা

দিচ্ছে। বনবাসী আমার যদি স্নেহবশতঃ এইরকম কাতরতা আসে তবে সংসারী লোকেরা যখন কন্যার প্রথম বিচ্ছেদ-ব্যথা অনুভব করে তখন কতই না তাদের কষ্ট হয়। (এগিয়ে গেলেন)।

রাঘবভট্ট—যাস্যতীতি। অদ্যাধুনা শকুন্তলা যাস্যতি। ন তু যাতা নাপি যাতি, অপিতু যাস্যতীতি মনসি কৃতমাত্র এবেতি ভাবঃ। ইতি কৃত্বা হৃদয়মুৎকণ্ঠয়া সংস্পৃষ্টম্। প্রেমাতিশয়ো দ্যোত্যতে। অত্রোদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্যপ্রক্রম ইন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়াগ্রাহকত্বং চ হৃদয়পদোপাদানমন্তরেণ ন স্ফুরতীতি তৎপদোপাদানম্। তেন নার্থপৌনরুক্ত্যম্। স্তম্ভিতা যা বাষ্পস্য বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ। আরম্ভ ইতি যাবৎ। তয়া কলুষঃ স্বরভঙ্গবান্ কণ্ঠঃ। স্তম্ভিতত্বে কারণং পুরুষগতধৈর্যম্। তেন নির্হেতুত্বং ন শক্যম্। হেত্বলংকারস্য গম্যত্বং প্রবৃত্তস্য স্তম্ভয়িতুমশক্যত্বাদ্বৃত্তিপদোপাদানম্। এতেন স্ফুটং বাচোঽপ্রবৃত্তির্ধ্বনিতা। দর্শনং তত্তদিন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। চিন্তয়া জড়ং স্বস্ববিষয়াগ্রাহকম্। মনসশ্চিন্তয়া গ্রস্তত্বাত্তেন বিনা তদগ্রাহকত্বং তেষাম্। মম তাবদাদাবেবেদৃশমনির্বচনীয়মিদমনুভূয়মানং স্নেহাৎ প্রীতিভাবাদ্বৈক্লব্যং বিহ্বলতা। কীদৃশো মম। অরণ্যৌকসো বনবাসিনঃ। অনেন তদ্যোগ্যতাপ্যসংভাবনীয়েতি ব্যজ্যতে। গৃহিণো গৃহনিবাসিনঃ। তদ্দুঃখাভিজ্ঞা ইতি ভাবঃ। নবৈঃ প্রথমোৎপন্নৈঃ। দ্বিতীয়বারাদৌ পূর্বভূতত্বান্ন তথা দুঃখমিতি ভাবঃ। গৃহিণ ইতি ব্যতিরেকঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসচ্ছেকানুপ্রাসৌ। ইতি শব্দোপাদানাদ্ধেতুরপি। অনন্তরোক্তমেব বৃত্তম্। 'দৃষ্টির্জড়া চিন্তয়া' ইতি পঠিত্বোদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্য প্রক্রমভঙ্গঃ পরিহর্তব্যঃ। 'দৃষ্টির্জ্ঞানেঽক্ষ্ণি দর্শনে' ইতি কোশাৎ। অর্থঃ স এব। 'কথং ন তনয়া—'ইতি কাক্বা যোজ্যম্।

সুষমা—[১] স্নানোত্তীর্ণঃ — স্নানাৎ উত্তীর্ণঃ (সহসুপা)। [২] সংস্পৃষ্টম্ — সম্ + স্পৃশ্ + ক্ত, কর্মণি। সম্যক্ স্পৃষ্টম্ (প্রাদি তৎ)। [৩] উৎকণ্ঠয়া — হেতৌ তৃতীয়া। [৪] স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ — স্তম্ভ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি। বাষ্পস্য বৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ), স্তম্ভিতা বাষ্পবৃত্তিঃ (কর্মধা), তয়া কলুষঃ (তৃতীয়া তৎ)। [৫] চিন্তাজড়ম্ — চিন্তয়া জড়ম্ (তৃতীয়া তৎ)। [৬] দর্শনম্ — দৃশ্ + ল্যুট্, করণে। দৃশ্ ধাতুর জ্ঞানসামান্য অর্থে গ্রহণ। [৭] বৈক্লবম্ — বিক্লব + ষ্যঞ্। [৮] স্নেহাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [৯] অরণ্যৌকসঃ — অরণ্যম্ ওকঃ যস্য সঃ (বহুব্রী), তস্য। ওকঃ = আশ্রয়। [১০] তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈঃ — তনয়ায়াঃ বিশ্লেষঃ (ষষ্ঠী তৎ) তজ্জাতং দুঃখম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস), তৈঃ। [১১] ব্যতিরেক অলঙ্কার। তাছাড়া সমুচ্চয় (একাধিক কারণের উল্লেখে)। অর্থাপত্তি অলঙ্কারও আছে। ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১২] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

[৪.১৩]

➛ সখৌ — হলা সউন্দলে, অবসিদমণ্ডণাসি। পরিধেহি সংপদং খোমজুঅলং। (হলা শকুন্তলে, অবসিতমণ্ডনাসি। পরিধৎস্ব সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলম্।)

(শকুন্তলা উত্থায় পরিধত্তে)

গৌতমী — জাদে, এসো দে আণন্দপরিবাহিণা চক্‌খুণা পরিস্‌সজন্তো বিঅ গুরু উবট্‌ঠিদো। আআরং দাব পড়িবজ্জস্‌স। (জাতে, এষ তে আনন্দপরিবাহিণা চক্ষুষা পরিষ্বজমান ইব গুরুঃ উপস্থিতঃ। আচারং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব।)

শকুন্তলা — (সব্রীড়ম্) তাদ, বন্দামি। (তাত, বন্দে।)

কাশ্যপঃ — বৎসে,

যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পূরুমবাপ্নুহি ॥ ৭ ॥

গৌতমী — ভঅবং, বরো ক্‌খু এসো, ণ আসিসা। (ভগবন্, বরঃ খলু এষঃ, ন আশীঃ।)

বিসন্ধি—অবসিতমণ্ডনা + অসি। যযাতেঃ + ইব। ভর্তুঃ + বহুমতা। ত্বম্ + অপি। সা + ইব। পূরুম্ + অবাপ্নুহি।

অন্বয়—শর্মিষ্ঠা যযাতেঃ ইব ভর্তুঃ বহুমতা ভব। সা পূরুম্ ইব ত্বম্ অপি সম্রাজং সুতম্ অবাপ্নুহি।

বাংলা প্রতিশব্দ — সখ্যৌ (দুই সখী) — হলা শকুন্তলে, অবসিতমণ্ডনা অসি (শকুন্তলা, তোমাকে সাজানো শেষ হয়েছে, তোমার সাজ শেষ হয়েছে) সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলং পরিধৎস্ব (এখন এই ক্ষৌম বস্ত্র দুটি পর)। শকুন্তলা উত্থায় পরিধত্তে — [শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে পরলেন] গৌতমী — জাতে (বৎস), এষ তে গুরুঃ এই যে তোমার গুরু, এখানে পিতা) আনন্দপরিবাহিণা চক্ষুষা পরিষ্বজমান ইব (আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত চোখে তোমায় যেন আলিঙ্গন করতে করতে) উপস্থিতঃ (এখানে উপস্থিত হয়েছেন)। আচারং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব (এবারে যথাযোগ্য প্রণামাদি জানাও)। শকুন্তলা — [সব্রীড়ম্ — সলজ্জভাবে] তাত, বন্দে (পিতা, আপনাকে প্রণাম)। কাশ্যপঃ — বৎসে (বৎস), শর্মিষ্ঠা যযাতেঃ ইব (শর্মিষ্ঠা যযাতির কাছে যেমন অশেষ আদরের পাত্র ছিলেন) ভর্তুঃ বহুমতা ভব (তুমিও তেমনি তোমার স্বামীর অনেক আদরের পাত্র হও)। সা পূরুম্ ইব (সে অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা যেমন পূরুকে পুত্র হিসাবে পেয়েছিলেন) ত্বম্ অপি (তুমিও) সম্রাজং সুতম্ অবাপ্নুহি (সেইরকম এক সম্রাট পুত্র লাভ কর')। গৌতমী — ভগবান, বরঃ খলু এষ ন আশীঃ (ভগবন, শকুন্তলার কাছে এ শুধু আশীর্বাদ নয় — এতো তার কাছে বর)।

বঙ্গানুবাদ—দুই সখী — শকুন্তলা, তোমার সাজ শেষ হয়েছে এবার এই ক্ষৌম বস্ত্র দুটি পরে নাও।

(শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে পরলেন)

গৌতমী — বৎস, এই যে তোমার পিতা আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত চোখে তোমায় যেন আলিঙ্গন করতে করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে যথাযোগ্য প্রণামাদি জানাও।

শকুন্তলা — (সলজ্জভাবে) পিতা, আপনাকে প্রণাম।

কাশ্যপ — বৎসে,

শর্মিষ্ঠা যযাতির কাছে যেমন আদরের পাত্র ছিলেন তুমিও তেমনি তোমার স্বামীর আদরের হও। শর্মিষ্ঠা যেমন পূরুকে পুত্র হিসাবে পেয়েছিল. তুমি ও তেমনি এক সম্রাট পুত্র লাভ কর।

গৌতমী — ভগবন্, এযে শকুন্তলার পক্ষে বর, শুধুমাত্র আশীর্বাদই নয়।

রাঘবভট্ট—অবসিতমণ্ডনা সমাপ্তভূষণাসি। পরিধৎস্ব সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলম্। জাতে, এষ ত আনন্দপরিবাহিণা চক্ষুষা পরিষ্বজন্নিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। গুরু কণ্ব উপস্থিতঃ প্রাপ্তঃ। আচারমভ্যুত্থানবন্দনাদিকং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব। তাত বন্দে। যযাতেরিতি। অনেন ক্রমলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। 'তত্ত্বোপলব্ধিরিষ্টস্য ক্রম ইত্যভিধীয়তে' ইতি। আশীর্বাদব্যাজেন তস্য বরত্বেন চ কথনাদাশীর্লক্ষণো নাট্যালংকারোঽপি। 'আশীরিষ্টজনাশংসা' ইতি তল্লক্ষণাৎ। বরঃ খল্বেষঃ। নাশিষঃ।

সুষমা—[১] সম্রাজম্ — সম্যক্ রাজতে ইতি সম্ + রাজ্ + ক্বিপ্ ; দ্বিতীয়া একবচন। "রাজা তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ সম্রাট্ চ সকরোঽকরঃ। সর্বেভ্যঃ ক্ষিতিপালেভ্যঃ নিত্যং গৃহ্ণাতি যে করম্। স সম্রাড়িতি বিজ্ঞেয়শ্চক্রবর্তী স এব হি ॥" [২] পূরুম্ — পুরু এবং পূরু — এই দুরকম রূপই শুদ্ধ। [৩] অবাপ্নুহি — অব — আপ্ + লোট্, মধ্যমপুরুষ, একবচন। [৪] উপমা অলঙ্কার। [৫] অনষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—কণ্বের আশীর্বাদ স্বামীর আদরিণী হওয়া এবং রাজচক্রবর্তী পুত্রলাভ — দুয়েরই একসঙ্গে উল্লেখ। যযাতি চন্দ্রবংশের বিখ্যাত রাজা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। গুণাধিক্যের কারণে শর্মিষ্ঠা যযাতির অধিক অনুরাগের পাত্রী ছিলেন। সপত্নীসুলভ বিদ্বেষে আক্রান্তা দেবযানী পিতৃগৃহে গমন করেন এবং পিতা শুক্রাচার্যকে সকল কথা জানান। শুক্রাচার্য যযাতিকে পক্ষপাতদোষের অপরাধে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে যযাতির অনুরোধে প্রসন্ন শুক্রাচার্য বলেন যদি তার কোন পুত্র নিজের যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা গ্রহণ করে তবেই তিনি মুক্ত হবেন। শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু ছাড়া অন্য সকল পুত্রই পিতার জরা গ্রহণে অসম্মতি জানায়। যযাতি পুরুর পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজ্য প্রদান করেন। পুরু পরে রাজচক্রবর্তী হন।

কণ্বের আশীর্বাদ শুধুমাত্র শুভেচ্ছা নয় — তা সাক্ষাৎ 'বর'। আশীর্বাদ কখনো ফলে — কখনো নয়। ঋষিমুখনিঃসৃত আশীর্বাদ অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী। তাই তা 'বর'। "লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ততে। ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥" (উত্তরামচরিত)

[৪.১৪]

কাশ্যপঃ — বৎসে, ইতঃ সদ্যোহুতাগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকুরুস্ব।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

কাশ্যপঃ — (ঋক্‌ছন্দসাঽঽশাস্তে)

অমী বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ
সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈ-
র্বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥ ৮ ॥

প্রতিষ্ঠস্বেদানীম্। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ?

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ — ভগবন্, ইমে স্মঃ।

কাশ্যপঃ — ভগিন্যাস্তে মার্গমাদেশয়।

শার্ঙ্গরবঃ — ইত ইতো ভবতী।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

বিসন্ধি—ঋক্‌ছন্দসা + আশাস্তে। হব্যগন্ধৈঃ + বৈতানাঃ + ত্বাম্। প্রতিষ্ঠস্ব + ইদানীম্। ভগিন্যাঃ + তে। মার্গম্ + আদেশয়।

অন্বয়—বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ হব্যগন্ধৈঃ দুরিতম্ অপঘ্নন্তঃ অমী বৈতানাঃ বহ্নয়ঃ ত্বাং পাবয়ন্তু।

বাংলা প্রতিশব্দ — কাশ্যপঃ — বৎসে (বৎস), ইতঃ (এই দিক থেকে) সদ্যোহুতাগ্নীন্ (এইমাত্র আহুতি দেওয়া এই অগ্নিকে) প্রদক্ষিণীকুরুস্ব (প্রদক্ষিণ কর)। [সর্বে পরিক্রামন্তি — সকলে এগিয়ে গেলেন] কাশ্যপঃ — [ঋক্‌ছন্দসা আশাস্তে — বৈদিক ছন্দে আশীর্বাদ করলেন] বেদিং পরিতঃ (যজ্ঞবেদির চারদিকে) ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যঃ (যাঁদের স্থান রচনা করা হয়েছে), সমিদ্বন্তঃ (যে হোমাগ্নিতে সমিধ্ দেওয়া হয়েছে), প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ (যে অগ্নির প্রান্তভাগে কুশ রাখা আছে), হব্যগন্ধৈঃ দুরিতম্ অপঘ্নন্তঃ (আহুত ঘৃতাদির গন্ধে যাঁরা পাপ দূর করছেন) অমী বৈতানাঃ বহ্নয়ঃ (এইরকম এই যজ্ঞীয় অগ্নি) ত্বাং পাবয়ন্তু (তোমার পবিত্র করুন)। প্রতিষ্ঠস্ব ইদানীম্ (এবারে অগ্রসর হও)। [সদৃষ্টিক্ষেপম্ — দৃষ্টিপাত ক'রে] ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ (শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায়)? [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] শিষ্যঃ — ভগবন্ ইমে স্মঃ (ভগবন্ এই যে আমরা)। কাশ্যপঃ — ভগিন্যাঃ তে (তোমার ভগিনীকে, ভগিনীতুল্যা শকুন্তলাকে) মার্গম্ আদেশয় (পথ দেখিয়ে নিয়ে চল)। শার্ঙ্গরবঃ — ইত ইতো ভবতী (এদিক দিয়ে আসুন)। [সর্বে পরিক্রামন্তি — সকলে এগোতে লাগলেন]।

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ — বৎসে, এদিক থেকে, এইমাত্র আহুতি দেওয়া এই অগ্নি প্রদক্ষিণ কর।

(সকলে এগিয়ে গেলেন)

কাশ্যপ — (বৈদিক ছন্দে আশীর্বাদ করলেন)

যজ্ঞবেদির চারদিকে যাঁদের স্থান রচনা করা হয়েছে, যে হোমাগ্নিতে সমিধ প্রদান করা হয়েছে, যে অগ্নির প্রান্তভাগে কুশ বিছিয়ে রাখা আছে, আহুতি-প্রদত্ত ঘৃতাদির গন্ধে যাঁরা পাপ দূর করছেন, — সেই এই যজ্ঞীয় অগ্নি তোমাকে পবিত্র করুন।

এবারে অগ্রসর হও। (দৃষ্টিপাত ক'রে) সেই শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায় গেল?

(প্রবেশ করে)

শিষ্য — ভগবন্ এই যে আমরা।

কাশ্যপ — তোমার ভগিনী (শকুন্তলা) কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

শার্ঙ্গরব — এদিক দিয়ে আসুন।

(সকলে এগিয়ে চললেন)

রাঘবভট্ট—ঋক্‌ছন্দস্তেন ঋক্‌ছন্দোগ্রথিতেন বাক্যেনেতি যাবৎ। অমী ইতি। অমী পুরতঃ পরিদৃশ্যমানা কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ কৢপ্তস্থানাঃ। 'ধিষ্ণ্যং স্থানে গৃহে ভেহগ্নৌ' ইত্যমরঃ। অনেন ত্রিত্বমুক্তম্। সমিদ্বন্তঃ সসমিধঃ। পদসংজ্ঞায়াং জশ্‌ত্বম্। প্রান্তসংস্তীর্ণেতি চ বিশেষণদ্বয়েন সদ্যোগতত্বেন প্রকাশমানত্বাচ্ছুভসূচকত্বং ধ্বন্যতে। অপঘ্নন্তো নাশয়ন্তঃ। বৈতানা যজ্ঞসংবন্ধিনঃ। পরিকরালংকারঃ।

সুষমা—[১] প্রদক্ষিণীকুরুস্ব — প্রদক্ষিণ + চ্বি + কৃ + লোট্, মধ্যমপুরুষ একবচন। প্রদক্ষিণ করার অর্থ হ'ল কোন' মূর্ত্তি বা ব্যক্তিকে সবসময় দক্ষিণে রেখে পর্যবেষ্টন করা। 'প্রসার্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ। দক্ষিণং দর্শয়ন্ পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্ ॥ সকৃৎ ত্রির্বা বেষ্টয়েত দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে। স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ ॥ ' (কালিকাপুরাণ)। [২] বেদিং পরিতঃ — পরিতঃ শব্দ-যোগে দ্বিতীয়া। [৩] কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ — কৢপ্তানি ধিষ্ণ্যানি যেষাং তে (বহুব্রীহি)। ধিষ্ণ্য = স্থান। [৪] সমিদ্বন্তঃ — সমিধ্ + মতুপ্ বহুবচন। [৫] প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ — প্রান্তেষু সংস্তীর্ণাঃ দর্ভাঃ যেষাং তে (বহুব্রীহি)। [৬] বৈতানাঃ — বিতানস্য ইমে ইতি বিতান + অণ্। [৭] অপঘ্নন্তঃ — অপ-হন্ + শতৃ প্রথমা বহুবচন। [৮] বিশেষ অভিপ্রায়সূচক বিশেষণ প্রয়োগের কারণে পরিকলালঙ্কার। [৯] বৈদিক ত্রিষ্টুপ ছন্দ। প্রত্যেক চরণে একাদশ অক্ষর। কিন্তু নিয়মমাফিক হয়নি। ত্রিষ্টুপের দুই ভেদ বাতোর্মী এবং শালীনীর মিশ্রণে (প্রথম এবং তৃতীয় চরণে বাতোর্মী এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে শালিনী) উপজাতি ছন্দ — অনেকে এরকম বলেছেন। কিন্তু বাতোর্মী এবং শালিনীর নিয়মও ঠিকমত মানা হয়নি। লৌকিক বা বৈদিক কোন' ছন্দের নিয়মই পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। 'ঋক্‌ছন্দসা আশাস্তে' এই মঞ্চনির্দেশ মানলে বৈদিক ছন্দ বলতে হয়। তবে অনেকেই এই মঞ্চনির্দেশ অপ্রয়োজনীয় ভেবে গ্রহণ করেন নি। অনেকে আবার বলেছেন এই মঞ্চনির্দেশের উদ্দেশ্য হ'ল স্বরসংযোগে ঋক্ মন্ত্রের মত পুনরাবৃত্ত পাঠ। পরিশিষ্টের 'ছন্দবিশ্লেষণ'এ * চিহ্ন সমেত উপজাতির ঘরে রাখা হয়েছে।

[৪.১৫]

কাশ্যপঃ — ভো ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ,

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥ ৯ ॥

(কোকিলরবং সূচয়িত্বা)

অনুমতগমনা শকুন্তলা
তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্ ॥ ১০ ॥

বিসন্ধি—সন্নিহিতাঃ + তপোবনতরবঃ। যুষ্মাসু + অপীতেষু। ন + আদত্তে। প্রিয়মণ্ডনা + অপি। ভবতি + উৎসবঃ। সা + ইয়ম্। সর্বৈঃ + অনুজ্ঞায়তাম্। তরুভিঃ + ইয়ম্। প্রতিবচনীকৃতম্ + এভিঃ + ঈদৃশম্।

অন্বয়—যুষ্মাসু অপীতেষু যা প্রথমং জলং পাতুং ন ব্যবস্যতি, প্রিয়মণ্ডনা অপি যা স্নেহেন ভবতাং পল্লবং নাদত্তে, আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যাঃ উৎসবঃ ভবতি, সা ইয়ং শকুন্তলা পতিগৃহং যাতি — সর্বৈঃ অনুজ্ঞায়তাম্ ।৯।

বনবাসবন্ধুভিঃ তরুভিঃ ইয়ং শকুন্তলা অনুমতগমনা, যথা এভিঃ ঈদৃশম্ কলং পরভৃতবিরুতং প্রতিবচনীকৃতম্ ।১০।

বাংলা প্রতিশব্দ — কাশ্যপঃ — ভো ভোঃ সন্নিহিতাঃ তপোবনতরবঃ (হে সন্নিহিত আশ্রমবৃক্ষগণ — তোমরা শোন'), যুষ্মাসু অপীতেষু (তোমরা জল পান না করা পর্যন্ত অর্থাৎ তোমাদের জলসেচন না করে) যা প্রথমং জলং পাতুং ন ব্যবস্যতি (যে আগে জল পান করতো না) ; প্রিয়মণ্ডনা অপি যা (সাজতে ভালোবাসলেও যে) স্নেহেন ভবতাং পল্লবং ন আদত্তে (স্নেহবশতঃ তোমাদের পাতা ছিঁড়তো না), আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে (তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময়) যস্যাঃ উৎসবঃ ভবতি (যার কাছে সেটা উৎসব বলে মনে হ'ত), সা ইয়ং শকুন্তলা (সেই শকুন্তলা) পতিগৃহং যাতি (আজ পতিগৃহে যাচ্ছে) — সর্বৈঃ অনুজ্ঞায়তাম্ (তোমরা সকলে তাকে বিদায়ের অনুমতি দাও)। [কোকিলরবং সূচয়িত্বা — কোকিলের ডাক শোনার অভিনয় ক'রে] বনবাসবন্ধুভিঃ তরুভিঃ (একসঙ্গে বনে বাস করায় যাদের সঙ্গে সখ্য হয়েছে এমন তরুসকল) ইয়ং শকুন্তলা অনুমতগমনা (এই শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমতি দিয়েছে) ; যথা এভিঃ (কেননা এরা) ঈদৃশং কলং পরভৃতবিরুতং (এইরকম কোকিলের ডাকের মাধ্যমে) প্রতিবচনীকৃতম্ (যেন প্রত্যুত্তর দিল)।

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ — হে সন্নিহিত আশ্রমবৃক্ষগণ, — (তোমরা শোন) —

তোমাদের জলসেচন না করা পর্যন্ত যে আগে জল পান ক'রতো না, সাজতে ভালোবাসলেও যে স্নেহবশতঃ তোমাদের পাতা ছিঁড়তো না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময় যার কাছে উৎসব বলে মনে হত — সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাচ্ছে। তোমরা সবাই তাকে বিদায়ের অনুমতি দাও।

(কোকিলের ডাক শোনার অভিনয় করে)

একসঙ্গে বনে বাস করায় যাদের সঙ্গে সখ্য হয়েছে এমন সব তরুসকল শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমতি দিয়েছে। কেননা এরা এইরকম কোকিলের ডাকের মাধ্যমেই (যেন আমার অনুরোধের) প্রত্যুত্তর দিল।

রাঘবভট্ট—তপোবনতরব ইত্যস্য শ্লোকেন সংবন্ধঃ। পাতুমিতি। ন বিদ্যতে পীতং পানমেষাং তেঽপীতাঃ। 'অর্শআদিত্বাদচ্'। তথা চ মহাভাষ্যে — 'অকারো মত্বর্থীয়ঃ। বিভক্তমেষামস্তীতি বিভক্তাঃ, পীতমেষামস্তীতি পীতাঃ'ইতি। অথবোত্তরপদলোপো দ্রষ্টব্যঃ। বিভক্তধনা বিভক্তাঃ পীতোদকাঃ পীতাঃ' ইতি তত্র লোপশব্দার্থমাহ কৈয়টঃ — 'গম্যমানস্যাপ্রয়োগ এব লোপোঽভিমতঃ। বিভক্তাঃ ভ্রাতরঃ ইত্যত্র ধনস্য যদ্বিভক্তত্বং তদ্ ভ্রাতৃষূপচর্যতে। পীতোদকা গাব ইত্যত্রাপ্যুদকস্য পীতত্বং গোষ্বারোপ্যতে'ইতি। তদভিপ্রায়েণৈব পূর্বব্যাখ্যা। যুষ্মাস্বপীতেষু সা জলং পাতুং ন ব্যবস্যতীত্যেতাবত্যুচ্যমানে পূর্বকালতায়াঃ প্রাপ্তত্বাৎ প্রথমমিতি পদমনর্থকমিতি চেন্ন। তদায়মর্থঃ সংপন্নঃ। যদা যদাস্যা জলপানব্যবসায়স্তদা তদা যুষ্মাস্বপীতেষু নেতি। অয়ং চার্থো নাভিপ্রেতঃ। ততঃ প্রথমমিতি পানক্রিয়াবিশেষণম্। তেন যুষ্মাস্বপীতেষু প্রথমং জলং পাতুং ন ব্যবস্যতীতি। ভবৎসৃদকব্যতিরেকেণ প্রথমং জলপানং ন করোতীত্যর্থঃ। ব্যবস্যতীতি বর্তমানপ্রত্যয়েনাধুনাপ্যেতদবস্থায়া অপি তন্নির্বাহ ইতি ধ্বন্যতে। এবমগ্রিমবর্তমানপ্রত্যয়য়োরপি ব্যঞ্জকত্বং বোদ্ধব্যম্। প্রিয়মণ্ডনাপীত্যনেন গ্রহণযোগ্যতা সূচিতা। ভবতাং পল্লবমবতংসাদি কর্তুং স্নেহেন নাদত্তে। বো যুষ্মাকমাদ্যে প্রথমে কুসুমপ্রসূতিসময়ে পুষ্পোৎপত্তিকালে যস্য উৎসবো ভবতি। ফলসময়জো হর্ষাতিশয়ো বক্তুমেব ন শক্যতে। ইত্যাশয়ঃ। সেয়ং প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমানা শকুন্তলা পতিগৃহং যাতি। সর্বৈঃ সংভূয়েত্যর্থঃ। অনুজ্ঞায়তাম্। প্রত্যেকানুজ্ঞাদানে কালবিলম্বো ভবিষ্যতীত্যাশয়ঃ। পতিগৃহমিত্যনেনানুজ্ঞানস্যোচিতসময়ত্বং ধ্বনিত্বম্। চেতনব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। বৃত্তিশ্রুতিচ্ছেকানুপ্রাসাঃ। হেতুশ্চ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। কোকিলরবং সূচয়িত্বেতি নেপথ্যগতনটত্বেন। তে হি সুশিক্ষিতাঃ সর্বে শকুন্তশব্দং কুর্বন্তি। অনুমতেতি। ইদং শকুন্তলা বনবাসবন্ধুভিরিতি রূপকম্। তরুভিরনুমতগমনা যথা কলং পরভৃতবিরুতং কোকিলকূজিতং তরুভিরীদৃশং প্রত্যক্ষতোঽনুভূয়মানং প্রতিবচনীকৃতম্। বিরুতস্য প্রতিবচনেন রূপেণ প্রতিরূপযোগাৎ পরিণামঃ। এবং পূর্বত্রাপি। অনুপ্রাসশ্চ। অপরবক্ত্রং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] ব্যবস্যতি—বি—অব—সো—লট্ ; প্রথমপু একব। [২] যুষ্মাসু অপীতেষু-ভাবে সপ্তমী। ন পীতাঃ অপীতাঃ (নঞ্ তৎ) তেষু। পা — ক্ত, নপুংসকে ভাবে ক্ত। পীতম্ অস্তি অস্যা ইতি পীতা। 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্' ইতি অচ্ প্রত্যয়। [৩] আদত্তে — আ-দা — লট্, প্রথমপু একব। 'স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' ইতি আত্মনেপদ। [৪] প্রিয়মণ্ডনা — প্রিয়ং মণ্ডনং যস্যাঃ সা (বহুব্রী) বিকল্পে মণ্ডনপ্রিয়া। [৫] স্নেহেন — হেতৌ তৃতীয়া। [৬] কুসুমপ্রসূতিসময়ে — কুসুমানাং প্রসূতিসময়ঃ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মিন্। [৭] অনুজ্ঞায়তাম — অনু-জ্ঞা — লোট্, তাম্ কর্মধারয়। [৮] আশ্রমতরুর প্রতি শকুন্তলার স্নেহাধিক্য-প্রতিপাদনকার্যে তিনটি কারণের উল্লেখে সমুচ্চয় অলঙ্কার। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ব্যবহার সমারোপে সমাসোক্তি। ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৯] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। [১০] অনুমতগমনা - অনু + মন্ + ক্ত কর্মণি। অনুমতং গমনং যস্যাঃ সা (বহুব্রী) [১১] বনবাসবন্ধুভিঃ — কোন কোন টীকাকার বনে বাসঃ (সপ্তমী তৎ) 'শয়-বাস-বাসিষ্বকালাৎ' সূত্রে সপ্তমীর পাক্ষিক লোপ এইরকম বলেছেন। বনবাসস্য বন্ধবঃ (ষষ্ঠীতৎ) তৈঃ। [১২] প্রতিবচনীকৃতম্ — প্রতিবচন + চ্বি + কৃ + ক্ত কর্মণি। [১৩] কোকিলের রবে প্রত্যুত্তর প্রদানের আরোপে পরিণাম অলঙ্কার। তাছাড়া অনুপ্রাস। [১৪] অপরবক্ত্র ছন্দ।

অধ্যাপনা—'পাতুং ন প্রথমম্' ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ এভাবে ক'রেছেন — 'তোমাদের জল না করি দান / যে আগে জল না করিত পান / সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু / স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু, / তোমাদের ফুল ফুটিত যবে / যে জন মাতিত মহোৎসবে, / পতিগৃহে সেই বালিকা যায়, / তোমরা সকলে দেহ বিদায়!' — 'রূপান্তর', 'প্রাচীন সাহিত্যে' 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ।

'ব্যবস্যতি' পদে বর্তমানকালের প্রয়োগ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে শকুন্তলা এই অবস্থাতেও (একে দুষ্যন্তের প্রতীক্ষায় অধীর এবং নানা আশঙ্কায় চিন্তায় ব্যাকুল, তায় আবার গর্ভিণী) গাছে জলসেচন না ক'রে নিজে জলপান করে না। 'আদত্তে' পদেও অনুরূপ ব্যঞ্জনা। 'প্রথম ফুল ফোটার সময় যার কাছে উৎসব বলে মনে হ'ত' — এই কথায় — ফল প্রসবের সময়কালীন আনন্দাতিশয়ের দ্যোতনা আছে॥

কণ্ব আশ্রমতরুদের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইছেন। 'সর্বৈঃ অনুজ্ঞায়তাম্' — 'সবাই অনুমতি দাও', — একসাথে। প্রতি তরুর কাছ থেকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে অনুমতি নিতে গেলে কালবিলম্বের আশঙ্কা। রাঘবভট্ট বললেন — "সংভূয়েত্যর্থঃ। অনুজ্ঞায়তাম্। প্রত্যেকানুজ্ঞাদানে কালবিলম্বো ভবিষ্যতীত্যাশয়ঃ।"

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এমন অন্তরঙ্গ বন্ধনের দৃষ্টান্ত বিরল।

[৪.১৬]

(আকাশে)

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥ ১১ ॥

(সর্বে সবিস্ময়মাকর্ণয়ন্তি)

বিসন্ধি—সরোভিঃ + ছায়াদ্রুমৈঃ + নিয়মিত ...। ... মৃদুরেণুঃ + অস্যাঃ। শান্তানুকূলপবনঃ + চ। শিবঃ + চ। সবিস্ময়ম্ + আকর্ণয়ন্তি।

অন্বয়—অস্যাঃ পন্থাঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ রম্যান্তরঃ, ছায়াদ্রুমৈঃ নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ, কুশেশয়রজোমৃদুরেণুঃ, শান্তানুকূলপবনঃ চ শিবঃ চ ভূয়াৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ—[আকাশে — আকাশ থেকে দৈববাণী] অস্যাঃ পন্থাঃ (শকুন্তলার যাবার পথে) কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ রম্যান্তরঃ (সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মে এবং মধ্যে মধ্যে সবুজ মৃণালে সুন্দর হোক্), ছায়াদ্রুমৈঃ নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ (ছায়া প্রদান করে এমন বৃক্ষসকল সূর্যের তাপ নিবারণ করুক), কুশেশয়রজো মৃদুরেণুঃ (পথের ধূলি হোক্ পদ্মের পরাগরেণুর মত কোমল) ; শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ ভূয়াৎ (বাতাস হোক্ অনুকূল এবং পথ হোক নিরুপদ্রব)। (সর্বে সবিস্ময়ম্ আকর্ণয়ন্তি — সকলে বিস্মিত হ'য়ে শুনলেন)।

বঙ্গানুবাদ— (আকাশে দৈববাণী)

শকুন্তলার যাবার পথে সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মে এবং সবুজ মৃণালে সুন্দর হোক্ ; ছায়া দেয় এমন গাছগুলি সূর্যের তাপ দূর করুক ; পথের ধূলি হোক পদ্মের রেণুর মত কোমল ; বাতাস হোক্ শান্ত আর সুখদায়ক ; পথ হোক নিরুপদ্রব।

(সকলে বিস্মিত হ'য়ে শুনলেন)

রাঘবভট্ট—রম্যান্তর ইতি। কমলিনীভির্হরিতৈঃ শ্যামলৈরিতি তদ্‌গুণালংকারঃ। অনেন কমলিনীব্যাপ্তত্বং ধ্বন্যতে। কমলিনীশব্দেন কমলসংযোগোঽপি। অত এব ন বিসিন্যাদিপদপ্রয়োগঃ। এতাদৃশৈঃ সরোভী রম্যান্তরাণি মধ্যানি যস্য সঃ। এতেন কোমলাঙ্গ্যাস্তন্ব্যাঃ কদাচনাদৃষ্টশরণস্তৃষাদিপীড়াভাবো ধ্বন্যতে। সরোভিরিতি বহুবচনেন প্রতিপদং সরসঃ সত্ত্বং সূচিতম্। ছায়াপ্রধানা দ্রুমাস্তৈঃ। তরুমাত্রেণার্কতাপনিরাসঃ কর্তুং ন শক্যত ইতি ছায়াপ্রধানত্ববিশেষণং বহুবচনমপি। তেন বিশ্রান্তিস্থলসত্ত্বং ব্যজ্যতে। বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গশ্চ নিরস্তঃ। নিয়মিতো নিষিদ্ধোঽর্কস্য ময়ূখা দীপ্তয়স্তাসাং তাপো যত্র সঃ। 'ময়ূখস্ত্বিট্‌কর-জ্বালাসু' ইত্যমরঃ। অত্রার্কস্য দীপ্ত্যবিনাভাবেঽপি পুনর্দীপ্তিগ্রহণেন মধ্যাহ্নস্থা দীপ্তির্লক্ষ্যতে। তাপাধিক্যং ফলম্। 'অর্কমরীচিতাপসঃ' ইতি পাঠে 'উষ্ণমরীচিঃ' ইতি পঠনীয়ম্। অনেন

পূর্ববাঙ্গ্যসহকৃতো গমনে দুঃখাভাবো ব্যজ্যতে। কুশেশয়স্যাম্বুজস্য রজোবন্মৃদু রেণুর্যত্র সঃ। অনেন চরণানুপঘাতো ব্যজ্যতে। শান্তো মন্দোঽনুকূলঃ পবনো যত্র সঃ। অত এব শিবঃ শুভঃ পন্থা অস্যা ভূয়াৎ। অত্রৈকশ্চকারো বিশেষণানাং সমুচ্চয়ে। দ্বিতীয়স্ত্বনুপপন্নঃ। শিবশ্চেৎ স্য সমুচ্চয়ে ভবিষ্যতীতি চেত্তর্হি পূর্ববিশেষণ-চতুষ্টয়েঽপি চকার উপাদাতব্যঃ স্যান্ন চোপাত্তঃ। তেনায়মর্থঃ। শান্তোঽনুকূলশ্চাসৌ পবনশ্চ যত্র স পন্থাশ্চ শিবো মাঙ্গল্যরূপঃ সুখপ্রদশ্চ। অর্শআদিত্বাদচ্। ভূয়াদিতি। 'শিবং মোক্ষে সুখে ভদ্রে' ইতি বিশ্বঃ। বায়ুমার্গয়োরুভয়োঃ প্রাকরণিকত্বাৎ তুল্যযোগিতয়া বিশেষণত্রয়মত্রাপি যোজ্যম্। অতএব শান্তেত্যাদিপদং সমস্তং কৃতম্। তত্রাদ্যবিশেষণদ্বয়েন সৌগন্ধ্যং শীতলত্বং চোক্তম্। শান্তেতি মন্দত্বম্। অনুকূলেতি শকুনসূচকত্বম্। কুশেশয়েত্যনেন বায়োর্ধূসরত্বমুক্তম্। তেন কিংচিদপশকুনসূচকত্বম্। যোগ্যেন বায়ুনা যোগ্যস্য পথঃ সংবন্ধদ্যোতনাৎ সমালংকারো ব্যঙ্গ্যঃ। পরস্পরোপকরণাদন্যোন্যালংকারোঽপি। বৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসৌ। উপমাহেতুপরিকরালংকারাঃ। বসন্ততিলকাবৃত্তম্। পাংসুলত্বেন রাজকন্যাঙ্গানুমানাদনুমানলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — অভ্যূহো লিঙ্গতোঽনুমা' ইতি।

সুষমা—[১] আকাশে — আকাশভাষিত। আকাশভাষিতের পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে (তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভক)। তবে এই দুই আকাশভাষিতের মধ্যে এখানে বক্তা অনুপস্থিত, আর তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে সে মঞ্চে অনুপস্থিত। [২] রম্যান্তরঃ — রম্যম্ অন্তরং যস্য তথোক্তঃ (বহুব্রী) ; [৩] কমলিনীহরিতৈঃ — কমলিনীভিঃ হরিতঃ (তৃতীয়া তৎ) তৈঃ। [৪] ছায়াদ্রুমৈঃ — ছায়াপ্রধানঃ দ্রুমঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদ / উত্তরপদলোপী সমাস), তৈঃ। [৫] নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ — অর্কস্য ময়ূখাঃ (ষষ্ঠী তৎ); তেষাং তাপঃ, (ষষ্ঠী তৎ) ; নিয়মিতঃ অর্কময়ূখতাপঃ যস্মিন্ সঃ (বহুব্রী) [৬] কুশেশয়রজোমৃদুরেণুঃ — কুশে (জলে) শেতে ইতি কুশেশয়ম্ (কমলম্)। শতপত্রং কমলং কুশেশয়ম্' — অমরকোষ। 'অধিকরণে শেতে' সূত্রে অচ্। 'শয়-বাস-বাসিষ্বকালাৎ' সূত্রে সপ্তমীর পাক্ষিক অলোপ। তস্য রজঃ কুশেশয়রজঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; কুশেশয়রজ ইব মৃদুঃ রেণুঃ যস্মিন্ (বহুব্রী)। [৭] শান্তানুকূলপবনঃ — শান্তশ্চাসৌ অনুকূলশ্চেতি (কর্মধা) ; শান্তানুকূলঃ পবনঃ যস্মিন্ সঃ (বহুব্রী)। [৮] ভূয়াৎ — এই ক্রিয়াপদটির (ভূ + আশীর্লিঙ্ প্রথমপু, একব) সঙ্গে 'কুশেশয়রজোমৃদুরেণুঃ', 'শান্তানুকূলপবনঃ' এবং 'শিবঃ' — এই তিন পদের যোগ। রাঘবভট্ট শ্লোকস্থ পাঁচটি বিশেষণের (বিশেষ্য — 'পন্থাঃ') সঙ্গেই ক্রিয়াপদের যোগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু 'আশীঃ' কথার অর্থ 'অপ্রাপ্তস্য ইষ্টার্থস্য প্রাপ্তুমিচ্ছা' অনুসরণ করলে পাঁচটির সঙ্গেই অন্বয় করা কঠিন হয় ; কেননা পদ্মপূর্ণ সরোবরের দ্বারা 'রম্যান্তরত্ব' এবং ছায়াদ্রুমের দ্বারা 'অর্কময়ূখতাপনিয়মিতত্ব' আগেই হয়ে আছে। (দ্রঃ শ্রীসারদারঞ্জন রায়রে অভিমত। এ. বি. গজেন্দ্র গদ্‌কর 'ভূয়াৎ' এর সঙ্গে কেবল দুটির ('শান্তানুকূলপবনঃ' এবং 'শিবঃ') যোগ স্বীকার করেছেন। [৯] 'কমলিনীহরিতৈঃ' ইত্যাদি কারণের উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। শিবত্বের

অনেক কারণোপন্যাসহেতু সমুচ্চয়। তাছাড়া অন্যান্য বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস ইত্যাদি। [১০] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—'রূপান্তরে' 'রম্যান্তর —' ইত্যাদির রবীন্দ্রনাথকৃত ভাষান্তর — 'মাঝে মাঝে পদ্মবনে / পথ তব হোক মনোহর। / ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি / ঢেকে দিক তীব্র রবিকর। / হোক তব পথধূলি / অতিমৃদু পুষ্পধূলিনিভ। / হোক বায়ু অনুকূল / শান্তিময়, পন্থা হোক শিব।'

[৪.১৭]

→ গৌতমী — জাদে ণ্‌ণাদিজমসিণিদ্ধাহিং অণুণ্‌ণাদগমণাসি তবোবণ-দেবদাহিং। পণম ভঅবদীণং। (জাতে, জ্ঞাতিজনস্নিগ্ধাভিঃ অনুজ্ঞাতগমনাসি তপোবনদেবতাভিঃ। প্রণম ভগবতীঃ।)

শকুন্তলা — (সপ্রণামং পরিক্রম্য। জনান্তিকম্) হলা পিঅংবদে, ণং অজ্জউত্তদংসণুস্‌সুআএ বি অস্‌সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্‌খেণ মে চলণা পুরদো পবট্টন্তি। (হলা প্রিয়ংবদে, ননু আর্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়া অপি আশ্রমপদং পরিত্যজন্ত্যা দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্তেতে।)

প্রিয়ংবদা — ণ কেঅলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব। তুএ উবট্‌ঠিদ-বিওঅস্‌স তবোবণস্‌স বি দাব সমবত্থা দীসই।

উগ্‌গলিঅদব্‌ভকবলা মিআ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরা।
ওলরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও ॥ ১২ ॥

(ন কেবলং তপোবনবিরহকাতরা সখী এব। ত্বয়া উপস্থিতবিয়োগস্য তপোবনস্য অপি তাবৎ সমবস্থা দৃশ্যতে।

উদ্‌গলিতদর্ভকবলা মৃগ্যঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ)

বিসন্ধি—অনুজ্ঞাতগমনা + অসি। মুঞ্চন্তি + অশ্রূণি + ইব।

অন্বয়—মৃগ্যঃ উদ্‌গলিতদর্ভকবলাঃ, ময়ূরাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃ, লতাঃ অপসৃতপাণ্ডুপত্রাঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্তি ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—গৌতমী — জাতে (বৎস), জ্ঞাতিজনস্নিগ্ধাভিঃ তপোবন-দেবতাভিঃ (আত্মীয়ের মত স্নেহপরায়ণ বনদেবতারা) অনুজ্ঞাতগমনাসি (তোমার যাবার অনুমতি দিয়েছেন)। প্রণম ভগবতীঃ (পূজনীয় এই বনদেবতাদের প্রণাম কর)। শকুন্তলা — [সপ্রণামং পরিক্রম্য — প্রণাম করে এগিয়ে গিয়ে। জনান্তিকম্ — যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে] হলা প্রিয়ংবদে (সখী প্রিয়ংবদা), ননু আর্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়া অপি (আর্যপুত্র দুষ্যন্তকে দেখার জন্য মন উৎসুক হলেও) আশ্রমপদং পরিত্যজন্ত্যা (আশ্রম ছেড়ে

যেতে) দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্ততে (আমার পা অনেক কষ্টে সামনে এগোচ্ছে. আমার পা কিছুতেই উঠছে না)। প্রিয়ংবদা — ন কেবলং তপোবনবিরহকাতরা সখী এব (সখী, কেবল তুমিই যে তপোবনের বিরহে কাতর হয়েছ, এমন নয়)। ত্বয়া উপস্থিতবিয়োগস্য (তোমার আসন্নবিরহে) তপোবনস্য অপি (তপোবনেরও) সমবস্থা দৃশ্যতে (একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে)। মৃগ্যঃ উদ্গলিতদর্ভকবলাঃ (হরিণীদের মুখ থেকে ঘাসের গ্রাস পড়ে যাচ্ছে). ময়ূরাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃ (ময়ূরগুলি আর নাচছে না) লতাঃ অপসৃতপাণ্ডুপত্রাঃ (লতাগুলো থেকে হল্‌দে পাতা খসে পড়ছে) অশ্রূণি মুঞ্চন্তি ইব (মনে হচ্ছে তোমার বিরহের কথা ভেবে তারা অশ্রুবিসর্জন করছে)।

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী — বৎস, আত্মীয়ের মত স্নেহপরায়ণ এই বনদেবতারাও তোমায় যাবার অনুমতি দিয়েছেন। পূজনীয় এঁদের প্রণাম কর।

শকুন্তলা — (প্রণাম ক'রে এগিয়ে গিয়ে, যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে) সখী প্রিয়ংবদা, যদিও আর্যপুত্র দুষ্যন্তকে দেখার জন্য আমার মন উৎসুক হয়েছে, তবুও এই আশ্রম ছেড়ে যেতে আমার পা সরছে না।

প্রিয়ংবদা — সখী তপোবনের বিরহে তুমিই যে কেবল কাতর হয়েছ' তা নয়। দেখ, তোমার আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তপোবনেরও সেই একই অবস্থায় হয়েছে।

হরিণীদের মুখ থেকে ঘাসের গ্রাস পড়ে যাচ্ছে। ময়ূরগুলি (আজ) আর নাচছে না। লতাগুলো থেকে হল্‌দে পাতা খসে পড়ছে — মনে হচ্ছে তোমার বিরহে তারা অশ্রুবিসর্জন করছে।

রাঘবভট্ট—জাতে জ্ঞাতিজনবৎস্নিগ্ধাভিরনুজ্ঞাতগমনাসি তপোবনদেবতাভিঃ। প্রণম ভগবতীঃ। নন্বার্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়া অপ্যাশ্রমপদং পরিত্যজন্ত্যা দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্ততে। অনেন বধূনাং নাভিগৃহত্যাগে দুঃখাতিশয়ো ব্যজ্যতে। ন কেবলং তপোবনবিরহ-কাতরা সখ্যেব। ত্বয়োপস্থিতবিয়োগস্য সংপ্রাপ্তবিরহস্যাপি। ন তু ভূতবিয়োগস্য, ন চ ভবদ্বিয়োগস্যেত্যপেরর্থঃ। তপোবনস্যাচেতনস্যাপি সমবস্থা দৃশ্যতে। অবস্থামেব গাথিকয়া কথয়তি — উগ্গলিএতি। উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগ্যঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ। অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ ॥ উদ্গলিতাশ্চর্বিতা অপি মুখাদ্বহির্নিঃসৃতা ইত্যর্থঃ। নিচা দুঃখাতিশয়ো ধ্বন্যতে। উভয়োস্তির্যকত্বেঽপি সহবাসিনাভ্যাসাৎ তথোক্তম্। অনেন বধ্বাঃ পতিগৃহগমনে পিতৃকুলজনস্য দুঃখাতিশয়ো ব্যজ্যতে। বন্ধুব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। উৎপ্রেক্ষানুপ্রাসশ্চ।

সুষমা—[১] ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা। তপোবনের বিরহপ্রতিপাদনে কারণত্রয়ের উল্লেখে সমুচ্চয়। বন্ধুজনের ব্যবহারসমারোপে সমাসোক্তি। অনুপ্রাস। [২] আর্যা জাতি।

অধ্যাপনা—শকুন্তলার বিদায়লগ্ন সমাগত। আসন্নবিয়োগের চিন্তায় আশ্রমের প্রাণীদেরও কি ভাবান্তর! 'উগ্গলিঅ — ' ইত্যাদি শ্লোকের রবীন্দ্রনাথকৃত ভাষান্তর — 'মৃগের গলি পড়ে

মুখের তৃণ, / ময়ূর নাচে না যে আর, / খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে / যেন সে আঁখিজলধার।' (প্রাচীন সাহিত্য- 'শকুন্তলা')। রঘুবংশেও সীতার দুঃখে প্রকৃতিতে একই রকম চিত্র — 'নৃত্তং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ। তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্ রুদিতং বনেঽপি ॥' (চতুর্দশ সর্গ)। ভাসের 'প্রতিমা' নাটকেও রামচন্দ্রের বিরহে এরকম বর্ণনা আছে। কালিদাস এক্ষেত্রে ভাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন — এরকম ধারণা অনেকে পোষণ করেন। বৈষ্ণবপদাবলীতে অনুরূপ বর্ণনা — "কুসুম তেজি অলি ভূতলে লুঠত / তরুগণ মলিন সমান। সারী শুক পিক মউরি না নাচত / কোকিল না করু তহি গান ॥' — সতীশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' থেকে শ্রী নরেশ জানার 'বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার' গ্রন্থে উদ্ধৃত ; (পৃঃ ৪৩)। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' কাব্যে 'মিলনদৃশ্য' কবিতায় শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে —

"... যবে শকুন্তলা / বিদায় লইতেছিল স্বজনবৎসলা / জন্মতপোবন হতে — সখা, সহকার / লতাভগ্নী মাধবিকা, পশু-পরিবার, / মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী, / দাঁড়াইল চারি দিকে — স্নেহের মিনতি / গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি পল্লব-মর্মরে, / ছলছল মালিনীর কলকলস্বরে ; / ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর / মঙ্গলবিদায়মন্ত্র গদ্‌গদ-গম্ভীর। / তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন / নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন। /'

[৪.১৮]

শকুন্তলা — (স্মৃত্বা) তাদ, লদাবহিণিঅং বণজ্জোসিণিং দাব আমন্তইস্সং। (তাত, লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবৎ আমন্ত্রয়িষ্যে।)

কাশ্যপঃ — অবৈমি তে তস্যাং সোদর্যস্নেহম্। ইয়ং তাবদ্দক্ষিণেন।

শকুন্তলা — (লতামুপেত্য) বণজ্জোসিণি, চূদসংগতা বি মং পচ্চালিঙ্গ ইতোগদাহিং সাহাবাহাহিং। অজ্জপ্পহুদি দূরপরিবত্তিণী ভবিস্সং। (বনজ্যোৎস্নে, চূতসঙ্গতা অপি মাং প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতাভিঃ শাখাবাহাভিঃ। অদ্য প্রভৃতি দূরপরিবর্তিনী ভবিষ্যামি।)

কাশ্যপঃ —

সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়-
মস্যামহং ত্বয়ি সংপ্রতি বীতচিন্তঃ ॥ ১৩ ॥

ইতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব।

বিসন্ধি—তাবৎ + দক্ষিণেন। লতাম্ + উপেত্য। প্রথমম্ + এব। তব + অর্থে। ভর্তারম্ + আত্মসদৃশম্। সুকৃতৈঃ + গতা। নবমালিকা + ইয়ম্ + অস্যাম্ + অহম্।

অন্বয়—প্রথমমেব তবার্থে ময়া সঙ্কল্পিতম্ আত্মসদৃশং ভর্ত্তারং ত্বং সুকৃতৈঃ গতা অসি। ইয়ং নবমালিকা চূতেন সংশ্রিতবতী ; (অতএব সম্প্রতি) অহম্ অস্যাং ত্বয়ি চ বীতচিন্তঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [স্মৃত্বা — যেন মনে পড়েছে এইভাবে] তাত (পিতঃ), লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবৎ (আমার বোনের মত বনজ্যোৎস্নার কাছ থেকে) আমন্ত্রয়িষ্যে (বিদায় নিয়ে আসি)। কাশ্যপঃ — অবৈমি (আমি জানি) — তে তস্যাং সোদর্যস্নেহম্ (তুমি তাকে নিজের বোনের মত, সহোদর বোনের মত, স্নেহ কর)। ইয়ং তাবৎ দক্ষিণেন (এটা ডানদিকে আছে)। শকুন্তলা — [লতাম্ উপেত্য — লতার কাছে গিয়ে] বনজ্যোৎস্নে (বনজ্যোৎস্না), চূতসঙ্গতা অপি (তুমি সহকারে বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকলেও, বেষ্টন করে থাকলেও) ইতোগতাভিঃ শাখাবাহাভিঃ (এইদিকে প্রসারিত লতার বাহু দিয়ে) মাং প্রত্যালিঙ্গ আমাকে প্রতি-আলিঙ্গন কর)। অদ্য প্রভৃতি (আজ থেকে) দূরপরিবর্তিনী ভবিষ্যামি (দূরে চলে যাচ্ছি)। কাশ্যপঃ — প্রথমম্ এব তবার্থে ময়া সঙ্কল্পিতম্ (প্রথম থেকেই তোমার জন্য আমি যা ভেবে রেখেছিলাম) আত্মসদৃশং ভর্তারং (সেই তোমার যোগ্য পতি) ত্বং সুকৃতৈঃ গতা অসি (তুমি সৌভাগ্যবশতঃ লাভ করেছ')। ইয়ং নবমালিকা (এই নবমালিকা লতা) চূতেন সংশ্রিতবতী (যোগ্য সহকারবৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে)। [অতএব সম্প্রতি — সুতরাং এখন] অহম্ (আমি) অস্যাং ত্বয়ি চ (এর এবং তোমার বিষয়ে) বীতচিন্তঃ (নিশ্চিন্ত হলাম)। ইতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব (এইদিকে পথ, এগিয়ে চল)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (যেন কিছু মনে পড়েছে এইভাবে) তাত (পিতঃ), আমার বোনের মত বনজ্যোৎস্নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

কাশ্যপ — তুমি তাকে সহোদর বোনের মত স্নেহ কর — এ আমি জানি। এটা ডানদিকে।

শকুন্তলা — (লতার কাছে গিয়ে) বনজ্যোৎস্না, তুমি সহকার তরুকে বেষ্টন করে থাকলেও এদিকে প্রসারিত লতার বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন কর। আজ থেকে আমি দূরে চলে যাচ্ছি।

কাশ্যপ — প্রথম থেকেই তোমার জন্য আমি যা ভেবে রেখেছিলাম সেই তোমার যোগ্য স্বামী তুমি সৌভাগ্যবশতঃ লাভ করেছ'। এই নবমালিকা লতাও যোগ্য সহকারতরুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুতরাং এখন আমি এর এবং তোমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

এইদিকে পথ, এগিয়ে চল।

রাঘবভট্ট—তাত, লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবদামন্ত্রয়িষ্যে। লতাভগিনীমিতি পরিণামা-লংকারঃ। বনজ্যোৎস্নে, চূতসংগতাপি মাং প্রত্যালিঙ্গেতোগতাভিঃ শাখাবাহাভিঃ। একদেশ-বিবর্তি রূপকম্। চূতসঙ্গতাপীত্যত্র ভর্তুঃ স্নেহাদপ্যধিকঃ সোদর্যস্নেহ ইত্যপিনা ধ্বন্যতে।

অদ্য প্রভৃতি দূরমত্যর্থং পরিবর্তনং ব্যাঘুট্য গমনং যস্যাঃ সা তাদৃশী ভবিষ্যামি। সংকল্পিতমিতি। ময়া তপোনিধিনা সদা তবার্থে ত্বৎপ্রয়োজননিমিত্তম্। প্রয়োজনং চ যোগ্যসমাগম এব। প্রথমমেব সংকল্পিতং মনসাভীপ্সিতং, ত্বং সুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্মৎকৃতৈঃ স্বয়ং পূর্বজন্মোপার্জিতৈর্বাত্মসদৃশমভিজনগুণৈঃ সৌন্দর্যেণ চ বয়সা চ কেবলং ত্বদ্বরণান্নাপি তু ত্রিভুবনভরণাদ্ ভর্তারং গতা প্রাপ্তাসি। যোগ্যসমাগমশ্চিন্তিতোঽপি পুণ্যাতিশয়াদেব ভবতীতি ভাবঃ। ইয়ং পুরতো দৃশ্যমানা সুষ্ঠুকৃতৈঃ করণৈর্নিকটরোপণৈরালবালাদিপূরণৈর্নবমালিকা চূতেন সহ সংশ্রিতবতী। অত্র নায়কব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। উভয়োঃ প্রাকরণিকত্বাৎ তুল্যযোগিতা চ। অতএবাহ — সংপ্রত্যস্যাং ত্বয়ি চ বীতচিন্তো বিশেষণ বীতচিন্তঃ। যোগ্যেন যোগ্যসমাগমাৎ সমালংকারঃ। পরস্পরোপকরণাদন্যোন্যালংকারো ব্যঙ্গ্যঃ। হেত্বনুপ্রাসৌ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। শকুন্তলা-পরিগৃহীতা সেতি তস্যাঃ সংতোষোৎ-পাদনার্থমস্যামিতি পূর্বনির্দেশঃ। তেন ক্রমপ্রক্রমভঙ্গঃ পরিহৃতো ভবতি। 'ত্বয্যত্র চাহমিতি সংপ্রতি' ইতি পঠিত্বা বা পরিহর্তব্যঃ। অস্মিন্ পাঠে যথাসংখ্যালংকারঃ।

সুষমা—[১] সোদর্যস্নেহম্ — সমানোদরে শয়িতম্ ইতি সমানোদর + য = সোদর্যম্। সামান্যে নপুংসকম্। 'সোদরাদ্ যঃ' সূত্রে 'য' প্রত্যয় এবং 'বিভাষোদরে' সূত্রে 'সমান' শব্দের বিকল্পে 'স'। [২] দক্ষিণেন — সপ্তম্যর্থে এনপ্ প্রত্যয়। [৩] তবার্থে — তব + অর্থে (কৃতে)। [৪] আত্মসদৃশম্ — আত্মনঃ সদৃশম্ (ষষ্ঠী তৎ)। [৫] চূতেন — সহার্থে তৃতীয়া। [৬] সংশ্রিতবতী — সম্ — শ্রি + ক্ত ভাবে = সংশ্রিতম্। সংশ্রিত + মতুপ্ (মত্বর্থে) + ঙীপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে) = সংশ্রিতবতী। [৭] বীতচিন্তঃ — বীতা চিন্তা যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৮] বীতচিন্তা — শকুন্তলা এবং নবমালিকা — দুয়েতেই। তাই তুল্যযোগিতা অলঙ্কার। আবার চূতবৃক্ষে নায়ক এবং নবমালিকায় শকুন্তলার আরোপে সমাসোক্তি। নিশ্চিন্ততার কারণ উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ। তাছাড়া সম, সমাধি, অনুপ্রাস অলঙ্কার। [৯] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—কেবল শকুন্তলা বা তার সখীরাই আশ্রমের তরুলতার সঙ্গে একাত্ম তা নয় — মহর্ষি কণ্বও। সামান্য নবমালিকা লতা যোগ্য সহকারের সঙ্গে মিলিত হয় কিনা — তার জন্যও তাঁর চিন্তা। ইতিপূর্বেও প্রথম অঙ্কে 'বনজ্যোৎস্না'র (শকুন্তলার দেওয়া একটি নবমালিকার নাম) সঙ্গে সহকারবৃক্ষের মিলনের কথা আছে।

[৪.১৯]

শকুন্তলা — (সখ্যৌ প্রতি) হলা, এসো দুবে ণং বো হত্থে ণিক্খেবো। (হলা, এষা দ্বয়োঃ যুবয়োঃ ননু হস্তে নিক্ষেপঃ।)

সখ্যৌ — অঅং জণো কস্স হত্থে সমপ্পিদো? (বাষ্পং বিহরতঃ) (অয়ং জনঃ কস্য হস্তে সমর্পিতঃ?)

কাশ্যপঃ — অনসূয়ে, অলং রুদিত্বা। ননু ভবতীভ্যামেব স্থিরীকর্তব্যা শকুন্তলা।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

শকুন্তলা — তাদ, এসা উডজপজ্জন্তচারিণী গৰ্ভমন্থরা মিঅবহূ জদা অণঘপ্পসবা হোই তদা মে কংপি পিঅণিবেদইত্তঅং বিসজ্জইস্সহ। (তাত, এষা উটজপর্যন্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূঃ যদা অনঘপ্রসবা ভবতি তদা মহ্যং কমপি প্রিয়নিবেদয়িতৃকং বিসর্জয়িষ্যথ।)

কাশ্যপঃ — নেদং বিস্মরিষ্যামঃ।

শকুন্তলা — (গতিভঙ্গং রূপয়িত্বা) কো ণু ক্খু এসো ণিসবণে মে সজ্জই? (পরাবর্ততে)। (কো নু খলু এষঃ নিবসনে মে সজ্জতে?)

কাশ্যপঃ — বৎসে,

> যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
> তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
> শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
> সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥ ১৪ ॥

শকুন্তলা — বচ্ছ, কিং সহবাসপরিচ্চাইণিং মং অণুসরসি। অচিরপ্পসূদাএ জণণীএ বিণা বড্ঢিদো এব্ব। দাণিং পি মএ বিরহিদং তুমং তাদো চিন্তইস্সদি। ণিবত্তেহি দাব। (রুদতী প্রস্থিতা)। (বৎসে, কিং সহবাস-পরিত্যাগিনীং মাম্ অনুসরসি। অচিরপ্রসূতয়া জনন্যা বিনা বর্ধিত এব। ইদানীম্ অপি ময়া বিরহিতং ত্বাং তাতঃ চিন্তয়িষ্যতি। নিবর্তস্ব তাবৎ।)

বিসন্ধি—ভবতীভ্যাম্ + এব। কম্ + অপি। ন + ইদম্। সঃ + অয়ম্। মৃগঃ + তে।

অন্বয়—যস্য কুশসূচিবিদ্ধে মুখে ব্রণবিরোপণম্ ইঙ্গুদীনাং তৈলং ত্বয়া ন্যষিচ্যত, শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকঃ পুত্রকৃতকঃ সোঽয়ং মৃগঃ তে পদবীং ন জহাতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [সখ্যৌ প্রতি — দুই সখীকে] হলা (সখী), এষা (এই একে) দ্বয়োঃ যুবয়োঃ ননু (তোমাদের দুজনের হাতে) নিক্ষেপঃ (দিয়ে গেলাম)। সখ্যৌ — অয়ং জনঃ (আমাকে এখানে আমাদের দুজনকে) কস্য হস্তে সমর্পিতঃ (কার হাতে দিয়ে গেলে)? [বাষ্পং বিহরতঃ — দুজনে কাঁদতে লাগলেন] কাশ্যপঃ — অনসূয়া, অলং রুদিত্বা (অনসূয়া, কেঁদো না)। ননু ভবতীভ্যাম্ এব স্থিরীকর্তব্যা শকুন্তলা (কোথায় তোমরা শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেবে, তা না করে নিজেরাই অধীর হচ্ছ')। [সর্বে পরিক্রামন্তি — সবাই এগিয়ে গেলেন] শকুন্তলা — তাত, এষা উটজপর্যন্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূঃ (তাত, এই হরিণী গর্ভভারে তাড়াতাড়ি চলতে পারে না, কুটীরের কাছেই সবসময় থাকে) যদা অনঘপ্রসবা ভবতি (এ যখন নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করবে) তদা মহ্যং (তখন আমাকে) কমপি প্রিয়নিবেদয়িতৃকং বিসর্জয়িষ্যথ (এই শুভ সংবাদ জানানোর জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিও)।

কাশ্যপঃ — নেদং বিস্মরিষ্যামঃ (একথা আমি ভুলবো না অবশ্যই মনে থাকবে)। শকুন্তলা — [গতিভঙ্গং রূপয়িত্বা — যেতে গিয়ে যেন বাধা পেলেন এমন অভিনয় করে] কো নু খলু এষঃ (কে যেন) নিবসনে মে সজ্জতে (আমার কাপড় ধরে টানছে)। [পরাবর্ততে — ঘুরে দাঁড়ালেন] কাশ্যপঃ — বৎসে (বৎস) যস্য কুশসূচিবিদ্ধে মুখে (যার মুখ কুশের ডগায় ক্ষতবিক্ষত হ'লে) ত্বয়া ব্রণবিরোপণং ইঙ্গুদীনাং তৈলং ন্যষিচ্যত (তুমি ক্ষত শুকানোর জন্য ইঙ্গুদীর তেল লাগিয়ে দিতে), শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকঃ (শ্যামা ধানের মুঠি খাইয়ে যাকে তুমি বড় করেছিলে) পুত্রকৃতকঃ (তুমি যাকে তোমার সন্তানের মত মনে করতে) সোঽয়ং মৃগঃ (সেই হরিণ) তে পদবীং ন জহাতি (তোমার পথ আটকাচ্ছে)। শকুন্তলা — বৎস (বৎস), সহবাসপরিত্যাগিনীং (আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি), মাম্ কিম্ অনুসরসি (কেন অকারণ আমাকে অনুসরণ করছ)? অচিরপ্রসূতয়া (জন্মের পর থেকেই) জনন্যা বিনা (মাকে ছাড়াই) বর্ধিত এব (তুমি 'বড় হয়েছ')। ইদানীম্ অপি (এখনও) ময়া বিরহিতং (আমি তোমায় ছেড়ে গেলে) ত্বাং তাতঃ চিন্তয়িষ্যতি (তাত কণ্ব তোমায় দেখবেন)। নিবর্তস্ব তাবৎ (এখন ফিরে যাও)। [রুদতী প্রস্থিতা — কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে গেলেন]

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (দুখ সখীকে উদ্দেশ্য ক'রে) সখী এই (বনজ্যোৎস্না) লতাকে তোমাদের দুজনের হাতে দিয়ে গেলাম।

দুই সখী — আমাদের দুজনকে কার হাতে দিয়ে গেলে? (দুজনে কাঁদতে লাগলেন)

কাশ্যপ — অনসূয়া, কেঁদো না। তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেবে — তা না করে নিজেরাই অধীর হচ্ছ।

(সকলে এগিয়ে গেলেন)

শকুন্তলা — তাত, এই হরিণী গর্ভভরে তাড়াতাড়ি চলতে পারে না — কুটিরের কাছেই সবসময় থাকে। এ যখন নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করবে, তখন সেই শুভসংবাদ জানানোর জন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কাশ্যপ — একথা ভুলবো না (অর্থাৎ অবশ্যই মনে থাকবে)।

শকুন্তলা — (যেতে গিয়ে যেন বাধা পেলেন এমন অভিনয় করে) কে যেন আমার কাপড় ধরে টানছে! (ঘুরে দাঁড়ালেন।)

কাশ্যপ — বৎস,

যার মুখ কুশের ডগায় ক্ষতবিক্ষত হ'লে ক্ষত শুকানোর জন্য তুমি ইঙ্গুদীর তেল লাগিয়ে দিতে, শ্যামা ধানের (শিষের) মুঠি খাইয়ে তুমি যাকে বড় করে তুলেছ, যাকে তুমি নিজের পুত্র বলে (সন্তান বলে) গ্রহণ করেছ, সেই হরিণ (এখন) তোমার পথ আটকাচ্ছে।

শকুন্তলা — বৎস, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কেন আর অকারণ আমাকে অনুসরণ ক'রছ? জন্মের পর থেকে মাকে ছাড়াই তুমি বড় হয়েছে (জন্মের পরেই তোমার

মায়ের মৃত্যু হলে আমিই তোমায় বড় করে তুলেছি)। এখনও আমি তোমায় ছেড়ে গেলে তাত কণ্ব তোমায় দেখবেন। এখন ফিরে যাও। (কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে গেলেন।)

রাঘবভট্ট—এষা বনজ্যোৎস্না দ্বয়োর্নন্ নিশ্চিতং যুবয়োর্হস্তে নিক্ষেপঃ। ইতি পরিণামঃ। অয়ং জনঃ কস্য হস্তে সমর্পিতঃ। তাত, এষোটজপর্যন্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূর্যদানঘপ্রসবা সুপ্রসবা ভবতি তদা মহ্যং কমপি প্রিয়নিবেদয়িতৃকং বিসর্জয়িষ্যথ। গতিভঙ্গং রূপয়িত্বেতি। উরুদ্বৃতয়া চার্যা। তল্লক্ষণং তু — 'পার্ষ্ণিঃ পাদস্য চেদগ্রতলসংচরসংস্তিতঃ। অন্যাঙ্ঘ্রিপৃষ্ঠাভিমুখো বিপর্যাসোঽথবা ভবেৎ ॥ নাভ্যন্যজঙ্ঘানমিতা জঙ্ঘা চেন্নতজানুকা। তজ্জৈর্ষ্যানগতিভঙ্গেষু চার্যূরূদ্বৃত্তসংজ্ঞিতা ॥' ইতি। কো নু খল্বেষ নিবসনে মে সজ্জতে। পরাবর্তত ইতি। অপক্রান্তয়া চার্যা। তল্লক্ষণং তু — 'বদ্ধাং বিধায় চারী চেদুদ্বৃত্যাঙ্ঘ্রিং চ কুঞ্চিতম্। পার্শ্বে বিনিক্ষিপেচ্চারীমপক্রান্তাং তদাদিশেৎ ॥ উরুদ্বয়স্য বলনং জঙ্ঘাস্বস্তিকসংযুতম্। ভঙ্‌ক্ত্বা বা স্বস্তিকং পাদতলাগ্রে মণ্ডলভ্রমম্ ॥ কৃত্বা পার্শ্বগতং স্বং স্বং যত্র বদ্ধেতি সা মতা ॥' ইতি। যস্যেতি। ত্বয়াত্যন্তদয়ার্দ্রয়া। মাতৃভূতয়েত্যর্থান্তরসংক্রমিতম্। যস্য কুশানাং সূচিভিঃ সূচ্যাকারৈরগ্রৈর্বিদ্ধে কৃতক্ষতে। সূচীশব্দস্তীক্ষ্ণাগ্রত্বেন সংবন্ধেনাগ্রং লক্ষয়ন্ বেধযোগ্যাতিশয়ং ধ্বনয়তি। কশ্চিত্তু বেধস্যাগ্রেণৈব সংভবাদবকরত্বং মন্যতে তদা কুশা এব সূচয় ইতি রূপকসমাসেন ব্যাখ্যেয়ম্। বেধস্য সাধকস্য সত্ত্বাৎ। ননূপমাসমাসেঽপি স ন বাধক ইতি স এবাস্ত্বিতি চেন্ন। এতস্মিংস্তু সমাসে পূর্বপদপ্রাধান্যাত্তৎকৃতবেধস্য দারুণত্বং ন প্রতীয়তে। রূপকসমাসে তূত্তরপদপ্রাধান্যাদ্ বেধানাং বন্দিপূর্বকপদত্বেন দারুণত্বপ্রতীতেঃ স এব জ্যায়ান্। মুখে ব্রণবিরোপণং ব্রণশমকমিঙ্গুদী তাপসতরুস্তৎফলতৈলং ন্যষিচ্যত সিক্তম্। দত্তমিতি যাবৎ। সোঽয়মগ্রে দৃশ্যমানো মৃগঃ শ্যামাকো ধান্যবিশেষস্তন্মুষ্টিভিঃ পরিবর্ধিতঃ। কং সমাসান্তঃ। স্বয়মুত্তমসমর্থস্য শ্যামাকান্ মুষ্টৌ গৃহীত্বা মুখেঽর্পিতবতীত্যাদি পোষণপ্রকারং সূচয়িতুং মুষ্টিপদোপাদানম্। সোঽয়মিত্যাদিনা জন্মারভ্য যাবন্মৃগত্বং প্রাপ্তস্তাবত্ত্বয়ৈবং পোষিত ইতি ব্যজ্যতে। তে তব পুত্রকৃতকঃ কৃত্রিমপুত্রঃ। আহিতাগ্নিপাঠাৎ পরনিপাতঃ। পদবীং মার্গং ন জহাতি। ত্বদনুগামী ভবতীত্যর্থঃ। মৃগস্বভাবোক্তিঃ। ব্রবিরো তকোতক ইতি ছেকশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। বৎস, কিং সহবাসপরিত্যাগিনীং মামনুসরসি। অচিরপ্রসূতয়া জনন্যা বিনা বর্ধিত এব। ইদানীমপি ময়া বিরহিতমপি ত্বাম্। ইত্যনেন স্বস্য মাতৃতুল্যস্নেহত্বং ধ্বনিতম্। তাতশ্চিন্তয়িষ্যতি। নিবর্তস্ব তাবৎ।

সুষমা—[১] অলং রুদিত্বা — 'অলং' যোগে ক্ত্বা। 'অলংখল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বা'। [২] ব্রণবিরোপণম্ — ব্রণানাম্ বিরোপণম্ (ষষ্ঠী তৎ) ; বি — রুহ্ + ণিচ্ + ল্যুট্ করণে — বিরোপণম্। পক্ষে বিরোহণম্। সূত্র — 'রুহঃ পোঽন্যতরস্যাম্'। [৩] ন্যষিচ্যত — নি — সিচ্ + লঙ্ (কর্মধা), প্রথমপু একব। 'উপসর্গাৎ সুনোতিসুবতি— ' ইত্যাদি এবং 'প্রাক্ সিতাদড়ব্যবায়েঽপি' সূত্রে ষত্ব। [৪] কুশসূচিবিদ্ধে — কুশস্য সূচিঃ (ষষ্ঠী তৎ), তৈঃ বিদ্ধঃ (তৃতীয়া তৎ), তস্মিন্। [৫] শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকঃ — অনুকম্পার্থে ক। [৬] পুত্রকৃতকঃ — কৃতকঃ পুত্রঃ = পুত্রকৃতকঃ (ময়ূরব্যংসকাদি সমাস)। অথবা পুত্রঃ কৃতঃ পুত্রকৃতঃ

(সহসুপা), তারপর স্বার্থে কন্ অথবা অনুকম্পায় ক। অথবা ন পুত্রঃ = অপুত্রঃ (নঞ্ তৎ)। অপুত্রঃ পুত্রঃ সম্পদ্যমানঃ কৃতঃ = পুত্রকৃতঃ। 'শ্রেণ্যাদয়ঃ কৃতাদিভিঃ' সূত্রে 'ঈ' কার লোপ। তারপর কন্ বা ক প্রত্যয়। [৭] মৃগের স্বভাববর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া 'পুত্রকৃতকে' রূপক। ছেক-শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—'যস্য ত্বয়া —' ইত্যাদির রবীন্দ্রনাথকৃত ভাষান্তর — 'ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে / কুশক্ষত হলে মুখ যার, / শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে, / এই মৃগ পুত্র সে তোমার।' (প্রাচীনসাহিত্য — 'শকুন্তলা')

"হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি, / দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায় — / ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি / তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে, হায়! / তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায়? / ...... কুটির ডাকিছে যেন 'যেও না — যেও না!' — / তটিনীতরঙ্গকুল ভিজায়ে গাছের মূল / ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেও না! যেও না!' — / বনদেবী নেত্র খুলি পাতার আঙ্গুল তুলি / যেন বলিছেন আহা 'যেও না! — যেও না!' —/ — রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্যোপন্যাসে দ্বিতীয় সর্গ। শকুন্তলার বিদায়লগ্নে আশ্রমের অবস্থার সঙ্গে বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

[৪.২০]

➤ **কাশ্যপঃ** —

উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং
ৰাষ্পং কুরু স্থিরতয়া বিহতানুৰন্ধম্।
অস্মিন্নলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে
মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি ॥ ১৫ ॥

বিসন্ধি—উৎপক্ষ্মণোঃ + নয়নয়োঃ + উপরুদ্ধবৃত্তিম্। অস্মিন্ + অলক্ষিত ...।

অন্বয়—উৎপক্ষ্মণোঃ নয়নয়োঃ উপরুদ্ধবৃত্তিং ৰাষ্পং স্থিরতয়া বিহতানুৰন্ধং কুরু। অলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে অস্মিন্ মার্গে তে পদানি বিষমীভবন্তি খলু।

বাংলা প্রতিশব্দ—কাশ্যপঃ — উৎপক্ষ্মণোঃ নয়নয়োঃ (অশ্রুসিক্ত চোখের পালকগুলি উপরদিকে উঠে আছে) উপরুদ্ধবৃত্তিং (তাই তুমি ঠিক দেখতে পাচ্ছ' না), ৰাষ্পং স্থিরতয়া বিহতানুৰন্ধং কুরু (অবিরল অশ্রুধারা সংযত কর')। অলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে অস্মিন্ মার্গে (উঁচু-নীচু এই পথ ঠিকভাবে দেখে না চলায়) তে পদানি বিষমীভবন্তি খলু (তোমার বারংবার পদস্খলন হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ — তোমার অশ্রুসিক্ত চোখের পালকগুলি উপরদিকে উঠে আছে ব'লে তুমি ঠিক দেখতে পাচ্ছ' না। তোমার অবিরল অশ্রুধারা সংযত কর। উঁচুনীচু এই পথে ঠিকভাবে দেখে না চলায় তোমার বারংবার পদস্খলন হ'চ্ছে।

রাঘবভট্ট—উৎপক্ষ্মণোরিতি। উদূর্ধ্বং পক্ষ্মণী যয়োর্লোচনয়োর্বিষয় উপরুদ্ধা বৃত্তিঃ প্রবর্তনং যস্য তং বাষ্পং স্থিরতয়া স্থৈর্যেণ। ধৈর্যেণেতি যাবৎ। বিহতো দূরীকৃতোঽনুবন্ধঃ পুনঃপুনরুৎপত্তির্যস্য তং কুরু। উৎপন্নমশ্রূর্ধ্বীকৃতৈঃ পক্ষ্মভী রুদ্ধং তদধিকং চেত্তদধঃ-পতনেঽমঙ্গলমিতি ত্বং নিরুন্ধীতি ভাবঃ উৎপক্ষ্মণোরিতি বিশেষণদানার্থং নয়নপদম্। অন্যথা বাষ্পস্য তদবিনাভাবিত্বাদার্থং পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। অত্র হেতুমাহ — অস্মিন্নিতি। খলু যস্মাদর্থে। ন লক্ষিতো ন দৃষ্টো নতোন্নতো ভূমিভাগো যত্র অস্মিন্ মার্গে তে তব পদানি বিষমীভবন্তি। উচ্চাবচেষু নিপতন্তীত্যর্থঃ। অত্র যাত্রাসময়েঽমঙ্গলশব্দোচ্চারণমপি নোচিতমিতি তচ্ছ্রবণেন তস্যা আশঙ্কা ভবিষ্যতীতি বিষমপদত্বং হেতুত্বেনোক্তম্। পদার্থবাক্যার্থরূপয়োঃ কাব্যলিঙ্গয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্।

সুষমা—[১] উৎপক্ষ্মণোঃ — উদ্‌গতানি পক্ষ্মাণি যয়োঃ (বহুব্রী), তয়োঃ। [২] উপরুদ্ধবৃত্তিম্ — উপরুদ্ধা বৃত্তিঃ যেন (বহুব্রী) তম্। [৩] স্থিরতয়া — হেতৌ তৃতীয়া। [৪] বিহতানুবন্ধম্ — বিহতঃ (দূরীকৃতঃ) অনুবন্ধঃ যস্য (বহুব্রী) তম্। [৫] অলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে — ন লক্ষিতঃ — অলক্ষিতঃ (নঞ্‌ তৎ) ; নতশ্চাসৌ উন্নতশ্চেতি নতোন্নতঃ (কর্মধা) ভূমেঃ ভাগঃ (ষষ্ঠী তৎ), নতোন্নতঃ ভূমিভাগঃ (কর্মধা), অলক্ষিতঃ নতোন্নতভূমিভাগঃ যস্মিন্ তস্মিন্ তথাবিধে (বহুব্রী)। [৬] বিষমীভবন্তি — বিষম + চ্বি + ভূ + লট্, প্রথমপু. বহুব.। [৭] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—পিতৃভূত কণ্ব শকুন্তলার বিহ্বল অবস্থার কথাই বর্ণনা করছেন। কিন্তু 'বন্ধুর (উঁচু-নীচু) পথে ঠিকভাবে দেখে না চলায় তোমার পদস্খলন হচ্ছে' — এই কথায় দর্শকরা সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাক্যে শকুন্তলার 'অজ্ঞাতহৃদয়ে' আত্মসমর্পণের পরিণতির ভাবী চিত্র দেখতে পারেন।

[৪.২১]

➧ **শার্ঙ্গরবঃ** — ভগবন্, ওদকান্তং স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্য ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরসস্তীরম্। অত্র সংদিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি।

কাশ্যপঃ — তেন হীমাং ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ।

(সর্বে পরিক্রম্য স্থিতাঃ)

কাশ্যপঃ — (আত্মগতম্) কিং নু খলু তত্রভবতো দুষ্যন্তস্য যুক্তরূপমস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্। (চিন্তয়তি)

শকুন্তলা — (জনান্তিকম্) হলা, পেক্‌খ। ণলিণীপত্তন্তরিদং বি সহঅরং অদেক্‌খন্তী আদুরা চক্কবাঈ আরড়দি। দুক্করং অহং করেমি ত্তি। (হলা, পশ্য। নলিনীপত্রান্তরিতম্ অপি সহচরম্ অপশ্যন্তী আতুরা চক্রবাকী আরটতি। দুষ্করম্ অহং করোমি ইতি।)

অনসূয়া — সহি, মা এব্বং মন্তেহি —

এসা বি পিএণ বিণা গমেই রঅণিং বিসঅদীহঅরং।
গুরুঅং পি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেদি ॥ ১৬ ॥

(সখি, মা এবং মন্ত্রয়।

এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদদীর্ঘতরাম্।
গুর্বপি বিরহদুঃখমাশাবন্ধঃ সাহয়তি ॥

বিসন্ধি—জনঃ + অনুগন্তব্যঃ। তৎ + ইদম্। সরসঃ + তীরম্। প্রতিগন্তুম্ + অর্হসি। হি + ইমাম্। ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়াম্ + আশ্রয়ামঃ। যুক্তরূপম্ + অস্মাভিঃ। এষা + অপি। গুরু + অপি। বিরহদুঃখম্ + আশাবন্ধঃ।

অন্বয়—এষা অপি প্রিয়েণ বিনা বিষাদদীর্ঘতরাং রজনীং গময়তি। আশাবন্ধঃ গুরু অপি বিরহদুঃখম্ সাহয়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শার্ঙ্গরবঃ — ভগবন্, ওদকান্তং (জলাশয় পর্যন্ত) স্নিগ্ধঃ জনঃ (প্রিয়জনেরা) অনুগন্তব্যঃ (অনুগমন করবে) ইতি শ্রূয়তে। (এইরকম প্রবাদ আছে)। তৎ ইদং সরসঃ তীরম্ (তা এইতো সরোবরের তীর)। অত্র সংদিশ্য (এখানেই আমাদের নির্দেশ দিয়ে) প্রতিগন্তুম্ অর্হসি (আপনি ফিরে যান)। কাশ্যপঃ — তেন হি (তাহলে) ইমাং ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়াম্ (এই ডুমুরগাছের ছায়ায়) আশ্রয়ামঃ (আমরা সবাই দাঁড়াই)। [সর্বে পরিক্রম্য স্থিতাঃ — সবাই এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন]। কাশ্যপঃ — [আত্মগতম্ — মনে মনে] তত্রভবতঃ দুষ্যন্তস্য যুক্তরূপম্ (সেই মহারাজ দুষ্যন্তের যোগ্য) অস্মাভিঃ কিং নু খলু সন্দেষ্টব্যম্ (কোন কথা আমরা জানাব)? [চিন্তয়তি — চিন্তা করতে লাগলেন] শকুন্তলা — [জনান্তিকম্ — যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে] হলা, পশ্য (সখী দেখ) নলিনীপত্রান্তরিতম্ অপি সহচরম্ (সহচর চক্রবাক পদ্মপাতার আড়ালে গেছে মাত্র, তাতেই অপশ্যন্তী আতুরা চক্রবাকী আরটতি (তাকে দেখতে না পেয়ে চক্রবাকী কাতর হয়ে আর্তনাদ করছে)। দুষ্করম্ অহং করোমি ইতি (আমি সত্যই কঠিন কাজ করছি)। অনসূয়া — সখি, মা এবং মন্ত্রয় (সখি, এরকম মনে ক'র না)। এষা অপি (এই চক্রবাকীও) প্রিয়েণ বিনা (প্রিয়বিচ্ছেদে) বিষাদদীর্ঘতরাং রজনীং গময়তি (বিষাদের দীর্ঘ রাত কাটায়)। আশাবন্ধঃ (আশাই, মিলনের আশাই) গুরু অপি বিরহদুঃখং (বিরহের দুঃখ, তা যত অসহনীয়ই হোক্ না কেন) সাহয়তি (সহ্য করায়)।

বঙ্গানুবাদ—শার্ঙ্গরব — ভগবন্, প্রিয়জনেরা জলাশয় পর্যন্ত অনুগমন করবে এরকমই প্রবাদ। এইতো সামনে সরোবরের তীর। এখানেই আমাদের যা কিছু নির্দেশ দিয়ে আপনি ফিরে যান।

কাশ্যপ — তাহলে এই ডুমুর গাছের ছায়ায় আমরা সবাই দাঁড়াই।

(সবাই এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন)

কাশ্যপ — (মনে মনে) সেই মহারাজ দুষ্যন্তের উপযুক্ত কোন্ বার্তা পাঠাই? (ভাবতে লাগলেন)

শকুন্তলা — (যাতে অন্য কেউ না শুনতে পায় এমনভাবে) সখী, দেখ — সহচর চক্রবাক পদ্মপাতার আড়ালে পড়ে যাওয়াতে তাকে দেখতে না পেয়ে চক্রবাকী কাতর হয়ে আর্তনাদ করছে। আমি সত্যিই কঠিন কাজ করছি।

অনসূয়া — সখি, এরকম ব'লো না।

এই চক্রবাকীও প্রিয়বিচ্ছেদে বিষাদের দীর্ঘ রাত কাটায়। (মিলনের) আশাই অসহনীয় বিরহের দুঃখও সহ্য করায়।

রাঘবভট্ট—ক্ষীরবৃক্ষেতি প্লক্ষাদেরুপলক্ষণম্। তেন ছায়াধিক্যং ধ্বনিতম্। প্রশস্তং যুক্তং যুক্তরূপম্। পশ্য। নলিনীপত্রান্তরিতমপি সহচরমপশ্যন্ত্যাতুরা চক্রাবাক্যারৌতি। দুষ্করমহং করোমীতি। এতাবদ্দিনং ভর্ত্রা বিনা স্থিতাস্মীতি ভাবঃ। সখি, মা এবং মন্ত্রয়। এষেতি। গাথা। এষা চক্রবাকী ক্ষণমপি তেন বিনা তিষ্ঠন্তী। সাপীত্যপিশব্দার্থঃ। ন নাপ্যে ন কান্তোঽপি তু প্রিয়স্তেনাপি নাগময়ত্যেব নাপি মধ্যে রজনীমবিচ্ছেদো নাপি তস্যাঃ তথাশোচ্যত্বমিতি ভাবঃ (?)। রঞ্জয়তি লোকানিতি রজনীমাত্রম্। অপিতু বিষাদেন দুঃখেন দীর্ঘতরাম্। অথ চ বিষাদো যেষাং তে বিষাদা বিরহিণঃ। অর্শ আদ্যচ্। তেষাং দীর্ঘং কেবলং ন। দীর্ঘতরামপীতি পঞ্চসু স্থানেষ্বপির্যোজ্যঃ। গুর্বপি বিরহদুঃখমাশাবন্ধঃ সাহয়তি। অর্থান্তরন্যাসঃ।

সুষমা—[১] ওদকান্তম্ — উদকস্য অন্তঃ (ষষ্ঠী তৎ), আ উদকান্তাৎ ওদকান্তম্ (অব্যয়ীভাব)। সূত্র — 'আঙ্ মর্যাদাভিবিধ্যোঃ'। [২] ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়াম্ — ক্ষীরপ্রদঃ বৃক্ষঃ ক্ষীরবৃক্ষঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস) ; তস্য ছায়া (ষষ্ঠী তৎ), তাম্। [৩] যুক্তরূপম্ — অতিশয়েন যুক্তম্ ইতি যুক্ত + রূপপ্ (প্রশংসায়)। [৪] বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। [৫] আর্যা জাতি।

অধ্যাপনা—'আশাবন্ধঃ সাহয়তি' — তুলনীয়ঃ 'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাম্। সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥' (মেঘদূত)

[৪.২২]

কাশ্যপঃ — শার্ঙ্গরব, ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য বক্তব্যঃ।

শার্ঙ্গরবঃ — আজ্ঞাপয়তু ভবান্।

কাশ্যপঃ —

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মন-
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্।

সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ ॥ ১৭ ॥

শার্ঙ্গরবঃ — গৃহীতঃ সন্দেশঃ।

বিসন্ধি—সংযমধনান্ + উচ্চৈঃ। চ + আত্মনঃ + ত্বয়ি + অস্যাঃ। কথমপি + অবান্ধবকৃতাম্। ...... পূর্বকম্ + ইয়ম্। ভাগ্যায়ত্তম্ + অতঃপরম্।

অন্বয়—সংযমধনান্ অস্মান্, আত্মনঃ উচ্চৈঃ কুলঞ্চ, ত্বয়ি অস্যাঃ কথমপি অবান্ধবকৃতাং তাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ সাধু বিচিন্ত্য সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকম্ ইয়ং দারেষু ত্বয়া দৃশ্যা। অতঃপরং ভাগ্যায়ত্তং, বধূবন্ধুভিঃ ন খলু তদ্বাচ্যম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—কাশ্যপঃ — শার্ঙ্গরব (শার্ঙ্গরব), শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য (শকুন্তলাকে সামনে রেখে) মদ্বচনাৎ (আমার কথা অনুসারে) ইতি ত্বয়া স রাজা বক্তব্যঃ (সেই রাজাকে এইকথা বলবে)। শার্ঙ্গরবঃ — আজ্ঞাপয়তু ভবান্ (আপনি আদেশ করুন)। কাশ্যপঃ — সংযমধনান্ অস্মান্ (আমরা তপস্বী), আত্মনঃ উচ্চৈঃ কুলঞ্চ (এবং আপনার নিজের উচ্চ বংশ), ত্বয়ি অস্যাঃ (আপনার প্রতি এর অর্থাৎ শকুন্তলার) অবান্ধবকৃতাং তাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ (বন্ধুদের অগোচরে যে প্রণয়) সাধু বিচিন্ত্য (ভালভাবে বিবেচনা করে) সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকম্ ইয়ং দারেষু ত্বয়া দৃশ্যা (অন্যান্য মহিষীদের যে দৃষ্টিতে দেখেন সেই দৃষ্টিতে একেও দেখবেন)। অতঃপরং ভাগ্যায়ত্তং (এর চাইতে বেশী প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রধান রাজমহিষী হওয়া, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল), বধূবন্ধুভিঃ (বধূর আত্মীয়দের) ন খলু তদ্বাচ্যম্ (তা বলা উচিত হবে না)। শার্ঙ্গরবঃ — গৃহীতঃ সন্দেশঃ (আপনার নির্দেশ মনে রইল)।

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ — শার্ঙ্গরব, শকুন্তলাকে সামনে রেখে আমার কথা অনুসারে সেই রাজা (দুষ্যন্ত) কে এই কথাগুলি বলবে।

শার্ঙ্গরব — আপনি আদেশ করুন।

কাশ্যপ — আমার তপস্বী, এবং আপনার নিজের উচ্চ বংশ ও আপনার প্রতি এর (অর্থাৎ শকুন্তলার) বন্ধুদের অগোচরে যে প্রণয়-নিবেদন — এইসব কথা ভালোভাবে বিবেচনা ক'রে অন্যান্য মহিষীদের যে দৃষ্টিতে দেখেন একেও সেই দৃষ্টিতে দেখবেন। এর চাইতেও বেশী কিছু পাওয়া (অর্থাৎ প্রধান রাজ-মহিষীর পদ) ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। বধূর আত্মীয়দের সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত নয়।

শার্ঙ্গরব — আপনার নির্দেশ মনে থাকবে।

রাঘবভট্ট—অস্মানিতি। সংযম এব ধনং যেষাং তানস্মান্ সাধু সম্যক্তয়া বিচিন্ত্য। মুন্যাদিপদত্যাগেন সংযমধনপদগ্রহণমঙ্গীকারানঙ্গীকারয়োর্ভয়ানুগ্রহৌ দর্শয়তি। উচ্চৈঃ কুলম্। সাধু বিচিন্ত্যেত্যনুষজ্যতে। তাদৃশকুলোৎপন্নস্যালীকপ্রতারণাদিসংভাবনা নাস্তীতি ভাবঃ। অস্যাস্ত্বয়ি তাং স্নেহপ্রবৃত্তিং স্নেহপ্রবাহম্। আধিক্যমিতি যাবৎ। সাধু বিচিন্ত্যেত্যনুষজ্যতে। 'প্রবৃত্তিঃ কথিতা বৃত্তৌ প্রবাহোদন্তয়োরপি' ইতি বিশ্বঃ। তেনাত্র

কারকক্রিয়াদীপকম্। তামিতি সর্বনাম্না পূর্বকবিরহে তত্তৎকামাদ্যবস্থানুভবনম্ (?)। ততঃ সমাগমজানন্দাম্বুধিমজ্জনাদি ব্যজ্যতে। এতদ্ব্যঙ্গ্যাবকাশদানায় প্রবৃত্তিপদম্। অস্যাস্ত্বয়ীত্যনেন ভবদ্দর্শনমারভ্য প্রতিক্ষণোপচীয়মানরাগসাগরত্বং ধ্বনিতম্। অতএব তবাস্যামিতি নোক্তম্। যদ্যপি নায়কয়োঃ পরস্পরানুরাগজীবাতুরেব রতিস্তথাপ্যস্যাঃ প্রেষণেন প্রকৃতত্বাৎ তথোক্তিঃ। স্নেহপ্রবৃত্তিং বিশিনষ্টি — কথমপি বচনেন পরদ্বারেঙ্গিতেন বা ন বান্ধবৈঃ কৃতামন্যকর্তৃকতাং প্রযত্নেন নিষেধতা কবিনাস্যাঃ স্নেহপ্রবৃত্তেঃ স্থায়িত্বং স্থিরীকুর্বতা কোঽপি লোকোত্তরশ্চমৎকারাতিশয়ো ব্যজ্যতে। ইয়ং সামান্যা সাধারণী যা প্রতিপত্তির্গৌরবং তৎপূর্বকং দারেষু স্ত্রীষু। বহুবচনেন পূর্বোক্তস্য যুক্ততা ধ্বন্যতে। ত্বয়া প্রসিদ্ধগুণবতা সতা তাদৃশকুলোৎপন্নেন সুজনতাজন্মনা ধর্মধুরীণেনেত্যর্থান্তরসংক্রমিতম্। দৃশ্যা জ্ঞাতব্যা ন তু কর্তব্যা। অস্মাকং তত্র নিয়োগাসংভবাৎ। 'প্রতিপত্তিঃ পদে প্রাপ্তৌ প্রবৃত্তৌ গৌরবেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। নন্বেতাদৃশপ্রেম্নি কথং সামান্যপ্রতিপত্তীত্যাদ্যুক্তমত আহ — ভাগ্যায়ত্তমিতি। অতঃপরং বধূবন্ধুভির্ন বাচ্যম। যতো বয়ং বধূবন্ধবঃ। অস্মদুচ্যমানং তু পক্ষপাতিতয়া পর্যবসন্নং সদৌদাসীন্যমেব গময়েদিতি ভাবঃ। অত্র ময়ৈতন্ন বক্তব্যমিতি বিশেষে প্রস্তুতে যৎ সামান্যবচনং তেনাপ্রস্তুতপ্রশংসা। কিং তর্হি। তৎ ভাগ্যায়ত্তং দৈবায়ত্তম্। অতো ভাগ্যায়ত্তং যেন ভাগ্যেন যুবয়োরেতাদৃশোঽনুরাগস্তদধীনমেব সর্বমিতি ভাবঃ। খলুর্হেত্বর্থস্তেন কাব্যলিঙ্গমপি। যদ্বাতঃপরং মহিষীত্বাভিষেকাদিকং ভাগ্যায়ত্তং দৈবায়ত্তং তৎ খলু নিশ্চিতং বধূবন্ধুভির্ন বাচ্যম্। বচনমাত্রেণ তদসংপত্তেরিতি ভাবঃ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] বিচিন্ত্য — বি — চিন্ত্ + ল্যপ্। [২] সংযমধনান্ — সংযম এব ধনং যেষাং (বহুব্রী) তান্। [৩] অস্যাঃ — শেষে ষষ্ঠী। [৪] অবান্ধবকৃতাম্ — বান্ধবৈঃ কৃতা (তৃতীয়া তৎ)। ন বান্ধবকৃতা (নঞ তৎ) ; তাম্। বন্ধুরেব বান্ধবঃ বন্ধু + অণ্। [৫] সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকম্ — সামান্যা প্রতিপত্তিঃ (কর্মধা) ; সা পূর্বা যস্মিন্ কর্মণি তৎ (বহুব্রীহি), স্বার্থে কন্, তম্। [৬] দারেষু — 'দারা'র অর্থ স্ত্রী। কিন্তু শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং নিত্যবহুবচনান্ত। অধিকরণে সপ্তমী। [৭] দৃশ্যা — দৃশ্ + ক্যপ্ + টাপ্। [৮] ভাগ্যায়ত্তম্ — ভাগ্যে আয়ত্তম্ — (সহসুপা)। আয়ত্তম্ — আ-যম্ + ক্ত কর্মণি। [৯] কাব্যলিঙ্গ এবং অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। তাছাড়া 'বিচিন্ত্য' ক্রিয়ার একাধিক ক্ষেত্রে যোগে তুল্যযোগিতা। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১০] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—'ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা ... বক্তব্যঃ" — এখানে 'স রাজা' ('সেই রাজা') এই কথার মধ্যে কণ্বের অন্তঃস্থিত ক্ষোভের আভাস পাওয়া যেতে পারে। তুঃ লক্ষ্মণ যখন রামের আদেশে সীতাকে তপোবনে রেখে আসছেন, তখন সীতা রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেন — 'বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা / বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্। মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ / শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ॥ (রঘু. ১৪)

[৪.২৩]

●▸ কাশ্যপঃ — বৎসে, ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি। বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।

শার্ঙ্গরবঃ — ন খলু ধীমতাং কশ্চিদবিষয়ো নাম।

কাশ্যপঃ — সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য —

> শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
> ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
> ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
> যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥ ১৮ ॥

কথং বা গৌতমী মন্যতে?

বিসন্ধি—ত্বম্ + ইদানীম্ + অনুশাসনীয়া + অসি। বনৌকসঃ + অপি। কশ্চিৎ + অবিষয়ঃ। ত্বম্ + ইতঃ। ভর্তুঃ + বিপ্রকৃতা + অপি। ভাগ্যেষু + অনুৎসেকিনী। যান্তি + এবম্। কুলস্য + আধয়ঃ।

অন্বয়—গুরূন্ শুশ্রূযস্ব, সপত্নীজনে প্রিয়সখীবৃত্তিং কুরু, বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া ভর্তুঃ প্রতীপং মাস্ম গমঃ। পরিজনে ভূয়িষ্ঠং দক্ষিণা ভব, ভাগ্যেষু অনুৎসেকিনী ভব। যুবতয়ঃ এবং গৃহিণীপদং যান্তি ; বামাঃ কুলস্য আধয়ঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—কাশ্যপঃ — বৎসে (বৎস, শকুন্তলা), ইদানীং ত্বম্ অনুশাসনীয়া অসি (এবার তোমাকে কিছু উপদেশ দেবো)। বনৌকসঃ অপি সন্তঃ (বনবাসী হলেও) লৌকিকজ্ঞা বয়ম্ (লোকাচার আমাদের জানা আছে)। শার্ঙ্গরবঃ — ধীমতাং (যাঁরা ধীমান্ অর্থাৎ জ্ঞানী) ন খলু কশ্চিৎ অবিষয়ঃ নাম (তাঁদের জ্ঞানের অগোচরে কিছু থাকে না)। কাশ্যপঃ — সা ত্বম্ ইতঃ পতিগৃহং প্রাপ্য (তুমি এখান থেকে পতিগৃহে গিয়ে) — গুরূন্ শুশ্রূষস্ব (গুরুজনদের সেবা করবে), সপত্নীজনে প্রিয়সখীবৃত্তিং কুরু (সপত্নীদের প্রতি প্রিয়সখীর মত আচরণ ক'রবে), বিপ্রকৃতাপি (স্বামী কঠোর ব্যবহার করলেও, অপমান করলেও) রোষণতয়া (রেগে গিয়ে) ভর্তুঃ প্রতীপং মাস্ম গমঃ (স্বামীর বিরুদ্ধ কিছু ক'রবে না)। পরিজনে ভূয়িষ্ঠং দক্ষিণা ভব (পরিজনদের প্রতি খুব সদয় হবে), ভাগ্যেষু অনুৎসেকিনী ভব (ভাগ্যের কারণে গর্ববোধ করবে না)। যুবতয়ঃ এবং (এইরকম ব্যবহারের দ্বারাই যুবতীরা) গৃহিণীপদং যান্তি (সত্যিকারের গৃহিণীর মর্যাদা পায়), বামাঃ (যারা বিপরীত আচরণ করে তারা) কুলস্য আধয়ঃ (সংসারের যন্ত্রণার কারণ হয়)। কথং বা গৌতমী মন্যতে (তা এই ব্যাপারে গৌতমীর কি মত)?

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ — বৎস (শকুন্তলা), এবার তোমায় কিছু উপদেশ দেব। আমরা বনবাসী হলেও লোকাচার আমাদের জানা আছে।

শার্ঙ্গরব — যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের জ্ঞানের অগোচর কিছু থাকে না।

কাশ্যপ — তুমি এখান থেকে পতিগৃহে গিয়ে (এই জিনিষগুলি খেয়াল রেখো) — গুরুজনদের সেবা করবে (অর্থাৎ পতিগৃহে শ্বশুর প্রভৃতির যত্ন নেবে); সপত্নীদের প্রতি প্রিয়সখীর মত ব্যবহার ক'রবে; স্বামী কর্কশ ব্যবহার ক'রলেও রাগের বশে স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু করবে না; পরিজনদের প্রতি যথেষ্ট দয়া-দাক্ষিণ্য বজায় রাখবে; নিজের ভাগ্যে গর্বিত হ'য়ো না। এইরকম ব্যবহারের দ্বারাই যুবতীরা (প্রকৃত) গৃহিণীর মর্যাদা পায়। যারা এর বিপরীত আচরণ করে তারা সংসারের যন্ত্রণার কারণ হয়।

তা এই ব্যাপারে গৌতমীর কি মত?

রাঘবভট্ট—ন খলু ধীমতামিতি কণ্ববাক্যং প্রত্যর্থান্তরন্যাসঃ। সা ত্বমিত্যস্য শ্লোকে নান্বয়ঃ। শুশ্রূষস্বেতি। গুরূঞ্শ্বশ্রূশ্বশুরাদীঞ্ শুশ্রূষস্ব সেবাং কুরু। সপত্নীনাং জনে সমূহে প্রিয়সখীনামিব বৃত্তিং কুরু। প্রিয়সখীবদ্বর্তস্ব। বিপ্রকৃতা ন্যক্‌কৃতাপি। 'নিকারো বিপ্রকারঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। রোষণতয়ের্ষ্যয়া ভর্তুঃ প্রতীপং বৈপরীত্যং মা স্ম গমো মা যাসীঃ। পরিজনে সেবকবর্গে ভূয়িষ্ঠমতিশয়েন দক্ষিণানুকূলা ভব। ভাগ্যেষু সপত্নীদৈবেষ্বনুৎসেকিন্যস্খলিতা। ভবেত্যনুষজ্যতে। অস্যা ভাগ্যং মম নাস্তীতি দুঃখং ন কার্যমিত্যর্থঃ। অথ চ ভাগ্যেষু নিজেষ্বনুৎসেকিনী নির্গর্বা। মমৈতাদৃশং সৌভাগ্যমিতি গর্বো ন কার্য ইত্যর্থঃ। 'উদো মর্দনোৎক্ষেপণগর্বস্খলনেষু' ইতি গণপাঠাৎ। এবং সতি যুবতয়ঃ স্ত্রীমাত্রম্। ত্বং তু কিং পুনরিতি ভাবঃ। গৃহিণ্যাঃ পদং স্থানম্। যদ্বা গৃহিণীতি পদমধিকারম্। যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। অন্যা বামাঃ স্ত্রিয়ঃ কুলস্যাধয়ঃ। ভবন্তীত্যর্থঃ। 'বামৌ বল্গুপ্রতীপৌ বা' ইত্যমরঃ। রূপকমর্থান্তরন্যাসো বা। কুলস্যাধয়ঃ কুলাধিষ্ঠানানি। বামা বক্রাণীত্যর্থঃ। 'আধির্মানসপীড়ায়াং প্রত্যাশায়াং চ বন্ধনে। ব্যসনে চাপ্যধিষ্ঠানে' ইতি বিশ্বঃ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্।

সুষমা—[১] অনুশাসনীয়া — অনু-শাস্ + অনীয়র্ + টাপ্। [২] বনৌকসঃ — বনম্ ওকঃ যেষাং তে (বহুব্রী)। ওকঃ = আশ্রয়। [৩] লৌকিকজ্ঞাঃ — লোকে বিদিতম্ অথবা লোকে ভবম্ ইতি লোক + ঠঞ্ = লৌকিকম্। তৎ জানন্তি ইতি লৌকিক + জ্ঞা + ক কর্তরি, প্রথমা বহুব। [৪] শুশ্রূষস্ব — শ্রু + সন্ + লোট্ + স্ব (মধ্যমপু, একবচন)। 'জ্ঞাশ্রুস্মৃদৃশাং সনঃ' সূত্রে আত্মনেপদ। [৫] প্রিয়সখীবৃত্তিম্ — প্রিয়সখ্যাঃ বৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ), তাম্। [৬] সপত্নীজনে — সমানঃ পতিঃ যাসাং তাঃ — সপত্ন্যঃ। 'বিভাষা সপূর্বস্য' সূত্রে প্রতি-শব্দে 'ন' যোগ এবং ঙীপ্। 'সমান' শব্দের স্থলে নিপাতনে 'স'। [৭] বিপ্রকৃতা — বি + প্র — কৃ + ক্ত, কর্মধা, টাপ্। [৮] রোষণতয়া — রুষ্ + যুচ্ = রোষণ, রোষণ + তল্ + টাপ্ = রোষণতা। হেতৌ তৃতীয়া। [৯] প্রতীপম্ — প্রতিগতা আপঃ যস্মিন্ তৎ ইতি প্রতি-অপ্ + সমাসান্ত অ। সূত্র — 'ঋক্‌পূরব্‌ধূঃপথামানক্ষে'। অপ্ শব্দের 'অ'স্থানে ঈকার 'দ্ব্যন্তরূপসর্গেভ্যঃ ঈৎ' সূত্রে। [১০] মাস্ম গমঃ — 'মাস্ম মাহলঞ্চ বারণে' — অমরকোষ। 'স্মোত্তরে লঙ্ চ' সূত্রে লুঙ্। গম্ + লুঙ্ মধ্যমপু একব = অগমঃ। 'ন মাঙ্‌যোগে' সূত্রে 'অ'— লোপ। [১১] ভূয়িষ্ঠম্ — বহু + ইষ্ঠন্। [১২] অনুৎসেকিনী — উৎ — সিচ্ + ঘঞ্ = উৎসেকঃ = গর্ব। [১৩] যুবতয়ঃ — যুবন্ + তি = যুবতিঃ। সূত্র — 'যূনস্তিঃ'। 'যুবন্'

শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'যুবতি' — 'যুবতী' নয়। 'যুবতী' শব্দ 'যুবৎ' (যু + শতৃ) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। [১৪] 'গৃহিণীপদে যায়' — এই বক্তব্যের সমর্থনে (সাধর্ম্য — বৈধর্ম্য দুভাবেই) অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। তাছাড়া বিষম, হেতু, অনুপ্রাস। [১৫] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—পতিগৃহে যাওয়ার প্রাক্কক্ষণে কোন নারীর প্রতি গুরুজনের চিরন্তন উপদেশবাণী। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র সাতটি অঙ্কের মধ্যে অনেকের মতে চতুর্থ অঙ্ক শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে আবার চারটি শ্লোক — 'পাতুং ন ব্যবস্যতি' প্রভৃতি (শ্লোকের নির্দ্ধারণে মতবৈবিধ্য আছে) শ্রেষ্ঠ। সেই চারটির মধ্যে আবার এটি শ্রেষ্ঠ (দ্রঃ শাস্ত্রী-দ্বিবেদী সংস্করণ পৃঃ ৩১৪)। উপদেশ হিসাবে (নির্বিচারে মেনে নিলে — বিশেষতঃ নারী-স্বাধীনতার যুগে 'ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি — ' ইত্যাদি) অত্যুত্তম। তবে সেই কারণেই তা কোন কাব্য-নাটকের শ্রেষ্ঠ শ্লোক হতে পারে কিনা বিচার্য্য। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

'শুশ্রূষস্ব —' ইত্যাদি শ্লোকের রবীন্দ্রনাথের করা অনুবাদ (দ্রঃ 'রূপান্তর') — 'সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম, / অপরাধী পতি-' পরে রোষভরে হোয়ো না নির্মম। / পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্য হোয়ো না আত্মহারা — / গৃহিণীর এই ধর্ম; কুলনাশী অন্যরূপ যারা।'

[৪.২৪]

গৌতমী — এত্তিঅ বহুজণস্স উবদেসো। জাদে, এদং ক্খু সব্বং ওধারেহি। (এতাবান্ বধূজনস্য উপদেশঃ। জাতে, এতৎ খলু সর্বম্ অবধারয়।)

কাশ্যপঃ — বৎসে, পরিষ্বজস্ব মাং সখীজনং চ।

শকুন্তলা — তাদ, ইদো এব্ব কিং পিঅংবদামিস্সাও সহীও নিবত্তিস্সন্তি? (তাত, ইতঃ এব কিং প্রিয়ংবদামিশ্রাঃ সখ্যঃ নিবর্ত্তিষ্যন্তে?)

কাশ্যপঃ — বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে। ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্। ত্বয়া সহ গৌতমী যাস্যতি।

শকুন্তলা — (পিতরমাশ্লিষ্য) কহং দাণিং তাদস্স অঙ্কাদো পরিব্ভট্টা মলঅতরুম্মূলিআ চন্দণলদা বিঅ দেসন্তরে জীবিঅং ধারইস্সং। (কথম্ ইদানীং তাতস্য অঙ্কাৎ পরিভ্রষ্টা মলয়তরুন্মূলিতা চন্দনলতা ইব দেশান্তরে জীবিতং ধারয়িষ্যে।)

কাশ্যপঃ — বৎসে, কিমেবং কাতরসি।

অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।

তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ॥ ১৯ ॥
(শকুন্তলা পিতুঃ পাদয়োঃ পততি)

যদিচ্ছামি তে তদস্তু।

বিসন্ধি—যুক্তম্ + অনয়োঃ + তত্র। পিতরম্ + আশ্লিষ্য। কিম্ + এবম্। কাতরা + অসি। কৃত্যৈঃ + তস্য। প্রতিক্ষণম্ + আকুলা। তনয়ম্ + অচিরাৎ। প্রাচী + ইব + অর্কম্। যৎ + ইচ্ছামি। তৎ + অস্তু।

অন্বয়—বৎসে, ত্বম্ অভিজনবতঃ ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে গৃহিণীপদে স্থিতা (সতী), তস্য বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈঃ প্রতিক্ষণম্ আকুলা (সতী), অচিরাৎ প্রাচী অর্কম্ ইব পাবনং তনয়ং প্রসূয় চ, মম বিরহজাং শুচং ন গণয়িষ্যসি।

বাংলা প্রতিশব্দ—গৌতমী — এতাবান্ বধূজনস্য উপদেশঃ (নববধূদের পক্ষে এই উপদেশই যথেষ্ট)। জাতে (বৎস), এতৎ খলু সর্বম্ অবধারয় (এইসব কথা ভালো করে মনে রেখ')। কাশ্যপঃ — বৎসে (বৎস), মাং সখীজনং চ পরিষ্বজথ (আমাকে এবং তোমার সখীদের আলিঙ্গন কর)। শকুন্তলা — তাত (তাত, পিতঃ), ইত এব কিং (এখান থেকেই কি) প্রিয়ংবদামিশ্রাঃ সখ্যঃ (প্রিয়ংবদা প্রভৃতি সখীরা) নিবর্তিষ্যন্তে (ফিরে যাবে)? কাশ্যপঃ — বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে (বৎসে, এদেরকেও যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান করতে হবে)। অনয়োঃ (এই দুজনের) তত্র গন্তুং (সেখানে যাওয়া) ন যুক্তম্ (ঠিক হবে না)। ত্বয়া সহ (তোমার সঙ্গে) গৌতমী যাস্যতি (গৌতমী যাবেন)। শকুন্তলা — [পিতরম্ আশ্লিষ্য — পিতা কণ্বকে আলিঙ্গন ক'রে] তাতস্য অঙ্কাৎ পরিভ্রষ্টা (আমার পিতার কোল থেকে বিচ্যুত হয়ে) মলয়তরূন্মূলিতা চন্দনলতা ইব (চন্দনগাছ থেকে বিচ্যুত চন্দনলতা অর্থাৎ চন্দনশাখা যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি) কথম্ ইদানীং জীবিতং ধারয়িষ্যে (এখন কিভাবে জীবন ধারণ ক'রব)? কাশ্যপঃ — বৎসে, কিমেবং কাতরাসি (বৎস, তুমি এত উতলা হ'চ্ছ কেন)? বৎসে, (বৎস), ত্বম্ অভিজনবতঃ ভর্তুঃ (তুমি অভিজাত স্বামীর) শ্লাঘ্যে গৃহিণীপদে স্থিতা (গৌরবময় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হবে), তস্য বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈঃ (তাঁর সম্পদের কারণে নানা গুরুতর কাজে) প্রতিক্ষণম্ আকুলা (প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যস্ত থাকবে), অচিরাৎ (শীঘ্রই) প্রাচী অর্কম্ ইব (পূর্বদিক্ যেমন সূর্যকে প্রকাশ করে তেমনি) পাবনং তনয়ং প্রসূয় চ (জগৎকে পবিত্র করবে এমন এক পুত্র লাভ করবে), (তদা — তখন আর) মম বিরহজাং শুচং (আমার বিচ্ছেদ-দুঃখ) ন গণয়িষ্যসি (তোমার আর মনে থাকবে না)। [শকুন্তলা পিতুঃ পাদয়োঃ পততি — শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম করলেন]। কাশ্যপঃ — যদিচ্ছামি তে তদস্তু (যা ভাবছি, তোমার তাই হোক্)।

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী — নববধূদের পক্ষে এই উপদেশই যথেষ্ট। বৎস, এইসব কথা ভালো করে মনে রেখ'।

কাশ্যপ — বৎস, আমাকে এবং তোমার সখীদের আলিঙ্গন কর।

শকুন্তলা — তাত, এখান থেকেই কি প্রিয়ংবদা এরা ফিরে যাবে?

কাশ্যপ — বৎস, এদেরকেও যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করতে হবে। তাই এই দুজনের সেখানে যাওয়া ঠিক্ হবে না। গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবেন।

শকুন্তলা — (পিতাকে আলিঙ্গন ক'রে) আমার পিতার কোল থেকে বিচ্যুত হ'য়ে এখন কিভাবে বাঁচবো? চন্দনগাছ থেকে বিচ্যুত চন্দনশাখা কখনোই বাঁচতে পারে না।

কাশ্যপ — বৎস, তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন?

বৎস, যখন তুমি তোমার অভিজাত স্বামীর গৌরবময় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হবে, ঐশ্বর্যের কারণে নানা গুরুতর কাজে প্রতিমুহূর্ত্ত ব্যস্ত থাকবে, অচিরেই, পূর্বদিক্ যেমন সূর্যকে প্রকাশ করে তেমনি জগতের পুণ্য এক পুত্রের জন্ম দেবে, — তখন আর আমার এই বিচ্ছেদ-দুঃখ তোমার মনেও থাকবে না।

(শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম করলেন)

যা ভাবছি, তাই যেন তোমার হয়।

রাঘবভট্ট—এতাবান্ বধূজনস্যোপদেশঃ। জাতে পুত্রি, এতৎ খলু সর্বমবধারয়। তাত, ইত এব কিং প্রিয়ংবদামিশ্রাঃ সখ্যো নিবর্তিষ্যন্তে। কথমিদানীং তাতস্যাঙ্কাৎ ক্রোড়াৎ পরিভ্রষ্টা মলয়তরূন্মূলিতা চন্দনলতেব দেশান্তরে পরদেশে স্থানান্তরে চ জীবিতং ধারয়িষ্যে। কথমিদানীমিতি সংবন্ধঃ। উপময়া তত্রত্যৈর্বহুমানিতায়া অপি পিতৃবিয়োগাবিস্মরণং ধ্বন্যতে। অভিজনেতি। অভিজনবতঃ কুলবতঃ। 'কুলান্যভিজনান্বয়ৌ' ইত্যমরঃ। অত্রৈতদনুক্তেরপি সিদ্ধেস্তাৎপর্যানুপপত্ত্যা লক্ষণয়া সামান্যশব্দো বিশিষ্টং কুলং লক্ষয়তি। তদুৎপত্তিমত্ত্বং স্বর্থাক্ষিপ্তম্। এতদ্দয়াদানদাক্ষিণ্যধর্মভীরুত্বাদি ধর্মশতং ব্যনক্তি। অথবাভিজনপদেন তদুৎপন্না জনা লক্ষ্যন্তে। তদ্বতস্তদ্বহুজনবতঃ। অভিতঃ সমন্ততো জনবতঃ স্বজনবত ইতি বা। অনেন বিশেষণেন সকলবন্ধুজনকৃত্যচিন্তয়া গৃহিণীগতোঽতিশয়ো ব্যজ্যতে। এবংভূতস্য ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে সর্বোৎকৃষ্টে। তাদৃশপ্রেম্নানুমিতত্বাৎ। গৃহিণীপদে গৃহিণীস্থানে। অথবা গৃহিণীলক্ষণাধিকারে। অথ চ গৃহিণীতি ত্র্যক্ষরং পদং তত্র। জগতি গৃহিণীপদবাচ্যা ত্বমেবেত্যর্থঃ। অতঃ 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' ইত্যুক্তেস্তদীয়ং সর্বং গৃহং ত্বদায়ত্তমিতি ভাবঃ। স্থিতা চাপল্যনিবৃত্ত্যা স্থিরীভূতা। অতএব ভর্তুরিত্যুচিতপদোপন্যাসঃ। ভরতীতি ভর্তা। সকলজগদ্ভরণশীলস্যেতি ষষ্ঠ্যা গৃহিণীগতোঽতিশয়ো ব্যজ্যতে। তাবতা কিং তত্রাহ — বিভবেতি। বিভবঃ সংপত্তিস্তেন গুরুভির্গরিষ্ঠৈঃ। অনেন কৃত্যানামনন্যনির্বাহিত্বং সূচিতম্। তস্য ভর্তুঃ প্রতিক্ষণং কৃতৈঃ ইত্যব্যয়বহুবচনাভ্যাং বিশিষ্টকার্যাণামনন্তমতা ধ্বন্যতে। আকুলা ব্যগ্রা। স্বগৃহকার্যসহস্রনিমগ্না বিগলিতবেদ্যান্তরা ভবিষ্যসীতি ভাবঃ। অচিরাচ্ছীঘ্রং প্রাচী প্রাগ্‌দিগিব ত্বং পাবনমর্কমিব তনয়ং প্রসূয় চেতি চঃ সমুচ্চয়ে। স স্বয়ং পূত ইতি কিং বক্তব্যম্। পাবয়তীতি পাবনঃ। তন্নামগ্রহণেনানোঽপি পাবনা ভবন্তীতি ভাবঃ। অর্কোপমানত্বেন তনয়স্য জগদ্বিলক্ষণতেজস্বিত্বং লোকত্রয়াতিক্রান্তপৌরুষত্বং চতুর্দশভুবন-গীয়মানকীর্তিত্বমত এব চক্রবর্তিত্বমিত্যাদি ধর্মসহস্রং ব্যজ্যতে। হে বৎসে, মম পিতুর্বিরহজাং বিয়োগজাং শুচং ন

গণয়িষ্যতি। ন তু সা ন ভবিষ্যতি। গৃহকার্যব্যগ্রতয়া ত্বয়া শোকো ন গণনীয় ইত্যর্থঃ। পিতৃবিয়োগদুঃখমবিস্মরণীয়ং প্রকৃত্যা ব্যজ্যতে। চতুর্থচরণার্থং প্রতি পূর্বোক্তদ্বয়ং হেতুত্বেন যোজ্যম্। উপমাসমুচ্চয়কাব্যলিঙ্গশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। হরিণীবৃত্তম। অনেন সংগ্রহলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু—'সামদানার্থসংযোগঃ সংগ্রহঃ পরিকীর্তিতঃ' ইতি।

সুষমা—[১] প্রদেয়ে — প্র — দা + যৎ = প্রদেয়। স্ত্রীলিঙ্গে প্রদেয়া ; প্রথমা দ্বিবচন। [২] অভিজনবতঃ — অভিজায়তে অস্মিন্ ইতি অভি — জন্ + ঘঞ্ অধিকরণে = অভিজনঃ। অভিজন + মতুপ্ (প্রশংসায়), ষষ্ঠীর একবচন। শেষে ষষ্ঠী। [৩] শ্লাঘ্যে — শ্লাঘ্ + ণ্যৎ = শ্লাঘ্যম্ [৪] গৃহিণীপদে = গৃহিণ্যাঃ পদম্ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মিন্ [৫] বিভবগুরুভিঃ — বিভবেন গুরুঃ (তৃতীয় তৎ), তৈঃ। [৬] কৃত্যৈঃ — কৃ + ক্যপ্ = কৃত্যম্। [৭] প্রতিক্ষণম্ — ক্ষণে ক্ষণে (অব্যয়ীভাব)। [৮] প্রসূয় — প্র — সূ + ল্যপ্। [৯] গণয়িষ্যসি — গণঅ + লৃট্, মধ্যমপু. একব.। [১০] দুঃখ অনুভব না করার কারণ উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া সমুচ্চয়, শ্রুত্যনুপ্রাস বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১১] হরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—সংসারী না হয়েও শকুন্তলার বিয়োগব্যথায় মহর্ষি কণ্বের 'কণ্ঠস্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষ' হওয়ার চাইতেও রাজপুরীর নাগরিকবৃত্তিতে অভ্যস্ত পুরুষদের লোলুপদৃষ্টি থেকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে রক্ষা করার কথা এবং পতিগৃহে গমনের পর পিতৃকুলের বিয়োগব্যথা ভুলে যাওয়ার এই বিবরণ দেওয়া বেশী আশ্চর্যের। সবদিক থেকেই তিনি লৌকিকজ্ঞ, — বোঝা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আচার্য দণ্ডীর রাজকন্যাদের অধ্যাপনাকালীন শৃঙ্গাররসময় শ্লোকের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবাদ-কাহিনীর কথা তুলনীয়।

[৪.২৫]

➤➤ **শকুন্তলা** — (সখ্যাবুপেত্য) হলা, দুবে বি মং সমং এব্ব পরিস্সজহ। (হলা, দ্বে অপি মাং সমম্ এব পরিষ্বজেথাম্।)

সখ্যৌ — (তথা কৃত্বা) সহি, জই ণাম সো রাআ পচ্চহিণ্ণাণমন্থরো ভবে তদো সে ইমং অত্তণামহেঅঅঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং দংসেহি। (সখি, যদি নাম স রাজা প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ ততঃ তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কং দর্শয়।)

শকুন্তলা — ইমিণা সংদেহেণ বো আকম্পিদম্হি। (অনেন সন্দেহেন বাম্ আকম্পিতাস্মি।)

সখ্যৌ — মা ভাআহি। সিণেহো পাবসঙ্কী। (মা ভৈষীঃ। স্নেহঃ পাপশঙ্কী।)

শার্ঙ্গরবঃ — যুগান্তরমারূঢ়ঃ সবিতা। ত্বরতামত্রভবতী।

শকুন্তলা — (আশ্রমাভিমুখী স্থিত্বা) তাদ, কদা ণু ভূও তবোবণং পেক্খিস্সং। (তাতঃ, কদা নু ভূয়ঃ তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে।)

কাশ্যপঃ — শ্রূয়তাম্।

ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্ ॥ ২০ ॥

বিসন্ধি—সখ্যৌ + উপেত্য। আকম্পিতা + অস্মি। যুগান্তরম্ + আরূঢ়ঃ। ত্বরতাম্ + অত্রভবতী। দৌষ্যন্তিম্ + অপ্রতিরথম্। পুনঃ + আশ্রমে + অস্মিন্।

অন্বয়—চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী ভূত্বা, অপ্রতিরথং দৌষ্যন্তিং তনয়ং নিবেশ্য, তদর্পিতকুটুম্বভরেণ ভর্ত্রা সার্দ্ধং শান্তে অস্মিন্ আশ্রমপদে পুনঃ পদং করিষ্যসি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [সখ্যৌ উপেত্য — সখীদের কাছে গিয়ে] হলা (সখী)! দ্বে অপি (দুজনেই) মাং (আমাকে) সমম্ এব পরিষ্বজেথাম্ (একই সঙ্গে আলিঙ্গন কর) সখ্যৌ (দুই সখী) — [তথা কৃত্বা — তাই ক'রে, আলিঙ্গন ক'রে] সখি (সখি)! যদি নাম স রাজা (যদি সেই রাজার) প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ (তোমাকে চিনতে দেরী হয়), ততঃ (তখন) তস্মৈ (তাঁকে) ইদম্ আত্মনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কং (নিজের নাম লেখা এই আংটিটি) দর্শয় (দেখিও)। শকুন্তলা — অনেন বাং সন্দেহেন (তোমাদের এই আশঙ্কার কথা শুনে) আকম্পিতা অস্মি (আমি ভয়ে কাঁপছি, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে)। সখ্যৌ (দুই সখী) — মা ভৈষীঃ (ভয় ক'রো না)। স্নেহঃ পাপশঙ্কী (স্নেহ সবসময় অমঙ্গল আশঙ্কা করে)। শার্ঙ্গরবঃ — যুগান্তরম্ আরূঢ়ঃ সবিতা (আরেক প্রহর বেলা গড়ালো, দ্বিতীয় প্রহরে সূর্য এলেন)। ত্বরতাম্ অত্রভবতী (শকুন্তলা, একটু তাড়াতাড়ি কর)। শকুন্তলা — [আশ্রমাভিমুখী ভূত্বা — আশ্রমের দিকে ফিরে] তাত (তাত), কদা নু ভূয়ঃ (কবে আবার) তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে (এই তপোবন দেখতে পাব')। কাশ্যপঃ — শ্রূয়তাম্ (শোন) — চিরায় (দীর্ঘকাল) চতুরন্তমহীসপত্নীং ভূত্বা (সসাগরা পৃথিবীর সপত্নী হয়ে অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির পত্নী থেকে), অপ্রতিরথং দৌষ্যন্তিং তনয়ং নিবেশ্য (অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্তের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে), তদর্পিতকুটুম্বভরেণ (আত্মীয়পরিজনের ভার তার হাতে দিয়ে) ভর্ত্রা সার্দ্ধং (স্বামীর সঙ্গে) অস্মিন্ শান্তে আশ্রমপদে (এই শান্ত আশ্রমে) পুনঃ পদং করিষ্যসি (পুনরায় উপস্থিত হবে)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (সখীদের কাছে গিয়ে) সখী, তোমরা দুজনেই একই সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর।

দুই সখী — (আলিঙ্গন ক'রে) সখী, যদি সেই রাজার তোমাকে চিনতে দেরী হয়, তাহ'লে তাঁকে তাঁর নিজের নাম লেখা এই আংটিটি দেখিও।

শকুন্তলা — তোমাদের এই আশঙ্কার কথা শুনে ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

দুই সখী — ভয় পেয়ো না। স্নেহ সব সময়ই অমঙ্গল আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গরব — আরেক প্রহর বেলা গড়ালো। শকুন্তলা, একটু তাড়াতাড়ি কর।

শকুন্তলা — (আশ্রমের দিকে ফিরে) তাত, কবে আবার এই তপোবন দেখতে পাবো!

কাশ্যপ — শোন' —

দীর্ঘকাল সসাগরা পৃথিবীর সপত্নী হ'য়ে (অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির পত্নী হ'য়ে), অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্তের পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে, আত্মীয় পরিজনের ভার তার হাতে সমর্পণ ক'রে, স্বামীর সঙ্গে এই শান্ত আশ্রমে আবার উপস্থিত হবে।

রাঘবভট্ট—দ্বে অপি সমমেকদৈব পরিষ্বজেথাম্। তথা কৃত্বৈত্যেকদা পরিষ্বজ্য। সখি যদি নাম স রাজা প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ। প্রত্যভিজ্ঞানে তত্তেদংতাবগাহিনি সেয়ং শকুন্তলেতি জ্ঞানে মন্থরঃ শিথিলঃ। ঝটিত্যেতাদৃগ্জ্ঞানরহিত ইত্যর্থঃ। ততস্তস্যেদমাত্মনামধেয়াঙ্কিত-মঙ্গুলীয়কং দর্শয়। অনেন রূপলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু দশরূপকে — 'রূপং বিতর্কবদ্বাক্যম্' ইতি। যদীতি বিতর্কোক্তেঃ। অনেন বঃ সংদেহেনাকম্পিতাস্মি। অনেন সংভ্রমলক্ষমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু দশরূপকে — 'শঙ্কাত্রাসৌ চ সংভ্রমঃ' ইতি। মা ভৈষীঃ। স্নেহঃ পাপশঙ্কী। অনেনাধিবললক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'কপটেনাপ্তিসংধানং জ্ঞেয়ং চাধিবলং বুধৈঃ' ইতি। যুগান্তরং হস্তচতুষ্কাবধি। 'যুগং হস্তচতুষ্কেঽপি' ইতি বিশ্বঃ। তাত, কদা নু ভূয়স্তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে। ভূত্বেতি। চিরায় চিরকালম্। চত্বারঃ সমুদ্রাঃ। বিশেষণেনৈব বিশেষ্যপ্রতিপত্তিঃ। তেঽন্তো যস্যাঃ সা চাসৌ মহী চ তস্যাঃ সপত্নী ভূত্বা। চতুরুদধিমেখলভূমিবলয়োপভোগমুপভুজ্যেতি ভাবঃ। দুষ্যন্তস্যাপত্যং দৌষ্যন্তিস্তম্। 'অত ইঞ্'। ন বিদ্যতে প্রতিসংমুখো রথো যস্য সঃ, তম্। প্রতিপক্ষাভাবাৎ। 'মাত্রার্থে চাভিমুখ্যে চ প্রতিদানাদিষু প্রতি' ইতি বিশ্বঃ। অনেন বিশেষণদ্বয়েন মহীভারক্ষমত্বং ধ্বনিতম্। নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা। অর্থান্মহীসপত্ন্যাম্। অত্র সপত্নীগ্রহণেন তস্যা অপি মাতৃত্বং সূচিতম্। যদ্যপি সপত্নী তথাপি ত্বয়ি সত্যামেব সপত্নভাবঃ। ত্বয়া সমর্পিতে তু তন্নাস্তীতি ভাবঃ। ভর্ত্রা সহেতি গৌণত্বমেতাং প্রত্যুত্তরদানেনাস্যাঃ প্রকৃতত্বান্নানুপপন্নম্। অত্র তস্যাং মহীসপত্নীত্বং তস্যাং তন্নিবেশনং তস্মিংশ্চ কুটুম্বভরনিবেশনমিতি মালাদীপকম্। অত্র যাবদ্দুষ্যন্তধারণং পিতৃভক্ত্যা তং প্রতি মহ্যা মাতৃত্ববর্ণনং নানৌচিত্যমাবহতি। শান্তে প্রকরণানুসারাদ্বয়সীতি গম্যতে। ইদমাশ্রমবিশেষণত্বেনাপি।

সুষমা—[১] যুগান্তরম্ — অন্যৎ যুগম্ (অস্বপদবিগ্রহ নিত্যমান)। 'যুগ' কথার অর্থ অনেকে 'প্রহর' বলে নির্দেশ ক'রেছেন। আট প্রহরে ১ দিন (২৪ ঘন্টা)। সুতারাং 'প্রহর' বলতে তিন ঘন্টা। এখানে তাহলে 'দ্বিতীয় প্রহর বেলা হ'ল' (অর্থাৎ সকাল থেকে তিন ঘন্টা, মোটামুটি ভাবে ন'টা বেজে সময় দ্বিতীয় প্রহরে পড়েছে) এরকম অর্থ। [২] চিরায় — বিভক্তিপ্রতিরূপক অব্যয়। [৩] চতুরন্তমহীসপত্নী — চত্বারঃ অন্তাঃ যস্যাঃ সা চতুরন্তা (বহুব্রী) ; চতুরন্তা মহী (কর্মধা) ; তস্যাঃ সপত্নী (ষষ্ঠী তৎ)। [৪] দৌষ্যন্তিম্ — দুষ্যন্তস্য অপত্যং পুমান্ ইতি দুষ্যন্ত + ইঞ্, তম্। [৫] অপ্রতিরথম্ — অবিদ্যমানঃ প্রতিরথঃ যস্য সঃ (বহুব্রী), তম্। [৬] নিবেশ্য — নি-বিশ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। [৭] ভর্ত্রা — সহার্থক 'সার্ধম্' শব্দযোগে তৃতীয়া। [৮] পৃথিবীতে সপত্নীত্ব আরোপ, পৃথিবীতে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা,

পুত্রের হাতে কুটুম্বের ভার অর্পণের বর্ণনায় মালাদীপক অলঙ্কার। 'সপত্নী' কথার উল্লেখে শকুন্তলার পত্নীত্বস্বীকারের ইঙ্গিতে রূপক-অলঙ্কারধ্বনি। [৯] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—'মা ভাআহি। সিণেহো পাবসঙ্কী' (মা ভৈষীঃ। স্নেহঃ পাপশঙ্কী) — শকুন্তলাকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করার শেষ আশাও (যা দর্শকরা মনে মনে আশা করছিলেন) নিরস্ত হ'ল। কণ্ব 'ভূত্বা চিরায় —' ইত্যাদিতে সনাতন ভারতীয় ভাবধারায় চতুরাশ্রমের অবশ্যপালনীয়তার উল্লেখ করলেন। গার্হস্থ্যের পরে বানপ্রস্থ। পতির সঙ্গেই (বিধবা অবস্থায় নয়) শকুন্তলা বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করবেন। শকুন্তলার বহুকালব্যাপী চতুরন্তমহী-সপত্নীত্ব, পুত্রলাভ, পুত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব, পুত্রের সিংহাসনলাভ, দীর্ঘজীবনের শেষভাগে সধবা অবস্থায় বানপ্রস্থ অবলম্বন — সবই একসঙ্গে 'বৃদ্ধব্রাহ্মণবরন্যায়ে' এখানে গৃহীত হচ্ছে।

[৪.২৬]

গৌতমী — জাদে, পরিহীঅদি গমণবেলা। ণিবত্তেহি পিদরং। অহবা চিরেণ বি পুণো পুণো এসা এব্বং মন্তইস্সদি। ণিবত্তদু ভবং। (জাতে, পরিহীয়তে গমনবেলা। নিবর্তয় পিতরম্। অথবা চিরেণ অপি পুনঃ পুনঃ এষা এবং মন্ত্রয়িষ্যতে। নিবর্ততাং ভবান্।)

কাশ্যপঃ — বৎসে, উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্।

শকুন্তলা — (ভূয়ঃ পিতরমাশ্লিষ্য) তবচ্চণপীড়িদং তাদসরীরং। তা মা অদিমেত্তং মম কিদে উক্কণ্ঠিদুম্। (তপশ্চরণপীড়িতং তাতশরীরম্। তৎ মা অতিমাত্রং মম কৃতে উৎকণ্ঠিতুম্।)

কাশ্যপঃ — (সনিঃশ্বাসম্)

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্বম্।
উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥ ২১ ॥

গচ্ছ, শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।

(নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহযায়িনশ্চ)

বিসন্ধি—পিতরম্ + আশ্লিষ্য। শমম্ + এষ্যতি। শিবাঃ + তে। সহযায়িনঃ + চ।

অন্বয়—ত্বয়া রচিতপূর্বম্ উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ মম শোকঃ কথং নু বৎসে শমমেষ্যতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—গৌতমী — জাতে (বৎস), পরিহীয়তে গমনবেলা (যাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে)। নিবর্তয় পিতরম্ (পিতাকে এবার ফিরে যেতে বল)। অথবা চিরেণ অপি (অথবা যতক্ষণ আপনি থাকবেন ততক্ষণই) এষা পুনঃ পুনঃ এবং মন্ত্রয়িষ্যতে (এ অর্থাৎ শকুন্তলা বারংবার এরকমই বলতে থাকবে)। নিবর্ততাং ভবান্ (বরং আপনিই ফিরে যান)। কাশ্যপঃ

— বৎসে, উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্ (বৎস, আমার তপস্যার অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হচ্ছে)। শকুন্তলা — [ভূয়ঃ পিতরম্ আশ্লিষ্য — পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করে] তপশ্চরণপীড়িতং তাতশরীরম্ (তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধনে আপনার শরীর ক্লিষ্ট হয়েছে)। তৎ (সুতরাং) মম কৃতে (আমার জন্যে) মা অতিমাত্রম্ উৎকণ্ঠিতুম্ (বেশী চিন্তা ক'রবেন না)। কাশ্যপঃ — [সনিঃশ্বাসম্ — দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে] ত্বয়া রচিতপূর্বম্ উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং (কুটীরের সামনে পাখিদের খাওয়ানোর জন্য তোমার ছড়ানো ধান থেকে যে অঙ্কুর বেরিয়েছে) বিলোকয়তঃ (তা দেখে) মম শোকঃ (আমার দুঃখ) বৎসে, কথং নু শমমেষ্যতি (বৎস, বল কিভাবে সংবরণ করব)? গচ্ছ (যাও), শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু (তোমার পথ মঙ্গলময় হোক্)। [নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহযায়িনঃ চ — শকুন্তলা এবং সহযাত্রীদের প্রস্থান]

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী — বৎস, যাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পিতাকে এবার ফিরে যেতে বল। অথবা আপনি (কাশ্যপ) যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণই শকুন্তলা এভাবে বলতে থাকবে। বরং আপনিই ফিরে যান।

কাশ্যপ — বৎস, আমার তপস্যার অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হচ্ছে।

শকুন্তলা — (পিতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করে) তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধনে আপনার শরীর কৃশ হয়েছে। আমার জন্য আপনি বেশী চিন্তা ক'রবেন না।

কাশ্যপ — (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে)

বৎস, কুটীরের সামনে (পাখিদের খাওয়ানোর জন্য) তোমার ছড়ানো ধান থেকে যে অঙ্কুর বেরিয়েছে, তা দেখতে দেখতে আমি কিভাবে আমার দুঃখ সংবরণ করব?

যাও, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক্।

(শকুন্তলা এবং সহযাত্রীদের প্রস্থান)

রাঘবভট্ট—জাতে, পরিহীয়তে গমনবেলা। নিবর্তয় পিতরম্। অথবা চিরেণাপি। পুনঃপুনরেবৈবং মন্ত্রয়িষ্যতি। নিবর্ততাং ভবান্। তপশ্চরণেন পীড়িতং তাতশরীরম্। তস্মান্মম কৃতে অতিমাত্রমুৎকণ্ঠা। মেতি নিষেধে। উৎকণ্ঠয়ালমিত্যর্থঃ। 'ক্রুস্তমস্তৃণতুআণাঃ' ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়স্য তুমাদেশঃ। শমমিতি। বৎসে, মম কাশ্যপস্য। বাল্যাদারভ্য ত্বৎকৃতপরিপালনস্যেত্যর্থান্তরসংক্রান্তত্বম্। এবং ভূতস্য শোকঃ কথং নু শমমেষ্যতি। কষ্টেন শমমেষ্যতীত্যর্থঃ। ঈদৃশস্ত্বয়া তাদৃশগুণবত্যা তথা সকলনিপুণয়েত্যাদি দ্যোতয়তি। পূর্বং রচিতো রচিতপূর্বস্তম্। নীবারৈস্তৃণধান্যৈর্বলিং পূজাং বিলোকয়তঃ। কীদৃশং বলিম্। উটজদ্বারে বিরূঢ়ং সংজাতম্। 'বিরূঢ়স্তু সংজাতাঙ্কুরিতেঽনাবৎ' ইতি বিশ্বঃ। কাব্যলিঙ্গানুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] উপরুধ্যতে — উপ-রুধ্ + লট্, কর্মণি। [২] রচিতপূর্বম্ — পূর্বং রচিতম্ (সুপ্সুপা)। 'ভূতপূর্বে চরট্' এই জ্ঞাপকানুসারে ক্তান্ত 'রচিত' — শব্দের পূর্বনিপাত (পক্ষে)। [৩] উটজদ্বারবিরূঢ়ম্ — উটজস্য দ্বারম্ (ষষ্ঠী তৎ); উটজদ্বারে বিরূঢ়ম্ (সপ্তমী

তৎ)। এখানে 'পর্ণশালার সম্মুখে রোপিত' — এই অংশে সম্মুখ কথায় প্রাধান্য। তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্য। মধ্যপদের হয় না। এই কারণে অনেকে এখানে 'উটজদ্বারি বিরূঢ়ম্' এই রকম পাঠ গ্রহণ করেছেন। [৪] শোকাবসান না হওয়ার কারণ উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। তাছাড়া অর্থাপত্তি। [৫] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—মহর্ষি কণ্বের শকুন্তলার জন্য দুঃখের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

বিদায়বেলায় দৃশ্যের করুণ-রসের বর্ণনা বহুক্ষণ ধরে চলছে। মহর্ষি কণ্ব নিজেও আর স্থির থাকতে পারছেন না। যত সময় যাচ্ছে শকুন্তলা এবং সখীরাও ততই অধীর হয়ে পড়ছেন। দর্শকরাও আকুল হয়েছেন। নাটকে এবার আবার একটু গতিসঞ্চার প্রয়োজন। 'উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্' — কণ্বের এই কথায় বিদায়দৃশ্যের শেষ লগ্নের সূচনা।

[৪.২৭]

➜ সখ্যৌ — (শকুন্তলাং বিলোক্য) হদ্ধী, হদ্ধী। অন্তলিহিদা সউন্দলা বণরাঈএ। (হা ধিক্, হা ধিক্। অন্তর্হিতা শকুন্তলা বনরাজ্যা।)

কাশ্যপঃ — (সনিঃশ্বাসম্) অনসূয়ে, গতবতী বাং সহধর্মচারিণী। নিগৃহ্য শোকমনুগচ্ছতং মাং প্রস্থিতম্।

উভে — তাদ, সউন্দলাবিরহিদং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং কহং পবিসাবো? (তাত, শকুন্তলাবিরহিতং শূন্যম্ ইব তপোবনং কথং প্রবিশাবঃ?)

কাশ্যপঃ — স্নেহপ্রবৃত্তিরেবংদর্শিনী। (সবিমর্শং পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ, শকুন্তলাং পতিকুলং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্। কুতঃ —

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥ ২২ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

বিসন্ধি—শোকম্ + অনুগচ্ছতম্। স্নেহপ্রবৃত্তিঃ + এবং দর্শিনী। লব্ধম্ + ইদানীম্। তাম্ + অদ্য। মম + অয়ম্। ইব + অন্তরাত্মা। চতুর্থঃ + অঙ্কঃ।

অন্বয়—কন্যা পরকীয়ঃ অর্থঃ এব। তাম্ অদ্য পরিগ্রহীতুঃ সংপ্রেষ্য মম অয়ম্ অন্তরাত্মা প্রত্যর্পিতন্যাস ইব প্রকামং বিশদঃ জাতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—সখ্যৌ (দুই সখী) — [শকুন্তলাং বিলোক্য — শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে] হা ধিক্ হা ধিক্ (হায় হায়) অন্তর্হিতা শকুন্তলা বনরাজ্যা (শকুন্তলা বনের আড়ালে চলে গেল)। কাশ্যপঃ — [সনিঃশ্বাসম্ — দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে] অনসূয়ে (অনসূয়ে) গতবতী বাং সহধর্মচারিণী (তোমাদের সহচরী চলে গেছে)। নিগৃহ্য শোকম্ (শোক সংবরণ ক'রে) মাং প্রস্থিতম্ অনুগচ্ছতম্ (আমার পেছনে পেছনে চল, আমার সঙ্গে ফিরে চল')। উভে (দুই সখী) — তাত, শকুন্তলাবিরহিতং (তাত, শকুন্তলাকে বাদ দিয়ে) শূন্যম্ ইব তপোবনং (তপোবন যেন শূন্য মনে হচ্ছে), কথং প্রবিশাবঃ (এই তপোবনে কি করে আবার প্রবেশ ক'রব)? কাশ্যপঃ — স্নেহপ্রবৃত্তিঃ এবংদর্শিনী (স্নেহের প্রভাবে এরকম মনে হয়)। [সবিমর্শং পরিক্রম্য — চিন্তা করতে করতে একটু এগিয়ে গিয়ে] হন্ত ভোঃ (আঃ)! শকুন্তলাং পতিগৃহং বিসৃজ্য (শকুন্তলাকে স্বামীর গৃহে পাঠিয়ে দিয়ে) লব্ধম্ ইদানীং স্বাস্থ্যম্ (আজ আমি স্বস্তি পেলাম্, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম)। কুতঃ (কেননা) — কন্যা পরকীয়ঃ অর্থঃ এব (কন্যা প্রকৃতপক্ষে পরের জিনিষ)। তাম্ অদ্য (সেই কন্যাকে আজ) পরিগ্রহীতুঃ সংপ্রেষ্য (তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে) মম অয়ম্ অন্তরাত্মা (আমার এই মন) প্রত্যর্পিতন্যাস ইব (গচ্ছিত ধন ফেরৎ দিয়ে দিলে যেমন চিন্তামুক্ত হওয়া যায়, তেমনি) প্রকামং বিশদঃ জাতঃ (একেবারে নিশ্চিন্ত হ'ল)। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে — সকলে বেরিয়ে গেলেন] চতুর্থঃ অঙ্কঃ (চতুর্থ অঙ্ক শেষ হ'ল) ॥

বঙ্গানুবাদ—দুই সখী — (শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে) হায়, হায়! শকুন্তলা বনের আড়ালে চলে গেল।

কাশ্যপ — (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) অনসূয়া, তোমাদের সহচরী চলে গেছে। শোক সংবরণ করে আমার পেছনে চল।

দুই সখী — তাত, শকুন্তলাকে বাদ দিয়ে এই তপোবন শূন্য মনে হচ্ছে। কি করে আবার এখানে প্রবেশ করব?

কাশ্যপ — স্নেহের কারণে এরকমই মনে হয়। (চিন্তা করতে করতে একটু এগিয়ে গিয়ে) আঃ, শকুন্তলাকে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কেননা —

কন্যা প্রকৃতপক্ষে পরের জিনিষ। তাই তাকে আজ স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আমার মন, গচ্ছিত ধন ফেরৎ দিতে পারলে যেমন চিন্তামুক্ত হওয়া যায়, তেমনি একেবারে নিশ্চিন্ত হ'ল।

(সকলের প্রস্থান)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

রাঘবভট্ট—হা ধিক্, হা ধিক্। অন্তর্হিতা শকুন্তলা বনরাজ্যা। তাত, শকুন্তলাবিরহিতং শূন্যমিব তপোবনং কথং প্রবিশাবঃ? কণ্বপ্রবেশানন্তরমেতদন্তেন করুণো রসঃ ধ্বনিতঃ। তল্লক্ষণং তু — 'ইষ্টবন্ধুবিয়োগশ্চ স্ত্রীনাশো বধবন্ধনে। বিভাবাঃ সংমতাঃ পুংসামুত্তমানাং

পরাশ্রিতাঃ ॥ মধ্যমাধমপুংসাং তু তে স্যুরকাণ্ঠৈকগোচরাঃ। অশ্রুপাতো মুখে শোষো বিলাপঃ পরিদেবনম্ ॥ স্তম্ভো বিবর্ণতা স্রস্তগাত্রতা প্রলয়স্তথা। যত্র সংচারিণঃ স্থায়ী শোকঃ স করুণো মতঃ ॥' ইতি। অর্থ ইতি। হি নিশ্চিতং কন্যার্থঃ পরকীয় এব। উৎপত্ত্যনন্তরমেব পরকীয়ত্বেন জ্ঞাত ইত্যর্থঃ। অদ্য পরিগ্রহীতুঃ পরিণেতুস্তাং সংপ্রেষ্য মমায়মাত্মা প্রকামমত্যর্থং বিশদো নির্মলো জাতঃ। পূর্বং সামান্যতোঽন্যদীয়ত্বমুক্ত্বা পরিগ্রহীতুস্তামিত্যনেন নিয়তবিষয়ত্বেন পরকীয়ত্বং বদতাবশ্যপ্রস্থাপনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ইদমেবোৎপ্রেক্ষায়াং ন্যাসেন সহ সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ম্। প্রত্যর্পিতো ন্যাসো যেনেদৃশা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। ইন্দ্রবজ্রা বৃত্তম্ ॥

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকায়ামর্থদ্যোতনিকায়াং

॥ চতুর্থোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সুষমা—[১] এবংদর্শিনী — এবম্ + দৃশ্ + ণিচ্ + ণিনি, কর্তরি, (স্ত্রীলিঙ্গে)। [২] অর্থো হি কন্যা — 'উদ্দেশ্য-বিধেয়য়োর্নাস্তিবচনলিঙ্গতন্ত্রতা'। [৩] পরকীয়ঃ — পরস্য অয়ম্ ইতি পর + ছ। [৪] প্রত্যর্পিতন্যাসঃ — প্রত্যর্পিতঃ ন্যাসঃ যেন (বহুব্রী) সঃ। ন্যস্যতে ইতি নি — অস্ + ঘঞ্, কর্মণি। [৫] উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। [৬] ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ।

অধ্যাপনা—মহর্ষি কণ্বের 'শকুন্তলাং পতিকুলং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্' এবং 'অর্থো হি কন্যা ...' ইত্যাদিতে শকুন্তলাকে বিদায় করে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন — আপাততঃ এরকম বোধ হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা তাঁর বনবাসী হওয়া সত্ত্বেও গৃহীসুলভ যে অকপট পিতৃস্নেহের পরিচয় পেয়েছি, তাতে মন হয়, তিনি যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এবং বিহ্বল অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে সংযমে রাখার জন্য এরকম বলেছেন। সেইসঙ্গে কন্যা যে চিরকাল পিতার স্নেহাঞ্চলের বস্তু নয়, তাকে যথাসময়ে (শকুন্তলার ক্ষেত্রে তো বিশেষ জরুরী — সে অন্তঃসত্ত্বা) নতুন জীবনে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব পিতাতে বর্তায় একথাও বলা হয়েছে।

দ্রঃ রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' — প্রথমে সামান্যভাবে 'পরকীয় (অন্যের) এভাবে বলা হয়েছে। পরে বিশেষভাবে বলা হল 'পরিগ্রহীতুঃ তাম্' অর্থাৎ 'যে তাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেছে' অর্থাৎ স্বামীর কাছে তাকে পাঠানো হচ্ছে। সুতরাং বিধিবদ্ধভাবে সে বিশেষ একজনের হয়ে গেল। তাকে অবশ্যই পাঠাতে হবে। — "কন্যার্থঃ পরকীয় এব। উৎপত্ত্যনন্তরমেব পরকীয়ত্বেন জ্ঞাত ইত্যর্থঃ। ... পূর্বং সামান্যতোঽন্যদীয়ত্বমুক্ত্বা পরিগ্রহীতুস্তামিত্যনেন নিয়তবিষয়ত্বেন পরকীয়ত্বং বদতাবশ্যপ্রস্থাপনীয়ত্বং ধ্বনিতম্"।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ — 'শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে কণ্ব হাল্কা হলেন ; কষ্ট হলেও কর্তব্যের অনুরোধ কণ্ব তা মেনে নিলেন' — এরকম বলেছেন। "সকলেই বিষাদসাগরে ডুবিল বটে, কিন্তু কণ্ব একটা স্বাস্থ্যের নিঃশ্বাস ফেলিয়া লঘু হইলেন, যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয় হাল্কা বোধ হইতে লাগিল। স্নেহের প্রভাবে তাঁহার কষ্ট হইল বটে, কিন্তু মনস্বী তিনি, মনের উপর তাঁহার প্রবল আধিপত্য, তিনি কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া সে কষ্ট সহ্য করিলেন।"

শকুন্তলা পতিগৃহে গেলেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার এবার জীবন কেমন কাটবে? "শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনো পরিবর্তন হয় নাই? হায়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না, তাহা জানিয়াছে। ... এখন হইতে অপরাহ্নে আলবালে জলসেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইব না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্মরে সচকিত হইয়া অশোকতরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে!" — 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ।

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

[৫.১]

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থো রাজা বিদূষকশ্চ)

বিদূষকঃ — (কর্ণং দত্ত্বা) ভো বঅস্স, সংগীতসালন্তরে অবধাণং দেহি। কলবিসুদ্ধাএ গীদীএ সরসংজোও সুণীঅদি। জাণে তত্তহোদী হংসবদিআ বণ্ণপরিঅং করেদি ত্তি। (ভো বয়স্য, সঙ্গীতশালান্তরে অবধানং দেহি। কলবিশুদ্ধায়া গীতেঃ স্বরসংযোগঃ শ্রূয়তে। জানে তত্রভবতী হংসপদিকা বর্ণপরিচয়ং করোতি ইতি।)

রাজা — তূষ্ণীং ভব। যাবদাকর্ণয়ামি।

(আকাশে গীয়তে)

অহিণবমহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিম্হরিও সি ণং কহং ॥ ১ ॥
(অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো
মধুকর বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম্ ॥)

সন্ধি—পঞ্চমঃ + অঙ্কঃ। প্রবিশতি + আসনস্থঃ। বিদূষকঃ + চ। যাবৎ + আকর্ণয়ামি। ...লোলুপঃ + ত্বম্। বিস্মৃতঃ + অসি।

অন্বয়—(হে) মধুকর, অভিনবমধুলোলুপঃ ত্বং চূতমঞ্জরীং তথা পরিচুম্ব্য কমলবসিতিমাত্রনির্বৃতঃ এনাং কথং বিস্মৃতঃ অসি।

বাংলা প্রতিশব্দ—পঞ্চমঃ অঙ্কঃ (পঞ্চম অঙ্ক শুরু হচ্ছে)। [ততঃ — তারপর, আসনস্থঃ — আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়, রাজা প্রবিশতি — রাজার প্রবেশ ; বিদূষকশ্চ — সঙ্গে বিদূষক]। বিদূষকঃ — (কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে শুনে) ভো বয়স্য (বন্ধু)! সঙ্গীতশালান্তরে অবধানং দেহি (সঙ্গীতশালায় একটু কান দিন)। কলবিশুদ্ধায়াঃ গীতেঃ (মধুর ও বিশুদ্ধ সঙ্গীতের) স্বরসংযোগঃ শ্রূয়তে (আলাপ শোনা যাচ্ছে)। জানে (মনে হয়) তত্রভবতী হংসপদিকা (রাণী হংসপদিকা) বর্ণপরিচয়ং করোতি ইতি (স্বরলিপির আলাপ করেছেন)। রাজা — তূষ্ণীং ভব

(একটু চুপ কর তো) ; যাবদাকর্ণয়ামি (ভালো ক'রে শুনি)। [আকাশে গীয়তে — নেপথ্যে সঙ্গীত] (হে) মধুকর (হে মধুকর, ভ্রমর)। অভিনবমধুলোলুপঃ ত্বম্ (তুমি সর্বদাই নূতন মধুর আস্বাদ পেতে চাও) ; চূতমঞ্জরীং তথা পরিচুম্ব্য (সহকারমঞ্জরীকে, আমের মঞ্জরীকে, ঐভাবে চুম্বন করে এসে) কমলবসতিমাত্রনির্বৃতঃ (পদ্মের কাছে একটু থেকেই) কথম্ এনাং বিস্মৃতোঽসি (কি ক'রে তাকে ভুলে গেলে)?

বঙ্গানুবাদ—(তারপর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় রাজার প্রবেশ। সঙ্গে বিদূষক)

বিদূষক - (কান পেতে শুনে) বন্ধু, সঙ্গীতশালার দিকে একটু কান পাতুন। মধুর এবং (তাল-লয়) শুদ্ধ সঙ্গীতের আলাপ শোনা যাচ্ছে। আমার মনে হয় রাণী হংসপদিকা স্বরলিপির আলাপ করছেন।

রাজা — একটু থমো তো, শুনতে দাও।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

হে,মধুকর, তুমি (সর্বদাই) নূতন মধুর আস্বাদ পেতে চাও। সহকার-মঞ্জরীকে ঐভাবে চুম্বন ক'রে এসে পদ্মের কাছে একটু থেকেই তুমি কি করে তাকে ভুলে গেলে?

রাঘবভট্ট—ভো বয়স্য সখে, সঙ্গীতশালাভ্যন্তরেঽবধানং দেহি। কলবিশুদ্ধায়া গীতেঃ স্বরসংযোগঃ শ্রূয়তে। কলা মধুরাস্ফুটধ্বনিযুক্তা। অনেন সুশারীরমুক্তম্। 'ভারী তু ধ্বনিমাধুর্যরক্তিগাম্ভীর্যমার্দবৈঃ' ইত্যাদিনা সুশারীরস্য গুণা উক্তা রত্নাকরে। অতএবাগ্রে 'লক্ষ্যতে রাগভরিতা' ইতি। বিশুদ্ধা শুদ্ধা নাম গীতিঃ। গ্রামরাগজনিকেত্যর্থঃ। তস্যাঃ স্বরসংযোগঃ। তৎসংবন্ধী স্বরালাপ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং তত্রৈব — 'গীতয়ঃ পঞ্চ শুদ্ধাখ্যা ভিন্না গৌড়া নিবেসরা। সাধারণী বিশুদ্ধা স্যাদবক্রৈর্ললিতৈঃ স্বরৈঃ' ॥ ইতি। জানে তত্রভবতী হংসপদিকা বর্ণপরিচয়ং স্থায্যারোহ্যবরোহ্যাত্মকগানক্রিয়াভ্যাসং করোতি। তথা চ তত্র — গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ। স্থায্যারোহ্যবরোহী চ সংচারী' ইতি। অহিণবেতি। অভিনবেত্যপরবক্ত্রম্। অভিনবমধুলোলুপো ভবাংস্তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্। কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর বিস্মৃতোঽস্যেনাং কথম্ ॥ নূতনপুষ্পরসসতৃষ্ণঃ। নূতনত্বং প্রত্যগ্রত্বেন সময়বিশেষজাতত্বেন চ। অতএব তথা তেন প্রকারেণ। যথা স্বাভিলাষপরিপূর্তির্ভবতীত্যর্থঃ। চূতমঞ্জরীমাম্রমঞ্জরীম্। 'মঞ্জরী বল্লরী স্ত্রিয়াম্' ইত্যমরঃ। পরিতঃ সমন্ততশ্চুম্বিতা কমলং সর্বদানুভূতং ন ত্বপূর্বং চূতমঞ্জর্যাদি। তত্রাপি বসতিমাত্রং ন তু মধ্বাস্বাদস্তেনাপি নির্বৃতঃ সুখিত এনাং চূতমঞ্জরীং কথং বিস্মৃতোঽসি। অতএব মধুকরেতি সাভিপ্রায়ম্। হেত্বনুপ্রাসৌ। অত্র সারূপ্যনিমিত্তয়া প্রশংসয়া রাজ্ঞো দুষ্যন্তস্য শকুন্তলাবিস্মরণস্য প্রস্তুতস্য গম্যত্বাদাক্ষেপনামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'গর্ভবীজসমুদ্ভেদাদাক্ষেপঃ পরিকীর্তিতঃ' ইতি। অথ চানেন তৃতীয়ং পতাকাস্থানমুক্তম্। তল্লক্ষণমুক্তং মাতৃগুপ্তাচার্যৈঃ — 'অর্থোপক্ষেপণং যত্তু গূঢ়ং সবিনয়ং ভবেৎ। শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়ং তন্মতং তথা ॥' ইতি। 'মধুব্রতে মধুকরঃ কামুকেঽপি

প্রকীর্তিতঃ' ইতি বিশ্বঃ। কমলায়া লক্ষ্ম্যা বসতিস্তয়া নির্বৃত ইতি। 'দীর্ঘহ্রস্বে মিথো বৃত্তৌ' ইত্যনেন হ্রস্বত্বম্। অভিনবং যন্মধ্বধরমধু তত্র লোলুপ ইতি সর্বেষাং শ্লিষ্টত্বম্।

সুষমা—[১] শ্লোকে হেতু এবং অনুপ্রাস অলঙ্কার। [২] সাহিত্য-দর্পণ অনুসারে প্রথম প্রকারের পতাকাস্থান। [৩] প্রচ্ছেদক নামক লাস্যাঙ্গ। 'অন্যাসক্তং পতিং মত্বা প্রেমবিচ্ছেদমন্যুনা। বীণাপুরঃসরঃ গানং স্ত্রিয়াঃ প্রচ্ছেদকো মতঃ'। (সা.দর্পণে উদ্ধৃত 'কবিকণ্ঠহার'বাক্য)। দুষ্যন্তের শকুন্তলা-বিস্মরণের গম্যত্বহেতু আক্ষেপ নামক অঙ্গ। [৪] অপরবক্ত্র ছন্দ।

অধ্যাপনা—চতুর্থ অঙ্কের করুণ বিদায় দৃশ্যের পর যখন দর্শক সাধারণ উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন — শকুন্তলার ভাগ্যে কি ঘটে তা দেখার জন্য, তখনই হংসপদিকার 'অহিণবমহুলোলুবো' এই গান রাজার প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে দর্শকদের সন্দিগ্ধ করে তোলে। দুর্বাসার শাপ রাজার চরিত্রকে উজ্জ্বল এবং মহান্ করে তুললেও শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের বীজ যে রাজার চরিত্রেই নিহিত তা এই সঙ্গীতেই ফুটে উঠেছে। হংসপদিকার বৃত্তান্তের নাটকীয় তাৎপর্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথকৃত হংসপদিকার গানের অনুবাদ ঃ 'নবমধুলোভী ওগো মধুকর, / চূতমঞ্জরি চুমি / কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ / কেমনে ভুলিলে তুমি।' / এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরই মন্তব্য উদ্ধৃত করছি — 'রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজন্য যে, তাহার পূর্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ......তাহার জন্য যে প্রেমের, যে সুখের চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে পরবর্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।' (অনুবাদ এবং মন্তব্য দুটিই 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের করা অনুবাদটি মূলানুগ নয়। (বর্তমান সম্পাদকের বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)। মূলে হংসপদিকা নিজেকে চূতমঞ্জরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং' (তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্) — এই অংশের 'তহ' (তথা) অর্থাৎ 'ঐভাবে সহকারমঞ্জরীকে চুম্বন করে' বলার মধ্যেই চূতমঞ্জরীর সঙ্গে হংসপদিকার তুলনা এবং বঞ্চনার বেদনা ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কমলনিবাসের প্রীতি-বিস্মরণের কথা বললেও তাতে বঞ্চনার অভিমান ঠিক প্রকাশিত হয়েছে কিনা বিচার্য। এই প্রসঙ্গে কালিদাস রায়ের করা এই শ্লোকের অনুবাদটি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে — 'চূতমঞ্জরী চুম্বন করি' / সুখে বিরাজিছ কমলে এসে, / নব মধু পানে, কেমনে / মধুকর, তারে ভুলিলে শেষে'। (কাব্যে শকুন্তলা)।

বিদ্যাপতির পদে শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তিতেও পুরুষের 'চঞ্চল' স্বভাবের কথা আছে — "পুরুসক চঞ্চল সহজ সভাব। কএ মধুপান দহও দিস ধাব ॥" — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' তে সঙ্কলিত। (পদ নং — ৮৫ ;পৃঃ ২০৭)। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে মধুকরবৃত্তির অভিযোগ করেছে — "পুরুষ ভ্রমর দুই হো এক

মান। নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥" "পরুস ভমরসম কুসুমে রম / পেঅসি কর এ কি পারে।" ('বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার' এ উদ্ধৃত যথাক্রমে বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ। পৃঃ ১২৪)।

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' গ্রন্থে দুষ্যন্তের চরিত্র সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 'মধুলুব্ধ ভ্রমরের চাঞ্চল্য নিয়ে কালিদাসের দুষ্যন্ত গড়া হয়নি।' — (পৃঃ ২৪২)। দুষ্যন্তের স্বভাবের মধ্যে পাপের বীজ কোনো দিনই ছিল না। অতএব দুষ্যন্তের শকুন্তলা-প্রত্যাখান স্বভাবেরই পরিণতি — এ মন্তব্য যথার্থ নয়।" — (পৃঃ ২৪৭)। ['এ মন্তব্য' ব'লতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে নির্দেশ করা হয়েছে।] হংসপদিকার অনুযোগকে তিনি শুধুমাত্র 'মান-অভিমানের ভাষা' যা 'অনেক সময় সীমা লঙ্ঘন করে' বলে তিনি মনে করেছেন (দ্রঃ পৃঃ ২৪২)।

[৫.২]

◆ রাজা — অহো রাগপরিবাহিণী গীতিঃ।

বিদূষকঃ — কিং দাব গীদীএ অবগও অক্খরত্থো? (কিং তাবৎ গীতেঃ অবগতঃ অক্ষরার্থঃ?)

রাজা — (স্মিতং কৃত্বা) সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ। তস্যা দেবীবসুমতীমন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোঽস্মি। সখে মাধব্য, মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা — নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।

বিদূষকঃ — জং ভবং আণবেদি। (উত্থায়) ভো বঅস্স, গহীদস্স তাএ পরকীএহিং হত্থেহিং সিহণ্ডএ তাড়ীঅমাণস্স অচ্ছরাএ বীদরাঅস্স বিঅ ণত্থি দাণিং মে মোক্খো। (যদ্ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি। ভো বয়স্য, গৃহীতস্য তয়া পরকীয়ৈঃ হস্তৈঃ শিখণ্ডকে তাড্যমানস্য অপ্সরসা বীতরাগস্য ইব নাস্তি ইদানীং মে মোক্ষঃ।)

রাজা — গচ্ছ। নাগরিকবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয়ৈনাম্।

বিদূষকঃ — কা গঈ। (নিষ্ক্রান্তঃ) (কা গতিঃ।)

বিসন্ধি—সকৃৎকৃতপ্রণয়ঃ + অয়ম্। দেবীবসুমতীম্ + অন্তরেণ। মহৎ + উপালম্ভনম্। গতঃ + অস্মি। মদ্ববচনাৎ + উচ্যতম্। নিপুণম্ + উপালব্ধঃ + অস্মি + ইতি। সংজ্ঞাপয় + এনাম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — (আহা), রাগপরিবাহিণী গীতিঃ (গান থেকে যে অনুরাগ ঝরে পড়ছে)। বিদূষকঃ — গীতেঃ অক্ষরার্থঃ তাবৎ (তা গানের অর্থটা) অবগতঃ কিম্ (বুঝলেন কি)? রাজা — [স্মিতং কৃত্বা — অল্প হেসে] সকৃৎকৃতপ্রণয়ঃ অয়ং জনঃ (এই হংসপদিকার সঙ্গে মাত্র একবারের জন্যই প্রণয় হয়েছে, মাত্র একবার এ আমার প্রণয়ের স্বাদ পেয়েছে)। তস্যাঃ (তার কাছ থেকে) দেবী-বসুমতীম্ অন্তরেণ (দেবী বসুমতীকে উপলক্ষ্য করে) মহৎ উপালম্ভনং গতোঽস্মি (আমি নিতান্তই তিরস্কার পেলাম)। সখে মাধব্য (বন্ধু মাধব্য), মদ্বচনাৎ

উচ্যতাং হংসপদিকা (আমার এই কথা হংসপদিকাকে গিয়ে বল যে) নিপুণম্ উপালব্ধঃ অস্মি ইতি (তুমি খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই আমাকে অর্থাৎ দুষ্যন্তকে তিরস্কার করেছে')। বিদূষকঃ — যদ্ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি (তা আপনি যা বলেন)। [উত্থায় — উঠে দাঁড়িয়ে] ভো বয়স্য (বন্ধু)! অপ্সরসা বীতরাগস্য ইব (কোন মুমুক্ষু সন্ন্যাসী যদি অপ্সরার হাতে পড়ে তবে যেমন তার মোক্ষ দুর্লভ হয় তেমনি) তয়া পরকীয়ৈঃ হস্তৈঃ গৃহীতস্য (সেই হংসপদিকা তার সখীদের দিয়ে আমাকে আটকাবে) শিখণ্ডকে তাড্যমানস্য (আর আমার টিকি ধরে উৎপীড়ন করবে); ইদানীং মে মোক্ষঃ নাস্তি (সুতরাং শীগ্‌গির ছাড়া পাব' বলে মনে হয় না)। রাজা — গচ্ছ (যাও)। নাগরিকবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয় এনাম্ (বেশ রসিকের মত করে গিয়ে ঐ কথাগুলি বলে আস')। বিদূষকঃ — কা গতিঃ (কি আর করা)! [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — আহা (কি সুন্দর)! গান থেকে যেন অনুরাগ ঝরে পড়ছে।

বিদূষক — তা গানের অর্থটা ধরতে পারলেন কি?

রাজা — (অল্প হেসে) মাত্র একবার এই হংসপদিকা আমার প্রণয়ের আস্বাদ পেয়েছে। তাই দেবী বসুমতীকে উপলক্ষ্য করে এ আমাকে (আজ) খুবই তিরস্কার করল। বন্ধু মাধব্য, আমার এই কথা হংসপদিকাকে গিয়ে বল যে সে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই আমাকে তিরস্কার করেছে।

বিদূষক — তা আপনি যা বলেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু বন্ধু! কোন' মুমুক্ষু (সংসারে বীতরাগ) সন্ন্যাসী যদি কোন অপ্সরার হাতে পড়ে তবে যেমন তাঁর মোক্ষলাভ দুর্লভ হয়, তেমনি সেই হংসপদিকা তার সখীদের দিয়ে আমাকে আটকে টিকি টেনে উৎপীড়ন করতে থাকবে; সুতরাং খুব শীগ্‌গির ওখান থেকে আমার মুক্তি নেই (বুঝতে পারছি)।

রাজা — যাও। বেশ রসিকের মত ক'রে ঐ কথাগুলি বলে আস।

বিদূষক — কি আর করা! (বেরিয়ে গেলেন)।

রাঘবভট্ট—রঞ্জনং রাগস্তৎপরিবাহিণী। অত এবরঞ্জিকেত্যর্থঃ। অত্র ধাতুসংবদ্ধা ন তু গীতিশব্দবাচ্যা। কিং তাবদ্ গীত্যা অবগতোঽক্ষরার্থঃ। সকৃদেকবারং কৃতঃ প্রণয়ো যাচ্ঞা যেনেদৃশোঽয়ং জনো হংসপদিকালক্ষণঃ। তস্যাঃ সকাশাদ্দেবী-বসুমতীমন্তরেণ বিনা ক্ষণমপি ন তিষ্ঠামীতি মৎসংবন্ধমুপালম্ভমবগতোঽস্মি। ক্বচিৎ তদদ্য দেবীং বসুমতীমন্তরেণোপালম্ভ-মুপাকৃতোঽস্মি' ইতি পাঠঃ সুবোধ এব। যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তি। ভো বয়স্য, গৃহীতস্য তয়া পরকীয়ৈর্হস্তৈঃ শিখণ্ডকে কাকপক্ষকে। কোহল্লার্থে। তাড্যমানস্য, তয়া শিখণ্ডকে গৃহীতস্যেতি যোজ্যম্। অপ্সরসা বীতরাগস্যেব নাস্তীদানীং মে মোক্ষো মোচনং কৈবল্যং চ। অপ্সরসা গৃহীতস্য বীতরাগস্যেতি যোজ্যম্। শ্লেষোপমা। নাগরিকবৃত্ত্যেতি ত্রিপতাকস্য মধ্যমাতর্জনীভ্যাং বক্রাভ্যামধোমুখং কল্পিতাভ্যামিত্যর্থঃ। কা গতিঃ। রাজবচনমনুল্লঙ্ঘ-নীয়মিতি ভাবঃ।

সুষমা—রাঘবভট্ট এবং অন্যান্য অনেকে 'দেবীবসুমতীমন্তরেণ মদুপালম্ভমবগতোঽস্মি' — এই পাঠ গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপনা—সকৃৎকৃতপ্রণয়ঃ — সকৃৎ কৃত প্রণয়ঃ যস্মিন্ সঃ। রাজার স্বমুখে স্বীকারোক্তি। আমরা দেখেছি — দ্বিতীয় অঙ্কের শেষদিকে রাজা যখন বিদূষককে তাঁর প্রতিভূ করে রাজধানীতে পাঠালেন — তখন পাছে বিদূষক অন্তঃপুরে 'তপস্বিকন্যা' সম্বন্ধে কোন বেফাঁস আলোচনা করে বসেন, সেই ভয়ে বলে দিলেন — তপস্বিকন্যার প্রতি অনুরাগ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা একেবারে 'পরিহাসবিজল্পিত' (ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথা)। এখন শকুন্তলা আসছেন দুষ্যন্তের কাছে পত্নী হিসাবে। যদি বিদূষক তখন উপস্থিত থাকেন তবেতো সঙ্গে সঙ্গেই রাজাকে ধরবেন — কেননা রাজার সঙ্গে তার সখার সম্বন্ধ। বলতে কিছুই বাধবে না। নাট্যকার যেভাবে বিষয়বস্তু ছকে রেখেছেন — বিদূষক রাজার সামনে থাকলে তা পণ্ড হয়। সুতরাং সুকৌশলে বিদূষককে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

[৫.৩]

➧ রাজা — (আত্মগতম্) কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা —

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥ ২ ॥

(পর্যাকুলস্তিষ্ঠতি)

বিসন্ধি—গীতম্ + আকর্ণ্য। ...বিরহাৎ + ঋতে + অপি। বলবৎ + উৎকণ্ঠিতঃ + অস্মি। মধুরান্ + চ। সুখিতঃ + অপি। তৎ + চেতসা। নূনম্ + অবোধপূর্বম্। পর্যাকুলঃ + তিষ্ঠতি।

অন্বয়—রম্যাণি বীক্ষ্য, মধুরান্ শব্দান্ নিশম্য চ সুখিতোঽপি জন্তুঃ পর্যুৎসুকো ভবতি ইতি যৎ, তৎ নূনং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি চেতসা অবোধপূর্বং স্মরতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] গীতম্ আকর্ণ্য (এই গান শোনার পর থেকে) ইষ্টজনবিরহাৎ ঋতে অপি (কোন প্রিয়জনের বিরহ না থাকলেও) কিং নু খলু বলবদুৎকণ্ঠিতঃ অস্মি (কেন যেন খুব উৎকণ্ঠাবোধ করছি)। অথবা (অথবা) — রম্যাণি বীক্ষ্য (সুন্দর কোন দৃশ্য দেখে), মধুরান্ শব্দান্ নিশম্য চ (বা মধুর কোন শব্দ বা গান শুনে), সুখিতোঽপি জন্তুঃ (সুখী জীবও, অর্থাৎ সুখী মানুষও) পর্যুৎসুকো ভবতি ইতি যৎ (যে নিতান্ত আকুল হ'য়ে ওঠে), তৎ নূনং (তা নিশ্চয়ই) ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি (মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গাঁথা জন্মান্তরের কোন সৌহার্দ) চেতসা অবোধপূর্বং স্মরতি (সেই লোক মনের অজ্ঞাতেই স্মরণ করে ব'লে হয়ে থাকে)। [পর্যাকুলঃ তিষ্ঠতি — উৎকণ্ঠিতভাবে রইলেন]।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (মনে মনে) এই গান শোনার পর থেকেই, কোন প্রিয়জনের সঙ্গে বিরহ না থাকলেও কেন যেন খুব উৎকণ্ঠা বোধ করিছ। অথবা —

সুন্দর কোন দৃশ্য দেখে বা মধুর কোন শব্দ (সুর অথবা গান) শুনে সুখী মানুষও যে (অনেক সময়) নিতান্ত আকুল হয়ে ওঠে, তা নিশ্চয়ই মনের মধ্যে (সংস্কাররূপে) দৃঢ়ভাবে গাঁথা জন্মান্তরের কোন সৌহার্দ সেই লোক নিজের অজ্ঞাতে স্মরণ করে ব'লে হয়ে থাকে।

(উৎকণ্ঠিত অবস্থায় রইলেন)

রাঘবভট্ট—'গীতমাকর্ণ্য' ইতি পাঠঃ। 'গীতার্থমাকর্ণ্য' ইতি পাঠে গীতং চার্থশ্চেতি গীতার্থমাকর্ণ্য শ্রুত্বা জ্ঞাত্বেতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইষ্টজনবিরহাদৃত ইতি শাপপ্রভাবাদ্বস্তুতস্তস্মাদেব বলবদধিকম্। রম্যাণীতি। রম্যাণি বস্তূনি বীক্ষ্য। বিশেষণেনৈব বিশেষ্যাবগতেস্তদনুপাদানম্। অতএব প্রক্রমভঙ্গঃ। মধুরাঞ্ছ্রুতিসুখদাঞ্ছব্দান্ গীতাদীন্নিশম্য শ্রুত্বা চ সুখিতোঽপি বিরহী ভবত্যেবেত্যপিশব্দার্থঃ। জন্তুঃ প্রাণিমাত্রং পর্যুৎসুকীভবত্যুৎকণ্ঠীভবতি। রম্যাণি বীক্ষ্যেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যোক্তম্। যদ্বা, হৃদি স্ফুরন্তং চূতমঞ্জর্যাদিকমর্থে পুরঃ সাক্ষাদিব কুর্বত ইতীয়মুক্তিঃ। নূনং নিশ্চিতং তদ্ভাবৈর্বাসনাভিঃ স্থিরাণি নিশ্চলানি জন্মসহস্রৈরপি দূরীকর্তুমশক্যানীতি ভাবঃ। জননান্তরসৌহৃদান্যন্যজন্মসৌহার্দান্যবোধপূর্বং বিষয়বিশেষ-জ্ঞানাভাবপূর্বং চেতসা স্মরতি। যতো জননান্তরসৌহৃদমত এব পূর্বমিতি হেতুত্বেনেহ যোজ্যম্। সামান্যতো জন্মান্তরাণামনুরাগং স্মৃত্বা সমুৎসুকত্বং ভবতীত্যর্থঃ। অত্র স্বস্য শকুন্তলাবিষয়ে জন্মান্তরীয়োঽধুনাতন-শাপাচ্ছাদিতোঽনুরাগো গম্যঃ। যতো বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। তেন স্থায়িন্যা রতেরবিচ্ছেদো ধ্বনিতঃ। অত্র নূনমিত্যুৎপ্রেক্ষায়ামিতি কশ্চিৎ। তন্ন। অত্র জন্মান্তরীয়স্মরণং শাস্ত্রসিদ্ধমেব। তস্যাসংভবাৎ সংবন্ধঃ ক্বদিদুৎপ্রেক্ষণীয়ঃ। অত্র সামান্যত উক্তেঃ ক্বচিৎ ফলাভাবান্ন তদুৎপ্রেক্ষা। অথ সময়বিশেষেঽসদুৎপ্রেক্ষ্যত ইতি চেত্তদপি ন। রসোৎপাদকারণস্যোক্তেঃ। তেন কাব্যলিঙ্গমেব। তয়োশ্চ পদার্থবাক্যার্থরূপত্বাৎ সংসৃষ্টিঃ। ননু জননান্তরাণাং নানাবিধানামনন্তানাং সংভবাৎ কথমেতদ্রূপেণ স্মরণং তির্যগ্‌যোন্যাদিনা ব্যবধানাদিতি চেন্ন। পাতঞ্জলশাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাহি — 'ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামভিব্যক্তির্বাসনানাম্'। ইদং সূত্রম্। অস্য ভোজকৃতা বৃত্তিঃ — 'দ্বিবিধা বাসনাঃ স্মৃতিফলা জাত্যায়ুর্ভোগফলাশ্চ। জাত্যায়ুর্ভোগ-ফলা একানেকজন্মভবা ইতি পূর্বমেব কৃততন্নিশ্চয়াঃ। যাস্তু স্মৃতিমাত্র ফলাস্ততঃ কর্মণোঽন্যাদৃক্‌শরীরমারব্ধং দেবমানুষতির্যগাদিভেদং তস্য বিপাকস্য যা অনুগুণা অনুরূপা বাসনাস্তাসামেব তস্মাদভিব্যক্তির্বাসনানাং ভবতি।' অয়মর্থঃ — যেন কর্মণা পূর্বং দেবতাদিশরীরমারব্ধং জাত্যন্তরশতব্যবধানেঽপি পুনস্তথাবিধস্যৈব শরীরস্যারম্ভে তদ্দশায়াং নরকাদিশরীরোপভোগবাসনা ব্যক্তিমায়ান্তি। আসামেব বাসনানাং কার্যকারণভাবানুপপত্তিমাশঙ্ক্য সমর্থয়িতুমাহ — 'জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেক-রূপত্বাৎ' সূত্রম্। ইহ নানাযোনিষু ভ্রমতাং সংসারিণাং কাংচিদ্যোনিমনুভূয় যদা যোন্যন্তর-সহস্রব্যবধানে পুনস্তামেব যোনিং প্রতিপদ্যন্তে, তদা তস্যাং পূর্বানুভূতায়াং যোনৌ তথাবিধশরীরাদিব্যঞ্জকাপেক্ষয়া বাসনাঃ প্রকটীভূতা আসন্, তাস্তথাবিধ-ব্যঞ্জকশরীরাদিলাভে প্রকটীভবন্তি। জাতিদেশকালব্যবধানেঽপি তাসাং স্বানুরূপস্মৃত্যাপি ফলসাধন আনন্তর্যমেব। কুতঃ — স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ। তথাহি। অনুষ্ঠীয়মানাৎ

কর্মণশ্চিত্তসত্ত্বেন বাসনারূপাঃ সংস্কারাঃ সমুৎপদ্যন্তে। স চ স্বর্গনরকাদীনাং ফলানাং চাঙ্কুরীভূতঃ কর্মণাং বা যাগাদীনাং শক্তিরূপতয়াবস্থানং কর্তুর্বা তথাবিধভোগভোক্তৃত্বরূপং সামর্থ্যম্। সংস্কারাৎ স্মৃতিঃ স্মৃতেশ্চ সুখদুঃখোপভোগঃ, তদনুভবাচ্চ পুনরপি সংস্কারস্মৃত্যাদয়ঃ। এবং চ যস্য স্মৃতিসংস্কারাদয়ো ভিন্নাস্তস্যাপ্যানন্তর্যাভাবে দুর্লভঃ কার্যকারণভাবঃ। অস্মাকং তু যদানুভব এব সংস্কারীভবতি সংস্কারশ্চ স্মৃতিরূপতয়া পরিণমতে তদৈকৈকস্যৈব চিত্তস্যানুসংধাতৃত্বেন স্থিতত্বান্ন কার্যকারণভাবো দুর্ঘটঃ। অতএবাত্র শ্লোকে স্মরণস্য চেতঃকর্তৃত্বেঽপি পুনস্তদুপাদানম্। অতশ্চাসাবেব কবিঃ — 'মনো হি জন্মান্তরসংগতিজ্ঞম্' (রঘুবংশে ৭।১৫) ইত্যাহ স্ম। ভবত্বানন্তর্যং কার্যকারণভাবশ্চ বাসনানাম্। যদা তু প্রথমমেবানুভবঃ প্রবর্ততে তদা কিং বাসনানিমিত্ত উত নির্নিমিত্ত ইতি শঙ্কাং ব্যপনেতুমাহ — 'তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ' সূত্রম্। তাসাং বাসনানামনাদিত্বম্। ন বিদ্যত আদির্যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। আসামাদির্নাস্তীত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ — আশিষো নিত্যত্বাৎ। যেয়মাশীর্মহামোহরূপা সদৈব সুখসাধনা মে ভূয়াৎ সা মা কদাচন তৈর্বিয়োগো ভূদিতি যঃ সংকল্পবিশেষো বাসনানাং কারণং তস্য নিত্যত্বাদনাদিত্বমিত্যর্থ ইতি। অবোধপূর্বং স্মরতীতি শব্দশক্তিমূলো বিরোধাভাসো ব্যঙ্গ্যঃ। ম্যাম্যেতি যুৎসুযৎসু ইতি ননননেতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। ঔৎসুক্যলক্ষণং সুধাকরে — কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টবস্তুবিয়োগতঃ। তদ্দর্শনাদ্রম্যবস্তু-দিদৃক্ষাদেশ্চ' ইতি। নন্বত্রৌৎসুক্যলক্ষণস্য ভাবস্য শব্দবাচ্যত্বং দোষ ইতি চেন্ন। অত্র ন তথা বিভাবাদেরৌৎসুক্য-প্রতীতির্যথা পুনরৌৎসুক্যগ্রহণাৎ। এতদভিপ্রায়েণৈব 'ন দোষঃ স্বপদেনোক্তাবপি সংচারিণঃ ক্বচিৎ' ইত্যুক্তম্। ক্বচিৎ 'ভাবস্থিতানি' ইতি পাঠঃ। সোঽপি সাংপ্রদায়িক এব। পর্যাকুল ইতি বিরহিত্বাৎ। সত্যপি শাপে স্থায়িন্যা রতেরবিচ্ছেদার্থমেতাদৃগুক্তিঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা মধ্যে বিচ্ছেদান্মহান্ রসদোষঃ স্যাৎ।

সুষমা—[১] আকর্ণ্য — আ-কর্ণ + ণিচ্ + ল্যপ্। [২] ইষ্টজনবিরহাৎ — ঋতে-যোগে পঞ্চমী। ইষ্টজনস্য বিরহঃ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মাৎ। [৩] রম্যাণি — রম্ + যৎ, দ্বিতীয়া বহুবচন। [৪] বীক্ষ্য — বি-ঈক্ষ + ল্যপ্। [৫] নিশম্য — নি-শম্ + ল্যপ্। 'শমঃ অদর্শনে মিৎ' সূত্রে অদর্শন (এখানে শ্রবণ) অর্থে মিৎ এবং 'মিতাং হ্রস্বঃ' সূত্রে উপধা হ্রস্ব। [৬] পর্যুৎসুকো ভবতি — রাঘবভট্ট এবং আরো অনেকে 'পর্যুৎসুকীভবতি' পাঠ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'সুখিতোঽপি' কথাতেই অপর্যুৎসুকের উল্লেখ আছে। সুতরাং পুনরায় অপর্যুৎসুকঃ পর্য্যুৎসুকঃ সম্পাদ্যমানঃ — এইভাবে চ্বি-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ বাহুল্যমাত্র। [৭] সুখিতঃ — সুখ + ইতচ্। [৮] অবোধপূর্বম্ — বোধঃ পূর্বঃ যথা স্যাৎ তথা বোধপূর্বম্, (কর্মধা), ন বোধপূর্বম্ অবোধপূর্বম্ (নঞ্ তৎ)। [৯] ভাবস্থিরাণি — ভাবৈঃ স্থিরম্ (তৃতীয়া তৎ), তানি। [১০] জননান্তরসৌহৃদানি — অন্যৎ জননম্ জননান্তরম্ (ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাস) তস্য সৌহৃদম্ (ষষ্ঠী তৎ), তানি। সৌহৃদানি — সুষ্ঠু হৃদয়ং যস্য সঃ — সুহৃৎ (বহুব্রী)। 'সুহৃদ্দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ' সূত্রে নিপাত। সুহৃদঃ ভাবঃ ইতি সুহৃৎ + ভাবার্থে অণ্ = সৌহৃদম্, তানি। [১১] এখানে প্রস্তুত বিশেষে সামান্যের উল্লেখে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার।

আবার পূর্বার্দ্ধ উত্তরার্দ্ধের কারণ। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ। কারণের অভাবে কার্যের উল্লেখে বিভাবনা। বিপরীতক্রমে বিশেষোক্তি। তাছাড়া বিরোধাভাসের ব্যঞ্জনা। ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [১২] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচ্য শ্লোকে কালিদাসের জন্মান্তর এবং জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। স্থূল দেহ ত্যাগের পরেও সংস্কার অনুসরণ করে এই মতের উল্লেখ তিনি 'ফলানুমেয়া প্রারম্ভা সংস্কারা প্রাক্তনা ইব' (রঘুবংশ, প্রথম সর্গ) ইত্যাদিতেও করেছেন। ভারতীয়দর্শনে স্থূল-সূক্ষ্ম (লিঙ্গ)-কারণ ভেদে শরীরের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হয়েছে। স্থূল-শরীর পঞ্চভূতে নির্মিত। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি — এই সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট শরীর সূক্ষ্ম শরীর লিঙ্গ শরীর। অজ্ঞানকে বলা হয় কারণ শরীর। মৃত্যু হয় স্থূল শরীরের। সূক্ষ্ম শরীর বা জরা-বার্দ্ধক্য প্রভৃতির কারণে স্থূলদেহের অসারতার পর সেই দেহ থেকে উৎক্রান্ত হয় এবং দেহান্তর গ্রহণ করে পুনরায় আবির্ভূত হয়। ইহ জন্মে অনুভূত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সেই সঙ্গে সংস্কাররূপে পরজন্মে অনুসৃত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবাত্মার এই উৎক্রান্তি বিস্তৃতভাবে আলোচিত আছে। "...তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি, সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রমতি। তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ'। (চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ)। 'পূর্বপ্রজ্ঞা' = 'পূর্বানুভূতবিষয়া প্রজ্ঞা পূর্বপ্রজ্ঞা অতীতকর্মফলানুভববাসনেত্যর্থঃ।' (আলোচ্য অংশের শাঙ্করভাষ্য)। পূর্বজন্মের সংস্কার অনেকের ক্ষেত্রে পরজন্মেও জাগ্রত (যা সাধারণতঃ সকল মানুষে সুপ্ত অবস্থায় থাকে) অবস্থায় থাকে। তাদের জাতিস্মর বলে। জাতিস্মর হওয়ার বহু ঘটনা বর্তমানেও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রাজা দুষ্যন্ত 'সুখী'। তাঁর অ-সুখের কোন দৃশ্যমান কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই পূর্বজন্মের কোন সুপ্ত সংস্কার চেতনার অন্তঃস্থলে আলোড়িত হচ্ছে — এরকম তিনি ভাবছেন।

সুশীল কুমার দে তাঁর 'দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা' কবিতায় এই শ্লোকের ভাব সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন — "চিনিলে না তারে, তাই চলে গেল, — তবু কেন বারে বারে / অজানার ব্যথা নিগূঢ় আঘাত করে মর্মর দ্বারে? / যা' কিছু রম্য যা' কিছুর মধুর / করে কেন আজ হৃদয় বিধুর? / কত জনমের চির-বিস্মৃত পরিচয় বুঝি তারে / বিহ্বল করে ভাব সুনিবিড় বেদনার হাহাকারে।" / — (কালিদাস রায় সম্পাদিত 'মাধুকরী' কবিতা-সংকলন থেকে গৃহীত।)

আলোচ্য শ্লোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শ্রীবিমলকান্তি সমাদ্দার তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব' গ্রন্থে বলেছেন — "সুন্দরী, রম্যদৃশ্যময়ী, গীতময়ী, মধুরশব্দময়ী পৃথিবীর প্রতি তাকাইয়া ব্যাখ্যাতীত অনির্বচনীয় বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে — এই কথাটি এখানে আছে। এই ব্যাখ্যার ফলে দর্শন-শ্রুতিপথে প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্ক জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রসৃত হয় এবং মানবের অন্তরসত্তা পৃথিবীর সহিত এক বিচিত্র একাত্মতা লাভ করে। ...অতএব এই শ্লোকটি দ্বারা কবি গোচর ও অগোচরের মধ্যে, বর্তমান

ও অতীতের মধ্যে, লোক ও লোকান্তরের মধ্যে মানবচিত্তের রহস্যময় অবচেতন দ্বারা সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছেন।" (পৃঃ ১৪-১৫)। এরপর রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার উদ্ধৃতি সহযোগে ('...জাগে মহাব্যাকুলতা / মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা /') তিনি দেখিয়েছেন যে "জন্ম-জন্মান্তরে পৃথিবীর সহিত যে যোগ ছিল, বহু লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ফলে আজ সেই সংযোগ নূতন পরিণতি লাভ করিয়া ছিন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু কবিচিত্তে সেই সম্পর্ক, সেই 'জননান্তরসৌহৃদানি' আজিও কোন কোন দুর্লভ মুহূর্তে সুন্দরী পৃথিবীর দৃশ্যশ্রব্যাদি ঐশ্বর্যের মায়াময় পথে জাগিয়া ওঠে।" (পৃঃ ১৫-১৬) ; 'কড়ি ও কোমল', 'উৎসর্গ', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। এখন প্রাসঙ্গিক অংশগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে।

"ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে / যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি। / সহস্র হারাণো সুখ আছে ও নয়নে, / জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি। / যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ, / অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক, / কত নব জগতের কুসুমকানন, / কত নব আকাশের চাঁদের আলোক। / কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা, / কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ, / সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা / মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ। / তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন / জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।" — 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে 'স্মৃতি'।

"কত কাজ কত খেলা কত মানবের মেলা, / সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ — / তারি মাঝে কুহুস্বরে একতান সকাতর / কোথা হতে লভিছে প্রবেশ। / নিখিল করিছে মগ্ন — জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন / গীতহীন কলরব কত, / পড়িতেছে তারি পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর / পরিস্ফুট পুষ্পটির মতো। / এত কাণ্ড এত গোল বিচিত্র ও কলরোল / সংসারের আবর্তবিভ্রমে — / তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল / কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে। ...নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই / শুনিয়া আকুল কুহুরব — / বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান / দেশ কাল ধরি অভিভব। / অতীতের দুঃখ-সুখ, দূরবাসী প্রিয়মুখ, / শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান, / ওই কুহুমন্ত্রবলে জাগিতেছে দলে দলে, / লভিতেছে নূতন পরান।" — 'কুহুধ্বনি', 'মানসী' কাব্যে।

"তাই আজি কোনো দিন — শরৎ কিরণ / পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-পরে নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে / আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা, / মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা / মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে / জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে, / আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে / অব্যক্ত আহ্বানরবে শত বার করে / সমস্ত ভুবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ / খেলাঘর হতে , মিশ্রিত মর্মরবৎ / শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার / সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ-খেলার / পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহো / মোরে আরবার ; দূর করো সে বিরহ / যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে / হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে / বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি / দূর গোষ্ঠে — মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি, / তরুঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূম্রলেখা / সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা

/ শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে / নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে, / মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী / নির্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি / সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—" —'বসুন্ধরা', 'সোনার তরী' কাব্যে।

'তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে / কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে, / পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি / দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি / ঝরে অশ্রুরাশি। / " — 'চিত্রা' কাব্যে 'উর্বশী'।

[৫.৪]

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী — অহো নু খল্বীদৃশীমবস্থাং প্রতিপন্নোঽস্মি।

আচার ইত্যবহিতেন ময়া গৃহীতা
যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা
প্রস্থানবিক্লবগতেরবলম্বনার্থা ॥ ৩ ॥

ভোঃ, কামং ধর্মকার্যমনতিপাত্যং দেবস্য। তথাপীদানীমেব ধর্মাসনাদুত্থিতায় পুনরুপরোধকারি কণ্বশিষ্যাগমনমস্মৈ নোৎসহে নিবেদয়িতুম্। অথবা অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ। কুতঃ —

ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ ॥ ৪ ॥

যাবন্নিয়োগমনুতিষ্ঠামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এষ দেবঃ —

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা
নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্।
যূথানি সঞ্চার্য্য রবিপ্রতপ্তঃ
শীতং দিবা স্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

(উপগম্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। এতে খলু হিমগিরেরুপত্যকারণ্যবাসিনঃ কাশ্যপ-সন্দেশমাদায় সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ সংপ্রাপ্তাঃ। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্।

বিসন্ধি—খলু + ঈদৃশীম্ + অবস্থাম্। প্রতিপন্নঃ + অস্মি। ইতি + অবহিতেন। বেত্রযষ্টিঃ + অবরোধগৃহেষু। সা + এব। ...গতেঃ + অবলম্বনার্থা। ধর্মকার্যম্ + অনতিপাত্যম্। তথাপি + ইদানীম্ + এব। ধর্মসনাৎ + উত্থিতায়। পুনঃ + উপরোধকারি। কণ্বশিষ্যাগমনম্ + অস্মৈ।

ন + উৎসহে। অবিশ্রমঃ + অয়ম্। সদা + এব + আহিতভূমিভারঃ। ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ + অপি। যাবৎ + নিয়োগম্ + অনুতিষ্ঠামি। পরিক্রম্য + অবলোক্য। স্থানম্ + ইব। হিমগিরেঃ + উপত্যকারণ্যবাসিনঃ। কাশ্যপসন্দেশম্ + আদায়। সস্ত্রীকাঃ + তপস্বিনঃ।

অন্বয়—রাজ্ঞঃ অবরোধগৃহেষু অধিকৃতেন ময়া আচার ইতি যা বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা সা এব বহুতিথে কালে গতে প্রস্থানবিক্লবগতেঃ মম অবলম্বনার্থা জাতা। ৩।

ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব ; গন্ধবহঃ রাত্রিন্দিবং প্রযাতি ; শেষঃ সদৈব আহিতভূমিভারঃ ; ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ অপি এষঃ ধর্মঃ। ৪।

(এষ দেবঃ) স্বাঃ প্রজাঃ ইব প্রজাঃ তন্ত্রয়িত্বা শ্রান্তমনাঃ দ্বিপেন্দ্রঃ দিবা যূথানি সঞ্চার্য্য রবিপ্রতপ্তঃ (সন্) শীতং স্থানম্ ইব বিবিক্তং নিষেবতে। ৫।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী — তারপর কঞ্চুকী প্রবেশ করলেন] কঞ্চুকী — অহো নু খলু (হায়রে)! ঈদৃশীম্ অবস্থাং প্রতিপন্নঃ অস্মি (আমার এই দশা উপস্থিত হয়েছে)। অবরোধগৃহেষু অধিকৃতেন ময়া (যখন আমি অন্তঃপুরের রক্ষায় নিযুক্ত হলাম) আচার ইতি যা বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা (তখন যে বেতের লাঠিটা আমি 'নিয়মরক্ষা' হিসাবে হাতে তুলে নিয়েছিলাম) সা এব (সেই লাঠিটাই) বহুতিথে কালে গতে (বহুকাল বাদে) প্রস্থানবিক্লবগতেঃ মম (আমার চলাফেরার শক্তি কমে যাওয়ায়) অবলম্বনার্থা জাতা (আমার অবলম্বন হয়েছে ; সেই লাঠি ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে)। ভোঃ কামং ধর্মকার্যম্ অনতিপাত্যম্ দেবস্য (তাইতো! রাজকার্য কখনোই রাজা উপেক্ষা করবেন না — এটা মানি)। তথাপি (তবুও) ইদানীম্ এব (এখনই) ধর্মাসনাৎ উত্থিতায় অস্মৈ (বিচারাসন ছেড়ে উঠেছেন যেই রাজা, তাঁকে) পুনঃ উপরোধকারি কণ্বশিষ্যাগমনম্ (আবারও পরিশ্রমের কারণ হবে এমন কণ্বশিষ্যদের আসার খবর) নোৎসহে নিবেদয়িতুম্ (জানাতে ইচ্ছা করছে না)। অথবা (অথবা, কিংবা) অবিশ্রময়োঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ (রাজকার্যে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের কোন বিশ্রামের অবকাশ নেই)। কুতঃ (কেননা), ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব (সূর্য তাঁর রথে একবার অশ্বযোজনা করে অনন্তকাল ধরে চলছেন) ; গন্ধবহঃ রাত্রিন্দিবং প্রযাতি (বাতাস দিনভর-রাতভর বয়ে চলে) ; শেষঃ সদৈব আহিতভূমিভারঃ (অনন্তনাগ সবসময়ই পৃথিবীর ভার বহন করেন) ; ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ অপি (রাজারও যিনি উৎপন্ন দ্রব্যের ছ'ভাগের একভাগ কর হিসাবে পেয়ে থাকেন — তাঁরও) এষ ধর্মঃ (এই ধর্ম অর্থাৎ সর্বদা প্রজাপালন রাজার ধর্ম)। যাবৎ নিয়োগমনুতিষ্ঠামি (যাই আমার কর্তব্য করি)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ - একটু এগিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে] এষ দেবঃ (এই যে মহারাজ) স্বাঃ প্রজা ইব (আপনার সন্তানের মত) প্রজাঃ তন্ত্রয়িত্বা (প্রজাদের পালন করে, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতির সমাধা করে) শ্রান্তমনাঃ (শ্রান্তচিত্তে) দ্বিপেন্দ্রঃ (গজরাজ) দিবা যূথানি সঞ্চার্য্য (দিনের বেলায় অন্য হাতীগুলিকে চরিয়ে) রবিপ্রতপ্তঃ (সূর্যের তাপে দগ্ধ হ'য়ে) শীতং স্থানম্ ইব (যেমন ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম নেয়, তেমনি) বিবিক্তং নিষেবতে (এই রাজাও নির্জনে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন)। [উপগম্য — কাছে গিয়ে] জয়তু জয়তু দেবঃ (মহারাজের জয় হোক্, জয় হোক্)। এতে খলু হিমগিরেঃ

উপত্যকারণ্যবাসিনঃ (হিমালয়ের উপত্যকার অরণ্যে যাঁরা বাস করেন এমন) তপস্বিনঃ (তপস্বীরা) সস্ত্রীকাঃ (সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে) কাশ্যপসন্দেশমাদায় (কাশ্যপের অর্থাৎ কণ্বের সংবাদ নিয়ে) সংপ্রাপ্তাঃ (এসেছেন)। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্ (এটা শুনে আপনি যা আদেশ করেন অর্থাৎ যদি অনুমতি দেন নিয়ে আসি, অন্যথা অপেক্ষা করতে বলি)।

বঙ্গানুবাদ— (তারপর কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী — হায়রে, আমার এখন এই দশা উপস্থিত হয়েছে।

যখন আমি অন্তঃপুরের রক্ষায় (প্রথম) নিযুক্ত হলাম, তখন, যে বেতের লাঠিটা আমি কেবল 'নিয়মরক্ষা' হিসাবে হাতে তুলে নিয়েছিলাম, বহুকাল বাদে, সেই লাঠিটাই আমার চলাফেরায় সামর্থ্য হারিয়ে ফেলার জন্য আজ আমাকে অবলম্বন করতে হচ্ছে (অর্থাৎ লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে।)

রাজকার্য্য রাজার কখনো উপেক্ষা করা উচিত নয় — এটা মানি। কিন্তু তবুও এইমাত্রই যে রাজা বিচারাসন ছেড়ে (একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন) তাঁকে আবার বিশ্রামের ব্যাঘাত-সৃষ্টিকারী কণ্বের শিষ্যদের আসার খবরটা জানাতে ইচ্ছা করছে না। অথবা, যাঁরা রাজকার্য্যে নিযুক্ত তাঁদের বিশ্রামের কোন অবকাশ নেই। কেননা —

সূর্য্য তাঁর রথে একবার অশ্বযোজনা করেই অনন্তকাল ধরে চলেছেন ; বাতাস সারাদিন সারারাত বয়ে চলে ; অনন্তনাগ সবসময়ই পৃথিবীর ভার বহন করেন ; রাজারও ঠিক তেমনিই (অবিরাম কর্ত্তব্যপালন) ধর্ম।

যাই, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করি। (একটু এগিয়ে রাজাকে দেখে) এইতো মহারাজ —

আপন সন্তানের মত প্রজাদের পালন ক'রে (অর্থাৎ প্রজাদের অভাব-অভিযোগের সমাধান করে) শ্রান্তচিত্তে নির্জনে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, — মনে হচ্ছে যেন গজরাজ দিনের বেলায় অন্য হাতীগুলিকে চরিয়ে, রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হয়ে, ঠাণ্ডা জায়গায় একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।

(এগিয়ে গিয়ে) জয় হোক্, মহারাজের জয় হোক্। হিমালয়ের উপত্যকার বনাঞ্চলের কয়েকজন তপস্বী সঙ্গে (দুজন) স্ত্রীলোক নিয়ে কাশ্যপের (কণ্বের) সংবাদ বয়ে এনেছেন। এটা শুনে আপনি যা আদেশ করেন (অর্থাৎ যদি এখনই নিয়ে আসতে অনুমতি দেন তবে প্রবেশ করাই, নাহলে অপেক্ষা করতে বলি — এই ভাব)।

রাঘবভট্ট—তত ইতি। স্বকার্যবশাৎ সূচনামকৃত্বৈব কঞ্চুকিনঃ প্রবেশঃ। কঞ্চুকিলক্ষণং মাতৃগুপ্তাচার্যৈরুক্তম্ — 'যে নিত্যসত্যসংপন্নাঃ কামদোষবিবর্জিতাঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলাঃ কঞ্চুকীয়াস্তু তে স্মৃতাঃ ॥' ইতি। ঈদৃশীমিতি বৃদ্ধাবস্থাম্। আচার ইতি। অবহিতেন সাবধানেন ময়া। শক্তেনাপীত্যর্থঃ। রাজ্ঞোঽবরোধগৃহেষ্বন্তঃপুরেষ্বাচার ইতি রক্ষাধিকারিণা বেত্রযষ্টির্গৃহীতব্যেত্যাচারাদ্যা বেত্রযষ্টির্গৃহীতা বহুতিথে কালে হ্যায়ুর্লক্ষণে গতে। বহুপূগগণসঙ্ঘস্য তিথুক্' ইতি তিথুক্। মম সৈব বেত্রযষ্টিরবলম্বনার্থা শরীরাবলম্বন-

প্রয়োজনা জাতা। 'অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ পরবল্লিঙ্গতা চে'তি সমাসঃ স্ত্রীলিঙ্গতা চ। কীদৃশো মম। প্রস্থানে গমনারম্ভে বিক্লবা গতির্গমনক্রিয়া যস্য। অত্র পূর্বার্ধ উক্তনিমিত্তা বিভাবনা। অশক্তত্বস্য প্রসিদ্ধকারণস্য নিষেধোঽবহিতেনেতি তদ্বিরুদ্ধমুখেনোক্তঃ। নিমিত্তং চাচার ইত্যুক্তম্। উত্তরার্দ্ধে বার্ধকগমনলক্ষণকার্যস্যারম্ভে বেত্রযষ্টেঃ সহায়তোপাদানাৎ সমাহিতম্। 'কার্যারম্ভে সহায়াপ্তিঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। অত্র প্রস্থানগতিশব্দয়োরন্যতরাগ্রহণে বিহ্বলত্বং মনোগতমপি প্রতীয়ত ইত্যুভয়গ্রহণম্। গতিশব্দস্য জ্ঞানার্থত্বাদপি 'বৃদ্ধস্য বিক্লবগতেঃ' ইতি বা পঠনীয়ম্। এবমবরোধনিয়োগকালেন তদপ্যর্থপৌনরুক্ত্যং পরিহরণীয়ম্। ত্যতায়েতি হিতেহীতেতি গৃহীগৃহেতি গতেগত ইতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। ভোঃ, কামমিতি প্রকাশানুমতৌ। অনতিপাত্যমনতিক্রমণীয়ম্, ন বিদ্যতে বিশ্রমো যস্য সোঽবিশ্রমঃ। লোকে ভুবনে তন্ত্রাধিকারঃ প্রধানাধিকারঃ। বিশ্রান্তিরহিত ইত্যর্থঃ। 'লোকস্তু ভুবনে জনে'। 'তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে' ইত্যমরঃ। 'নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ' ইত্যবিশ্রমপদে বৃদ্ধ্যভাবঃ। ভানুরিতি। ভানুঃ সূর্যঃ সকৃদেকবারমেব যুক্তা যোজিতাস্তুরঙ্গা যেন সঃ। যস্য তুরঙ্গযোজনে বিশ্রান্ত্যভাবস্তস্যান্যকার্যেঽবিশ্রান্তিঃ কিমু বক্তব্যেত্যবিশ্রান্তগমনং ধ্বন্যতে। কেচিদ্রাত্রিংদিবং যাতীত্যত্রাপি যোজয়ন্তি। তন্ন সম্যক্। যতঃ প্রতিবস্তূপমায়াং প্রতিবাক্যসামান্যধর্মস্য ভিন্নপদোপাদানত্বমপেক্ষ্যতে তদ্ধীয়েত। কিংচৈতদ্বিশেষণোপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। ভানু রাত্রিংদিবং প্রযাতীত্যেতাবতৈবাভিমতার্থসিদ্ধেঃ প্রক্রমভঙ্গশ্চাপদ্যেত। অগ্রিময়োর্বিশেষণানুপাদানাৎ। গন্ধবহো বায়ুরাবহপ্রবহাদী রাত্রিংদিবং প্রযাতি। 'অচতুর—' ইতি নিপাতনাদ্রাত্রিংদিবমিতি সিদ্ধম্। শেষোঽনন্তঃ সদৈব সর্বদাহিতভূমিভারো ধৃতবসুংধরাভারঃ। অস্তীতি শেষঃ। সামান্যক্রিয়ানির্দেশাদধ্যাহার-দোষাভাবঃ। লট্প্রত্যয়ো নিত্যবৃত্তত্বং দ্যোতয়তি। প্রজাভিরুপার্জিতস্য দ্রব্যস্য যঃ ষষ্ঠোঽংশ স বৃত্তির্বর্তনং যস্য তস্য রাজ্ঞঃ। অপিশব্দঃ সমুচ্চয়ে। এষ ধর্মঃ স্বীকৃতভূমিভারত্বম্। অত্র ভারো রক্ষণরূপঃ সার্বকালিকত্বলক্ষণসমানধর্মস্য সকৃদ্যুক্তপদেন রাত্রিংদিবপদেন সদৈবপদেন চোক্তের্মালাপ্রতিবস্তূপমা। দুষ্যন্তস্যেতি বিশেষে বক্তব্যে সামান্যবচনাদপ্রস্তুতপ্রশংসাপি। শ্রুত্যনুপ্রাসঃ। ইন্দ্রবজ্রা বৃত্তম্। নিয়োগং স্বাধিকারং মুনিনিবেদনলক্ষণম্। প্রজা ইতি। প্রজাঃ স্বাপত্যানীব স্বাঃ প্রজাঃ স্বীয়লোকাংস্তন্ত্রয়িত্বা সংব্যবহার্যাশান্তমনা উদ্বিগ্নমনাঃ সন্বিবিক্তং বিজনং স্থানং নিষেবতে। 'প্রজা স্যাৎ সংততৌ জনে।' 'বিবিক্তৌ পূতবিজনৌ' ইতি চামরঃ। যূথানি সংচার্য চারয়িত্বা। 'চর গতিভক্ষণয়োঃ'। রবিপ্রতপ্তঃ সূর্যতপ্তো দ্বিপেন্দ্রো গজো দিবা শীতং স্থানমিব উপময়োশ্ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসয়োশ্চ সংসৃষ্টিঃ। শ্রুত্যনুপ্রাসঃ। উপেন্দ্রবজ্রাবৃত্তম্। অত্র দিবেতি রাত্র্যাদিসময়ং নিবর্তয়ন্ রবিতাপস্যাধিক্যং দ্যোতয়তি। 'শান্তমনাঃ' ইতি তু চ্ছেদে রবিতপ্ত ইত্যুপমানেন সহ বিরোধঃ স্যাৎ। 'এতে ক্লান্তমনস' ইতি বক্ষ্যমাণেন রাজবচনেন বিরোধাপত্তিশ্চ। হিমগিরের্হিমাচলস্য। ক্বচিৎ। 'হিমবতো গিরেঃ' ইতি পাঠঃ। তত্র হিমং বিদ্যতে যস্মিন্নিতি যৌগিকত্বমঙ্গীকৃত্য তেন চ তন্নিবাসিনাং দুষ্করতপশ্চরণং তেন গৌরবাতিশয়ো দ্যোত্যত ইতি পরিহর্তব্যমর্থপৌনরুক্ত্যম্। উপত্যকারণ্যং পর্বতাসন্নভূমিবনং তদ্বাসিনঃ। 'উপত্যকাদ্রেরাসন্না ভূমিঃ' ইত্যমরঃ।

সুষমা—[১] কঞ্চুকী — কঞ্চুকঃ বস্ত্রমস্য অস্তি অতিশয়েন ইতি কঞ্চুক + ইনি (অতিশয়ার্থে)। সম্ভবতঃ খুব ঢিলে পোষাক পরে এঁরা থাকতেন — তাই এই নাম। অন্তঃপুররক্ষায় এঁদের নিযুক্ত করা হ'ত। 'অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ। সর্বকার্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে। জরাবৈক্লব্যযুক্তেন বিশেদ্ গাত্রেণ কঞ্চুকী ॥' (নাট্যশাস্ত্র)। নাট্যশাস্ত্রে কঞ্চুকীর লক্ষণে 'বৃদ্ধ' এবং 'জরাবৈক্লব্যযুক্ত' এই পদদুটি আছে। কঞ্চুকী হলেই বৃদ্ধ হ'তে হবে — এরকম অর্থ যদি করা হয় তবে — "যখন আমি অন্তঃপুরের রক্ষায় (প্রথম) নিযুক্ত হ'লাম তখন যে বেতের লাঠিটা আমি কেবল 'নিয়মরক্ষা' হিসাবে হাতে তুলে নিয়েছিলাম' (অর্থাৎ লাঠি ভর দিয়ে তখন চলতে হ'ত না, অর্থাৎ কঞ্চুকী তখন বৃদ্ধ ছিলেন না) — এই অংশের অর্থসঙ্গতি কিভাবে হয় তা বিচার্য। 'বৃদ্ধ' পদের দ্বারা অনতিবৃদ্ধ বা প্রৌঢ় এরকম অর্থ ধরলেও অর্থসঙ্গতি হয় না। কেননা 'বহুতিথে গতে' ('অনেককাল কাটার পর') এই অংশের সঙ্গে বিরোধ হয়। সুতরাং যুবা কঞ্চুকীও ছিল — এরকম ধারণা করা যেতে পারে। রাঘবভট্ট-উদ্ধৃত মাতৃগুপ্তের কঞ্চুকীলক্ষণে অবশ্য 'বৃদ্ধ' পদের উল্লেখ নেই। তবে 'কামদোষবিবর্জিত', 'জ্ঞানবিজ্ঞানকুশল' ইত্যাদি গুণের যে বিবরণ আছে তাতেও অন্ততঃ প্রৌঢ় বয়সের লোকেরই ধারণা হয়। প্রসঙ্গতঃ, সাহিত্য-দর্পণে 'বৃদ্ধ' পদ নেই। আবার 'বৃদ্ধঃ কুলোদ্গতঃ শক্তঃ' ইত্যাদি বরাহমিহিরের লক্ষণে (গজেন্দ্রগদ্করের সংস্করণে উদ্ধৃত — পৃঃ ৫৪২) বার্দ্ধক্যের কথা আছে। মাতৃগুপ্তাচার্যের লক্ষণ 'অর্থদ্যোতনিকা'য় দ্রষ্টব্য। [২] প্রস্থানবিক্লবগতেঃ — প্রস্থানে বিক্লবা গতিঃ যস্য (বহুব্রী) তস্য। [৩] অবলম্বনার্থা — অবলম্বনায় ইয়ম্ = অবলম্বনার্থা। 'অর্থেন নিত্যসমাসঃ বিশেষ্যলিঙ্গতা চ বক্তব্যা—' চতুর্থী তৎপুরুষ। [৪] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। একই বেত্রযষ্টির অনেক স্থলে প্রয়োগে বিশেষ অলঙ্কার। বার্দ্ধক্যে বেত্রযষ্টির সহায়তার বর্ণনে সমাধি। তাছাড়া উক্তনিমিত্ত বিভাবনা, ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৫] বসন্ততিলক ছন্দ। [৬] অনতিপাত্যম্ — অতি-পত্ + ণিচ্ + যৎ কর্মণি = অতিপাত্যম্। ন অতিপাত্যম্ অনতিপাত্যম্ (নঞ্ তৎ)। [৭] দেবস্য — 'কৃত্যনাং কর্তরি বা' ইতি ষষ্ঠী। [৮] ধর্মাসনাৎ — ধর্মাসন = বিচারাসন। কার্যাসন, ব্যবহারাসন প্রভৃতি এর সমার্থক। [৯] অবিশ্রমঃ — বি-শ্রম্ + ঘঞ্ = বিশ্রমঃ। 'নোদাত্তোপদেশস্য—' ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধিনিষেধ। অবিদ্যমানঃ বিশ্রমঃ যস্মিন্ (বহুব্রী) সঃ। [১০] লোকতন্ত্রাধিকারঃ — লোকতন্ত্রস্য অধিকারঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [১১] সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গঃ — সকৃৎ যুক্তাঃ তুরঙ্গাঃ যস্য (বহুব্রী) সঃ। [১২] রাত্রিন্দিবম্ — রাত্রৌ চ দিবা চ তয়োঃ সমাহারঃ (দ্বন্দ্ব)। 'অচতুর-বিচতুর—' ইত্যাদিসূত্রে নিপাতনে সিদ্ধ। [১৩] গন্ধবহঃ — বায়ু। বহতি ইতি বহ্ + অচ্ (পচাদিত্বাৎ) — বহঃ। গন্ধস্য বহঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [১৪] আহিতভূমিভারঃ — ভূমেঃ ভারঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; আহিতঃ ভূমিভারঃ যেন (বহুব্রী) সঃ। [১৫] ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ — ষষ্ঠাংশ বৃত্তিঃ যস্য (বহুব্রী) তস্য। রাজা ষষ্ঠাংশবৃত্তি কেন — সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় অঙ্কে (২.১৪) দ্রষ্টব্য। [১৬] এখানে 'অবিশ্রম' রূপ একই সামান্যধর্মের বিভিন্ন শব্দে পৃথক নির্দেশে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। আবার দুষ্যন্তের 'অবিশ্রম' এই বিশেষের বক্তব্যে সামান্যভাবে নির্দেশে অপ্রস্তুতপ্রশংসা। শ্রুত্যনুপ্রাস। [১৭] ইন্দ্রবজ্রা

ছন্দ। [১৮] প্রজাঃ — প্র-জন্ + ড + টাপ্। [১৯] তন্ত্রয়িত্বা — তন্ত্র + ণিচ্ + ক্ত্বা। [২০] শ্রান্তমনাঃ — শ্রান্তং মনঃ যস্য (বহুব্রী) সঃ। [২১] বিবিক্তম্ — বি-বিচ্ + ক্ত। [২২] সঞ্চার্য্য — সম্-চর্ + ণিচ্ + ল্যপ্। [২৩] রবিপ্রতপ্তঃ — রবিণা প্রতপ্তঃ (তৃতীয়া তৎ)। [২৪] দ্বিপেন্দ্রঃ — দ্বিপানাম্ ইন্দ্রঃ (ষষ্ঠীতৎ)। দ্বিপ = হস্তী। দ্বাভ্যাং শুণ্ডমুণ্ডাভ্যাং পিবতীতি দ্বিপঃ। [২৫] প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব — এখানে উপমা অলঙ্কার। প্রজাঃ (সন্তান), প্রজাঃ (প্রজাসাধারণ) — যমক অলঙ্কার। ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [২৬] উপজাতি ছন্দ।

অধ্যাপনা—'অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ' — রাজা প্রকৃতিরঞ্জন। প্রজা-সাধারণের মঙ্গলে তিনি সদানিযুক্ত। রাজার জীবনধারণ আর কর্তব্যপালন — একই কথা। "রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানং যজ্ঞঃ কার্যানুশাসনম্। দক্ষিণা বৃত্তিসাম্যং তু দীক্ষা তস্যাভিষেচনম্ ॥" "প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং হি হিতে হিতম্। নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং হি প্রিয়ং হিতম্ ॥" (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ; বিনয়াধিকার — ঊনবিংশ অধ্যায়)। অশোকের শিলালেখে এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রেও অনুরূপ নির্দেশ আছে। শয়নকক্ষে, স্নানঘরে, যানে, প্রমোদ-উদ্যানে, এমন কী খাবার সময়েও প্রজারা এলে যেন সম্রাট অশোককে তখনই জানানো হয় — এই নির্দেশ ছিল।

[৫.৫]

রাজা — (সাদরম্) কিং কাশ্যপসন্দেশহারিণঃ।

কঞ্চুকী — অথ কিম্।

রাজা — তেন হি মদ্বচনাদ্বিজ্ঞাপ্যতামুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ — অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপ্যত্র তপস্বিদর্শনোচিতে প্রদেশে স্থিতঃ প্রতিপালয়ামি।

কঞ্চুকী — যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা — (উত্থায়) বেত্রবতি, অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

প্রতীহারী — ইদো ইদো, দেবো। (ইতঃ ইতঃ দেবঃ।)

রাজা — (পরিক্রামতি। অধিকারখেদং নিরূপ্য) সর্বঃ প্রার্থিতমর্থমধিগম্য সুখী সংপদ্যতে জন্তুঃ। রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখান্তরৈব।

ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়য়তি প্রতিষ্ঠা
ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতি শ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥ ৬ ॥

বিসন্ধি—মদ্বচনাৎ + বিজ্ঞাপ্যতাম্ + উপাধ্যায়ঃ। অমূন্ + আশ্রমবাসিনঃ। স্বয়ম্ + এব। প্রবেশয়িতুম্ + অর্হতি + ইতি। অহম্ + অপি + অত্র। যৎ + আজ্ঞাপয়তি। ...মার্গম্ +

আদেশয়। প্রার্থিতম্ + অর্থম্ + অধিগম্য। দুঃখান্তরা + এব। ঔৎসুক্যমাত্রম্ + অবসায়য়তি। বৃত্তিঃ + এব। ন + অতি। ...দণ্ডম্ + ইব + আতপত্রম্।

অন্বয়—প্রতিষ্ঠা ঔৎসুক্যমাত্রম্ অবসায়য়তি। লব্ধপরিপালনবৃত্তিঃ ক্লিশ্নাতি এব। রাজ্যম্ আতপত্রম্ ইব স্বহস্তধৃতদণ্ডম্ শ্রমাপনয়নায় ন অতি যথা শ্রমায়।

বাংলা প্রতিশব্দ— রাজা — [সাদরম্ — সাগ্রহে] কিং কাশ্যপসন্দেশহারিণঃ (কি! কাশ্যপের সংবাদ নিয়ে তপস্বীরা এসেছেন)? কঞ্চুকী — অথ কিম্ (আজ্ঞে, হাঁ)। রাজা তেন হি (তাহলে) মদ্বচনাৎ উপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ বিজ্ঞাপ্যতাম্ (আমার কথায় উপাধ্যায় সোমরাতকে বল) — অমূন্ আশ্রমবাসিনঃ (ঐ আশ্রমবাসী তপস্বীদের) শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য (বৈদিক মতে অভ্যর্থনা করে) স্বয়মেব প্রবেশয়িতুম্ অর্হতি ইতি (নিজেই যেন নিয়ে আসেন)। অহম্ অপি (আমিও) অত্র (এখানে) তপস্বি-দর্শনোচিতে প্রদেশে (তপস্বীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়) স্থিতঃ (গিয়ে) প্রতিপালয়ামি (অপেক্ষা করি)। কঞ্চুকী — যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ (তা মহারাজ যা আদেশ করেন)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন] রাজা — [উত্থায় — উঠে] বেত্রবতি, অগ্নিশরণমার্গম্ আদেশয় (বেত্রবতী, অগ্নিগৃহের পথ দেখাও)। প্রতিহারী — ইতঃ ইতঃ দেবঃ (মহারাজ, এইদিকে এইদিকে)। [পরিক্রামতি — একটু এগিয়ে গেলেন ; অধিকারখেদং নিরূপ্য — রাজকর্তব্য পালনের পরিশ্রমের অভিনয় করে] সর্বঃ জন্তুঃ (সব প্রাণীরাই) প্রার্থিতম্ অর্থম্ অধিগম্য (প্রার্থিত জিনিষ পেয়ে) সুখী সম্পদ্যতে (সুখী হয়)। রাজ্ঞাং তু (রাজাদের কিন্তু) চরিতার্থতা (সার্থকতা লাভ) দুঃখান্তরৈব (শুধু দুঃখেরই কারণ হয়)। প্রতিষ্ঠা (কোন অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি) ঔৎসুক্যমাত্রম্ অবসায়য়তি (কেবলমাত্র ঔৎসুক্য নিরসন করে)। লব্ধপরিপালনবৃত্তিঃ ক্লিশ্নাতি এব (কিন্তু এই লব্ধ বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণে কষ্টই হয়)। রাজ্যম্ (এই রাজ্যও, রাজ্যভোগও) আতপত্রম্ ইব (ছাতার মতো) স্বহস্তধৃতদণ্ডম্ (নিজের হাতে ছত্রদণ্ড বহন করতে হলে) শ্রমাপনয়নায় ন অতি (পরিশ্রম ততটা দূর করে না) যথা শ্রমায় (যতটা পরিশ্রম দেয়)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (সাগ্রহে) কি! কাশ্যপের সংবাদ নিয়ে তপস্বীরা এসেছেন?

কঞ্চুকী — আজ্ঞে তাই।

রাজা — তাহলে আমার নাম করে উপাধ্যায় সোমরাতকে বল যে ঐ আশ্রমবাসী তপস্বীদের বৈদিক বিধান অনুসারে অভ্যর্থনা ক'রে নিজেই যেন নিয়ে আসেন। আমিও এখানে তপস্বীদের সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করি।

কঞ্চুকী— তা মহারাজ যা আদেশ করেন। (বেরিয়ে গেলেন)।

রাজা — (উঠে দাঁড়িয়ে) বেত্রবতী, অগ্নিগৃহের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

প্রতীহারী — মহারাজ! এইদিকে।

রাজা — (একটু এগিয়ে গেলেন। রাজকর্তব্য-পালনের পরিশ্রম অভিনয় ক'রে) — সব প্রাণীরাই প্রার্থিত জিনিষ পেয়ে সুখী হয়। রাজাদের সার্থকতালাভ কিন্তু দুঃখেরই কারণ হয়।

কোন প্রার্থিত জিনিষ লাভ হ'লে কেবল ঔৎসুক্যের অবসান হয় মাত্র (পাবার পরে আর আনন্দ থাকে না)। উপরন্তু পাওয়া জিনিষের রক্ষণাবেক্ষণে কষ্টই হয়। রাজ্যভোগও, ছাতা যেমন নিজের হাতে বইলে যত না পরিশ্রম দূর করে, তার চাইতে বেশী পরিশ্রম করায়, তেমনি (যত না আরাম দেয় — তার চাইতে বেশী কষ্ট দেয়)।

রাঘবভট্ট— সোমরাত ইত্যুপাধ্যায়নাম। শ্রৌতেন বেদোক্তেন। সংকৃত্য পূজয়িত্বা স্বয়মেবেত্যনেন গৌরবাতিশয়ো দ্যোত্যতে। বেত্রবতীতি প্রতীহারীনাম। দ্বারদেশ-স্থিতায়াস্তস্যা রাজ্ঞোঽপি তত্রৈব সংনিধানাদপ্রবেশঃ। প্রতীহারীলক্ষণং মাতৃগুপ্তা-চার্যৈরুক্তম্— সন্ধিবিগ্রহসংবদ্ধং নানাকার্যসমুত্থিতম্। নিবেদয়ন্তি যাঃ কার্যং প্রতীহার্যস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥' ইতি। অগ্নিশরণমগ্নিগৃহম্। 'শরণং গৃহরক্ষিত্রোঃ' ইত্যমরঃ। ইত ইতো দেবঃ। দুঃখান্তরৈব দুঃখাবধিকৈব। 'দুঃখোত্তরা' ইতি পাঠে দুঃখাধিকেত্যর্থঃ। উৎসুক্যেতি। প্রতিষ্ঠা সর্বোৎকৃষ্টং গৌরবম্। 'প্রতিষ্ঠা স্থানমাত্রকে। গৌরবে' ইতি বিশ্বঃ। সা কর্ত্রী। এনমিত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাদস্যেতি বিপরিণত্যতে। অস্য রাজ্ঞ ঔৎসুক্যমাত্রং যাবদ্বিষয়জন্যামুকণ্ঠামবসায়য়তি সমাপ্তিং নয়তি। অন্যজনস্যতু যৎকিঞ্চিদ্বিষয়িণী সমুৎপন্নোৎকণ্ঠা তথৈব তিষ্ঠতি তত্তদ্বিষয়ালাভাৎ। রাজ্ঞস্তু ফললাভাদুৎকণ্ঠাপরিপূর্তিঃ। এতাবদাভিমানিকং সুখমিতি ভাবঃ। লব্ধস্য প্রাপ্তস্য ফলস্য যৎপরিতঃ সর্বতোভাবেন পালনং রক্ষণং তত্র সা বৃত্তির্বর্তনা কদাচিৎ সর্বরাত্রিজাগরণং তত্রৈব কদাচিদচ্ছিন্নধারাবৃষ্ট্যনুভব ইত্যাদিকমেনং রাজানং ক্লিশ্নাতি। অতঃ কারণাদ্রাজ্যম্। কর্তৃ। ন অত্যন্তং যঃ শ্রমস্তদপনয়নায়েতি ন অপি ত্বতিশ্রমাপনয়নায়ৈব সুখদত্বাৎ। তথা ন শ্রমায়েতি চ ন। অপি তু শ্রমায়ৈব ক্লেশদত্বাৎ। কিমিব। স্বহস্তে ধৃতো দণ্ডো যস্য তদাতপত্রং ছত্রমিবেতি। অত্র রাজ্যং পক্ষঃ। শ্রমাপনয়শ্রমৌ সাধ্যৌ। পূর্বার্ধং হেতুঃ। চতুর্থচরণো দৃষ্টান্ত ইত্যনুমানালংকারঃ। উপমানানুমানয়োরঙ্গাঙ্গিভাবঃ সংকরঃ। যচ্ছ্রমাপনয়নায় তচ্ছ্রমায়েতি বিরোধাভাসঃ। যথাসংখ্যমপি। অথ চ সংবন্ধেঽসংবন্ধরূপাঽ-সংবন্ধে সংবন্ধরূপা দ্বয্যতিশয়োক্তিরপি। শ্রমাশ্রমেতি নয়নায়েতি য়নায়নেতি বা ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। শ্রুত্যনুপ্রাসোঽপি। একান্তসুখায়তনত্বভ্রমেণ রাজ্য আসক্ততয়া ন ভবিতব্যমিত্যুপদেশো ব্যজ্যতে।

সুষমা—[১] মদ্বচনাৎ — মদ্বচনম্ অবলম্ব্য ইতি ল্যব্লোপে কর্মণি পঞ্চমী। [২] উপাধ্যায়ঃ — "একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥" যিনি বেতনের বিনিময়ে অধ্যাপনা করেন তিনি উপাধ্যায়। [৩] প্রবেশয়িতুম্ — প্র-বিশ্ + ণিচ্ + তুমুন্। [৪] চরিতার্থতা — চরিতঃ অর্থঃ যেন সঃ চরিতার্থঃ (বহুব্রী)। তস্য ভাবঃ। [৫] দুঃখান্তরৈব — অর্থ — দুঃখাবধিকৈব। পাঠান্তর — দুঃখোত্তরৈব। [৬] ঔৎসুক্যমাত্রম্ — উৎসুক + ষ্যঞ = ঔৎসুক্য। ঔৎসুক্যমেব ইতি ঔৎসুক্যমাত্রম্ (নিত্যসমাস — ময়ূরব্যংসকাদি)। [৭] অবসায়য়তি — অব-সো + ণিচ্ + লট্ প্রথম পুরু, একবচন। পাঠান্তর অবসাদয়তি। [৮] প্রতিষ্ঠা — প্রতি-স্থা + অঙ্ (ভাবে)। [৯] লব্ধপরিপালনবৃত্তিঃ — পরিপালনস্য বৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; লব্ধস্য পরিপালনবৃত্তিঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [১০] নাতি শ্রমাপনয়নায় — অতি-শব্দ

প্রশংসার্থক। ন অতি = প্রশংসনীয় নয় — এই অর্থ। রাঘবভট্ট এক্ষেত্রে সমাস (অতিশ্রমাপনয়নায়) স্বীকার করেছেন। অত্যন্তং যঃ শ্রমঃ তদপনয়নায়। তাদর্থ্যে চতুর্থী। [১১] শ্রমায় — তাদর্থ্যে চতুর্থী। অথবা কৢপি সম্পদ্যমানে চতুর্থী। [১২] স্বহস্তধৃতদণ্ডম্ — স্বহস্তেন ধৃতঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ) ; স্বহস্তধৃতঃ দণ্ডঃ যস্য তৎ তথাভূতম্ (বহুব্রীহি)। 'দণ্ড' শব্দের রাজপক্ষে ন্যায়দণ্ড এবং ছত্রপক্ষে ছত্রদণ্ড অর্থ। [১৩] আতপত্রম্ — আতপাৎ ত্রায়তে ইতি আতপ + ত্রা + ক। 'সুপি স্থঃ' সূত্রের যোগবিয়োগের দ্বারা 'সুপি' এই অংশের সাহায্যে 'ক' প্রত্যয়। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' — সূত্রের দ্বারা নয়। কেননা সেক্ষেত্রে আতপ পদটির কর্মত্ব থাকা প্রয়োজন। [১৪] উপমা অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ, শ্লেষ, শ্রুতিচ্ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১৫] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রতীহারী — দ্বাররক্ষক। প্রতিহ্রিয়তে প্রতিনিবর্ত্যতে জনঃ অনেন ইতি প্রতীহারঃ। 'উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্' এই নিয়মে 'প্রতি' উপসর্গের 'ই'র ঈ (পক্ষে)। তারপর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। প্রতীহারীর কাজ — 'সন্ধিবিগ্রহসম্বন্ধং নানাকার্যসমুত্থিতম্। নিবেদয়ন্তি যাঃ কার্যং প্রতিহার্যস্তু তাঃ স্মৃতাঃ"। প্রতীহারী অধম পাত্র। 'রাজা স্বামীতি দেবেতি ভৃত্যৈর্ভট্টেতি চাধমৈঃ' (সা. দ., ষষ্ঠ অধ্যায়) এই নিয়মে রাজাকে প্রতীহারীর 'ভট্টা' সম্বোধন করা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে 'দেবো' (দেব) সম্বোধন। এই নাটকে একটিমাত্র জায়গায় কেবল প্রতীহারীর মুখে 'ভট্টা'র প্রয়োগ আছে। রামেন্দ্রমোহন বসু লিপিকরের অনবধানতা এক্ষেত্রে কারণ হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন। (দ্রঃ পৃঃ ৪২৮-৪২৯)।

[৫.৬]

(নেপথ্যে)

বৈতালিকৌ — বিজয়তাং দেবঃ।

প্রথমঃ —

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ ৭ ॥

বিসন্ধি—প্রতিদিনম্ + অথবা। বৃত্তিঃ + এবংবিধা + এব। পাদপঃ + তীব্রম্ + উষ্ণম্।

অন্বয়—স্বসুখনিরভিলাষঃ প্রতিদিনং লোকহেতোঃ খিদ্যসে ; অথবা তে বৃত্তিঃ এবংবিধৈব। পাদপঃ মূর্ধ্না তীব্রম্ উষ্ণম্ অনুভবতি, ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ পরিতাপং শময়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে — অন্তরালে] বৈতালিকৌ (দুই বৈতালিক) — বিজয়তাং দেবঃ (মহারাজের জয় হোক্)। প্রথমঃ (প্রথম বৈতালিক) — স্বসুখনিরভিলাষঃ (নিজের সুখভোগে নিঃস্পৃহ হ'য়ে) প্রতিদিনম্ (প্রতিদিনই) লোকহেতোঃ খিদ্যসে (প্রজাদের জন্য

নিজে কষ্ট স্বীকার করছেন) ; অথবা তে বৃত্তিঃ এবংবিধা এব (অথবা আপনার কাজের ধারাই এরকম)। পাদপঃ (গাছ) মূর্ধ্না তীব্রম্ উষ্ণম্ অনুভবতি (নিজের মাথায় প্রচণ্ড সূর্যের তাপ সহ্য করে), ছায়য়া সংশ্রিতানাং (কিন্তু তার ছায়ায় যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের) পরিত: : শময়তি (তাপ নিবারণ করে)।

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

দুই বৈতালিক — মহারাজের জয় হোক্।

প্রথম বৈতালিক — নিজের সুখভোগে নিঃস্পৃহ থেকে প্রতিদিনই প্রজাসাধারণের জন্য আপনি কষ্ট স্বীকার কর'ছেন। অথবা আপনাদের কাজের ধারাই এরকম। গাছ নিজের মাথায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে কিন্তু তার ছায়ায় যারা আশ্রয় নেয় তাদের তাপ নিবারণ করে থাকে।

রাঘবভট্ট— অধিকারখেদং নিরূপ্যেত্যাদিনা যঃ খেদো নিবদ্ধঃ স নিরুপধিপরোপকার-প্রবৃত্তানাং ভবদাদীনামেতৎস্বভাবান্নায়ং খেদ ইতি বৈতালিকবচসা স্তৌতি — স্বসুখেতি। নৈকাহং ন পঞ্চষাহমপি তু প্রতিদিনং প্রত্যহম্। নিরন্তরমিত্যর্থঃ। ত্বং লোকহেতোর্লোককারণাৎ। লোকনিমিত্তমিতি যাবৎ। 'হেতুর্না কারণং বীজম্' ইত্যমরঃ। খিদ্যসে পরিতপ্যসে। তত্রার্থং হেতুমাহ — স্বস্মিন্যৎসুখং তত্র নিরভিলাষো নির্গতবাঞ্ছঃ। প্রাসঙ্গিকসুখায়াপি ন প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। অত্র খিদ্যস ইতি 'খিদ পরিতাপে' অস্য তৌদাদিকস্য কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ। তথা চ বামনঃ — 'কর্মকর্তরীত্যনুবর্তমানে' খিদ্যস ইতি খিদ্যত ইতি চ প্রয়োগঃ দৃশ্যতে। সোঽপি কর্মকর্তর্যেব দ্রষ্টব্যো ন কর্তরি। অদৈবাদিকত্বাৎ খিদেঃ' ইতি। দুর্গসিংহস্তু 'খিদ দৈন্যে' ইত্যস্য দৈবাদিকত্বং মন্যতে। তথা চ ক্ষীরতরঙ্গিণ্যাম্ — 'পদগতাবেতদনন্তরমত্রৈব খিদ দৈন্য ইতি দুর্গঃ' ইতি; অতএব মল্লভট্টেনাখ্যাতচন্দ্রিকায়ামুক্তম্ — 'তাম্যতি শ্রাম্যতি গ্লানৌ খিন্তে খিন্দতি খিদ্যতে' ইতি। অথবেতি পূর্বাক্ষেপে। এবংবিধৈব তে বৃত্তির্বর্তনম্। হি যস্মাৎ পাদপো বৃক্ষঃ। পাদাংশ্চরণান্ পাতি রক্ষতীতি চ। অতএব ন বৃক্ষাদিপদোপাদানম্। মূর্ধ্নাগ্রভাগেনাথবোত্তমাঙ্গেন। তীব্রমুষ্ণং মধ্যাহ্নসংভবমনুভবতি। সংশ্রিতানামধ উপবিষ্টানামথ চাশ্রিতানাং ছায়য়াতপাভাবেন পালনেন চ পরিতস্তাপমৌষ্ণং তাপখেদং চ শময়তীতি। ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। 'ছায়া স্যাদাতপাভাবে প্রতিবিম্বার্কযোষিতোঃ। পালনোৎকোচয়োঃ' ইত্যাদি বিশ্বঃ। তাপোঽভিতাপে দবথৌ খেদে চ' ইত্যজয়ঃ। কাব্যলিঙ্গাক্ষেপদৃষ্টান্তঃ। বৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসৌ। মালিনী বৃত্তম্।

সুষমা—সুষমা—[১] বৈতালিকৌ — বিবিধাস্তালাঃ বিতালাঃ। বিতালগানং শিল্পমস্য ইতি বিতাল + ঠক্ = বৈতালিকঃ। "বৈতালিকা বন্দিনশ্চ নান্দীমঙ্গলপাঠকাঃ ॥ সূতাশ্চ মাগধাশ্চৈব সদস্যাঃ স্যুঃ কদাচন। তত্তৎপ্রহরকযোগ্যৈ রাগৈস্তৎকালবাচিভিঃ শ্লোকৈঃ। সরভসমেব বিতালং গায়ন্ বৈতালিকো ভবতি ॥" (ভাবপ্রকাশ, দশম অধিকার)। 'অমরকোষে' অবশ্য 'বৈতালিকো বোধকরাঃ' অর্থাৎ স্তুতিবাদের দ্বারা রাজার নিদ্রাভঙ্গকারী — এইরকম বলা হয়েছে। [২]

বিজয়তাম্ — 'বি-পরাভ্যাং জেঃ' সূত্রে আত্মনেপদ। [৩] স্বসুখনিরভিলাষঃ — স্বস্য সুখম্ (ষষ্ঠী তৎ), অভিলাষাৎ নিষ্ক্রান্তঃ (৫মী তৎ) ; সূত্র — "নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে"। তস্মিন্ নিরভিলাষঃ (সপ্তমী তৎ)। [৪] খিদ্যসে — খিদ্ (দিবাদি) + লট্ মধ্যমপুরুষ একবচন (কর্তরি)। বামন অবশ্য কর্মকর্তৃবাচ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দিবাদিগণে 'খিদ্' ধাতুর পাঠ থাকায় কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ সমীচীন। [৫] লোকহেতোঃ — হেতৌ পঞ্চমী। [৬] ব্যবহারসমারোপে সমাসোক্তি। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ (ছায়া তাপ-নিবারণের হেতু), আক্ষেপ (পূর্বার্দ্ধে নিজের বলা কথার 'অথবা' দ্বারা নিষেধে), শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] মালিনী ছন্দ।

[৫.৭]

দ্বিতীয়ঃ —

নিয়ময়সি কুমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্ ॥ ৮ ॥

বিসন্ধি—কুমার্গপ্রস্থিতান্ + আত্তদণ্ডঃ।

অন্বয়—আত্তদণ্ডঃ কুমার্গপ্রস্থিতান্ নিয়ময়সি, বিবাদং প্রশময়সি, রক্ষণায় কল্পসে। প্রজানাম্ অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম, বন্ধুকৃত্যং তু ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয় বৈতালিক) — আত্তদণ্ডঃ (দণ্ড ধারণ করে আপনি) কুমার্গপ্রস্থিতান্ নিয়ময়সি (যারা খারাপ পথে যায় তাদের বশে রাখেন), বিবাদং প্রশময়সি (প্রজাদের বাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করেন), রক্ষণায় কল্পসে (মোট কথা, প্রজাসাধারণের রক্ষাই আপনার কাজ)। প্রজানাম্ অতনুষু বিভবেষু (প্রজাদের মধ্যে যখন কারো অনেক টাকা-পয়সা হয় তখন) জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম (তার অনেক আত্মীয়-স্বজন এসে জোটে — বিপদের সময় কেউ থাকে না, এই ভাব) বন্ধুকৃত্যং তু ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্ (প্রকৃত বন্ধুর কাজ কিন্তু আপনাতেই শেষ পর্যন্ত বর্তায়)।

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় বৈতালিক — আপনি রাজদণ্ড ধারণ করে যারা খারাপ পথে যায় তাদের বশে রাখেন। প্রজাদের বাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করে তাদের শান্ত করেন। মোট কথা, প্রজাসাধারণের রক্ষাই আপনার কাজ। প্রজাদের মধ্যে কারো যখন অনেক টাকা-পয়সা হয়, তখন তার বহু আত্মীয়-স্বজন এসে জোটে। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর কাজ শেষ পর্যন্ত আপনাতেই বর্তায়।

রাঘবভট্ট—নিয়ময়সীতি। আত্তদণ্ডো গৃহীতদণ্ডঃ প্রাপ্তাভিমানশ্চ। 'অভিমানে গ্রহে দণ্ডঃ' ইতি বিশ্বঃ। কুমার্গপ্রস্থিতানুদ্ধতান্নিয়ময়সি বিনীতান্ করোষি। মার্গস্থান্ করোষীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং

ভৃগুসংহিতায়াম্ — "তদর্থং সর্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্মমাত্মজম্। ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পরমেশ্বরঃ ॥" ইতি তৎপ্রয়োগবিষয়ে বিশেষোঽপি তত্রৈব —"স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তিঃ স্যাদুগ্রদণ্ডশ্চ শত্রুষু। সুহৃৎসু তিলবৎস্নিগ্ধো ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ ॥" ইতি। বিবাদং পরস্পরকলহং প্রশময়সি। রক্ষণায় কল্পসে প্রভবসি ভয়াৎ। 'শত্রুভ্যো ধনদানেন' ইত্যাদি রক্ষণং বহুপ্রকারম্। অতনুষু বহ্বীষু সংপৎসু। নামেতি সংভাবনায়াম্। জ্ঞাতয়ঃ সন্তু ভবন্তু। বন্ধুকৃত্যকারিণ ইত্যর্থঃ। তুঃ পূর্বতো বিশেষে। সতি বিভবেঽসতি চ বিভবে। প্রজানাং প্রজাসু বিষয়ে। ষষ্ঠী-সপ্তম্যোরভেদাদ্বন্ধূনাং জ্যেষ্ঠবন্ধূনাং কৃত্যমমার্গান্নিবর্তনং কলহশমনং রক্ষণং চ ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্। ত্বয়ৈব নিষ্পাদ্যতে নান্যেনেত্যর্থঃ। অত্র পূর্বার্দ্ধার্থো হেতুত্বেনোপাত্তঃ। কাব্যলিঙ্গব্যতিরেকানুপ্রাসাঃ। পূর্বার্দ্ধে যমকং চ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। অনেন চ পদ্যেন পূর্বং লোকহেতোরিতি যদুক্তং তদেব বিবৃতম্।

সুষমা—[১] নিয়ময়সি — নি-যম্ + লট্, মধ্যমপু-একবচন। 'মিতাং হ্রস্বঃ' সূত্রে বৃদ্ধ্যভাব। [২] কুমার্গপ্রস্থিতান্ — কুৎসিতঃ মার্গঃ (কর্মধা) ; তেন প্রস্থিতঃ (তৃতীয়া তৎ), তান্। [৩] আত্তদণ্ডঃ — আত্তঃ (গৃহীতঃ) দণ্ডঃ যেন সঃ (বহুব্রী)। আ-দা + ক্ত = আত্ত। [৪] প্রশময়সি — প্র-শম্ + ণিচ্ + লট্, মধ্যমপুরুষ একবচন। [৫] রক্ষণায় — 'কৢপি সম্পাদ্যমানে চ' সূত্রে ৪র্থী। অথবা 'রক্ষিতুম্' এই অর্থে 'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ' সূত্রে ৪র্থী। [৬] পরিসমাপ্তম্ — পরি + সম্-আপ্ + ক্ত। [৭] বন্ধুকৃত্যম্ — বন্ধূনাং কৃত্যম্ (ষষ্ঠী তৎ)। কৃ + ক্যপ্ = কৃত্য। বন্ধুর কর্তব্য — "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥" [৮] এখানে রাজা বন্ধুর চাইতেও বেশী — এই অর্থে ব্যতিরেক অলঙ্কার। পূর্বার্দ্ধে হেতুত্বের উল্লেখে কাব্যলিঙ্গ। 'নিয়ময়সি', 'প্রশময়সি', 'কল্পসে' — তিনটি ক্রিয়ার একই কর্তা — 'ত্বম্'। সুতরাং দীপক অলঙ্কার [৯] মালিনী ছন্দ।

[৫.৮]

রাজা — এতে ক্লান্তমনসঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ। (পরিক্রামতি)

প্রতীহারী — অহিণবসম্মজ্জণসস্সিরীও সণ্ণিহিদহোমধেণূ অগ্গিসরণালিন্দো। আরুহদু দেবো। (অভিনবসংমার্জনসশ্রীকঃ সন্নিহিতহোমধেনুঃ অগ্নিশরণালিন্দঃ। আরোহতু দেবঃ।)

রাজা — (আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠতি) বেত্রবতি, কিমুদ্দিশ্য ভগবতা কাশ্যপেন মৎসকাশমৃষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ।

কিং তাবদ্ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধা-
মিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ ॥ ৯ ॥

বিসন্ধি—পুনঃ + নবীকৃতাঃ। কিম্ + উদ্দিশ্য। মৎসকাশম্ + ঋষয়ঃ। তাবৎ + ব্রতিনাম্ + উপোঢ়...। বিঘ্নৈঃ + তপঃ। কেনচিৎ + উত। প্রাণিষু + অসৎ + চেষ্টিতম্। মম + অপ-চরিতৈঃ + বিষ্টম্ভিতঃ। বীরুধাম্ + ইতি + আরূঢ়বহুপ্রতর্কম্ + অপরিচ্ছেদাকুলম্।

অন্বয়—কিং তাবৎ ব্রতিনাম্ উপোঢ়তপসাং তপঃ বিঘ্নৈঃ দূষিতম্? উত ধর্মারণ্যচরেষু প্রাণিষু কেনচিৎ অসৎ চেষ্টিতম্? আহোস্বিৎ বীরুধাং প্রসবঃ মম অপচরিতৈঃ বিষ্টম্ভিতঃ? — ইতি আরূঢ়বহুপ্রতর্কং মে মনঃ অপরিচ্ছেদাকুলম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — এতে ক্লান্তমনসঃ (আমার অবসন্ন মন) পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ (যেন আবার উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে উঠল')। [পরিক্রামতি — এগিয়ে গেলেন]। প্রতীহারী — অভিনবসংমার্জনসশ্রীকঃ (সদ্যঃ পরিষ্কার করায় সুন্দর) সন্নিহিতহোমধেনুঃ (সামনেই হোম-ধেনু রাখা আছে, এমন ; অগ্নিশালার সামনেই যজ্ঞের কাজে ব্যবহার হয় এমন গাভী বাঁধা আছে) অগ্নিশরণালিন্দঃ (অগ্নিগৃহের অলিন্দ)। আরোহেতু দেবঃ (মহারাজ আরোহণ করুন) রাজা - [আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠতি — আরোহণ করে পরিজনদের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন] বেত্রবতি (বেত্রবতী), কিম্ উদ্দিশ্য (কি কারণে) ভগবতা কাশ্যপেন (মাননীয় কাশ্যপ) মৎসকাশম্ (আমার কাছে) ঋষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ (ঋষিদের পাঠাতে পারেন)? কিং তাবৎ (এটা হতে পারে কি) ব্রতিনাম্ উপোঢ়তপসাম্ (ব্রতচারী তপস্বীদের) তপঃ বিঘ্নৈঃ দূষিতম্ (তপস্যায় কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে)? উত (নাকি) ধর্মারণ্যচরেষু প্রাণিষু (ধর্মারণ্যের অর্থাৎ তপোবনের জীবজন্তুর প্রতি) কেনচিৎ অসৎ চেষ্টিতম্ (কেউ উৎপীড়ন করছে)? আহোস্বিৎ (অথবা) মম অপচরিতৈঃ (আমার কোন অন্যায় আচরণে) বীরুধাং প্রসবঃ বিষ্টম্ভিতঃ (লতায় ফুল, ফল আর হচ্ছে না)? ইতি আরূঢ়বহুপ্রতর্কং মে মনঃ (এইরকম নানা চিন্তায় আমার মন) অপরিচ্ছেদাকুলম্ (আকুল হয়ে উঠছে)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — আমার অবসন্ন মন (এইসব কথা শুনে) আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠল। (এগিয়ে গেলেন)

প্রতীহারী — (এই তো সামনেই) অগ্নিগৃহের অলিন্দ — সদ্যঃ পরিষ্কার করায় খুবই সুন্দর লাগছে ; সামনেই বাঁধা আছে হোমধেনু। মহারাজ, আপনি উঠুন।

রাজা — (উঠে পরিজনদের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন) বেত্রবতী, কি কারণে মাননীয় কাশ্যপ আমার কাছে ঋষিদের পাঠাতে পারেন — (কিছু আন্দাজ করতে পার' কি)?

ব্রতচারী তপস্বীদের তপস্যায় কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে — এটা হতে পারে কি? নাকি কেউ তপোবনের জীবজন্তুর উপর অন্যায় আচরণ (উৎপীড়ন) করেছে? আমারই কোন অপরাধে তপোবনের লতায় ফুল-ফল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে — এমন হতে পারে কি? এইরকম নানা চিন্তায় আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে।

রাঘবভট্ট—নবীকৃতাঃ। অধিকারচিন্তন ইতি শেষঃ। অতএবাস্মাভিস্তত্র 'অশান্তমনাঃ' ইতি ব্যাখ্যাতম্। যতস্তস্যৈবানুবাদোঽয়ম্ 'ক্লান্তমনসঃ' ইতি। অভিনবং নূতনং যৎ সংমার্জনং তেন

সশ্রীকঃ সশোভঃ, সংনিহিতহোমধেনুরিতি বিশেষণদ্বয়েন পাবিত্র্যাতিশয়ো দ্যোত্যতে। অগ্নিশরণালিন্দোঽগ্নিহোত্রগৃহবহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠঃ। 'প্রঘাণ-প্রঘণালিন্দা বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে' ইত্যমরঃ। স্বভাবোক্তিঃ। তস্য খেদবিনোদং দ্যোতয়তি। আরোহতু দেবঃ। পরিজনাংসাবলম্বীতি খেদানুভাব এব। কিং তাবদিতি। ব্রতিনাং নিয়মবতামতএবোপোঢ়মত্যূঢ়মধিকং তপো যেষাম্। 'উপোঢ়ঃ কথিতোঽত্যূহে সমাসন্নে বিবাহিতে' ইতি ধরণিঃ। ঈদৃশাং তপস্বিনাম্। বিশেষণেনৈব বিশেষ্যপ্রতিপত্তের্ন তদুপাদানম্। তপো বিঘ্নৈর্বিঘ্নকর্তৃভী রাক্ষসাদিভিঃ। সাধ্যবসানেয়ং লক্ষণা। তস্যা বিঘ্নাতিশয়ঃ ফলং দর্শিতম্। কিমিতি বিতর্কে। উত ধর্মারণ্যচরেষু ধর্মবনগেষু প্রাণিষু জন্তুষু। ধর্মপদেন ঋষীণাং মহত্ত্বং সূচয়তা চেষ্টিতস্যাত্যন্তমনুচিতত্বং ধ্বন্যতে। অতএব কেনচিৎপামরাদিনাসৎ। বাচাপি বক্তুমশক্যমিতি ভাবঃ। চেষ্টিতং কৃতম্। আহোস্বিন্মমাপচরিতৈর্বীরুধাং লতানাং প্রসবঃ পল্লবপুষ্পাদিবিষ্টম্ভিতঃ প্রতিবদ্ধঃ। 'পুষ্পং ফলং চ পত্রং চ বৃক্ষাণাং প্রসবং বিদুঃ' ইতি ধরণিঃ। তদুক্তম্ — 'রাজ্ঞোঽপচারাৎ পৃথিবী স্বল্পসস্যা ভবেৎ কিল। অল্পায়ুষঃ প্রজাঃ সর্বা দরিদ্রা ব্যাধিপীড়িতাঃ ॥' ইতি। তপতপ ইতি স্বিসবো ইতি ছেকানুপ্রাসবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। ষষ্ঠীসপ্তম্যোরভেদান্ন বিভক্তিপ্রক্রমভঙ্গঃ। বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গোঽপি নাশঙ্কনীয়ঃ। আদৌ বিশেষণদ্বয়ং ততস্তদভাব ইত্যেবং ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

সুষমা— [১] ক্লান্তমনসঃ — রাজা নিজের সম্বন্ধেই বহুবচন প্রয়োগ করছেন। [২] নবীকৃতাঃ — অভূততদ্ভাবে চ্বি। [৩] ব্রতিনাম্ — ব্রতি + ইনি (মত্বর্থে), ষষ্ঠী বহুব। [৪] উপোঢ়তপসাম্ — উপোঢ়ং তপঃ যেষাং (বহুব্রী), তেষাম্। উপ - বহ্ + ক্ত কর্মণি = উপোঢ়। [৫] দূষিতম্ — দুষ্ + ণিচ্ + ক্ত। [৬] ধর্মারণ্যচরেষু — ধর্মারণ্যে চরন্তি ইত্যর্থে উপপদ তৎপুরুষ, তেষু। চর্ + ট। সূত্র — 'চরেষ্টঃ'। [৭] অপচরিতৈঃ — অপ-চর্ + ক্ত ভাবে = অপচরিতম্। [৮] বিষ্টম্ভিতঃ — বি-স্তন্ভ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি। [৯] বীরুধাম্ — বি-রুধ্ + ক্বিপ্ = বীরুধ্। ষষ্ঠী বহুবচন। [১০] আরূঢ়বহুপ্রতর্কম্ — আরূঢ়া বহবঃ প্রতর্কাঃ যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [১১] অপরিচ্ছেদা-কুলম্ — পরি-ছিদ্ + ঘঞ্ ভাবে = পরিচ্ছেদঃ। ন পরিচ্ছেদঃ অপরিচ্ছেদঃ (নঞ্ তৎ) ; তেন আকুলম্ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। [১২] 'আরূঢ়বহুপ্রতর্ক' ব্যাকুলতার হেতু। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [১৩] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাজার অপরাধে প্রজার মৃত্যু, শস্যহানি ইত্যাদির উল্লেখ আমরা বিভিন্ন কাব্য-নাটকে পাই। যেমন — "রাজদোষৈর্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ। অসদ্বৃত্তে হি নৃপতৌ অকালে ম্রিয়তে জনঃ ॥" (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড) ; "ন রাজাপচারমন্তরেণ প্রজাসু অকালমৃত্যুঃ সঞ্চরতি"। (উত্তররামচরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক) ; রাঘবভট্টও একটি বচনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (অর্থদ্যোতনিকা দ্রষ্টব্য), যেখানে বলা হয়েছে — রাজার অপরাধে পৃথিবী অল্পশস্যা হয়। প্রজারা দরিদ্র, অল্পায়ু এবং ব্যাধিপীড়িত হয়।

[৫.৯]

প্রতীহারী — সুচরিদণন্দিণো ইসীও দেবং সভাজইদুং আঅদেত্তি তক্কেমি।
(সুচরিতনন্দিন ঋষয়ো দেবং সভাজয়িতুম্ আগতা ইতি তর্কয়ামি।)

(ততঃ প্রবিশন্তি গৌতমীসহিতাঃ শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য মুনয়ঃ।
পুরশ্চৈষাং কঞ্চুকী পুরোহিতশ্চ।)

কঞ্চুকী — ইত ইতো ভবন্তঃ।

শার্ঙ্গরবঃ — শারদ্বত,

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ ১০ ॥

বিসন্ধি—পুরঃ + চ + এষাম্। পুরোহিতঃ + চ। নরপতিঃ + অভিন্নস্থিতিঃ + অসৌ। কশ্চিৎ + বর্ণানাম্ + অপথম্ + অপকৃষ্টঃ অপি। তথাপি + ইদম্। গৃহম্ + ইব।

অন্বয়—অসৌ মহাভাগঃ নরপতিঃ কামম্ অভিন্নস্থিতিঃ, বর্ণানাম্ অপকৃষ্টঃ অপি কশ্চিৎ অপথং ন ভজতে। তথাপি শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা (অহং) জনাকীর্ণং ইদং হুতবহপরীতং গৃহমিব মন্যে।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রতীহারী — সুচরিতনন্দিনঃ (ভবতঃ) (আপনার নানা সৎকার্য্যের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে) ঋষয়ঃ (ঋষিরা) দেবঃ (আপনাকে) সভাজয়িতুম্ আগতাঃ (অভিনন্দন জানাতে এসেছেন) ইতি তর্কয়ামি (আমার এইরকমই ধারণা হয়)। [ততঃ গৌতমীসহিতাঃ মুনয়ঃ তারপর গৌতমীকে সঙ্গে নিয়ে ঋষিরা, শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য প্রবিশন্তি — শকুন্তলাকে সামনে রেখে প্রবেশ করলেন। পুরশ্চৈষাং কঞ্চুকী পুরোহিতশ্চ — এবং তাঁদের আগে কঞ্চুকী এবং পুরোহিত] কঞ্চুকী — ইত ইতো ভবন্তঃ (আপনারা এইদিকে আসুন)। শার্ঙ্গরবঃ — শারদ্বত (শারদ্বত), অসৌ মহাভাগঃ নরপতিঃ (এই মহামান্য রাজা), কামম্ (স্বীকার করছি যে), অভিন্নস্থিতিঃ (মর্যাদা-পথ থেকে বিচলিত হন না) ; বর্ণানাম্ অপকৃষ্টঃ অপি কশ্চিৎ (নীচ বর্ণের কোন লোকও) অপথং ন ভজতে (খারাপ পথে যায় না)। তথাপি (তবুও) শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা (চিরকাল নির্জনে থাকার অভ্যাসের জন্য) ইদং জনাকীর্ণং (স্থানম্) (এই জনাকীর্ণ স্থানকে) হুতবহপরীতং গৃহম্ ইব মন্যে (অগ্নি বেষ্টিত গৃহের মত মনে হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—প্রতীহারী — আপনার নানা সৎকাজের বিবরণ শুনে আনন্দিত হ'য়ে ঋষিরা আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন — আমারতো এরকমই বোধ হচ্ছে।

(অতঃপর গৌতমীকে সঙ্গে নিয়ে এবং শকুন্তলাকে সামনে রেখে ঋষিরা প্রবেশ করলেন। তাঁদের সামনে কঞ্চুকী এবং পুরোহিত প্রবেশ করলেন।)

কঞ্চুকী — আপনারা এইদিকে আসুন।

শার্ঙ্গরব — শারদ্বত,

স্বীকার করছি যে এই মহামান্য রাজা কখনও তাঁর মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না এবং (এরাজ্যে) নীচ বর্ণের কোন লোকও অসৎ পথে চলে না। কিন্তু তবুও চিরকাল নির্জনে থাকায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য এই জনাকীর্ণ রাজবাড়ীকে অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মত মনে হচ্ছে।

রাঘবভট্ট— সুচরিতনন্দিন ঋষয়ো দেবং সভাজয়িতুমাগতা ইতি তর্কয়ামি। মহাভাগঃ ইতি। ন ভিন্না ত্যক্তা স্থিতির্মর্যাদা যেন স নরপতিঃ কামমতিশয়েন মহাভাগঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বিধেয়ম্। অহো ইত্যাশ্চর্যে। বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং মধ্যেঽপকৃষ্টো হীনোঽপি কশ্চিদপথমমার্গং ন ভজতে। 'অপথং নপুংসকম্' ইতি নপুংসকত্বম্। ইতি যদ্যপি তথাপীদং জনাকীর্ণং জনব্যাপ্তং স্থানং শশ্বন্নিরন্তরং বিবিক্তং বিজনস্থানং যস্য তেন মনসোপলক্ষিতোঽহং মনসা হেতুনা বা হুতবহপরীতং গৃহমিব মন্যে। অত্র পূর্বার্ধে যৎকারণমুক্তং বিজনস্য তৎসম্যক্ত্বং কার্যং তদভাবস্তদ্বিরুদ্ধমুখেনোক্ত ইতি বিশেষোক্তিঃ। অথ চ যদগ্নিপরীতত্বং কার্যং তৎকারণাভাবস্য তদ্বিরুদ্ধমতেন পূর্বার্ধ উক্তেন বিভাবনা। উভে অপ্যুক্তনিমিত্তে শশ্বৎপরিচিতেত্যাদ্যুক্তেঃ। সাধকবাধকপ্রমাণাভাবাৎ সন্দেহসংকরঃ — মন্যে শঙ্কে ধ্রুবং প্রায়ো নূনমিত্যেবমাদিভিঃ। উৎপ্রেক্ষা ব্যজ্যতে শব্দৈরিবশব্দোঽপি তাদৃশঃ' ইত্যুক্তের্মন্যেশব্দস্যোৎপ্রেক্ষাদ্যোতকত্বেঽপ্যত্র ন তথা। তৎসামগ্র্যভাবাৎ উপময়ৈব গতার্থত্বাৎ। তেনাত্র মন্যেশব্দস্য বুদ্ধিত্বমাত্রমর্থঃ। তদুক্তং রাজানকরুচকেন — 'অস্যাশ্চেবাদিশব্দবন্মন্যেশব্দোঽপি প্রতিপাদকঃ। কিংতূৎপ্রেক্ষা-সামগ্র্যভাবে মন্যে-শব্দপ্রয়োগো বিতর্কমেব প্রতিপাদয়তি। যথা — 'অহং ত্বিন্দুং মন্যে' ইতি অনুপ্রাসঃ। বক্তুর্বৈরাগ্যং ধ্বন্যতে। শিখরিণী বৃত্তম্।

সুষমা—[১] মহাভাগঃ — মহান্ ভাগঃ যস্য (বহুব্রী) সঃ। 'আরভ্যোৎপত্তিমামৃত্যোঃ কলঙ্কং যস্য নো ভবেৎ। স্যাচ্চৈবানুপমা কীর্ত্তির্মহাভাগঃ স উচ্যতে ॥' [২] অভিন্নস্থিতিঃ — অভিন্না স্থিতিঃ যেন (বহুব্রী) সঃ। [৩] বর্ণানাম্ — নির্ধারণে ষষ্ঠী। [৪] অপথম্ — ন পন্থাঃ — অপথম্। 'পথো বিভাষা' সূত্রে পাক্ষিক সমাসান্ত অ। সুতরাং অপন্থা, অপথম্ দুইরূপ। 'অপথং নপুংসকম্'। [৫] শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন — শশ্বৎ পরিচিতম্ (কর্মধা) শশ্বৎপরিচিতং বিবিক্তম্ যস্য (বহুব্রী) তেন। [৬] মনসা — করণে তৃতীয়া। [৭] জনাকীর্ণম্ — জনৈঃ আকীর্ণম্ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। [৮] হুতবহপরীতম্ — হুতবহেন পরীতম্ (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। [৯] উপমা অলঙ্কার। কারণ অভাবে কার্য্য কিংবা বিপরীতক্রমে কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্যের অভাবে বিভাবনা অথবা বিশেষোক্তি। অনুপ্রাস। [১০] শিখরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—'ততঃ প্রবিশন্তি...গৌতমীসহিতাঃ মুনয়ঃ' — এই নির্দেশ থেকে বুঝতে পারছি যে শার্ঙ্গরব-শারদ্বত ছাড়া অন্য মুনিরাও (অন্ততঃ আরো একজন) সঙ্গে এসেছেন। এর আগের কঞ্চুকীর 'হিমগিরেরুপত্যকাবাসিনঃ...তপস্বিনঃ-' ইত্যাদিতে বহুবচনে প্রয়োগ থাকলেও তা গৌরবে প্রযুক্ত হয়েছে এমন সন্দেহ থাকত। পরবর্তী ৫।১৩ এবং ৫।১৪ অংশে রাজাকে আশীর্বাদ প্রভৃতিতে 'ঋষয়ঃ' এই বহুবচনে প্রয়োগ আছে।

[৫.১০]

শারদ্বতঃ — জানে ভবান্ পুরপ্রবেশাদিত্থংভূতঃ সংবৃত্তঃ। অহমপি —

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥ ১১ ॥

বিসন্ধি—পুরপ্রবেশাৎ + ইত্থংভূতঃ। অহম্ + অপি। অভ্যক্তম্ + ইব। শুচিঃ + অশুচিম্ + ইব। বদ্ধম্ + ইব। স্বৈরগতিঃ + জনম্ + ইহ। সুখসঙ্গিনম্ + অবৈমি।

অন্বয়—স্নাতঃ অভ্যক্তমিব শুচিঃ অশুচিমিব, প্রবুদ্ধঃ সুপ্তমিব, স্বৈরগতিঃ বদ্ধমিব, (অহম্) ইহ সুখসঙ্গিনং জনম্ অবৈমি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শারদ্বত —জানে (আমি বুঝতে পারছি) ভবান্ (আপনি, এখানে তুমি) পুরপ্রবেশাৎ (নগরে প্রবেশের পর থেকেই) ইত্থংভূতঃ সংবৃত্তঃ (এইরকম বোধ করছ)। অহম্ অপি (আমিও) — স্নাতঃ অভ্যক্তমিব (স্নান সমাধা করে এসেছে এমন লোকের, গায়ে তেল-মাখা লোক দেখে যে অনুভূতি হয়) শুচিঃ অশুচিমিব (শুচি লোকের অশুচি লোক দেখলে যে অনুভূতি হয়), প্রবুদ্ধঃ সুপ্তমিব (জাগ্রত লোকের নিদ্রিত লোককে দেখলে যে অনুভূতি হয়), স্বৈরগতিঃ বদ্ধমিব (স্বাধীন লোকের শৃঙ্খলিত লোক দেখলে যে অনুভূতি হয়); ইহ সুখসঙ্গিনং জনম্ অবৈমি (এখানকার সুখভোগে আসক্ত লোকদের দেখে আমার সেই রকম অনুভূতি হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—শারদ্বত — আমি বুঝতে পারছি, নগরে প্রবেশ করার পর থেকেই তুমি এরকম বোধ করছ। আমিও —

স্নান সমাধা করে এসেছে এমন লোকের, গায়ে তেল-মাখা লোক দেখলে যে অনুভূতি হয়, শুচি লোক অশুচি লোককে দেখেলে যেমন বোধ করে, জাগ্রত লোকের নিদ্রিত লোক দেখে যে অনুভূতি হয়, কিংবা স্বাধীন লোকের পরাধীন লোক দেখে যে অনুভব হয় — আমারও এই সুখভোগে মত্ত লোকগুলিকে দেখে তেমন বোধ হচ্ছে।

রাঘবভট্ট—অহমপীতি শ্লোকেনান্বেতি। অভ্যক্তমিতি। অহং সুখসঙ্গিনং জনমীদৃশমবৈমি। ত্বং ত্বগ্নিপরীতং গৃহমিব জানাসি। অহমপ্যেতাদৃশমিত্যপিশব্দার্থঃ। এতাদৃকত্বং চ বিশিষ্টোপমারূপকম্। কঃ কমিব। স্নাতোঽভ্যক্তং তৈলাভ্যক্তমিব। অনেন পাপশ্লিষ্টত্বং ধ্বন্যতে। শুচিরশুচিমিবেত্যনেন পতিপত্ন্যাদিষু স্নেহাদিবিদ্ধত্বং ধ্বন্যতে। প্ররুদ্ধঃ সুপ্তমিবেত্যনেনাজ্ঞানবিদ্ধত্বং ব্যজ্যতে। স্বৈরগতির্বদ্ধমিবেত্যনেন প্রযত্নসহস্রানয়নে পরবশংবদত্বং ধ্বন্যতে। মালোপমেয়ম্। তেন পারতন্ত্র্যলক্ষণো ভিন্নোঽত্রাবগম্যঃ সামান্যধর্মঃ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। 'স্নাতোঽভ্যক্তমিব শুচিরশুচিমিব প্ররুদ্ধঃ সুপ্তমিব স্বৈরগতিঃ সংযতমিব' ইতি পঠিত্বা প্রক্রমভঙ্গদ্বয়ং পরিহরণীয়ম্।

সুষমা—[১] অভ্যক্তম্ — অভি-অঞ্জ্ + ক্ত কর্মণি। [২] স্বৈরগতিঃ — স্বৈরা গতিঃ যস্য

(বহুব্রী), সঃ। স্ব + ঈর + অচ্। 'স্বাদীরেরিণোঃ' সূত্রে বৃদ্ধি। [৩] সুখসঙ্গিনম্ — সুখে সঙ্গঃ অস্য অস্তীতি সুখসঙ্গ + ইনি। তম্। [৪] মালোপমা অলঙ্কার। তাছাড়া তুল্যযোগিতা, ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৫] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—শ্লোকে 'স্নাত' এবং 'অভ্যক্তে' পবিত্র-অপবিত্রের ব্যঞ্জনা। "তৈলাভ্যঙ্গে চিতাধূমে মৈথুনে ক্ষৌরকর্মণি। তাবদ্ ভবতি চাণ্ডালো যাবৎ স্নানং সমাচরেৎ॥" শুচি-অশুচিতে শুদ্ধমন এবং অশুদ্ধমনের ব্যঞ্জনা। 'প্রবুদ্ধ'-'সুপ্তে' তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানহীনের এবং 'স্বৈরগতি'-'বদ্ধে' মায়াবিমুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীবের ব্যঞ্জনা। সুতরাং শরীরশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষে বৈরাগ্য এবং মায়াবন্ধন ত্যাগ করে মোক্ষলাভ — এই চারটি ক্রমের উল্লেখের দ্বারা তিতিক্ষু সন্ন্যাসী এবং সংসারীর মধ্যে প্রভেদ দেখান হয়েছে। শার্ঙ্গরবের শান্ত আশ্রম থেকে জনকোলাহলমুখর রাজধানীতে প্রবেশে অস্বস্তির এবং তপস্বী শারদ্বতের সুখভোগে নিরত সংসারী মানুষের সংস্পর্শে বিরক্তির সুন্দর অভিব্যক্তি শ্লোকদুটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

মূলে 'ভবান্' পদ থাকলেও অনুবাদে 'আপনি' করা হয়নি। 'তুমি' বলা হয়েছে। শার্ঙ্গরব-শারদ্বত — এই দুজনের মধ্যে শার্ঙ্গরবকে প্রধান মনে হলেও (দ্রঃ ভূমিকায় চরিত্রবিশ্লেষণ) বয়সের পার্থক্য বিশেষ নেই ধরতে হবে। কেননা একটু পরেই (৫.২০ অংশ) শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে 'ত্বম্' বলে নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া, 'শার্ঙ্গরব' নাম ধরেও তাকে ডাকা হয়েছে।

[৫.১১]

শকুন্তলা — (নিমিত্তং সূচয়িত্বা) অম্মহে, কিং মে বামেদরং ণঅণং বিস্ফুরদি ? (অহো, কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি ?)

গৌতমী — জাদে, পড়িহদং অমঙ্গলং। সুহাইং দে ভত্তুকুলদেবদাও বিতরন্দু। (পরিক্রামতি) (জাতে, প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্। সুখানি তে ভর্তৃকুলদেবতা বিতরন্তু।)

পুরোহিতঃ — (রাজানং নির্দিশ্য) ভো ভোস্তপস্বিনঃ, অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা প্রাগেব মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি। পশ্যতৈনম্।

শার্ঙ্গরবঃ—ভো মহাব্রাহ্মণ, কামমেতদভিনন্দনীয়ং তথাপি বয়মত্র মধ্যস্থাঃ। কুতঃ —

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈ-
র্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥ ১২ ॥

বিসন্ধি—ভোঃ + তপস্বিনঃ। অসৌ + অত্রভবান্। প্রাক্ + এব। পশ্যত + এনম্। কামম্ + এতৎ + অভিনন্দনীয়ম্। বয়ম্ + অত্র। নম্রাঃ + তরবঃ। ফলাগমৈঃ + নবাম্বুভিঃ + দূরবিলম্বিনঃ। এব + এষঃ।

অন্বয়—তরবঃ ফলাগমৈঃ নম্রাঃ ভবন্তি, ঘনাঃ নবাম্বুভিঃ দূরবিলম্বিনঃ (ভবন্তি), সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ অনুদ্ধতাঃ (ভবন্তি)। পরোপকারিণাম্ এষ এব স্বভাবঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা [নিমিত্তং সূচয়িত্বা — কুলক্ষণ অনুভব করার অভিনয় করে] অহো (হায় একি), কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি (আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন)? গৌতমী — জাতে (বৎস), প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্ (অমঙ্গল কেটে গেল)। সুখানি তে ভর্তৃকুলদেবতা বিতরন্তু (তোমার স্বামীর কুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করুন)। [পরিক্রমতি — এগিয়ে গেলেন]। পুরোহিতঃ — [রাজানং নির্দিশ্য — রাজাকে দেখিয়ে] ভো ভোস্তপস্বিনঃ (হে তাপসগণ, তপস্বীরা শুনুন), অসৌ অত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা (বর্ণাশ্রমের রক্ষক এই যে আমাদের মহামান্য রাজা) প্রাগেব (আগে থেকেই) মুক্তাসনঃ (আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে) বঃ প্রতিপালয়তি (আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন)। পশ্যতৈনম্ (একে দেখুন, একবার তাকিয়ে দেখুন)। শার্ঙ্গরবঃ — ভো মহাব্রাহ্মণ (ওহে মহাব্রাহ্মণ), কামম্ এতৎ অভিনন্দনীয়ম্ (স্বীকার করছি — এটা প্রশংসার যোগ্য), তথাপি (তবুও বলছি) বয়ম্ অত্র মধ্যস্থাঃ (এ বিষয়ে আমরা উদাসীন অর্থাৎ তুমি রাজার বিনয়ের যে গর্ব করছ, তার কোন কারণ দেখি না।) কুতঃ (কেননা) — তরবঃ ফলাগমৈঃ নম্রা ভবন্তি (গাছে ফল এলে তা আপনা থেকেই নত হয়), ঘনাঃ (মেঘ) নবাম্বুভিঃ (নূতন জলের ভারে) দূরবিলম্বিনঃ (অনেকদূর পর্যন্ত নেমে আসে)। সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ অনুদ্ধতাঃ (সৎলোকেরা ধন-সম্পত্তি লাভ করেও বিনীতই থাকেন)। পরোপকারিণাম্ (পরোপকারীদের) এষ এব স্বভাবঃ (এটাই স্বভাব)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (কুলক্ষণ অনুভব করার অভিনয় ক'রে) একি, আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন?

গৌতমী — বৎস, তোমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেল। এবার তোমার স্বামীর কুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করুন। (এগিয়ে গেলেন)

পুরোহিত — (রাজাকে দেখিয়ে) তপস্বীরা শুনুন! বর্ণাশ্রমের রক্ষক এই যে আমাদের মহামান্য রাজা আগে থেকেই আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। একবার তাকিয়ে দেখুন।

শার্ঙ্গরব — ওহে মহাব্রাহ্মণ, স্বীকার করছি — এটা প্রশংসার ব্যাপার। তবুও বলছি, এ বিষয়ে আমরা উদাসীন (অর্থাৎ রাজার বিনয়ের কোন গর্বের কারণ দেখি না। কেননা,

গাছে ফল এলে তা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। নূতন জলের ভারে (বর্ষার) মেঘ পৃথিবীর অনেক কাছে নেমে আসে। সৎলোকেরা ধনসম্পত্তি লাভ করেও বিনীতই থাকেন। পরোপকারীদের স্বভাবই এরকম।

রাঘবভট্ট—নিমিত্তমপশকুনম্। অম্মহে ইতি নির্বেদে। 'অম্মহে হর্ষে' ইতি সূত্রে 'হীমাণহে বিস্ময়নির্বেদয়োঃ' ইতি সূত্রান্নির্বেদ ইত্যনুবর্ততে। কিং মে বামেতরং দক্ষিণং নয়নং

বিস্ফুরতি। 'কিং মে বামং দক্ষিণং নয়নম্' ইতি পাঠে বামং প্রতীপম্। বিরোধাভাসঃ। জাতে, প্রতিহতমমঙ্গলম্। সুখানি, তে ভর্তুঃ কুলদেবতা বিতরন্তু। অত্রভবান্ পূজ্যো বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতেত্যনেন ভবদাদীনামস্মদাদীনাং চ সর্বদা পালনাসক্তত্বম্। প্রাগেব মুক্তাসন ইত্যনেন বিনয়াতিশয়ঃ। বঃ প্রতিপালয়তীতি ভক্ত্যতিশয়ো ব্যজ্যতে। মহাব্রাহ্মণেতি রাজপুরোহিতত্বাত্তং প্রতি মুনেরুক্তিরিতি নানৌচিত্যম্। কামমতিশয়েনৈতদ্বিনয়াতিশয়ত্বা-দিকমভিনন্দনীয়ং স্তত্যং যদ্যপি তথাপি বয়মত্র মধ্যস্থা নিস্পৃহাঃ। এতদস্মাকং বর্ণনীয়ং ন ভবতীতি ভাবঃ। বর্ণনীয়ত্বাভাবে চ স্বাভাব্যং হেতুত্বেনোদ্দিশতি — কৃত ইতি। ভবন্তীতি। তরবো বৃক্ষাঃ ফলানামাসমন্তাদ্‌গমো গমনং প্রাপ্তিস্তৈঃ। অনেন সমৃদ্ধিকাষ্ঠা তেষাং দ্যোতিতা। নম্রা অধোমুখা বিনীতাশ্চ ভবন্তি। অত্র তরুশব্দেন সামান্যবিশেষভাবসংবন্ধেন চূতপ্রভৃতয়ো বিশেষা লক্ষ্যন্তে। তৎসজাতীয়বহুত্বপতিপ্রত্তিশ্চ ফলেষু বনস্পতিপ্রভৃতিষু। তদভাবাদর্থাসং গতিঃ। কিং চ সৎপুরুষাণাং বিশিষ্টানামেবোপমেয়ত্বাৎ তৈঃ সহোপমানতাপি ন সংগচ্ছতে। তর্হ্যুক্তবাক্যেঽপ্যেতদ্দোষাবকাশ ইতি চেন্ন। মেঘাদিপদত্যাগেন ঘনপদোপাদানাৎ। তথা চ ব্যাখ্যাস্যতে। কেচনৈতাদৃশস্থলে 'বাচ্য এবার্থো ন লক্ষণা' ইতি মন্যন্তে। ঘনা মেঘা অথ চ নিবিড়াঃ। নবাম্বুভিরিতি বর্ষাকালারম্ভো ধ্বন্যতে। তেষাং তত্রৈব সমৃদ্ধত্বাদ্দূরবিলম্বিনোঽ-তিশয়বর্ধুকাঃ। অথ চ বিনীতা ভবন্তীত্যনুষজ্যতে। অত্র তরুঘনয়োরচেতনয়োর্নম্রত্বদূরবিল-ম্বিত্বাভ্যাং চ বস্তুতো ভিন্নাভ্যামভেদেনাধ্যবসি-তাভ্যামতিশয়োক্তিঃ। সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিরনুদ্ধতা নম্রা ভবন্তীত্যনুষজ্যতে। তেন ক্রিয়াদীপকম্। বিনয়স্য সাধারণধর্মস্য নম্রদূরবিলম্ব্যনুদ্ধতশব্দেনোক্তের্মালা প্রতিবস্তূপমা চ। অত্র দুষ্যন্তলক্ষণে বিশেষে প্রস্তুতে সৎপুরুষস্য বচনাদপ্রস্তুতপ্রশংসাপি। স্বভাব ইত্যাদিস্তু হিশব্দানুপাদানেঽপ্যর্থান্তরন্যাসঃ। 'কনাসি শুভপ্রদঃ' ইতিবৎ। হেত্বনুপ্রাসৌ চ। বংশস্থং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] বামেদরং (বামেতরম্) — দক্ষিণ। নারীর পক্ষে দক্ষিণ নেত্র স্পন্দন অমঙ্গলসূচক। 'দক্ষিণ-চক্ষুঃস্পন্দনং বন্ধুদর্শনমর্থলাভং বা। বামচক্ষুঃস্পন্দনং বন্ধুবিচ্ছেদং ধনহানিং বা ॥ স্ত্রীণামেতৎ ফলমবিকলং দক্ষিণে বৈপরীত্যম্।' (গর্গসংহিতা) ; [২] বর্ণাশ্রমাণাম্ — শেষে ষষ্ঠী। [৩] রক্ষিতা — সাধু রক্ষতি ইতি রক্ষ্ + তৃন্ কর্তরি। [৪] মহাব্রাহ্মণ — সাধারণতঃ নিন্দার্থে প্রয়োগ। সম্ভবতঃ এই নিষেধ কালিদাস-পরবর্তী কালের। আবার শ্লোকে 'দ্বিজ' শব্দ আছে, 'ব্রাহ্মণ' নয়। সুতরাং এই নিষেধ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এরকম ধারণা করা চলতে পারে। যাই হোক্ — এখন 'মহাব্রাহ্মণ' নিন্দার্থেই প্রযুক্ত হয়। [৫] ফলাগমৈঃ — ফলানাম্ আগমঃ (ষষ্ঠী তৎ), তৈঃ। হেতৌ তৃতীয়া। [৬] দূরবিলম্বিনঃ — দূরং বিলম্বন্তে ইতি দূর + বি-লম্ব্+ ণিনি কর্তরি। [৭] অনুদ্ধতাঃ — ন উদ্ধতাঃ (নঞ্ তৎ)। উৎ + হন্ + ক্ত। [৮] পরোপকারিণাম্ — পরেষাম্ উপকুর্বন্তি ইতি পর + উপ-কৃ+ ণিনি (আবশ্যকে)। [৯] সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস

অলঙ্কার। রাজা দুষ্যন্ত এই বিশেষের স্থানে পরোপকারী এই সামান্যের বর্ণনায় অপ্রস্তুত-প্রশংসা। বিনয়গুণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তিন ভাবে বর্ণনায় মালাপ্রতিবস্তূপমা। তাছাড়া অতিশয়োক্তি, ক্রিয়াদীপক, হেতু, অনুপ্রাস। [১০] বংশস্থবিল ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচ্য শ্লোকটি ভর্তৃহরির 'নীতিশতকে'ও সামান্য পাঠান্তর সহ দেখা যায়। সাগরমেখলা পৃথিবীর অধীশ্বর দুষ্যন্ত। তাঁর এই বিনয় সকলের কাছেই বিশেষতঃ তাঁরই প্রতিপালিত পুরোহিতের কাছে বিশেষভাবে অভিনন্দনের যোগ্য। কিন্তু শার্ঙ্গরবের মত ঋষির কাছে তা এমন কিছু ব্যাপার নয়। উপেক্ষার না হলেও অভিনন্দনের কিছু নয়। তিনি মধ্যস্থ। মধ্যে বাদিপ্রতিবাদিনোর্মধ্যে তিষ্ঠতি ইতি মধ্য + স্থা + ক কর্তরি। অর্থাৎ উদাসীন। শার্ঙ্গরবের কথার মধ্যে যেন কেমন ঝাঁজ। ইতিপূর্বেই দেখেছি জনাকীর্ণ রাজমন্দিরে শার্ঙ্গরবের গায়ে যেন আগুনের ছ্যাকা লাগছে (তু. 'হুতবহপরীতম্')। কথাতেও সেউ উষ্মা। সেই হিসাবে 'মহাব্রাহ্মণ' পদটিতে (যদিও পদব্যাখ্যায় বলেছি — কালিদাস এখানে প্রশংসার্থে ব্যবহার করেছেন) কিছুটা শ্লেষ থাকতেও পারে। দীনতা ভালো। দীনতার অভিমান নয়। (তু. দীনতার অভিমান / তাও অভিমান, বৈষ্ণব মনে তাও কেন পাবে স্থান? / সেই অভিমান থাকে যদি মনে বৈষ্ণব মোরা নই, /' — কালিদাস রায় রচিত 'ত্রিরত্ন'।)

[৫.১২]

●▸ প্রতীহারী — দেব, পসণ্ণমুহবণ্ণা দীসন্তি। জাণামি বিস্সদ্ধকজ্জা ইসীও। (দেব, প্রসন্নমুখবর্ণা দৃশ্যন্তে। জানামি বিশ্রব্ধকার্যা ঋষয়ঃ।)

রাজা — (শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা) অথাত্রভবতী —

> **কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।**
> **মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥ ১৩ ॥**

বিসন্ধি—অথ + অত্রভবতী। স্বিৎ + অবগুণ্ঠনবতী। কিসলয়ম্ + ইব।

অন্বয়—পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে কিসলয়ম্ ইব তপোধনানাং মধ্যে নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতী ইয়ং কা স্বিৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রতীহারী — দেব (মহারাজ), প্রসন্নমুখবর্ণা দৃশ্যন্তে (এঁদের মুখে প্রসন্নতার ছাপ দেখা যাচ্ছে)। জানামি (মনে হচ্ছে) বিশ্রব্ধকার্যা ঋষয়ঃ (কোন ভালো খবর নিয়েই ঋষিরা এসেছেন)। রাজা — [শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা — শকুন্তলাকে দেখে] অথ অত্রভবতী (আচ্ছা, ইনি) — পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে (শীর্ণ পাণ্ডুবর্ণের পত্রের মধ্যে) কিসলয়ম্ ইব (কিসলয়ের মত, কিসলয় — নতুন পাতা) তপোধনানাং মধ্যে (ঋষিদের মাঝে) নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা (যার দেহলাবণ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকায় খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না) অবগুণ্ঠনবতী (অবগুণ্ঠনবতী) ইয়ং (এই নারী) কা স্বিৎ (কে)।

বঙ্গানুবাদ—প্রতীহারী — মহারাজ, এঁদের মুখে প্রসন্নতার ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কোন ভালো খবর নিয়েই ঋষিরা এসেছেন।

রাজা — (শকুন্তলাকে দেখে) আচ্ছা, (শীর্ণ) পাণ্ডুবর্ণের পত্রের মধ্যে কিসলয়ের মত, ঋষিদের মধ্যে (অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যার) দেহলাবণ্য স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, অবগুণ্ঠনবতী এই রমণী কে?

রাঘবভট্ট—দেব, প্রসন্নমুখবর্ণা দৃশ্যন্তে। জানামি বিস্রব্ধং শান্তমক্রূরং কার্যং যেষাং তে তাদৃশা ঋষয়ঃ। 'বিস্রব্ধস্ত্বদ্ভুটে ব্যর্থে শান্তবিশ্বস্তয়োরপি' ইতি বিশ্বঃ। কা স্বিদিতি। স্বিদিতি বিতর্কে। 'স্বিদিতি প্রশ্নে বিতর্কে চ' ইত্যুক্তেঃ। সশিরোমুখপ্রাবরণমবগুণ্ঠনং তদ্বতী। অতএব নাতিপরিস্ফুটে শরীরলাবণ্যে যস্যাঃ সা। নঞ্‌সমাসঃ। ইদমনূদ্যম্। তপোধনানাং মধ্যে কা স্বিদিতি বিধেয়ম্। অতএ বৈতন্মাত্র উপমা। পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে কিসলয়ং কোমলপল্লবমিবেতি। অস্যাশ্চ ভিন্নলিঙ্গত্বেঽপি কোমলত্বাদেঃ সাধারণধর্মস্য গম্যত্বাৎ সহৃদয়মনোনুরঞ্জকত্বমেব। হেত্বনুপ্রাসৌ। ননু নাতিপরিস্ফুটেত্যাদৌ শরীরমাত্রগ্রহণে-ঽপ্যুভয়লাভ ইতি চেৎ সত্যম্। স্যাদেবং যদি নিষেধমাত্রে তাৎপর্যং স্যাৎ কিংত্বত্র বিধৌ তাৎপর্যম্। অতএবাতিপর্যোরুপাদানম্। তেনেষদ্ব্যক্তে ইত্যর্থঃ। অত্র চোভয়গ্রহণমন্তরেণ বিবক্ষিতার্থলাভাৎ। যত আদ্যমাত্রোপাদানে দ্বিতীয়াপ্রাপ্তেঃ। দ্বিতীয়মাত্রগ্রহণে কনকচম্পকাভতনুবর্ণাপ্তেঃ। লাবণ্য-লক্ষণং সুধাকরে — "মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্ত-রলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥" ইতি। এবংভূতৈতদবলোকনেন স্থায়িন্যা রতেরনুসন্ধানম্।

সুষমা—[১] কা স্বিৎ — প্রশ্ন, বিতর্কসূচক। পাঠান্তর-কেয়ম্। [২] অবগুণ্ঠনবতী — অবগুণ্ঠন + মতুপ্ + ঙীপ্। [৩] নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা -- ন অতিপরিস্ফুটম্ নাতি পরিস্ফুটম্ (নঞর্থক ন-শব্দের সঙ্গে সহসুপা) ; রাঘবভট্ট এখানে নঞ্‌তৎপুরুষ স্বীকার করেছেন। তা বিচার্য। শরীরস্য লাবণ্যম্ (ষষ্ঠী-তৎ — 'অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ') ; নাতিপরিস্ফুটংশরীরলাবণ্যং যস্যাঃ (বহুব্রী) সা। [৪] উপমা অলঙ্কার। 'অবগুণ্ঠনবতী' থাকা নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা'র কারণ। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ। অনুপ্রাস। [৫] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—কি সুন্দর উপমা! বৃদ্ধা গৌতমী এবং দুই ঋষি শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের পটভূমিকায় কুসুমলোভনীয়া সদ্যোযৌবনা, অপরূপ লাবণ্যময়ী শকুন্তলার তুলনা জীর্ণপত্রের মাঝে নব কিসলয়। উপমাটি আরো ভালো হ'ত যদি নিশ্চিত হওয়া যেত শকুন্তলার পরিধেয় বস্ত্র কিসলয়বর্ণের। কাষায়বস্ত্রপরিহিত ঋষিদের মাঝে কিসলয়বর্ণের পরিধেয়ে শকুন্তলা তখন সবদিক থেকেই বিশিষ্ট হত। নিশ্চিত না হওয়ার কারণ এই যে — চতুর্থ অঙ্কে বনদেবতাদের দেওয়া বস্ত্র ছিল 'ইন্দুপাণ্ডু' (চন্দ্রধবল) এবং এক্ষেত্রে শকুন্তলা সেই মাঙ্গলিক বস্ত্রই পরিধান করেছিলেন — এটাই আশা করা যায়।

[৫.১৩]

➜ প্রতীহারী— দেব, কুতূহলগব্‌ভোপহিদো ণ মে তক্কো পসরদি। ণং দংসণীআ উণ সে আকিদী লক্‌খীঅদি। (দেব, কুতূহলগর্ভোপহিতো ন মে তর্কঃ প্রসরতি। ননু দর্শনীয়া পুনঃ অস্যাঃ আকৃতিঃ লক্ষ্যতে।)

রাজা— ভবতু। অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্।

শকুন্তলা— (হস্তমুরসি কৃত্বা। আত্মগতম্) হিঅঅ কিং এব্বং বেবসি। অজ্জউত্তস্স ভাবং ওহারিঅ ধীরং দাব হোহি। (হৃদয়, কিম্ এবং বেপসে। আর্যপুত্রস্য ভাবম্ অবধার্য ধীরং তাবৎ ভব।)

পুরোহিতঃ— (পুরো গত্বা) এতে বিধিবদর্চিতাস্তপস্বিনঃ। কশ্চিদেষামুপাধ্যায়-সন্দেশঃ। তং দেবঃ শ্রোতুমর্হতি।

রাজা — অবহিতোঽস্মি।

ঋষয়ঃ — (হস্তানুদ্যম্য) বিজয়স্ব রাজন্।

রাজা — সর্বানভিবাদয়ে।

ঋষয়ঃ — ইষ্টেন যুজ্যস্ব।

রাজা — অপি নির্বিঘ্নতপসো মুনয়ঃ।

ঋষয়ঃ —

কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।
তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধি—হস্তম্ + উরসি। বিধিবৎ + অর্চিতাঃ + তপস্বিনঃ। কশ্চিৎ + এষাম্ + উপাধ্যায়-সন্দেশঃ। শ্রোতুম্ + অর্হতি। অবহিতঃ + অস্মি। হস্তান্ + উদ্যম্য। সর্বান্ + অভিবাদয়ে। তমঃ + তপতি। কথম্ + আবির্ভবিষ্যতি।

অন্বয়—ত্বয়ি সতাং রক্ষিতরি (সতি) ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ কুতঃ? ঘর্মাংশৌ তপতি তমঃ কথম্ আবির্ভবিষ্যতি?

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রতীহারী — দেব (মহারাজ), কুতূহলগর্ভোপহিতঃ (আমার জানতে খুবই কৌতূহল হচ্ছে) ন মে তর্কঃ প্রসরতি (কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না)। ননু দর্শনীয়া পুনঃ অস্যাঃ আকৃতিঃ লক্ষ্যতে (তা যাই হোক্, দেখতে খুবই সুন্দর বোঝা যাচ্ছে)। রাজা — ভবতু (তা হোক্)। অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্ (অন্যের স্ত্রীর রূপ বিশ্লেষণ অনুচিত)। শকুন্তলা — [হস্তম্ উরসি কৃত্বা — বুকে হাত দিয়ে ; আত্মগতম্ — মনে মনে] হৃদয় (আমার হৃদয়), কিম্ এবং বেপসে (তুমি এমনভাবে কাঁপছ' কেন)? আর্য পুত্রস্য ভাবম্ অবধার্য (আর্যপুত্র দুষ্যন্তের সেই সময়ের অনুরাগের কথা মনে ক'রে) ধীরং তাবৎ ভব (তুমি স্থির হও। অর্থাৎ যে অনুরাগ তখন দেখেছি, তাতে বিশ্বাস হয় না তিনি তার অমর্যাদা করবেন)। পুরোহিতঃ

— [পুরো গত্বা — সামনে গিয়ে] এতে তপস্বিনঃ বিধিবদর্চিতাঃ (এই তপস্বীদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করা হয়েছে)। এষাং কশ্চিৎ উপাধ্যায়সন্দেশঃ (এঁরা এঁদের উপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটা সংবাদ নিয়ে এসেছেন)। তং দেবঃ শ্রোতুম্ অর্হতি (আপনি সেই সংবাদ এবারে শুনুন)। রাজা — অবহিতোঽস্মি (বলুন, শুনছি)। ঋষয়ঃ (ঋষিরা) — [হস্তান্ উদ্যম্য — হাতে তুলে] বিজয়স্ব রাজন্ (মহারাজ আপনার জয় হোক্)। রাজা —সর্বান্ অভিবাদয়ে (আপনাদের অভিবাদন করছি)। ঋষয়ঃ — ইষ্টেন যুজ্যস্ব (আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্)। রাজা —অপি নির্বিঘ্নতপসো মুনয়ঃ (ঋষিদের তপস্যা নির্বিঘ্নে চ'লছে তো)? ঋষয়ঃ —ত্বয়ি সতাং রক্ষিতরি সতি (সাধু-সজ্জনের রক্ষাকর্তা আপনি থাকতে) ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ কুতঃ (যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মকার্যে ব্যাঘাত হবে কি করে) ; ঘর্মাংশৌ তপতি (আকাশে সূর্য থাকতে) তমঃ কথম্ আবির্ভবিষ্যতি (অন্ধকারের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব)?

বঙ্গানুবাদ—প্রতীহারী — মহারাজ, আমার জানতে খুবই ইচ্ছা হচ্ছে (যে এই স্ত্রীলোক কে হতে পারে), কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। তবে ইনি দেখতে খুবই সুন্দর তা বোঝা যাচ্ছে।

রাজা — তা হোক্। পরের স্ত্রীর রূপ বিশ্লেষণ উচিত নয়।

শকুন্তলা — (বুকে হাত দিয়ে ; মনে মনে) আমার হৃদয়, তুমি এমনভাবে কাঁপছ' কেন? আর্যপুত্র (দুষ্যন্তের) সেই সময়ের অনুরাগের কথা মনে ক'রে স্থির হও।

পুরোহিত — (সামনে গিয়ে) এই তপস্বীদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করা হয়েছে। এঁরা এঁদের উপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটা সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আপনি সেই সংবাদ এবারে শুনুন।

রাজা — বলুন, শুনছি।

ঋষিগণ — (হাত তুলে) মহারাজ, আপনার জয় হোক্।

রাজা — আপনাদের সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

ঋষিগণ — আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

রাজা — ঋষিদের তপস্যা নির্বিঘ্নে চলছে তো?

ঋষিগণ — সাধু-সজ্জনের রক্ষাকর্তা আপনি থাকতে (যাগযজ্ঞ প্রভৃতি) ধর্মকার্যের ব্যাঘাত হবে কি করে? আকাশে সূর্য থাকতে অন্ধকারের উদয় কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

রাঘবভট্ট—দেব কুতূহলেন গর্ভে মধ্য উপহিতো যুক্তো ন মে তর্কঃ প্রসরতি। ত্বৎপরিগৃহীতেন পূর্বত্বেন কুতূহলগর্ভত্বং প্রভুসমক্ষত্বাৎ তুন্যানাতত্বং (?) চাপ্রসরণে হেতুঃ। কচিদ্ গতপুস্তকে 'কুতূহলগব্‌ভোপহদ' ইত্যাদিকঃ পাঠঃ। কচিৎ পুস্তকে তু নাস্ত্যেবায়ং পাঠঃ। ননু দর্শনীয়া সুন্দরা পুনরস্যা আকৃতির্লক্ষ্যতে। ভবত্বিতি নিষেধে। 'অস্তু ভবতু পূর্যত ইতি নিষেধে' ইত্যুক্তেঃ। অনির্বর্ণনীয়মদ্রষ্টব্যম্। হস্তমুরসি কৃত্বেতি স্বভাবোক্তিঃ। হৃদয়, কিমেবং বেপসে। আর্যপুত্রস্য ভাবং চিত্তাভিপ্রায়মবধার্য ধীরং তাবত্তব। কুত ইতি। ত্বয়ি

রক্ষিতরি সতি কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ। সর্বমেবৈতদ্বিধেয়ম্। ত্বং রক্ষিতা। ত্বয়ি রক্ষিতরি সর্বে সন্তঃ। তেষাং ক্রিয়ামাত্রবিঘ্নোঽপি ন সংভাব্যতে সুতরাং ধর্মক্রিয়াবিঘ্ন ইত্যর্থঃ। তম ইতি। ঘর্মাংশৌ সূর্য উদয়াদ্রিমারূঢ় এব তমোনাশঃ। অপিতু তস্মিন্ সুতরামাবির্ভূতে তদভাব ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তালংকারঃ। হেত্বনুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ — ধর্মস্য ক্রিয়া (ষষ্ঠী তৎ), তাসু বিঘ্নঃ (সপ্তমী তৎ)। [২] ঘর্মাংশৌ — ঘর্মাঃ অংশবঃ যস্য (বহুব্রী) তস্মিন্। [৩] শ্লোকের পূর্বার্দ্ধ এবং উত্তরার্দ্ধে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। 'কুতঃ' এবং 'কথম্' এই পদের দ্বারা অর্থাপত্তি অলঙ্কার অভিব্যক্ত হচ্ছে। তাছাড়া অনুপ্রাস। [৪] শ্লোক (পথ্যবক্ত্র) ছন্দ।

অধ্যাপনা—'ণং দংসণীআ উণ সে আকিদী লক্খীঅদি' (ননু দর্শনীয়া পুনঃ অস্যাঃ আকৃতিঃ লক্ষ্যতে) — দেখা যাচ্ছে চতুর্থ অঙ্কে কণ্ব যে বলেছিলেন — 'ইমে অপি প্রদেয়ে। ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্' ('এদেরও আমায় ভালোভাবে বিয়ে দিতে হবে তাই এদের রাজবাড়ীতে যাওয়া ঠিক হবে না') — তা আক্ষরিক ভাবে মিলে যাচ্ছে। দর্শনীয় আকৃতির রাজবাড়ীতে বড়ই কদর। প্রতিহারীর উক্তিতে স্থূলতা লক্ষণীয়। ভাবখানা এই — 'মহারাজ দেখতে মন্দ নয়। আপনি একে ধন্য করতে পারেন।' একটা প্রশ্ন উঠতে পারে — প্রতীহারীর মত একজন অধম পাত্রের পক্ষে রাজার কাছে এভাবে কথা বলা সাজে কিনা। এধরণের প্রস্তাব উত্থাপনের ধৃষ্টতা নাটকীয় পাত্রের মধ্যে একমাত্র নর্ম সহচর বিদূষকের পক্ষেই প্রযোজ্য হতে পারে।

আরো আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি রাজা দুষ্যন্ত এব্যাপারে বিশেষ উষ্মা প্রকাশ না করেই তার উত্তর দিচ্ছেন — 'তা হোক্। পরকলত্র অনির্বর্ণনীয়'। এখানে 'তা হোক্' (ভবতু) এই পদটি নিষেধসূচক অব্যয়। সম্ভবতঃ মৃদুনিষেধ। সুতরাং এখানে প্রতীহারীর কোন ইঙ্গিত আছে এরকম না ধরে কেবলমাত্র সরল কৌতূহলের প্রকাশ বলে ধরা চলতে পারে।

এই অংশে রাজাকে সম্বোধন এবং আশীর্বাদের ক্ষেত্রে সকল ঋষির একসঙ্গে বলা সঙ্গত হলেও 'কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ...' এই শ্লোকও সকল ঋষির একত্রে বলা কৃত্রিম মনে হয়। এক্ষেত্রে এই উত্তর তাঁরা আগে থেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এমন ধারণা করতে হয়। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অঙ্কেও দুই ঋষিকুমার একই সঙ্গে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন (২।১৭ অংশে ১৬ নং শ্লোকে) দেখতে পাই। সেখানে ততটা কৃত্রিম মনে হয় না। অনেক ঋষির কণ্ঠে সালঙ্কার বাক্য একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় এটাও গৎবাধা প্রশংসাবচন স্বীকার করতে হবে। পরবর্তী ৫।১৪ অংশের 'স্বাধীনকুশলাঃ...' এই অংশও অনেক ঋষির একসঙ্গে উক্তি বলে ধরা কঠিন। বিভিন্ন সংস্করণে এই কারণে তা শার্ঙ্গরবের উক্তি বলে দেখান হয়েছে (দ্রঃ এম. আর কালে, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী, এস. রায়, এ. বি গজেন্দ্রগদ্‌কর ইত্যাদি)। রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর সংস্করণে 'গৌতমীসহিতৌ...কণ্বশিষ্যৌ' (পৃ. ৪৯৯) এইরকম বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত — মাত্র দুজন ঋষিই সঙ্গে এসেছিলেন ধরতে হবে।

[৫.১৪]

রাজা — অর্থবান্ খলু মে রাজশব্দঃ। অথ ভগবাংল্লোকানুগ্রহায় কুশলী কাশ্যপঃ?

ঋষয়ঃ — স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ। স ভবন্তমনাময়প্রশ্নপূর্বকমিদমাহ।

রাজা — কিমাজ্ঞাপয়তি ভগবান্?

শার্ঙ্গরবঃ — যন্মিথঃ সময়াদিমাং মদীয়াং দুহিতরং ভবানুপায়ংস্ত তন্ময়া প্রীতিমতা যুবয়োরনুজ্ঞাতম্। কুতঃ —

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতোঽসি নঃ
শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী চ সৎক্রিয়া।
সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥

তদিদানীমাপন্নসত্ত্বা প্রতিগৃহ্যতাং সহধর্মচরণায়েতি।

বিসন্ধি—ভগবান্ + লোকানুগ্রহায়। ভবন্তম্ + অনাময়প্রশ্নপূর্বকম্ + ইদম্ + আহ। কিম্ + আজ্ঞাপয়তি। যৎ + মিথঃ। সময়াৎ + ইমাম্। ভবান্ + উপায়ংস্ত। তৎ + ময়া। যুবয়োঃ + অনুজ্ঞাতম্। ত্বম্ + অর্হতাম্। স্মৃতঃ + অসি। সমানয়ন্ + তুল্যগুণম্। তৎ + ইদানীম্ + আপন্নসত্ত্বা। সহধর্মচরণায় + ইতি।

অন্বয়—ত্বং নঃ অর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতোঽসি। শকুন্তলা চ মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া। প্রজাপতিঃ তুল্যগুণং বধূবরং সমানয়ন্ চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — অর্থবান্ খলু মে রাজশব্দঃ (তাহলে আমার 'রাজা' এই পদবী সার্থক হ'ল)। অথ ভগবান্ কাশ্যপঃ (আচ্ছা, ভগবান্ কাশ্যপ) লোকানুগ্রহায় কুশলী (জগতের মঙ্গলবিধানের জন্য কুশলে আছেন তো)? ঋষয়ঃ (ঋষিরা) — স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ (যাঁরা সিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামাত্রেই কুশলে থাকেন)। স (তিনি) ভবন্তম্ অনাময়প্রশ্নপূর্বকম্ (আপনার কুশল জিজ্ঞাসার পর) ইদম্ আহ (এই কথা জানিয়েছেন)। রাজা —কিম্ আজ্ঞাপয়তি ভগবান্ (ভগবান্ কাশ্যপ কি আদেশ করেছেন)? শার্ঙ্গরবঃ — যৎ ভবান্ (আপনি যে), মিথঃ সময়াৎ (পরস্পর শপথ ক'রে) ইমাং মদীয়াং দুহিতরং (আমার এই কন্যাকে) উপায়ংস্ত (বিবাহ করেছেন) তন্ময়া প্রীতিমতা (তা আমি খুসিমনে) যুবয়োঃ (আপনাদের সেই গান্ধর্ব-বিবাহ) অনুজ্ঞাতম্ (অনুমোদন করেছি)। কুতঃ (কেননা), ত্বং (তুমি, এখানে আপনি) নঃ (আমাদের) অর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতঃ অসি, (শ্রদ্ধা-ভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে আমরা বিবেচনা করে থাকি), শকুন্তলা চ মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া (আর শকুন্তলাও সাক্ষাৎ সৎক্রিয়া)। প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি ব্রহ্মা) তুল্যগুণং বধূবরং (সমানগুণের বর এবং বধূর) সমানয়ন্ (মিলন ঘটিয়ে) চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ (চিরকালের

নিন্দা থেকে মুক্ত রইলেন)। তৎ (সুতরাং) ইদানীম্ (এখন) আপন্নসত্ত্বা (গর্ভধারিণী এই শকুন্তলাকে) সহধর্মচরণায় (একসঙ্গে ধর্ম আচরণের জন্য, সহধর্মিণী হিসাবে) প্রতিগৃহ্যতাম্ ইতি (গ্রহণ করুন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — আমার 'রাজা' পদবী (আজ) সার্থক হ'ল। আচ্ছা ভগবান কাশ্যপ জগতের মঙ্গলের জন্য কুশলে আছেন তো?

ঋষিগণ — যাঁরা সিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাঁরা আপন ইচ্ছামাত্রেই কুশলে থাকেন। তিনি (প্রথমে) আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করে এই কথা জানিয়েছেন।

রাজা — তা ভগবান্ (কাশ্যপ) কি আদেশ করেছেন?

শার্ঙ্গরব — (তিনি জানিয়েছেন) যে আপনি যে পরস্পর শপথ ক'রে (গান্ধর্ব মতে) আমার এই কন্যাকে বিবাহ করেছেন, আপনাদের সেই বিবাহ তিনি খুসিমনেই অনুমোদন করেছেন। কেননা —

আপনাকে আমরা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করে থাকি, আর শকুন্তলাও সাক্ষাৎ সৎক্রিয়া। এরকম সমানগুণের বর এবং বধূর মিলন ঘটিয়ে ভগবান প্রজাপতি (ব্রহ্মা) চিরকালের নিন্দা থেকে মুক্ত রইলেন।

সুতরাং আপনি এখন গর্ভবতী এই শকুন্তলাকে সহধর্মিণী হিসাবে গ্রহণ করুন।

রাঘবভট্ট—অর্থবান্ সপ্রয়োজনঃ। তাপযুক্তত্বাদিতি। ভাবঃ। লোকানুগ্রহায় জনানুগ্রহায়। ভুবনানুগ্রহায় চেত্যর্থঃ। 'লোকস্তু ভুবনে জনে' ইত্যমরঃ। ত্রিভুবনানুগ্রাহকত্বেন লোকোত্তরা তপঃসিদ্ধির্ধ্বনিতা। তদভিপ্রায়েণৈবোত্তরয়ন্তি — স্বাধীনেতি। অনাময়প্রশ্নপূর্বমিতি তস্য ক্ষত্রিয়ত্বাৎ। তদুক্তং ভৃগুসংহিতায়াম্ — 'ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্। বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ' ইতি। মিথঃ সময়াৎ। গান্ধর্বেণ বিবাহেনেত্যর্থঃ। উপায়ংস্ত বিবাহিতবান্। 'উপাদ্যমঃ স্বকরণে' ইত্যাত্মনেপদম্। ত্বমিতি। যদ্যস্মাৎ ত্বমর্হতাং পূজ্যানাং প্রাগ্রসরো মুখ্যঃ স্মৃতোঽসি। লোকৈরিতি শেষঃ। ক্বচিৎ 'স্মৃতোঽসি নঃ' ইতি পাঠঃ। সরতীতি সরঃ। 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যঃ' ইত্যত্র পচাদেরাকৃতিগণত্বাদচ্। ততঃ প্রকর্ষেণাগ্রে সরতীতি প্রাগ্রসরঃ। সংজ্ঞায়া অভাবাৎ 'হলদন্তাৎ' ইত্যাদিনা লুঙ্ ন। 'ত্বমর্হতাং প্রাগ্রহরঃ' ইতি বা পাঠঃ। 'পরার্ধ্যাগ্র্যপ্রাগ্রসর' ইত্যাদ্যমরঃ। যদ্যস্মাচ্ছকুন্তলা মূর্তিমতী শরীরধারিণী। সতী পূজ্যা চাসৌ ক্রিয়া চ সৎক্রিয়া। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অনয়া চাখিলজনপূজ্যত্বমস্যা ধ্বনিত্বম্। অতএব তুল্যগুণত্বম্। তত্তস্মাদিত্যর্থেন তচ্ছব্দেনান্বয়ঃ। 'ন' ইতি পাঠে তুভাবপ্যার্থৌ। তুল্যগুণং সমানগুণং বধূবরং সমানয়ন্ সংযোজয়ন্। চিরস্য চিরকালেন প্রজাপতির্বাচ্যং নিন্দাং ন গতো ন প্রাপ্তঃ। 'বাচ্যং বক্তব্যমিত্যেতৌ প্রবর্তেতে প্রপাদনে। বচোহে কুৎসিতে হীনে দূষণেঽভিধয়োদিতে' ইতি ধরণিঃ। চিরস্যেতি বিভক্তিপ্রতিরূপকমব্যয়ম্। 'চিরায় চিররাত্রায় চিরস্যাদ্যাশ্চিরার্থকাঃ' ইত্যমরঃ। অন্যত্র তু যত্র বধূবরং মেলয়তি তত্র তত্রাতুল্যগুণম্। জগতীদমেবেতি ভাবঃ। অতএব চিরস্যেতুক্তিঃ।

প্রজাপতিরিতি স্বাভিপ্রায়ম্। সমহেত্বনুপ্রাসাঃ। বংশস্থং বৃত্তম্। 'স্মৃতোঽসি সৎক্রিয়েব যন্মূর্তিমতী শকুন্তলা' ইতি পঠিত্বা ক্রমলক্ষণো দোষঃ পরিহরণীয়ঃ। আপন্নসত্ত্বা গর্ভবতী। 'আপন্নসত্ত্বা স্যাদ্ গুর্বিণ্যন্তর্বত্নী চ গর্ভিণী' ইত্যমরঃ। ধর্মচরণায়েত্যনেন বিধিবদ্‌ঢ়ত্বং ব্যজ্যতে।

সুষমা—[১] অর্থবান্ — সার্থক। অন্বর্থসংজ্ঞা। তাপযুক্তত্বাৎ — রাঘবভট্ট। তু. 'যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা। তথৈব সোঽভূদন্বর্থঃ রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ' ॥ (রঘু, চতুর্থ) ; রাজতে রঞ্জয়তি প্রজা ইতি রাজ্ + কনিন্। রাজ্‌ধাতু দীপ্ত্যর্থক হলেও 'ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ' ভিন্নার্থে ব্যবহার। [২] লোকানুগ্রহায় — লোকানুগ্রহং কর্তুম্ এই অর্থে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' সূত্রে চতুর্থী। [৩] কুশলী — ব্রাহ্মণকে 'কুশল' প্রশ্ন করার নিয়ম। 'কুশল' কথায় কুশচ্ছেদনকারী > নিপুণ বা দক্ষ (কুশ তোলার অভিজ্ঞতা না থাকলে হাত রক্তাক্ত হতে পারে) > নির্বিঘ্নে যজ্ঞীয় কুশ আহরণ > রাক্ষসাদির উৎপাতহীন নির্বিঘ্নে যজ্ঞসম্পাদন — এরকম অর্থ পাচ্ছি। তাছাড়া কুশঘাস তুলতে গিয়ে মুক্ত বায়ু সেবনের শারীরিক সুস্থতারও ইঙ্গিত এতে আছে বলে অনেক টীকাকার বলেছেন। প্রাচীন ভারতে প্রথম সাক্ষাতে বর্ণানুসারে পৃথক্ প্রশ্নের ব্যবস্থা ছিল। 'ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্। বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥' (মনু, দ্বিতীয় অধ্যায়)। [৪] সিদ্ধিমন্তঃ — সিদ্ধি আট প্রকার। অণিমা, গরিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব। [৫] অনাময়প্রশ্নপূর্বকম্ — ক্ষত্রিয়কে 'অনাময়' (নীরোগ থাকা) প্রশ্ন করতে হয় — একথা ইতিপূর্বেই (এই অনুচ্ছেদেই ৩নং) বলা হয়েছে। [৬] উপাযংস্ত — উপ-যম্ + লঙ্, প্রথমপুরুষ, একবচন। 'উপাদ্ যমঃ স্বকরণে' সূত্রে আত্মনেপদ। [৭] অর্হতাম্ — অর্হ + শতৃ (প্রশংসার্থে), তেষাম্। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। [৮] প্রাগ্রসরঃ — অগ্রে সরতীতি অগ্র + সৃ + ট কর্তরি, বাহুলকাৎ = অগ্রসরঃ। প্রকর্ষেণ অগ্রসরঃ (প্রাদি তৎ)। পাঠান্তর — প্রাগ্রহরঃ। [৯] স্মৃতঃ — স্মৃ + ক্ত, কর্তরি বর্তমানে। [১০] নঃ — 'ক্তস্য চ বর্তমানে' সূত্রে ষষ্ঠী। [১১] মূর্তিমতী — মূর্তি + মতুপ্ + ঙীপ্। [১২] সমানয়ন্ — সম্ + আ + নী + শতৃ। [১৩] তুল্যগুণম্ — তুল্যাঃ গুণাঃ যস্য তৎ (বহুব্রী)। [১৪] বধূবরম্ — বধূশ্চ বরশ্চ (দ্বন্দ্ব) তম্। 'সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়া একবদ্ ভবতি' এই নিয়মে একবচন। বিকল্পে বধূবরৌ। 'বর' শব্দের পূর্বনিপাত আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্বনিপাতের নিয়মের বাধ্যবাধকতা না থাকায় বধূবরম্। [১৫] তৃতীয় চরণে চতুর্থচরণের কারণের উল্লেখ আছে। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলনের কথায় সমালঙ্কার। তাছাড়া উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস। [১৬] বংশস্থবিল ছন্দ। [১৭] আপন্নসত্ত্বা — আপন্নং সত্ত্বং যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [১৮] সহধর্মচরণায় — ধর্মস্য চরণম্ (ষষ্ঠী তৎ), সহ ধর্মচরণম্ (সুপ্‌সুপা), তস্মৈ। তাদর্থ্যে চতুর্থী।

অধ্যাপনা—'যঃ সুন্দরস্তদ্বনিতা কুরূপা / যা সুন্দরী সা পতিরূপহীনা। যত্রোভয়ং তত্র দরিদ্রতা চ / বিধের্বিচিত্রাণি বিচেষ্টিতানি ॥' — অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রী তুল্যগুণবিশিষ্ট হয় না। 'অল্পং তুল্যশীলানি দ্বন্দ্বানি সৃজ্যন্তে' ('প্রতিমা' নাটকে প্রথম অঙ্কে রামের উক্তি) ;

এখানে অবশ্য তুল্যস্বভাবের কথা বলা হয়েছে। বিপরীতক্রমে বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট স্বামী-স্ত্রী জগতে সুলভ। পরিহাসচ্ছলে কেউ কেউ বলেন — 'বধূবরম্' 'যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ' (অহিনকুলম্ ইতিবৎ) এই সূত্রে সাধ্য। যাই হোক্, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ক্ষেত্রে কিন্তু ভগবান্ প্রজাপতি দুই তুল্যগুণকে এক জায়গায় এনে বহুকালের নিন্দাবাদ থেকে কিছুটা মুক্ত হলেন। তু. রঘুবংশে অজ-ইন্দুমতীর মিলন। 'কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়প্রধানৈঃ। ত্বমাত্মনস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন ॥ ' (ষষ্ঠ সর্গ)।

[৫.১৫]

গৌতমী — অজ্জ, কিংপি বত্তুকামম্হি। ণ মে বঅণাবসরো অত্থি। কহংত্তি —

ণাবেক্খিও গুরুঅণো ইমাএ ণ তুএ পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কমেব্বং চরিএ ভণামি কিং এক্কমেক্কস্স ॥ ১৬ ॥

আর্য, কিমপি বক্তুকামাস্মি। ন মে বচনাবসরঃ অস্তি। কথমিতি —

নাপেক্ষিতো গুরুজনোঽনয়া ন ত্বয়া পৃষ্টো বন্ধুঃ।
একৈকমেবং চরিতে ভণামি কিমেকৈকম্ ॥

সন্ধি—কিম্ + অপি। বক্তুকামা + অস্মি। কথম্ + ইতি। গুরুজনঃ + অনয়া। একৈকম্ + এবম্। কিম্ + একৈকম্।

অন্বয়—অনয়া গুরুজনঃ ন অপেক্ষিতঃ, ত্বয়া ন বন্ধুঃ পৃষ্টঃ। একৈকম্ এবং চরিতে একৈকম্ কিং ভণামি।

বাংলা প্রতিশব্দ—গৌতমী — আর্য (আর্য, মহারাজ) কিমপি বক্তুকামা অস্মি (আমার একটু বলার আছে)। ন মে বচনাবসরঃ অস্তি (অবশ্য আমার বলার অবকাশ বিশেষ নেই)। কথমিতি (যদি বলেন কেন — তবে বলি) — অনয়া (এ অর্থাৎ শকুন্তলা) গুরুজনঃ ন অপেক্ষিতঃ (গুরুজনের মতের জন্য অপেক্ষা করেনি), ত্বয়া ন বন্ধুঃ পৃষ্টঃ (আপনিও আপনার আত্মীয়স্বজনদের কিছু জিজ্ঞাসা করেননি)। একৈকম্ এবং চরিতে (আপনারা দুজনেই এইরকম স্বাধীনভাবে সব করেছেন ; সুতরাং এক্ষেত্রে) একৈকম্ কিং ভণামি (একজনের জন্য আরেকজনকে আর কি বলব')?

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী — আর্য, আমার একটু বলার আছে। অবশ্য বলার বিশেষ অবকাশ নেই। কেননা —

এই শকুন্তলাও (বিবাহের ব্যাপারে) গুরুজনদের মতের অপেক্ষা রাখেনি আর আপনিও আপনার আত্মীয়স্বজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। আপনারা দুজনেই এ রকম স্বাধীনভাবে সব করেছেন ; সুতরাং এক্ষেত্রে একজনের জন্য আরেকজনকে কি আর বলব'?

রাঘবভট্ট—আর্য, কিমপি বক্তুকামাস্মি। ন মে বচনাবসরোঽস্তীতি ভবিষ্যদাক্ষেপঃ। তস্যৈবোপাদানং কথমিতি। ণাবেক্খিও ইতি। নাপেক্ষিতো গুরুজনোঽনয়া ন খলু পৃষ্টশ্চ বন্ধুজনঃ। ক্বচিৎপুস্তকে 'ইমাত্র তুএ পুচ্ছিদো [ণ] বন্ধুজণো' ইতি পাঠঃ। ত্বয়া পৃষ্টো ন বন্ধুজন ইত্যর্থঃ। উভয়োরপ্যপরাধাবিষ্করণম্। এক্কক্কমে পরস্পরস্মিন্ ব্ব এব চরিতে ভণামি কিমেকমেকম্। পরস্পরানুরাগেণ ভবদ্ভ্যামিদং বিহিতম্। তত্রৈকঃ পর্যনুযোজ্যো ন ভবতীতি ভাবঃ। 'এক্কক্কমন্নোন্ন' ইতি দেশীকোশঃ। 'ণব্বে অবি অব্বে অবধারণে' ইতি সূত্রেণ ব্বকারোঽবধারণে। এক্কস্যেতি 'ক্বচিদ্দ্বিতীয়াদেঃ' ইতি দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী। গাথেয়ম্। তেন ইমাএ' ইত্যেকারস্য 'এও সুদ্ধাপআবসাণম্মি লহূ' ইতি লঘুত্বম্।

সুষমা—[১] 'আমি কি আর বলব' — এই অংশে অপরের কোন বক্তব্য থাকতে পারে না' এই ভাবের গম্যত্বে অর্থাপত্তি অলঙ্কার। [২] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—জামাতার সঙ্গে শ্বশ্রূমাতার প্রথম কথোপকথন! "বাবা, ভালো আছো তো?" — এরকম কথাইতো হবার কথা। না, তেমন স্নেহক্ষরা কথা আমরা পেলাম না। কেমন যেন 'ছাড়া-ছাড়া' ভাব। 'তোমাদের ভালো তোমরা বুঝেছ — আমাদের আর জড়াও কেন?' — এই রকম ভাব। 'নেহাতই নিয়ে এলে না — তাই দিতে আসা'। গান্ধর্ববিবাহে গৌতমীও যে খুসী নন, মনে ক্ষোভ আছে — তার প্রকাশ ঘটেছে এখানে।

[৫.১৬]

→ **শকুন্তলা** — (আত্মগতম্) কিং ণু ক্খু অজ্জউত্তো ভণাদি? (কিং নু খলু আর্যপুত্রঃ ভণতি?)

রাজা — কিমিদমুপন্যস্তম্?

শকুন্তলা — (আত্মগতম্) পাবও ক্খু বঅণোবণ্ণাসো। (পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ।)

শার্ঙ্গরবঃ — কথমিদং নাম? ভবন্ত এব সুতরাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ।

> সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং
> জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
> অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
> প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ ১৭ ॥

বিসন্ধি—কিম্ + ইদম্ + উপন্যস্তম্। কথম্ + ইদম্। সতীম্ + অপি। জনঃ + অন্যথা। পরিণেতুঃ + ইষ্যতে। প্রিয়া + অপ্রিয়া।

অন্বয়—ভর্তৃমতীং জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং সতীমপি জনঃ অন্যথা বিশঙ্কতে। অতঃ প্রমদা প্রিয়া অপ্রিয়া বা স্ববন্ধুভিঃ পরিণেতুঃ ইষ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] কিং নু খলু আর্যপুত্রঃ ভণতি (না জানি আর্যপুত্র এবারে কি বলেন)? রাজা — কিমিদম্ উপন্যস্তম্ (এ আবার কি শুরু হ'ল)? শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ (এঁর কথাগুলি যেন জ্বলন্ত আগুন)। শার্ঙ্গরবঃ — কথমিদং নাম (এ আপনি কি বলছেন)? ভবন্ত এব (আপনারাই) সুতরাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ (লৌকিক ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ বলে আমরা জানি)। ভর্তৃমতীং (স্বামী আছে এমন রমণী যদি) জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং (সর্বদাই জ্ঞাতিকুলে থাকে অর্থাৎ পিতার গৃহে থাকে তবে) সতীমপি (সে রমণী নিতান্ত সাধ্বী হলেও) জনঃ (লোকেরা) অন্যথা বিশঙ্কতে (অন্যরকম ভাবে)। অতঃ (এই কারণে) প্রমদা (স্ত্রী) প্রিয়া অপ্রিয়া বা (স্বামীর প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন) স্ববন্ধুভিঃ (স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন) পরিণেতুঃ ইষ্যতে (স্বামীর কাছেই রাখতে চায়)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (মনে মনে) না জানি আর্যপুত্র এবারে কি বলেন?

রাজা — এ আবার কি শুরু হ'ল?

শকুন্তলা — (মনে মনে) এঁর কথাগুলি যেন জ্বলন্ত আগুন!

শার্ঙ্গরব — এ আপনি কি বলছেন? আপনারাইতো লৌকিক ব্যবহারে খুব অভিজ্ঞ বলে জানি।

স্বামী আছে এমন স্ত্রীলোক যদি সর্বদাই পিতৃকুলে থাকে, তবে সেই স্ত্রীলোক নিতান্ত সাধ্বী হ'লেও লোকেরা তার সম্বন্ধে অন্যরকম ভাবে। এই কারণে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন তাকে স্বামীর কাছেই রাখতে চায়।

রাঘবভট্ট— কিং নু খল্বার্যপুত্রো ভণতি। পাবকোঽগ্নিঃ খলু বচনোপন্যাস ইতি ভিন্নরূপকম্। ক্বচিৎ 'সাবলেপঃ' ইতি পাঠঃ। নিষ্ণাতাঃ কুশলাঃ। 'নিষ্ণাতঃ কুশলেঽপি চ' ইত্যজয়ঃ। 'নিনদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে' ইতি ণত্বম্। সতীমপি। জনো লোকো ভর্তৃমতীং বিদ্যমানধবাং প্রমদাং সতীং পতিব্রতামপি জ্ঞাতিকুলং পিতৃগৃহং তৎসংশ্রয়ামথ চ সগোত্রগণসংশ্রয়ামন্যথা দোষযুক্তত্বেন বিশঙ্কতে। অনৌচিত্যপরিহারায় কবিনা দোষাদিপদত্যাগেনান্যথাপদং দত্তম্। জ্ঞাতিঃ সগোত্রে পিতরি কুলং জনপদে গৃহে। সজাতীয়গণো গোত্রঃ' ইতি চ বিশ্বঃ। অতঃ কারণাৎ প্রিয়াপ্রিয়া বা। অর্থাদ্ ভর্তুঃ। প্রমদা স্ত্রীমাত্রম্। অথ চ প্রকৃষ্টো মদস্তারুণ্যমদো যস্যাঃ সৈতাদৃশী স্ববন্ধুভির্বধূবন্ধুভিঃ পরিণেতুঃ সমীপ ইষ্যতে। 'প্রিয়াপ্রিয়া চ' ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ। তদপ্রিয়াপি' ইতি পাঠে তস্য ভর্তুরপ্রিয়া। অপিশব্দাৎ প্রিয়াপীতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র শকুন্তলায়াস্ত্বৎসমীপে স্থিতির্যোগ্যেতি বিশেষে প্রস্তুতে যৎ সামান্যবচনং তেনাপ্রস্তুতপ্রশংসা-হেত্বনুপ্রাসৌ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। অত্র স্ত্রীসামান্যে বক্তব্যে যৎ প্রমদেতি বিশেষবচনং তেন বিশেষপরিবৃত্তলক্ষণং দূষণমিতি চেন্ন। শব্দশক্ত্যুত্তবধ্বনেঃ সত্ত্বাৎ তদভিপ্রায়েণৈব ব্যাখ্যাতম্। অনেনার্থবিশেষণানামা নাট্যালংকার উপক্ষিপ্তঃ। তল্লক্ষণং তু — 'উক্তস্যার্থস্য যত্তু স্যাদুৎকীর্তনমনেকধা। উপালম্ভস্বরূপেন তৎ স্যাদর্থবিশেষণম্ ইতি ॥' ইতি।

সুষমা—[১] উপন্যস্তম্ — উপ + নি-অস্ + ক্ত। [২] লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ — লোকানাং বৃত্তান্তঃ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মিন্ নিষ্ণাতঃ (সপ্তমী তৎ), তে। নি-স্না + ক্ত কর্তরি নিষ্ণাতঃ, নিস্নাতঃ। কৌশল — অর্থে ষত্ব। সূত্র — 'নিনদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে'। [৩] জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াম্ — জ্ঞাতীনাং কুলম্ (ষষ্ঠী তৎ), তদেব একসংশ্রয়ঃ যস্যাঃ (বহুব্রী)। তাম্। [৪] প্রিয়া — প্রী + ক কর্তরি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। [৫] শকুন্তলার তোমার কাছেই থাকা উচিত — এই বিশেষ অর্থে সামান্যের উল্লেখে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। পূর্বার্দ্ধ উত্তরার্দ্ধের কারণ। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। অসতী নারীর কি কথা — সতী নারীও বিবাহের পরে পিতৃগৃহে বেশীদিন থাকলে নিন্দা হয় — এই অর্থে অর্থাপত্তি অলঙ্কার। তাছাড়া অনুপ্রাস। [৬] বংশস্থবিল ছন্দ।

অধ্যাপনা— "কন্যা পিতুর্গৃহে নৈব সুচিরং বাসমর্হতি। লোকাপবাদঃ সুমহান্ জায়তে পিতৃবেশ্মনি ॥" (পদ্মপুরাণ)। শার্ঙ্গরব ধরে নিয়েছেন যে রাজার শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ ছিল তাঁর ক্ষণিক বিলাস। এখন শকুন্তলা প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন — তার দুষ্যন্তের কাছেই থাকা উচিত — এই তাঁর বক্তব্য।

[৫.১৭]

রাজা — কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা?

শকুন্তলা — (সবিষাদম্। আত্মগতম্) হিঅঅ, সংপদং দে আসঙ্কা। (হৃদয়, সাম্প্রতং তে আশঙ্কা।)

শার্ঙ্গরবঃ —

কিং কৃতকার্যদ্বেষো ধর্মং প্রতি বিমুখতা কৃতাবজ্ঞা।

রাজা — কুতোঽয়মসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ।

শার্ঙ্গরবঃ —

মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্যমত্তেষু ॥ ১৮ ॥

রাজা — বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোঽস্মি।

বিসন্ধি—চ + অত্রভবতী। কুতঃ + অয়ম্ + অসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ। মূর্চ্ছন্তি + অমী। প্রায়েণ + ঐশ্বর্যমত্তেষু। বিশেষেণ + অধিক্ষিপ্তঃ + অস্মি।

অন্বয়—কৃতকার্যদ্বেষো কিম্? ধর্মং প্রতি বিমুখতা (কিম্)? কৃতাবজ্ঞা (কিম্)? ঐশ্বর্যমত্তেষু প্রায়েণ অমী বিকারাঃ মূর্চ্ছন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ— রাজা — কিং চ অত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা, (কিন্তু এঁকে কি আমি ইতিপূর্বেই বিবাহ করেছি)? শকুন্তলা — [সবিষাদম্ — দুঃখের সঙ্গে। আত্মগতম্ — মনে মনে] হৃদয় (হে হৃদয়), সাম্প্রতং তে আশঙ্কা (তোমার আশঙ্কাই সত্য হ'ল)। শার্ঙ্গরবঃ — কৃতকার্যদ্বেষঃ কিম্ (কৃতকর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মেছে কি)? ধর্মং প্রতি বিমুখতা কিম্ (ধর্মের

প্রতি বিরাগ এসেছে কি)? কৃতাবজ্ঞা কিম্ (নাকি সজ্ঞানে কৃতকর্মকে উপেক্ষা করছেন)? রাজা — কুতঃ অয়ম্ অসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ (এরকম উদ্ভট কল্পনার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে)? শার্ঙ্গরবঃ — ঐশ্বর্যমত্তেষু (ঐশ্বর্যে মত্ত লোকদের মধ্যে) প্রায়েণ (প্রায়ই) অমী বিকারাঃ (এইরকম বিকার) মূর্চ্ছন্তি (উপস্থিত হয়)। রাজা বিশেষণ অধিক্ষিপ্তঃ অস্মি (আপনাদের এইসব কথায় আমি খুবই অপমানিত বোধ করছি)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — সেকি! আমি কি এঁকে ইতিপূর্বেই বিবাহ করেছি?

শকুন্তলা — (দুঃখের সঙ্গে। আত্মগতভাবে) হে হৃদয়, তোমার আশঙ্কা এবারে সত্য হ'ল।

শার্ঙ্গরব — কৃত কর্মে আপনার বিদ্বেষ জন্মেছে কি? ধর্মে বিরাগ এসেছে কি? নাকি সজ্ঞানে কৃতকর্মকে উপেক্ষা ক'রছেন?

রাজা — এরকম উদ্ভট কল্পনার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?

শার্ঙ্গরব — ঐশ্বর্যে মত্ত লোকদের মধ্যে প্রায়ই এ রকম বিকার উপস্থিত হয়।

রাজা — আপনাদের এসব কথায় আমি খুবই অপমানিত বোধ করছি।

রাঘবভট্ট— হৃদয়, সাংপ্রতং ত আশঙ্কা। কিমিতি। কৃতং যৎ কার্যং গান্ধর্বো বিবাহস্তত্র দ্বেষঃ কিম্। ধর্মং প্রতি বিমুখতা কিম্। কৃতে বিদিতেঽনুভূতেঽবজ্ঞা কিম্। যাবদনুভূতং তাবদেব তদ্দুর্লভমিতি ভাবঃ। 'কৃতং যুগেঽপি পর্যাপ্তে বিহিতে' ইতি বিশ্বঃ। অসৎকল্পনামুত্তরার্ধেন নিরস্যতি — ঐশ্বর্যমত্তেষু সংপদুদ্ধতেষু প্রায়েণ বাহুল্যেনামী বিকারা উক্তা মূর্চ্ছন্তি বর্ধন্তে। 'মূর্চ্ছা মোহসমুচ্ছ্রায়য়োঃ' ইতি। আদিকারকদীপকসংশয়হেত্বর্থান্তরন্যাসানুপ্রাসাঃ। অনেন তোটকং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'সংরব্ধবচনপ্রায়ং তোটকং ত্বিহ সংক্ষিতম্' ইতি।

সুষমা—[১] পরিণীতপূর্বা — পূর্বং পরিণীতা — পরিণীতপূর্বা (সহসুপা)। 'ভূতপূর্বে চরট্' — পাণিনির এই প্রয়োগ অনুসারে 'পরিণীত' শব্দের পূর্বনিপাত। [২] কৃতকার্যদ্বেষঃ — কৃতকার্যে দ্বেষঃ (সপ্তমী তৎ)। দ্বিষ্ + ঘঞ্। [৩] কৃতাবজ্ঞা — কৃতস্য অবজ্ঞা (ষষ্ঠী তৎ)। [৪] অসংকল্পনাপ্রশ্নঃ — অসতী কল্পনা (কর্মধা), অসৎকল্পনামূলকঃ প্রশ্নঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস)। [৫] বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। তাছাড়া সন্দেহ, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার। [৬] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—শার্ঙ্গরবের — কিং কৃতকার্যদ্বেষো ধর্মং প্রতি বিমুখতা কৃতাবজ্ঞা। মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্যমত্তেষু ॥' — এই উক্তিটি নিয়ে শ্লোকটি রচিত। এই শ্লোকের মধ্যে রাজার 'কুতোঽয়মসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ' — এই উক্তি ঢুকে গেছে। শার্ঙ্গরবের সোজাসুজি আক্রমণে ক্ষুব্ধ রাজা শার্ঙ্গরবের বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই 'অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রশ্নে'র কারণ কি জানতে চাইছেন। 'কিং কৃতকার্যদ্বেষাদ্ধর্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ' — এইরকম পাঠান্তর বহু সংস্করণে আছে। 'অমী বিকারাঃ' — এই অংশের সঙ্গে যোগ বেশী থাকে যদি প্রথমাংশে তিনটি বিকার স্বীকার করা হয়। '-কল্পনাপ্রশ্নঃ' — পাঠান্তর '-কল্পনাপ্রসঙ্গঃ'।

[৫.১৮]

গৌতমী — জাদে, মুহুত্তঅং মা লজ্জ। অবণইস্সং দাব দে ওউণ্ঠণং। তদো তুমং ভট্টা অহিজাণিস্সদি। (যথোক্তং করোতি)। (জাতে, মুহূর্ত্তং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তে অবগুণ্ঠনম্। ততঃ ত্বাং ভর্তা অভিজ্ঞাস্যতি।)

রাজা — (শকুন্তলাং নির্বর্ণ্য ; আত্মগতম্)

ইদনুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্ ॥ ১৯ ॥

(বিচারয়ন্ স্থিতঃ)

বিসন্ধি—ইদম্ + উপনতম্ + এবম্। রূপম্ + অক্লিষ্টকান্তি। স্যাৎ + ন। কুন্দম্ + অন্তস্তুষারম্। ন + এব।

অন্বয়—অক্লিষ্টকান্তি এবম্ উপনতম্ ইদং রূপং প্রথমপরিগৃহীতং স্যাৎ ন বা ইতি ব্যবস্যন্ অহং ভ্রমরঃ বিভাতে অন্তস্তুষারম্ কুন্দম্ ইব ন পরিভোক্তুং ন চ হাতুং শক্নোমি খলু।

বাংলা প্রতিশব্দ—গৌতমী — জাতে (বৎস) মুহূর্ত্তং মা লজ্জস্ব (নিমেষের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ কর)। অপনেষ্যামি তে অবগুণ্ঠনম্ (তোমার ঘোমটা তুলে একটু দেখাই)। ততঃ (তবেই) ত্বাং (তোমাকে) ভর্তা (তোমার স্বামী) অভিজ্ঞাস্যতি (চিনতে পারবে)। [যথোক্তং করোতি — ঘোমটা তুলে দেখালেন]। রাজা — [শকুন্তলাং নির্বর্ণ্য — শকুন্তলাকে ভালো করে দেখে ; আত্মগতম্ — মনে মনে।] অক্লিষ্টকান্তি ইদং রূপং (এই অম্লান সৌন্দর্য্য) এবম্ উপনতম্ (এইভাবে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়েছে) প্রথমপরিগৃহীতং স্যাৎ ন বা (কিন্তু আগে একে বিবাহ করেছি কি না) ইতি ব্যবস্যন্ (এই বিচার করতে গিয়ে) অহং (আমি) ভ্রমরঃ বিভাতে (ভ্রমর যেমন ভোরবেলায়)অন্তস্তুষারং কুন্দম্ ইব (হিমগর্ভ কুন্দ পুষ্পকে, শিশিরে ভেজা কুন্দ ফুলের মধু গ্রহণ করতে পারে না — আবার ছেড়েও আসতে চায় না, তেমনি) ন পরিভোক্তুং (এই রমণীকে ভোগ করতে পারছি না) ন চ হাতুং শক্নোমি খলু (আবার পরিত্যাগ করতেও পারছি না)। [বিচারয়ন্ স্থিতঃ — চিন্তা করতে লাগলেন]।

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী — বৎস, নিমেষের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার ঘোমটা তুলে একটু দেখাই। তবেই তোমার স্বামী তোমায় চিনতে পারবেন। (ঘোমটা তুলে দেখালেন)

রাজা — (শকুন্তলাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে ; মনে মনে)

এই অম্লান সৌন্দর্য্য এভাবে স্বেচ্ছায় উপস্থিত ; অথচ একে আগে বিবাহ করেছি কিনা এই বিচার করতে গিয়ে আমার অবস্থা হয়েছে ভোরবেলার ভ্রমরের মত' — যে শিশিরে

ভেজা কুন্দ ফুলের মধু গ্রহণও করতে পারে না আবার ছেড়ে যেতেও চায় না। আমিও এই রমণীকে না পারছি ভোগ করতে, না পারছি পরিত্যাগ করতে।

(চিন্তা করতে থাকলেন)

রাঘবভট্ট— জাতে পুত্রি, মুহূর্তং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তাবত্তেঽবগুণ্ঠনম্। ততস্ত্বাং ভর্তা বিজ্ঞাস্যতি পরিচেষ্যতি। যথোক্তমবগুণ্ঠনাপনয়নম্। ইত আরভ্য ষষ্ঠাঙ্কসমাপ্তিপর্যন্তমবমর্শসন্ধিঃ। তল্লক্ষণং তু সুধাকরে — 'যত্র প্রলোভনক্রোধব্যসনাদ্যৈর্বিমৃশ্যতে। বীজাদৌ গর্ভনির্ভিন্নঃ সোঽবর্শঃ ইতীর্যতে ॥' ইতি। অত্র শাপলক্ষণব্যসনেনাবমর্শঃ যথা 'ইদমুপনতম্' ইত্যাদি "প্রকরীনিয়তাপ্ত্যানুগুণ্যাদত্রাঙ্গকল্পনা। অপবাদোঽর্থসংফেটো বিদ্রবদ্রবশক্তয়ঃ। দ্যুতিপ্রসঙ্গৌ ছলনং ব্যবসায়ো নিরোধনম্। প্ররোচনং বিচলনমাদানং চ ত্রয়োদশ।" ইতি। অত্রাঙ্গানাং লক্ষণং ব্যাখ্যানাবসরে তত্র তত্র বক্ষ্যামঃ। প্রকরীলক্ষণং ভাবপ্রকাশিকায়াম্ — 'শোভায়ৈ বৈদিকাদীনাং যথা পুষ্পাক্ষতাদয়ঃ। অথর্তুবর্ণনাদিস্তু প্রসঙ্গে প্রকরী ভবেৎ ॥' ইতি। যথাত্রৈব ষষ্ঠেঽঙ্কে "ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরম্ —" ইত্যাদিনা 'নেপথ্যে' ইত্যন্তেন। অনেন তু ফলং তু কল্প্যতে যস্যাঃ পরার্থায়ৈব কেবলম্। অনুবন্ধবিহীনানাং প্রকরী শ্রূয়তে যথা ॥' ইতি লক্ষণানুসারেণ মাতলিবৃত্তান্তং প্রকরীবৃত্তমাহুস্তন্ন। সন্ধিসমাপ্তিবিষয়ে তস্যোদ্দেশাদঙ্গানাং তদনুগামিত্বং নায়াতি। নিয়তাপ্তিলক্ষণমাদিভরতে — 'নিয়তাং তু ফলপ্রাপ্তিং যদা ভাবেন পশ্যতি। নিয়তাং তু ফলপ্রাপ্তিং স গুণঃ পরিচক্ষতে' ইতি। নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা। ইদমিতি। এবমুপনতমযত্নপ্রাপ্তম্। ন ক্লিষ্টা কান্তির্যস্য তৎ। অনেন প্রথমং তারুণ্যং ধ্বনিতম্। ইদং রূপং প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বা স্যাদিতি ব্যবস্যন্ বিচারয়ন্। 'অধ্যবস্যন্' ইতি পাঠে স্বব্যবসায়ং ন জানন্। খলু নিশ্চয়েন। পরিভোক্তুং ন শক্নোমি নিশ্চয়েন হাতুং নৈব শক্নোমীত্যেবংপ্রকারেণ রতেরনুসন্ধানং ধ্বনিতম্। কঃ কিমিব। বিভাতে প্রভাতে ভ্রমরঃ। অন্তস্তুষারো হিমং যস্য তাদৃক্ কুন্দপুষ্পমিব। উপরি হিমস্যাচ্ছাদকস্য শাপস্থানীয়ত্বাৎ ত্যাগাভাবঃ। সসন্দেহোপমানুপ্রাসাঃ। অত্র বিভাত ইত্যুক্তেস্তদনন্তরং রবিকিরণৈর্হিমে নীতে মকরন্দভোগোঽবশ্যঃ। এবমিহাপ্যভিজ্ঞানদর্শনেন শাপে গতে তৎস্বীকারোঽবশ্যমিতি দ্যোতয়ন্ত্যোপময়া রতেঃ স্থায়িত্বদার্ঢ্যং ধ্বনিতম্। মালিনী বৃত্তম্। এতেন সংশয়নামকং ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'অনিশ্চয়ান্তং যদ্বাক্যং সংশয়ঃ স নিগদ্যতে' ইতি। বিচারয়ন্নিত্যুৎক্ষিপ্তৈকভ্রূভাবাদিনা।

সুষমা—[১] উপনতম্ — উপ-নম্ + ক্ত। [২] এবম্ — স্বেচ্ছায়, বিনা আয়াসে। অনেকে এবম্ পদের দ্বারা 'এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়' — এরকম অর্থ করেছেন। [৩] অক্লিষ্টকান্তি — অক্লিষ্টা কান্তিঃ যস্যাঃ তথাভূতম্ (বহুব্রী)। [৪] ব্যবস্যন্ — পাঠান্তর 'অব্যবস্যন্। বি + অব-সো + শতৃ। [৫] অন্তস্তুষারম্ — অন্তঃ মধ্যে তুষারো যস্য তৎ (বহুব্রী)। [৬] পরিভোক্তুম্ — পরি-ভুজ্ + তুমুন্। [৭] উপমা অলঙ্কার। [৮] মালিনী ছন্দ।

অধ্যাপনা—গৌতমীর 'জাদে—' ইত্যাদি উক্তি থেকে শুরু করে ষষ্ঠ অঙ্ক পর্যন্ত বিমর্শ সন্ধি বলে অনেকে বলেছেন। বিমর্শের লক্ষণ — 'যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ। শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্শ ইতি স্মৃতঃ ॥' (সা. দ. ষষ্ঠ পরি)।

'বিভাতে' (প্রভাতে) পদের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রভাতে কুন্দকুসুমে তুষার জমে থাকায় ভ্রমর তা উপভোগ করতে পারে না। এখানে দুর্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে পারছেন না। সূর্যোদয়ে শিশিরাপগমে ভ্রমর পুষ্পের মধুগ্রহণে সমর্থ হয়। শাপাবসানে স্মৃতি পুনর্জাগরণে দুষ্যন্তও শকুন্তলার সঙ্গে আবার মিলিত হবেন।

[৫.১৯]

প্রতীহারী — অহো ধম্মাবেক্খিআ ভট্টিনো। ঈদিসং ণাম সুহোবণদং রূবং দেক্খিঅ কো অণ্ণো বিআরেদি। (অহো ধর্মাপেক্ষিতা ভর্তুঃ। ঈদৃশং নাম সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা কঃ অন্যঃ বিচারয়তি।)

শার্ঙ্গরবঃ— ভো রাজন্, কিমিতি জোষমাস্যতে?

রাজা — ভোস্তপোধনাঃ, চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি। তৎ কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যাত্মানং ক্ষেত্রিয়মাশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকুন্তলা — (অপবার্য) অজ্জস্স পরিণএ এব্ব সংদেহো। কুদো দাণিং মে দূরাহিরোহিণী আসা। (আর্যস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ। কুত ইদানীং মে দূরাধিরোহিণী আশা।)

শার্ঙ্গরবঃ — মা তাবৎ।

কৃতাভিমর্শামনুমন্যমানঃ
সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং
পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন ॥ ২০ ॥

বিসন্ধি—কিম্ + ইতি। জোষম্ + আস্যতে। ভোঃ + তপোধনাঃ। চিন্তয়ন্ + অপি। স্বীকরণম্ + অত্রভবত্যাঃ। কথম্ + ইমাম্ + অভিব্যক্ত...। প্রতি + আত্মানম্। ক্ষেত্রিয়ম্ + আশঙ্কমানঃ। কৃতাভিমর্শাম্ + অনুমন্যমানঃ। মুনিঃ + বিমান্যঃ। স্বম্ + অর্থম্। দস্যুঃ + ইব + অসি।

অন্বয়—কৃতাভিমর্শাং সুতাম্ অনুমন্যমানঃ মুনিঃ ত্বয়া বিমান্য নাম ; মুষ্টং স্বম্ অর্থং প্রতিগ্রাহয়তা যেন দস্যুরিব (ত্বং) পাত্রীকৃতঃ অসি।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রতীহারী — অহো (আহা), ধর্মাপেক্ষিতা ভর্তুঃ (আমাদের প্রভুর কি ধর্মানুরাগ)! ঈদৃশং নাম সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা (অনায়াসেই হাজির এমন রূপ দেখে) কঃ অন্যঃ বিচারয়তি (কে আর বিচার করত')। শার্ঙ্গরবঃ — ভোঃ রাজন্, (মহারাজ), কিম্ ইতি জোষম্ আস্যতে (আপনি চুপ করে রইলেন কেন)? রাজা — ভোঃ তপোধনাঃ (তপস্বীরা

শুনুন), চিন্তয়ন্ অপি (অনেক চিন্তা করেও) অত্রভবত্যাঃ স্বীকরণম্ (এঁকে বিবাহ করেছি বলে) ন খলু স্মরামি (মনে করতে পারছি না)। তৎ (তাহলে, এই অবস্থায়) অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাম্ ইমাং প্রতি (যে নারী অন্তঃসত্ত্বা এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তাকে গ্রহণ ক'রলে) আত্মানং ক্ষেত্রিয়ম্ আশঙ্কমানঃ (নিজেকে পরদাররত বলে প্রতিপন্ন হতে হবে এই আশঙ্কা থাকতে) কথং প্রতিপৎস্যে (কি করে স্ত্রী হিসাবে স্বীকার করি)? শকুন্তলা — [অপবার্য — জনান্তিকে] আর্যস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ (আর্যের বিবাহ-সম্বন্ধেই সন্দেহ)! মে দূরাধিরোহিণী আশা (আমার দূরাধিরোহিণী আশা, অনেক আশা) ইদানীং কুতঃ (এখানে কোথায়)! শার্ঙ্গরবঃ — মা তাবৎ (ঠিক আছে, গ্রহণ ক'রবেন না)। কৃতাভিমর্শাং সুতাং (যেই কন্যাকে আপনি বলাৎকার করেছেন, তার ব্যবহার) অনুমন্যমানঃ মুনিঃ (যে ঋষি অর্থাৎ কণ্ব অনুমোদন করেছেন) ত্বয়া (আপনার কাছ থেকে) বিমান্যঃ এব (তাঁর অপমানিত হওয়াই উচিত)। মুষ্টং স্বম্ অর্থং (নিজের অপহৃত ধন) প্রতিগ্রাহয়তা যেন (যিনি ফেরৎ দিয়ে) দস্যুরিব ত্বং পাত্রীকৃতঃ অসি (দস্যুর মত আচরণকারী আপনাকে আবার তার অধিকারী করেছেন)।

বঙ্গানুবাদ—প্রতীহারী — আহা, আমাদের প্রভুর কি ধর্মানুরাগ! অনায়াসে হাজির এমন রূপ দেখে কে আর বিচার করত!

শার্ঙ্গরব — মহারাজ, আপনি নীরব থাকছেন কেন?

রাজা — শুনুন তাপসেরা, আমি অনেক চিন্তা ক'রেও একে বিবাহ করেছি বলে মনে করতে পারছি না। এই অবস্থায়, যে নারী অন্তঃসত্ত্বা এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তাকে গ্রহণ করলে নিজেকে পরদাররত বলে প্রতিপন্ন হতে হবে, এই আশঙ্কা থাকতে, কি করে একে স্ত্রী বলে স্বীকার করি?

শকুন্তলা (জনান্তিকে) আর্যের দেখি বিবাহ সম্বন্ধেই সন্দেহ! আমার সেই অনেক আশা এখন কোথায়!

শার্ঙ্গরব — (ঠিক আছে), তবে গ্রহণ করবেন না।

যে কন্যাকে আপনি বলাৎকার ক'রে গ্রহণ করেছেন, সেই কন্যার ব্যবহার যে ঋষি অনুমোদন করেছেন, তাঁর আপনার কাছ থেকে অপমানিত হওয়াই উচিত। কেননা তিনি নিজের অপহৃত ধন দস্যুর মত আচরণকারী আপনার হাতে আবার প্রত্যর্পণ ক'রে আপনাকে সেই ধনের অধিকারী করতে চেয়েছেন।

রাঘবভট্ট— অহো আশ্চর্যে। ধর্মাপেক্ষিতা ভর্তুঃ। ঈদৃশম্। নাম প্রকাশ্যে। প্রকটং সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা কোঽন্যো বিচারয়তি। জোষং তূষ্ণীম্। অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রকটগর্ভচিহ্নাম্। ক্ষেত্রং পত্নী যস্যাসৌ ক্ষেত্রী তং ক্ষেত্রিণম্। 'ক্ষেত্রং পত্নীশরীরয়োঃ' ইত্যমরঃ। এতাদৃশমাত্মানং শঙ্কমানঃ। যত ইয়ং গর্ভিণী ময়া চেদধুনা প্রতিগৃহ্যেত তত্তদাহং ক্ষেত্রী স্যাং ন তু বীজী। অত এতজ্জাতাপত্যং নৌরসমপি তু ক্ষেত্রজম্। তচ্চৌরসাদ্ধীনমিতি শঙ্কা। অথ চান্যেনোঢ়ায়াঃ পরিগ্রহে মৎক্ষেত্রত্বমেব স্যান্ন তু

ধর্মপত্নীত্বমিতি শঙ্কা। 'ক্ষেত্রিয়ম্' ইতি পাঠে পরদারাসক্তম্। 'ক্ষেত্রিয়ং ক্ষেত্রজতৃণে পরদাররতেঽপি চ।' ইতি বিশ্বঃ। কথমিমাং প্রতিপৎস্যেঽঙ্গীকরিষ্যামি। অপবার্যেতি। 'রহস্যং কথ্যতেঽন্যস্য পরাবৃত্ত্যাপবারিতম্' ইতি। আর্যস্য পরিণয় এব সন্দেহঃ। কৃত ইদানীং মে দুরাধিরোহিণ্যাশা। দূরমত্যর্থং তত্র গত্বা মহিষীপদং প্রাপ্স্যামীত্যাদ্যধিরোঢুং শীলং যস্যাঃ সা। মা তাবদিতি শ্লোকেন সংবধ্যতে। কৃতেতি। ত্বয়েত্যেবমপরাধং কৃত্বাপ্যধুনা স্মরণক্লেশাভাববতেত্যর্থান্তরসংক্রমিতম্। কৃতোঽভিমর্শো বলাদ্ধর্ষণং যস্যাঃ সা। অনেন স্বাতিশয়াপরাধকৃত্ত্বং ধ্বন্যতে। ঈদৃশীং সুতামনুমন্যমানোঽনুমোদমান ইত্যনেনৈবং স্বাপরাধেঽপি ত্বয়ি মুনিত্বেন তাদৃশকৃপা যুজ্যত ইতি ধ্বনিতম্। অতএব মুনিঃ। তাবৎ সাকল্যেন। নামেতি ক্রোধে। মা বিমান্যো ন বিমাননীয়ঃ। অপি তু মাননীয় এব। সুতাভিমর্শলক্ষণোঽপরাধঃ সোঢ়ঃ, বিমাননালক্ষণস্তু ন সোঢ়ব্য ইতি দণ্ড উক্তঃ। তেন সূক্ষ্মালংকার উক্তঃ। কেচিত্তু নিষেধমেব বিধেয়ত্বেন মন্যন্তে তন্ন সমীচীনম্। নিষেধনিয়োগস্য মধ্যস্থেন রাজকীয়েন বা বক্তুমুচিতত্বাৎ ন মুনিপক্ষীয়ৈঃ। অতএব নির্বহণ্যন্তে রাজা — অতঃ খলু মম নাতিক্রুদ্ধো মুনিঃ' ইতি। অথ চ তস্যোচিতা বিমাননেত্যাহ — মুষ্টমিতি। স কঃ? যেন ত্বং দস্যুশ্চৌর ইব পাত্রীকৃতোঽসি। কীদৃশেনেব। যেন মুষ্টং চোরিতং স্বমর্থং প্রতিগ্রাহয়তা ত্বদধীনং কারয়তা পুরুষেণবেতি বিশেষেণৈব বিশেষ্যলাভঃ। যথা চৌর্যেণাপহৃতং দ্রব্যং পুনস্তস্মা এবার্পণমগৃহ্নন্বিমাননাং জনয়তি তথেত্যর্থঃ। ক্বচিৎ 'মুষ্টং স্বমর্থম্' ইতি পাঠঃ। তদা চোরিতমিত্যর্থঃ। এবমপরাধিনঃ কন্যাদানেন সন্তোষার্থং প্রবৃত্তস্য স সন্তোষো নাস্তি। পরং বিমাননালক্ষণামর্থোৎপাদাদ্বিষমালংকারঃ। ইবশব্দো বাক্যার্থোপমানে। মন্যমন্যেতি স্যুসিয়ে ইতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ চ। তৃতীয়োপজাতিরিন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ।

সুষমা—[১] জোষম্ — চুপ থাকা অর্থে প্রযুক্ত অব্যয়। [২] অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাম্ — অভিব্যক্তং সত্ত্বলক্ষণং যস্যাঃ (বহুব্রী) তাম্। [৩] ক্ষেত্রিয়ম্ — পাঠান্তর 'ক্ষেত্রিণম্'। ক্ষেত্র = পত্নী, যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা হয়। ক্ষেত্রিয় = পরদাররত। পরস্য ক্ষেত্রম্ — পরক্ষেত্রম্। পরক্ষেত্র + ঘচ্। সূত্র — 'ক্ষেত্রিয়চ্ পরক্ষেত্রে চিকিৎস্যঃ'। পর-শব্দের নিপাতনে লোপ। রাঘবভট্ট এবং অন্যান্য অনেকে 'ক্ষেত্রিণম্' পাঠ গ্রহণ করেছেন। রাঘবভট্টের ব্যাখ্যা 'অর্থদ্যোতনিকা'য় দ্রষ্টব্য। [৪] কৃতাভিমর্শাম্ — অভি-মৃশ্ + ঘঞ্ ভাবে = অভিমর্শঃ। কৃতঃ অভিমর্শঃ যস্যাঃ (বহুব্রী) তাম্। অভিমর্শ = স্পর্শ। [৫] অনুমন্যমানঃ — অনু-মন্ + শানচ্। [৬] বিমান্যঃ — বি-মন্ + ণিচ্ + যৎ কর্মণি। [৭] নাম — অভ্যুপগম (মেনে নেওয়া) অর্থে অব্যয়। [৮] মুষ্টম্ — মুষ্ + ক্ত। অপাণিনীয় প্রয়োগ। পাণিনিমতে 'মুষিতম্।' [৯] প্রতিগ্রাহয়তা — প্রতি—গ্রহ্ + ণিচ্ + শতৃ, তৃতীয়া একবচন। [১০] পাত্রীকৃতঃ — পাত্র + চ্বি + কৃ + ক্ত। [১১] অনভিপ্রেত ঘটনার বর্ণনায় বিষম অলঙ্কার। তাছাড়া উপমা এবং সূক্ষ্ম অলঙ্কার। [১২] উপজাতি ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাঘবভট্ট 'মা তাবৎ বিমান্যঃ' (অপমান করবেন না) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু — 'মা তাবৎ' এর অর্থ এখানে যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ক্ষোভের অভিব্যক্তি

বেশী হয়। 'সেই মুনিকে অপমান করবেন না' এবং 'যে মুনি আপনার দস্যুতারও অনুমোদন করেছেন তাঁর অপমানিত হওয়াই উচিত' — দুয়ে'র মধ্যে পরেরটাতেই ঝাঁজ বেশী।

[৫.২০]

শারদ্বতঃ — শার্ঙ্গরব, বিরম ত্বমিদানীম্। বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ। সোঽয়মত্রভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্।

শকুন্তলা — (অপবার্য) ইমং অবত্থন্তরং গদে তারিসে অণুরাএ কিং বা সুমরাবিদেন। অত্তা দাণিং মে সোঅণীও ত্তি ববসিদং এদং। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত (ইত্যর্ধোক্তে) সংসইদে দাণিং ণ এসো সমুদাহারো। পোরব, জুত্তং ণাম দে তহ পুরা অস্সমপদে সহাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং সমঅপুব্বং প্পতারিঅ ঈদিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চক্খিদুং। (ইদম্ অবস্থান্তরং গতে তাদৃশে অনুরাগে কিং বা স্মারিতেন। আত্মা ইদানীং মে শোচনীয় ইতি ব্যবসিতম্ এতৎ। আর্যপুত্র, সংশয়িত ইদানীং ন এষঃ সমুদাচারঃ। পৌরব, যুক্তং নাম তে তথা পুরা আশ্রমপদে স্বভাবোত্তানহৃদয়ম্ ইমং জনং সময়পূর্বং প্রতার্য ঈদৃশৈঃ অক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুম্।)

রাজা — (কর্ণৌ পিধায়) শান্তং পাপম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমং চ পাতয়িতুম্।
কূলংকষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমন্তস্তটতরুং চ ॥ ২১ ॥

বিসন্ধি—ত্বম্ + ইদানীম্। বক্তব্যম্ + উক্তম্ + অস্মাভিঃ। সঃ + অয়ম্ + অত্র ভবান্ + এবম্ + আহ। দীয়তাম্ + অস্মৈ। ইতি + অর্ধোক্তে। ব্যপদেশম্ + আবিলয়িতুম্। কিম্ + ঈহসে। জনম্ + ইমম্। কূলংকষা + ইব। প্রসন্নম্ + অন্তঃ + তটতরুম্।

অন্বয়—কূলংকষা সিন্ধুঃ প্রসন্নম্ অন্তঃ তটতরুঞ্চ ইব ত্বং ব্যপদেশম্ আবিলয়িতুম্ ইমং জনং চ পাতয়িতুং কিম্ ঈহসে।

বাংলা প্রতিশব্দ—শারদ্বতঃ — শার্ঙ্গরব (শার্ঙ্গরব), বিরম ত্বম্ ইদানীম্ (এবার তুমি বিরত হও, তোমার আর বলার দরকার নেই)। বক্তব্যম্ উক্তম্ অস্মাভিঃ (যা বলার আমরা তা বলেছি)। সঃ অয়ম্ অত্রভবান্ (আর ইনি) এবম্ আহ (এইরকম বললেন)। দীয়তাম্ অস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্ (এই অবস্থায় এর বিশ্বাস জন্মানোর মত প্রত্যুত্তর দাও)। শকুন্তলা — [অপবার্য — জনান্তিকে] ইদম্ অবস্থান্তরং গতে তাদৃশে অনুরাগে (সেই অনুরাগের যদি এই গতি হয়) কিং বা স্মারিতেন (তবে মনে করিয়ে দিয়েই বা কি লাভ হবে)? আত্মা ইদানীং মে শোচনীয়ঃ (আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে) ইতি ব্যবসিতমেতৎ (এটা স্থির হ'ল)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] আর্যপুত্র (আর্যপুত্র) [ইতি অর্ধোক্তে — অর্ধেকটা বলেই] সংশয়িতে ইদানীং (এখানে যখন আমাদের বিবাহের ব্যাপারেই সংশয় উপস্থিত হয়েছে তখন) ন এষ সমুদাচারঃ (এই সম্বোধন করা চলে না)। পৌরব (পৌরব), পুরা আশ্রমপদে (ইতিপূর্বে

তপোবনে) স্বভাবোত্তানহৃদয়ম্ ইমং জনং (স্বভাবসরল এই আমাকে) সময়পূর্বং তথা প্রতার্য (সেইভাবে শপথ করে প্রতারিত ক'রে) ঈদৃশৈঃ অক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুম্ (এইসব কথা বলে আমায় প্রত্যাখ্যান করা) যুক্তং নাম তে (আপনার যোগ্য কাজই বটে)। রাজা — [কর্ণৌ পিধায় — কানে হাত চাপা দিয়ে] শান্তং পাপম্ (তোমার এসব পাপের কথা বন্ধ কর)। কূলংকষা সিন্ধুঃ (পাড়-ভাঙ্গা নদী) প্রসন্নম্ অম্ভঃ ইব (যেমন স্বচ্ছ জলকে পঙ্কিল ক'রে তোলে) তটতরুং চ ইব (এবং তীরের গাছকে পাতিত করে, তেমনি) ত্বং (তুমিও) ব্যপদেশম্ আবিলয়িতুং (নিজের বংশকে কলঙ্কিত ক'রতে) ইমং জনং চ পাতয়িতুং (এবং এই ব্যক্তিকে অর্থাৎ আমাকে পাতিত ক'রতে) কথম্ ঈহসে (কেন চাইছ')?

বঙ্গানুবাদ—শারদ্বত — শার্ঙ্গরব, তুমি আর কিছু বোলো না। আমাদের যা বলার তা বলেছি। আর ইনিও এরকম বলছেন। এই অবস্থায় এর বিশ্বাস জন্মানোর মত কিছু বলার থাকলে (শকুন্তলা) বলুক।

শকুন্তলা — (জনান্তিকে) সেই অনুরাগের যদি আজ এই গতি হয় তবে মনে করিয়ে দিয়েই বা কি হবে? এটা বুঝলাম — আমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র (অর্ধেকটা বলেই) যেক্ষেত্রে আমাদের বিবাহের ব্যাপারেই সন্দেহ, সেখানে এই সম্বোধন খাটে না। পৌরব, ইতিপূর্বে তপোবনে স্বভাব-সরল এই আমাকে ঐভাবে শপথ করে প্রতারণা করে, আজ এইসব কথা বলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উপযুক্ত কাজই বটে।

রাজা — (দু'কানে হাত চাপা দিয়ে) তোমার এসব পাপের কথা বন্ধ কর।

পাড়-ভাঙ্গা নদী যেমন স্বচ্ছ জলকে পঙ্কিল ক'রে তোলে এবং পাড়ের গাছগুলিকেও পাতিত করে — তুমিও তেমনি নিজের বংশকে কলঙ্কিত ক'রতে এবং সেইসঙ্গে আমাকেও পাতিত করতে চাইছ কেন?

রাঘবভট্ট—প্রত্যয়জনকং বিশ্বাসজনকং প্রতিবচনমুত্তরম্। মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। ইদমবস্থান্তরং গতে তাদৃশেঽনুরাগে কিং বা স্মারিতেন। আত্মেদানীং তে শোচনীয় ইতি ব্যবসিতমেতৎ। আর্যপুত্র ইত্যর্ধোক্তে। সংশয়িত ইদানীং নৈষ সমুদাচারঃ। পৌরবেতি রাজবংশ উৎপন্নো রাজেত্যত্যন্তবচনচাতুরীং ধত্তে। ন যুক্তম্। নামেতি কুৎসায়াম্। 'নাম প্রকাশ্যসংভাব্যক্রোধোপগমকুৎসনে' ইত্যমরঃ। তথা পুরাশ্রমপদে স্বভাবোত্তানহৃদয়মিত্যনেনাত্মনোঽতিমুগ্ধত্বং তেন চ পরবঞ্চনানভিজ্ঞত্বং পরাত্মজনবিবেকশূন্যত্বং ধ্বনিতম্। ইমং জনং সময়পূর্বং সংকেতপূর্বম্। গান্ধর্বেণ বিবাহেনেত্যর্থঃ। 'গান্ধর্বঃ সময়ান্মিথঃ' ইতি স্মরণাৎ। অথ চ সময়পূর্বং শপথং কৃতবানসীত্যর্থঃ। অথ চ সময়পূর্বং কালনিয়মপূর্বং ত্রিচতুরদিনমধ্যে পঞ্চদিনমধ্যে বা পুরুষঃ প্রেষ্যত ইতি প্রকারেণ। অতএব বক্ষ্যতি — 'একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্। তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধগৃহবেশং নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥' ইতি। অথ চ সময়পূর্বং জ্ঞানপূর্বং প্রতার্য। 'সময়াঃ শপথাচারকালসিদ্ধান্তসংবিদঃ' ইত্যমরঃ। ঈদৃশৈরতিক্রূরৈর্হৃদয়-

বিদারকৈরক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুং ন যুক্তমিতি সংবন্ধঃ। ইদং প্রত্যাখ্যানং বাঙ্‌মাত্রেণ ন তত্ত্বতোঽগ্রে পরিগ্রহস্য বক্ষ্যমাণত্বাদিতি রতেরনুসংধায়ককবেরক্ষরৈরিত্যুক্তিঃ। ব্যপদেশমিতি। ব্যপদিশ্যতেঽনেনেতি ব্যপদেশঃ। কুলমাবিলয়িতুং মলিনীকর্তুমিমং জনং মল্লক্ষণং পাতয়িতুং চ পতিতং কর্তুং কিমীহসে চেষ্টসে। ত্বং ত্বিহাগমনেনৈব পতিতাসীতি ণিচা ধ্বন্যতে। কূলংকষা তটসংঘর্ষিণী সিন্ধুর্নদী প্রসন্নমম্ভো যথা কলুষয়তি তটতরুং চ পাতয়তি তদ্বদিত্যুপমা। অত্র ভিন্নে অপি গুণক্রিয়ে অতিশয়োক্ত্যাভেদেনাধ্যবসিতে। অত্রোপমেয়ে প্রকৃতমন্তর্বর্তি বিশেষণম্। অন্ত্যেবেত্যুপমানে কূলংকষেতি বিশেষণম্। পূর্বার্থে গুণক্রিয়য়োঃ সমুচ্চয়ঃ। 'দোষপ্রসংখ্যাপনয়দপবাদস্তু স স্মৃতঃ' ইতি।

সুষমা—[১] প্রত্যয়প্রতিবচনম্ — প্রত্যয়জনকং প্রতিবচনম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা)। [২] পিধায় — পক্ষে অপিধায়। 'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ' নিয়মে 'অ' লোপ। [৩] শান্তম্ — শম্ + ণিচ + ক্ত কর্মণি, পক্ষে শমিতম্। [৪] ব্যপদেশম্ — ব্যপদিশ্যতে অনেন ইতি বি + অপ-দিশ্ + ঘঞ্ করণে ; তম্। [৫] আবিলয়িতুম্ — আবিলং কর্তুম্ ইতি আবিল + ণিচ্ + তুমুন্। [৬] পাতয়িতুম্ — পত্ + ণিচ্ + তুমুন্। [৭] কূলংকষা — কূল + কষ্ + খচ্। সূত্র — 'সর্বকূলাভ্রকরীয়েষু কষঃ'। 'অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্' সূত্রে মুম্ আগম। [৮] উপমা অলংকার। তাছাড়া সমুচ্চয়। [৯] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—শকুন্তলার দুষ্যন্তকে 'অজ্জউত্ত' (আর্যপুত্র) সম্বোধন করতে গিয়ে থেমে গিয়ে 'পোরব' (পৌরব) সম্বোধনের মধ্যে গভীর বেদনা আর উভয়ের মধ্যে দূরত্বের ব্যঞ্জনার প্রকাশ। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য শকুন্তলা প্রমাণ দিচ্ছে — কিন্তু সে জানে, স্মরণ করতে পারলে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা হলেও সেই ভালোবাসা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সীতাকে রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণকে দিয়ে বনবাসে পাঠালেন তখন সীতাও রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে 'রাজা' এই সম্বোধন করে তাঁর অভিমান এবং ক্ষোভ জানাচ্ছেন — 'রঘুবংশে' এরকম বর্ণনা আছে। 'বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা / বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্। মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ / শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য' ॥ (চতুর্দশ সর্গ)। রাঘবভট্ট 'ণ জুত্তং ণাম...পচ্চাচক্‌খিদুং' পাঠ নিয়েছেন। এখানে 'ণ' (ন) বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে শ্লেষের মাধ্যমে ক্ষোভ বেশী প্রকাশ পাচ্ছে। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে পাড়-ভাঙ্গা নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুশ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে নদীর তুলনার কারণ বর্ণনা করা দুটি শ্লোক রমেন্দ্রমোহন বসু গরুড়পুরাণ থেকে উদ্ধার করেছেন — "নদ্যশ্চ নার্যশ্চ সম-স্বভাবাঃ / স্বতন্ত্রতাৎবেগবলাধিকত্বাৎ। / তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি / নদ্যো হি কূলানি কুলানি নার্যঃ। নদী পাতয়তে কূলং, নারী পাতয়তে কুলম্। নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দ-ললিতা গতিঃ ॥" (পৃঃ ৪৭১)

[৫.২১]

➜ **শকুন্তলা— হোদু। জই পরমত্থতো পরপরিগ্‌গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং বত্তুং পউত্তং তা অহিণ্ণাণেন ইমিণা তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং। (ভবতু। যদি পরমার্থতঃ**

পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া এবং বক্তুং প্রবৃত্তং তৎ অভিজ্ঞানেন অনেন তব আশঙ্কাম্ অপনেষ্যামি।)

রাজা — উদারঃ কল্পঃ।

শকুন্তলা— (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী। অঙ্গুলীঅঅসুণ্ণা মে অঙ্গুলী। (সবিষাদং গৌতমীমবেক্ষতে) (হা ধিক্। অঙ্গুলীয়কশূন্যা মে অঙ্গুলিঃ।)

গৌতমী — নূণং দে সক্কাবদারব্ভন্তরে সচীতিত্থসলিলং বন্দমাণাএ পব্ভট্টং অঙ্গুলীঅং। (নূনং তে শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলং বন্দমানায়াঃ প্রভ্রষ্টম্ অঙ্গুলীয়কম্।)

রাজা — (সস্মিতম্) ইদং তৎ প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণমিতি যদুচ্যতে।

বিসন্ধি—গৌতমীম্ + অবেক্ষতে। স্ত্রৈণম্ + ইতি। যৎ + উচ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — ভবতু (ঠিক আছে)। যদি পরমার্থতঃ (যদি সত্যই) পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া (পরস্ত্রী গ্রহণের আশঙ্কা ক'রে আপনি) এবং বক্তুং প্রবৃত্তং (এইরকম বলছেন) তৎ (তাহলে) অভিজ্ঞানেন (অভিজ্ঞান দেখিয়ে, স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে) তব আশঙ্কাম্ অপনেষ্যামি (আপনার সেই আশঙ্কা দূর ক'রছি)। রাজা — উদারঃ কল্পঃ (খুব ভালো প্রস্তাব)। শকুন্তলা — [মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য্ — আংটি পরার জায়গা অর্থাৎ আঙুল স্পর্শ ক'রে] হা ধিক্ (হায়! কি সর্বনাশ)! অঙ্গুলীয়কশূন্যা মে অঙ্গুলিঃ (আমার আঙুলে আংটিতো নেই)। [সবিষাদং গৌতমীম্ অবেক্ষতে — বিষন্ন দৃষ্টিতে গৌতমীর দিকে চেয়ে রইলেন।] গৌতমী — নূনং (তাহলে নিশ্চয়ই) শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলং বন্দমানায়াঃ (শক্রাবতার নামে জায়গায় শচীতীর্থ সরোবরের জলে যখন তুমি অঞ্জলি দিচ্ছিলে, সেই সময়) প্রভ্রষ্টম্ অঙ্গুলীয়কম্ (আংটিটা পড়ে গেছে)। রাজা — [সস্মিতম্ — একটু হেসে] প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণম্ (স্ত্রীলোকেরা খুব প্রত্যুৎপন্নমতি) ইতি যদুচ্যতে (এরকম যে বলা হয়) ইদং তৎ (এটা হ'ল তাই)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — ঠিক আছে। যদি সত্যই পরস্ত্রী গ্রহণের আশঙ্কা ক'রে আপনি এরকম বলছেন তাহলে একটা স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে আপনার সে আশঙ্কা দূর করছি।

রাজা — খুবই ভালো প্রস্তাব।

শকুন্তলা — (আংটি পরার আঙ্গুল স্পর্শ ক'রে) হায়, কি সর্বনাশ! আমার আঙুলে আংটি নেইতো। (বিষণ্ণদৃষ্টিতে গৌতমীর দিকে চেয়ে রইলেন।)

গৌতমী — তাহলে নিশ্চয়ই শক্রাবতার নামে জায়গায় শচীতীর্থের সরোবরের জলে যখন তুমি দেবতার উদ্দেশে অঞ্জলি দিচ্ছিলে তখন সেই আংটি পড়ে গেছে।

রাজা — (একটু হেসে) স্ত্রীলোকেরা প্রত্যুৎপন্নমতি হয় — এইরকম যে কথা প্রচলিত আছে, এটা হ'ল সেই জিনিষ।

রাঘবভট্ট—ভবতু পূর্যতাম্। অনেন দোষপ্রখ্যাপনেনেত্যর্থঃ। যদি পরমার্থতঃ পরপরিগ্রহাশঙ্কিনা ত্বয়ৈবং বক্তুং প্রবৃত্তম্, তা তর্হ্যভিজ্ঞানেন মুদ্রিকারূপচিহ্নেন তবাশঙ্কামপনেষ্যামি। উদারঃ কল্পো মুখ্যো ন্যায়ঃ। 'কল্পঃ স্যাৎ প্রত্যয়ে ন্যায়ে' ইতি বিশ্বঃ। মহান্ বিশ্বাসো বা। হা ধিক্। অঙ্গুলীয়কশূন্যা মেঽঙ্গুলিঃ। নূনং তে শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলং বন্দমানায়াঃ প্রভ্রষ্টমঙ্গুলীয়কম্। প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণং স্ত্রীসমূহ ইতি যজ্জগতি প্রসিদ্ধং তদিদং পরিদৃশ্যমানম্। 'তাৎকালিকী তু প্রতিভা প্রত্যুৎপন্নমতিঃ স্মৃতা' ইতি প্রত্যুৎপন্নলক্ষণং সুধাকরে।

সুষমা—[১] শক্রাবতার — শক্র = ইন্দ্র। অবতার = ঘাট। ইন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত কোন ঘাট। হস্তিনাপুরের নিকটবর্তী কোন নদীর তীরবর্তী কোন স্থান। শচীতীর্থ — ইন্দ্রপত্নী শচীর নামবিজড়িত সরোবর। কথিত আছে যে ইন্দ্রাণী শচী একবার ইন্দ্রের সঙ্গে ভ্রমণকালে এই স্থানে আসেন এবং সকল তীর্থের জল আবাহন করে এখানে স্নান করেন। সেই থেকে ঐ অঞ্চল শক্রাবতার এবং সরোবরটি শচীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়। [২] স্ত্রৈণম্ — স্ত্রীণাং সমূহঃ ইতি স্ত্রী + নঞ্।

[৫.২২]

শকুন্তলা — এত্থ দাব বিহিণা দংসিদং পহুত্তণং। অবরং দে কহিস্সং। (অত্র তাবৎ বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্। অপরং তে কথয়িষ্যামি।)

রাজা — শ্রোতব্যমিদানীং সংবৃত্তম্।

শকুন্তলা — ণং এক্কস্সিং দিঅহে ণোমালিআমণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণগতং উঅঅং তুহ হত্থে সংণিহিদং আসি। (ননু একস্মিন্ দিবসে নবমালিকামণ্ডপে নলিনীপত্রভাজনগতম্ উদকং তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ।)

রাজা — শৃণুমস্তাবৎ।

শকুন্তলা — তক্খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদও উবট্ঠিও। তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থব্ভাসং উবগদো। পচ্ছা অস্সিং এব্ব মএ গহিধে সলিলে ণেণ কিদো পণও। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো সি। সব্বো সগন্ধেসু বিস্সসিদি। দুবেবি এত্থ আরণ্ণআ ত্তি। (তৎক্ষণে স মে পুত্রকৃতকঃ দীর্ঘাপাঙ্গো নাম মৃগপোতকঃ উপস্থিতঃ। ত্বয়া অয়ং তাবৎ প্রথমং পিবতু ইতি অনুকম্পিনা উপচ্ছন্দিতঃ উদকেন। ন পুনঃ তে অপরিচয়াৎ হস্তাভ্যাসম্ উপগতঃ। পশ্চাৎ তস্মিন্ এব ময়া গৃহীতে সলিলে অনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ। তদা ত্বম্ ইত্থং প্রহসিতঃ অসি। সর্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি। দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ ইতি।)

রাজা — এবমাদিভিরাত্মকার্যনির্বর্তিনীনামনৃতময়বাঙ্মধুভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গৌতমী — মহাভাঅ, ণ অরুহসি এব্বং মন্তিদুং। তবোবণসংবঠ্ঠিদো অণভিণ্ণো অঅং জণো কইদবস্স। (মহাভাগ, ন অর্হসি এবং মন্ত্রয়িতুম্। তপোবনসংবর্ধিতঃ অনভিজ্ঞঃ অয়ং জনঃ কৈতবস্য।)

রাজা — তাপসবৃদ্ধে,

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাত-
মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি ॥ ২২ ॥

বিসন্ধি—শ্রোতব্যম্ + ইদানীম্। শৃণুমঃ + তাবৎ। এবমাদিভিঃ + আত্মকার্যনির্বর্তিনীনাম্ + অনৃতময়বাঙ্মধুভিঃ + আকৃষ্যন্তে। স্ত্রীণাম্ + অশিক্ষিতপটুত্বম্ + অমানুষীষু। প্রাক্ + অন্তরিক্ষগমনাৎ। স্বম্ + অপত্যজাতম্ + অন্যৈঃ + দ্বিজৈঃ।

অন্বয়—অমানুষীষু (অপি) স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বং সংদৃশ্যতে। কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ। পরভৃতাঃ অন্তরিক্ষগমনাৎ প্রাক্ স্বম্ অপত্যজাতম্ অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ পোষয়ন্তি খলু।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — অত্র তাবৎ (এ বিষয়ে) বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্ (দৈবের প্রভুত্বই প্রমাণ হ'ল)। অপরং তে কথয়িষ্যামি (অন্য একটা প্রমাণের কথা বলছি)। রাজা — শ্রোতব্যম্ ইদানীং সংবৃত্তম্ (এবারে শোনার পালা এল ; ইতিপূর্বে প্রমাণ দেখানোর ব্যাপার ছিল, এবারে শোনানোর ব্যাপার এল)। শকুন্তলা — ননু একস্মিন্ দিবসে (আচ্ছা, কোন একদিন) নবমালিকামণ্ডপে (নবমালিকাকুঞ্জে) নলিনীপত্রভাজনগতম্ (পদ্মপাতায় তৈরী পাত্রে) উদকম্ (জল) তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ (আপনার হাতে ছিল)। রাজা — শৃণুমঃ তাবৎ (শুনেছি, বলে যাও)। শকুন্তলা — তৎক্ষণে (সেই সময়ে) স মে পুত্রকৃতকঃ (আমি যাকে পুত্রের মত পালন করেছিলাম সেই) দীর্ঘাপাঙ্গো নাম মৃগপোতকঃ (দীর্ঘাপাঙ্গ নামে এক হরিণশিশু) উপস্থিতঃ (এসে উপস্থিত হল)। অয়ং তাবৎ প্রথমং পিবতু (প্রথমে এই হরিণশিশুই জল পান করুক) ইতি অনুকম্পিনা ত্বয়া (এই বলে দয়াপরবশ হ'য়ে আপনি) উপচ্ছন্দিতঃ উদকেন (তাকে জল দেখিয়ে প্রলুব্ধ করলেন)। তে অপরিচয়াৎ (আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়) হস্তাভ্যাসম্ ন উপগতঃ (আপনার হাতের কাছে গেল না)। পশ্চাৎ (পরে) তস্মিন্নেব ময়া গৃহীতে সলিলে (সেই জলই যখন আমি নিলাম) অনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ (তখন সে সাগ্রহে পান ক'রতে এল)। তদা (তখন) ত্বং (আপনি) ইত্থং (এইভাবে) প্রহসিতঃ অসি (আমায় উপহাস করেছিলেন)। সর্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি (সবাই আপনজনে বিশ্বাস করে)। দ্বৌ অপি অত্র (তোমরা দুজনেই) আরণ্যকৌ ইতি (বনের বাসিন্দা)। রাজা — আত্মকার্যনির্বর্তিনীনাম্ (নিজের কাজ উদ্ধারে উদ্যত নারীদের) এবমাদিভিঃ (এইরকম) অনৃতময়বাঙ্মধুভিঃ (মিথ্যা মধুময় কথায়) আকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ (বিষয়ী লোকেরা আকৃষ্ট হয়)। গৌতমী — মহাভাগ (মহারাজ, মহাশয়) ন অর্হসি এবং মন্ত্রয়িতুম্ (আপনার এরকম

মন্তব্য করা ঠিক হচ্ছে না)। অয়ং জনঃ (এই কন্যা) তপোবনসংবর্ধিতঃ (তপোবনে লালিত হয়েছে) অনভিজ্ঞঃ কৈতবস্য (ছলনা কি তা এ জানে না)। রাজা — তাপসবৃদ্ধে (শুনুন, বৃদ্ধা তাপসী)। অমানুষীষু অপি (মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও) স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বং (স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক চতুরতা) সংদৃশ্যতে (লক্ষ্য করা যায়)। কিমুত যা প্রতিবোধবত্যঃ (যাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে তাদের আর কথা কি)! পরভৃতাঃ (কোকিলেরা) অন্তরিক্ষগমনাৎ প্রাক্ (আকাশে উড়তে শেখার আগে) স্বম্ অপত্যজাতম্ (নিজের সন্তানদের) অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ (অন্য পাখি দিয়ে) পোষয়ন্তি খলু (পালন করিয়ে নেয়)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — এ বিষয়ে দৈবের প্রভুত্বই প্রমাণিত হ'ল। ঠিক আছে, অন্য এক প্রমাণের কথা বলছি।

রাজা — এবার তাহলে শোনার পালা এল।

শকুন্তলা — আচ্ছা, কোন একদিন নবমালিকাকুঞ্জে পদ্মপাতায় তৈরী পাত্রে জল হাতে করে আপনি বসে ছিলেন।

রাজা — বলে যাও, শুনছি।

শকুন্তলা — সেই সময়, আমি যাকে পুত্রের মত পালন করেছিলাম সেই দীর্ঘাপাঙ্গ নামে হরিণশিশু সেখানে উপস্থিত হ'ল। দয়াপরবশ হয়ে আপনি প্রথমে এই হরিণশিশুই জল পান করুক —এই বলে তাকে জলের লোভ দেখিয়ে কাছে ডাকলেন। কিন্তু আপনার সাথে পরিচয় না থাকায় সে আপনার হাতের কাছে গেল না। পরে সেই জলই যখন আমি নিলাম তখন সে সাগ্রহে পান করতে এল। তখন আপনি আমায় এইভাবে উপহাস করেছিলেন — 'সবাই আপনজনে বিশ্বাস করে। তোমরা দুজনেই হলে বনের বাসিন্দা'।

রাজা — নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য স্ত্রীলোকেরা এরকম মিথ্যা মধুময় কথা বলে থাকে আর বিষয়ী পুরুষেরা তাতেই আকৃষ্ট হয়।

গৌতমী — শুনুন মহারাজ, এধরণের মন্তব্য করা আপনার অন্যায় হচ্ছে। এই কন্যা তপোবনে লালিত হয়েছে। ছলনা কি — তা এ জানে না।

রাজা — শুনুন বৃদ্ধা তাপসী!

মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক চতুরতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং যাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তাদের আর কথা কি! কোকিলেরা নিজের সন্তানদের আকাশে উড়তে শেখার আগে অন্য পাখি দিয়ে পালন করিয়ে নেয়।

রাঘবভট্ট—অত্র তাবদ্বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্। অপরং তে কথয়িষ্যামি। শ্রোতব্যমিদানীং সংবৃত্তমিতি ভবতীভিঃ কল্পনাসহস্রং বিধায়ালীকবচনোপন্যাসঃ কর্তব্যঃ। স চেন্ময়া ন শ্রোতব্যো মমাশ্রবণাপরাধ এব স্যাদিতি। প্রয়োজনাভাবেঽপি শ্রবণমাত্রে বিধিরিতি সংবৃত্তপদদ্যোত্যম্। নন্বেকস্মিন্ দিবসে নবমালিকামণ্ডপে নলিনীপত্রভাজনগতমুদকং তব হস্তে সংনিহিতমাসীৎ। তৎক্ষণে স মে পুত্রকৃতকো দীর্ঘাপাঙ্গো নাম মৃগাপোতক উপস্থিতঃ।

ত্বয়ায়ং তাবৎ প্রথমং পিবত্বিত্যনুকম্পিনোপচ্ছন্দিতোহভ্যর্থিত উদকেন। ন পুনস্তেঽপরিচয়াদ্ধস্তাভ্যাশমুপগতঃ। পশ্চাত্তস্মিন্নেব ময়া গৃহীতে সলিলেঽনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ প্রীতিঃ। তদা ত্বমিত্থং প্রহসিতোঽসি। সর্বঃ সগন্ধেষু স্বযূথ্যেষু বিশ্বসিতি। দ্বাবপ্যত্রারণ্যকাবিতি। আত্মকার্যস্য নির্বর্তিনীনাং সংপাদিকানাং ললনানাম্। বিশেষণাদেব বিশেষ্যপ্রতিপত্তেঃ। অত্রানৃতময়বাঙ্মধুভিরিত্যেক-দেশবিবর্তি রূপকম্। তেন তাসাং লতাত্বং বিষয়িণাং কামুকানাং ভ্রমরত্বং রূপ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। মহাভাগ, নার্হস্যেবং মন্ত্রয়িতুং বক্তুম্। তপোবনসংবর্ধিতোঽনভিজ্ঞোঽয়ং জনঃ কৈতবস্য। স্ত্রীণামিতি। স্ত্রীণাং মধ্যেঽমানুষীষু মানুষব্যতিরিক্তাসু। বঞ্চকবাগাদিব্যবহাররহিতাস্বপীতি ভাবঃ। তাস্বপ্যশিক্ষিতপটুত্বমনুপদিষ্ট-কৌশলম্। অর্থাদ্বঞ্চনে সম্যগ্ দৃশ্যতে। তেনৈতিহ্যভ্রান্তিজ্ঞাননিরাসঃ। যাঃ প্রতিবোধবত্যো বাগাদিব্যবহারকুশলাস্তাঃ কিমু বক্তব্যাঃ। তাসামনুপদিষ্টবঞ্চকত্বকৌশলং কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ। খলু হ্যর্থে। পরভৃতা ইতি সাভিপ্রায়ম্। কোকিলাঃ। 'বনপ্রিয়ঃ পরভৃতঃ' ইত্যমরঃ। অন্তরিক্ষগমনাদাকাশগমনাদুড্ডয়নাৎ প্রাক্ স্বং স্বীয়মপত্যজাতমর্ভকসমূহম্। 'জাতং জাত্যৌঘজন্মসু' ইতি বিশ্বঃ। অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ প্রসিদ্ধ্যা কাকৈঃ পরভৃতঃ পরিতঃ সর্বপ্রকারেণ পোষয়ন্তি। অত্র শকুন্তলালক্ষণে বিশেষে প্রস্তুতে স্ত্রীসামান্যস্যোক্তত্বাদপ্রস্তুত-প্রশংসা। কিমুতেত্যনেন ব্যতিরেকঃ। অর্থান্তরন্যাসোঽপি। ত যাঃ ত্যঃ ইতি মনা মন্যৈরিতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। অনেন হেত্ববধারণনামকং সন্ধ্যন্তরাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু রসার্ণবসুধাকরে — 'নিশ্চয়ো হেতুনার্থস্য মতং হেত্ববধারণম্' ইতি। অত্র পরভৃতাদিদৃষ্টান্তেন স্ত্রীত্বেন হেতুনা মৃষাভাষণলক্ষণার্থস্য নিশ্চয়াদ্ধেত্ববধারণম্।

সুষমা—[১] তাপসবৃদ্ধে — বৃদ্ধা তাপসী = তাপসবৃদ্ধা, সম্বোধনে। 'কড়াড়াঃ কর্মধারয়ে' সূত্রে বিশেষণের পরনিপাত। [২] অশিক্ষিতপটুত্বম্ — অশিক্ষিতং পটুত্বম্ (কর্মধা)। [৩] অমানুষীষু — মনোরপত্যং জাতিঃ ইতি মনু + অঞ্ স্ত্রীলিঙ্গে মানুষী। "মনোর্জাতাবঞ্" — ইত্যাদি সূত্রে যুক্ আগম্। ন মানুষী = অমানুষী, তাসু। এখানে নঞ্ অন্যত্ববাচক। 'তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ।' [৪] প্রতিবোধবত্যঃ — প্রতি-বুধ্ + ঘঞ্ + মতুপ্ + ঙীপ্ = প্রতিবোধবতী। [৫] অন্তরিক্ষগমনাৎ — অঞ্চূত্তরপদযোগে পঞ্চমী। দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে ঈক্ষ্যতে ইতি অন্তর্ + ঈক্ষ্ + ঘঞ্ কর্মণি = অন্তরীক্ষ। সাধারণতঃ ঈকারযুক্ত বানানই দেখা যায়। অথবা — অন্তর্ মধ্যে ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি অস্য ইতি অন্তর্ ঋক্ষম্ = অন্তরিক্ষম্ (পৃষোদরাদি)। [৬] দ্বিজৈঃ — দ্বি + জন্ + ড কর্তরি = দ্বিজ। পাখীর প্রথম অণ্ড অবস্থায় জন্ম। পরে শাবক। তাই পাখী দ্বিজ। [৭] পরভৃতাঃ — 'পরভৃতা' শব্দের ১মা বহুবচন। কোকিল। [৮] শকুন্তলার স্থানে স্ত্রী সামান্যের কথায় অপ্রস্তুতপ্রশংসা। পূর্বার্দ্ধের সামান্য উত্তরার্দ্ধের বিশেষের দ্বারা সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৯] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রমাণদর্শনে শকুন্তলার আন্তরিক, অকপট সরল প্রচেষ্টা এবং দুষ্যন্তের নির্বিকারভাবের বর্ণনা অপূর্ব।

'তাপসবৃদ্ধে' সম্বোধনে স্মৃতিভ্রষ্ট রাজার উষ্মার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার মত।

শ্লোকের 'অমানুষী', 'পরভৃতা', 'প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ' ইত্যাদিতে স্বর্গের অপ্সরা মেনকার, 'অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ', শব্দে কণ্বের, 'অপত্যে' শকুন্তলার ইঙ্গিত আছে। অনেকে আবার এই শ্লোকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর পরোক্ষ উল্লেখ আছে মনে করেন। (দ্রঃ শাস্ত্রী-দ্বিবেদী পৃ. ৩৬০)।

[৫.২৩]

শকুন্তলা — (সরোষম্) অণজ্জ, অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্স তব . অণুকিদিং পড়িবদিস্সদি। (অনার্য, আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন পশ্যসি। ক ইদানীম্ অন্যঃ ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনঃ তৃণচ্ছন্নকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে।)

রাজা — (আত্মগতম্) সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মাং কুর্বন্নকৈতব ইবাস্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথা হ্যনয়া —

> মষ্যেব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
> বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
> ভেদাদ্ ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
> ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥ ২৩ ॥

(প্রকাশম্) ভদ্রে, প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতম্। তথাপীদং ন লক্ষয়ে।

সন্ধি—কুর্বন্ + অকৈতবঃ। ইব + অস্যাঃ। হি + অনয়া। ময়ি + এব। প্রণয়ম্ + অপ্রতিপদ্যমানে। কুটিলয়োঃ + অতিলোহিতাক্ষ্যা। শরাসনম্ + ইব + অতিরুষা। তথাপি + ইদম্।

অন্বয়—ময়ি এব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ রহঃ বৃত্তং প্রণয়ম্ অপ্রতিপদ্যমানে অতিরুষা অতিলোহিতাক্ষ্যা অনয়া কুটিলয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ স্মরস্য শরাসনং ভগ্নম্ ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [সরোষম্ — সক্রোধে] অনার্য (অনার্য) আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন পশ্যসি (আপনি নিজের মন দিয়ে সবাইকে বিচার করছেন)। ক ইদানীম্ অন্যঃ (এমন অন্য আর কে আছে যে) ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনঃ তৃণচ্ছন্নকূপোপমস্য তব (ধর্মের পোষাক পরা ঘাসে-ঢাকা কূপের মত আপনার) অনুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে (অনুকরণ করবে)? রাজা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মাং কুর্বন্ (এই নারী আমাকে সন্দেহের মধ্যে ঠেলে দিল), অকৈতব ইব অস্যাঃ কোপঃ লক্ষ্যতে (এর ক্রোধে কোন কৃত্রিমতা আছে বলে মনে হয় না)। তথাহি (কেননা) — ময়ি এব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ (যেন আমার সব বিস্মরণ হওয়ায়, আমি সব ভুলে যাওয়ায়) রহঃ বৃত্তং প্রণয়ম্ (আমাদের মধ্যে গোপনে যে প্রণয় হয়েছিল) অপ্রতিপদ্যমানে (আমি তা স্বীকার করছিনা এবং সেই কারণে) অতিরুষা (নিদারুণ ক্রোধে) অতিলোহিতাক্ষ্যা

অনয়া (আরক্তচোখে এই রমণী) কুটিলয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ (বঙ্কিম ভ্রুযুগলে ভ্রূকুটি করে) স্মরস্য শরাসনং ভগ্নম্ ইব (কন্দর্পের ধনু যেন ভেঙ্গে ফেলছে)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] ভদ্রে (আর্যে), প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতম্ (দুষ্যন্তের চরিত্র সর্বজনবিদিত)। তথাপি ইদং ন লক্ষয়ে (আমার কোনদিন এমন বিস্মৃতি হয়েছে বলে কেউ জানে না)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (সক্রোধে) অনার্য আপনি নিজের মন দিয়ে সবাইকে বিচার করছেন। এমন অন্য আর কে আছে যে ধর্মের পোষাক-পরা, ঘাসে ঢাকা কূপের মত আপনার অনুকরণ করবে?

রাজা — (মনে মনে) এই নারী আমাকে সন্দেহের মধ্যে ঠেলে দিল। (সত্যিই) এর ক্রোধে কোন কৃত্রিমতা আছে বলে মনে হয় না। কেননা,

যেন আমার সব বিস্মরণ হওয়ায় আমাদের মধ্যে গোপনে যে প্রণয় হয়েছিল তা আমি স্বীকার করছি না এবং সেই কারণে নিদারুণ ক্রোধে আরক্ত চোখে এই রমণী তার বাঁকা ভ্রূতে ভ্রূকুটি ক'রে কন্দর্পের ধনু যেন ভেঙ্গে ফেলছে।

(প্রকাশ্যে) — আর্যে, দুষ্যন্তের চরিত্র সর্বজনবিদিত। আর আমার কোনদিন এমন বিস্মৃতি হয়েছে বলে কেউ জানে না।

রাঘবভট্ট— অনার্য, আত্মনো হৃদয়ানুমানেন পশ্যসি জানাসি। যথা তব হৃদয়ং বঞ্চনাপরং তথান্যহৃদয়ান্যপি জানসীত্যর্থঃ। ক ইদানীমন্যো ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনস্তৃণচ্ছন্নকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে। কোঽন্য ইতি সংবন্ধঃ। ময়ীতি। অতিরুষাধিকক্রোধয়াধিক-ক্রোধেন বাত এবাবিতলোহিতাক্ষ্যাঽত্যারক্তনয়নয়া। বিগতং স্মরণং যস্য তদত এব দারুণং যচ্চিত্তং তেন বৃত্তির্বর্তনং যস্য তস্মিন্নত এব রহ একান্তে বৃত্তং সম্পন্নং প্রণয়ং স্নেহমপ্রতিপদ্য-মানেঽজানানে। ময্যেবেত্যেবকারেণ কোপস্য তাত্ত্বিকত্বং ধ্বনিতম্। কুটিলয়োর্বক্রয়োর্ভ্রূবো-র্ভেদাদ্ ভ্রূভঙ্গাৎ স্মরস্য কন্দর্পস্য শরাসনং ধনুর্ভগ্নমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অনয়া চ তথাস্যাঃ কোপো যথোপায়শতৈরপ্যনুনীয়মানা কোপং ন মুঞ্চেৎ তাবৎ কামস্য শরাসনং ভগ্নমেব ব্যর্থত্বমেতদনুনয়াভাবাদিতি তাত্ত্বিকঃ কোপ ইতি বস্তু ধ্বন্যতে। অনেন চ স্থায়িন্যা রতেরনুসন্ধানম্। রণরুণেতি বৃত্তৌ বৃত্তমিতি প্রপ্রেতি স্মরস্যেতি চ্ছেকানুপ্রাসো বৃত্ত্যনুপ্রাসশ্চ। বৃত্তং তয়োর্বসন্ততিলকম্। 'শকুন্তলা — সরোষম্' ইত্যাদিনৈতদন্তেন সংফেটং নামাঙ্গ-মুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণম্ — 'রোষপ্রথিতবাক্যং তু সংফেটঃ পরিকীর্তিতঃ' ইতি। ইদং বঞ্চকত্বম্।

সুষমা—[১] সন্দিগ্ধবুদ্ধিম্ — সন্দিগ্ধা বুদ্ধিঃ যস্য (বহুব্রী) তথাবিধম্। [২] অকৈতব = ছলনা, শাঠ্য। অবিদ্যমানং কৈতবং যস্মিন্ তথাবিধঃ (বহুব্রী)। [৩] বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ — বিস্মরণেন দারুণা চিত্তবৃত্তিঃ যস্যা (বহুব্রী) তস্মিন্। [৪] অপ্রতিপদ্যমানে — প্রতি-পদ্ + শানচ্ = প্রতিপদ্যমান। [৫] অতিলোহিতাক্ষ্যা — অতিলোহিতে অক্ষিণী যস্যাঃ সা (বহুব্রী) তয়া। [৬] উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। তাছাড়া পদার্থহেতুক কাব্যলিঙ্গ, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—নারীত্বের চূড়ান্ত অপমানে ক্ষুব্ধ শকুন্তলার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। 'ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি—' ইত্যাদি কণ্বের উপদেশ এখানে ব্যর্থ। তাই কাম্য ছিল। পাদাহত ফণিনীর মত শকুন্তলা এখন তার ক্ষোভ উদ্গীরণ করছে।

'পোরব জুত্তং ণাম...' (৫.২০ অংশে) এবং 'অণজ্জ, অত্তণো...' (আলোচ্য অংশে) — তুঃ "তোহর বচন অমিঅ ঐসন / তেঁ মতি ভুললি মোরি। কতএ দেখল ভল মন্দ হোঅ / সাধু ন ফাবএ চোরি ॥ সাজনি আবে কি বোলব আও। আগে গুনি জে কাজ ন করএ / পাছে সে পচতাওঃ॥" — বিদ্যাপতি। (নরেশ জানার গ্রন্থে উদ্ধৃত ; পৃঃ ১২১)

"মধু সম বচন কুলিস সম মানস / প্রথমহি জানি ন ভেলা। আপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল / গরুঅ গরব দুর গেল ॥ সখি হে, মন্দ পেম পরিনামা। বড় কএ জীবন কএল পরাধিন নহি উপচর এক ঠামা ॥ ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি পারল আরতি চললহু ধাঈ। তৈখন লঘু গুরু কিছু নাহি গূনল / অব পচতাবকে জাঈ॥ এতদিন অছলহু আন ভান হম অব বুঝল অবগাহি। অপন মূল অপনে হম চাঁছল / দোখ দিব গএ কাহি ॥" — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে সঙ্কলিত বিদ্যাপতির পদ 'আক্ষেপানুরাগ', ৬ ; (পৃঃ ১১৩)।

এই অংশে রাজার 'সন্দিগ্ধবুদ্ধিম্ —' ইত্যাদির আগে অতিরিক্ত একটি শ্লোক এবং তার যোগসূত্র অনেক সংস্করণে আছে। অংশটি হল —

'রাজা (আত্মগতম্) বনবাসাদবিভ্রমঃ পুনরত্রভবত্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথাহি — ন তির্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং / বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংসজ্জতে। হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এষ বিম্বাধরঃ / স্বভাববিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥" (বঙ্গানুবাদ — বনে বাস করার কারণে এর ক্রোধ অকৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে। এর দৃষ্টি ঋজু চোখ আরক্ত, কথাগুলি নিষ্ঠুর কিন্তু পদস্খলন হচ্ছে না। বিম্বাধর শীতার্তের মত কাঁপছে — স্বভাবতই বাঁকা ভ্রূযুগল যেন একসঙ্গেই ভেঙ্গে গেছে।)

এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোক অর্থাৎ 'ময্যেব—' ইত্যাদি — দুটির অর্থে বিশেষ প্রভেদ নেই। অলঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োগেও দুটিতেই কুশলতা বিদ্যমান। কিন্তু একই অর্থে অকারণে একাধিক শ্লোক প্রয়োগ কালিদাসের স্বভাব নয়। দুটির মধ্যে একটি অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত। অধিকাংশ সংস্করণে পরের শ্লোকটি গৃহীত হলেও শ্রীসারদা রঞ্জন রায় বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করেছেন যে পূর্বের শ্লোকটিই অধিকতর রমণীয়। (দ্রঃ পৃ. ৫১৪)। শ্রী রমেন্দ্রমোহন বসুও শ্লোকটির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন — যদিও তিনি মূল পাঠ্যাংশে একে রাখেন নি। শ্রীরায় দুটিই মূলে গ্রহণ করেছেন। 'ময্যেব—' ইত্যাদি শ্লোকটি ভোজের 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে' উদ্ধৃত হয়েছে।

[৫.২৪]

শকুন্তলা — সুঠ্‌ঠু দাব অত্ত সচ্ছন্দচারিণী কিদম্হি। জা অহং ইমস্স পুরুবংসপ্পচ্চএণ মুহমহুণো হিঅঅট্‌ঠিঅবিসস্স হত্থব্ভাসং উবগদা। (সুষ্ঠু তাবৎ

অত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতাস্মি। যা আহম্ অস্য পুরুবংশপ্রত্যয়েন মুখমধোঃ হৃদয়স্থিতবিষস্য হস্তাভ্যাসম্ উপগতা।)

(পটান্তেন মুখমাবৃত্য রোদিতি)।

শার্ঙ্গরবঃ — ইত্থমাত্মকৃতং প্রতিহতং চাপলং দহতি।

অতঃ পরীক্ষা কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥

বিসন্ধি—মুখম্ + আবৃত্য। কৃতা + অস্মি। ইত্থম্ + আত্মকৃতম্। অজ্ঞাতহৃদয়েষু + এবম্।

অন্বয়—অতঃ রহঃ সঙ্গতং বিশেষাৎ পরীক্ষ্য কর্তব্যম্ ; অজ্ঞাতহৃদয়েষু সৌহৃদম্ এবং বৈরীভবতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — সুষ্ঠু তাবৎ (বেশ, তাহলে) অত্র (এখানে, এখন) স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতা অস্মি (আমি স্বেচ্ছাচারিণী বলে প্রতিপন্ন হলাম)। পুরুবংশপ্রত্যয়েন (পুরুবংশের উপর বিশ্বাস থাকায়) অস্য মুখমধোঃ হৃদয়স্থিতবিষস্য (মুখে মধু কিন্তু অন্তরে বিষ — এইরকম আপনার) যা অহম্ হস্তাভ্যাসম্ উপগতা (হাতে যেই আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম ; আজ তার ফল পাচ্ছি। [পটান্তেন মুখম্ আবৃত্য রোদিতি — আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।] শার্ঙ্গরবঃ — ইত্থম্ (এভাবেই) আত্মকৃতম্ চাপলং (নিজের করা চপলতা) প্রতিহতং (যখন কোথাও বাধা পায় তখন) দহতি (দগ্ধ করে থাকে)। অতঃ (সুতরাং) রহঃ সঙ্গতং (গোপনে প্রেম নিবেদন) বিশেষাৎ পরীক্ষ্য কর্তব্যম্ (খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে তবেই করা উচিত)। অজ্ঞাতহৃদয়েষু সৌহৃদং (পরস্পরের মন না জেনে বন্ধুত্ব ক'রলে) এবং বৈরীভবতি (এইভাবেই তা শত্রুতায় পর্যবসিত হয়)।

বঙ্গানুবাদ— শকুন্তলা — বেশ, তাহলে এখন আমি স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন হলাম। পুরুবংশের উপর বিশ্বাস থাকায়, মুখে মধু কিন্তু অন্তরে বিষ — এইরকম আপনার হাতে যেই আমি আত্মসমর্প করেছিলাম, (আজ তার ফল পাচ্ছি)। (আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন)।

শার্ঙ্গরব — এভাবেই নিজের চপলতা যখন কোথাও বাধা পায় তখন মানুষকে দগ্ধ করে।

এইকারণেই গোপনে প্রেমনিবেদন খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে তবেই করা উচিত। (অন্যথায়) পরস্পরের মন না জেনে বন্ধুত্ব করলে তা এভাবে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়।

রাঘবভট্ট—সুষ্ঠু তাবদত্র স্বচ্ছচারিণী কৃতাস্মি। যাহমস্য পুরুবংশে প্রত্যয়ো বিশ্বাসস্তেন মুখমধোর্হৃদয়স্থিতবিষস্য। তত্র স্বত্বং দ্যোতয়িতুং স্থিতপদম্। বিষস্যেত্যনেন কাপট্যনিগরণাদতিশয়োক্তিঃ। হস্তাভ্যাশং করসমীপমুপগতা। বিশেষণদ্বয়েনাতিখলস্বভাবত্বং ধ্বনিতম্। আত্মকৃতং চাপলং কদাচিদ্দৈবানুকূল্যেন সম্যক্তয়া পরিণমতি। প্রতিহতং

কেনচিদ্রুদ্ধং সন্দহতি। অত ইতি। অতঃ কারণাৎ সংগতং মৈত্র্যং পরীক্ষ্য কর্তব্যম্। রহ একান্তে সংগতং বিশেষাৎ পরীক্ষ্য কর্তব্যমিত্যনুষজ্যতে। অত্র শকুন্তলাদুষ্যন্তয়োঃ সংগতস্য কর্তব্যে বিশেষে প্রস্তুতে যৎ সামান্য-সংগতমাত্রস্যাপ্রস্তুতস্য বচনং সাঽপ্রস্তুতপ্রশংসা। অজ্ঞাতহৃদয়েষু ব্যবহারাদিনাজ্ঞাতচিত্তেষু সৌহৃদং মৈত্রী বৈরী ভবতি। অয়ং বৈধর্ম্যেণার্থান্তরন্যাসঃ।

সুষমা—[১] পরীক্ষ্য — পরি-ঈক্ষ্ + ল্যপ্। [২] অজ্ঞাতহৃদয়েষু — অজ্ঞাতং হৃদয়ং যেষাং তেষু তথাভূতেষু (বহুব্রী)। [৩] বৈরীভবতি — বৈর + চ্বি + ভূ + লট্ প্রথমপুরুষ একবচন। [৪] প্রস্তুত বিশেষ শকুন্তলার বিবাহের স্থানে সামান্যের উল্লেখে অপ্রস্তুতপ্রশংসা। সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ। [৫] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা— 'প্রতিহতং চাপলম্' — এর পাঠান্তর 'অপ্রতিহতং চাপলম্'। দুভাবেই অর্থসঙ্গতি হয়।

[৫.২৫]

→ রাজা — অয়ি ভোঃ, কিমত্রভবতীপ্রত্যয়াদেবাস্মান্ সংযুতদোষাক্ষরৈঃ ক্ষিণুথ?

শার্ঙ্গরবঃ — (সাসূয়ম্) শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্?

আ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো য-
স্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈ-
র্বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ ॥ ২৫ ॥

বিসন্ধি—কিম্ + অত্রভবতীপ্রত্যয়াৎ + এব + অস্মান্। ভবদ্ভিঃ + অধরোত্তরম্। শাঠ্যম্ + অশিক্ষিতঃ। যঃ + তস্য + অপ্রমাণম্। পরাতিসন্ধানম্ + অধীয়তে। যৈঃ + বিদ্যা + ইতি। কিল + আপ্তবাচঃ।

অন্বয়—যঃ আজন্মঃ শাঠ্যম্ অশিক্ষিতঃ তস্য জনস্য বচনম্ অপ্রমাণম্ ; যৈঃ পরাতিসন্ধানং বিদ্যা ইতি অধীয়তে তে আপ্তবাচঃ সন্তু কিল।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — অয়ি ভোঃ (মহাশয়েরা শুনুন)! অত্রভবতীপ্রত্যয়াৎ এব (কেবলমাত্র এই নারীর কথায় বিশ্বাস করেই) কিম্ অস্মান্ (আমাকে কেন) সংযুতদোষাক্ষরৈঃ (কঠোর ভাষায়) ক্ষিণুথ (ভর্ৎসনা করছেন)? শার্ঙ্গরবঃ — [সাসূয়ম্ — সক্রোধে] শ্রুতং ভবদ্ভিঃ অধরোত্তরম্ (আপনারা এরকম বিপরীত কথা শুনেছেন কি)? যঃ (যে লোক) আজন্মনঃ শাঠ্যম্ অশিক্ষিতঃ (জীবনে শঠতা কি জানে না) তস্য জনস্য (সেই

লোকের) বচনম্ অপ্রমাণম্ (কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়) ; যৈঃ (আর যারা) পরাতিসন্ধানং (লোককে বঞ্চনা করা) বিদ্যা ইতি অধীয়তে (বিদ্যাজ্ঞানে শিক্ষা করে) তে আপ্তবাচঃ সন্তু কিল (তারা হল সত্যবাদী)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — মহাশয়েরা শুনুন! কেবলমাত্র এই নারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে কেন আমাকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করছেন?

শার্ঙ্গরব — (সক্রোধে) আপনারা এরকম বিপরীত কথা শুনেছেন কি?

যে লোক জীবনে শঠতা কি তা জানে না তার কথা বিশ্বাস্য নয় ; আর যারা লোককে প্রতারণা করার কৌশল বিদ্যা-জ্ঞানে শিক্ষা করে তারা হল সত্যবাদী।

রাঘবভট্ট—অত্রভবতীপ্রত্যয়াৎ। পূজ্যাবিশ্বাসাৎ। ভবদ্বিয়েয়ং পূজ্যেব। তদ্বচনবিশ্বাস্যাদিত্যর্থঃ। এবকারেণ যুক্ত্যন্তরনিরাসঃ। অস্মানিতি পুরুবংশোৎপন্নান্ সর্বধর্মনিষ্ঠানিদ্রাদিভিরপ্যুপচারেণ গৃহীতানিত্যাদিধর্মশতং ব্যনক্তি। সম্যক্, ন ত্বীষৎ। যুতঃ সংপৃক্তঃ, ন তু স্পৃষ্টঃ দোষো যেষু তান্যক্ষরানি যেষু বচনেষু তৈর্বচনৈরিতি বিশেষ্যমুন্নেয়ম্। ক্ষিনুথ হিংস্থ। অধরং হীনং চ তদুত্তরং চাধরোত্তরম্। স্বদোষোজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। 'অধরমধস্তাৎ প্রথমমিদমুত্তরমূর্ধ্বং ন কিঞ্চিদিষ্যতী'তি (?) ন জ্ঞায়ত ইতি ভাবঃ। 'অধরো দন্তবসনেঽনূর্ধ্বে হীনেঽধরোঽন্যবৎ' ইতি বিশ্বঃ। আ জন্মন ইতি। যো জন আজন্মন জন্মন আরভ্য শাঠ্যং ধৌর্ত্যমশিক্ষিতঃ। স্বেনান্যেন বেত্যর্থঃ। তস্য জনস্য বচনম্ অপ্রমাণম্। যৈর্জনৈঃ পরাতিসন্ধানং পরবঞ্চনং বিদ্যেতি বিদ্যারূপত্বেন। যথা বিদ্যা সদ্‌গুরোঃ সৎসংপ্রদায়াৎ সুদিনে মঙ্গলপূর্বকমনধ্যায়নিবৃত্তিপূর্বকং নিয়তাত্মভিস্তদ্বদিয়মপ্যধীয়তে ন তু শিক্ষ্যতে। ত আপ্তবাচঃ সত্যবচনাঃ কিলেতি সম্ভাবনায়াম্। 'কিলশব্দস্তু বার্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। অত্র শকুন্তলাবচনং সত্যং — দুষ্যন্তবচনসত্যমিতি বিশেষে প্রস্তুতে যৎ সামান্যবচনং সা বৈধর্ম্যেণাপ্রস্তুতপ্রশংসা। অথবাপ্রমাণমপি তু ন ত আপ্তবাচোঽপি তু নেতি কাকৌ সাধর্ম্যেণৈবাপ্রস্তুতপ্রশংসা। রূপকানুপ্রাসৌ চ। চতুর্থ্যুপজাতিঃ। 'শকুন্তলা — সুঠ্‌ঠ দাব' ইত্যাদ্যেতদন্তেন দ্রবো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'গুরুব্যতিক্রমো যস্তু বিজ্ঞেয়োঽথ দ্রবস্তু সঃ' ইতি।

সুষমা—[১] অধরোত্তরম্ — অধরং চ তৎ উত্তরঞ্চ (কর্মধা)। [২] আ জন্মনঃ — 'পঞ্চম্যাঙ্‌পরিভিঃ' সূত্রে পঞ্চমী। [৩] শাঠ্যম্ — শঠ + ষ্যঞ্। [৪] পরাতিসন্ধানম্ — পরেষাম্ অতিসন্ধানম্ (ষষ্ঠী তৎ)। [৫] বিদ্যেতি — 'ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্' ইতি প্রথমা। [৬] আপ্তবাচঃ — আপ্তাঃ বাচঃ যেষাং তে (বহুব্রী)। [৭] দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার বিশেষে সামান্যের বর্ণনে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। 'পরাতিসন্ধানম্'এ বিদ্যার আরোপে রূপক। অনুপ্রাস। [৮] উপজাতি ছন্দ।

[৫.২৬]

রাজা — ভোঃ সত্যবাদিন্, অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিরেবম্। কিং পুনরিমামতিসন্ধায় লভ্যতে?

শার্ঙ্গরবঃ — বিনিপাতঃ।

রাজা — বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে ইতি ন শ্রদ্ধেয়ম্।

শারদ্বতঃ — শার্ঙ্গরব, কিমুত্তরেণ। অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ। প্রতিনিবর্তামহে বয়ম্। (রাজানং প্রতি)

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্বতোমুখী ॥ ২৬ ॥

গৌতমি, গচ্ছাগ্রতঃ

(প্রস্থিতাঃ)

বিসন্ধি—তাবৎ + অস্মাভিঃ + এবম্। পুনঃ + ইমাম্ + অতিসন্ধায়। কিম্ + উত্তরেণ। তৎ + এষা। বা + এনাম্। গচ্ছ + অগ্রতঃ।

অন্বয়—এষা ভবতঃ কান্তা — এনাং ত্যজ বা গৃহাণ বা। দারেষু সর্বতোমুখী প্রভুতা উপপন্না হি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — ভোঃ সত্যবাদিন্ (ওহে সত্যবাদী), অভ্যুপগতং তাবৎ অস্মাভিঃ এবম্ (ঠিক আছে, আপনি যা বললেন তা স্বীকার করে নিচ্ছি)। কিং পুনঃ ইমাম্ অতিসন্ধায় লভ্যতে (কিন্তু একে ঠকিয়ে আমার কি লাভ)? শার্ঙ্গরবঃ — বিনিপাতঃ (সমূলে ধ্বংস)। রাজা — বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে ইতি (পুরুবংশীয়েরা সমূলে বিনাশ প্রার্থনা করছে — এই কথা বলা) ন শ্রদ্ধেয়ম্ (ঠিক হচ্ছে না)। শারদ্বতঃ — শার্ঙ্গরব, কিম্ উত্তরেণ (শার্ঙ্গরব, উত্তর-প্রত্যুত্তরের আর প্রয়োজন দেখি না)। অনুষ্ঠিতঃ গুরোঃ সন্দেশঃ (গুরুর আজ্ঞা পালন করেছি)। প্রতিনিবর্তামহে বয়ম্ (আমরা ফিরে যাই)। [রাজানং প্রতি — রাজাকে উদ্দেশ্য করে] এষা ভবতঃ কান্তা (এ আপনার পত্নী)। এনাং ত্যজ বা গৃহাণ বা (একে আপনি ত্যাগ বা গ্রহণ যা ইচ্ছা করতে পারেন)। দারেষু সর্বতোমুখী প্রভুতা (পত্নীর উপর স্বামীর সর্বব্যাপারে স্বাধীনতা) উপপন্না হি (স্বীকৃত আছে)। গৌতমি, গচ্ছ অগ্রতঃ (গৌতমী, আগে চল)। [প্রস্থিতাঃ — সকলে অর্থাৎ ঋষিরা এবং গৌতমী যেতে শুরু করলেন]

বঙ্গানুবাদ—রাজা — ওহে সত্যবাদী, আপনি যা বললেন তা নাহয় স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু একে ঠকিয়ে আমার কি লাভ বলতে পারেন?

শার্ঙ্গরব — সমূলে বিনাশ (—এটাই লাভ হবে)।

রাজা — পুরুবংশীয়েরা সমূলে বিনাশ প্রার্থনা করছেন — এরকম বলা আপনার ঠিক হচ্ছে না।

শারদ্বত — শার্ঙ্গরব, উত্তর-প্রত্যুত্তরের আর প্রয়োজন দেখি না। গুরুর আদেশ আমরা পালন করেছি। এবারে আমরা ফিরে চলি। (রাজাকে উদ্দেশ্য করে)।

এই (শকুন্তলা) আপনার পত্নী। একে ত্যাগ করবেন না গ্রহণ করবেন — তা আপনার ইচ্ছা। কেননা, স্ত্রীর উপরে স্বামীর সব ব্যাপারেই স্বাধীনতা স্বীকৃত আছে।

গৌতমী, আগে চল।

(সকলে অর্থাৎ ঋষিরা এবং গৌতমী যেতে শুরু করলেন)

রাঘবভট্ট—সত্যবাদিন্নিতি সোল্লুণ্ঠম্। অতিসন্ধায় বঞ্চয়িত্বা। 'রাজা — ভোঃ সত্যবাদিন্' ইত্যাদিনা 'ন শ্রদ্ধেয়ম্' ইত্যন্তেনাক্ষমা নাম নাট্যালংকারো নিবদ্ধঃ। তল্লক্ষণম্ — "অক্ষমা সা পরিভবঃ স্বল্পোঽপি ন বিষহ্যতে" ইতি। তদিতি। তদিত্যুপসংহারে। এষা ভবতঃ কান্তা। এনাং ত্যজ বা গৃহাণ বা। অর্থান্তরন্যাসমাহ — উপেতি। সর্বতোমুখী ত্যাগে তাড়নে স্বীকারে দান ইত্যাদি। তেন ত্বং যথেচ্ছং কুর্বিতি ভাবঃ।

সুষমা—[১] বিনিপাতঃ — বি + নি — পত্ + ঘঞ্। [২] উপপন্না — উপ — পদ্ + ক্ত + টাপ্। [৩] দারেষু — 'দারা' শব্দের অর্থ স্ত্রী। কিন্তু শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং বহুবচনে ব্যবহার হয়। দারয়ন্তি ভেদয়ন্তি ভ্রাতৃন্ ইতি। দৃ + ণিচ্ + ঘঞ্ কর্তরি। [৪] প্রভুতা সর্বতোমুখী — 'ভর্তা হি দৈবতং স্ত্রীণাং ভর্তা হি গতিরুচ্যতে।' [৫] সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। [৬] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৫.২৭]

শকুন্তলা — কহং ইমিণা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধ ম্হি, তুম্হে বি মং পরিচ্চঅহ? (অনুপ্রতিষ্ঠতে) (কথম্ অনেন কিতবেন বিপ্রলব্ধা অস্মি, যূয়ম্ অপি মাং পরিত্যজথ?)

গৌতমী — (স্থিত্বা) বচ্ছ, সঙ্গরব, অণুগচ্ছদি ইঅং ক্খু ণো করুণপরিদেবিণী সউন্দলা। পচ্চাদেসপরুসে ভত্তুণি কিং বা মে পুত্তিআ করেদু। (বৎস, শার্ঙ্গরব, অনুগচ্ছতি ইয়ং খলু নঃ করুণপরিদেবিনী শকুন্তলা। প্রত্যাদেশপরুষে ভর্তরি কিং বা মে পুত্রিকা করোতু।)

শার্ঙ্গরবঃ — (সরোষং নিবৃত্য) কিং পুরোভাগে, স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে!

(শকুন্তলা ভীতা বেপতে)

শকুন্তলে,

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচি ব্রতমাত্মনঃ
পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্ ॥ ২৭ ॥

তিষ্ঠ, সাধয়ামো বয়ম্।

বিসন্ধি—স্বাতন্ত্র্যম্ + অবলম্বসে। ক্ষিতিপঃ + তথা। ত্বম্ + অসি। পিতুঃ + উৎকুলয়া। ব্রতম্ + আত্মনঃ। দাস্যম্ + অপি।

অন্বয়—ক্ষিতিপঃ যথা বদতি ত্বং যদি তথা, উৎকুলয়া ত্বয়া পিতুঃ কিম্? অথ আত্মনঃ ব্রতং শুচি বেৎসি, পতিকুলে দাস্যমপি তব ক্ষমম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — অনেন কিতবেন (এই ধূর্ত) বিপ্রলব্ধা অস্মি (আমায় প্রতারণা করেছে)। যূয়ম্ অপি (তোমরাও) কথং মাং পরিত্যজথ (কেন আমায় পরিত্যাগ করছ')? গৌতমী — [স্থিত্বা — দাঁড়িয়ে] বৎস, শার্ঙ্গরব, (বৎস শার্ঙ্গরব) ইয়ং খলু শকুন্তলা (এই দেখ, শকুন্তলা) করুণপরিদেবিনী (করুণভাবে বিলাপ করতে ক'রতে) নঃ অনুগচ্ছতি (আমাদের পিছন পিছন আসছে)। প্রত্যাদেশপরুষে ভর্তরি (স্বামী যখন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে) কিং বা মে পুত্রিকা করোতু (তখন আমার কন্যাই বা আর কি করবে)? শার্ঙ্গরবঃ — [সরোষং নিবৃত্য — রেগে ফিরে দাঁড়িয়ে] পুরোভাগে (স্বেচ্ছাচারিণী)! কিং স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বসে (তুমি আবারও স্বাধীন হচ্ছ')। [শকুন্তলা ভীতা বেপতে — শকুন্তলা ভয়ে কাঁপতে লাগল] শকুন্তলে (শোন' শকুন্তলা), ক্ষিতিপঃ যথা বদতি — (মহারাজ যা বললেন) ত্বং যদি তথা (তুমি যদি তাই হও), উৎকুলয়া ত্বয়া পিতুঃ কিম্ (কুলত্যাগিনী তুমি পিতার কোন্ কাজে লাগবে); অথ (আর যদি) আত্মনঃ ব্রতং শুচি বেৎসি (নিজের কাজকে পবিত্র বলে মনে কর, তবে) পতিকুলে (স্বামীর কাছে) দাস্যমপি তব ক্ষমম্ (দাসী হয়ে থাকাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ)। তিষ্ঠ (এখানেই থাক', আর এগিয়ো না), সাধয়ামঃ বয়ম্ (আমরা যাচ্ছি)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — এই ধূর্ত আমায় প্রতারণা করেছে; তা'বলে তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছ?

গৌতমী — (দাঁড়িয়ে) বৎস শার্ঙ্গরব, এই দেখ শকুন্তলা করুণভাবে বিলাপ ক'রতে ক'রতে আমাদের পিছন পিছন আসছে। স্বামী যখন এরকম নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন আমার কন্যাই বা আর কি ক'রবে?

শার্ঙ্গরব — (রেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে) স্বেচ্ছাচারিণী, তুমি আবারও স্বাধীন হচ্ছ'?

(শকুন্তলা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন)

শোন' শকুন্তলা,

মহারাজ যা বললেন তা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ তুমি যদি সত্যই ব্যভিচারিণী হও) তবে কুলত্যাগিনী তুমি পিতার কোন্ কাজে লাগবে? আর যদি নিজের কাজকে পবিত্র বলে জান', তবে স্বামীর কাছে দাসী হ'য়ে থাকাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

থামো, (আর এসো না); আমরা চললাম।

রাঘবভট্ট—কথমনেন কিতবেন ধূর্তেন বিপ্রলব্ধাস্মি। যূয়মপি মাং পরিত্যজথ। তৎকথমিতি সংবন্ধঃ। বৎস শার্ঙ্গরব, অনুগচ্ছতীয়ং খলু নোঽস্মান্ করুণপরিদেবিনী শকুন্তলা।

প্রত্যাদেশপরুষে নিরাকৃতিনিষ্ঠুরে। 'প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিঃ' ইত্যমরঃ। ভর্তরি কিং বা মে পুত্রিকা করোতু। পুরোভাগে দোষদর্শিনি। 'দোষৈকদৃক্ পুরোভাগী' ইত্যমরঃ। যদীতি। ক্ষিতিপো রাজা যথা বদতি তথা ত্বমসি তদা উৎকুলয়াতিক্রান্তকুলমর্যাদয়া ত্বয়া পিতুঃ কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। তু পূর্বতো ব্যতিরেকে। অথাত্মনঃ শুচি পবিত্রং ব্রতং নিয়মং বেৎসি যদি তদা পতিকুলে ভর্তৃগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমং সমীচীনম্। হেত্বনুপ্রাসৌ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] পুরোভাগে — 'পুরঃ' কথার অর্থ প্রথম। দোষগুণের বিচারে দোষই প্রথমে নজরে পড়ে। পুরঃ পূর্বঃ দোষপক্ষঃ ভাগো যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। যে অন্যের দোষ দেখে, দোষমাত্রদর্শিনী। শকুন্তলা রাজার দোষ দেখছে তাঁকে বিবাহ করেও অস্বীকার করার জন্য ; কিন্তু সে নিজেও পতিকুল ত্যাগ করে যেতে চাইছে, তাওতো দোষের — শার্ঙ্গরবের সম্বোধনে তারই ইঙ্গিত। পুরোভাগে — পাঠান্তর — পুরোভাগিনি। [২] ক্ষিতিপঃ — ক্ষিতিং পাতি যঃ সঃ (উপপদ তৎ)। ক্ষিতি + পা + ক। [৩] উৎকুলয়া — উৎক্রান্তা কুলম্ কুলাৎ বা (প্রাদিতৎ)। [৪] দাস্যম্ — দাসস্য কর্ম ইতি দাস + যৎ। [৫] শ্লোকের প্রথম চরণ দ্বিতীয় চরণের এবং তৃতীয় চরণ চতুর্থের কারণরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৬] দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ।

অধ্যাপনা—শকুন্তলার অসহায় অবস্থা, গৌতমীর মাতৃসুলভ স্নেহ, শার্ঙ্গরবের কঠোর ভর্ৎসনা এবং প্রস্থানের উদ্যোগ — সব মিলিয়ে এক অপূর্ব করুণ দৃশ্য।

[৫.২৮]

রাজা — ভোস্তপস্বিন্, কিমত্রভবতীং বিপ্রলভসে?

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ ॥ ২৮ ॥

বিসন্ধি—ভোঃ + তপস্বিন্। কিম্ + অত্রভবতীম্। কুমুদানি + এব। পঙ্কজানি + এব।

অন্বয়—শশাঙ্কঃ কুমুদানি এব বোধয়তি, সবিতা পঙ্কজানি এব বোধয়তি। বশিনাং বৃত্তিঃ পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী হি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — ভোঃ তপস্বিন্ (হে তপস্বী), কিম্ অত্রভবতীম্ বিপ্রলভসে (একে কেন প্রতারিত ক'রছেন)? শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) কুমুদানি এব বোধয়তি (কেবলমাত্র কুমুদকেই বিকশিত করে) সবিতা (সূর্য) পঙ্কজানি এব বোধয়তি (কেবলমাত্র পদ্মই বিকশিত করে)। বশিনাং বৃত্তিঃ (জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের চিত্তবৃত্তি) পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী হি (কখনও পরস্ত্রী-স্পর্শের কামনায় দূষিত হয় না)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — হে তপস্বী, একে (শকুন্তলাকে) কেন আপনারা প্রতারিত করছেন।

চন্দ্র কেবলমাত্র কুমুদকেই বিকশিত করে, সূর্য কেবলমাত্র পদ্মকেই বিকশিত করে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের চিত্তবৃত্তি কখনও পরস্ত্রী-স্পর্শের কামনায় দূষিত হয় না।

রাঘবভট্ট—কুমুদানীতি। নাপরাণীত্যুভয়ত্রৈবকারার্থঃ। হি নিশ্চিতং বশিনাং জিতেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্বর্তনং পরস্যান্যস্য পরিগ্রহ আয়াতং বস্তু কলত্রং চ তস্যাশ্লেষঃ সংপর্কস্তস্মাৎ সম্যগতিশয়েন পরাঙ্মুখী নিবর্তনশীলা। পরকলত্রপরাঙ্মুখত্বং নাপি তু তৎসংপর্কপরাঙ্মুখত্বম্ তদপি তন্মাত্রং নাপি তু সম্যগিতি। তেন সম্‌শব্দঃ পরাঙ্মুখবিশেষণতয়া যোজ্যঃ। 'পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাম্' ইতি বিশ্বঃ। অত্র দুষ্যন্তশকুন্তলানঙ্গীকারে বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যবচনেনা-প্রস্তুতপ্রশংসা। পূর্বার্ধবৈধর্ম্যেণ মালাদৃষ্টান্তালংকারঃ। অত্র পূর্বমুপমেয়ং পশ্চাৎ তৎপ্রতিবিম্ব-ত্বেনোপমানং নিবদ্ধব্যমিতি নায়ং নিয়মঃ। 'দৃষ্টান্তঃ পুনরেতেষাং সর্বেষাং প্রতিবিম্বনম্' ইতি লক্ষণাৎ। উদাহৃতং চ রুচকেন — 'অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিংত্বস্য গম্ভীরতামা-পাতালনিমগ্নপীবরবপুর্জানাতি মন্থাচলঃ। দেবীং বাচমুপাসতে হি বহবঃ সারং তু সারস্বতং জানীতে নিতরামসৌ গুরুকুলক্লিষ্টো মুরারিঃ কবিঃ' ইতি। অত্র জ্ঞানাখ্যধর্মেণৌপম্যং বা কিং বিম্বভাবেন বেতি। কশ্চিত্ত্বালংকারিকঃ পূর্বার্ধে বৈধর্ম্যেণ মালাপ্রস্তুতপ্রশংসোত্তরার্ধে তৎসমর্থনরূপোঽর্থান্তরন্যাস ইত্যবদৎ তন্ন। যতোঽয়মপ্রস্তুতে বিশেষঃ সামান্যং বোধয়েদিতি বক্তব্যং তত্র প্রস্তুতস্য বিশেষরূপত্বাদেব। নাপি তয়োঃ কার্যকারণভাবঃ। নাপ্যত্র সারূপ্যং তাদৃশধর্মাভাবাৎ কুমুদানীতি পঙ্কজানীতি নপুংসকোপাদানাচ্চ। তেন পূর্বোক্তমেব সাধু। নন্বত্রাপি কথং বিম্বপ্রতিবিম্বভাব ইতি চেদুচ্যতে। বশিনঃ শশাঙ্কসবিতারৌ প্রতিবিম্ব-ত্বেনোপাত্তৌ। পরপরিগ্রহস্য কুমুদপঙ্কজে পরাঙ্মুখস্য বৈধর্ম্যেণ বিকাস ইতি সর্বং সমঞ্জসম্। শঙ্কপঙ্কেতি ন্যেবন্যেবেতি পরপরীতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী — পরেষাং পরিগ্রহঃ (ষষ্ঠী তৎ), তেষাং সংশ্লেষঃ (ষষ্ঠী তৎ), তত্র পরাঙ্মুখী (সপ্তমী তৎ) [২] অপ্রস্তুতপ্রশংসা এবং অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। তাছাড়া তুল্যযোগিতা, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৩] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—বিগতস্মৃতি রাজার ঋষিদের বোঝানোর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'একে ঠকিয়ে আমার কি লাভ?' এখন প্রশ্ন করছেন 'একে ঠকিয়ে আপনাদের কি লাভ?' ঋষিদের যাওয়ার আগে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন — 'জিতেন্দ্রিয়রা পরস্ত্রীস্পর্শে সর্বদা বিমুখ'। ভাবখানা এই — 'আপনারা বলছেন — এ আমার পত্নী। সুতরাং থাকল এখানে। আমিও বলছি — একে গ্রহণ করব — এরকম আশা যদি আপনারা বিন্দুমাত্রও পোষণ করেন, তবে আপনারা ভুল করছেন'।

[৫.২৯]

শার্ঙ্গরবঃ — যদা তু পূর্ববৃত্তমন্যসঙ্গাদ্বিস্মৃতো ভবাংস্তদা কথমধর্মভীরুঃ?

রাজা — (পুরোহিতং প্রতি) ভবন্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি।

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন্মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ ॥ ২৯ ॥

বিসন্ধি—পূর্ববৃত্তম্ + অন্যসঙ্গাৎ + বিস্মৃতঃ। ভবান্ + তদা। কথম্ + অধর্মভীরুঃ। ভবন্তম্ + এব + অত্র। স্যাম্ + অহম্ + এষা। বদেৎ + মিথ্যা + ইতি। ভবামি + আহো।

অন্বয়—অহং মূঢ়ঃ স্যাম্ এষা বা মিথ্যা বদেৎ ইতি সংশয়ে দারত্যাগী ভবামি আহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—শার্ঙ্গরবঃ — যদা তু ভবান্ (আপনি যখন) অন্যসঙ্গাৎ (অন্য রমণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে) পূর্ববৃত্তম্ বিস্মৃতঃ (পূর্বের ঘটনা ভুলে যাচ্ছেন) তদা কথম্ অধর্মভীরুঃ (তখন অন্য এক অধর্মের ভয় পাচ্ছেন কেন)? রাজা — [পুরোহিতং প্রতি — পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে] ভবন্তম্ এব অত্র (এ বিষয়ে আপনার কাছেই) গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি (এর ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করছি)। অহং মূঢ়ঃ স্যাম্ (আমি কি মোহে পড়ে সব বিস্মৃত হয়েছি) এষা বা মিথ্যা বদেৎ (নাকি এই নারী মিথ্যা বলছে) ইতি সংশয়ে (এই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ; এমতাবস্থায়) দারত্যাগী ভবামি (স্ত্রী ত্যাগ করে দোষী হব') আহো (নাকি) পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ (পরস্ত্রী স্পর্শের পাপী হব')।

বঙ্গানুবাদ—শার্ঙ্গরব — আপনি যখন অন্য রমণীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পূর্বের ঘটনা সব ভুলে যাচ্ছেন, তখন অন্য এক (স্ত্রী-ত্যাগের) অধর্ম করতে ভয় পাচ্ছেন কেন?

রাজা — (পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে) — এবিষয়ে আপনার কাছে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করি।

আমি নিজেই মোহগ্রস্ত হয়ে সব বিস্মৃত হয়েছি — নাকি এই নারীই মিথ্যা বলছে — এই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রী ত্যাগ করে দোষী হব' — নাকি পরস্ত্রী স্পর্শের পাপী হব'?

রাঘবভট্ট—এতদভিপ্রায়েণৈব শার্ঙ্গরববচনম্ 'যদা তু —' ইতি। অন্যস্যালৌকিকস্য শাপস্য সঙ্গঃ সক্তিঃ সংবন্ধস্তস্মাৎ। অথ চান্যস্যা বসুমত্যা দেব্যাঃ প্রসঙ্গাৎ। অথবান্যস্যা লোকোত্তরায়া রাজলক্ষ্ম্যাঃ সঙ্গাদিত্যাদি যোজ্যম্। বিস্মৃতং বিদ্যতে যস্য সঃ বিস্মৃতঃ। অর্শআদিত্বাদচ্। বিস্মরণযুক্ত ইত্যর্থঃ। অনেনোৎপ্রাসনামা নাট্যালংকার উপক্ষিপ্তঃ। তল্লক্ষণং তু — 'উৎপ্রাসনং রূপহাসো যোঽসাধৌ সাধুমানিনি' ইতি। মূঢ় ইতি। আহো পক্ষান্তরে। 'পাংসুলঃ পুংশ্চলঃ' ইতি বিশ্বঃ। 'রাজা — ভোঃ সত্যবাদিন্' ইত্যাদিনৈতদন্তেন বিরোধনামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। 'উত্তরোত্তরবাক্যং তু বিরোধ ইতি সংজ্ঞিতঃ' ইতি।

সুষমা— [১] গুরুলাঘবম্ — গুরু চ লঘু চ ইতি গুরুলঘু। 'বিপ্রতিষিদ্ধং চানধিকরণবাচি' সূত্রে পাক্ষিক একবচন। তস্য ভাবঃ গুরুলাঘববম্ (অণ্ প্রত্যয়)। 'পরিমাণান্তস্যাঽসংজ্ঞা-শণয়োঃ' সূত্রে উত্তরপদবৃদ্ধি। লঘু-শব্দ পরিমাণবাচক। 'পরমনৈষ্কিক', 'উত্তমনৈষ্কিক'

ইত্যাদির মত ব্যবহার। অথবা গুরু = গুরুত্ব। গুরুঃ (গুরুত্বং) চ লাঘবঞ্চ। 'গুরু' 'মৃদু' প্রভৃতি গুণবচন হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। [২] দারত্যাগী — দার + ত্যজ্ + ঘিণুন্। [৩] পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ — পরস্য স্ত্রী (ষষ্ঠী তৎ) তস্যাঃ স্পর্শঃ (ষষ্ঠী তৎ), তেন পাংসুলঃ (তৃতীয়া তৎ)। পাংসুল = দূষিত। পাংসু (পাংশু বিকল্পে) + লচ্। [৪] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাজা সম্পূর্ণ দিশাহারা অবস্থায় আছেন। তাঁর স্মরণে নেই যে তিনি বিবাহ করেছেন। আবার সত্যবাদী ঋষিদের কথা, বৃদ্ধা গৌতমীর কথা এবং শকুন্তলার 'অকৈতব' ক্রোধ — বিবাহ-ব্যাপার অস্বীকার করা সত্ত্বেও, এঁদের বক্তব্যকে নির্জলা মিথ্যা বলতে মন চাইছে না। (দ্রঃ পঞ্চম অঙ্কের শেষ শ্লোক)। তাই তিনি পুরোহিতের উপদেশ চাইছেন। তিনি নিজেই যদি মোহগ্রস্ত হয়ে পূর্বব্যাপার বিস্মৃত হয়ে থাকেন তবে বিবাহিতা স্ত্রীকে অকারণে ত্যাগের দোষে দোষী হতে হয় — আবার যদি সত্যই তা না ঘটে থাকে তবে পরস্ত্রীগমনের পাপ হয়। কিমধুনা করণীয়ম্??

[৫.৩০]

পুরোহিতঃ — (বিচার্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাম্।

রাজা — অনুশাস্তু মাং ভবান্।

পুরোহিতঃ — অত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্গৃহে তিষ্ঠতু। কুত ইদমুচ্যতে ইতি চেৎ — ত্বং সাধুভিরুদ্দিষ্টঃ প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি, অভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি। বিপর্যয়ে তু পিতুরস্যাঃ সমীপনয়নমবস্থিতমেব।

রাজা — যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরোহিতঃ — বৎসে, অনুগচ্ছ মাম্।

শকুন্তলা — ভঅবদি বসুহে, দেহি মে বিবরং। (রুদতী প্রস্থিতা। নিষ্ক্রান্তা সহ পুরোধসা তপস্বিভিশ্চ।) (ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্।)

(রাজা শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি)

বিসন্ধি—তাবৎ + এবম্। তাবৎ + আপ্রসবাৎ + অস্মদ্গৃহে। ইদম্ + উচ্যতে। সাধুভিঃ + উদ্দিষ্টঃ। প্রথমম্ + এব। জনয়িষ্যসি + ইতি। চেৎ + মুনিদৌহিত্রঃ + তল্লক্ষণোপপন্নঃ। শুদ্ধান্তম্ + এনাম্। পিতুঃ + অস্যাঃ। সমীপনয়নম্ + অবস্থিতম্ + এব। তপস্বিভিঃ + চ। শকুন্তলাগতম্ + এব।

বাংলা প্রতিশব্দ—পুরোহিতঃ — [বিচার্য — ভেবে নিয়ে] যদি তাবৎ এবং ক্রিয়তাম্ (যদি এরকম করা যায়)। রাজা — অনুশাস্তু মাং ভবান্ (আপনি আদেশ করুন)। পুরোহিতঃ — অত্রভবতী (ইনি) আপ্রসবাৎ (সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত) অস্মদ্গৃহে তাবৎ তিষ্ঠতু (আমার

ঘরেই থাকুন)। কুত ইদম্ উচ্যতে ইতি চেৎ (যদি বলেন — কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলাম তবে বলি) — ত্বং সাধুভিরুদ্দিষ্টঃ (সাধুরা আপনার সম্বন্ধে এইরকম ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছেন যে) প্রথমম্ এব (প্রথমেই) চক্রবর্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসি ইতি (আপনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দেবেন)। স চেৎ মুনিদৌহিত্রঃ (যদি মুনির দৌহিত্র, কণ্বের দৌহিত্র অর্থাৎ শকুন্তলার পুত্র) তল্লক্ষণোপপন্নঃ ভবিষ্যতি (সেই লক্ষণযুক্ত হয়) এনাম্ অভিনন্দ্য (তবে এঁকে সংবর্ধিত ক'রে) শুদ্ধান্তং প্রবেশয়িষ্যসি (অন্তঃপুরে নিয়ে আসবেন)। বিপর্যয়ে তু (যদি অন্যথা হয়) অস্যাঃ পিতুঃ সমীপনয়নম্ (তবে এঁকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া) অবস্থিতম্ এব (স্থিরই রইল)। রাজা — যথা গুরুভ্যো রোচতে (গুরুদেবের যা ইচ্ছা)। পুরোহিতঃ — বৎসে, অনুগচ্ছ মাম্ (বৎস, আমার সঙ্গে চল)। শকুন্তলা — ভগবতি বসুধে (ভগবতী বসুধা)! দেহি মে বিবরম্ (তুমি বিদীর্ণ হও — আমি তাতে প্রবেশ করি) [রুদতী প্রস্থিতা — কাঁদতে কাঁদতে যেতে লাগলেন। নিষ্ক্রান্তা সহ পুরোধসা তপস্বিভিশ্চ — তপস্বী এবং পুরোহিতের সঙ্গে প্রস্থান।] [রাজা শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ — অভিশাপের ফলে বিলুপ্তস্মৃতি রাজা ; শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি — শকুন্তলার বিষয়ে চিন্তা ক'রতে লাগলেন।]

বঙ্গানুবাদ—পুরোহিত -- (ভেবে নিয়ে) তা যদি এমন করা যায় —

রাজা — আদেশ করুন।

পুরোহিত — ইনি সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত আমার ঘরেই থাকুন। যদি বলেন কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলাম, তবে বলি — সাধুরা আপনার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে প্রথমেই আপনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দেবেন। যদি মুনির দৌহিত্র (অর্থাৎ শকুন্তলার পুত্র) সেই (রাজচক্রবর্তী) লক্ষণযুক্ত হয়, তবে এঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে আসবেন। আর যদি অন্যথা হয়, তবে এঁকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়াতো স্থিরই রইল।

রাজা — গুরুদেবের যা ইচ্ছা।

পুরোহিত — বৎস, আমার সঙ্গে চল।

শকুন্তলা — ভগবতী বসুধা, তুমি আমায় স্থান দাও (অর্থাৎ তুমি বিদীর্ণ হও — আমি তাতে প্রবেশ করি)। (কাঁদতে কাঁদতে যেতে লাগলেন।)

(শাপে বিলুপ্তস্মৃতি রাজা শকুন্তলার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।)

রাঘবভট্ট—অনুশাস্তু শিক্ষয়তু। শুদ্ধান্তমন্তঃপুরম্। ভগবতী বসুধে, দেহি মে বিবরং ছিদ্রম্। প্রবেশায়েত্যার্থম্। শাপব্যবহিতস্মৃতিরিতি কবিবচনমনুবাদেঽন্তর্ভূতম্।

সুষমা—[১] আপ্রসবাৎ — 'পঞ্চম্যাঙ্পরিভিঃ' সূত্রে পঞ্চমী। [২] মুনিদৌহিত্রঃ — মুনেঃ দৌহিত্রঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩] তল্লক্ষণোপপন্নঃ — চক্রবর্তী-লক্ষণ-যুক্ত। চক্রবর্তী (রাজচক্রবর্তী) লক্ষণ — 'অতিরক্তঃ করো যস্য গ্রথিতাঙ্গুলিকো মৃদুঃ। চাপাঙ্কুশাঙ্কিতঃ সোঽপি চক্রবর্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥' অথবা 'যস্য পাদতলে পদ্মং চক্রং বাপ্যথ তোরণম্। অঙ্কুশং কুলিশং চাপি স সম্রাট্ ভবতি ধ্রুবম্ ॥' হাতে বা পায়ে জন্মগত পদ্ম, চক্র প্রভৃতির

রেখা, আঙ্গুলের সন্নিবেশ ইত্যাদি রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ। সপ্তম অঙ্কে ভরতের হাতে এইসব চিহ্ন দেখে রাজা তাকে নিজের পুত্র বলে আশান্বিত হয়েছিলেন। [৪] অভিনন্দ্য — অভি-নন্দ্ + ল্যপ্। [৫] গুরুভ্যঃ — 'রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ' সূত্রে চতুর্থী। [৬] শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ — শাপেন ব্যবহিত (তৃতীয়া তৎ), তাদৃশী স্মৃতিঃ যস্য সঃ তথোক্তঃ (বহুব্রী)।

[৫.৩১]

৩→ আশ্চর্যম্!

রাজা — (আকর্ণ্য) কিং নু খলু স্যাৎ?

(প্রবিশ্য)

পুরোহিতঃ — (সবিস্ময়ম্) দেব, অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম্।

রাজা — কিমিব?

পুরোহিতঃ — দেব, পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু

সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।

রাজা — কিং চ।

পুরোহিতঃ —

স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারা-
দুৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম ॥ ৩০ ॥

(সর্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)

বিসন্ধি—কিম্ + ইব। চ + অপ্সরস্তীর্থম্ + আরাৎ + উৎক্ষিপ্য + এনাম্। জ্যোতিঃ + একম্।

অন্বয়—সা বালা স্বানি ভাগ্যানি নিন্দন্তী বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং প্রবৃত্তা চ। স্ত্রীসংস্থানম্ একং জ্যোতিঃ আরাৎ এনাম্ উৎক্ষিপ্য অপ্সরস্তীর্থং জগাম।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] আশ্চর্যম্ (আশ্চর্য)! রাজা — [আকর্ণ্য — শুনে] কিং নু খলু স্যাৎ (কি হল)? [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] পুরোহিতঃ — [সবিস্ময়ম্ — বিস্ময়ের সঙ্গে] দেব, অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম্ (মহারাজ, এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে)। রাজা — কিমিব (কিরকম)? পুরোহিতঃ — দেব (মহারাজ), পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু (কণ্বের শিষ্যরা ফিরে গেলে) সা বালা (সেই বালিকা) স্বানি ভাগ্যানি নিন্দন্তী (নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে) বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং প্রবৃত্তা চ (হাত উপরে তুলে কাঁদতে শুরু করল)। রাজা — কিং চ (তারপর)? পুরোহিতঃ — স্ত্রীসংস্থানম্ এক জ্যোতিঃ (স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি) আরাৎ (দূর থেকে) এনাম্ উৎক্ষিপ্য (একে উঁচুতে তুলে) অপ্সরস্তীর্থং

জগাম (অপ্সরা তীর্থের দিকে চলে গেল)। [সর্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি (সকলে বিস্মিত হওয়ার অভিনয় করলেন।)]

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

আশ্চর্য!

রাজা — (শুনে) কি হ'ল?

(প্রবেশ করে)

পুরোহিত — মহারাজ, এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

রাজা — কি রকম?

পুরোহিত — মহারাজ, কণ্বের শিষ্যেরা ফিরে গেলে —

সেই বালিকা নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে হাত তুলে কাঁদতে লাগল —

রাজা — তারপর?

পুরোহিত — স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি দূর থেকে তাকে উপরে তুলে অপ্সরাতীর্থের দিকে নিয়ে চলে গেল।

(সকলে বিস্মিত হওয়ার অভিনয় করলেন)

রাঘবভট্ট—সা নিন্দন্তীতি। যতো বালাত এব বাহূৎক্ষেপং যথা স্যাত্তথা ক্রন্দিতুং প্রবৃত্তেতি বালাস্বভাবোক্তিঃ। ইদং জ্ঞাতমেবেতি রাজা পৃচ্ছতি — কিং চেতি। স্ত্রীতি। স্ত্রীসংস্থানং ললনাকারম্। তেজোরূপত্বেন স্পষ্টমদৃশ্যমানমত এব সংস্থানশব্দপ্রয়োগঃ। দেবেন নীতাপি স্ত্র্যাকারেণৈবেতি পরপুরুষাসংস্পর্শিত্বং ধ্বনিতম্। একং কেবলং জ্যোতিরেনামারাদ্দূরাদুৎক্ষিপ্যাপ্সরস্তীর্থং শচীতীর্থং জগামেতি সংবন্ধঃ। ক্রিয়য়োঃ সমুচ্চিতত্বাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। হেত্বনুপ্রাসশ্চ। শালিনী বৃত্তম্। 'নেপথ্যে' ইত্যাদ্যেতদন্তেন শক্তির্নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বিরোধপ্রশমো যস্ত্র সা শক্তিরিতি কীর্তিতা' ইতি। অনেনাদ্ভুতরসোঽপি ধ্বনিতঃ। তল্লক্ষণম্ — দুর্লভাভীষ্টসংপ্রাপ্তিঃ খেচরাণাং বিলোকনম্। এতে যত্র বিভাবাঃ স্যুরনুসংচারিণস্ত্বমী ॥ স্তম্ভঃ খেদশ্চ রোমাঞ্চঃ প্রলয়ো গদ্গদং বচঃ। আবেগসংভ্রমৌ জাড্যমিতি যত্রাথ বিস্ময়ঃ ॥ স্থায়ী তমদ্ভুতং প্রাহ' ইতি।

সুষমা—[১] নিন্দন্তী — নিন্দ্ + শতৃ + ঙীপ্। [২] বাহূৎক্ষেপম্ — বাহু + উৎ + ক্ষিপ্ + ণমুল্ ভাবে। [৩] স্ত্রীসংস্থানম্ — স্ত্রিয়াঃ সংস্থানমিব সংস্থানং যস্য তৎ (বহুব্রী)। সংস্থীয়তে অনেন ইতি সম্ + স্থা + ল্যুট্ করণে = সংস্থানম্। [৪] উৎক্ষিপ্য — উৎ-ক্ষিপ্ + ল্যপ্। [৫] আরাৎ — 'আরাদ্দূরসমীপয়োঃ' — দূর এবং সমীপ — দুই অর্থেই প্রযুক্ত অব্যয়। এখানে 'দূর' অর্থে। 'আরাৎ' যোগে 'অপ্সরস্তীর্থম্' এ দ্বিতীয়া। [৬] জগাম — গম্ + লিট্, প্রথমপু. একব.। সাধারণতঃ 'অদ্যতনে' (আজ সংঘটিত) লিট্ হয় না। (বৈদিক সংস্কৃতে অবশ্য হয়)। এখানে শ্লোকটির দ্বিতীয়চরণের পরে রাজার 'কিঞ্চ' এই উক্তি এবং তারপরে তৃতীয় চতুর্থ চরণ।

[৫.৩২]

রাজা — ভগবন্, প্রাগপি সোঽস্মাভিরর্থঃ প্রত্যাদিষ্ট এব। কিং বৃথা তর্কেণান্বিষ্যতে। বিশ্রাম্যতু ভবান্।

পুরোহিতঃ — (বিলোক্য) বিজয়স্ব। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা — বেত্রবতি, পর্যাকুলোঽস্মি। শয়নভূমিমার্গমাদেশয়।

প্রতীহারী — ইদো ইদো দেবো। (প্রস্থিতা) (ইতঃ ইতঃ দেবঃ।)

রাজা —

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মে হৃদয়ম্ ॥ ৩১ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

বিসন্ধি—প্রাক্ + অপি। সঃ + অস্মাভিঃ + অর্থঃ। তর্কেণ + অন্বিষ্যতে। পর্যাকুলঃ + অস্মি। শয়নভূমিমার্গম্ + আদেশয়। মুনেঃ + তনয়াম্। বলবৎ + তু। প্রত্যায়য়তি + ইব। পঞ্চমঃ + অঙ্কঃ।

অন্বয়—প্রত্যাদিষ্টাং মুনেঃ তনয়াং পরিগ্রহং ন স্মরামি কামম্ ; মে হৃদয়ং তু বলবৎ দূয়মানং প্রত্যায়য়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — ভগবন্ (ভগবান, গুরুদেব), প্রাক্ অপি (আগেই) সোঽর্থঃ অস্মাভিঃ প্রত্যাদিষ্ট এব (আমরা সেই বিষয় পরিত্যাগ করেছি)। কিং বৃথা (অকারণে কেন) তর্কেণ অন্বিষ্যতে (চিন্তা করছেন) বিশ্রাম্যতু ভবান্ (আপনি বিশ্রাম নিন)। পুরোহিতঃ — [বিলোক্য — তাকিয়ে] বিজয়স্ব (আপনার জয় হোক্)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন।] রাজা — বেত্রবতি (বেত্রবতী) পর্যাকুলঃ অস্মি (আমি অসুস্থ বোধ করছি)। শয়নভূমিমার্গম্ আদেশয় (শোবার ঘরের পথ দেখাও)। প্রতীহারী — ইতঃ ইতঃ দেবঃ (মহারাজ, এদিকে এদিকে)। [প্রস্থিতা — যেতে লাগলেন।] রাজা — প্রত্যাদিষ্টাং মুনেঃ তনয়াং (মুনির কন্যাকে পরিত্যাগ করেছি) পরিগ্রহং ন স্মরামি (কারণ তাকে বিবাহ করেছি বলে মনে করতে পারছি না) কামম্ (এটা সত্য)। মে হৃদয়ং তু (আমার মনে কিন্তু) বলবৎ দূয়মানং (নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে) প্রত্যায়য়তি ইব (যেন মন বোঝাতে চাইছে যে — সে সত্যই বলেছিল)। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে — সকলে নিষ্ক্রান্ত] [পঞ্চমঃ অঙ্কঃ — পঞ্চম অঙ্ক শেষ হ'ল]।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — গুরুদেব, যে বিষয় আমরা পূর্বেই পরিত্যাগ করেছি তা নিয়ে বৃথা অনুসন্ধান করে কি লাভ? আপনি বিশ্রাম নিতে যান।

পুরোহিত — (রাজার দিকে তাকিয়ে) আপনার জয় হোক্। (বেরিয়ে গেলেন)

রাজা — বেত্রবতী, আমি অসুস্থ বোধ করছি। শোবার ঘরের পথ দেখাও।

প্রতিহারী — মহারাজ, এইদিকে, এইদিকে। (যেতে লাগলেন)

রাজা — মুনির কন্যাকে প্রত্যাখান করেছি — কারণ তাকে বিবাহ করেছি বলে মনে করতে পারছি না — এটা সত্য। কিন্তু, আমার মনে যে বেদনা হচ্ছে তা যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে — ও যা বলেছে তা সবই সত্য।

(সকলে বেরিয়ে গেলেন)

॥ পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

রাঘবভট্ট—পর্যাকুলত্বং শাপাবসানস্য নৈকট্যাৎ। ইত ইতো দেবঃ। কামমিতি। কামমতি-শয়েন প্রত্যাদিষ্টাং নিরাকৃতাং মুনেস্তনয়াং পরিগ্রহং পত্নীং ন স্মরামি। তু পুনঃ বলবদধিকং দূয়মানং পীড্যমানং মে মম হৃদয়ং প্রত্যায়য়তি বিশ্বাসমুৎপাদয়তীবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অনয়া স্থায়িন্যা রতেরনুসন্ধানং ধ্বনিতম্। পীড়ায়াঃ কারণস্য স্মরণস্যাভাবেঽপি পীড়েতি বিভাবনা-লংকারঃ। অনুমানালংকারোঽপি। তৎপ্রত্যায়নস্য সাধ্যত্বং হৃদয়পীড়াহেতুত্বাদনুমানম্। তদুক্তম্ — 'যৎসাধ্যসাধনয়োর্বচঃ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। অনেন প্রসঙ্গনামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণম্ — 'প্রসঙ্গশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গুরূণাং কীর্তনং হি যৎ' ইতি। অত্র মুনেস্তনয়েতি গুরুকীর্তনম্ ॥

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকায়ামর্থদ্যোতনিকায়াং

॥ পঞ্চমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সুষমা—[১] সোঽর্থঃ — শকুন্তলার ব্যাপার। [২] বিশ্রাম্যতু — বি-শ্রম্ (দিবাদি) + লোট্ প্রথমপু. একব। [৩] বিজয়স্ব — 'বিপরাভ্যাং জেঃ' সূত্রে আত্মনেপদ। [৪] পরিগ্রহম্ — পরি — গ্রহ্ + অচ্ কর্মণি = পরিগ্রহঃ, তম্। [৫] দূয়মানম্ — দূ + যক্ + মুক্ + শানচ্ কর্মণি। [৬] প্রত্যায়য়তি — প্রতি-ই + ণিচ্ + লট্, প্রথমপু একব। [৭] মাম্ — 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ —' ইত্যাদি সূত্রে অণিজন্তের কর্তা ণিজন্তে কর্ম। [৮] হৃদয়ম্ — নিজে বিশ্বাস করছি না — কিন্তু মন যেন বিশ্বাস করছে। 'চেতসা স্মরতি'র মত। (দ্রঃ 'রম্যাণি বীক্ষ্য' ইত্যাদির ব্যাখ্যা)। [৯] উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। স্মরণের অভাবেও মনের পীড়া বর্ণনায় বিভাবনা। তাছাড়া অনুমান। [১০] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাজার 'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ' এখানে আর কোন কাজে লাগছে না! কেননা 'সোঽর্থঃ প্রত্যাদিষ্ট (প্রত্যাখ্যাত) এব।'

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

[৬.১]

(ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ পশ্চাদ্বদ্ধপুরুষমাদায় রক্ষিণৌ চ)

রক্ষিণৌ — (তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভীলআ, কহেহি কহিং তুএ এশে মণিবন্ধণুক্কিণ্ণণামহেএ লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিএ? (অরে কুম্ভীরক, কথয় কুত্র ত্বয়া এতৎ মণিবন্ধনোৎকীর্ণনামধেয়ং রাজকীয়ম্ অঙ্গুলীয়কং সমাসাদিতম্?)

পুরুষঃ — (ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্শে। হগে ণ ঈদিশকম্মকালী। (প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ। অহং ন ঈদৃশকর্মকারী।)

প্রথমঃ — কিং সোহণে বম্হণেত্তি কলিঅ রজ্জা পড়িগ্গহে দিণ্ণে? (কিং শোভনো ব্রাহ্মণ ইতি কলয়িত্বা রাজ্ঞা প্রতিগ্রহো দত্তঃ?)

পুরুষঃ — সুণধ দাণিং। হগে শক্কাবদাভ্ভন্তরালবাশী ধীবলে। (শৃণুত ইদানীম্। অহং শক্রাবতারাভ্যন্তরালবাসী ধীবরঃ।)

দ্বিতীয়ঃ — পাডচ্চলা, কিং অম্হেহিং জাদী পুচ্ছিদা? (পাটচ্চর, কিম্ অস্মাভিঃ জাতিঃ পৃষ্টা?)

শ্যালঃ — সূঅঅ, কহেদু শব্বং অণুক্কমেণ। মা ণং অন্তরা পড়িবন্ধহ। (সূচক, কথয়তু সর্বম্ অনুক্রমেণ। মা এনম্ অন্তরে প্রতিবন্ধয়।)

উভৌ — জং আবুত্তে আণবেদি। কহেহি। (যৎ আবুত্ত আজ্ঞাপয়তি। কথয়।)

পুরুষঃ — অহকে জালুগ্গালাদিহিং মচ্ছবন্ধণোবাএহিং কুডুম্বভলণং কলেমি। (অহং জালোদ্‌গালাদিভিঃ মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ কুটুম্বভরণং করোমি।)

শ্যালঃ — (বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং আজীবো। (বিশুদ্ধ ইদানীম্ আজীবঃ।)

পুরুষঃ — ভট্টা, মা এব্বং ভণ।

> শহজে কিল জে বিণিন্দিএ ণ হু দে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
> পশুমালণকম্মদালুণে অণুকম্পামিদুএ বি শোত্তিএ ॥ ১ ॥

(ভর্তঃ, মা এবং ভণ।

সহজং কিল যৎ বিনিন্দিতং ন খলু তৎকর্ম বিবর্জনীয়ম্।
পশুমারণকর্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ ॥)

বিসন্ধি—ষষ্ঠঃ + অঙ্কঃ। পশ্চাৎবদ্ধপুরুষম্ + আদায়। অনুকম্পামৃদুঃ + অপি।

অন্বয়—বিনিন্দিতম্ (অপি) যৎ (কর্ম) সহজং কিল, তৎ কর্ম ন খলু বিবর্জনীয়ম্। অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ পশুমারণকর্মদারুণঃ (ভবতি)।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ প্রবিশতি নাগরিক শ্যালঃ — তারপর নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজ-শ্যালকের প্রবেশ ; পশ্চাদ্বদ্ধপুরুষমাদায় রক্ষিণৌ চ — পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় একজন পুরুষকে নিয়ে দুজন রক্ষীও প্রবেশ করলেন] রক্ষিণৌ (দুজন রক্ষী) — [তাড়য়িত্বা — তাড়না ক'রে] অরে কুম্ভীরক (ওরে ব্যাটা চোর), কথয় (বল্), এতৎ মণিবন্ধনোৎকীর্ণ-নামধেয়ং রাজকীয়ম্ অঙ্গুলীয়কম্ (এই মণিখচিত রাজার নাম খোদাই করা রাজার আংটি) কুত্র ত্বয়া সমাসাদিতম্ (তুই কোথায় পেলি)? পুরুষঃ [ভীতিনাটিতকেন — ভয় পাওয়ার অভিনয় করে] প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ (আপনারা শান্ত হ'ন)। অহং ন ঈদৃশকর্মকারী (আমি এরকম কাজ, অর্থাৎ চুরি, করিনি)। প্রথমঃ (প্রথম রক্ষী) — কিং শোভনো ব্রাহ্মণ ইতি কলয়িত্বা (তবে কি তোকে সদ্ব্রাহ্মণ মনে ক'রে) রাজ্ঞা প্রতিগ্রহঃ দত্তঃ (রাজা এটা দান করেছেন)? পুরুষঃ — শৃণুত ইদানীম্ (আপনারা একটু শুনুন)। অহং শক্রাবতারা-ভ্যন্তরালবাসী ধীবরঃ (আমি একজন ধীবর অর্থাৎ জেলে ; শক্রাবতার নামে জায়গায় আমি থাকি)। দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয় রক্ষী) — পাটচ্চর (আরে বাটপাড়), কিম্ অস্মাভিঃ জাতিঃ পৃষ্টা (আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি)? শ্যালঃ (রাজশ্যালক) — সূচক, কথয়তু সর্বম্ অনুক্রমেণ (সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও)। মা এনম্ অন্তরে প্রতিবন্ধয় (এর কথার মাঝে বাধা দিও না)। উভৌ (দুই রক্ষী) — যৎ আবুত্ত আজ্ঞাপয়তি (আপনি যা আদেশ করেন)। কথয় (বল্)। পুরুষঃ — অহং (আমি) জালোদ্গালাদিভিঃ মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ (জাল, বড়শি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা মাছ ধরে) কুটুম্বভরণং করোমি (সংসার চালাই)। শ্যালঃ (রাজশ্যালক) — [বিহস্য — হেসে] বিশুদ্ধ ইদানীম্ আজীবঃ (তা তোমার জীবিকা খুব পবিত্র বলতে হয়)। পুরুষঃ — ভর্তঃ মা এবং ভণ (মহাশয় এরকম বলবেন না)। বিনিন্দিতম্ অপি যৎ কর্ম সহজং কিল (যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে সেই বৃত্তি নিন্দিত হলেও, অর্থাৎ ঘৃণিত হলেও) ন খলু তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্ (সেই বৃত্তি পরিত্যাগ করা উচিত নয়)। অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দয়াপরায়ণ হ'লেও) পশুমারণকর্মদারুণঃ ভবতি (যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর নগর-রক্ষায় নিযুক্ত রাজ-শ্যালক এবং পিছনে হাতবাঁধা অবস্থায় এক পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে দুই রক্ষীর প্রবেশ।)

দুই রক্ষী — (তাড়না ক'রে) ওরে ব্যাটা চোর, বল্ — মণিখচিত, রাজার নাম খোদাই করা এই (রাজার) আংটি তুই কোথায় পেলি?

পুরুষ — (ভয় পাওয়ার অভিনয় ক'রে) আপনারা শান্ত হ'ন। আমি এরকম কাজ (অর্থাৎ চুরি) করিনি।

প্রথম রক্ষী — তবে কি তোকে সদ্ ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে রাজা এটা দান করেছেন?

পুরুষ — আপনারা অনুগ্রহ ক'রে শুনুন। আমি একজন জেলে; শক্রাবতারে আমি থাকি।

দ্বিতীয় রক্ষী — ব্যাটা বাটপাড়, আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি?

শ্যালক — সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও। মধ্যে বাধা দিও না।

দুই রক্ষী — তা আপনি যা আদেশ করেন। বল্, কি বলছিলি।

পুরুষ — আমি জাল, বড়শি ইত্যাদি নানা উপায়ে মাছ ধরে সংসার চালাই।

শ্যালক — (হেসে) তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।

পুরুষ — শুনুন মহাশয়, এরকম বলবেন না।

যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়া-পরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন।

রাঘবভট্ট—নাগরিকো নগররক্ষাধিকৃতঃ। শ্যালো রাজশ্যালঃ। কোষ্ঠপাল ইতি যাবৎ। অলে অরে কুম্ভীলআ কুম্ভীরক চৌর। 'কুম্ভীরকো গণ্ডপদস্তস্করশ্চ মলিম্লুচঃ' ইতি নামমালা। 'আচ্চাক্ষেপে' ইতি মাগধ্যাং বররুচিসূত্রেণ সংৰুদ্ধাবাকারাদেশঃ। কথয় কুত্র ত্বয়া এশে এতন্মণিবন্ধনোৎকীর্ণনামধেয়ং মণের্বন্ধনং সুবর্ণেন প্রত্যুপ্তীকরণং তত্রোৎকীর্ণং নামধেয়ং যত্র তত্তথা লাঅকীএ রাজকীয়ং অঙ্গুলীঅএ অঙ্গুলীয়কং শমাশাদিএ সমাসাদিতম্। 'মাগধী রাক্ষসাদেঃ স্যাৎ' ইতি ভরতোক্তেঃ। আদিগ্রহণেন শকারধীবরাদীনামপি গ্রহণাদত্রৈষাং মাগধ্যুক্তিঃ। তত্র 'রসোর্লশৌ' ইতি সূত্রেণ রেফস্য লো দন্ত্যস্য তালব্যঃ। 'অত এৎ স্যাৎ' ইত্যনেন প্রথমৈকবচনস্যৈকারঃ। প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ। 'মান্যো ভাবস্তু বক্তব্যঃ' ইত্যুক্তে-র্ভাবেতি সংৰোধনম্। অসৌ নীচঃ সুতরাং গ্রামীণ ইতি তেন মিশ্রপদং গৌরবার্থমুক্তম্। হগে অহম্। 'বয়মোর্হগে' ইতি সূত্রেণাহমিত্যস্য হগে আদেশঃ। নেদৃশকর্মকারী। কিং শোভনো ব্রাহ্মণ ইতি কলয়িত্বা জ্ঞাত্বা রজ্জা রাজ্ঞা প্রতিগ্রহো দত্ত ইতি সোপহাসম্। মাগধ্যাম্ 'প্যন্যজ্ঞক্ষাং জ্ঞঃ' ইতি সূত্রেণ জ্ঞঃ। সুনধ দাণিং শৃণুতেদানীম্। ইহ 'হচোর্হধ' ইতি ধঃ। 'ইদানীমো দাণিম্' ইতি দাণিমাদেশঃ। অহং শক্রাবতারাভ্যন্তরালবাসী ধীবরঃ। শক্রবতার ইতি তীর্থনাম। তৎসং ৰন্ধাদ্ গ্রামনামাপি। এতদেব পূর্বাঙ্কে শচীতীর্থশব্দেনোক্তম্। পাটচ্চর চৌর। 'দস্যুঃ পাটচ্চর স্তেনঃ' ইতি হৈমঃ। কিমস্মাভির্জাতিঃ পৃষ্টা। সূচকেতি রক্ষিণোরেকতরস্য নাম। কথয়তু সর্বমনুক্রমেণ। মৈনমন্তরে মধ্যে প্রতিৰন্ধয়। যদাবুত্ত আণবেদি আজ্ঞাপয়তি। 'দিরিচেচোঃ' ইতি দিঃ। 'ভগিনীপতিরাবুত্তঃ' ইত্যমরঃ। কথয়। অহকে অহম্ 'অহমর্থেঽহকে হগে' ইত্যুক্তেঃ।

জালোদ্‌গালাদিভির্মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ কুটুম্বভরণং করোমি। জালমানায়ঃ। 'উন্থালো বডিঅংসংমিঅ' ইতি দেশীকোশে। বিশুদ্ধ ইদানীমাজীবঃ। শহজে ইতি। সহজং কিল যদ্বিনিন্দিতং ন খলু তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্। ধীবরস্য মৎস্যাজীবে বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যমুক্তমিত্যপ্রস্তুতপ্রশংসা। অনুকম্পা কৃপা তয়া মৃদুরেব শ্রোত্রিয়ো দারুণং পশুমারণং ন কর্ম বিবর্জয়তি যথা তথা মম সহজং কর্ম বিবর্জনীয়ং ন ভবতীতি বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তঃ। ক্ব ইবার্থে। তদোপমা। যথা শ্রোত্রিয়শ্ছন্দসো বৈদিকং দারুণং পশুমারণকর্মাপি যজ্ঞাদৌ ন বিবর্জয়তি। ক্রতুষু হিংসায়া বিহিতত্বাৎ সহজম্। বিনিন্দিতমপি বৌদ্ধাদিভিঃ।

সুষমা—[১] শ্যালঃ — রাজশ্যালক সংস্কৃত নাটকের এক পরিচিত পাত্র। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে এই চরিত্র খুবই জীবন্ত। এদের সাধারণতঃ 'শকার' বলা হয়। রাজার উপপত্নীর অথবা নিম্নমর্যাদাসম্পন্না স্ত্রীর ভ্রাতা। "মদমূর্খতাভিমানদুষ্কুলতৈশ্বর্যসংযুক্তঃ। সোঽয়মনূঢ়া-ভ্রাতা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ শকার ইত্যুক্তঃ।" (সাহিত্যদর্পণ)। 'শকার'-ভাষা ব্যবহারের জন্য এদের শকার বলা হয়। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এরা প্রায়শঃই উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়। [২] 'শহজে ...' ইত্যাদি শ্লোক — ধীবরের আত্মসম্মনবোধ লক্ষণীয়। নিজের জন্মগত বৃত্তি, তা সে যে কাজই হোক না কেন, কখনই নিন্দনীয় নয়। বরং জন্মগতবৃত্তি পরিত্যাগেই নিন্দা। 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'। (গীতা) ; 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্' ॥' (গীতা) [৩] অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। তাছাড়া অপ্রস্তুতপ্রশংসা এবং বিষম। [৪] সুন্দরী ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচ্য শ্লোকটিতে ('শহজে — ') বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থন আছে বলে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধধর্মে যজ্ঞ, পশুবধ ইত্যাদি নিন্দিত কর্ম। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে কিন্তু এগুলি সমর্থিত এবং সুপ্রচলিত। ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তি অনুসরণ করেই যজ্ঞীয়পশুবধরূপ কঠোর কাজে লিপ্ত হন। অন্যথা তিনি স্বভাবতঃ কোমল এবং অনুকম্পাপরায়ণ। স্বধর্মরক্ষার্থেই তাঁকে নির্দয় হতে হয়।

কালিদাস নিজে শৈব হলেও (যার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে — 'রঘুবংশ' এবং বিক্রমোর্বশী'য়ের মঙ্গলশ্লোক, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র মঙ্গলশ্লোক এবং ভরতবাক্য, 'কুমারসম্ভব' কাব্যের বিষয়বস্তু, 'মেঘদূতে' মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতির কথা ইত্যাদি) অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর কোন' অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নি। শিব ছাড়াও ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ কালিদাসের কাব্যে আছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনগুলির প্রতি তাঁর অবিচলিত বিশ্বাস ছিল।

প্রসঙ্গতঃ — কালিদাস অন্য ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা না দেখালেও তৎকালীন ভারতের অন্যতম ধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রতি কিছুটা উপেক্ষা দেখিয়েছেন — একথা বললে অন্যায় হবে না। তাঁর রচনায় বৌদ্ধশিল্প এবং সংস্কৃতির অনুল্লেখ — এর একটা বড় প্রমাণ। সেই হিসাবে — এই শ্লোকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে ধরা চলে।

[৬.২]

শ্যালঃ — তদো তদো। (ততঃ ততঃ)।

পুরুষঃ — এক্কশ্শিং দিঅশে খণ্ডশো লোহিঅমচ্ছে মএ কপ্পিদে জাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং লদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং দেক্খিঅং। পচ্ছা অহকে শে বিক্কআঅ দংশঅন্তে গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। মালেহ বা মুঞ্চেহ বা। অঅং শে আঅমবুত্তন্তে। (একস্মিন্ দিবসে খণ্ডশো রোহিতমৎস্যো ময়া কল্পিতো যাবৎ তস্য উদরাভ্যন্তরে ইদং রত্নভাসুরমঙ্গুলীয়কং দৃষ্টম্। পশ্চাৎ অহং তস্য বিক্রয়ায় দর্শয়ন্ গৃহীতো ভাবমিশ্রৈঃ। মারয়ত বা মুঞ্চত বা। অয়ম্ অস্য আগমবৃত্তান্তঃ।)

শ্যালঃ — জাণুঅ, বিস্সগন্ধী গোহাদী মচ্ছবন্ধো এব্ব ণিস্সংসঅং। অঙ্গুলীঅঅদংসণং শে বিমরিসিদব্বং। রাঅউলং এব্ব গচ্ছামো। (জানুক, বিস্রগন্ধী গোধাদী মৎস্যবন্ধ এব নিঃসংশয়ম্। অঙ্গুলীয়কদর্শনম্ অস্য বিমর্শয়িতব্যম্। রাজকুলম্ এব গচ্ছামঃ।)

রক্ষিণৌ — তহ। গচ্ছ অলে গণ্ঠিভেদঅ! (তথা। গচ্ছ অরে গ্রন্থিভেদক!)

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

শ্যালঃ — সূঅঅ, ইমং গোপুরদুআরে অপ্পমত্তা পড়িবালহ জাব ইমং অঙ্গুলীঅঅং জহাগমণং ভট্টিণো ণিবেদিঅ তদো সাসণং পড়িচ্ছিঅ ণিক্কমামি। (সূচক, ইমং গোপুরদ্বারে অপ্রমত্তৌ প্রতিপালয়তং যাবৎ ইদম্ অঙ্গুলীয়কং যথাগমনং ভর্তুঃ নিবেদ্য ততঃ শাসনং প্রতীষ্য নিষ্ক্রমামি।)

উভৌ — পবিসদু আবুত্তে শামিপশাদশ্শ। (প্রবিশতু আবুত্তঃ স্বামিপ্রসাদায়।)

(নিষ্ক্রান্তঃ শ্যালঃ)

বাংলা প্রতিশব্দ—শ্যালঃ — ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর)। পুরুষঃ — একস্মিন্ দিবসে (একদিন) খণ্ডশো রোহিতমৎস্যো যাবৎ ময়া কল্পিতঃ (একটা রুই মাছ যখন আমি টুকরো টুকরো করে কাটছিলাম) তস্য উদরাভ্যন্তরে (তখন সেই পেটের ভিতর) ইদং রত্নভাসুরম্ অঙ্গুলীয়কং দৃষ্টম্ (মণিমুক্তায় ঝলমলে এই আংটিটা দেখতে পেলাম)। পশ্চাৎ (পরে) তস্য বিক্রয়ায় দর্শয়ন্ (সেই আংটিটা বিক্রী করার জন্য যখন লোককে দেখাচ্ছিলাম) গৃহীতো ভাবমিশ্রৈঃ (তখন আপনারা আমায় ধরলেন)। মারয়ত বা মুঞ্চত বা (এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন)। অয়ম্ অস্য আগমবৃত্তান্তঃ (আংটি আমি কিভাবে পেলাম তা বললাম)। শ্যালঃ — জানুক, বিস্রগন্ধী (জানুক, এর গা থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে), গোধাদী মৎস্যবন্ধ এব নিঃসংশয়ম্ (এ অবশ্যই গোসাপ খাওয়া জেলে হবে)। অঙ্গুলীয়কদর্শনম্ অস্য বিমর্শয়িতব্যঃ (তবে আংটি পাবার ব্যাপারে যা বলল তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে)। রাজকুলম্ এব গচ্ছামঃ (রাজবাড়ীতেই যাই)। রক্ষিণৌ (দুই রক্ষী) —

তথা (তাই হোক)। গচ্ছ, অরে গ্রন্থিভেদক (চল রে গাঁটকাটা)! [সর্বে পরিক্রামন্তি — সকলে এগোতে লাগলেন।] শ্যালঃ — সূচক, ইমং গোপুরদ্বারে অপ্রমত্তৌ প্রতিপালয়তম্ (সূচক, সদর দরজায় সাবধানে এই চোরকে নিয়ে অপেক্ষা কর), যাবৎ (ইতিমধ্যে) ইদম্ অঙ্গুলীয়কং যথাগমনং ভর্তুঃ নিবেদ্য (এই আংটি কিভাবে পাওয়া গেল সেসব বিষয় মহারাজকে নিবেদন করে) ততঃ শাসনং প্রতীষ্য নিষ্ক্রমামি (তাঁর কাছ থেকে আদেশ নিয়ে আসি)। উভৌ (দুই রক্ষী) — প্রবিশতু আবুত্তঃ স্বামিপ্রসাদায় (আপনি প্রবেশ করুন ; মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুসী হবেন)। [নিষ্ক্রান্তঃ শ্যালঃ — রাজশ্যালক বেরিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ—শ্যালক — তারপর, তারপর?

পুরুষ — একদিন একটা রুই মাছ যখন আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম, তখন সেই মাছের পেটের মধ্যে মণিমুক্তায় ঝলমলে এই আংটিটা দেখতে পেলাম। পরে সেই আংটিটা বিক্রী করার জন্য যখন লোককে দেখাচ্ছিলাম তখন আপনারা আমায় ধরলেন। এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন। কিভাবে এই আংটি আমার কাছে এল — তা বললাম।

শ্যালক — জানুক, এর গা থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে। এ অবশ্যই গোসাপ-খাওয়া জেলে হবে। তবে আংটি পাবার ব্যাপারে যা বলল তা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। সুতরাং রাজবাড়ীতেই যাই।

দুই রক্ষী — তবে তাই হোক। চল্ রে গাঁটকাটা!

(সবাই এগিয়ে চললেন)

শ্যালক — সূচক, সদর দরজায় সাবধানে এই চোরকে নিয়ে অপেক্ষা কর। ইতিমধ্যে এই আংটি কিভাবে পাওয়া গেল সেসব বিষয় মহারাজকে নিবেদন করে তাঁর আদেশ নিয়ে ফিরছি।

দুই রক্ষী — আপনি প্রবেশ করুন। মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুব খুসী হবেন।

(রাজশ্যালক বেরিয়ে গেলেন)

রাঘবভট্ট—একস্মিন্ দিবসে খণ্ডশো রোহিতমৎস্যঃ রোহিত ইতি মৎস্যসংজ্ঞা। ময়া কপ্পিদে কল্পিতঃ খণ্ডিতঃ। 'কল্পনং কর্তনং কৢপ্তৌ' ইতি বিশ্বঃ। যাবৎ তস্যোদরাভ্যন্তর ইদং রত্নভাসুরমঙ্গুলীয়কং দৃষ্টা পশ্চাদহং তস্য বিক্রয়ায় দর্শয়ন্ গৃহীতো ভাবমিশ্রৈঃ। মারয়ত বা মুঞ্চত বা। অয়মস্যাঙ্গুলীয়কস্যাগমঃ প্রাপ্তিস্তদ্বৃত্তান্তঃ। বিক্রয়ায়েতি চতুর্থ্যা 'ষষ্ঠী' ইতি ষষ্ঠ্যা নিয়মেন প্রাপ্তৌ 'তাদর্থ্যে' ইতি বিকল্পেন চতুর্থ্যেকবচনম্। জানুকেতি দ্বিতীয়পুরুষনাম। বিস্রগন্ধী। 'বিস্রং স্যাদামগন্ধি যৎ' ইত্যমরঃ। গোধাদী গোধাশনো মৎস্যবন্ধো ধীবর এব নিঃসংশয়ম্। অঙ্গুলীয়কদর্শনমস্য বিমর্শয়িতব্যম্। রাজকুলমেব গচ্ছামঃ। তহ তথা। গচ্ছ। অগ্রে গচ্ছেত্যর্থঃ। অরে গণ্ডভেদক চৌর। সূচক, ইমং গোপুরদ্বারে। 'পুরদ্বারং তু গোপুরম্' ইত্যমরঃ। তত্রাপ্রমত্তৌ সাবধানৌ প্রতিপালয়তং রক্ষতং যাবদিদমঙ্গুলীয়কং যথাগমনম্।

ভর্তুরিতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। তেন ভর্ত্রে নিবেদ্য ততঃ শাসনমাজ্ঞাং প্রতীক্ষ্য গৃহীত্বা নিষ্ক্রমামি। প্রবিশত্বাবুত্তঃ স্বামিপ্রসাদায়।

[৬.৩]

প্রথমঃ — জাণুঅ, চিলাঅদি ক্খু আবুত্তে। (জানুক, চিরায়তে খলু আবুত্তঃ।)

দ্বিতীয়ঃ — ণং অবশলোবশপ্পণীআ লাআণো। (ননু অবসরোপসর্পনীয়া রাজানঃ।)

প্রথমঃ — জাণুঅ, ফুল্লন্তি মে হত্থা ইমশ্শ বহস্স শুমণা পিণদ্ধুং। (পুরুষং নির্দিশতি) (জানুক, স্ফুরতঃ মে হস্তৌ অস্য বধার্থং সুমনসঃ পিনদ্ধুম্।)

পুরুষঃ — ণ অলুহদি ভাবে অকালণমালণং ভাবিদুং। (ন অর্হতি ভাবঃ অকারণমারণং ভাবয়িতুম্।)

দ্বিতীয়ঃ — (বিলোক্য) এশে অম্হাণং শামী পত্তহত্থে লাঅশাশণং পডিচ্ছিঅ ইদোমুহে দেখীঅদি। গিদ্ধবলী ভবিশ্শসি, শুণো মুহং বা দেক্খিশ্শশি। (এষ অস্মাকং স্বামী পত্রহস্তঃ রাজশাসনং প্রতীষ্য ইতোমুখে দৃশ্যতে। গৃধ্রবলিঃ ভবিষ্যসি, শুনো মুখং বা দ্রক্ষ্যসি।)

(প্রবিশ্য)

শ্যালঃ — সূঅঅ, মুঞ্চেদু এসো জালোঅজীবী। উববণ্ণো ক্খু অঙ্গুলীঅঅস্স আঅমো। (সূচক, মুচ্যতাম্ এষঃ জালোপজীবী। উপপন্নঃ খলু অঙ্গুলীয়কস্য আগমঃ।)

সূচকঃ — জহ আবুত্তে ভণাদি। (যথা আবুত্তঃ ভণতি)।

দ্বিতীয়ঃ — এশে জমশদণং পবিশিঅ পডিণিবুত্তে। (এষ যমসদনং প্রবিশ্য প্রতিনিবৃত্তঃ।)

(পুরুষং পরিমুক্তবন্ধনং করোতি)

পুরুষঃ — (শ্যালং প্রণম্য) ভট্টা অহ কীলিশে মে আজীবে? (ভর্তঃ; অথ কীদৃশঃ মে আজীবঃ?)

শ্যালঃ — এসো ভট্টিনা অঙ্গুলীঅঅমুল্লসম্মিদো পসাদো বি দাবিদো। (পুরুষায় স্বং প্রযচ্ছতি) (এষ ভর্ত্রা অঙ্গুলীয়কমূল্যসংমিতঃ প্রসাদঃ অপি দাপিতঃ।)

পুরুষঃ — (সপ্রণামং প্রতিগৃহ্য) ভট্টা, অণুগ্গহীদম্হি। (ভর্তঃ, অনুগৃহীতঃ অস্মি।)

সূচকঃ — এশে ণাম অণুগ্গহে জে শূলাদো অবদালিঅ হত্থিক্কন্ধে পডিট্ঠাবিদে। (এষ নাম অনুগ্রহঃ যৎ শূলাৎ অবতার্য্য হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ।)

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রথমঃ (প্রথম রক্ষী) — জানুক চিরায়তে খলু আবুত্তঃ (জানুক, আমাদের কর্ত্তার দেখি খুব বিলম্ব হচ্ছে)। দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয় রক্ষী) — ননু অবসরোপসর্পনীয়া রাজানঃ (আরে বাবা, অবসর বুঝে তবে তো রাজার কাছে যাওয়া যায়)। প্রথমঃ — জানুক, অস্য বধার্থং সুমনসঃ পিনদ্ধুম্ (জানুক, একে হত্যা করার আগে যে ফুলের মালা পরানো হবে তা গাঁথতে) মে হস্তৌ স্ফুরতঃ (আমার হাত দুটো নিশ্‌পিশ্ করছে)। [পুরুষং নির্দিশতি — জেলেকে দেখাল]। পুরুষঃ — ভাবঃ (মহাশয়) অকারণমারণং ভাবয়িতুং ন অর্হতি (অকারণে একজনকে বধ করবেন না)। দ্বিতীয়ঃ — [বিলোক্য — দেখে] এষ অস্মাকং স্বামী (এই যে আমাদের কর্ত্তা) পত্রহস্তঃ রাজশাসনং প্রতীষ্য (মহারাজের হুকুমনামা হাতে নিয়ে) ইতোমুখে দৃশ্যতে (এইদিকে আসছেন)। গৃধ্রবলির্ভবিষ্যসি (হয় তোকে শকুনি দিয়ে খাওয়ানো হবে) শুনো মুখং বা দ্রক্ষ্যসি (না হয় কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে)। [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] শ্যালঃ — সূচক, মুচ্যতাম্ এষঃ জালোপজীবী (সূচক, এই জেলেকে ছেড়ে দাও)। অঙ্গুলীয়কস্য আগমঃ (আংটি পাবার ব্যাপারে এ যা বলেছে) উপপন্নঃ খলু (তা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে)। সূচকঃ — যথা আবুত্তঃ ভণতি (তা প্রভু যা বলেন)। দ্বিতীয়ঃ — এষঃ (এই জেলে) যমসদনং প্রবিশ্য (যমের বাড়ী গিয়ে) প্রতিনিবৃত্তঃ (আবার ফিরে এল)। [পুরুষং পরিমুক্তবন্ধনং করোতি — জেলের হাতের বাঁধন খুলে দিল]। পুরুষঃ — [শ্যালং প্রণম্য — শ্যালককে প্রণাম করে] ভর্ত্তঃ (প্রভু), অথ কীদৃশঃ মে আজীবঃ (আজ আমার সংসার চলবে কিভাবে)? শ্যালঃ — ভর্ত্রা (মহারাজ) অঙ্গুলীয়কমূল্যসংমিতঃ (আঙটির মূল্যের সমান পরিমাণ) এষঃ প্রসাদঃ দাপিতঃ (এই অর্থ তোমায় খুসী হয়ে দিয়েছেন)। [পুরুষায় স্বং প্রযচ্ছতি — জেলেকে টাকাগুলি দিলেন]। পুরুষঃ — [সপ্রণামং প্রতিগৃহ্য — প্রণাম ক'রে গ্রহণ ক'রে] ভর্ত্তঃ, অনুগৃহীতঃ অস্মি (প্রভু, অনুগৃহীত হ'লাম)। সূচক — এষ নাম অনুগ্রহঃ (এ এমন অনুগ্রহ) যৎ (যে) শূলাৎ অবতার্য্য (শূল থেকে নামিয়ে) হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ (হাতীর পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হল)।

বঙ্গানুবাদ—প্রথম রক্ষী — আমাদের প্রভুর দেখি খুব বিলম্ব হচ্ছে।

দ্বিতীয় রক্ষী — আরে বাবা, অবসর বুঝে তবে না রাজার কাছে যাওয়া যায়।

প্রথম রক্ষী — জানুক, একে মারার আগে (এর গলায় যে) ফুলের মালা পরানো হবে, তা গাঁথতে আমার হাত দুটো (এখনই) নিশ্‌পিশ্ করছে। (জেলেকে দেখিয়ে দিল)।

পুরুষ (জেলে) — মহাশয়, বিনা দোষে আমাকে মারবেন না।

দ্বিতীয় রক্ষী — (তাকিয়ে দেখে) এই তো আমাদের প্রভু, মহারাজের হুকুমনামা হাতে নিয়ে এদিকে আসছেন। হয় তোকে শকুনি দিয়ে খাওয়ানো হবে, না হয় কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।

(রাজশ্যালক প্রবেশ ক'রে)

শ্যালক — সূচক, এই জেলেকে ছেড়ে দাও। আংটি পাওয়ার ব্যাপারে এ যা বলেছে তা সব সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সূচক — তা প্রভু যা আদেশ করেন।

দ্বিতীয় রক্ষী — এই জেলে যমের বাড়ী গিয়ে আবার ফিরে এল। (জেলের হাতের বাঁধন খুলে দিল)

পুরুষ — (শ্যালককে প্রণাম করে) প্রভু, আজ আমার সংসার চলবে কিভাবে?

শ্যালক — মহারাজ আংটির মূল্যের সমান পরিমাণ এই অর্থ খুসী হয়ে তোমায় দিয়েছেন। (জেলেকে টাকা দিলেন)

পুরুষ — (প্রণাম ক'রে গ্রহণ ক'রে) প্রভু, অনুগৃহীত হ'লাম।

সূচক — একি যা-তা অনুগ্রহ! এযে শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হল।

রাঘবভট্ট—জানুক, চিরায়তে খল্বাবুত্তঃ। নন্বসরোপসর্পণীয়া রাজানঃ। ফুল্লন্তি প্রস্ফুরতো মম হস্তৌ অস্য বহস্স বধার্থং সুমনসঃ কুসুমানি পিনদ্ধুং পরিধাপয়িতুম্। 'আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ' ইত্যমরঃ। 'চতুর্থ্যাঃ ষষ্ঠী তাদর্থ্যে চ' ইত্যনুবর্তমানে 'বধাড়াইশ্চ বা' ইতি সূত্রেণ চতুর্থ্যেকবচনস্য ষষ্ঠ্যেকবচনম্। তেন বহস্সেতি সিদ্ধম্। 'বজ্ঝস্স' বধ্যস্যেত্যসাংপ্রদায়িকঃ পাঠঃ। নার্হতি ভাবোঽকারণমারণং ভাবয়িতুং প্রাপয়িতুম্। ততঃ প্রবিশতি' ইত্যাদ্যেতদন্তেন বিদ্রবনামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বধবন্ধাদিকোপস্তু বিদ্রবঃ পরিকীর্তিতঃ' ইতি। এষোঽস্মাকং স্বামী পত্রহস্তো রাজশাসনং প্রতীক্ষ্যেতোমুখো দৃশ্যতে। গৃধ্রবলির্ভবিষ্যসি, শুনো মুখং দ্রক্ষ্যসি বা। সূচক, মুচ্যতামেষ জালোপজীবী। উপপন্নঃ খল্বঙ্গুলীয়কস্যাগমঃ। যথাবৃত্তো ভণতি। এষ যমসদনং প্রবিশ্য প্রতিনিবৃত্তঃ। অথ কীদৃশো ম আজীবঃ। এষ ভর্ত্রাঙ্গুলীয়কমূল্যসংমিতঃ প্রসাদোঽপি দাপিতঃ। মোচনমপিশব্দঃ সমুচ্চিনোতি। স্বং ধনম্। 'স্বেঽস্ত্রিয়াং ধনে' ইত্যমরঃ। ভর্তঃ অনুগৃহীতোঽস্মি। এষ নামানুগ্রহো যচ্ছূলাদবতার্য হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ।

অধ্যাপনা—কালিদাসের সময় রত্ন-অঙ্গুরীয়ক হরণের মত অপরাধেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল দেখা যাচ্ছে। "পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাং চ বিশেষতঃ। মুখ্যানাং চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি॥" (মনু, অষ্টম অধ্যায়)। দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে — সময় যত পেরিয়েছে, দণ্ড তত হ্রাস পেয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে জরিমানা প্রভৃতির বিধান দেওয়া হয়েছে। অপরাধ অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রেও পূর্বের অগ্নিপ্রবেশ, তপ্তসুরাপানে মৃত্যুর বিধান থেকে ক্রমশ তা কমে লঘু প্রায়শ্চিত্তে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে রত্ন-অঙ্গুরীয়ক হরণের কারণেই ধীবরের মৃত্যুদন্ডের কথা রক্ষী পুরুষেরা আলোচনা করছে। এ থেকে কালিদাসের কালের প্রাচীনত্ব অনুমান করা চলে।

প্রাচীন ভারতে নানা বিচিত্র উপায়ে বধদণ্ড কার্যকর করা হত। ক্ষিপ্ত কুকুর দিয়ে, মত্ত

হাতীর পায়ের তলায় পিষে, জীবন্ত অবস্থায় ভূমিতে প্রোথিত করে, শূলে চড়িয়ে — প্রভৃতি উপায়ে বধদণ্ড কার্যকর করা হত। তুলনীয় — "এতেষু ত্রয়ঃ প্রথমে ভূমিং কাময়ন্তে, তে গম্ভীরশ্বভ্রমভিনীয় পাংশুভিঃ পূর্য্যন্তাম্। ইতরৌ হস্তিবলকামুকৌ হস্তিনৈব ঘাত্যেতা.।" (মুদ্রারাক্ষস, ৫ম অঙ্ক)। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতে'ও (রাজবাহনচরিতে) চণ্ডপোত নামে হাতীর পায়ের তলায় পিষে রাজবাহনকে মারার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিচিত্র উপায়ে মারা হত বলে এগুলিকে 'চিত্রবধ' বলা হত।

ধীবরের 'অহ কীলিশে মে আজীবে' (আজ আমার সংসার চলবে কি ভাবে?) এই প্রশ্নের মধ্যেই একদিন কাজ না করলেই ধীবরের সেদিনের আহার-সংস্থান অসম্ভব ছিল — এরকম একটা ছবি ফুটে উঠছে। একটি পঙ্ক্তিতেই দারিদ্র্যের নির্মম বর্ণনা।

'এক্কশ্শিং দিঅশে' (একস্মিন্ দিবসে) — বোঝা যাচ্ছে যে সেদিনের ঘটনা নয়। বাজারে বিক্রী করার জন্য মাছ কাটল, মাছের পেট থেকে আংটি বেরোল, আংটি বিক্রীর জন্য ধীবর বাজারে বেরোল, রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ল — একই দিনের পর পর ঘটনা, এই ধারণাই স্বাভাবিক। কিন্তু 'এক্কশ্শিং দিঅশে' অর্থাৎ 'একদিন' — এইরকম বললে তা হতে পারে না। গতকাল বা গত পরশুর ঘটনা — এরকম ধারণা করাও উচিত হবে না। বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা না হলে, এরকম বলা হয় না। তুলনীয়ঃ পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা রাজাকে প্রমাণ দিতে গিয়ে যখন দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর বৃত্তান্ত বলছে তখন সে বলছে — 'ণং এক্কশ্শিং দিঅশে' (ননু একস্মিন্ দিবসে) ; দ্রঃ ৫.২২ অংশ। তাহলে এই ধীবরও কি আংটিটা বেশ কিছু দিন আগেই পেয়েছিল এবং বহুজনের কাছে বিক্রী করার চেষ্টা করছিল? লোকেরা রাজার নাম-খোদাই-করা আংটি ভয়ে কিনতে চাইছিল না — এমন ধারণা হতে পারে। অবশেষে একদিন সে ধরা পড়েছে॥ এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা — তাহলে ৬.৩ অংশে ধীবরের 'অহ কীলিশে মে আজীবে' (আজ আমার সংসার চলবে কি ভাবে?) এই উক্তির ব্যাখ্যা কিভাবে হবে? সেই হিসাবেই ঐদিনের ঘটনা ভাবা হয়েছিল।

[৬.৪]

জানুকঃ — আবুত্ত, পালিদোশিএ কহেদি তেণ অঙ্গুলীঅএণ ভট্টিণো শম্মদেণ হোদব্বং। (আবুত্ত, পারিতোষিকঃ কথয়তি তেন অঙ্গুলীয়কেন ভর্ত্তুঃ সম্মতেন ভবিতব্যম্।)

শ্যালঃ — ণ তস্সিং মহারুহং রদণং ভট্টিণো বহুমদং ত্তি তক্কেমি। তস্স দংসণেন ভট্টিণো অভিমদো জণো সুমরাবিদো। মুহুত্তঅং পকিদিগম্ভীরো বি পজ্জুস্সুঅণঅণো আসী। (ন তস্মিন্ মহার্হং রত্নং ভর্ত্তুঃ বহুমতম্ ইতি তর্কয়ামি। তস্য দর্শনেন ভর্ত্তুঃ অভিমতঃ জনঃ স্মারিতঃ। মুহূর্ত্তং প্রকৃতিগম্ভীরঃ অপি পর্য্যুৎসুকনয়নঃ আসীৎ।)

সূচকঃ — শেবিদং নাম আবুত্তেন। (সেবিতং নাম আবুত্তেন।)

জানুকঃ — ণং ভণাহি, ইমশ্‌শ কএ মচ্ছিআভত্তুণোত্তি। (পুরুষম্ অসূয়য়া পশ্যতি।) (ননু ভণ, অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্তুরিতি।)

পুরুষঃ — ভট্টালক, ইদো অদ্ধং তুম্হাণং শুমণোমুল্লং হোদু। (ভট্টারক, ইতঃ অর্ধং যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু।)

জানুকঃ — এত্তকে জুজ্জই। (এতাবৎ যুজ্যতে।)

শ্যালঃ — ধীবর, মহত্তরো তুমং পিঅবঅস্সও দাণিং মে সংবুত্তো। কাদম্বরীসক্খিঅং অম্হাণং পঢ়মসোহিমদং ইচ্ছীঅদি। তা সোণ্ডিআপণং এব্ব গচ্ছামো। (ধীবর, মহত্তরঃ ত্বং প্রিয়বয়স্যকঃ ইদানীং মে সংবৃত্তঃ। কাদম্বরীসাক্ষিকম্ অস্মাকং প্রথমশঃ অভিমতম্ ইষ্যতে। তৎ শৌণ্ডিকাপণম্ এব গচ্ছামঃ।)

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ প্রবেশকঃ ॥

বাংলা প্রতিশব্দ—জানুকঃ — আবুত্ত, পারিতোষিকঃ কথয়তি (হুজুর, যে পারিতোষিক দেখছি — তাতেই বোঝা যাচ্ছে) তেন অঙ্গুলীয়কেন (সেই আংটিটা) ভর্তুঃ সম্মতেন ভবিতব্যম্ (রাজার প্রিয় ছিল)। শ্যালঃ — মহার্হং রত্নং (মূল্যবান রত্নখচিত বলেই) ভর্তুঃ বহুমতম্ (আংটিটা রাজার কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে) ইতি তস্মিন্ ন তর্কয়ামি (এমনটি আমার মনে হয় না)। তস্য দর্শনেন (সেই আংটি দেখে) ভর্তুঃ অভিমতঃ জনঃ স্মারিতঃ (মহারাজের কোন প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে)। মুহূর্তং (মুহূর্তের জন্য) প্রকৃতিগম্ভীরঃ অপি (স্বভাবতঃ গম্ভীর হলেও) পর্যুৎসুকনয়নঃ আসীৎ (রাজা আকুলভাবে চেয়ে রইলেন)। সূচকঃ — সেবিতং নাম আবুত্তেন (আপনি মহারাজের সেবা করলেন বলতে হয়)। জানুকঃ — ননু ভণ (তার চেয়ে বল) অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্তুঃ ইতি (এই জেলের সেবা করলেন)। [পুরুষম্ অসূয়য়া পশ্যতি — জেলেকে হিংসার চোখে দেখতে থাকলেন।] পুরুষঃ — ভট্টারক, ইতঃ অর্ধং (মহাশয়, এই পারিতোষিকের অর্ধেক) যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু (আপনাদের ফুলের দাম হিসাবে দিচ্ছি)। জানুকঃ — এতাবৎ যুজ্যতে (তুমি ঠিকই বলেছ)। শ্যালঃ — ধীবর, ইদানীং ত্বং মে (শোন ধীবর, এখন তুমি আমার) মহত্তরঃ প্রিয়বয়স্যকঃ সংবৃত্তঃ (বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু হ'লে)। অস্মাকং প্রথমশঃ অভিমতম্ (আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব) কাদম্বরীসাক্ষিকম ইষ্যতে (মদ সাক্ষী রেখে করতে চাই)। তৎ (সুতরাং) শৌণ্ডিকাপণম্ এব গচ্ছামঃ (শুঁড়িখানার দিকেই যাই)। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে — সকলে বেরিয়ে গেলেন]। প্রবেশকঃ — এখানে প্রবেশক শেষ হল।

বঙ্গানুবাদ—জানুক — হুজুর, যে পরিমাণ পারিতোষিক দেখছি — তাতেই বোঝা যাচ্ছে সেই আংটিটা রাজার (খুব) প্রিয় ছিল।

শ্যালক — দামী রত্ন বসানো বলেই আংটিটা রাজার কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে — এমনটা আমার মনে হয় না। সেই আংটি দেখে মহারাজের কোন প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে। স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির হ'লেও মুহূর্ত্তের জন্য রাজা বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন।

সূচক — তাহলে আপনি মহারাজের একটা সেবা করলেন বলতে হয়।

জানুক — তার চেয়ে বল — এই জেলের সেবা করলেন। (জেলেকে হিংসায় ভরা দৃষ্টিতে দেখলেন।)

পুরুষ (জেলে) — মহাশয়, এই পারিতোষিকের অর্ধেক আপনাদের ফুলের দাম হিসাবে দিচ্ছি।

জানুক — এটা তুমি ঠিকই বলেছ।

শ্যালক — শোন ধীবর, এখন থেকে তুমি আমার একজন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু হ'লে। আমাদের এই প্রথম বন্ধুত্ব মদ সাক্ষী রেখে করতে চাই। সুতরাং শুঁড়িখানার দিকেই যাই।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রবেশক সমাপ্ত ॥

রাঘবভট্ট—পরিতোষং কথয়। সমৃধ্যাধিত্বাদাত্বম্ (?)। তেনাঙ্গুলীয়কেন ভর্তুঃ সংমতেন ভবিতব্যম্। ন তস্মিন্ মহার্হং রত্নং ভর্তুর্বহুমতমিতি তর্কয়ামি। তস্য দর্শনেন ভর্তুরভিমতো জনঃ স্মারিতঃ। মুহূর্তং প্রকৃতিগম্ভীরোঽপি পর্যুৎসুকনয়ন আসীৎ। সেবিতং নামাবুত্তেন। সেবা দর্শিতেত্যর্থঃ। ননু ভণ। অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্তুঃ। মৎস্যেন জীবতীতি-মাৎস্যিকাস্তেষাং ভর্তুরস্য পুরুষস্য কৃতে সেবিতম্। ধনপ্রাপ্তিস্ত্বেতন্নিষ্ঠেতি সেবনমেতদর্থমেব জাতমিতি ভাবঃ। অত এবাসূয়য়া পশ্যতীতি। ভট্টারক, ইতোঽর্ধং যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু। সুমনোমূল্যং পুষ্পমূল্যমিতি বিনয়োক্তিঃ। এতাবদ্যুজ্যতে। প্রিয়বয়স্যক ইদানীং মে সংবৃত্তঃ। কাদম্বরী মদিরা তৎসখিত্বমেকত্র পানেনাস্মাকং প্রথমশোভিমতমদ্যাবৎ পূর্বং ন জাতমিষ্যতে। তচ্ছৌণ্ডিকাপণমেব গচ্ছামঃ। প্রবেশক ইতি। প্রবেশকলক্ষণং তু সুধাকরে — "অন্নীচৈঃ কেবলং পাত্রৈর্ভাবিভূতার্থসূচনম্। অঙ্কয়োরুভয়োর্মধ্যে স বিজ্ঞেয়ঃ প্রবেশকঃ ॥" ইতি 'অঙ্কয়োরুভয়োর্মধ্যে' ইত্যনেন প্রথমাঙ্কনিষেধঃ। ক্বচিৎপুস্তকে 'তৃতীয়ঃ প্রবেশকঃ' ইতি পাঠ। তত্র বিষ্কম্ভদ্বয়ং তৃতীয়-চতুর্থয়োরঙ্কয়োঃ ষষ্ঠে তৃতীয়ঃ প্রবেশক ইত্যর্থঃ।

অধ্যাপনা—এই অংশে রাজশ্যালকের ব্যবহার, পুলিশের উৎকোচ-গ্রহণ, শুঁড়িখানায় গিয়ে মদের গ্লাস সাক্ষী করে বন্ধুত্ব স্থাপন প্রভৃতি বিষয় লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অঙ্কের শুরু থেকে এই অংশের শেষ পর্যন্ত 'প্রবেশক'। নাটকীয় ঘটনার পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যেসব নীরসবস্তু বিশদভাবে উপস্থাপনের অপেক্ষা রাখে না, অথবা যা মঞ্চে প্রদর্শনের যোগ্য নয় — কিন্তু যা দর্শকদের জানিয়ে না দিলে দর্শকরা নাটকের বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারবে না — সেই বিষয়গুলি সংস্কৃত নাটকে 'অর্থোপক্ষেপকে'র মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। অর্থোপক্ষেপক অঙ্কের অন্তর্গত নয়, অঙ্কের শুরুতে পৃথগ্‌ভাবে

যোজিত হয়। অর্থোপক্ষেপক দৃশ্যকাব্যের অর্থাৎ নাটকের সূচ্যংশ। অর্থাৎ কিছু সূচিত করাই লক্ষ্য এবং অপ্রধান পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে সংবাদ পরিবেষণের দ্বারা একাজ সমাধা হয়। অর্থোপক্ষেপক পাঁচ প্রকার। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার, অঙ্কমুখ। 'সাহিত্যদর্পণে' 'প্রবেশকের' লক্ষণ এভাবে দেওয়া হয়েছে — "প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ। অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা ॥" (ষষ্ঠ পরি.) ; অর্থাৎ প্রবেশক নীচপাত্রপ্রযোজ্য এবং এর ভাষা হবে প্রাকৃত। প্রবেশক দুটি অঙ্কের মধ্যে সন্নিবেশিত হয় ; সুতরাং নাটকের প্রারম্ভে প্রবেশক থাকতে পারে না। এছাড়া অন্যান্য লক্ষণ বিষ্কম্ভকের মত। নাটকের অকথিত ঘটনাগুলি দর্শকদের মনে প্রবেশ করিয়ে দেয় বলে এর নাম প্রবেশক। বিষ্কম্ভক এবং তার স্বরূপ ইত্যাদির জন্য ৩.১ অংশের 'অধ্যাপনা' দ্রষ্টব্য।

এই প্রবেশকটিতে সূচিত বিষয়গুলি নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত শকুন্তলার করুণ অবস্থায় সামাজিককুল যখন ভবিষ্যতে শকুন্তলার সঙ্গে রাজার মিলনের উপায় সম্বন্ধে জানতে নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন — তখন তাঁরা জানলেন যে শক্রাবতারের ধীবর রাজনামাঙ্কিত একটি আংটি পেয়েছে। সহৃদয় সামাজিকের বুঝতে অসুবিধা রইল না — এটি কোন্ আংটি। দর্শকরা যেন একটু আশ্বস্ত হ'লেন। তারপরেই যখন রাজা সেই আংটি পেয়ে 'পজ্জুস্‌সুঅণঅণো' (পর্যুৎসুকনয়নঃ) হয়েছেন জানা গেল তখন যেন সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। চতুর্থ অঙ্কের সকরুণ বিদায় এবং পঞ্চম অঙ্কের মোহাচ্ছন্ন রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং শকুন্তলার অন্তর্দ্ধানের পর এই স্বস্তির আশ্বাস একান্ত অপেক্ষিত ছিল। শকুন্তলার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবগম্ভীর রাজা এতই ব্যাকুল হলেন যে সামান্য প্রহরীও তা বুঝতে পারল। তুলনীয়ঃ "বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ" (রঘু. চতুর্দশ সর্গ)। শকুন্তলার জন্য রাজার সেই পুরাতন অকৃত্রিম ভালোবাসা এখনো অমলিন আছে জেনে দর্শকসমাজ এবার আগামী মিলনদৃশ্য কল্পনায় আঁকতে পারছেন।

[৬.৫]

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন সানুমতী নামাপ্সরাঃ)

সানুমতী — ণিব্বট্টিদং মএ পজ্জাঅণিব্বত্তণিজ্জং অচ্ছরাতিত্থসণ্ণিজ্ঝং জাব সাহুজণস্‌স অভিসেঅকালো ত্তি। সংপদং ইমস্‌স রাএসিণো উদন্তং পচ্চক্খীকরিস্‌সং। মেণআসংবন্ধেণ সরীরভূদা মে সউন্দলা। তাএ অ দুহিদুণিমিত্তং আদিট্‌ঠপুব্বম্‌হি। (সমন্তাদবলোক্য) কিং ণু ক্খু উদুচ্ছবে বি ণিরুচ্ছবারম্ভং বিঅ রাঅউলং দীসই। অত্থি মে বিহবো পণিধাণেণ সব্বং পরিণ্ণাদুং। কিং দু সহীএ আদরো মএ মাণইদব্বো। হোদু। ইমাণং এব্ব উজ্জাণপালিআণং তিরক্খরিণীপড়িচ্ছণ্ণা পস্‌সবত্তিণী ভবিঅ উবলহিস্‌সং।

(নাট্যেনাবতীর্য স্থিতা।)

(নির্বর্তিতং ময়া পর্যায়নির্বর্তনীয়ম্ অপ্সরস্তীর্থসান্নিধ্যং যাবৎ সাধুজনস্য অভিষেককাল ইতি। সাম্প্রতম্ অস্য রাজর্ষেঃ উদন্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি। মেনকাসম্বন্ধেন শরীরভূতা মে শকুন্তলা। তয়া চ দুহিতৃনিমিত্তম্ আদিষ্টপূর্বা অস্মি। কিং নু খলু ঋতূৎসবে অপি নিরুৎসবারম্ভম্ ইব রাজকুলং দৃশ্যতে। অস্তি মে বিভবঃ প্রণিধানেন সর্বং পরিজ্ঞাতুম্। কিং তু সখ্যা আদরো ময়া মানয়িতব্যঃ। ভবতু। অনয়োঃ এব উদ্যানপালিকয়োঃ তিরস্করিণীপ্রতিচ্ছন্না পার্শ্ববর্তিনী ভূত্বা উপলপ্স্যে।)

বিসন্ধি—প্রবিশতি + আকাশযানেন। নাম + অপ্সরাঃ। সমন্তাৎ + অবলোক্য। নাট্যেন + অবতীর্য।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ সানুমতী নাম অপ্সরাঃ আকাশযানেন প্রবিশতি — তারপর সানুমতী নামে অপ্সরা আকাশপথে প্রবেশ করলেন।] সানুমতী — যাবৎ সাধুজনস্য অভিষেককালঃ (সাধু-সন্ন্যাসীরা যতক্ষণ স্নান করবেন, সে পর্যন্ত) পর্যায়নির্বর্তনীয়ম্ অপ্সরস্তীর্থসান্নিধ্যং (পালা করে অপ্সরাতীর্থের উপর নজর রাখার যে দায়িত্ব) নির্বর্তিতং ময়া ইতি (তা আমি পালন করেছি)। সাম্প্রতম্ (এখন) অস্য রাজর্ষেঃ (এই রাজর্ষির অর্থাৎ দুষ্যন্তের) উদন্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি (ব্যাপারটা একটু নিজে চোখে দেখি)। মেনকাসম্বন্ধেন (মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে) মে শরীরভূতা শকুন্তলা (এই শকুন্তলা আমার শরীরের একটা অংশ বলা চলে)। তয়া চ (সেই মেনকা) দুহিতৃনিমিত্তম্ আদিষ্টপূর্বা অস্মি (আমাকে তার মেয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে বলেছেন)। [সমন্তাৎ অবলোক্য — চারদিকে তাকিয়ে] ঋতূৎসবে অপি (ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে — এখন উৎসবের সময় ; কিন্তু এই সময়েও) কিং নু খলু নিরুৎসবারম্ভম্ ইব রাজকুলং দৃশ্যতে (রাজবাড়ীতে উৎসবের কোন' উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না কেন)? প্রণিধানেন সর্বং পরিজ্ঞাতুম্ (ধ্যানের সাহায্যেই সব কিছু জানার) বিভবঃ মে অস্তি (ক্ষমতা অবশ্য আমার আছে)। কিং তু সখ্যা আদরঃ (কিন্তু সখীর অনুরোধ) ময়া মানয়িতব্যঃ (আমার রাখা উচিত)। ভবতু (ঠিক আছে)। তিরস্করিণীপ্রতিচ্ছন্না (তিরস্করিণীবিদ্যার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে) অনয়োঃ এব উদ্যানপালিকয়োঃ (এই দুই উদ্যানপালিকার) পাশ্ববর্তিনী ভূত্বা (পাশে থেকে) উপলপ্স্যে (আমি সব জেনে নিচ্ছি)। [নাট্যেন অবতীর্য স্থিতা — অবতরণের অভিনয় করে দাঁড়ালেন।]

বঙ্গানুবাদ— (তারপর আকাশপথে সানুমতী নামে অপ্সরা প্রবেশ করলেন)

সানুমতী — সাধু-সন্ন্যাসীরা যতক্ষণ স্নান ক'রবেন, সে পর্যন্ত অপ্সরাতীর্থের উপর পালা করে নজর রাখার যে দায়িত্ব, তা আমি পালন করেছি। এখন রাজর্ষি দুষ্যন্তের ব্যাপারটা একটু স্বচক্ষে দেখে আসি। মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে সেই শকুন্তলা আমার শরীরের একটা অংশই বলা চলে। সেই মেনকা তাঁর মেয়ের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে বলেছেন। (চারদিকে তাকিয়ে) ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে — এখন উৎসবের সময়; কিন্তু এই সময়েও রাজবাড়ীতে উৎসবের কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না কেন?

ধ্যানের সাহয্যেই সব কিছু জানার ক্ষমতা অবশ্য আমার আছে। কিন্তু সখীর অনুরোধ আমার রাখা উচিত। ঠিক আছে। তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে দুই উদ্যান-পালিকার পাশে গিয়ে আমি সব জেনে নিচ্ছি।

(অবতরণের অভিনয় করে দাঁড়ালেন)

রাঘবভট্ট—নির্বর্তিতং ময়া পর্যায়নির্বর্তনীয়মপসরস্তীর্থসান্নিধ্যং যাবৎ সাধুজনস্যাভিষেককাল ইতি। 'পর্যায়োঽবসরে ক্রমে' ইত্যমরঃ। তত্র গঙ্গায়ামপ্সরস্তীর্থং নাম তীর্থমস্তি। তত্র যাবৎ সজ্জনস্নানকালমেকৈকস্মিন্ দিবস একৈকয়াপ্সরসা সন্নিহিতয়া স্থাতব্যমিতি নিয়মঃ। তস্মিন্ দিনে সানুমত্যা তৎ কার্যং কৃতমিত্যর্থঃ। সাংপ্রতমস্য রাজর্ষেরুদন্তং বার্তাম্। 'বার্তা প্রবৃত্তির্বৃত্তান্ত উদন্তঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি। মেনকাসংবন্ধেন শরীরভূতা মে শকুন্তলা। তয়া চ দুহিতৃনিমিত্তমাদিষ্টপূর্বাস্মি। কিং ন খলু ঋতূৎসবারম্ভেঽপি নিরুৎসবারম্ভমিব রাজকুলং দৃশ্যতে। অস্তি মে বিভবঃ সামর্থ্যং প্রণিধানেন সর্বং পরিজ্ঞাতুম্। কিং তু সখ্যা মেনকায়া আদরো ময়া মানয়িতব্যঃ। ভবতু অনয়োরেবোদ্যানপালিকয়ো-স্তিরস্করিণীপ্রতিচ্ছন্নান্তর্ধানবিদ্যয়া প্রতিচ্ছন্না পার্শ্ববর্তিনী ভূত্বোপলপ্স্যে। নাট্যেনেতি গঙ্গাবতরণেন। তল্লক্ষণং তু — "অঙ্‌ঘ্রেরুৎক্ষেপনিক্ষেপাবনুপ্রোন্নতসন্নতৌ। ভজেতাং বিপতাকৌ চেদেবমেব শিরস্তদা ॥ গঙ্গাবতরণম্" ইতি। 'ণিব্বট্টিদম্' ইত্যাদ্যেতদন্তেন সানুমত্যাত্মশ্লাঘায়াঃ কৃতত্বাদ্বিচলনং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — "বিকত্থনো বিচলনম্" ইতি।

সুষমা—[১] আকাশযানেন = আকাশমার্গে, আকাশযান বা অন্তরীক্ষযান নয়। [২] সানুমতীর পরিবর্তে কোন' কোন' সংস্করণে 'মিশ্রকেশী' পাঠ আছে। [৩] অপ্সরাঃ — অপ্সরা কারা, তাদের উৎপত্তি কি ইত্যাদির জন্য ১.২৪ অংশ দ্রষ্টব্য।

[৬.৬]

→ (ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরমবলোকয়ন্তী চেটী। অপরা চ পৃষ্ঠতস্তস্যাঃ।)

প্রথমা —

> আতম্মহরিঅপণ্ডুর জীবিদ সত্তং বসন্তমাসস্স।
> দিট্‌ঠো সি চূদকোরঅ উদুমঙ্গল তুমং পসাএমি ॥ ২॥
> (আতাম্রহরিতপাণ্ডুর জীবিত সত্যং বসন্তমাসস্য।
> দৃষ্টোঽসি চূতকোরক ঋতুমঙ্গল ত্বাং প্রসাদয়ামি ॥)

বিসন্ধি—চূতাঙ্কুরম্ + অবলোকয়ন্তী। পৃষ্ঠতঃ + তস্যাঃ। দৃষ্টঃ + অসি।

অন্বয়—(হে) আতাম্রপাণ্ডুর, বসন্তমাসস্য সত্যং জীবিত, ঋতুমঙ্গল চূতকোরক, (ত্বং ময়া) দৃষ্টোঽসি। (অহং) ত্বাং প্রসাদয়ামি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ চূতাঙ্কুরমবলোকয়ন্তী চেটী প্রবিশতি — তারপর আমের মুকুল

দেখতে দেখতে এক চেটীর প্রবেশ। অপরা চ পৃষ্ঠতস্তস্যাঃ — পিছনে অন্য আরেক চেটী।] প্রথমা — হে আতাম্রহরিতপাণ্ডুর (ঈষৎ লালচে, সবুজ এবং পাণ্ডুর বর্ণ এমন), বসন্তমাসস্য সত্যং জীবিত (বসন্তমাসের অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর যথার্থ জীবন), ঋতুমঙ্গল চূতকোরক (ঋতুমঙ্গল আমের মুকুল), ত্বং ময়া দৃষ্টোঽসি (আমি তোমায় দেখলাম)। অহং ত্বাং প্রসাদয়ামি (আমি তোমায় অর্চনা করছি।)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর আমের মুকুল দেখতে দেখতে এক চেটীর প্রবেশ। পিছনে অন্য আরেক চটী।)

প্রথম — ঈষৎ লাল্‌চে, সবুজ এবং পাণ্ডুর রঙের, বসন্ত ঋতুর যথার্থ জীবন, ঋতুমঙ্গল আমের মুকুল — তোমায় দেখলাম। আমি তোমায় অর্চনা করছি।

রাঘবভট্ট—ততঃ প্রবিশতীতি। উদ্যানপালিকয়োরিতি সূচিতত্বাত্তয়োঃ প্রবেশঃ। [আতম্মেতি।] আতাম্রহরিতপাণ্ডুর জীবিত সত্যং বসন্তমাসস্য। দৃষ্টোঽসি চূতকোরক ঋতুমঙ্গল ত্বাং প্রসাদয়ামি ॥ অত্র প্রথমসংবোধনেন স্বভাবোক্তিঃ। সত্যমিতি শপথে। 'সত্যং চ শপথে তথ্যে' ইতি বিশ্বঃ। বসন্তমাসয়োর্জীবিতেতি রূপকম্। সৎস্বপীতরেষু প্রসূনেষু তদঙ্কুরেণ ঋতোরুচ্ছ্বসিতত্বমিব গম্যতে ইতি রূপণম্। ক্বচিৎ 'জীবিতসর্বম্' ইতি পাঠঃ। তদা প্রাকৃতে পূর্বনিপাতানিয়মাৎ সর্বজীবিতেতি। অন্যত্র 'বসন্তমাসস্স জীঅসব্বস্স' ইতি পাঠঃ। জীবিতরূপং সর্বস্বমিত্যর্থঃ। অত্র জীবিতপদেন 'যাবত্তাবজ্জীবিতে' ইতি সূত্রেণ বিকারস্য লোপে 'জীঅং' ইতি রূপম্। সৎস্বপীতরেষু পুষ্পেষু ত্বমেবোৎকৃষ্টতমমিতি ভাবঃ। ঋতুমঙ্গলেত্যপি রূপকম্। প্রথমপরিদৃশ্যমানত্বাদৃতৌ মঙ্গলং সর্বত্র মঙ্গলেষু প্রথমং পরিজৃম্ভমাণত্বাদৃতৌ মঙ্গলং সর্বেষ্বৃতুষু বসন্তস্যোৎকৃষ্টত্বং ত্বয়ৈব কৃতমিতি। ঋতুশ্চাসৌ মঙ্গলশ্চেতি কার্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। পরভৃতিকায়াঃ কোকিলায়াশ্চূতাঙ্কুরপ্রসাদনং যুক্তমেব। অত্র 'তুমম্' ইতি পাঠঃ প্রামাদিকঃ। পঞ্চমগণস্য পঞ্চমাত্রিকত্বাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ৈক-বচনাদেশে 'তুহ' ইতি পাঠেঽপি রমেঽচর্ধে পঞ্চমকে ক্লেশমুখালাদ্যতিরুক্তা (?) সা বিহন্যেত। তস্মাৎ তুমম্ ইতি পাঠোঽন্যায্যঃ। 'তুংতুংতুমংতুবংতুহতুএঅমা' অনেন সূত্রেণ সপ্তাদেশা অপি ভবন্তি।

সুষমা—[১] অবলোকয়ন্তী — অব-লোক্ + ণিচ্ (স্বার্থে) + শতৃ + ঙীপ্। [২] স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া বসন্তমাসে জীবিতের আরোপে রূপক।

[৬.৭]

দ্বিতীয়া — পরহুদিএ, কিং এআইণী মন্তেসি? (পরভৃতিকে, কিম্ একাকিনী মন্ত্রয়সে?)

প্রথমা — মহুঅরিএ, চূদকলিঅং দেক্‌খিঅ উম্মত্তিআ পরহুদিআ হোদি। (মধুকরিকে, চূতকলিকাং দৃষ্ট্বা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি।)

দ্বিতীয়া — (সহর্ষং ত্বরয়োপগম্য) কহং উবট্ঠিদো মহুমাসো? (কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ?)

প্রথমা — মহুঅরিএ, তব দাণিং কালো এসো মদবিব্ভমগীদাণং। (মধুকরিকে, তব ইদানীং কাল এষঃ মদবিভ্রমগীতানাম্।)

দ্বিতীয়া — সহি, অবলম্ব মং জাব অগ্গপাদট্ঠিআ ভবিঅ চূদকলিঅং গেণ্হিঅ কামদেবচ্চণং করেমি। (সখি, অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূতকলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চনং করোমি।)

প্রথমা — জই মম বি ক্খু অদ্ধং অচ্চণফলস্স। (যদি মম অপি খলু অর্ধম্ অর্চনফলস্য।)

দ্বিতীয়া — অকহিদে বি এদং সংপজ্জই। জদো এক্কং এব্ব ণো জীবিদং দুধা ট্ঠিদং সরীরং। (সখীমবলম্ব্য স্থিতা চূতাঙ্কুরং গৃহ্ণাতি।) অএ, অপ্পডিবুদ্ধো বি চূদপ্পসবো এত্থ বন্ধণভঙ্গসুরভী হোদি। (কপোতহস্তকং কৃত্বা)

তুমং সি মএ চূদঙ্কুর দিণ্ণো কামস্স গহিদধণুঅস্স।
পহিঅজণজুবইলক্খো পঞ্চাব্ভহিও সরো হোহি ॥ ৩ ॥

(চূতাঙ্কুরং ক্ষিপতি)

(অকথিতে অপি এতৎ সম্পদ্যতে। যতঃ একম্ এব নৌ জীবিতং দ্বিধা স্থিতং শরীরম্। অয়ে, অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূতপ্রসবঃ অত্র বন্ধভঙ্গসুরভিঃ ভবতি।

ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুর দত্তঃ কামায় গৃহীতধনুষে।
পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব ॥

বিসন্ধি—ত্বরয়া + উপগম্য। সখীম্ + অবলম্ব্য। ত্বম্ + অসি।

অন্বয়—(হে) চূতাঙ্কুর, গৃহীতধনুষে কামায় ত্বং ময়া দত্তঃ পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব।

বাংলা প্রতিশব্দ—দ্বিতীয়া — পরভৃতিকে, একাকিনী কিং মন্ত্রয়সে (পরভৃতিকা, একা একা কি বলছ)? প্রথমা — মধুকরিকে, চূতকলিকাং দৃষ্ট্বা (শোন মধুকরিকা, আমের নূতন মুকুল দেখলে) পরভৃতিকা উন্মত্তা ভবতি ('পরভৃতিকা' বা কোকিল তো পাগল হয়ই)। দ্বিতীয়া — [সহর্ষং ত্বরয়া উপগম্য — আনন্দের সঙ্গে তাড়াতাড়ি এসে] কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ (সেকি, বসন্তকাল এসে গেল নাকি)? প্রথমা — মধুকরিকে, ইদানীং তব কাল এষঃ মদবিভ্রমগীতানাম্ (মধুকরিকা, মদ-বিহ্বল হ'য়ে তোমার গান করার এইতো সেই সময় এল)। দ্বিতীয়া — সখি, অবলম্বস্ব মাং (সখি, আমায় একটু ধরে থাক'); যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা (আমি পায়ের আগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) চূতকলিকাং গৃহীত্বা (কিছু আমের মুকুল তুলে) কামদেবার্চনং করোমি (তারপর সেই মুকুল দিয়ে কামদেবের পূজা করি)। প্রথমা — যদি মম

অপি খলু অর্ধম্ অর্চনফলস্য (যদি সেই পূজার ফলের অর্ধেক আমিও পাই)। দ্বিতীয়া — অকথিতে অপি এতৎ সম্পদ্যতে (তা না বললেও হবে)। যতঃ (কেননা) একম্ এব নৌ জীবিতং (আমাদের দুজনের একই প্রাণ) দ্বিধা স্থিতং শরীরম্ (কেবল দেহেই পৃথক্)। [সখীম্ অবলম্ব্য স্থিতা — সখীকে ধরে দাঁড়িয়ে, চূতাঙ্কুরং গৃহ্ণাতি — আমের মুকুল তুলতে লাগলেন।] অয়ে, অত্র অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূতপ্রসবঃ (সখি, এখনো আমের মুকুল ভালোভাবে না ফুটলেও) বন্ধনভঙ্গসুরভিঃ ভবতি (বোঁটা ভাঙ্গায় কি সুন্দর গন্ধ ছড়াচ্ছে)। [কপোতহস্তকং কৃত্বা — প্রণামের ভঙ্গীতে হাত জোড় ক'রে] হে চূতাঙ্কুর (ওগো আমের মুকুল), গৃহীতধনুষে কামায় (ধনুর্ধর কামদেবের উদ্দেশ্যে) ত্বং ময়া দত্তঃ অসি (তোমাকে আমি দান ক'রলাম)। পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ (এই বসন্তেও যাদের স্বামীরা বাইরে ঘুরে বেড়ান, তাদের তুমি লক্ষ্য হও) ; পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব (কামদেবের পাঁচটি ধনুঃশরের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও)। [চূতাঙ্কুরং ক্ষিপতি — কামদেবের উদ্দেশ্যে আমের মুকুল নিক্ষেপ ক'রলেন।]

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয়া — পরভৃতিকা, একা একা কি ব'লছ?

প্রথমা — শোন মধুকরিকা, আমের নূতন মুকুল দেখলে 'পরভৃতিকা' (কোকিল) তো পাগল হ'য়েই থাকে।

দ্বিতীয়া — (আনন্দের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাছে এসে) সেকি, বসন্তকাল এসে গেল' নাকি?

প্রথমা — মধুকরিকা, মদ-বিহ্বল হয়ে তোমার গান করার এই তো সেই বসন্তকাল হাজির হয়েছে।

দ্বিতীয়া — সখি, আমায় একটু ধ'রে থাক'। আমি পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু আমের মুকুল তুলে আনি। তারপর সেই মুকুল দিয়ে কামদেবের অর্চনা ক'রব।

প্রথমা — তা সেই পূজার ফলের অর্ধেক যদি আমার হয়।

দ্বিতীয়া — তা না বললেও হবে। কেননা আমাদের দুটো শরীরই কেবল ভিন্ন, প্রাণে আমরা এক। (সখীকে ধরে দাঁড়িয়ে আমের মুকুল তুলতে লাগলেন।) সখি, আমের মুকুল এখনো ভালভাবে না ফুটলেও বোঁটা ভাঙ্গায় কি সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে।

ওগো আমের মুকুল, ধনুর্ধর কামদেবের উদ্দেশ্যে তোমায় সমর্পণ ক'রলাম। এই বসন্তেও যাদের স্বামীরা বাইরে ঘুরে বেড়ান, তুমি সেই বিরহিণীদের লক্ষ্য হও। কামদেবের পাঁচটি ধনুঃশরের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও। (আমের মুকুল নিক্ষেপ করলেন।)

রাঘবভট্ট—পরভৃতিকে, কিমেকাকিনী মন্ত্রয়সে। মধুকরিকে, চূতকলিকাং দৃষ্ট্বোন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি। ছলাৎ কোকিলেত্যর্থঃ। কথমুপস্থিতো মধুমাসঃ। মধুকরিকে, তবেদানীং কাল এষ মদবিভ্রমগীতানাম্। ছলাদ্ ভ্রমরীত্যর্থঃ। সখি, অবলম্বস্ব মাং যাবদগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূতকলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চনং করোমি। যদি মমাপি খল্বর্ধমর্চনফলস্য। অকথিতেऽপ্যেতৎ সম্পদ্যতে ; যত একমেব নো জীবিতং দ্বিধা স্থিতং শরীরম্। অয়ে, অপ্রতিবুদ্ধঃ

কোমলোঽপি চূতপ্রসব এত্থ অত্র বসন্তারম্ভে। 'এসো' ইতি পাঠ এষঃ। বন্ধনে বৃন্তে ভঙ্গস্তত্র সুরভির্ভবতি। 'সংদানে চ তথা বৃন্তে মায়ায়াং বন্ধনং স্মৃতম্' ইতি রুদ্রঃ। কপোতহস্তমিতি। তল্লক্ষণং সঙ্গীতরত্নাকরে — 'কপোতোঽসৌ করো যত্র শ্লিষ্টমূলাগ্রপার্শ্বকঃ। প্রণামে গুরু-সংভাষে' ইতি। তুমং সীতি। ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুর দত্তঃ কামায় গৃহীতধনুষে। গৃহীতধনুষ ইত্যনেন সর্বদা সজ্জত্বং ধ্বনিতম্। পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব। অত্র পঞ্চাভ্যধিকত্বে শরস্যাসংবন্ধে সংবন্ধলক্ষণাতিশয়োক্তিঃ।

সুষমা—[১] প্রথমা চেটী (পরভৃতিকা) নিজের নামের উচ্চারণে শ্লেষ প্রয়োগ করেছে। পরভৃতিকা = কোকিল। [২] মহুমাসো (মধুমাসঃ) — চৈত্রমাস। বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস। দ্বিতীয় মাস — বৈশাখ (মাধব)। 'স্যাচ্চৈত্রে চৈত্রিকো মধুঃ। বৈশাখে মাধবো রাধো'। (অমরকোষ) ; পূর্বে চৈত্র-বৈশাখে বসন্তঋতু গণনা করা হত। [৩] 'একং এব্ব ণো জীবিদং দুধা ঠ্ঠিদং সরীরং' (একমেব নৌ জীবিতং দ্বিধা স্থিতং শরীরম্) — তুলনীয়ঃ 'সোঽয়মহমেবামুনা রূপেণ ধনমিত্রাখ্যয়া চান্তরিতো মন্তব্যঃ'। (দশকুমারচরিত, প্রথম উচ্ছ্বাস — রাজবাহনচরিত)। [৪] 'তুমং সি ...' শ্লোক — অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। [৫] আর্যা জাতি।

[৬.৮]

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ কুপিতঃ)

কঞ্চুকী — মা তাবৎ। অনাত্মজ্ঞে, দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্রকলিকাভঙ্গং কিমারভসে?

উভে — (ভীতে) পসীদদু অজ্জো। অগ্গহীদত্থাও বঅং। (প্রসীদতু আর্যঃ। অগৃহীতার্থে আবাম্।)

কঞ্চুকী — ন কিল শ্রুতং যুবাভ্যাং যদ্বাসন্তিকৈস্তরুভিরপি দেবস্য শাসনং প্রমাণীকৃতং তদাশ্রয়িভিঃ পত্রিভিশ্চ। তথাহি —

> চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
> সংনদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
> কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
> শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্ধকৃষ্টং শরম্ ॥ ৪ ॥

বিসন্ধি—প্রবিশ্য + অপটীক্ষেপেণ। ত্বম্ + আম্রকলিকাভঙ্গম্। কিম্ + আরভসে। যৎ + বাসন্তিকৈঃ + তরুভিঃ + অপি। পত্রিভিঃ + চ। চিরনির্গতা + অপি। যৎ + অপি। গতে + অপি। স্মরঃ + অপি। চকিতঃ + তূণার্ধকৃষ্টম্।

অন্বয়—চূতানাং কলিকা চিরনির্গতাপি স্বং রজো ন বধ্নাতি। কুরবকং যদপি সন্নদ্ধং তৎ কোরকাবস্থয়া স্থিতম্। পুংস্কোকিলানাং রুতং শিশিরে গতেঽপি কণ্ঠেষু স্খলিতম্। শঙ্কে স্মরোঽপি চকিতঃ তূণার্ধকৃষ্টং শরং সংহরতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ কুপিতঃ — যবনিকা উত্তোলন না করেই প্রবেশ ক'রে ; ক্রুদ্ধভাবে] কঞ্চুকী — মা তাবৎ (এমন ক'র না)। অনাত্মজ্ঞে (নির্বোধ কোথাকার), দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে (মহারাজ বসন্তোৎসব বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও) ত্বম্ (তুই) আম্রকলিকাভঙ্গং কিম্ আরভসে (আমের মুকুল তুলতে শুরু করে দিয়েছিস্)? উভে (দুইজনে) — [ভীতে — ভয় পেয়ে] প্রসীদতু আর্যঃ (আপনি শান্ত হ'ন)। অগৃহীতার্থে আবাম্ (আমরা এই ব্যাপার জানতাম না)। কঞ্চুকী — ন কিল শ্রুতং যুবাভ্যাং (তোমরা কি শোননি) যৎ (যে) বাসন্তিকৈঃ তরুভিরপি (বসন্তের গাছেরা পর্যন্ত) দেবস্য শাসনং প্রমাণীকৃতং (মহারাজের আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে) তদাশ্রয়িভিঃ পত্রিভিশ্চ (সেইসব গাছের পাখীরাও তা মেনে চলছে)? তথাহি (দেখনা) — চূতানাং কলিকা (আমের মুকুল) চিরনির্গতাপি (বহুদিন আগে বের হ'লেও) স্বং রজো ন বধ্নাতি (আজ অব্দি তাতে পরাগ জমে নি)। কুরবকং যদপি সন্নদ্ধং (কুরবক ফুল একটুখানি ফুটেও) তৎ কোরকাবস্থয়া স্থিতম্ (তা কুঁড়ি অবস্থাতেই থেকে গেছে)। পুংস্কোকিলানাং রুতং (পুরুষ কোকিলের কুহুরব) শিশিরে গতেঽপি (শীতকাল চলে গেলেও) কণ্ঠেষু স্খলিতম্ (তাদের কণ্ঠেই রুদ্ধ হ'য়ে আছে)। শঙ্কে (আমার মনে হয়) স্মরোঽপি (কামদেবও) চকিতঃ (ভয় পেয়ে) তূণার্ধকৃষ্টং শরং সংহরতি (তূণ থেকে শর বের করেও তা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছেন)।

বঙ্গানুবাদ— (যবনিকা উত্তোলন না করেই প্রবেশ ক'রে ; ক্রুদ্ধভাবে)

কঞ্চুকী — একাজ ক'র না। নির্বোধ কোথাকার, মহারাজ বসন্তোৎসব বন্ধ করার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আমের মুকুল তুলতে শুরু করেছ?

দুই চেটী — (ভয় পেয়ে) আপনি শান্ত হ'ন। আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানি না।

কঞ্চুকী — (সে কি কথা!) তোমরা কি শোননি যে বসন্তের গাছেরা পর্যন্ত মহারাজের আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে, — সেইসব গাছের পাখীরাও তা মেনে চলছে? দেখনা —

আমের মুকুল বহুদিন আগে বের হ'লেও আজ অব্দি তাতে পরাগ জমেনি। কুরবক ফুল একটুখানি ফুটেও কুঁড়ি অবস্থাতেই রয়ে গেছে। শীতকাল চলে গেলেও পুরুষ কোকিলের কুহুরব তাদের কণ্ঠেই রুদ্ধ হ'য়ে আছে। আমার ধারণা — ভগবান কামদেবও ভয় পেয়ে তূণ থেকে শর বের করেও তা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছেন।

রাঘবভট্ট—অপটীক্ষেপেণেতি তিরস্করিণী তিরস্কারেণেত্যর্থঃ। 'নাসূচিতস্য পাত্রস্য প্রবেশো নির্গমোঽপি চ' ইত্যুক্তেরত্র কঞ্চুকিনঃ সূচনাভাবাদপটীক্ষেপেণ প্রবেশঃ। তত্র কুপিতত্বং হেতুঃ। কঞ্চুকিলক্ষণং পূর্বমুক্তম্। মা তাবদিতি ভিন্নং বাক্যং নিষেধে। অনাত্মজ্ঞে স্বভাবানভিজ্ঞে। দেবেন প্রকরণাদ্রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন। কিমারভসে কিমর্থমারম্ভং করোষি। ত্বয়াপ্যধুনারম্ভ এব ক্রিয়তে। সোঽপি কিমর্থমিতি ভাবঃ। ইদমেব কোপকারণম্। প্রসীদত্বার্যঃ। অগৃহীতার্থে অগৃহীতনিষেধবস্তুস্বরূপে আবাম্। বাসন্তিকৈরেতৎকালোদ্‌গত-পুষ্পৈস্তরুভিরপি। চেতনৈস্তু প্রমাণীকৃতমেব। অচেতনৈরপীত্যপিশব্দার্থঃ। শাসনমাজ্ঞা।

'শাসনং নৃপদত্তোর্ব্যাং শাস্ত্রাজ্ঞালেখশাস্তিষু' ইতি হৈমঃ। প্রমাণীকৃতমিতি গম্যোৎপ্রেক্ষা। বক্ষ্যমাণানাং বস্তুস্বাভাব্যাদেব তথাত্বাৎ। অথবাঽসংবন্ধে সংবন্ধরূপাতিশয়োক্তিশ্চ। রাজাজ্ঞায়াস্তত্ত্বতোঽসংবন্ধাৎ। তদেব দর্শয়তি — তথাহীতি। চূতানামিতি। চূতানাং কলিকামঞ্জরীতি জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনম্। কলিকাশব্দো বাধিতমুখ্যার্থোঽভিনবোদ্গতসাধর্ম্যান্মঞ্জরীং লক্ষয়তি। অবিকাসিতত্বং চ ফলং জ্ঞেয়ম্। চিরনির্গতা শিশিরান্তপ্রোদ্ভিন্নাপি। স্বং স্বীয়ম্। আত্মীয়মিতি যাবৎ। অত্যাবশ্যকত্বং ধ্বনিতম্। রজঃ পরাগং ন বধ্নাতি। ন দৃষ্টং করোতীত্যর্থঃ। যথা কাচন বালা প্রৌঢ়তয়া রজোদর্শনং ন যাতীতি সমাসোক্তিরপি। সংনদ্ধমপি বৃন্তাদ্বহির্নির্গতমপি। সংনদ্ধশব্দো বাধিতমুখ্যার্থঃ সন্যঃ সংনদ্ধঃ স যুদ্ধায় বহির্নির্গচ্ছতীতি বহির্নির্গমন-সাম্যাৎ কুরবকং লক্ষয়ন্ অতিশোভাবত্ত্বং ধ্বনয়তি। যৎ কুরবকং শোণকুরন্টকং পুষ্পমিতি জাতাবেকবচনম্। 'তত্র শোণে কুরবকঃ' ইত্যমরঃ। তৎ কোরকাবস্থয়া কলিকাবস্থয়া স্থিতম্। অত্র কোরকত্বং ন জহাতীতি কার্যাভাবে বক্তব্যে তদ্বিরুদ্ধত্বেনোক্তিঃ। গতেঽপি শিশিরে বসন্তারম্ভসময়ে পুংস্কোকিলানাং রুতং শব্দিতং কণ্ঠেষু স্খলিতম্। তথাঽস্ফুটঃ কোকিলস্বনো জাত ইত্যর্থঃ। অত্র চ চিরনির্গতাদেঃ কারণস্যোক্তেঃ কার্যস্য পরাগাদের্নিষেধান্মালাবিশেষোক্তিঃ। নন্বত্র বিরোধবাচকাপিশব্দশ্রবণাদ্বিরোধাভাস এবাস্ত্বিতি চেন্ন। 'কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে। হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্ ॥' ইত্যাদৌ সত্যপ্যপিশব্দে বিশেষোক্তের্দর্শনাৎ। উক্তং চ রাজানকরুচকেন — 'কার্যাভাবেনেহোপক্রান্তত্বাদ্বলবতা কারণসত্তায়া এব বাধ্যমানত্বং ন তু তয়া কার্যাভাবস্যেত্যন্যোন্যবাধানুপ্রাণিতাদ্বিরোধালংকারাদ্ ভেদঃ' ইতি। ননু দগ্ধত্বস্য শক্তিমত্ত্বং শক্তিমত্ত্বস্য বিষয়ং পরিত্যজ্যৈবোৎসর্গস্য দগ্ধত্বং তনুহরণত্বস্য বলহরত্বং তস্য তনুহরণত্বমিত্যন্যোন্যবাধকত্বং প্রতীয়ত এবেতি চেৎ — সত্যম্। তর্হি যথা বিরোধে সত্যপি ভিন্নবিষয়ত্বেনাসংগতের্ন বিরোধাভাসত্বমেবং কারণাভাবে কার্যসত্ত্বে তত্র চ সতি তদভাব ইত্যেবংরূপবিষয়দ্বয়পরিত্যাগেনৈব তস্য বিষয় ইতি জ্ঞেয়ম্। 'অপবাদবিষয়ং পরিত্যজ্যৈবোৎসর্গস্য প্রবৃত্তেঃ। দৃশ্যতে চৈতদ্ব্যতিরিক্তবিষয়তৈবাস্য 'জড়য়তি চ তাপং চ কুরুতে', 'বিশালৈরপি ভূরিশালৈঃ', 'কুপতিমপি কলত্রবল্লভম্' ইত্যাদাবিতি সর্বং নিরবদ্যম্। স্বভাবোক্তিশ্চ। চকিতো ভীতঃ স্মরোঽপি তূণার্ধকৃষ্টং তূণীরাদর্ধনিষ্কাসিতং শরং সংহরতীতি শঙ্কে ইত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্। অত্র ভীতত্বং শরসংহরণমুভয়মুৎপ্রেক্ষ্যম্। কামস্য প্রসূনশরত্বাদ্ বসন্তপুষ্পাণামসকলোৎপন্নত্বাদিয়মুৎপ্রেক্ষা। অস্যাং চ পূর্ববাক্যত্রয়ং হেতুত্বেন যোজ্যম্। কাব্যলিঙ্গম্। স্থিস্থেতি কুরকোরেতি রেপুরোপীতি ছেকশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] অনাত্মজ্ঞে — যে নিজেকে জানে না — অনাত্মজ্ঞ। এখানে 'নির্বোধ'। দাসী হয়েও যে রাজার আদেশ লঙ্ঘন করে সে তো নির্বোধই। [২] বসন্তোৎসবে — পাঠান্তর 'মধূৎসবে'। কামদেবের অর্চনাকে উপলক্ষ্য করে বসন্তকালে এই অনুষ্ঠান হত। তুঃ রত্নাবলী নাটিকার প্রথম অঙ্ক। [৩] বাসন্তিকৈঃ — বসন্তে জাতঃ ইতি বসন্ত + ঠঞ্। প্রকৃতপক্ষে

লৌকিক সংস্কৃতে এক্ষেত্রে 'সন্ধিবেলাদ্যতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্' সূত্রে অণ্ এর প্রাপ্তি ছিল। বেদে গ্রাহ্য। সূত্র — 'বসন্তাচ্চ'। [৪] প্রমাণীকৃতম্ — অভূততদ্ভাবে চ্বি। [৫] সংনদ্ধম্ — সম্-নহ্ + ক্ত। [৬] পুংস্কোকিলানাম্ — পুম্ + কোকিলঃ = পুংস্কোকিলঃ। 'পুমঃ খয্যম্পরে' এবং 'সংপুক্কানাং সো বক্তব্যঃ' (বা) দ্বারা সিদ্ধ। পক্ষে 'পুঁস্কোকিলঃ'। শেষে ষষ্ঠী। [৭] 'স্বং রজঃ ন বধ্নাতি' — এখানে আম্রমঞ্জরীতে যুবতী নারীর ব্যবহার আরোপে সমাসোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া হেতু থাকা সত্ত্বেও ফলের অনুল্লেখে বিশেষোক্তি। 'শঙ্কে' পদপ্রয়োগে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। তাছাড়াও কাব্যলিঙ্গ, স্বভাবোক্তি। ছেক-শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

[৬.৯]

➧ উভে — ণত্থি সংদেহো। মহাপ্পহাও রাএসী। (নাস্তি সন্দেহঃ। মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ।)

প্রথমা — অজ্জ, কতি দিঅহাইং অম্হাণং মিত্তাবসুণা রট্ঠিএণ ভট্টিণীপাঅমূলং পেসিদাণং। ইত্থং অ ণো পমদবণস্স পালণকম্ম সমপ্পিদং। তা আঅন্তুঅদাএ অস্সুদপুব্বো অম্হেহিং এসো বুত্তন্তো। (আর্য, কতি দিবসানি আবয়োঃ মিত্রাবসুনা রাষ্ট্রিয়েণ ভট্টিনীপাদমূলং প্রেষিতয়োঃ। ইত্থং চ নৌ প্রমদবনস্য পালনকর্ম সমর্পিতম্। তৎ আগন্তুকতয়া অশ্রুতপূর্ব আবাভ্যাম্ এষ বৃত্তান্তঃ।)

কঞ্চুকী — ভবতু। ন পুনরেবং প্রবর্তিতব্যম্।

উভে — অজ্জ, কোদূহলং ণো। জহ ইমিণা জণেণ সোদব্বং কহেদু অঅং কিং ণিমিত্তং ভট্টিণা বসন্তুস্সবো পডিসিদ্ধো। (আর্য, কৌতূহলং নৌ। যদি অনেন জনেন শ্রোতব্যম্ কথয়তু অয়ং কিং নিমিত্তং ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ।)

সানুমতী — উস্সবস্পিআ ক্খু মণুস্সা। গুরুণা কারণেণ হোদব্বং। (উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ। গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্।)

কঞ্চুকী — বহুলীভূতমেতৎ কিং ন কথ্যতে। কিমত্রভবত্যোঃ কর্ণপথং নায়াতং শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনম্?

উভে — সুদং রট্ঠিঅমুহাদো জাব অঙ্গুলীঅঅদংসণং। (শ্রুতং রাষ্ট্রিয়মুখাৎ যাবৎ অঙ্গুলীয়কদর্শনম্।)

কুঞ্চকী — (আত্মগতম্) তেন হ্যল্পং কথয়িতব্যম্। (প্রকাশম্) যদৈব খলু স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাদনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্বা মে তত্রভবতী রহসি শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টেতি, তদা প্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। তথাহি —

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্তবিবর্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্ ॥ ৫ ॥

সানুমতী — পিঅং মে। (প্রিয়ং মে।)

কঞ্চুকী — অস্মাৎ প্রভবতো বৈমনস্যাদুৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ।

উভে — জুজ্জই। (যুজ্যতে)

বিসন্ধি—পুনঃ + এবম্। বহুলীভূতম্ + এতৎ। কিম্ + অত্রভবত্যোঃ। ন + আয়াতম্। হি + অল্পম্। যদা + এব। স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ + অনুস্মৃতম্। সত্যম্ + ঊঢ়পূর্বা। প্রত্যাদিষ্টা + ইতি। তদাপ্রভৃতি + এব। পশ্চাত্তাপম্ + উপগতঃ। প্রকৃতিভিঃ + ন। ... বিবর্তনৈঃ + বিগময়তি + উন্নিদ্রঃ। বাচম্ + উচিতাম্ + অন্তঃপুরেভ্যঃ। স্খলিতঃ + তদা। ব্রীড়াবিলক্ষঃ + চিরম্। বৈমনস্যাৎ + উৎসবঃ।

অন্বয়—রম্যং দ্বেষ্টি। যথা পুরা প্রকৃতিভিঃ প্রত্যহং ন সেব্যতে। উন্নিদ্র এব শয্যাপ্রান্তবিবর্তনৈঃ ক্ষপা বিগময়তি। যদা দাক্ষিণ্যেন অন্তঃপুরেভ্যঃ উচিতাং বাচং দদাতি, তদা গোত্রেষু স্খলিতঃ (সন্) চিরং ব্রীড়াবিলক্ষঃ ভবতি চ।

বাংলা প্রতিশব্দ—উভে — নাস্তি সন্দেহঃ (এতে সন্দেহ নেই)। মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ (রাজর্ষি দুষ্যন্তের অসীম প্রভাব)। প্রথমা — আর্য (মহাশয়), কতি দিবসানি (কয়েক দিনের জন্য) মিত্রাবসুনা রাষ্ট্রিয়েণ (রাজশ্যালক মিত্রাবসু) আবয়োঃ (আমাদের দুজনকে) ভট্টিনীপাদমূলং প্রেষিতয়োঃ (মহারাণীর কাছে পাঠিয়েছেন)। ইত্থং চ নৌ (এখানে আমাদের উপর) প্রমদবনস্য (প্রমোদবনের) পালনকর্ম সমর্পিতম্ (রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে)। তৎ (এই জন্যই) আগন্তুকতয়া (নতুন এসেছি বলে) এষ বৃত্তান্তঃ (এই ঘটনা) আবাভ্যাম্ অশ্রুতপূর্বঃ (আমরা শুনিনি)। কঞ্চুকী — ভবতু (ঠিক আছে)। ন পুনরেবং প্রবর্তিতব্যম্ (এরকম কাজ আর করবে না)। উভে (দুইজনে) — আর্য, কৌতূহলং নৌ (মহাশয়, আমাদের জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে — কেন মহারাজ বসন্তোৎসব বন্ধের আদেশ দিয়েছেন)। যদি অনেন জনেন শ্রোতব্যম্ (যদি আমাদের শোনায় কোন' আপত্তি না থাকে) কথয়তু (তবে আপনি বলুন) কিং নিমিত্তং (কি কারণে) ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ (মহারাজ বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন)। সানুমতী — উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ (মানুষ উৎসব ভালবাসে)। গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্ (অবশ্যই কোন্' গুরুতর কারণ আছে)। কঞ্চুকী — বহুলীভূতম্ এতৎ (একথা সবাই জানে), কিং ন কথ্যতে (সুতরাং বলতে আপত্তি কি)। অত্রভবত্যোঃ (তোমাদের) কর্ণপথং (কানে) শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনং (শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্বন্ধে কোন' লোকনিন্দা) নায়াতং কিম্ (আসেনি কি)? উভে (দুইজনে) — শ্রুতং রাষ্ট্রিয়মুখাৎ যাবৎ অঙ্গুলীয়কদর্শনম্ (রাজশ্যালকের মুখ থেকে আংটি ফিরে

পাওয়ার ঘটনা পর্যন্ত শুনেছি)। কঞ্চুকী — [আত্মগতম্ — মনে মনে] তেন হি অল্পং কথয়িতব্যম্ (তাহলে অল্পই ব'লতে হবে)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ (নিজের আংটি দেখে) যদৈব খলু দেবেন অনুস্মৃতম্ (যখনই মহারাজের মনে পড়ল) তত্রভবতী শকুন্তলা (যে সেই শকুন্তলাকে) রহসি (গোপনে) মে সত্যম্ উঢ়পূর্বা (আমি, অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্ত সত্যই পূর্বে বিবাহ করেছিলাম) মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টা ইতি (এবং তাকে মোহবশতঃ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি) তদা প্রভৃত্যেব (সেই দিন থেকেই) পশ্চাত্তাপম্ উপগতঃ দেবঃ (মহারাজ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন)। তথাহি (দেখ' না) — রম্যং দ্বেষ্টি (সুন্দর কিছু তিনি আর সহ্য ক'রতে পারেন না)। যথা পুরা (আগের মত') প্রকৃতিভিঃ প্রত্যহং ন সেব্যতে (প্রজাদের সঙ্গে তিনি আর প্রতিদিন দেখা করেন না)। উন্নিদ্র এব (না ঘুমিয়েই) শয্যাপ্রান্তবিবর্তনৈঃ (বিছানায় এপাশ-ওপাশ ক'রে) ক্ষপা বিগময়তি (রাত কাটিয়ে দেন)। যদা (যখন) দাক্ষিণ্যেন (সৌজন্যবশতঃ) অন্তঃপুরেভ্যঃ উচিতাং বাচং দদাতি (অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন) তদা (তখন) গোত্রেষু স্খলিতঃ সন্ (কাউকে ভুল নামে ডেকে, অর্থাৎ কাউকে ভুলে 'শকুন্তলা' বলে সম্বোধন ক'রে) চিরং (বহুক্ষণের জন্য) ব্রীড়াবিলক্ষঃ ভবতি চ (লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকেন)। সানুমতী — প্রিয়ং মে (আমার কাছে এ এক প্রিয় সংবাদ)। কঞ্চুকী — অস্মাৎ (এই) প্রভবতঃ বৈমনস্যাৎ (প্রবল মানসিক বৈকল্যের জন্যই) উৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ (তিনি উৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন)। উভে (দুইজনে) — যুজ্যতে (ঠিকই করেছেন)।

বঙ্গানুবাদ—দুই চেটী — এতে আর সন্দেহ কি। রাজর্ষি দুষ্যন্তের অসীম প্রভাব।

প্রথমা — মহাশয়, রাজশ্যালক মিত্রাবসু কয়েকদিনের জন্য আমাদের দুজনকে মহারাণীর কাছে পাঠিয়েছেন। এখানে আমাদের উপর প্রমোদবনের রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে। এইজন্যই নতুন এসেছি বলে আমরা এই ঘটনা শুনিনি।

কঞ্চুকী — ঠিক আছে। এরকম কাজ আর ক'র না।

দুই চেটী — মহাশয়, আমাদের জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। যদি আমাদের শোনায় কোন আপত্তি না থাকে, তবে অনুগ্রহ ক'রে বলুন কি কারণে মহারাজ বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন।

সানুমতী — মানুষ উৎসব ভালবাসে। অবশ্যই কোন গুরুতর কারণ আছে।

কঞ্চুকী — একথা সবাই জানে, সুতরাং বলতে আর বাধা কোথায়। আচ্ছা, তোমরা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে কোন' লোকনিন্দা শোননি কি?

দুই চেটী — রাজশ্যালকের মুখ থেকে আংটি ফিরে পাবার ঘটনা পর্যন্ত শুনেছি।

কঞ্চুকী — (মনে মনে) তাহলে অল্পই বলতে হবে। (প্রকাশ্যে) নিজের আংটি দেখে যখনই মহারাজের মনে পড়ল যে সেই শকুন্তলাকে তিনি গোপনে সত্যই পূর্বে বিবাহ করেছিলেন এবং মোহবশতঃ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই দিন থেকেই মহারাজ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। দেখনা —

সুন্দর জিনিষও তিনি আজ আর সহ্য করতে পারেন না। প্রজাদের সঙ্গে আগের মত তিনি আর প্রতিদিন দেখা করেন না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে সারা রাত তিনি না ঘুমিয়েই কাটান। সৌজন্যবশতঃ অন্তঃপুরের রমণীদের সঙ্গে যখন কথা বলেন তখন কাউকে ভুল নামে ডেকে (অর্থাৎ কাউকে 'শকুন্তলা' এই নামে ডেকে) বহুক্ষণ লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকেন।

সানুমতী — আমার কাছে এ এক প্রিয় সংবাদ।

কঞ্চুকী — এই প্রবল মানসিক উদ্বেগের কারণে তিনি বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন।

দুই চেটী — ঠিকই করেছেন।

রাঘবভট্ট—নাস্তি সন্দেহঃ। মহাপ্রভাবো রাজর্ষিঃ। তয়োঃ স্ত্রীত্বাদ্ যথাশ্রুতগ্রাহিতয়া নায়কপ্রভাবাতিশয়বর্ণনীয়তয়া চৈবমুত্তরম্। আর্য, কতি দিবসান্যাবয়োর্মিত্রাবসুনা রাষ্ট্রিয়েণ ভট্টিনীপাদমূলং প্রেষিতয়োঃ। কতিচিদ্দিনানীত্যন্বয়ঃ। ইত্থং চ নৌ প্রমদবনস্য পালনকর্ম সমর্পিতম্। তদাগন্তুকতয়াশ্রুতপূর্ব আবাভ্যামেষ বৃত্তান্তঃ। ভবতু। যজ্জাতং তজ্জাত-মিত্যর্থঃ। আর্য, কৌতূহলং নৌ। যদ্যনেন জনেন শ্রোতব্যম্। অস্য শ্রবণযোগ্যমিত্যর্থঃ। তৎ কথয়ত্বয়ং কিং নিমিত্তং ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ। উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ। গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্। প্রত্যাদেশো নিরাকৃতিস্তল্লক্ষণং যৎ কৌলীনং লোকবাদঃ। 'স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে' ইত্যমরঃ। শ্রুতং রাষ্ট্রিয়মুখাদ্যাবদঙ্গুলীয়কদর্শনম্। স ইতি ময়া। তথা চ বামনঃ — 'তেমেশব্দৌ নিপাতে ত্বয়াময়েত্যর্থে' ইতি। যদৈব স্মৃতং দেবেন তদাপ্র-ভৃতীত্যন্বয়ঃ। রম্যমিতি। রম্যং স্রক্চন্দনচন্দ্রপাদাদিকং দ্বেষ্টি। চক্ষুষাপি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। 'যাবদ্রম্যমুজ্জ্বলং চ' ইত্যুক্তেঃ। প্রকৃতিভিরমাত্যৈঃ পুরা পূর্বং যথা তথা ন সেব্যতে। পূর্বং তু কার্যাপেক্ষিতয়াধুনা ত্ববসরাপেক্ষমিত্যর্থঃ। পূর্বং প্রত্যহমধুনা ন তথা যথাপূর্বং প্রত্যহমিত্যুভয়ং বিধেয়ম্। শয্যায়াম্। ন শয্যায়াঃ প্রান্তেষু। ন মধ্যে। যানি বিবর্তনানি পরিলুণ্ঠনানি। ন স্বাপঃ। তৈরুন্নিদ্রো গতনিদ্র এবেতি পূর্বত্র হেতুত্বেন যোজ্যম্। ক্ষপা নিশাঃ। ন তু নিশাম্। বিগময়তীতি বিরুদ্ধং যথা স্যাত্তথাতিবাহয়তি। ন তু গচ্ছতি। যদন্তঃপুরেভ্যো দেবীভ্যো দাক্ষিণ্যেনাত্যন্তানুরোধেন। 'দাক্ষিণ্যং নাম বিম্বোষ্ঠি বৈম্বিকানাং কুলব্রতম্' ইত্যুক্তেঃ। এতেনাত্যাবশ্যকত্বং ধ্বনিতম্। উচিতমিত্যবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ঈদৃশীং বাচং দদাতি। তদা গোত্রেষু নামসু। 'গোত্রং তু নাম্নি চ' ইত্যমরঃ। স্খলিতোঽন্যনামগ্রহে কৃতান্যনামগ্রহঃ সংশ্চিরমতিকালং ব্রীড়য়া লজ্জয়া বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিতো ভবতি। 'বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিতঃ' ইত্যমরঃ। অহং রাজা দুষ্যন্তো মমাপ্যেতাদৃশ্যবস্থেতি স্বমনস্যেব সবিস্ময় ইত্যর্থঃ। অত্র পশ্চাত্তাপাদিকে কারণে বক্তব্যে যত্তৎকার্যস্য রম্যদ্বেষাদের্বচনং তৎপর্যা-য়োক্তম্। কাব্যলিঙ্গং চ। পুরাপ্রেতি প্রপ্রেতি ক্ষক্ষীতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। প্রিয়ং মে অস্মাদ্বৈমনস্যাদিতি ব্যধিকরণে পঞ্চম্যৌ। অস্মাৎ কারণাৎ প্রভবতঃ সমর্থাৎ অধিকাদিত্যর্থঃ। বৈমনস্যাদুদ্বেগাৎ। যুজ্যতে। 'প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ' ইত্যাদ্যেতদন্তেন দ্যুতিনামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'তর্জনোদ্বেজনে দ্যুতিঃ' ইতি।

সুষমা—[১] 'ণত্থি সংদেহো ...'—এই উক্তিটি অনেক সংস্করণে সানুমতীর। [২] **বহুলীভূতম্** —অভূততদ্ভাবে চ্বি। বহুল + চ্বি + ভূ + ক্ত কর্তরি। [৩] **শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনম্**—কুলে ভবঃ ইতি কুল + খ = কুলীনঃ। তস্য ভাবঃ ইতি কুলীন + অণ্ = কৌলীনম্। কৌলীন = ...হ্য কথা, অপবাদ (লাক্ষণিক)। 'স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে' — অমর। শকুন্তলায়াঃ প্রত্যাদেশঃ (ষষ্ঠী তৎ), তস্মাৎ কৌলীনম্ (পঞ্চমী তৎ)। [৪] **উঢ়পূর্বা** — পূর্বম্ উঢ়া (সহসুপা)। [৫] **তদা প্রভৃতি**—'প্রভৃতি' শব্দ আরম্ভবাচী এবং অবধিবাচী—দুই প্রকার। অবধিবাচী হলে পঞ্চমী এবং আরম্ভবাচী হলে সপ্তমী হয়। এখানে আরম্ভার্থে প্রযুক্ত। [৬] **প্রত্যহম্** — অহনি অহনি (বীপ্সায় অব্যয়ীভাব)। [৭] **উন্নিদ্রঃ**—উৎ উদ্গতা নিদ্রা যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৮] **ক্ষপাঃ** — অনেক রাত তিনি জাগরণে কাটিয়েছেন। তাই বহুবচন। [৯] **দাক্ষিণ্যেন** — হেতৌ তৃতীয়া। দক্ষিণ + ষ্যঞ্ ভাবার্থে। [১০] **ব্রীড়াবিলক্ষঃ** — বিগতং লক্ষং যস্য সঃ (বহুব্রী) ; ব্রীড়য়া বিলক্ষঃ (তৃতীয়া তৎ)। **গোত্রস্খলন** — ভুল নাম উচ্চরাণ করে রাজা লজ্জা পান। নিজের অজ্ঞাতসারে ঈপ্সিত জনের নাম অস্থানে উচ্চারিত হওয়ার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে (ত্রোটক)আছে। স্বর্গে অভিনয়ের সময় উর্বশী 'পুরুষোত্তম' উচ্চারণ না করে 'পুরুরবা' উচ্চারণ করায় অভিশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। [১১] এখানে পশ্চাত্তাপ প্রভৃতি কারণের উল্লেখ না করে রম্যদ্বেষ প্রভৃতি কার্যের উল্লেখে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ ('ব্রীড়াবিলক্ষের' কারণ উল্লেখে), দীপক (অনেক ক্রিয়ার এক কর্তা হওয়ায়), সমুচ্চয় (অনুতাপ-প্রতিদানের জন্য অনেক কারণের উল্লেখে), ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাস। [১২] **শার্দূলবিক্রীড়িত** ছন্দ। [১৩] **বৈমনস্যাৎ** — বিক্ষিপ্তং মনো যস্য স বিমনাঃ (বহুব্রী), তস্য ভাবঃ বৈমনস্যম্। তস্মাৎ, হেতৌ পঞ্চমী।

[৬.১০]

(নেপথ্যে)

এদু এদু ভবং। (এতু এতু ভবান্।)

কঞ্চুকী — (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, ইত এবাভিবর্ততে দেবঃ। স্বকর্মানুষ্ঠীয়তাম্।

উভে — তহ। (নিষ্ক্রান্তে) (তথা।)

(ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসদৃশবেষো রাজা বিদূষকঃ প্রতীহারী চ)

কঞ্চুকী — (রাজানমবলোক্য) অহো সর্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বমাকৃতিবিশেষাণাম্। এবমুৎসুকোঽপি প্রিয়দর্শনো দেবঃ। তথাহি —

> প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠার্পিতং
> বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
> চিন্তাজাগরণপ্রতান্তনয়নস্তেজোগুণাদাত্মনঃ
> সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

বিসন্ধি—এব + অভিবর্ততে। স্বকর্ম + অনুষ্ঠীয়তাম্। রাজানম্ + অবলোক্য। সর্বাসু + অবস্থাসু। রমণীয়ত্বম্ + আকৃতিবিশেষাণাম্। এবম্ + উৎসুকঃ + অপি। ... বিধিঃ + বামপ্রকোষ্ঠার্পিতম্। কাঞ্চনম্ + একম্ + এব। ... নয়নঃ + তেজোগুণাৎ + আত্মনঃ। মহামণিঃ + ইব। ক্ষীণঃ + অপি। ন + আলক্ষ্যতে।

অন্বয়—প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিঃ বামপ্রকোষ্ঠার্পিতম্ একম্ এব কাঞ্চনং বলয়ং বিভ্রৎ, শ্বাসোপরক্তাধরঃ, চিন্তাজাগরণপ্রতাম্ভনয়নঃ, ক্ষীণঃ অপি সংস্কারোল্লিখিতঃ মহামণিঃ ইব আত্মনঃ তেজোগুণাৎ ন আলক্ষ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] এতু এতু ভবান্ (এদিকে আসুন, এদিকে) কঞ্চুকী — [কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে শুনে] অয়ে (শোন), ইত এব অভিবর্ততে দেবঃ (মহারাজ এদিকেই আসছেন)। স্বকর্ম অনুষ্ঠীয়তাম্ (যার যার কাজে যাও)। উভে (দুই জনে) — তথা (আপনি যা বলেন)। [নিষ্ক্রান্তে — দুজনে বেরিয়ে গেলেন]। [ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসদৃশবেষঃ রাজা — তারপর অনুতাপ-দাহের অনুরূপ পরিচ্ছদে রাজা প্রবেশ করলেন। বিদূষকঃ প্রতীহারী চ — বিদূষক এবং প্রতীহারীও সেইসঙ্গে প্রবেশ করলেন। [কঞ্চুকী — [রাজানম্ অবলোক্য — রাজাকে দেখে] অহো (আহা), সর্বাসু অবস্থাসু (সকল অবস্থাতেই) রমণীয়ত্বম্ আকৃতিবিশেষাণাম্ (সুন্দর চেহারার রমণীয়তা বজায় থাকে)। এবম্ উদ্বিগ্নোঽপি দেবঃ প্রিয়দর্শনঃ (মহারাজ এরকম উদ্বিগ্ন হলেও তাঁকে দেখতে সুন্দরই লাগছে)। তথাহি (কেননা) — প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিঃ (সাজ-গোজের সব উপকরণ তিনি পরিত্যাগ করেছেন), বামপ্রকোষ্ঠার্পিতম্ একম্ এব কাঞ্চনং বলয়ং বিভ্রৎ (বাম হাতের মণিবন্ধে তিনি একটিমাত্র সোনার বলয় পরে আছেন), শ্বাসোপরক্তাধরঃ (অনবরত উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করায় তাঁর অধর রক্তিমবর্ণ), চিন্তাজাগরণপ্রতাম্ভনয়নঃ (চিন্তায় রাত্রে ঘুম না হওয়ায় তাঁর চোখ দুটি ম্লান এবং কালিমায় লিপ্ত) ক্ষীণঃ অপি (একটু কৃশ হলেও) সংস্কারোল্লিখিতঃ মহামণিঃ ইব (শাণযন্ত্রে পরিষ্কার করা উৎকৃষ্ট মণির মত) আত্মনঃ তেজোগুণাৎ ন আলক্ষ্যতে (নিজের দীপ্তির কারণে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কৃশ হ'লেও তা ধরা যাচ্ছে না।)

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

এইদিকে আসুন, এইদিকে।

কঞ্চুকী — (কান পেতে শুনে) শোন, মহারাজ এদিকেই আসছেন। তোমরা যার যার নিজের কাজে যাও।

দুই চেটী — আপনি যা বলেন। (দুজনেই বেরিয়ে গেলেন।)

(তারপর অনুতাপদাহের অনুরূপ পরিচ্ছদে রাজা প্রবেশ করলেন। সঙ্গে বিদূষক এবং প্রতিহারী)

কঞ্চুকী — (রাজাকে দেখে) আহা, সব অবস্থাতেই সুন্দর চেহারার রমণীয়তা বজায় থাকে। মহারাজ এরকম উদ্বিগ্ন হলেও তাঁকে দেখতে সুন্দরই লাগছে। কেন না —

সাজ-গোজের সব উপকরণ মহারাজ ত্যাগ করেছেন ; কেবল বাম হাতের মণিবন্ধে তিনি একটি সোনার বলয় পরে আছেন ; অনবরত উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করায় তাঁর অধর রক্তিমবর্ণ; চিন্তায় রাতে ঘুম না হওয়ায় তাঁর চোখ দুটি ম্লান এবং কালিমায় লিপ্ত। তিনি একটু কৃশ হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাণযন্ত্রে পরিষ্কার করা উৎকৃষ্ট মণির মত নিজের দীপ্তির কারণে (তাঁর সেই কৃশভাব) ধরা যাচ্ছে না।

রাঘবভট্ট—এতু এতু ভবান্। তহ ইতি তথেতি। প্রতীহারীলক্ষণমুক্তং প্রাক্। অহো আশ্চর্যে। সর্বাবস্থাস্বিত্যর্থান্তরন্যাস এবমিত্যাদেরুত্তরবাক্যার্থস্য সমর্থকঃ। সর্বাসু যদা যাদৃশ্যো যা উপস্থিতাস্তাসু তাদ্রূপেণ রমণীয়ত্বমিত্যর্থঃ। উৎসুক উৎকণ্ঠিতঃ। বিরহ্যপীত্যর্থঃ। এতদবস্থায়াং অন্যত্র প্রিয়দর্শনত্বমপিশব্দদ্যোতম্। অতএবার্থান্তরন্যাসে বিশেষপদম্। তথাহীত্যুভয়পরামর্শঃ। স এব পদ্যে বাচ্যেন পূর্বাংশস্য ব্যঙ্গ্যেনোত্তরাংশস্যেতি জ্ঞেয়ম্। প্রত্যাদিষ্টেতি। প্রত্যাদিষ্টো নিরাকৃতো বিশেষমণ্ডনস্য প্রক্ষেপ্যস্যাঙ্গুলীয়ককুমুদাদে-র্বিধির্ধারণবিধির্যেন সঃ। অনেন "অঙ্গান্যভূষিতান্যেব প্রক্ষেপ্যাদ্যৈর্বিভূষণৈঃ। যেন ভূষিতবদ্ ভান্তি তদ্রূপমিহ কথ্যতে" ইতি রূপং ধ্বনিতম্। বামস্য প্রকোষ্ঠস্য মণিবন্ধোর্ধ্বভাগস্যার্পিতং দত্তম্। 'প্রকোষ্ঠে বিস্তৃতকরে রূপকক্ষান্তরেঽপি চ। কূর্পরাদধরে চাপি' ইতি বিশ্বঃ। কাঞ্চনমেবেত্যন্যাসংস্পৃষ্টত্বেনাতিশীতলত্বং ধ্বনিতম্। বলয়মিত্যেকবচনং দ্বিতীয়স্য বোঢুমসামর্থ্যাৎ। বিভ্রৎ। অভ্যস্তত্বান্ন নুম্। বামগ্রহণেন বিরুদার্থমবশ্যং ধারণমুক্তম্। অত একং মুখ্যং সর্বদা সত্ত্বাৎ। 'একে মুখ্যান্যকেবলাঃ' ইত্যমরঃ। অতএব বামপ্রকোষ্ঠস্যার্পিতং দত্তমিতি ভূতত্বং চ। এতন্মাত্রেণৈব বিশেষো ধ্বনিতঃ। শ্বাসেন বিরহিত্বাদুষ্ণেনোপরক্তঃ পাটলো ন তু রক্ষোঽধরো যস্য সঃ। তাদৃশস্যৈব শোভাযুক্তত্বং চ ধ্বনিতম্। চিন্তয়া শকুন্তলাগতয়া যজ্জাগরণং তেন প্রকর্ষেণ তান্তে ম্লানে নয়নে যস্য সঃ। জাগরণেন রক্তপ্রান্তত্বং তেন চ শোভাতিশয়যোগিত্বং চ ধ্বনিতম্। এষু স্বভাবোক্তিঃ পরিকরালংকারশ্চ। আত্মনস্তেজো-গুণাদ্ দীপ্তিলক্ষণাৎ ক্ষীণোঽপি কৃশোঽপি ক্ষীণত্বেন নালক্ষ্যতে। ক ইব। সংস্কারার্থমুল্লিখিতো মহামণিরিব। মহাশব্দেন জাত্যত্বং সর্বগুণবিশিষ্টত্বং মহত্ত্বং চ ধ্বনিতম্। যথা শাণোল্লিখিতো মহামণিঃ স্বতেজসা ক্ষীণো ন দৃশ্যতে তদ্বদিত্যুপমা। অনেন মহামণ্যুপমানেনাস্য ক্ষীণত্বেঽপ্যন্তঃসারতা সর্বদা দৃশ্যমানত্বেঽপ্যবিতৃপ্ততা চ ধ্বনিতা। প্রপ্রেতি ষ্ঠষ্ঠেতি তান্তেতি ক্ষীক্ষ্যেতি ছেকশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। অথ চিন্তেতি সংকল্পঃ, জাগরেতি নিদ্রাচ্ছেদঃ, ক্ষীণ ইতি তনুতা, প্রত্যাদিষ্টেতি বিষয়নিবৃত্তিঃ, ইতি কামাবস্থা অপি সূচিতাঃ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। অথ চানেন নায়কসাত্ত্বিকগুণেষু মাধুর্য্যনামা গুণ উপক্ষিপ্তঃ। তল্লক্ষণং তু — 'তন্মাধুর্যং যত্র গাত্রদৃষ্ট্যাদেঃ স্পৃহণীয়তা। সর্বাবস্থাসু সর্বত্র' ইতি। অন্যে আচার্যাঃ প্রবাসবিপ্রলম্ভেঽন্যাঃ কামদশা আহুঃ — "অঙ্গেষ্বসৌষ্ঠবং চৈব পাণ্ডুতা কৃশতাঽরুচিঃ। অধৃতিঃ স্যাদনালম্বত্বতন্ময়ো-ন্মাদমূর্চ্ছনা। মৃতিশ্চেতি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া দশ স্মরদশা ইহ ॥" ইতি। 'প্রত্যাদিষ্ট —' ইত্যাদিনাঙ্গেষ্বসৌষ্ঠবম্, 'ক্ষীণঃ' ইত্যনেন কৃশতা, 'রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা' ইতি পূর্বপদ্যেঽরুচিঃ। 'অরুচির্বস্তুবৈরাগ্যম্' ইত্যুক্তেঃ। দাক্ষিণ্যেত্যাদিনা ধৃতিঃ। 'সর্বত্রারাগিতা ধৃতিঃ' ইত্যুক্তেঃ।

সুষমা—[১] প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিঃ — মণ্ডনস্য বিধিঃ (ষষ্ঠী তৎ) বিশেষঃ মণ্ডনবিধিঃ (কর্মধা) ; প্রত্যাদিষ্টঃ বিশেষমণ্ডনবিধিঃ যেন সঃ (বহুব্রী)। [২] বিভ্রৎ — ভৃ + শতৃ, প্রথমা একবচন। [৩] শ্বাসোপরক্তাধরঃ — উপরক্তঃ অধরঃ (কর্মধা) ; শ্বাসেন উপরক্তাধরঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৪] চিন্তাজাগরণপ্রতান্তনয়নঃ — চিন্তয়া জাগরণম্ (তৃতীয়া তৎ) ; তেন প্রত্যন্তম্ (তৃতীয়া তৎ) ; তাদৃশে নয়নে যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৫] ক্ষীণঃ — ক্ষি + ক্ত। [৬] স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া পরিকর, ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৭] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—কঞ্চুকীর 'রাজা এই দিকেই আসছেন। যার যার কাজে যাও।' — এই উক্তিটি লক্ষণীয়। প্রভুর অগোচরে কাজে ফাঁকি দেওয়া, তাঁর উপস্থিতিতে কাজে আন্তরিক নিষ্ঠা প্রদর্শনের প্রচেষ্টা বহুকাল প্রচলিত বোঝা যাচ্ছে।

'অহো সর্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বমাকৃতিবিশেষাণাম্' — তু. 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্'। (প্রথম অঙ্ক) ;

শ্লোকটিতে চিন্তা, জাগরণ, তনুতা প্রভৃতির দ্বারা কামদশার বিশেষ কয়েকটি ভাব বর্ণিত হয়েছে। কামদশা দশ রকমের — "নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সংকল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা ইত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুরিত্যাচক্ষতে।" (উজ্জ্বল-নীলমণি)।

[৬.১১]

→ সানুমতী — (রাজানং দৃষ্ট্বা) ঠাণে ক্খু পচ্চাদেসবিমাণিদা বি ইমস্স কিদে সউন্দলা কিলম্মদি ত্তি। (স্থানে খলু প্রত্যাদেশবিমানিতা অপি অস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লাম্যতি ইতি।)

রাজা — (ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য)

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্।
অনুশয়দুঃখায়েদং হতহৃদয়ং সংপ্রতি বিবুদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

বিসন্ধি—প্রতিবোধ্যমানম্ + অপি। অনুশয়দুঃখায় + ইদম্।

অন্বয়—সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রথমং প্রতিবোধ্যমানম্ অপি সুপ্তম্ ইদং হতহৃদয়ং অনুশয়দুঃখায় সম্প্রতি বিবুদ্ধম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — [রাজানং দৃষ্ট্বা — রাজাকে দেখে] প্রত্যাদেশবিমানিতা অপি (প্রত্যাখ্যান করে অপমান করলেও) অস্য কৃতে (এঁর জন্য, অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্তের জন্য) শকুন্তলা ক্লাম্যতি (শকুন্তলা যে ব্যথা অনুভব করে) স্থানে খলু (তা যোগ্যই বটে)। রাজা — [ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য — চিন্তামগ্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে চলতে চলতে] সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া (হরিণনয়না সেই প্রিয়া শকুন্তলা) প্রতিবোধ্যমানম্ অপি সুপ্তম্ (আমাকে বারংবার মনে করিয়ে

দিতে চাইলেও আমার এই হৃদয় তখন ঘুমিয়ে ছিল) ; ইদং হতহৃদয়ং (সেই দুর্ভাগা হৃদয়) অনুশয়দুঃখায় সম্প্রতি বিবুদ্ধম্ (এখন অনুতাপ-জ্বালা সইবার জন্য জেগে উঠেছে)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — (রাজাকে দেখে) প্রত্যাখ্যান ক'রে অপমান করলেও এই দুষ্যন্তের জন্যই যে শকুন্তলা ব্যথা অনুভব করে — তা যোগ্যই বটে।

রাজা — (চিন্তামগ্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে যেতে লাগলেন) —

হরিণনয়না সেই প্রিয়া শকুন্তলা আমাকে (প্রত্যাখ্যানের সময়) বারংবার মনে করিয়ে দিতে চাইলেও আমার এই হৃদয় তখন ঘুমিয়ে ছিল। সেই দুর্ভাগা হৃদয় এখন অনুতাপ-জ্বালা সইবার জন্য জেগে উঠেছে।

রাঘবভট্ট—স্থানে যুক্তং খলু প্রত্যাদেশেন নিরাকরণেন বিমানিতাপ্যস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লাম্যতীতি। তৎ স্থানে ইত্যন্বয়ঃ। ধ্যানমন্দমিত্যনেনালম্বনতোক্তা। 'অনালম্বনতা বাপি শূন্যতা মনসঃ স্মৃতা' ইত্যুক্তেঃ। প্রথমমিতি। সারঙ্গো হরিণস্তস্যেক্ষণে ইবেক্ষণে যস্যাস্তয়া। অনেন তদ্দর্শনমাত্রেণ প্রতিবোধ উচিত ইতি ধ্বন্যতে। তত্রাপি প্রিয়য়াত্যন্তহৃদ্যয়া শকুন্তলয়া প্রতিবোধ্যমানমপি। স্বত এব প্রতিবোধ উচিতঃ স নাস্ত্যপি তু প্রযত্নেনাপি প্রতিবোধ্যমানং সুপ্তং মোহমুপাগতম্। অত এব হতহৃদয়ং দুষ্টহৃদয়ং সংপ্রত্যধুনানুশয়দুঃখায় পশ্চাত্তাপ-দুঃখায় বিবুদ্ধম্। অত্র পূর্বার্ধে বিশেষোক্তিঃ। অত্র প্রতিবোধাভাবস্তদ্বিরুদ্ধেন সুপ্তপদেনোক্তঃ। উত্তরার্ধে বিভাবনোপমানুপ্রাসৌ চ।

সুষমা—[১] সারঙ্গাক্ষ্যা — সারঙ্গস্য (মৃগস্য) অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্যাঃ (বহুব্রী) তয়া। 'সপ্তম্যুপমান —' ইত্যাদি সূত্রে বহুব্রীহি। সারঙ্গ + অক্ষিন্ + ষচ্ + ঙীষ্। [২] প্রতিবোধ্যমানম্ — প্রতি-√বুধ্ + ণিচ্ + যক্ + শানচ্। [৩] অনুশয়দুঃখায় — তুমর্থে কর্মে ৪র্থী। [৪] শ্লোকের পূর্বার্দ্ধে বিশেষোক্তি এবং উত্তরার্দ্ধে বিভাবনা। তাছাড়া উপমা এবং অনুপ্রাস। [৫] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—সানুমতীর কথা থেকে দর্শকরা জানতে পারলেন শকুন্তলা এখনো রাজাকে ভালোবাসে। আংটি ফেরত পাবার পর দর্শকরা আশান্বিত হয়েছেন। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

[৬.১২]

➜ সানুমতী — ণং ঈদিসাণি তবস্সিণীএ ভাঅহেআণি। (ননু ঈদৃশানি তপস্বিন্যা ভাগধেয়ানি।)

বিদূষকঃ — (অপবার্য) লঙ্ঘিদো এসো ভূও বি সউন্দলাবাহিণা। ণ আণে কহং চিকিচ্ছিদব্বো ভবিস্সদি ত্তি। (লঙ্ঘিত এষঃ ভূয়ঃ অপি শকুন্তলাব্যাধিনা। ন জানে কথং চিকিৎসিতব্যো ভবিষ্যতি ইতি।)

কঞ্চুকী — (উপগম্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। মহারাজ, প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ যথাকামমধ্যাস্তাং বিনোদস্থানানি মহারাজঃ।

রাজা — বেত্রবতি, মদ্বচনাদমাত্যমার্যপিশুনং ব্রূহি—চিরপ্রবোধনান্ন সংভাবিত-মস্মাভিরদ্য ধর্মাসনমধ্যাসিতুম্। যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্যমার্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দীয়তামিতি।

প্রতীহারী — জং দেবো আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা) (যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি।)

রাজা — বাতায়ন, ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু।

কঞ্চুকী — যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

বিদূষকঃ — কিদং ভবদা ণিম্মচ্ছিঅং। সংপদং সিসিরাতবচ্ছেঅরমণীএ ইমস্‌সিং পমদবণুদ্দেশে অত্তাণং রমইস্‌সসি। (কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতং শিশিরাতপচ্ছেদরমণীয়ে অস্মিন্ প্রমদবনোদ্দেশে আত্মানং রময়িষ্যসি।)

রাজা — বয়স্য, রন্ধ্রোপনিপাতিনোঽনর্থা ইতি যদুচ্যতে তদব্যভিচারি বচঃ। কুতঃ,

মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা
মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ।
মনসিজেন সখে প্রহরিষ্যতা
ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতঃ ॥ ৮ ॥

বিসন্ধি—যথাকামম্ + অধ্যাস্তাম্। মদ্বচনাৎ + অমাত্যম্ + আর্যপিশুনম্। চিরপ্রবোধনাৎ + ন। সংভাবিতম্ + অস্মাভিঃ + অদ্য। ধর্মাসনম্ + অধ্যাসিতুম্। পৌরকার্যম্ + আর্যেণ। পত্রম্ + আরোপ্য। দীয়তাম্ + ইতি। ত্বম্ + অপি। নিয়োগম্ + অশূন্যম্। যৎ + আজ্ঞাপয়তি। ... নিপাতিনঃ + অনর্থাঃ। যৎ + উচ্যতে। তৎ + অব্যভিচারি। মুক্তম্ + ইদম্। চূতশরঃ + চ।

অন্বয়—সখে, মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা তমসা মম ইদং মনঃ মুক্তঞ্চ। প্রহরিষ্যতা মনসিজেন ধনুষি চূতশরঃ নিবেশিতশ্চ।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — ননু ঈদৃশানি তপস্বিন্যা ভাগধেয়ানি (তপস্বিনীর, বেচারীর ভাগ্যই এরকম)। বিদূষকঃ — [অপবার্য — যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে, জনান্তিকে] এষঃ (এঁকে) ভূয়ঃ অপি (আবারও) শকুন্তলাব্যাধিনা লঙ্ঘিতঃ (শকুন্তলা-রোগে পেল')। ন জানে (জানিনা) কথং (কিভাবে) চিকিৎসিতব্যো ভবিষ্যতি ইতি (এঁর চিকিৎসা হবে)। কঞ্চুকী — [উপগম্য — কাছে গিয়ে] জয়তু জয়তু দেবঃ (মহারাজের জয় হোক, জয় হোক)। মহারাজ, প্রত্যবেক্ষিতা প্রমদবনভূময়ঃ (মহারাজ, প্রমোদবন ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে)। যথাকামম্ মহারাজঃ (মহারাজ ইচ্ছামত) বিনোদস্থানানি অধ্যাস্তাম্ (আরামের জায়গা বেছে নিয়ে বসুন)। রাজা — বেত্রবতি (শোন বেত্রবতী), মদ্বচনাৎ অমাত্যম্ আর্যপিশুনং ব্রূহি (আমার কথামত মাননীয় অমাত্য পিশুনকে বলে) —

চিরপ্রবোধনাৎ (ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায়) অদ্য (আজ) অস্মাভিঃ (আমি) ধর্মাসনম্ অধ্যাসিতুম্ ন সংভাবিতম্ (সিংহাসনে বসে রাজকার্য দেখতে পারিনি)। যৎ পৌরকার্যম্ আর্যেণ প্রত্যবেক্ষিতম্ (পুরবাসীদের যে সব বিষয় আজ তিনি দেখলেন) তৎপত্রম্ আরোপ্য দীয়তাম্ ইতি (তা যেন পত্রে লিখে আমাকে জানান)। প্রতীহারী — যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি (মহারাজ যা আদেশ করেন)। [নিষ্ক্রান্তা — বেরিয়ে গেলেন]। রাজা — বাতায়ন, ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু (বাতায়ন, তুমিও তোমার নিজের কাজে যাও)। কঞ্চুকী — যদাজ্ঞপয়তি দেবঃ (প্রভু যা আদেশ করেন)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন]। বিদূষকঃ — কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্ (শেষ মাছিটি অব্দি তাড়ালেন)। সাম্প্রতং (এখন) শিশিরাতপচ্ছেদরমণীয়ে অস্মিন্ প্রমদবনোদ্দেশে (রোদ বা ঠান্ডা কোনটাই উগ্র নয় এমন প্রমোদবনের এই জায়গায়) আত্মানং রময়িষ্যসি (বসে আরাম করুন)। রাজা — বয়স্য (বন্ধু), রন্ধ্রোপনিপাতিনো অনর্থা ইতি যদুচ্যতে (বিপদের মুখেই বিপদের আর্বিভাব ঘটে এই যে কথাটি) তদ্ অব্যভিচারি বচঃ (তা সর্বাংশে সত্য)। কুতঃ (কেননা), — সখে (বন্ধু দেখ), মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা তমসা (মোহবশতঃ মুনিকন্যার প্রতি ভালোবাসার স্মৃতি লোপ পেয়েছিল) ; মম ইদং মনঃ মুক্তঞ্চ (আমার মন থেকে সেই মোহ দূর হয়েছে)। প্রহরিষ্যতা মনসিজেন (আমাকে আঘাত করার জন্যই কামদেব) ধনুষি চূতশরঃ নিবেশিতশ্চ (তাঁর ধনুকে আমের মুকুলের শর যোজনা করেছেন)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — তপস্বিনীর (বেচারীর) ভাগ্যই এরকম।

বিদূষক — (জনান্তিকে) এঁকে দেখছি আবারও 'শকুন্তলা-রোগে' পেল। জানিনা কিভাবে এঁর চিকিৎসা হবে।

কঞ্চুকী — (কাছে গিয়ে) জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। মহারাজ! প্রমোদবন ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। মহারাজ এখন ইচ্ছামত আরামের জায়গা বেছে নিয়ে বসুন।

রাজা — বেত্রবতী, আমার কথামত মাননীয় অমাত্য পিশুনকে বল যে, ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় আজ আমি সিংহাসনে বসে রাজকার্য দেখতে পারিনি। পুরবাসীদের যেসব বিষয় আজ তিনি দেখলেন তা যেন পত্রে লিখে আমাকে জানান।

প্রতীহারী — মহারাজ যেমন আদেশ করেন। (বেরিয়ে গেলেন)।

রাজা — বাতায়ন, তুমিও তোমার নিজের কাজে যাও।

কঞ্চুকী — প্রভু যা আদেশ করেন। (বেরিয়ে গেলেন)।

বিদূষক — শেষ মাছিটি অব্দি আপনি তাড়ালেন। এখন রোদ বা ঠাণ্ডা কোনটাই উগ্র নয় এমন প্রমোদবনের এই জায়গায় বসে আরাম করুন।

রাজা — শোন বন্ধু, বিপদের মুখেই বিপদের আবির্ভাব ঘটে এই যে কথাটি চালু আছে, তা সর্বাংশে সত্য। কেননা —

দেখ বন্ধু, মোহবশতঃ মুনিকন্যা (শকুন্তলা)র প্রতি আমার ভালোবাসার স্মৃতি লোপ পেয়েছিল। এখন সেই মোহ আমার মন থেকে দূর হয়েছে। (সঙ্গে সঙ্গেই) আমাকে আঘাত করার জন্যই কামদেব তাঁর ধনুকে আমের মুকুলের শর যোজনা করেছেন।

রাঘবভট্ট—নন্বীদৃশানীতি রাজোক্তানুবাদঃ। তপস্বিন্যা অনুকম্পার্হয়া ভাগধেয়ানি ভাগ্যানি। 'তপস্বী চানুকম্পার্হঃ' ইত্যমরঃ। লঙ্ঘিত এষ ভূয়োঽপি শকুন্তলাব্যাধিনা শকুন্তলায়াঃ সকাশাদ্যো ব্যাধিস্তেন। অথবা রূপকম্। শকুন্তলৈব ব্যাধিরুদ্বেগদায়িত্বাৎ। ন জানে কথং চিকিৎসিতব্যো ভবিষ্যতীতি। প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ ইতি রাজ্ঞো নিঃশঙ্কসঞ্চারার্থং প্রত্যবেক্ষণমিতি নীতিঃ। 'বিজ্ঞেয়ং প্রমদবনং নৃপস্তু যস্মিঞ্শুদ্ধান্তৈঃ স রমতে পুরোপণ্ঠম্' ইতি হলায়ুধঃ। চিরকালেন প্রবোধনাজ্জাগরণাৎ। যদ্দেব আজ্ঞাপয়তীতি। বাতায়নেতি কঞ্চুকিনাম। নিয়োগমধিকারম্। কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাংপ্রতং শিশিরাতপচ্ছেদ-রমণীয়ে। নাপ্যত্যন্তং শিশিরং নাপ্যাতপঃ। অস্মিন্ প্রমদবনোদ্দেশ আত্মানং রময়িষ্যসি। রন্ধ্রোপনিপাতিনঃ। 'ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি' ইত্যুক্তেঃ। মুনীতি। মুনিসুতায়াং শকুন্তলায়াম্। রাজ্ঞো মুনিসুতাত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ তথোক্তিঃ। যঃ প্রণয়ঃ প্রেমা তস্য স্মৃতিস্তস্যা রোধিনা তমসা মোহেনেদং মম মনো মুক্তম্। প্রহরিষ্যতা মনসিজেন কন্দর্পেণ ধনুষি চূতশরো নিবেশিতশ্চ। মম তদ্বিয়োগো বসন্তকালশ্চ প্রাদুরভূদিত্যর্থঃ। চাবেককালত্বং দ্যোতয়তঃ। সমুচ্চয়ালংকারঃ। ভোজেন তু 'অদৃষ্টাদপি স্মরণে স্মরণালংকারঃ' ইত্যুক্ত্বা তদলংকার ইদমুদাহৃতম্। অনুপ্রাসশ্চ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] বিনোদস্থানানি — 'অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম' সূত্রে কর্মে দ্বিতীয়া। [২] মদ্বচনাৎ — 'মদ্বচনমবলম্ব্য' এই অর্থে ল্যব্‌লোপে কর্মে পঞ্চমী। [৩] চিরপ্রবোধনাৎ — এর দুরকম অর্থ হতে পারে — (ক) অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকার কারণে এবং (খ) দেরী করে ঘুম থেকে ওঠার কারণে। [৪] সংভাবিতম্ — সম্-ভূ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি। [৫] অধ্যাসিতুম্ — সমর্থার্থক সম্ভাবিত পদের যোগে তুমুন্। [৬] রন্ধ্রোপনিপাতিনোঽনর্থাঃ — তু. 'ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি' (মৃচ্ছকটিক, নবম অঙ্ক) ; [৭] মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা — মুনেঃ সুতা (ষষ্ঠী তৎ) ; তস্যাং প্রণয়ঃ (৭মী তৎ) ; তস্য স্মৃতিঃ (ষষ্ঠী তৎ)। তাং সাধু রুণদ্ধি ইতি ণিনি। [৮] মনসিজেন — মনসি জায়তে ইতি মনসি + জন্ + ড। 'তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্' সূত্রে সপ্তমী বিভক্তির বিকল্পে অলোপ। পক্ষে মনোজম্। [৯] প্রহরিষ্যতা — প্র-হৃ + লৃট্ + শতৃ, তৃতীয়া একবচন। [১০] কার্যকারণের পৌর্বাপর্যব্যত্যয়ে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া সমুচ্চয়। অনেকে অপ্রস্তুতপ্রশংসা, স্মরণ প্রভৃতি অলঙ্কারও স্বীকার করেছেন। অনুপ্রাস। [১১] দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ।

অধ্যাপনা—'প্রমদবন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে' — কঞ্চুকীর এই উক্তিতে প্রাচীনকালে রাজাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা-ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' আছে — "মৎসগ্রাহবিশুদ্ধমুদকমবগাহেত। ব্যালগ্রাহবিশুদ্ধমুদ্যানং গচ্ছেৎ।" (বিনয়াধিকারিক, আত্মরক্ষিতক)।

রাজা দুষ্যন্ত কর্তব্য কর্ম সাধারণতঃ অবহেলা করেন না। কিন্তু শকুন্তলাকে অকারণ নিন্দাবাদ ক'রে প্রত্যাখ্যানের অনুশোচনায় তিনি এতই কাতর যে শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে তিনি আজ রাজকার্য পর্যন্ত স্বয়ং করতে পারছেন না। তাই অমাত্য পিশুনই তাঁর হয়ে আজ কাজ চালাচ্ছেন। তবে যে যে কাজ তিনি আজ করবেন — তা যেন চিঠিতে রাজাকে জানানো হয় — এই নির্দেশও দিয়ে রাখলেন।

[৬.১৩]

বিদূষকঃ — চিঠ্ঠ দাব। ইমিণা দণ্ডকঠ্ঠেণ কণ্ডপ্পবাণং ণাসইস্সং। (দন্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য চূতাঙ্কুরং পাতয়িতুমিচ্ছতি) (তিষ্ঠ তাবৎ। অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন কন্দর্পবাণং নাশয়িষ্যামি।)

রাজা — (সস্মিতম্) ভবতু। দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্। সখে, ক্বোপবিষ্টঃ প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং বিনোদয়ামি।

বিদূষকঃ — ণং আসণ্ণপরিআরিআ চদুরিআ ভবদা সংদিট্ঠা — মাহবীমণ্ডবে ইমং বেলং অদিবাহিস্সং। তহিং মে চিত্তফলঅগদং সহত্থলিহিদং তত্তহোদীএ সউন্দলাএ পডিকিদিং আণেহি ত্তি। (ননু আসন্নপরিচারিকা চতুরিকা ভবতা সন্দিষ্টা — মাধবীমণ্ডপে ইমাং বেলাম্ অতিবাহয়িষ্যে। তত্র মে চিত্রফলকগতাং স্বহস্তলিখিতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিম্ আনয় ইতি।)

রাজা — ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানম্। তৎ তমেব মার্গমাদেশয়।

বিদূষকঃ — ইদো ইদো ভবং।

(উভৌ পরিক্রামতঃ। সানুমত্যনুগচ্ছতি।)

এসো মণিসিলাপট্টঅসণাহো মাহবীবমণ্ডবো উবহাররমণিজ্জদাএ নিস্সংসঅং সাঅদেণ বিঅ নো পডিচ্ছদি। তা পবিসিঅ নিসীদদু ভবং। (ইতঃ ইতঃ ভবান্। এষ মণিশিলাপট্টকসনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ উপহাররমণীয়তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেন ইব নৌ প্রতীচ্ছতি। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্।)

(উভৌ প্রবেশং কৃত্বোপবিষ্টৌ)

বিসন্ধি—দণ্ডকাষ্ঠম্ + উদ্যম্য। পাতয়িতুম্ + ইচ্ছতি। ক্ব + উপবিষ্টঃ। তম্ + এব। মার্গম্ + আদেশয়। সানুমতী + অনুগচ্ছতি। কৃত্বা + উপবিষ্টৌ।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — তিষ্ঠ তাবৎ (আপনি স্থির হ'ন)। অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন (আমার এই লাঠি দিয়ে) কন্দর্পবাণং নাশয়িষ্যামি (কন্দর্পের বাণকে শেষ করছি)। [দণ্ডকাষ্ঠমুদ্যম্য চূতাঙ্কুরং পাতয়িতুমিচ্ছতি — হাতের লাঠি তুলে আমের মুকুল পেড়ে ফেলতে চাইলেন]। রাজা — [সস্মিতম্ — সামান্য হেসে] ভবতু (ঠিক আছে)। দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্ (তোমার

ব্রহ্মতেজ বোঝা গেছে)। সখে (বন্ধু, বলতে পার) ক্ব উপবিষ্টঃ (কোথায় বসে) প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু (আমার প্রিয়া শকুন্তলার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে এমন লতার দিকে তাকিয়ে) দৃষ্টিং বিনোদয়ামি (চোখ জুড়াই)। বিদূষকঃ — ননু আসন্নপরিচারিকা চতুরিকা (কেন! চতুরিকা নামে যে পরিচারিকা সব সময় আপনার পাশে থাকে) ভবতা সন্দিষ্টা (তাকে আপনিতো বলেই দিয়েছেন) — 'মাধবীমণ্ডপে ইমাং বেলাম্ অতিবাহয়িষ্যে (মাধবীকুঞ্জে এই বেলাটা কাটাবো)। তত্র (সেখানে) মে (আমার) স্বহস্তলিখিতাং (নিজের হাতে আঁকা) চিত্রফলকগতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিম্ (শকুন্তলার প্রতিকৃতির ছবিখানা) আনয় ইতি (নিয়ে এস)।' রাজা — ঈদৃশং বিনোদস্থানম্ (এখন এসব জিনিষ নিয়েই ভুলে থাকতে হবে, এসব জিনিষের মধ্যেই শান্তি খুঁজতে হবে)। তৎ তদেব মার্গম্ আদেশয় (ঠিক আছে, সেই দিকের পথই দেখাও)। বিদূষকঃ — ইতঃ ইতঃ ভবান্ (এদিকে আসুন, এদিকে)। [উভৌ পরিক্রামতঃ — দুজনে এগোতে লাগলেন। সানুমতী অনুগচ্ছতি — সানুমতী অনুসরণ করতে লাগলেন।] এষঃ মণিশিলাপট্টকসনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ (এই যে মাধবী-লতার কুঞ্জ ; এই তো মণিখচিত পাথরের বেদী) উপহাররমণীয়তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেনেব নৌ প্রতীচ্ছতি (সুন্দর ফুলের উপহার নিয়ে অবশ্যই এ যেন আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে)। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্ (সুতরাং ভিতরে গিয়ে বসুন)। [উভৌ প্রবেশং কৃত্বা উপবিষ্টৌ — দুজনে ভিতরে ঢুকে বসলেন।]

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — আপনি শান্ত হ'ন। আমার এই লাঠি দিয়ে (আমের মুকুলের) কন্দর্পের বাণকে শেষ করছি। (হাতের লাঠি তুলে আমের মুকুল পেড়ে ফেলতে চাইলেন।)

রাজা — থাক্ তোমার ব্রহ্মতেজ বোঝা গেছে। বন্ধু বলতে পার, আমার প্রিয়া শকুন্তলার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে এমন লতার দিকে তাকিয়ে কোথায় বসে একটু চোখ জুড়াই।

বিদূষক — কেন! চতুরিকা নামে যে পরিচারিকা সব সময় আপনার পাশে থাকে, তাকে তো আপনিই বলে দিয়েছেন — 'আমি এই বেলাটা মাধবীকুঞ্জে কাটাবো। সেখানে আমার নিজের হাতে আঁকা সেই শকুন্তলার প্রতিকৃতির ছবিখানা নিয়ে এস'।

রাজা — হ্যাঁ, এখন এসব জিনিষের মধ্যেই শান্তি খুঁজতে হবে (অর্থাৎ এসব নিয়েই ভুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে)। তাহলে সেইদিকের (মাধবীকুঞ্জের) পথই দেখাও।

বিদূষক — এদিকে আসুন, এদিকে।

(দুজনে এগোতে লাগলেন। সানুমতী অনুসরণ করতে লাগলেন।)

এই তো মাধবীলতার কুঞ্জ। এই তো মণিখচিত পাথরের বেদী। সুন্দর ফুলের উপহার নিয়ে এ অবশ্যই যেন আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং ভিতরে গিয়ে বসুন।

(দুজনে ভিতরে ঢুকে বসলেন।)

রাঘবভট্ট—তিষ্ঠ তাবৎ। অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন কন্দর্পব্যাধিং নাশয়ামি। কন্দর্পরূপো ব্যাধির্যস্মাদিতি কন্দর্পব্যাধিশব্দেন চূতাঙ্কুর উক্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। নন্বাসন্না পরিচারিকা চতুরিকা ভবতা সংদিষ্টা। পরিচারিকালক্ষণং মাতৃগুপ্তাচার্যৈরুক্তম্ — 'সংবাহনে চ গন্ধে চ তথা চৈব প্রসাধনে। তথাভরণসংযোগমাল্যসংগ্রথনেষু চ ॥ বিজ্ঞেয়া নামতঃ সা তু নৃপতেঃ পরিচারিকা' ॥ ইতি। মাধবীমণ্ডপে বাসন্তীমণ্ডপ ইমাং বেলামতিবাহয়িষ্যে। তত্র মে চিত্রফলকগতাং স্বহস্তলিখিতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিমানয়েতি। ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানমিতি প্রশ্নঃ। তৎ তস্মাৎ তমেব মার্গং মাধবীলতামণ্ডপমার্গমাদেশয়। ইত ইতো ভবান্। এষ মণিশিলাপট্টকসনাথো মাধবীলতামণ্ডপ উপহারঃ। পুষ্পোপহারস্তেন রমণীয়তা তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেনেব নৌ আবাং প্রতীচ্ছতি। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্।

সুষমা—[১] ব্রহ্মবর্চসম্ — ব্রহ্মণো বর্চঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; তম্। সমাসান্ত অচ্। সূত্র — 'ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চসঃ'। সুতরাং 'ব্রহ্মবর্চস' রূপ। [২] বিনোদয়ামি — বি-নুদ্ + ণিচ্, উত্তম পু. একব.। পাঠান্তর — বিলোভয়ামি।

অধ্যাপনা—'ঈদৃশম্ হৃদয়বিনোদস্থানম্' — বিরহীর হৃদয়শান্তির চারটি উপায় কবিপ্রসিদ্ধ। এগুলি হল — প্রিয়ার সদৃশ বস্তুকে দেখা, প্রিয়ার প্রতিকৃতি আঁকা, স্বপ্নে প্রিয়াকে দেখা এবং প্রিয়া-স্পর্শধন্য বস্তু স্পর্শ করা। এখানে প্রিয়াসদৃশ লতা এবং প্রিয়ার প্রতিকৃতি আঁকার কথা বলা হয়েছে।

[৬.১৪]

সানুমতী — লদাসংস্সিদা দেক্খিস্সং দাব সহীএ পডিকিদিং। তদো সে ভত্তুণো বহুমুহং অনুরাঅং নিবেদইস্সং। (তথা কৃত্বা স্থিতা) (লতাসংশ্রিতাং দ্রক্ষ্যামি তাবৎ সখ্যাঃ প্রতিকৃতিম্। তত অস্যাঃ ভর্তুঃ বহুমুখম্ অনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি।)

রাজা — সখে, সর্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তম্। কথিতবানস্মি ভবতে চ। স ভবান্ প্রত্যাদেশবেলায়াং মৎসমীপগতো নাসীৎ। পূর্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সংকীর্তিতং তত্রভবত্যা নাম। কচিদহমিব বিস্মৃতবানসি ত্বম্?

বিদূষকঃ — ন বিসুমরামি। কিংতু সব্বং কহিঅ অবসানে উণ তুএ পরিহাসবিঅপ্পও এসো ন ভূদত্থো ত্তি আচক্খিদং। মএ বি মিপ্পিণ্ডবুদ্ধিণা তহ এব্ব গহীদং। অহবা ভবিদব্বদা ক্খু বলবদী। (ন বিস্মরামি। কিন্তু সর্বং কথয়িত্বা অবসানে পুনঃ ত্বয়া পরিহাসবিজল্পঃ এষঃ ন ভূতার্থঃ ইতি আখ্যাতম্। ময়া অপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথা এব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী।)

সানুমতী — এব্বং ণেদং। (এবম্ এতৎ।)

বিসন্ধি—সর্বম্ + ইদানীম্। কথিতবান্ + অস্মি। ন + আসীৎ। পূর্বম্ + অপি। ক্বচিৎ + অহম্ + ইব। বিস্মৃতবান্ + অসি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — লতাসংশ্রিতা তাবৎ (লতায় মিশে, লতার আড়ালে থেকে) সখ্যাঃ প্রতিকৃতিং দ্রক্ষ্যামি (সখীর ছবিখানা দেখি)। ততঃ (পরে) অস্যাঃ ভর্তুঃ (তার স্বামীর) বহুমুখম্ অনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি (বিভিন্ন অনুরাগের কথা শকুন্তলাকে গিয়ে বলব)। [তথা কৃত্বা স্থিতা — সেইরকম করে রইলেন।] রাজা — সখে (বন্ধু), সর্বম্ ইদানীং শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তং (এখন শকুন্তলার সঙ্গে আমার ভালোবাসার আগেকার সব ঘটনা) স্মরামি (মনে পড়ছে)। কথিতবান্ অস্মি ভবতে চ (তোমাকেও এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছিলাম)। স ভবান্ (তুমি) প্রত্যাদেশবেলায়াং (শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের সময়) মৎসমীপগতঃ নাসীৎ (আমার কাছে ছিলে না)। পূর্বমপি (আগেও) ত্বয়া (তুমি) কদাচিৎ (কখনো) তত্রভবত্যাঃ নাম ন সংকীর্তিতম্ (তার নাম অব্দি আমার কাছে উচ্চারণ করনি)। ক্বচিৎ অহম্ ইব (তুমিও কি আমার মত) বিস্মৃতবান্ অসি ত্বম্ (ভুলে গিয়েছিলে)? বিদূষকঃ —ন বিস্মরামি (আমি কিছুই ভুলিনি)। কিন্তু সর্বং কথয়িত্বা (কিন্তু শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনি সব কথা ব'লে) অবসানে (শেষকালে) পুনঃ (আবার) ত্বয়া (আপনি) পরিহাসবিজল্প এষঃ (শকুন্তলা সম্বন্ধে যা বললাম তা নেহাতই ঠাট্টাচ্ছলে বলা গল্প মাত্র) ন ভূতার্থঃ (একেবারেই সত্য নয়) ইতি আখ্যাতম্ (এই কথা বলেছিলেন)। ময়া অপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা (মাটির ঢেলার মত জড়বুদ্ধি আমিও) তথা এব গৃহীতম্ (তা-ই বিশ্বাস করেছিলাম)। অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী (অথবা ভবিতব্য সর্বদা বলবান। কেউ খণ্ডাতে পারে না)। সানুমতী — এবম্ এতৎ (তাই ঠিক)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — লতার আড়ালে থেকে সখীর ছবিখানা দেখি। পরে সখীর কাছে গিয়ে তার স্বামীর বিভিন্ন অনুরাগের কথা ব'লব। (সেইরকম করে রইলেন)।

রাজা — বন্ধু, শকুন্তলার সঙ্গে আমার প্রণয়ের আগেকার সব ঘটনা এখন মনে পড়ছে। তোমাকেও এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছিলাম। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করার সময় তুমি আমার কাছে ছিলে না। আগেও তুমি কখনো তার নাম অব্দি আমার কাছে উচ্চারণ কর'নি। তুমিও কি আমারই মত তাকে ভুলে গিয়েছিলে?

বিদূষক — না, ভুলিনি। কিন্তু শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনি সব কথা ব'লে শেষকালে আবার বলেছিলেন — 'এই বিষয়ে যা বললাম তা নেহাতই ঠাট্টাচ্ছলে বলা গল্পমাত্র। একেবারেই সত্য নয়।' মাটির ঢেলার মত জড়বুদ্ধি আমিও সে কথাই বিশ্বাস করেছিলাম। অথবা ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না।

সানুমতী — তাই বটে।

রাঘবভট্ট—লতাসংশ্রিতা দ্রক্ষ্যামি তাবৎ সখ্যাঃ প্রতিকৃতিম্। ততস্তস্যা ভর্তুর্বহুমুখমনেক-প্রকারমনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি। ইদানীং শকুন্তলায়াঃ সর্বং প্রথমবৃত্তান্তং স্মরামীতি সংবন্ধঃ। প্রত্যাদেশবেলায়াং নিরাকরণসময়ে। ন বিস্মরামি। কিংতু সর্বং কথয়িত্বাঽবসানে পুনঃ ত্বয়া

'পরিহাসবিজল্প এব ন ভূতার্থঃ সত্যার্থ' ইতি। 'বৃত্তে ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতম্' ইত্যমরঃ। আখ্যাতম্। ময়াপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথৈব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী। এবমেবৈতৎ।

অধ্যাপনা—রাজা আজ বিদূষককে জিজ্ঞাসা করছেন — তিনি না হয় মোহগ্রস্ত হয়ে সব বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু সে কেন শকুন্তলার ব্যাপারে কোন কথা বলেনি? অদৃষ্টের পরিহাস! এই রাজাই শকুন্তলার সান্নিধ্যের আশায় (যদিও তপস্বিকার্যের কথাও আছে) বিদূষককে তাঁর হয়ে পুত্রকৃত্য পালনের জন্য রাজধানীতে পাঠানার সময়, পাছে চপলমতি বিদূষক অন্তঃপুরে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে এই ভেবে বলেছিলেন — 'ক বয়ং ক চ পরোক্ষমন্মথঃ' ইত্যাদি। 'আমরা নাগরিক — এই ছলাকলাহীন তপস্বিকন্যায় আমাদের কি কাজ' — এই ভাব। সুতরাং সবটাই 'পরিহাসবিজল্পিত' স্তানে গ্রহণ করার কথা তিনিই বিদূষককে বলেছিলেন।

[৬.১৫]

রাজা — (ধ্যাত্বা) সখে, ত্রায়স্ব মাম্।

বিদূষকঃ — ভো, কিং এদং। অণুববণ্ণং ক্খু ঈদিসং তুই। কদা বি সপ্পুরিসা সোঅবত্তব্বা ণ হোন্তি। ণং পবাদে বি ণিক্কম্পা গিরীও। (ভোঃ কিম্ এতৎ। অনুপপন্নং খলু ঈদৃশং ত্বয়ি। কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকবাস্তব্যাঃ ন ভবন্তি। ননু প্রবাতে অপি নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ।)

রাজা — বয়স্য, নিরাকরণবিক্লবায়াঃ প্রিয়ায়াঃ সমবস্থামনুস্মৃত্য বলবদশরণোঽস্মি। সা হি —

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
মুহুস্তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রসরকলুষামর্পিতবতী
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রসরকলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রূরে যৎ তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥ ৯ ॥

বিসন্ধি—সমবস্থাম্ + অনুস্মৃত্য। বলবৎ + অশরণঃ + অস্মি। স্বজনম্ + অনুগন্তুম্। মুহুঃ + তিষ্ঠ + ইতি + উচ্চৈঃ + বদতি। পুনঃ + দৃষ্টিম্। ... কলুষাম্ + অর্পিতবতী। সবিষম্ + ইব।

অন্বয়—ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ (সা) স্বজনম্ অনুগন্তুং ব্যবসিতা। গুরুসমে গুরুশিষ্যে তিষ্ঠ ইতি উচ্চৈঃ বদতি (সতি) স্থিতা ; পুনঃ বাষ্পপ্রসরকলুষাং দৃষ্টিং ক্রূরে ময়ি অর্পিতবতী — ইতি যৎ তৎ সবিষং শল্যম্ ইব মাং দহতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [ধ্যাত্বা — চিন্তামগ্ন থেকে] সখে (সখা), ত্রায়স্ব মাম্ (আমাকে বাঁচাও)। বিদূষকঃ — ভোঃ, কিম্ এতৎ (মহারাজ, এ কি করছেন)? ত্বয়ি (আপনার পক্ষে) ঈদৃশং (এরকম আচরণ করা) অনুপপন্নং খলু (শোভা পায়না)। সৎপুরুষাঃ (যাঁরা সৎপুরুষ,

তাঁরা) কদাপি (কখনো) শোকবাস্তব্যাঃ (শোকের অধীন) ন ভবন্তি (হন না)। ননু প্রবাতে অপি (প্রবল ঝঞ্ঝাতেও) নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ (পর্বত নিষ্কম্প থাকে)। রাজা — বয়স্য (বন্ধু), নিরাকরণবিক্লবায়াঃ প্রিয়ায়াঃ (প্রত্যাখ্যানের কারণে কাতর আমার প্রিয়ার) সমবস্থাম্ (অবস্থা) অনুস্মৃত্য (মনে ক'রে) বলবৎ অশরণঃ অস্মি (আমি খুবই অসহায় বোধ করছি)। সা হি (সেই শকুন্তলা) ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ (এখান থেকে যখন আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম তখন) স্বজনম্ অনুগন্তুং ব্যবসিতা (সে তার আত্মীয়দের পিছন পিছন যেতে শুরু করল)। গুরুসমে গুরুশিষ্যে (গুরুর তুল্য গুরুশিষ্যরা) 'তিষ্ঠ' ইতি উচ্চৈঃ বদতি (চীৎকার করে 'দাঁড়াও' এই কথা যখন বললেন) স্থিতা (তখন সে দাঁড়িয়ে থাকল)। পুনঃ (পরে) বাষ্পপ্রসরকলুষাং দৃষ্টিং ক্রূরে ময়ি অর্পিতবতী (সে জলেভরা ঝাপ্‌সা চোখে নিষ্ঠুর আমার দিকে একবার তাকাল') — ইতি যৎ তৎ (এই সবই) সবিষং শল্যম্ ইব (বিষাক্ত শল্যের মত) মাং দহতি (আমাকে এখন দগ্ধ করছে)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (চিন্তামগ্ন থেকে) সখা, আমাকে বাঁচাও।

বিদূষক — মহারাজ, একি করছেন? আপনার পক্ষে এরকম আচরণ শোভা পায় না। সৎপুরুষেরা কখনো শোকের অধীন হন না। প্রবল ঝঞ্ঝাতেও পর্বত নিষ্কম্পই থাকে।

রাজা — বন্ধু, প্রত্যাখ্যানের কারণে কাতর আমার প্রিয়ার অবস্থা মনে ক'রে আমি খুবই অসহায় বোধ ক'রছি।

সেই শকুন্তলাকে যখন আমি প্রত্যাখ্যান ক'রলাম তখন সে তার আত্মীয়দের পিছন পিছন যেতে শুরু ক'রল। গুরুতুল্য গুরুশিষ্যেরা চীৎকার ক'রে যখন দাঁড়াও — (আর এগোবে না)' — এই কথা বললেন, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকল'। পরে সে জলেভরা ঝাপ্‌সা চোখে নিষ্ঠুর আমার দিকে একবার তাকাল' — এই সবই বিষাক্ত শল্যের মত আমাকে এখন দগ্ধ ক'রছে।

রাঘবভট্ট—ভোঃ, কিমেতৎ। অনৌচিত্যমিত্যর্থঃ। অনুপপন্নং খল্বীদৃশং ত্বয়ি সর্বদা ধীরে বাক্তি স্বয়ং দুষ্যন্তে। কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকবক্তব্যা ন ভবন্তি। শোকে জাতেঽন্যেন বক্তব্যা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। অপ্রস্তুতপ্রশংসা। তত্র দৃষ্টান্তমাহ — ননু প্রবাতেঽপ্যতিশয়িতবাতেঽপি নিষ্কম্পা গিরয়ঃ। নিরাকরণেন বিক্লবায়া বিহ্বলায়াঃ। বলবদধিকম্। [ইত ইতি] অনুগন্তুং ব্যবসিতা প্রযত্নং কুর্বাণা মুহুরনন্তরমুচ্চৈস্তিষ্ঠেতি গুরোঃ পিতুঃ শিষ্যস্তস্মিন্ গুরুসমে কণ্বসমে বদতি সতি পুনরনন্তরং বাষ্পস্যাশ্রুণঃ প্রসর আধিক্যং তেন কলুষামাবিলাং দৃষ্টিম্। ক্রূরে কঠিনে। ইদং ব্যঙ্গ্যাবকাশদানায়। যথা — 'তদ্‌গেহং নতভিত্তিমন্দিরম্' ইত্যাদৌ। ময়ি নির্ঘৃণহৃদয়ে পরোপকারনিরতে তাদৃশনিরুপাধিবঞ্চকেঽলীকধর্মকঞ্চুক ইত্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যম্। অর্পিতবতী যত্তন্মাং দহতি। অত্র দৃষ্টের্দাহকত্বাসংভবান্মুখ্যার্থবাধে কার্যকারণসংবন্ধাত্তাপং লক্ষয়ংস্তদতিশয়ং ব্যঞ্জয়তীতি দহতিপদমত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যম্। কিমিব। সবিষং বিষাক্তং শল্যমিব। 'শল্যং শঙ্কৌ শরে বংশে কম্বিকায়াং চ তোমরে' ইতি বিশ্বঃ। উপমানুপ্রাসৌ। তাদৃশদৃষ্টেস্তাদৃশেঽর্পণাৎ সমং চ। গুরুশিষ্যে গুরুসম ইত্যত্র কথিতপদত্বং ন

শঙ্কনীয়ম্। তাৎপর্যভেদেন লাটানুপ্রাসার্থমেব তথা প্রযুক্তত্বাৎ। উত্তরত্র পদে বচনস্যা-কারিত্বভয়কারণত্বদ্যোতনাদিতাৎপর্যমবগন্তব্যম্। শিখরিণী বৃত্তম্।

সুষমা—[১] নিরাকরণবিক্লবায়াঃ — নিরাকরণেন বিক্লবা (তৃতীয়া তৎ), তস্যাঃ। [২] প্রত্যাদেশাৎ — প্রতি + আ — দিশ্ + ঘঞ্। হেতৌ পঞ্চমী। [৩] ব্যবসিতা — বি + অব — সো + ক্ত কর্তরি স্ত্রীলিঙ্গে। [৪] বদতি গুরুশিষ্যে — ভাবে সপ্তমী। বদ্ + শতৃ, সপ্তমী একব। [৫] বাষ্পপ্রসরকলুষাম্ — বাষ্পাণাং প্রসরঃ (ষষ্ঠী তৎ), তেন কলুষা (তৃতীয়া তৎ), তাম্। [৬] উপমা অলঙ্কার। অনুপ্রাস। [৭] শিখরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—আগের অনুচ্ছেদে বিদূষকের মুখে 'অহবা ভবিদব্বদা ক্খু ৰলবদী' (অথবা ভবিতব্যতা খলু ৰলবতী) — এই উক্তি পেয়েছি। এই অনুচ্ছেদেও 'কদা বি সপ্পুরিসা ... গিরীও' (কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকবাস্তব্যাঃ ন ভবন্তি। ননু প্রবাতে অপি নিষ্কম্পা গিরয়ঃ) — এরকম সুন্দর, গভীর ব্যঞ্জনাময় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত উক্তি পাচ্ছি। সদা-চপল, হাস্যোদ্রেককারী বিদূষকের কি অপূর্ব স্নেহভরা জ্ঞানময় উপদেশ! মনে হয় 'দিলদার' 'নিয়ামত খাঁ' তে পরিবর্তিত হয়েছে।

[৬.১৬]

সানুমতী — অম্হে, ঈদিসী স্বকজ্জপরদা। ইমস্স সংদাবেণ অহং রমামি। (অহো, ঈদৃশী স্বকার্যপরতা। অস্য সন্তাপেন অহং রমে।)

বিদূষকঃ — ভো, অত্থি মে তক্কো কেণ বি তত্তহোদী আআসচারিণা ণীদে ত্তি। (ভোঃ, অস্তি মে তর্কঃ — কেনাপি তত্রভবতী আকাশচারিণা নীতেতি।)

রাজা — কঃ পতিদেবতামন্যঃ পরামর্ষ্টুমুৎসহেত। মেনকা কিল সখ্যাস্তে জন্মপ্রতিষ্ঠেতি শ্রুতবানস্মি। তৎসহচারিণীভিঃ সখী তে হৃতেতি মে হৃদয়মাশঙ্কতে।

সানুমতী — সংমোহো ক্খু বিম্হঅণিজ্জো ণ পডিবোহো। (সংমোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ো ন প্রতিবোধঃ)।

বিদূষকঃ — জহ এব্বং অত্থি ক্খু সমাঅমো কালেণ তত্তহোদীএ। (যদি এবম্, অস্তি খলু সমাগমঃ কালেন তত্রভবত্যা।)

রাজা — কথমিব।

বিদূষকঃ — ণ ক্খু মাদাপিদরা ভত্তুবিওঅদুক্খিঅং দুহিদরং পেক্খিদুং পারেন্তি। (ন খলু মাতাপিতরৌ ভর্তৃবিয়োগদুঃখিতাং দুহিতরং দ্রষ্টুং পারয়তঃ।)

বিসন্ধি—পতিদেবতাম্ + অন্যঃ। পরামর্ষ্টুম্ + উৎসহেত। সখ্যাঃ + তে। জন্মপ্রতিষ্ঠা + ইতি। শ্রুতবান্ + অস্মি। হৃতা + ইতি। হৃদয়ম্ + আশঙ্কতে। কথম্ + ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — অহো, ঈদৃশী স্বকার্যপরতা (হায়রে স্বার্থপরতা)! অস্য

সন্তাপেন (এঁর অর্থাৎ রাজার দুঃখে) অহং রমে (আমার আনন্দ হচ্ছে)। বিদূষকঃ — ভোঃ, অস্তি মে তর্কঃ (বন্ধু, আমার ধারণা হয়) কেনাপি আকাশচারিণা (কোন আকাশচারী) তত্রভবতী নীতা ইতি (তাঁকে নিয়ে গেছে)। রাজা — পতিদেবতাম্ (পতিব্রতা নারীকে). অন্যঃ কঃ (স্বামী ভিন্ন অন্য কে আর) পরামর্ষ্টুম্ উৎসহেত (স্পর্শ করতে সাহস পাবে)। মেনকা কিল (মেনকা) তে সখ্যাঃ (তোমার সখীর) জন্মপ্রতিষ্ঠা (মা) ইতি শ্রুতবান্ অস্মি (এই কথা শুনেছি)। তৎসহচারিণীভিঃ (তার সহচরীরা) তে সখী (তোমার সখীকে) হৃতা (নিয়ে গেছে) ইতি মে হৃদয়ম্ আশঙ্কতে (আমার এইরকমই আশঙ্কা হচ্ছে)। সানুমতী — সংমোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ঃ (এরকম লোকের যে কিভাবে বিস্মৃতি ঘটল তা-ই আশ্চর্যের) ন প্রতিবোধঃ (স্মৃতি আবার জেগে উঠেছে — এটা বিস্ময়ের কিছু নয়)। বিদূষকঃ — যদি এবম্ (যদি তাই হয়) তত্রভবত্যা কালেন অস্তি খলু সমাগমঃ (তবে কোন এক সময় তাঁর সঙ্গে আপনার মিলন হবেই)। রাজা — কথম্ ইব (কিভাবে)? বিদূষকঃ — মাতাপিতরৌ (মা-বাবা) ভর্তৃবিয়োগদুঃখিতাং দুহিতরং (স্বামীর বিচ্ছেদে কাতর মেয়েকে) দ্রষ্টুং ন পারয়তঃ (দেখে স্থির থাকতে পারেন না)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — হায়রে স্বার্থপরতা! এই রাজার দুঃখ দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে।

বিদূষক — বন্ধু, আমার ধারণা হয় কোন' আকাশচারী এসে তাঁকে নিয়ে গেছে।

রাজা — স্বামী ছাড়া অন্য কে আর পতিব্রতা নারীকে স্পর্শ করতে সাহস পাবে? মেনকা (নামে এক অপ্সরা) তোমার সখীর মা — এইরকম কথা শুনেছি। তাঁর সহচরীরা তোমার সখীকে নিয়ে গেছে — আমার এইরকমই আশঙ্কা হচ্ছে।

সানুমতী — এইরকম লোকের যে কিভাবে বিস্মৃতি ঘটল তাই আশ্চর্যের। স্মৃতি আবার জেগে উঠেছে — এটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

বিদূষক — যদি তাই হয়, তবে কোন' এক সময় তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন হবেই।

রাজা — কিভাবে?

বিদূষক — মা-বাবা নিজের মেয়েকে স্বামীর বিচ্ছেদে কাতর দেখে স্থির থাকতে পারেন না।

রাঘবভট্ট—অম্মহে আশ্চর্যে। ঈদৃশী স্বকার্যপরতেত্যর্থন্তরন্যাসঃ। অস্য সংতাপেনাহং রমে। মম সন্তোষ ইত্যর্থঃ। সন্তাপে সন্তোষ ইতি বিষমম্। এতদ্বাক্যার্থসমর্থকঃ পূর্বোক্তোঽর্থান্তর-ন্যাসঃ। যথা যথাস্য তাপস্তথা তথা শকুন্তলানয়নোপায়ং প্রতি প্রযত্নবান্ ভবিষ্যতীত্যাশয়ঃ। অস্তি মে তর্কঃ। কেনাপি তত্রভবত্যাকাশচারিণা নীতেতি। পতিদেবতাং পতিব্রতাং পরামর্ষ্টুং স্প্রষ্টুম্। জন্মপ্রতিষ্ঠা জন্মস্থানম্। 'প্রতিষ্ঠা স্থানামাত্রকে' ইতি বিশ্বঃ। সংমোহঃ খলু বিস্ময়নীয়োঽস্বভাবত্বাৎ। ন প্রতিবোধঃ। স্বাভাব্যাৎ তস্যেত্যর্থঃ। যদ্যেবমস্তি খলু সমাগমঃ কালেন তত্রভবত্যাঃ পূজ্যায়াঃ। ন খলু মাতাপিতরৌ ভর্তৃবিয়োগদুঃখিতাং দুহিতরং দ্রষ্টুং পারয়তঃ শক্নুতঃ। ন খল্বিতি সংবন্ধঃ।

[৬.১৭]

রাজা — বয়স্য,

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ ॥ ১০ ॥

বিসন্ধি—তাবৎফলম্ + এব। তৎ + অতীতম্ + এতে।

অন্বয়—(শকুন্তলাসমাগমঃ) স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু? অথবা তাবৎফলমেব ক্লিষ্টং পুণ্যং নু? অসন্নিবৃত্ত্যৈ অতীতম্, এতে মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — বয়স্য (বন্ধু), (শকুন্তলামাগমঃ — শকুন্তলার সঙ্গে আমার যে একদা মিলন হয়েছিল) স্বপ্নো নু (তা কি স্বপ্ন)? মায়া নু (তা কি ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব)? মতিভ্রমো নু (তা কি আমার মনের ভ্রান্ত ধারণা)? অথবা (নাকি) তাবৎফলম্ এব ক্লিষ্টং পুণ্যং নু (কোন পুণ্যের ফল, যা নাকি পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গেই বিলীন হয়েছে)? তৎ (সেই মিলন) অসন্নিবৃত্ত্যৈ অতীতম্ (অতীতের ঘটনা, আর ফিরে আসবে না)। এতে মনোরথাঃ (একে ফিরে পাওয়ার আশা) তটপ্রপাতাঃ নাম (নদীর ভাঙা পাড়-এর মত অর্থাৎ এ আশা পূরণ হবার নয়)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — বন্ধু,

(শকুন্তলার সঙ্গে কোন' এককালে আমার যে মিলন হয়েছিল) তা কি স্বপ্ন, নাকি কোন' ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব? তা কি আমার মনের ভ্রান্ত ধারণা, নাকি কোন'-পুণ্যের ফল, যা পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গেই বিলীন হয়েছে? সেই মিলন অতীতের ঘটনা — আর কখন' ফিরে আসবে না। একে ফিরে পাওয়ার বাসনা নদীর ভাঙা-পাড়-এর মত, (যা অবশ্যই ক্ষণেকের মধ্যে বিলীন হবে)।

রাঘবভট্ট—স্বপ্ন ইতি। তচ্ছকুন্তলালক্ষণং বস্তুসংনিবৃত্ত্যৈ পুনর্নির্বর্তনাভাবায়। অনেনোৎকণ্ঠাতিশয়ো ব্যজ্যতে। অতীতং গতম্। তত্র স্বপ্নাদিভিশ্চতুর্ভির্বিতর্কৈরত্যন্তা-সংভাবনীয়দর্শনীয়ত্বং ব্যজ্যতে। তত্র 'অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিম্' ইত্যুক্তেঃ। স্বপ্নে সংভাব্যত এতদিতি স্বপ্নো ন্বিতি পূর্ববিতর্কঃ। স্বপ্নশ্চেৎ স্যাজ্জাগ্রদবস্থায়াং নানুভূয়ত ইত্যত আহ — মায়া ন্বিতি। মন্ত্রতন্ত্রাভ্যামসতঃ প্রকটনং মায়া তস্যাঃ কপটঘটিতত্ত্বাদ্বিষয়সত্ত্বাভাব ইতি ভাবঃ। স্যাদেবং যদ্যধিষ্ঠানং ন প্রতীতং স্যাদত আহ — মতিভ্রমো ন্বিতি। তেনান্যাধিষ্ঠানে শকুন্তলাভ্রম ইত্যর্থঃ। স্যাদেবং যদি ব্যবহারক্ষমত্বং ন স্যাদত আহ — তাবৎফলমত এব ক্লিষ্টং পুণ্যং ন্বিতি। যাবান্ ব্যবহারঃ সংভাষণাদির্জাতস্তাবদেব ফলং যস্য তৎ ক্লিষ্টমত্যল্পম্। তাদৃশঃ কশ্চিদত্যুৎকৃষ্টো ধর্মঃ

পূর্বজননেঽত্যল্প এবাচরিতঃ। যস্য তাদৃগল্পং ফলমিত্যর্থঃ। সন্দেহালংকারঃ। অতঃপরমেতে ত্বয়োচ্যমানা ময়া বা আশাস্যমানা মনোরথাঃ। নামেত্যলীকে। অলীকা মনোরথা ইত্যর্থঃ। তে তটপ্রপাতা ইতি ভিন্নরূপকম্। যথা বর্ষাসময়ে গঙ্গাদেস্তটা ওঘেন পীড্যমানা অহমহমিকয়া পতন্তি। একঃ পততি তদুপর্যন্যস্তদুপরীতরঃ। এবং মনোরথানামেকে বিলীয়ন্তেঽন্য উৎপদ্যন্তে তেঽপি বিলীয়ন্তে তদিতরে উৎপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। 'প্রপাতস্ত্বতটো ভৃগুঃ' ইতি কোশাৎ পুনরুক্তবদাভাসঃ। নুমানুমেতি তমেমেতেতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। আদশ্যুপজাতিরিন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ।

সুষমা—[১] তাবৎফলম্ — তাবৎ ফলং যস্য তৎ (বহুব্রী)। [২] অসন্নিবৃত্ত্যৈ — সম্ + নি — বৃৎ + ক্তিন্ ভাবে = সন্নিবৃত্তিঃ। ন সন্নিবৃত্তিঃ (নঞ্ তৎ), তস্যৈ। তাদর্থ্যে চতুর্থী। [৩] মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ — পাঠান্তর — 'মনোরথানামতটপ্রপাতাঃ'। নাম — অলীকার্থে অব্যয়। প্রপতন্তি এভ্যঃ প্র-পৎ + ঘঞ্ অপাদানে = প্রপাতাঃ। তটস্য প্রপাত ইব প্রপাতঃ যেষাং তাদৃশাঃ (উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি)। নদীর পাড় একবার ভাঙলে তা আর জোড়া লাগে না — তা নদীগর্ভে বিলীন হয় ; ঠিক তেমনি শকুন্তলাকে ফিরে পাবার আশা কোনদিনই পূরণ হবার নয়। পাঠান্তরের 'অতটপ্রপাতাঃ' র ব্যাখ্যা — অতট = ভৃগু, পর্বতচূড়া, উঁচু জায়গা। অতটপ্রপাত — ভৃগুপতন। [৪] সন্দেহ অলঙ্কার। অসন্নিবৃত্তির প্রতি পূর্ববাক্য কারণ। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ। মনোরথের সঙ্গে তটপ্রপাতের তাদাত্ম্যে রূপক। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৫] উপজাতি ছন্দ।

অধ্যাপনা—শ্লোকে চারটি বিকল্পের কথা আছে। প্রতিটি পূর্বেরটির অসঙ্গতি বুঝিয়ে নিজের সম্ভাবনা ব্যক্ত করছে। শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয় স্বপ্ন কি? না। স্বপ্ন হ'লে জাগ্রদবস্থায় সুস্পষ্ট অনুভূতি হয় কি করে? তবে কি মায়া? না — তাও নয়। ঐন্দ্রজালিকের মায়া (ছলনা) সামান্য সময়ের জন্য থাকে। তাছাড়া সেখানে একজন মায়াবী থাকে। শকুন্তলার ক্ষেত্রে এ দুটোও অসঙ্গত। তবে কি এটা মতিভ্রম? শুক্তিকে রজত বলে জানা? তাই বা কি করে হয়! পুরোহিত-প্রতিহারী প্রভৃতি সকলেরই একই ভ্রম হতে পারে না। তাছাড়া ভ্রমের অবসানে মিথ্যা দূর হয় — শকুন্তলাতো এখনো হৃদয়ে সত্য হয়ে বিরাজ করছে। তবে কি সঞ্চিত সামান্য পুণ্যের ফল রূপে সে আবির্ভূত হয়েছিল? পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেও হারিয়ে গেছে? যাই হোক্ না কেন — তাকে ফিরে পাবার আশা বাতুলতা মাত্র।

[৬.১৮]

➧ বিদূষকঃ — মা এব্বং। ণং অঙ্গুলীঅঅং এব্ব ণিদংসণং অবস্সংভাবী অচিন্তণিজ্জো সমাঅমো হোদি ত্তি। (মা এবম্। ননু অঙ্গুলীয়কম্ এব নিদর্শনম্ অবশ্যম্ভাবী অচিন্তনীয়ঃ সমাগমঃ ভবতি ইতি।)

রাজা — (অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য) অয়ে ইদং তাবদসুলভস্থানভ্রংশি শোচনীয়ম্।

তব সুচরিতমঙ্গুলীয় নূনং
প্রতনু মমেব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণনখমনোহরাসু তস্যা-
শ্চ্যুতমসি লব্ধপদং যদঙ্গুলীষু ॥ ১১ ॥

বিসন্ধি—তাবৎ + অসুলভ ...। সুচরিতম্ + অঙ্গুলীয়। মম + ইব। তস্যাঃ + চ্যুতম্ + অসি। যৎ + অঙ্গুলীষু।

অন্বয়—(হে) অঙ্গুলীয়! ফলেন বিভাব্যতে, তব সুচরিতং নূনং মম ইব প্রতনু। যৎ অরুণনখমনোহরাসু তস্যাঃ অঙ্গুলীষু লব্ধপদং চ্যুতম্ অসি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — মা এবম্ (এমন কথা বলা যায় না)। ননু অঙ্গুলীয়কম্ এব নিদর্শনম্ (আপনার এই আংটি থেকেই একথা বুঝতে পারবেন যে) অবশ্যম্ভাবী (যা অবশ্যম্ভাবী) অচিন্তনীয়ঃ সমাগম ইতি (তার আবির্ভাব যে কিভাবে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না)। রাজা — [অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য — আংটির দিকে চেয়ে] অয়ে (শোন বন্ধু), ইদং তাবৎ (এই আংটি) অসুলভস্থানভ্রংশি (দুর্লভ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে), শোচনীয়ম্ (এর জন্য দুঃখ হয়)। (হে) অঙ্গুলীয় (ওহে আংটি), ফলেন বিভাব্যতে (ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে), তব সুচরিতং (তোমার পুণ্য) মম ইব প্রতনু (আমার মতই অল্প)। যৎ (কেননা) তস্যাঃ (তার অর্থাৎ শকুন্তলার) অরুণনখমনোহরাসু অঙ্গুলীষু (রক্তাভ নখে শোভিত সুন্দর আঙ্গুলে) লব্ধপদং (স্থান পেয়েও) চ্যুতম্ অসি (তা থেকে তুমি বিচ্যুত হয়েছ)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — এমন কথা (নিশ্চয় করে) বলা যায় না। আপনার আংটিইতো এবিষয়ে উদাহরণ। যা অবশ্যম্ভাবী তার আবির্ভাব যে কিভাবে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না।

রাজা — (আংটির দিকে তাকিয়ে) শোন বন্ধু, এই আংটি দুর্লভ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এর জন্য দুঃখ হয়।

ওহে আংটি, ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে, তোমার পুণ্য আমার মতই অল্প। কেননা তার (শকুন্তলার) রক্তাভ নখে শোভিত সুন্দর আঙ্গুলে স্থান পেয়েও তা থেকে তুমি বিচ্যুত হয়েছ?

রাঘবভট্ট—মৈবম্। নম্বঙ্গুলীয়কমেব নিদর্শনমুদাহরণম্। অবশ্যংভাব্যচিন্তনীয়ঃ সমাগমো ভবতীতি। বিদূষকঃ — 'জই এব্বম্' ইত্যাদিনৈতদন্তেন রোচনা নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'সিদ্ধামন্ত্রণতো ভাবিদর্শিকা স্যাৎ প্ররোচনা' ইতি। ন সুলভমসুলভং তচ্চ তৎস্থানং চ তস্মাদ্ ভ্রংশোঽস্যাস্তি তৎ। শকুন্তলাঙ্গুলিভ্রংশীত্যর্থঃ। অতএব শোচনীয়ম্। তবেতি। হে অঙ্গুলীয়, নূনং নিশ্চিতং তব সুচরিতং পুণ্যং মমেব প্রতন্বল্পং বিভাব্যতে জ্ঞায়তে। অতীন্দ্রিয়স্য ধর্মস্য প্রতনুত্বং কথং জ্ঞাতুং শক্যতে ইত্যত আহ — ফলেনেতি। অত্যল্পফলত্বেন হেতুনেত্যর্থঃ। মমেবেতি সহোপমা। তেন মমাপি পুণ্যমল্পং তবাপীত্যর্থঃ। তস্য স্বস্যাল্পপুণ্যত্বে হেতুঃ পূর্বং দর্শিতঃ। অস্যাল্পপুণ্যত্বে হেতুমাহ — অরুণেতি। যস্মাত্তস্যা বিজিতত্রিভুবনসুন্দর্যা

ময়ি নির্ব্যাজমনুরক্তায়াঃ পুরঃ পরিস্ফুরন্ত্যা ইবাঙ্গুলীষু পুরুষাঙ্গুলীয়স্য স্থূলত্বাৎ কদাচিৎ কনিষ্ঠিকায়াং তত্র শিথিলং সদন্যাঙ্গুলৌ তত্রাপি তথাবিধমিতারাঙ্গুল্যামিতি বহুবচনাভিপ্রায়ঃ। প্রেমোতিশয়েন বা সর্বাঙ্গস্পৃষ্টিকেব সর্বাঙ্গলীষু নিক্ষেপঃ। যদ্বা বিরহাতিকৃশতয়া মুকুলীকৃতাসু পঞ্চস্বঙ্গুলীষু বিন্যাসাদ্বহুবচনোপপত্তিঃ। তথা চাভিযুক্তাঃ — 'তস্যাঃ কিঞ্চিৎসুভগ তদভূত্তানবং তদ্বিয়োগাদ্যোনাকস্মাদ্বলয়পদবীমঙ্গুলীয়ং প্রযাতি' ইতি। লব্ধপদং মহতা ভাগ্যোদয়েন যথাকথঞ্চিৎপ্রাপ্তস্থিত্যপি সচ্চ্যুতমসি। কীদৃশীষ্বঙ্গুলীষু। অরুণা নখা যাসু তাঃ। নখেতি তলস্যাপ্যুপলক্ষণম্। তাশ্চ তা মনোহরাশ্চ নাতিস্থূলা নাতিকৃশা নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা ন বক্রা ন সরলা ইত্যর্থঃ। এতেন স্বযোগ্যত্বং ধ্বনিতম্। উক্তং চ সামুদ্রে স্ত্রীলক্ষণে — 'নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা ন স্থূলা ন কৃশা অপি। অবক্রাঃ সরলা রক্তনখা রক্ততলা অপি। কোমলাঃ সিতবিন্দ্বাঢ্যা ভঙ্গুরা দীপ্তিমন্নখাঃ। তাদৃগঙ্গুলয়ো যস্যাঃ সা ভবেদ্রাজবল্লভা ॥' ইতি। অনুমানকাব্যলিঙ্গানুপ্রাসাঃ। ননু মমেবেতিবৎ 'কমলমিব মুখং মনোজ্ঞমেতৎ' ইত্যাদাবপি সহোপমা কিং ন স্যাদিতি চেদুচ্যতে। প্রকৃতমুপমেয়মপ্রকৃতমুপমানমিতি সাধারণী স্থিতিঃ। যত্রোভয়মপি প্রকৃতমিবশব্দপ্রয়োগশ্চ তত্র সহোপমেতি রহস্যম্। যথা — 'আদায় শেষামিব ভর্তুরাজ্ঞাম্' ইত্যাদাবুভয়স্যাপি প্রকৃতত্বেন বিধেয়ত্বাৎ। অন্যত্র ত্বতিশায়কত্বেনাপ্রকৃতস্যোপ-মানস্যানুবাদ্যত্বাৎ। ইয়ং চ সাধারণধর্মস্য বাচ্যত্ব এব সংভবতীত্যপি জ্ঞেয়ম্। পুষ্পিতাগ্রা বৃত্তম্।

সুষমা—[১] অরুণনখমনোহরাসু — অরুণাঃ নখা (কর্মধা), তৈঃ মনোহরা (তৃতীয়া তৎ), তাসু। রক্তনখ সৌভাগ্যের প্রতীক। রাঘবভট্ট এ প্রসঙ্গে সামুদ্রকবচনের প্রমাণ দিয়েছেন। দ্রঃ — অর্থদ্যোতনিকা। [২] লব্ধপদম্ — লব্ধং পদং যেন তৎ (বহুব্রী)। [৩] উপমা, অনুমান, কাব্যলিঙ্গ, সমাসোক্তি এবং অনুপ্রাস অলঙ্কার। [৪] পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ।

অধ্যাপনা—বিদূষক রাজাকে কিভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত তাকে আশা জোগাচ্ছেন, তা লক্ষণীয়।

শ্লোকের 'অঙ্গুলীষু' পদে বহুবচন কেন, তা নিয়ে রাঘবভট্ট অনেক আলোচনা করেছেন। দুষ্যন্তের আঙ্গুলের চাইতে শকুন্তলার আঙ্গুল সরু। তাই বিভিন্ন আঙ্গুলে পরে যোগ্য স্থান ঠিক করতে হয়েছে। অথবা এই আংটি শকুন্তলার অনেক আদরের। তাই বার বার, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গুলে প'রে সারা হাতে স্পর্শসুখ পাবার চেষ্টা করেছেন। আবার এও হতে পারে — শকুন্তলা ক্রমশঃ বিরহে কৃশ হয়েছেন এবং তাঁকে বার বার আঙ্গুল পরিবর্তন করতে হয়েছে। (দ্রঃ — অর্থদ্যোতনিকা)।

[৬.১৯]

সানুমতী — জই অণ্ণহত্থগদং ভবে সচ্চং এব্ব সোঅণিজ্জং ভবে। (যদি অন্যহস্তগতং ভবেৎ সত্যম্ এব শোচনীয়ং ভবেৎ।)

বিদূষকঃ — ভো ইঅং ণামমুদ্দা কেণ উগ্‌ঘাদেণ তত্তহোদীএ হত্থাব্‌ভাসং পাবিদা? (ভোঃ, ইয়ং নামমুদ্রা কেন উদ্‌ঘাতেন তত্রভবত্যা হস্তাভ্যাশং প্রাপিতা?)

সানুমতী — মম বি কোদূহলেণ আআরিদো এসো। (মম অপি কৌতূহলেন আকারিত এষঃ।)

রাজা — শ্রূয়তাম্। স্বনগরায় প্রস্থিতং মাং প্রিয়া সবাষ্পমাহ — কিয়চ্চিরেণার্যপুত্রঃ প্রতিপত্তিং দাস্যতীতি।

বিদূষকঃ — তদো তদো। (ততঃ ততঃ।)

রাজা — পশ্চাদিমাং মুদ্রাং তদঙ্গুলৌ নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা।

> একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
> নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
> তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধগৃহপ্রবেশং
> নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥ ১২ ॥

তচ্চ দারুণাত্মনা ময়া মোহান্নানুষ্ঠিতম্।

বিসন্ধি—সবাষ্পম্ + আহ্। কিয়চ্চিরেণ + আর্যপুত্রঃ। দাস্যতি + ইতি। পশ্চাৎ + ইমাম্। একৈকম্ + অত্র। যাবৎ + অন্তম্। জনঃ + তব। সমীপম্ + উপৈষ্যতি + ইতি। তৎ + চ। মোহাৎ + ন + অনুষ্ঠিতম্।

অন্বয়—(হে) প্রিয়ে, অত্র দিবসে দিবসে একৈকং মদীয়ং নামাক্ষরং গণয়। যাবৎ অন্তং গচ্ছসি তাবৎ মদবরোধগৃহপ্রবেশং নেতা জনঃ তব সমীপম্ উপৈষ্যতি ইতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — যদি অন্যহস্তগতং ভবেৎ (যদি এই আংটি অন্য লোকের হাতে পড়ত) সত্যম্ এব শোচনীয়ং ভবেৎ (তবে অবশ্যই দুঃখের ব্যাপার হ'ত)। বিদূষকঃ — ভোঃ (আচ্ছা মহারাজ), ইয়ং নামমুদ্রা (আপনার নাম খোদাই করা এই আংটি) কেন উদ্‌ঘাতেন (কিভাবে) তত্রভবত্যাঃ (তাঁর অর্থাৎ শকুন্তলার) হস্তাভ্যাশং প্রাপিতা (হাতে পৌঁছোল)? সানুমতী — এষঃ অপি (এই বিদূষকও) মম কৌতূহলেন (আমার কৌতূহলের দ্বারা) আকারিতঃ (প্রেরিত হয়ে এ প্রশ্ন করছে)। রাজা — শ্রূয়তাম্ (শোন')। স্বনগরায় প্রস্থিতং মাং (আমি যখন নিজের রাজধানীতে ফিরে আসছিলাম তখন আমাকে) প্রিয়া (প্রিয়া শকুন্তলা) সবাষ্পমাহ (জলভরা চোখে বলল) — আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্র) কিয়চ্চিরেণ (কতদিন বাদে) প্রতিপত্তিং দাস্যতি ইতি (আমাকে সংবাদ দেবেন)। বিদূষকঃ — ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর)। রাজা — পশ্চাৎ (তারপর) ইমাং মুদ্রাং (এই আংটি) তদঙ্গুলৌ নিবেশয়তা (তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিতে দিতে) ময়া প্রত্যভিহিতা (আমি বললাম) — অত্র (এই আংটিতে খোদাই করা আমার নামের) দিবসে দিবসে (প্রতিদিন) একৈকম্ অক্ষরং গণয় (একটি করে অক্ষর গুণবে)। যাবৎ অন্তং গচ্ছসি (যখন অক্ষর গোণা শেষ হবে) তাবৎ (তখন) মদবরোধগৃহপ্রবেশং নেতা জনঃ (আমার অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে কোন লোক) তব সমীপম্ (তোমার কাছে) উপৈষ্যতি ইতি (আসবে)। তচ্চ (তা কিন্তু) দারুণাত্মনা ময়া (নৃশংস আমি) মোহাৎ ন অনুষ্ঠিতম্ (মোহবশতঃ করিনি)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — যদি এই আংটি অন্য লোকের হাতে পড়ত তবে অবশ্যই তা দুঃখের হ'ত।

বিদূষক — আচ্ছা মহারাজ, আপনার নাম খোদাই করা এই আংটি কিভাবে তাঁর (অর্থাৎ শকুন্তলার) হাতে পৌছোল?

সানুমতী — বিদূষকও দেখছি আমার কৌতূহলের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে যেন এই প্রশ্ন করছে।

রাজা — শোন। আমি যখন নিজের রাজধানীতে ফিরে আসছিলাম তখন প্রিয়া শকুন্তলা জলভরা চোখে আমায় বলল — আর্যপুত্র, কতদিন বাদে আমায় সংবাদ দেবেন?

বিদূষক — তারপর, তারপর।

রাজা — তারপর এই আংটি তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিতে দিতে আমি বললাম —

আংটিতে খোদাই করা আমার নামের এক-একটা অক্ষর প্রতিদিন গুণবে। যখন অক্ষর গোণা শেষ হবে, তখন তোমাকে আমার অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার জন্য কোন লোক তোমার কাছে আসবে।

কিন্তু মোহের বশে নিষ্ঠুর আমি তা করিনি।

রাঘবভট্ট—যদ্যন্যহস্তগতং ভবেৎ সত্যং শোচনীয়ং ভবেৎ। ইয়ং নামমুদ্রা কেনোদ্ঘাতেন কেনোপক্রমেন। 'উদ্‌ঘাতঃ কথ্যতে ধীরৈঃ স্খলিতে সমুপক্রমে' ইতি ধরণিঃ। তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়া হস্তাভ্যাশং হস্তনৈকট্যং প্রাপিতা। ত্বয়া তস্যৈ কিমর্থং দত্তেতি বচনেঽনৌচিত্য-প্রসঙ্গাদেতাদৃগুক্তিঃ। মমাপি কৌতূহলেনাকারিত এষঃ। আকারিত ইবেতি গম্যোৎপ্রেক্ষা। মমাপ্যেতচ্ছ্রবণে কৌতূহলমাসীৎ, তদেবানেন পৃষ্টমিতি ভাবঃ। কিয়চ্চিরেণ কিয়তা বিলম্বেন। প্রতিপত্তিম্ বার্তামিতি যাবৎ। 'প্রতিপত্তিঃ প্রবৃত্তৌ স্যাৎ' ইতি ধরণিঃ। একৈকমিতি। অত্র মুদ্রিকায়াং দিবসে দিবসে মদীয়মেকৈকং নামাক্ষরং গণয়। যাবত্তদ্‌গণনমন্তং গচ্ছতি। যাবদ্‌গণনাসমাপ্তিরিত্যর্থঃ। ত্রিচতুরৈর্দিনৈরিতি ভাবঃ। হে প্রিয়ে, মমাবরোধগৃহমন্তঃপুরং তত্র প্রবেশস্তং নেতা প্রাপয়িতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি। ময়াপি প্রত্যভিহিতেতি সংবন্ধঃ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ কাব্যলিঙ্গং চ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। ময়া বিস্মৃততাদৃশস্নেহো দুর্জনধুরংধরেণেত্যাদি ব্যজ্যতে। দারুণাত্মনেতি তাদৃশব্যঙ্গ্যাবকাশদানায়।

সুষমা—[১] স্বনগরায় — 'গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি' সূত্রে পক্ষে চতুর্থী। [২] আহ — ব্রূ + লট্ + তি। এখানে লট্-এর প্রয়োগ চিন্তনীয়। অথবা 'উবাচ' অর্থে নিপাত। [৩] চিরেণ — অপবর্গে তৃতীয়া। [৪] গচ্ছসি — 'যাবৎপুরানিপাতয়োর্লট্' সূত্রে লট্। [৫] অবরোধগৃহপ্রবেশম্ — 'ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্' সূত্রে ষষ্ঠীনিষেধ। [৬] পর্যায়োক্ত অলঙ্কার। কবে নিতে আসবে তা উচ্চারিত না হলেও তার স্পষ্ট সূচনা আছে। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রতিদিন একটি করে অক্ষর গোণার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল — অক্ষর

বলতে স্বরবর্ণ ('ন ক্ষরতি —') বুঝব? তাহলে এখানে তিনদিনের কথা বলা হয়েছে ধরতে হয়। আবার যদি সাধারণভাবে স্বর বা ব্যঞ্জন যে কোন অক্ষরকেই ধরা হয়, তবে এখানে আটদিনের (দ্ + উ + ষ্ + য্ + অ + ন্ + ত্ + অ) ইঙ্গিত আছে ধরতে হবে। শুধু ব্যঞ্জন ধরলে পাঁচদিন। সুতরাং ঠিক কতদিন বাদে লোক পাঠাবেন তা নিশ্চিত নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য "দুষ্যন্ত বা দুষ্মন্ত শব্দটীতে পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে — দুষ্মন্ত। এবং বোধ হয় সেকালের লেখায় সংযুক্তবর্ণ ছিল না। তা আমরা এখন যাহাকে তিন অক্ষর বলি তখন তাহাই লিখিতে পাঁচটি অক্ষর, লিখিতে হইত।' — এরকম বলেছেন। (দ্রঃ দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলার নাট্যকলা' গ্রন্থের 'গ্রন্থ-পরিচয়।')

[৬.২০]

সানুমতী — রমণীও কৃখু অবহী বিহিণা বিসংবাদিদো। (রমণীয়ঃ খলু অবধিঃ বিধিনা বিসংবাদিতঃ।)

বিদূষকঃ — কহং ধীবলকপ্পিঅস্স লোহিঅমচ্ছস্স উদলবভন্তলে আসি? (কথং ধীবরকল্পিতস্য রোহিতমৎস্যস্য উদরাভ্যন্তরে আসীৎ?)

রাজা — শচীতীর্থং বন্দমানায়াঃ সখ্যাস্তে হস্তাদ্ গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্।

বিদূষকঃ — জুজ্জই (যুজ্যতে।)

সানুমতী — অদো এব্ব তবস্সিণীএ সউন্দলাএ অধম্মভীরুণো ইমস্স রাএসিণো পরিণএ সংদেহো আসি। অহবা ঈদিসো অণুরাও অহিণ্ণাণং অবেক্খদি। কহং বিঅ এদং। (অত এব তপস্বিন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ অধর্মভীরোঃ অস্য রাজর্ষেঃ পরিণয়ে সন্দেহঃ আসীৎ। অথবা ঈদৃশঃ অনুরাগঃ অভিজ্ঞানমপেক্ষতে কথম্ ইব এতৎ।)

বিসন্ধি—সখ্যাঃ + তে।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — রমণীয়ঃ খলু অবধিঃ (সুন্দর এই সময়সীমা) বিধিনা বিসংবাদিতঃ (বিধাতা ব্যর্থ করে দিলেন)। বিদূষকঃ — কথং (কিভাবে সেই আংটি) ধীবরকল্পিতস্য রোহিতমৎস্যস্য (জেলে যেই রুই মাছ কাটছিল) উদরাভ্যন্তরে (তার পেটে) আসীৎ (গেল)? রাজা — শচীতীর্থং বন্দমানায়াঃ (শচীতীর্থের জলে বন্দনা করার সময়) তে সখ্যাঃ হস্তাৎ (তোমার সখীর হাত থেকে) গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্ (গঙ্গার স্রোতে পড়ে গিয়েছিল)। বিদূষকঃ — যুজ্যতে (এটা যুক্তিপূর্ণ বটে, এরকম হতেই পারে)। সানুমতী — অতএব (সেই কারণেই) অধর্মভীরোঃ অস্য রাজর্ষেঃ (অধর্মভীরু এই রাজার) তপস্বিন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ (হতভাগিনী শকুন্তলার) পরিণয়ে (বিবাহে) সন্দেহঃ আসীৎ (সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল)। অথবা (অথবা) ঈদৃশঃ অনুরাগঃ (এইরকম ভালোবাসা) অভিজ্ঞানম্ অপেক্ষতে (কোন স্মারকের অপেক্ষা রাখবে)। কথম্ ইব এতৎ (এটাই বা কেমন কথা)?

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — কি সুন্দর এই সময়সীমা (মাত্র দু'চারদিনের বিরহ) বিধাতা ব্যর্থ করে দিলেন।

বিদূষকঃ — আচ্ছা, জেলে যে রুই মাছ কাটছিল তার পেটের মধ্যে এই আংটি কিভাবে গেল?

রাজা — শচীতীর্থের জলে বন্দনার সময় তোমার সখীর হাতে থেকে এই আংটি গঙ্গার জলে পড়ে গিয়েছিল।

বিদূষক — এরকমটা হ'তেই পারে।

সানুমতী — এই কারণেই অধর্মভীরু, এই রাজার হতভাগিনী এই শকুন্তলার সঙ্গে বিবাহে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। অথবা এইরকম যার ভালোবাসা, তাকে কোন স্মারক চিহ্ন না দেখালে বিবাহের কথা মনে পড়বে না — এটাই বা কেমন কথা?

রাঘবভট্ট—রমণীয়ঃ খল্ববধির্বিধিনা দৈবেন শাপলক্ষণেন চ বিসংবাদিতঃ। কথং ধীবরকল্পিতস্য কৈবর্তখণ্ডিতস্য রোহিতমৎস্যস্যোদরাভ্যন্তর আসীৎ। শচীতীর্থমিতি গঙ্গায়াং শক্রাবতারাপরপর্যায়স্তীর্থবিশেষ উচ্যতে। যুজ্যতে। অতএবাঙ্গুলীয়কাদর্শনাদেব তপস্বিন্যা অনুকম্পার্হায়াঃ শকুন্তলায়া অধর্মভীরোরস্য রাজর্ষেঃ পরিণয়ে সন্দেহ আসীৎ। অথবেদৃশোঽনুরাগোঽভিজ্ঞানমপেক্ষতে কথমিবৈতৎ। শাপাজ্ঞানদস্যা ঈদৃশ্যুক্তিঃ।

[৬.২১]

রাজা — উপালপ্স্যে তাবদিদমঙ্গুলীয়কম্।

বিদূষকঃ — (আত্মগতম্) গহীদো ণেণ পন্থা উম্মত্তআণম্। (গৃহীতঃ অনেন পন্থাঃ উন্মত্তানাম্)।

রাজা — (অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য) মুদ্রিকে,

কথং নু তং বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিকং
করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।

অথবা,

অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়ে-
ন্ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া ॥ ১৩ ॥

বিসন্ধি—তাবৎ + ইদম্ + অঙ্গুলীয়কম্। বিহায় + অসি। নিমগ্নম্ + অম্ভসি। লক্ষয়েৎ + ময়া + এব। কস্মাৎ + অবধীরিতা।

অন্বয়—বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং তং করং বিহায় কথং নু অম্ভসি নিমগ্নম্? অথবা অচেতনং গুণং নাম ন লক্ষয়েৎ। ময়া এব কস্মাৎ প্রিয়া অবধীরিতা?

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — ইদম্ অঙ্গুলীয়কং তাবৎ (এই আংটিকেই) উপালপ্স্যে (তিরস্কা

ক'রব)। বিদূষকঃ — [আত্মগতম্ — মনে মনে] অনেন (ইনি) উন্মত্তানাং পন্থাঃ (পাগলের পথ) গৃহীতঃ (ধ'রেছেন)। রাজা — [অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য — আংটিটির দিকে তাকিয়ে] মুদ্রিকে (শোন' আংটি), বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং তং করং বিহায় (সুন্দর ও কোমল আঙ্গুলের সেই হাত ছেড়ে) কথং নু অম্ভসি নিমগ্নম্ (কি করে তুমি জলে ডুবে রইলে)? অথবা (অথবা) অচেতনং গুণং নাম ন লক্ষয়েৎ (অচেতন পদার্থ গুণ বিচার করতে পারে না)। ময়া এব (আমিই বা) কস্মাৎ (কি কারণে) প্রিয়া অবধীরিতা (প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছি)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা — এই আংটিকেই এখন তিরস্কার করি।

বিদূষক — (মনে মনে) ইনি যে দেখছি পাগলের পথ ধরেছেন।

রাজা — (আংটির দিকে তাকিয়ে) শোন আংটি,

সুন্দর ও কোমল আঙ্গুলের সেই হাত ছেড়ে কি করে অর্থাৎ কোন্ বুদ্ধিতে তুমি জলে ডুবে রইলে? অথবা —

অচেতন পদার্থ গুণের বিচার করতে পারে না। আমিও বা কি কারণে আমার প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

রাঘবভট্ট—উপালপ্স্যেঽস্যোপালম্ভং করিষ্যে। অনেনোন্মাদঃ। গৃহীতোঽনেন পন্থা উন্মত্তানাম্। কথমিতি। ন্বিতি প্রশ্নে। বন্ধুরাঃ সুন্দরাঃ কোমলা অঙ্গুলয়ো যত্র তম্। 'বন্ধুরং সুন্দরে রম্যে' ইতি বিশ্বঃ। এতদ্বিশেষণপ্রয়োজনমেতৎপূর্বতরপদ্যে নিরূপিতম্। তং রক্তোৎপলচ্ছবিমতিমৃদুলং ময়া বারং বারং স্বহৃদয়ন্যস্তং যেনাতিপ্রীত্যা তব ধারণং কৃতং পুর ইব পরিস্ফুরন্তং করং বিহায় ত্যক্ত্বা। অনেন বুদ্ধিপূর্বকস্ত্যাগ উক্তো ন মোহাদ্ ভ্রংশঃ। কথমম্ভসি নিমগ্নমসি। ত্বং ত্বলংকরণং তেন তব দৃশ্যমেব প্রয়োজনং তৎকরস্থমপি দৃশ্যমেব স্থিতং সদ্যসম্ভসি নিতরাং মগ্নমদৃশ্যত্বং গতমিতি কথম্। এবং তৎকরত্যাগস্তত্রাপ্যদৃশ্য-ত্বগমনমিত্যুপালম্ভদ্বয়ম্। অত্র চেতনব্যবহারারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। সা চ গুরুত্বাৎ স্বাভাবিকো জলপাতস্তৎকর্তৃত্বেনোচ্যত ইতি স্বাভাবিককৃত্রিময়োরভেদাধ্যবসায়াদতিশয়োক্তিগর্ভা। অথবেতি বৃত্তাক্ষেপালংকারঃ। নামেতি প্রসিদ্ধৌ। অচেতনং কর্তৃ গুণং সৌন্দর্যাদিকং প্রেমাদিকং চ ন লক্ষয়েদিত্যর্থান্তরন্যাসঃ। ত্বয়া ত্বচেতনত্বাদিদং কৃতং, ময়া তু সচেতনেনাপ্য-ত্যনুচিতকারিণা ত্বাং প্রতি কিং বক্তব্যম্। ময়েবেত্যেবশব্দার্থঃ। কস্মাৎ। অকারণকমিত্যর্থঃ। স্ত্রীমাত্রং ন ভবত্যপি তু প্রিয়া, অবধীরিতা তিরস্কৃতা ন তু ত্যক্তা, ত্যক্তায়াঃ পুনরুপাদানে মহাপুরুষস্যানৌচিত্যপ্রসঙ্গাৎ। অবধীরণাকারণাভাবে তদুৎপত্তের্বিভাবনা। শ্রুত্যনুপ্রাসবৃত্ত্যনু-প্রাসয়োঃ সংকরঃ। বংশস্থং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] উপালপ্স্যে — উপ + আ — লভ্ + লৃট্, উত্তমপু একব। [২] বন্ধুরকোম-লাঙ্গুলিম্ — বন্ধুরাঃ কোমলাঃ অঙ্গুলয়ো যস্মিন্ (বহুব্রী), তম্। [৩] অচেতন অঙ্গুরীয়কে চেতনত্বারোপে সমাসোক্তি। সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। অচেতন অঙ্গুরীয়কের চাইতেও আমি অধম — এই ভাব থাকায় ব্যতিরেকালঙ্কারধ্বনি। তিরস্কারের কারণের অভাবেও তিরস্কারের উল্লেখে বিভাবনা। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৪] বংশস্থবিল ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাজা দুষ্যন্তের এখন উন্মাদ অবস্থা। অচেতন অঙ্গুরীয়ককে তিনি তিরস্কার করতে চাইছেন। 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু' — (মেঘদূত)। অবশ্য অঙ্গুরীয়ক যে অচেতন সেই বোধও তাঁর নষ্ট হয়নি। উর্বশী-বিরহে পুরূরবার অবস্থা তুলনীয়।

[৬.২২]

বিদূষকঃ — (আত্মগতম্) কহং বুভুক্খাএ খাদিদব্বো ম্হি? (কথং বুভুক্ষয়া খাদিতব্যঃ অস্মি?)

রাজা — অকারণপরিত্যাগানুশয়তপ্তহৃদয়স্তাবদনুকম্প্যতাময়ং জনঃ পুনর্দর্শনেন।

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা)

চতুরিকা — ইঅং চিত্তগদা ভট্টিনী। (চিত্রফলকং দর্শয়তি) (ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিনী।)

বিদূষকঃ — সাহু বঅস্স, মহুরাবত্থাণদংসণিজ্জো ভাবানুপ্পবেসো। কৃখলদি বিঅ মে দিঠ্‌ঠী ণিণ্ণুণ্ণঅপ্পদেসেসু। (সাধু বয়স্য, মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু।)

সানুমতী — অম্ভো এসা রাএসিণো ণিউণদা। জানে সহী অগ্গদো মে বট্টদি ত্তি। (অহো, এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা! জানে সখী অগ্রতঃ মে বর্ততে ইতি।)

রাজা —

যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্ ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধি—... তপ্তহৃদয়ঃ + তাবৎ + অনুকম্প্যতাম্ + অয়ম্। প্রবিশ্য + অপটীক্ষেপেণ। যৎ + যৎ। তৎ + তৎ + অন্যথা। কিঞ্চিৎ + অন্বিতম্।

অন্বয়—চিত্রে যৎ যৎ সাধু ন স্যাৎ তৎ তৎ অন্যথা ক্রিয়তে। তথাপি রেখয়া তস্যা লাবণ্যং কিঞ্চিৎ অন্বিতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — [আত্মগতম্ — মনে মনে] কথং বুভুক্ষয়া খাদিতব্য অস্মি (ক্ষুধা কি আমায় খেয়ে ফেলবে, ক্ষুধার জ্বালায় কি প্রাণটা যাবে)? রাজা — অকারণপরিত্যাগানুশয়তপ্তহৃদয়ঃ তাবৎ (অকারণে পরিত্যাগ করার অনুতাপে দগ্ধহৃদয়) অয়ং জনঃ (এই লোককে) পুনর্দর্শনেন (পুনরায় দেখা দিয়ে) অনুকম্প্যতাম্ (অনুকম্পা কর', দয়া কর)। [প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা — যবনিকা উত্তোলন না করেই প্রবেশ, হাতে চিত্রফলক] চতুরিকা — ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিনী (এই যে ছবিতে আঁকা ভর্ত্রী)। [চিত্রফলকং দর্শয়তি — ছবিটা দেখালেন] বিদূষকঃ — সাধু বয়স্য (বন্ধু, তুমি চমৎকার

এঁকেছ)। মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবানুপ্রবেশঃ (ছবিতে অঙ্গের বিন্যাস এত সুন্দর হয়েছে যে মনে হচ্ছে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হচ্ছে)। নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু (ছবিতে আঁকা উঁচুনীচু জায়গায়) স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ (যেন আমার চোখ স্থির থাকছে না।)। সানুমতী — অহো এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা (আহা, মহারাজের আঁকায় কি দক্ষতা)! জানে (আমার মনে হচ্ছে) সখী (আমার সখী শকুন্তলা) মে অগ্রতঃ (আমার সামনেই) বর্ততে ইতি (দাঁড়িয়ে আছে)। রাজা — চিত্রে (ছবিতে) যৎ যৎ সাধু ন স্যাৎ (যা যা একেবারে নিখুঁত হয় নি) তৎ তৎ অন্যথা ক্রিয়তে (সেগুলোকে একটু পাল্টে দিচ্ছি)। তথাপি (তবুও) রেখয়া (রেখার মাধ্যমে) তস্যা লাবণ্যং (তার লাবণ্য) কিঞ্চিৎ অন্বিতম্ (কিছুটা তুলে ধরতে পেরেছি)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — (মনে মনে) ক্ষুধা কি আমায় খেয়ে ফেলবে (অর্থাৎ ক্ষুধার জ্বালায় আমার প্রাণটা যাবে নাকি)?

রাজা — অকারণে পরিত্যাগ করার অনুতাপে দগ্ধ-হৃদয় এই আমাকে আবার একবার দেখা দিয়ে অনুকম্পা কর।

(যবনিকা উত্তোলন না করেই প্রবেশ ; হাতে চিত্রফলক)

চতুরিকা — এই যে ছবিতে আঁকা ভর্ত্রী। (ছবি দেখালেন)।

বিদূষক — বন্ধু, তুমি চমৎকার এঁকেছ'। ছবিতে অঙ্গের বিন্যাস এত সুন্দর হয়েছে যে মনে হচ্ছে মনের ভাব যেন ব্যক্ত হচ্ছে। ছবিতে আঁকা উঁচু-নীচু জায়গায় আমার চোখ যেন স্থির থাকছে না।

সানুমতী — আহা, মহারাজের আঁকায় কি দক্ষতা! মনে হচ্ছে আমার সখী (শকুন্তলা) যেন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা — ছবিতে যা যা একেবারে নিখুঁত হয়নি মনে হচ্ছে, সেগুলোকে একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছি। তবুও (মোটামুটিভাবে) রেখার মাধ্যমে তার লাবণ্য কিছুটা তুলে ধরতে পেরেছি।

রাঘবভট্ট—কথং বুভুক্ষয়া খাদিতব্যোঽস্মি। অসাবুন্মত্তঃ অতএব বিষয়ান্তরসংচারাভাবান্ময়া ভোজনার্থং গন্তুমশক্যমিতি ভাবঃ। অথ চাহং যথা বুভুক্ষয়া ভক্ষিতব্যস্তথায়মপি তয়া ভক্ষিতব্য ইত্যয়মপ্যর্থঃ। প্রকরণবলাদ্ বুভুক্ষেতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশাচ্চ। কস্মাদবধীরিতা প্রিয়েত্যত্র প্রিয়াস্মরণাৎ সংকল্পোপনীতাং প্রত্যাহ — অকারণেতি। অকারণং কারণরাহিত্যেন যৎ পরিত্যাগস্তেনানুশয়ঃ পশ্চাত্তাপস্তেন তপ্তং হৃদয়ং যস্য সঃ। অত্র পরিত্যাগশ্চেৎ কথং কারণাভাবঃ কারণাভাবশ্চেৎ কথং পরিত্যাগ ইতি বিরোধো নাশঙ্কনীয়ঃ। অত্র কারণশব্দেন প্রসিদ্ধং নায়িকাপরাধরূপং গৃহীতং তদেব ত্যাগে কারণং দৃষ্টচরমিতি। অনেন চিত্রফলক-হস্তায়াশ্চতুরিকায়াঃ সূচনম্। সূচিতায়া এবাপটীক্ষেপেণ প্রবেশোঽতিত্বরাসূচনায়। অপটী জবনিকা। অপটী জবনিকা। 'অপটী কাণ্ডপটীকা প্রতিসীরা জবনিকা তিরস্করিণী' ইতি হলায়ুধঃ। 'ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিনী' ইত্যনেন যদ্রাজ্ঞা পুনর্দর্শনং যাচিতং তদনয়া ভঙ্গ্যা কবিনা

সংপাদিতম্। অত এব পশ্চাৎ 'চিত্রফলকং দর্শয়তি' ইত্যুক্তিঃ। সাধু বয়স্যেতি ভিন্নং বাক্যম্। মধুরং সুন্দরং যদবস্থানমাকৃতিস্তয়া দর্শনীয়ো হৃদ্যো ভাবানুপ্রবেশোঽভ্যন্তরীকরণম্। সুন্দরাকারতয়া ভাবাভির্ভাবো রম্যতর ইত্যর্থঃ। স্খলতীব দৃষ্টির্নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু। অনেন মধুরাকৃতিত্বমেবোক্তম্। যথা প্রত্যক্ষদৃষ্টায়ামাকৃতৌ নিম্নোন্নতেষু দৃষ্টিঃ স্খলতি তথা চিত্রেঽপীতি মহদালেখ্যকৌশলমিতি ভাবঃ। কিং বহুনা সত্যানুপ্রবেশং কথালাবণ্যং কৌতূহলং মে জনয়তি। এতদেবানুসংধায়াহ সানুমতী — অহো ইতি। অহো আশ্চর্যে। এষা রাজর্ষের্নিপুণতা। অহং জানে সখী শকুন্তলাগ্রেতো মে বর্তত ইতি। জানে ইতি সংবন্ধঃ। যদিতি। চিত্রে যদ্যৎ সাধু ন স্যাত্তত্তদন্যথা ক্রিয়তে যদ্যপি তথাপি তস্যা লাবণ্যং কিঞ্চিদনির্বচীয়য়া চ রেখয়া চিত্রার্থং তূলিকাবিহিতয়া অন্যথা ক্রিয়তে। অথ চ শোভাবিশেষণান্বিতম্। সংমার্জ্য সংমার্জ্য ভূয়ো ভূয়ো লিখ্যমানমপি শোভাং নাতিক্রামতীতি ভাবঃ। অথ চ শোভয়া রেখয়ান্বিতমিতি বিরোধাভাসঃ। লাবণ্যলক্ষণমুক্তং প্রাক্। রেখালক্ষণং সঙ্গীতরত্নাকরে — "শিরোনেত্র-করাদীনামঙ্গানাং মেলনে সতি। কায়স্থিতির্যতো নেত্রহরা রেখা প্রকীর্তিতা ॥" ইতি।

সুষমা—[১] অকারণপরিত্যাগানুশয়তপ্তহৃদয়ঃ — অকারণং পরিত্যাগঃ (সহসুপা), তেন অনুশয়ঃ (তৃতীয়া তৎ), তেন তপ্তম্ (তৃতীয়া তৎ) তাদৃশং হৃদয়ং যস্য সঃ তথাভূতঃ (বহুব্রী)। [২] লাবণ্যম্ — 'মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে'। [৩] যথাসাধ্য ঠিকভাবে অঙ্কন করা সত্ত্বেও তার লাবণ্য রেখায় কিছুটা ফুটে উঠেছে — সবটা নয় — এর দ্বারা শকুন্তলার অধিকতর সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা। [৪] অনুষ্টুপ্ ছন্দের ভেদবিশেষ পথ্যাবক্ত্র ছন্দ।

[৬.২৩]

➜ সানুমতী — সরিসং এদং পচ্ছাদ্দাবগুরুণো সিণেহস্স অণবলেবস্স অ। (সদৃশম্ এতৎ পশ্চাত্তাপগুরোঃ স্নেহস্য অনবলেপস্য চ।)

বিদূষকঃ — ভো, দাণিং তিণ্‌হিও তত্তহোদীও দীসন্তি। সব্বাও অ দংসণীআও। কদমা ইত্থ তত্তহোদী সউন্দলা? (ভোঃ, ইদানীং তিস্রঃ তত্রভবত্যঃ দৃশ্যন্তে। সর্বাঃ চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা?)

সানুমতী — অণভিণ্ণোক্খু ঈদিসস্স রূবস্স মোহদিট্‌ঠী অঅং জণো। (অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোহদৃষ্টিঃ অয়ং জনঃ।)

রাজা — ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি?

বিদূষকঃ — তক্কেমি জা এসা সিঢিলকেসবন্ধণুব্বন্তকুসুমেণ কেসন্তেণ উব্‌ভিণ্ণস্সেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ওসরিআহিং বাহাহিং অবসেঅসিণিদ্ধতরুণপল্লবস্স চূঅপাঅবস্স পাসে ঈসিপরিস্সন্তা বিঅ আলিহিদা সা সউন্দলা।

ইদরাও সহীও ত্তি। (তর্কয়ামি যা এষা শিথিলকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তেনোদ্‌ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন বিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্ অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎপরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা সা শকুন্তলা। ইতরে সখ্যৌ ইতি।)

রাজা — নিপুণো ভবান্। অস্ত্যত্র মে ভাবচিহ্নম্।

স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।
অশ্রু চ কপোলপতিতং দৃশ্যমিদং বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ ॥ ১৫ ॥

চতুরিকে, অর্ধলিখিতমেতদ্বিনোদস্থানম্। গচ্ছ, বর্তিকাং তাবদানয়।

বিসন্ধি—অস্তি + অত্র। দৃশ্যম্ + ইদম্। অর্ধলিখিতম্ + এতৎ + বিনোদস্থানম্। তাবৎ + আনয়।

অন্বয়—রেখাপ্রান্তেষু মলিনঃ স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশো দৃশ্যতে। ইদঞ্চ কপোলপতিতম্ অশ্রু বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ দৃশ্যম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — এতৎ (এই উক্তি) পশ্চাত্তাপগুরোঃ (তীব্র অনুতাপের কারণে বর্দ্ধিত) স্নেহস্য (অনুরাগের) অনবলেপস্য চ (এবং নিরহঙ্কার প্রেমের) সদৃশম্ (যোগ্য বটে)। বিদূষকঃ — ভোঃ (আচ্ছা মহারাজ), ইদানীং (এখন এই ছবিতে) তিস্রঃ তত্রভবত্যঃ দৃশ্যন্তে (তিনজন রমণীকে দেখা যাচ্ছে)। সর্বাঃ চ দর্শনীয়াঃ (সকলেই দেখতে সুন্দর)। অত্র (এদের মধ্যে) কতমা তত্রভবতী শকুন্তলা (কোন্ জন শকুন্তলা)? সানুমতী — অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য (এমন রূপ এ কখনও দেখেনি) মোহদৃষ্টিঃ অয়ম্ (তাই এর চোখ ঠিক ধরতে পারছে না)। রাজা — ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি (কাকে শকুন্তলা ব'লে তোমার মনে হয়)? বিদূষকঃ — তর্কয়ামি (আমায় মনে হয়) শিথিলকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তেন (যার চুলের খোপা খুলে যাওয়ায় তা থেকে ফুল খসে পড়েছে) উদ্‌ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন (যার মুখে ঘামের ফোটা লেগে রয়েছে) বিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্ (যার হাত-দুখানা খুব শিথিল হয়ে আছে) অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য (জলসেচন করায় স্নিগ্ধ এবং নতুন পাতা বেরিয়েছে এমন আম গাছের) পার্শ্বে (পাশে) ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা (কিছুটা পরিশ্রান্তের মত যাকে আঁকা হয়েছে) সা শকুন্তলা (সেই হচ্ছে শকুন্তলা)। ইতরে সখ্যৌ ইতি (অন্য দুজন হ'ল তার সখী)। রাজা — নিপুণো ভবান্ (তুমি নিপুণ বটে)। অস্তি অত্র মে ভাবচিহ্নম্ (অবশ্য এই ছবিতে আমার মনের আবেগের চিহ্নও ধরা পড়েছে)। রেখাপ্রান্তেষু (ছবির ধারের রেখাগুলি যেখানে শেষ হয়েছে) মলিনঃ স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ দৃশ্যতে (সেখানে আমার ঘর্মাক্ত আঙ্গুল থেকে কালো ছোপ পড়েছে)। ইদং চ কপোলপতিতম্ অশ্রু (আমার গাল বেয়ে পড়া চোখের জলের ফোঁটা ছবিতে পড়েছে) বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ দৃশ্যম্ (ছবির প্রথম রঙ ফুটে বেরিয়ে তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে)। চতুরিকে (চতুরিকা), এতৎ বিনোদস্থানম্ অর্ধলিখিতম্ (আমার চিত্তবিনোদনের আশ্রয় এই ছবিখানা অসম্পূর্ণ আছে)। গচ্ছ (যাও), বর্তিকাং তাবৎ আনয় (তুলি নিয়ে এস')।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — রাজার এই কথা তীব্র অনুতাপে বেড়ে ওঠা অনুরাগের এবং নিরহঙ্কার প্রেমের যোগ্য বটে।

বিদূষক — আচ্ছা মহারাজ, এখন (এই ছবিতে) তিনজন রমণীকে দেখতে পাচ্ছি। সকলেই দেখতে সুন্দর। এদের মধ্যে কোন্ জন শকুন্তলা?

সানুমতী — এমন রূপ ও কখনও দেখিনি। তাই এর চোখ ঠিক ধরতে পারছে না।

রাজা — তোমার কাকে শকুন্তলা বলে মনে হয়?

বিদূষক — মাথার খোপা খুলে যাওয়ায় যার চুলের প্রান্ত থেকে ফুল খসে পড়েছে, মুখে যার ঘাম লেগে রয়েছে, হাত দুখানা যার খুব শিথিল হয়ে আছে, জলসেচন করায় দেখতে স্নিগ্ধ এবং নতুন পাতা বেরিয়েছে এমন আমগাছের পাশে কিছুটা পরিশ্রান্তের মত যাকে আঁকা হয়েছে — সেই হচ্ছে শকুন্তলা। আর অন্য দুজন তার সখী।

রাজা — তুমি নিপুণ বটে। শকুন্তলার ছবিতে অবশ্য আমার আবেগের কিছু চিহ্নও ধরা পড়েছে।

ছবির ধারের রেখাগুলি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আমার ঘর্মাক্ত আঙ্গুল থেকে কালো ছোপ পড়েছে। আমার গাল বেয়ে পড়া চোখের জলের ফোঁটা ছবিতে পড়েছে (কিংবা — আমার চোখের জল ছবিতে আঁকা শকুন্তলার গালে পড়েছে)। ছবির প্রথম-দেওয়া রঙ্ সেখান থেকে ফুটে বেরিয়ে তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে।

চতুরিকা, আমার চিত্তবিনোদনের (একমাত্র) আশ্রয় এই ছবিখানা অসম্পূর্ণ আছে। যাও, তুলি নিয়ে এস'।

রাঘবভট্ট—সদৃশমেতৎ পশ্চাত্তাপেন গুরোরধিকস্য প্রাপ্তস্যৈবাধিকত্বম্। স্নেহস্যানবলেপস্য নির্দোষস্য। স্বাভাবিকস্যেত্যর্থঃ। ভোঃ, ইদানীং তিস্রস্তত্রভবত্যো দৃশ্যন্তে। সর্বাশ্চ দর্শনীয়াঃ। কতমা তাসাং মধ্যে তত্রভবতী শকুন্তলা। অনভিজ্ঞঃ খল্বীদৃশস্য রূপস্য মোহদৃষ্টির্মুগ্ধদৃষ্টিরয়ং জনঃ। তর্কয়ামি যৈষা শিথিলিতকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তেনোদ্ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন বিশেষতোঽধিকমপসৃতাভ্যাং নতাংসাভ্যাং বাহুভ্যাং ভুজাভ্যামবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তেব। অত্র পূর্বং তৃতীয়ান্তত্রয়ং হেতুত্বেন যোজ্যম্। আলিখিতা সা শকুন্তলা। ইতরে সখ্যৌ। ভাবেন সাত্ত্বিকভাবেন কৃতং চিহ্নং ভাবচিহ্নম্। মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। 'তাবচ্চিহ্নম্' ইতি পাঠে সুবোধমেব। স্বিন্নেতি। স্বিন্না যা অঙ্গুলয়ঃ সাত্ত্বিকভাবাত্তাসাং বিনিবেশঃ স্থিতিঃ। রেখাপ্রান্তেষু তত্রৈকচিত্রপটসংযোগান্মলিনো দৃশ্যতে। মলিনত্বং স্বেদাদেব চিত্রপটোদ্ঘর্ষণাৎ। 'কপোলপতিতং লিখিতাকৃতিকপোলপ্রাপ্তমশ্রু মম সাত্ত্বিকভাবেনাৎপন্নঃ চেদং বর্তিকা চিত্রপটে লেপবিশেষস্তস্যোচ্ছ্বাস উচ্ছূনতা তস্মাৎ। 'পটলেপে পক্ষিভেদে তূলিকায়াং চ বর্তিকা' ইত্যজয়ঃ। অনুমানানুপ্রাসৌ। অনেন হেতুলক্ষণং ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'স হেতুরিতি নির্দিষ্টো যৎ সাধ্যর্থং প্রসাধকম্' ইতি। বর্তিকাং তূলিকাম্।

সুষমা—[১] ভাবচিহ্নম্ — ভাব-(অনুরাগ)-কৃতং চিহ্নম্ (মধ্যপদলোপী / উত্তরপদলোপী কর্মধা)। অথবা ভাবস্য চিহ্নম্ (ষষ্ঠী তৎ)। [২] স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ — স্বিন্নাঃ অঙ্গুলয়ঃ (কর্মধা), তাসাং বিনিবেশঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩] বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। বর্তিকা — বর্ণলেপ। পাঠান্তর — বর্ণকোচ্ছ্বাসাৎ। এই পাঠটিই সহজবোধ্য। রাঘবভট্ট অনুসারে মূলে পাঠ রাখা হয়েছে। [৪] অনুমানালঙ্কার। অনুপ্রাস। [৫] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—ইতিপূর্বেও দেখেছি বিদূষক অনেক ব্যাপারেই আমাদের কাছে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন। সানুমতী — 'অণভিণ্ণো ক্খু ঈদিসস্স রূবস্স মোহদিট্‌ঠী অঅং জণো' — এরকম বললেও তিনি যে 'অনভিজ্ঞ', 'মোহদৃষ্টি' নন তার প্রমাণ আমরা পেলাম। 'সমবয়োরূপ' তিন জনের মধ্যে শকুন্তলা কোন্ জন — তা বুঝতে প্রথম নজরে সন্দেহ হতেই পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করেই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে আলাদা করতে পেরেছেন।

বিদূষকের বর্ণনার ভঙ্গীও কি অপরূপ! প্রথম অঙ্কের রাজার 'স্রস্তাংসবিতিমাত্র —' ইত্যাদির সঙ্গে বিদূষকের বর্ণনার আন্তরিক মিল লক্ষণীয়। রাজার অঙ্কনপারদর্শিতার পরিচয়ও এতে পাওয়া যাচ্ছে।

আলোচ্য অংশে 'কপোলপতিতম্' পদটির 'কপোলে পতিতম্' অর্থাৎ চিত্রিত শকুন্তলার কপোলে পতিত — এরকম ব্যাখ্যা রাঘবভট্ট (এবং তদনুসারে এম. আর. কালে) প্রভৃতি প্রদান করলেও তা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। তার চাইতে 'কপোলাৎ পতিতম্' অর্থাৎ রাজার গাল বেয়ে পড়া অশ্রু ছবিতে পড়েছে — এমনটা ধরাই অভিপ্রেত মনে হয়েছে।

[৬.২৪]

►► চতুরিকা — অজ্জ মাঢব্ব, অবলম্ব চিত্তফলঅং জাব আঅচ্ছেমি। (আর্য মাধব্য, অবলম্বস্ব চিত্রফলকং যাবৎ আগচ্ছামি।)

রাজা — অহমেবৈতদবলম্বে। (যথোক্তং করোতি)

(নিষ্ক্রান্তা চেটী)

অহং হি —

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং
চিত্রার্পিতাং পুনরিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ১৬ ॥

বিসন্ধি—অহম্ + এব + এতৎ + অবলম্বে। প্রিয়াম্ + উপগতাম্ + অপহায়। পুনঃ + ইমাম্। নিকামজলাম্ + অতীত্য।

অন্বয়—সখে, পূর্বং সাক্ষাৎ উপগতাং প্রিয়াম্ অপহায় চিত্রার্পিতাম্ ইমাম্ বহুমন্যমানঃ অহং পথি নিকামজলাং স্রোতোবহাম্ অতীত্য মৃগতৃষ্ণিকায়াং প্রণয়বান্ জাতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—চতুরিকা — আর্য মাঢব্য (আর্য মাধব্য), যাবৎ আগচ্ছামি (আমি যতক্ষণ না আসি) অবলম্বস্ব চিত্রফলকম্ (ছবিখানা একটু ধর)। রাজা — অহম্ এব (আমিই) এতৎ অবলম্বে (এটা ধরছি)। [যথোক্তং করোতি — তাই করলেন।] [নিষ্ক্রান্তা চেটী — চেটী বেরিয়ে গেলেন।] অহং হি (আমি) — সখে (বন্ধু), পূর্বং সাক্ষাৎ উপগতাং প্রিয়াম্ (আগে যখন প্রিয়া নিজেই উপস্থিত হয়েছিল তখন তাকে) অপহায় (অবজ্ঞা করে) চিত্রার্পিতাম্ ইমাম্ বহুমন্যমানঃ (এখন ছবিতে আঁকা তাকে কত সমাদর করছি) ; অহং (আমি যেন) পথি (পথে পড়া) নিকামজলাং স্রোতোবহাম্ অতীত্য (ভরা জলের নদীকে পরিত্যাগ করে) মৃগতৃষ্ণিকায়াং প্রণয়বান্ জাতঃ (মরীচিকায় আসক্ত হয়েছি)।

বঙ্গানুবাদ—চতুরিকা — আর্য মাধব্য, আমি যতক্ষণ না আসি ছবিখানা একটু ধর'।

রাজা — আমি নিজেই ধরছি। (তাই করলেন)

(চেটী বেরিয়ে গেলেন)

বন্ধু আমি আগে যখন প্রিয়া নিজেই উপস্থিত হয়েছিল তখন তাকে অবজ্ঞা করে এখন ছবিতে আঁকা তাকে খুব সমাদর করছি। আমি যেন পথে জলে পরিপূর্ণ নদীকে উপেক্ষা ক'রে এসে এখন মরীচিকায় আসক্ত হয়েছি।

রাঘবভট্ট—আর্য মাঢব্যেতি বিদূষকসংজ্ঞা। অবলম্বস্ব চিত্রফলকং যাবদাগচ্ছামি সাক্ষাদিতি। পূর্বমব্যবহিতসময়ে। ন তু কালান্তরে। অন্যথোপগতামিতি প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থেনার্থপৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। কেবলং নারীমাত্রং ন, অপি তু প্রিয়াম্। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষেণ। 'সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতুল্যয়োঃ' ইত্যমরঃ। উপ সমীপে গতাং প্রাপ্তাম্। ন ত্বাভাসমাত্রেণ ন চাশ্রুতাগমনাম্। অথ চ প্রত্যক্ষেণ প্রিয়ামিতি জ্ঞাতামপহায়াবগণয্য। ন তু ত্যক্ত্বা। ত্যক্তস্য পুনরুপাদানে মহাপুরুষস্যানৌচিত্য-প্রসঙ্গাৎ। পুনরনন্তরং চিত্রার্পিতাং লিখিতামিমাং পুরতো দৃশ্যমানাং বহুমন্যমান আদরেণাবলো-কমানঃ। পথি মার্গে নিকামজলাং সংপূর্ণোদকাং স্রোতোবহাং নদীম্। অথচ যতো নিকামজলামতঃ স্রোতোবহাং প্রবহদ্রূপামিতি বা যোজ্যম্। অতীত্যাতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকায়াং মরুমরীচিকায়াং প্রণয়বান্ প্রীতিযুক্তো জাতঃ। হেতুনিদর্শনাশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। মুপমপেতি মন্যমান ইতি ছেকানুপ্রাসোঽপি। অপহায় বহুমন্যমান ইত্যনয়োর্নির্হেতুকত্বং নাশঙ্কনীয়ম্। শাপস্য তন্মোক্ষেণ বিরহস্য প্রকরণলভ্যত্বাৎ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্।

সুষমা—[১] উপগতাম্ — উপ — গম্ + ক্ত, টাপ্। [২] অপহায় — অপ — হা + ল্যপ্। [৩] স্রোতোবহাম্ — বহতীতি বহ্ + অচ্ কর্তরি, স্ত্রীলিঙ্গে = বহা। স্রোতসাং বহা (ষষ্ঠী তৎ) তাম্। [৪] নিকামজলাম্ — নিকামং জলং যস্যাং (বহুব্রী), তাম্। [৫] অতীত্য — অতি — ইণ্ + ল্যপ্। [৬] প্রণয়বান্ — প্রণীয়তে অনেন ইতি প্র — নী + অচ্ করণে = প্রণয়ঃ। সঃ অস্য অস্তি ইতি প্রণয় + মতুপ্ = প্রণয়বান্। বৈদিক প্রয়োগ। কেননা

'সুখাদিভ্যশ্চ' সূত্রে সুখাদি শব্দে (যার মধ্যে 'প্রণয়' আছে) মতুবর্থে 'ইনি' প্রত্যয় হয়। সুতরাং লৌকিকে রূপ হবে 'প্রণয়ী'। 'সুখাদিভ্যশ্চ' সূত্রের 'চ'-কারের দ্বারা মতুপ্ সিদ্ধ — এমন কথাও বলা হয়েছে। [৭] মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ — মৃগাণাং তৃষ্ণা মৃগতৃষ্ণা। সা অস্তি অস্মিন্ ইতি মৃগতৃষ্ণা + অচ্, মত্বর্থে। স্ত্রীলিঙ্গে — মৃগতৃষ্ণা। সা এব ইতি মৃগতৃষ্ণা + ক স্ত্রীলিঙ্গে = মৃগতৃষ্ণিকা। [৮] অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধা নিদর্শনা অলঙ্কার। শ্রুতি-বৃত্তি-ছেকানুপ্রাস। [৯] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—রাজার 'অহমেবৈতদবলম্বে' এই উক্তিতে যেন অনুরাগ ক্ষরিত হচ্ছে। পাছে বিদূষকের হাতে যোগ্য যত্ন না পায় — তাই 'অহমেব'।

[৬.২৫]

বিদূষকঃ — (আত্মগতম্) এসো অত্তভবং ণদিং অদিক্কমিঅ মিঅতিণ্হিআং সংকন্তো। (প্রকাশম্) ভো, অবরং কিং এত্থ লিহিদব্বং? (এষঃ অত্রভবান্ নদীম্ অতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকাং সংক্রান্তঃ। ভোঃ অপরং কিম্ অত্র লিখিতব্যম্?)

সানুমতী — জো জো পদেসো সহীএ মে অহিরূবো তং তং আলিহিদুকামো ভবে। (যঃ যঃ প্রদেশঃ সখ্যা মেঽভিরূপঃ তং তম্ আলিখিতুকামঃ ভবেৎ।)

রাজা — শ্রূয়তাম্,

> **কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী**
> **পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।**
> **শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ**
> **শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্ ॥ ১৭ ॥**

বিসন্ধি—পাদাঃ + তাম্ + অভিতঃ। তরোঃ + নির্মাতুম্ + ইচ্ছামি + অধঃ।

অন্বয়—সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী কার্যা। তাম্ অভিতঃ নিষন্নহরিণাঃ পাবনাঃ গৌরীগুরোঃ পাদাঃ কার্যাঃ। শাখালম্বিতবল্কলস্য তরোঃ অধঃ কৃষ্ণমৃগস্য শৃঙ্গে বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীং চ নির্মাতুম্ ইচ্ছামি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — [আত্মগতম্ — মনে মনে] এষঃ অত্রভবান্ (ইনি) নদীম্ অতিক্রম্য (নদী পার হয়ে এসে) মৃগতৃষ্ণিকাং সংক্রান্তঃ (মরীচিকার আবর্তে পড়েছেন)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] ভোঃ, অপরং কিম্ অত্র লিখিতব্যম্ (বন্ধু, এখানে আর কি কি আঁকতে হবে)? সানুমতী — যঃ যঃ প্রদেশঃ (যে যে জায়গা) মে সখ্যাঃ অভিরূপঃ (আমার সখীর প্রিয় ছিল) তং তম্ আলিখিতুকামঃ ভবেৎ (সেই সেই জায়গা, ইনি আঁকতে চাইছেন মনে হয়)। রাজা — শ্রূয়তাম্ (সখা, শোন) — সৈকতলীনহংসমিথুনা (যার পাড়ে হংসমিথুন বসে আছে এমন) স্রোতোবহা মালিনী কার্যা (মালিনী নদী আঁকতে হবে)। তাম্ অভিতঃ (সেই নদীর দুই পাড়ে) নিষণ্ণহরিণা (হরিণেরা বসে আছে এমন) পাবনাঃ (পবিত্র)

গৌরীগুরোঃ পাদাঃ কার্যাঃ (হিমালয়ের প্রত্যন্ত ছোট ছোট পর্বত আঁকতে হবে)। শাখালম্বিতবল্কলস্য তরোঃ অধঃ (শাখায় পরিধেয় বাকল ঝুলছে এমন গাছের তলায়) কৃষ্ণমৃগস্য শৃঙ্গে (কৃষ্ণসার হরিণের শিঙে) বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীং চ (নিজের বাম চোখ ঘসছে এমন এক হরিণীও) নির্মাতুম্ ইচ্ছামি (আমি আঁকতে চাই)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — (মনে মনে) ইনি দেখছি (সত্যই) নদী পার হয়ে এসে মরীচিকার আবর্তে পড়েছেন।

(প্রকাশ্যে) বন্ধু, এখানে আর কি কি আঁকতে হবে?

সানুমতী — যে যে জায়গা আমার সখীর প্রিয় ছিল সেই সেই জায়গা ইনি আঁকতে চাইছেন মনে হয়।

রাজা — বন্ধু শোন'।

পাড়ে হংসমিথুন বসে আছে এমন মালিনী নদী আঁকতে হবে ; সেই নদীর দুই পাড়ে হরিণেরা বসে আছে এমন হিমালয়ের পবিত্র ছোট ছোট (প্রত্যন্ত) পর্বত আঁকতে হবে। তাছাড়া শাখায় পরিধেয়-বাকল ঝুলছে এমন এক গাছের তলায় একটি কৃষ্ণসগর হরিণের শিঙে নিজের বাম চোখ ঘসছে, এমন এক হরিণীও আমি আঁকতে চাই।

রাঘবভট্ট—এষোঽত্রভবান্ নদীমতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকাং সংক্রান্তঃ। অয়মেতস্যাঃ কথং নিবর্তনীয়ো ভবিষ্যতীত্যাশয়ঃ। পূর্বম্ উন্মত্তানাং পন্থা অনেন গৃহীত ইত্যুক্তেঃ। ভোঃ, অপরং কিমত্র লিখিতব্যম্। যো যঃ প্রদেশঃ সখ্যা সংবন্ধী মেঽভিরূপঃ সুন্দরস্তং তমালিখিতুকামো ভবেৎ। কার্যেতি। অনেন পদ্যেনাশ্রমস্থং পূর্বানুভূতং তদানীংতনমুদ্দীপনং বিভাবগণং স্মরতি। তে চ স্মৃতাঃ সংভ্রমপ্রবাসহেতুকং বিরহমেব পোষয়ন্তি। সৈকতে লীনং হংসমিথুনং যস্যাঃ সা। অনেনোদ্দীপকত্বাতিশয়ো ব্যজ্যতে। মালিনীনাম্নী স্রোতোবহা নদী কার্যা। স্রোতোবহেত্যনেন জলবাহিত্বম্, তেন স্বভাবাপরিত্যাগঃ, তেন রমণীয়ত্বম্, তেন চোদ্দীপকত্বং ব্যজ্যতে। মালিনীমভিত ইত্যভিতোযোগে দ্বিতীয়া। গৌরীগুরোর্হিমবতঃ। অনেন কন্যাপিতৃত্বেন তদ্দুঃখানুভবাৎ তৎপ্রদেশেঽবিঘ্নিতসংকেতত্বং দ্যোত্যতে। নিষণ্ণহরিণা ইত্যনেনাত্যন্তবিবিক্তত্বম্। তেন ভৃশমুদ্দীপকত্বম্, তেন চ সুরতক্ষমত্বং ধ্বন্যতে। পাবনা ইত্যনেন শুচিত্বেন রম্যত্বেন পর্যবসানম্। পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ। কার্যা ইত্যনুষজ্যতে। শাখাস্বালম্বিতানি বল্কলানি বৃক্ষত্বচো যস্য। অনেনাশ্রমপথানতিদূরত্বেন তস্যাঃ শালীনত্বং ধ্বনিতম্। তস্য তরোরধঃ কৃষ্ণমৃগস্য শৃঙ্গে। বামনয়নমিতি স্ত্রীস্বভাবত্বাৎ। কণ্ডূয়মানাং মৃগীং নির্মাতুমিচ্ছামি। অত্র কণ্ডূয়নং শৃঙ্গারানুভাবসূচকং ঘর্ষণমাত্রম্। অনেনাপ্যুদ্দীপকত্বং ধ্বনিতম্। পূর্বং কার্যেত্যুক্ত্বা নির্মাতুমিচ্ছামীত্যুক্তিস্তু ঘর্ষণস্য লেখনাযোগাৎ তেনৈতদপী-চ্ছামি। ন বস্তুতঃ কর্তব্যমিতি ভাবঃ। স্বভাবোক্তিঃ। লীনলিনীতি গৌরীগুরোরিতি মৃগমৃগীমিতি মনমানামিতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। গৌরীগুরোরিতি প্রসঙ্গোপাদানাদুদাত্তা-লংকারশ্চ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] সৈকতলীনহংসমিথুনা — সৈকতে লীনানি হংসমিথুনানি যত্র সা (বহুব্রী)। তুঃ 'সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু।' (ভট্টিকাব্য, দ্বিতীয় সর্গ)। সিকতাঃ সন্তি অস্মিন্ ইতি সিকতা + অণ্ মত্বর্থে = সৈকতম্। 'সিকতা' শব্দ সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গ এবং বহুবচন। [২] তাম্ — 'অভিতঃ' শব্দযোগে দ্বিতীয়া। [৩] নিষণ্ণহরিণা — নিষণ্ণাঃ হরিণাঃ যেষু তে (বহুব্রী)। নি — সদ্ + ক্ত কর্তরি = নিষণ্ণ। [৪] শাখালম্বিতবল্কলস্য — শাখাসু লম্বিতানি বল্কলানি যস্য (বহুব্রী) তস্য। [৫] কণ্ডূয়মানাম্ — কণ্ডূ + যক্ + শানচ্ স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্। তুঃ 'শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ'। (কুমারসম্ভব, তৃতীয় সর্গ)। [৬] তুল্যযোগিতা, স্বভাবোক্তি এবং উদাত্ত অলঙ্কার। ছেক-বৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাস। [৭] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

[৬.২৬]

বিদূষকঃ — (আত্মগতম্) জহ অহং দেক্খামি পূরিদব্বং ণেন চিত্তফলঅং লম্বকুচ্চাণং তাবসাণং কদম্বেহিং। (যথা অহং পশ্যামি পূরিতব্যম্ অনেন চিত্রফলকং লম্বকূর্চানাং তাপসানাং কদম্বৈঃ।)

রাজা — বয়স্য, অন্যচ্চ শকুন্তলায়াঃ প্রসাধনমভিপ্রেতং বিস্মৃতমস্মাভিঃ।

বিদূষকঃ — কিং বিঅ? (কিম্ ইব?)

সানুমতী — বণবাসস্স সোউমারস্স বিণঅস্স অ জং সরিসং ভবিস্সদি। (বনবাসস্য সৌকুমার্যস্য বিনয়স্য চ যৎ সদৃশং ভবিষ্যতি।)

রাজা —

> কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে
> শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেসরম্।
> ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং
> মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥ ১৮ ॥

বিসন্ধি— অন্যৎ + চ। প্রসাধনম্ + অভিপ্রেতম্। বিস্মৃতম্ + অস্মাভিঃ। শিরীষম্ + আগন্ড ...।

অন্বয়—হে সখে, কর্ণার্পিতবন্ধনং, আগণ্ডবিলম্বিকেসরং শিরীষং ন কৃতম্ ; ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং মৃণালসূত্রং স্তনান্তরে রচিতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — [আত্মগতম্ — মনে মনে] যথা অহং পশ্যামি (আমি যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে) অনেন (ইনি) লম্বকূর্চানাং তাপসানাং কদম্বৈঃ (লম্বা দাড়িওয়ালা অসংখ্য তপস্বীদের এঁকে) চিত্রফলকং পূরিতব্যম্ (এই ছবিখানা ভরিয়ে ফেলবেন)। রাজা — বয়স্য (বন্ধু), শকুন্তলায়াঃ (শকুন্তলার) অন্যচ্চ অভিপ্রেতং প্রসাধনম্ (অন্য কিছু প্রিয় ভূষণও) বিস্মৃতম্ অস্মাভিঃ (আমি আঁকতে ভুলে গিয়েছি)। বিদূষকঃ — কিম্ ইব (কি রকম)? সানুমতী — বনবাসস্য (বনবাসের) সৌকুমার্যস্য (সুকুমারতার) বিনয়স্য চ (এবং

বিনয়ের) যৎ সদৃশং ভবিষ্যতি (উপযুক্ত এমন কিছু হবে — আশা করি)। রাজা — হে সখে (বন্ধু), কর্ণার্পিতবন্ধনং (বোঁটার দিকটা কানে লাগানো আছে এমন) আগণ্ডবিলম্বিকেসরং শিরীষং (এবং কেসরগুলি গাল পর্যন্ত ঝুলে আছে এমন শিরীষ ফুল) ন কৃতম্ (আঁকা হয়নি)। শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং মৃণালসূত্রং (শরতের চাঁদের কিরণের মত শুভ্র এবং মৃদু মৃণালের হার) স্তনান্তরে (স্তনদ্বয়ের মধ্যে) ন বা রচিতম্ (আঁকা হয়নি)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — (মনে মনে) যা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় যে ইনি (শীগ্‌গিরই) অসংখ্য লম্বাদাড়িওয়ালা তপস্বীদের এঁকে ছবিখানা ভরিয়ে ফেলবেন।

রাজা — বন্ধু, শকুন্তলার অন্য কিছু প্রিয় ভূষণও আমি আঁকতে ভুলে গেছি।

বিদূষক — কি রকম?

সানুমতী — (অবশ্যই) বনবাসের, সখীর সুকুমারতার এবং বিনয়ের উপযুক্ত কিছু হবে বোধ হয়।

রাজা — বোঁটার দিকটা (শকুন্তলার) কানে পরানো আছে আর কেশরগুলি গাল পর্যন্ত ঝুলে আছে এমন এক শিরীষ ফুল আঁকা হয়নি। তাছাড়া শরতের চাঁদের কিরণের মত' শুভ্র এবং মৃদু মৃণালের হারও (প্রিয়ার) স্তনদ্বয়ের মধ্যে আঁকা হয়নি।

রাঘবভট্ট—যথাহং পশ্যামি। পূরিতব্যমনেন চিত্রফলকং লম্বকূর্চনাং তাপসানাং কদম্বৈঃ সমূহৈঃ। প্রসাধানমলংকরণম্। অভিপ্রেতমভিমতম্। কিমিব। বনবাসস্যেত্যনেন পুষ্পাদিকম্, সৌকুমার্যস্য চেত্যনেন কুসুমানামপি যৎ কোমলতরং তদেকদ্বিত্রিধারণং চ, অবিনয়স্য চেত্যনেন শেখরাদিব্যাবর্তনং ব্যজ্যতে। যৎ সদৃশঃ ভবিষ্যতি। কৃতমিতি। অত্র কর্ণশব্দেন স্বস্য তেন ভূষণত্বং বোধয়তা নৈকট্যাৎ কর্ণশিরোন্তরালদেশো লক্ষ্যতে। তেন পরস্পরোপকারকারণাদন্যোন্যালংকারো ব্যঙ্গ্যঃ। তত্রার্পিতমারোপিতং বন্ধনং বৃন্তং যস্য তৎ। গণ্ডং মর্যাদীকৃত্য বিলম্বিতাঃ কেসরা যস্য তৎ। এতেন কেবলং কর্ণং ন ভূষয়তি, অপিতু গণ্ডমপীতি ব্যজ্যতে। শিরীষং শিরীষপুষ্পং ন কৃতম্। হে সখে। শিরীষপদেন কোমলত্বং ধ্বনয়তান্যৎ তদযোগ্যমিতি তস্যাঃ সুকুমারাঙ্গত্বং ব্যজ্যতে। শিরীষকেসরমধ্যে তত্র তস্যৈব সমাবেশযোগ্যত্বাৎ। এতেন তৎস্তনয়োরতিপীবরতয়া পরস্পরোৎপীড়নত্বম্, তেনালিঙ্গনযোগ্যত্বম্, তেন চ তদপ্রাপ্ত্যা স্বস্যাধন্যত্বাদি ব্যজ্যতে। রচিতং ন চেতি সংবন্ধঃ। অত্রাপ্যন্যোন্যশোভাহেতুত্বেনান্যোন্যালংকারো ব্যঙ্গ্যঃ। ক্রিয়য়োঃ সমুচ্চিতত্বাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। একাধিকরণত্বেনাপি তস্যেষ্টত্বাৎ। উপমা চ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসয়োঃ সংকরঃ। শিরীসরেতি রীচিরচীতি ত্রংতরে ইতি ছেকানুপ্রাসোঽপি। 'শ্লেষানুপ্রাসমকচিত্রেষু শসয়োর্নভিৎ' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। বংশস্থং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] কর্ণার্পিতবন্ধনম্ — কর্ণয়োঃ অর্পিতং বন্ধনং যস্য তৎ (বহুব্রী)। [২] আগণ্ডবিলম্বিকেসরম্ — আ গণ্ডাৎ = আগণ্ডম্ (অব্যয়ীভাব); আগণ্ডং সাধু বিলম্ব্যন্তে ইতি আগণ্ড — বি-লম্ব্ + ণিনি কর্তরি সাধুকারিণি = আগন্ডবিলম্বিনঃ। তাদৃশাঃ কেসরাঃ

যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [৩] শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলম্ — শরদঃ চন্দ্রঃ (ষষ্ঠী তৎ) তস্য মরীচিঃ (ষষ্ঠী তৎ) তদ্বৎ কোমলম্ (উপমান কর্মধা)। [৪] সমুচ্চয় অলঙ্কার। তাছাড়া উপমা। অন্যোন্য শোভাহেতুত্বের উল্লেখে অন্যোন্য, শ্রুত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৫] বংশস্থবিল ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচ্য অংশের 'বিণঅস্স্' (সানুমতীর উক্তি) — এর পাঠান্তর 'অবিণঅস্স্'। রাঘবভট্ট 'অবিণঅস্স্' ধরে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। 'শেখরাদিব্যাবর্তনং ব্যজ্যতে'। তবে প্রথমে দুটি করণীয় ব'লে পরে একটি অকরণীয় বলা স্বাভাবিক মনে হয় না।

[৬.২৭]

বিদূষকঃ — ভো, কিং ণু তত্তহোদী রত্তকুবলঅপল্লবসোহিণা অগ্গহত্থেণ মুহং ওবারিঅ চইদচইদা বিঅ ঠিআ। (সাবধানং নিরূপ্য দৃষ্ট্বা) আ, এসো দাসীএ পুত্তো কুসুমরসপাডচ্চরো তত্তহোদীএ বঅণং অহিলঙ্ঘেদি মহুঅরো। (ভোঃ, কিংনু তত্রভবতী রক্তকুবলয়পল্লবশোভিনা অগ্রহস্তেন মুখম্ অপবার্য চকিতচকিতা ইব স্থিতা। আঃ, এষ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চরঃ তত্রভবত্যাঃ বদনম্ অভিলঙ্ঘতি মধুকরঃ।)

রাজা — ননু বার্যতামেষ ধৃষ্টঃ।

বিদূষকঃ — ভবং এব্ব অবিণীদাণং সাসিদা ইমস্স বারণে পহবিস্সদি। (ভবান্ এব অবিনীতানাং শাসিতা অস্য বারণে প্রভবিষ্যতি।)

রাজা — যুজ্যতে। অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে, কিমত্র পরিপতনখেদমনুভবসি।

এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।
প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু বিনা ত্বয়া পিবতি ॥ ১৯ ॥

সন্ধি—বার্যতাম্ + এষঃ। কিম্ + অত্র। পরিপতনখেদম্ + অনুভবসি। তৃষিতা + অপি। ভবন্তম্ + অনুরক্তা।

অন্বয়—অনুরক্তা এষা মধুকরী তৃষিতা কুসুমে নিষণ্ণা সতী অপি ভবন্তং প্রতিপালয়তি। ত্বয়া বিনা মধু ন খলু পিবতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — ভোঃ (বয়স্য), তত্রভবতী (ইনি) রক্তকুবলয়পল্লবশোভিনা অগ্রহস্তেন (লাল পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর আঙ্গুলে) মুখম্ অপবার্য (মুখ ঢেকে) চকিতচকিতা ইব (যেন খুব চকিতভাবে) কিং নু স্থিতা (কেন দাঁড়িয়ে আছেন)? [সাবধানং নিরূপ্য দৃষ্ট্বা — মনোযোগের সঙ্গে ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখতে পেয়ে] আঃ (আঃ) এষঃ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চর মধুকরঃ (এযে দেখি দাসীর পুত্র অর্থাৎ হতচ্ছাড়া ফুলের মধু চুরি করে বেড়ানো ভ্রমর) তত্রভবত্যাঃ (তাঁর অর্থাৎ শকুন্তলার) বদনম্ অভিলঙ্ঘতি (মুখের

দিকেই ছুটে আসছে)। রাজা — ননু বার্যতাম্ এষঃ ধৃষ্টঃ (আরে এই দুষ্ট ভ্রমরকে বারণ কর)। বিদূষকঃ — অবিনীতানাং শাসিতা (দুর্বিনীতের শাসক) ভবান্ এব (আপনিই কেবল) অস্য বারণে প্রভবিষ্যতি (একে বারণ করতে পারেন)। রাজা — যুজ্যতে (ঠিক বলেছ')। অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে (শোন হে ফুলে ভরা লতার প্রিয় অতিথি), কিম্ অত্র পরিপতনখেদম্ অনুভবসি (এখানে আমার প্রিয়ার গায়ে অকারণে বসতে চেষ্টা ক'রছ কেন)? অনুরক্তা এষা মধুকরী (তোমার প্রতি অনুরক্ত এই ভ্রমরী) তৃষিতা (তৃষ্ণার্ত হ'য়ে) কুসুমে নিষণ্ণা সতী অপি (ফুলের উপর বসেও) ভবন্তং প্রতিপালয়তি (তোমার জন্য অপেক্ষা করছে)। ত্বয়া বিনা (তোমাকে ছাড়া) মধু ন খলু পিবতি (এ মধু পান করবেই না। সুতরাং তুমি তার কাছে গেলেই তো ভাল হয় — এই ভাব।)

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — বয়স্য, ইনি লাল পদ্মের পাপড়ির মত আঙ্গুলে মুখ ঢেকে যেন খুব চকিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? (মনোযোগের সঙ্গে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পেয়ে) আরে, এযে দেখি হতচ্ছাড়া, ফুলের মধু চুরি করে বেড়ানো ভ্রমর, শকুন্তলার মুখের দিকেই ছুটে আসছে।

রাজা — আরে, এই দুষ্ট ভ্রমরকে বারণ কর।

বিদূষক — দুর্বিনীতের শাসক কেবলমাত্র আপনিই একে বারণ করতে পারেন।

রাজা — ঠিকই বলেছ। শোন হে ফুলে-ভরা লতার প্রিয় অতিথি, এখানে আমার প্রিয়ার গায়ে অকারণে বসতে চাইছ' কেন?

তোমার অনুরাগিণী এই ভ্রমরী তৃষ্ণার্ত হ'য়ে ফুলের উপর বসেও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাকে ছাড়া একা ও মধু পান করবেই না (সুতরাং তার কাছেই যাও না কেন।)

রাঘবভট্ট—কিং নু তত্রভবতী রক্তকুবলয়স্য পল্লবঃ পত্রং তদ্বচ্ছোভিনা। যদ্বা রক্তৌ কুবলয়পল্লবৌ তদ্বচ্ছোভিনা অগ্রহস্তেন মুখমপবার্য চকিতচকিতেব স্থিতা কিং ন্বিতি সংবন্ধঃ। এষ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চরঃ পুষ্পমধুচৌরঃ। অনেনৈবাপরাধেন দণ্ড্যোঽপরাধান্তরে চ সুতরাং দণ্ডনীয় ইতি ব্যজ্যতে। যস্যাঃ কস্যাশ্চিন্ন, অপি তত্রভবত্যাঃ পূজ্যায়া বদনম-ভিলঙ্ঘতি। মধুকর ইতি সাভিপ্রায়ম্। রাজ্ঞস্তু তদ্দেশ এব তিষ্ঠামীতি ঋদ্ধ্যা নন্বিত্যাদ্যুক্তিঃ। বিদূষকস্তু চিত্রগতস্য বারয়িতুমশক্যত্বাদিতি সোল্লুণ্ঠং স্বভাবোক্তিমাহ — ভবানেবাবিনীতানাং শাসিতাস্য বারণে প্রভবিষ্যতি। রাজা তু তাদৃক্‌ত্বঋদ্ধ্যৈব প্রত্যুত্তরয়তি — যুজ্যত ইতি। কুসুমগ্রহণং লতায়াঃ সম্ভাবসূচনার্থম্। কুসুমযুক্তা লতা কুসুমলতেতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। তস্যা অপি প্রিয়োঽতিথির্ন তু যঃ কশ্চিদতিথিস্তস্য সংবোধনম্। যত্র তু সা তাদৃশী লতা তত্র পরিপতনমনুচিতম্। অনুভবসি নাত্র নাতিথিত্বং সুতরাং ন প্রিয়াতিথিত্বম্ পরিপতনরূপ এব খেদস্তমনুভবসি ন তু মধুলবলাভোঽপীতি ভাবঃ। চিত্রলিখিতায়াং তৎপুষ্পে ভ্রমর্যপি লিখিতা তামুদ্দিশ্যৈষেত্যুক্তিঃ। এষেতি। কুসুমনিষণ্ণেত্যনেন তবাযত্নসাধ্যং স্থানমিতি ভাবঃ। অনুরক্তেত্যনেন তব তত্রোচিতং গমনমিতি ধ্বন্যতে। তৃষিতাভিলাষবত্যপি মধুকরী স্বাভাব্যাৎ

সতী বিদ্যমানা পতিব্রতা চ মধুকরী ভবন্তং প্রতিপালয়তীতি প্রেমাতিশয়ঃ ত্বয়া বিনা মধু ন পিবতি। অত্র চিত্রন্যস্তায়াঃ স্বাভাবিকস্য পানাভাবস্য ত্বয়া বিনেতি কৃত্রিমস্য বাহভেদাধ্যবসায়াদতিশয়োক্তিঃ। অথবা মাধবীলতায়াং তাদৃশীং মধুকরীং দৃষ্টৈবেত্যুক্তিঃ। অত্র তৃষিতত্বং কুসুমোপর্যুপবেশনাদেব। নায়িকানায়কব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। সতী পতিব্রতা মধুকরীতি ভিন্নরূপৈর্ণৈকদেশবিবর্তিরূপকমপি। মধুমধ্বিতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ।

সুষমা—[১] কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে — কুসুমসমেতা লতা — কুসুমলতা (শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী বা উত্তরপদলোপী কর্মধা)। প্রিয়ঃ অতিথিঃ (কর্মধা)। কুসুমলতায়াঃ প্রিয়াতিথিঃ (ষষ্ঠী তৎ), সম্বোধনে। [২] প্রতিপালয়তি — প্রতি-পাল্ + ণিচ্ (স্বার্থে) + লট্, প্রথমপু. একব.। [৩] চিত্রে ন্যস্ত ভ্রমরীর মধুপান অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও ভ্রমরী ভ্রমরের জন্য অপেক্ষা করছে — এরকম বর্ণনায় অতিশয়োক্তি। ভ্রমর-ভ্রমরীতে নায়ক-নায়িকার ব্যবহার আরোপে সমাসোক্তি। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৪] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রথম অঙ্কে বর্ণিত শকুন্তলার প্রতি ভ্রমরের অনুসরণ এবং সেই সময়ের অন্যান্য কথোপকথনের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুষ্যন্তের আঁকা শকুন্তলার একখানি চিত্রের কথা আছে। ইতিপূর্বে যখন (৬।২৩ অংশ দ্রষ্টব্য) চিত্রফলকটি প্রথম আনা হয় তখন রাজা বিদূষককে ছবিতে আঁকা তিন সুন্দরীর মধ্যে কে শকুন্তলা তা নির্ণয় করতে বলায় বিদূষক বলেন — 'মাথার খোপা খুলে যাওয়ায় যার চুলের প্রান্ত থেকে ফুল খসে পড়েছে, মুখে যার ঘাম লেগে রয়েছে, হাত দুখানা যার শিথিল হয়ে আছে, জলসেচন করায় দেখতে স্নিগ্ধ এবং নতুন পাতা বেরিয়েছে এমন আমগাছের পাশে কিছুটা পরিশ্রান্তের মত যাঁকে আঁকা হয়েছে — সেই হচ্ছে শকুন্তলা।' ('তক্কেমি যা এসা সিঢিলকেসবন্ধনুব্বন্তকুসুমেণ ...' ইত্যাদি)। প্রথম অঙ্কের 'স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ —' (১।২৮ অংশের ২৭ নং শ্লোক) ইত্যাদি তুলনীয়।

এখন সেই একই চিত্রফলকের সেই শকুন্তলারই বর্ণনা দিচ্ছেন — 'ইনি ভ্রমরের ভয়ে লাল পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর আঙ্গুলে মুখ ঢেকে যেন খুব চকিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।' প্রথম অঙ্কের 'চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং —' (১।২০ অংশে ২১ নং শ্লোক) ইত্যাদি তুলনীয়। একই চিত্রে এই দুই পৃথক্ অবস্থার ছবি ফুটিয়ে তোলা কিভাবে সম্ভব, তা বিচার্য। একই ক্যানভাসে অনেক কটা ছবি ছিল? তাও মনে হয় না। সেক্ষেত্রে ক্যানভাসের আকার অনেক বড় হবে। অন্ততঃ পক্ষে এত ছোট হতে পারে না যে তা বিদূষক বগলে লুকিয়ে রাখতে পারে। একটু পরেই সেই ঘটনা আমরা জানবো।

[৬.২৮]

সানুমতী — অজ্জ অভিজাদং কখু এসো বারিদো। (অদ্য অভিজাতং খলু এষঃ বারিতঃ।)

বিদূষকঃ — পডিসিদ্ধা বি বামা এসা জাদী। (প্রতিষিদ্ধা অপি বামা এষা জাতিঃ।)

রাজা — এবং ভোঃ, ন মে শাসনে তিষ্ঠসি। শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি —

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর প্রিয়ায়া-
স্ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥ ২০ ॥

বিসন্ধি—সদয়ম্ + এব। প্রিয়ায়াঃ + ত্বাম্।

অন্বয়—হে ভ্রমর, অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং রতোৎসবেষু ময়া সদয়মেব পীতং প্রিয়ায়াঃ বিম্বাধরং চেৎ স্পৃশসি, ত্বাং কমলোদরবন্ধনস্থং কারয়ামি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — অদ্য (আজ) অভিজাতং খলু এষ বারিতঃ (একে ভালোভাবেই বারণ করা হ'ল)। বিদূষকঃ — এষা জাতিঃ প্রতিষিদ্ধা অপি (এই জীবকে বারণ করলেও) বামা (তা শোনে না)। রাজা — এবং ভোঃ (ওহে, ভ্রমর, তাই নাকি)! ন মে শাসনে তিষ্ঠসি (তুমি আমার আদেশ মানছো না কেন)? শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি (তাহলে এবার শোন') — হে ভ্রমর (ওহে ভ্রমর) অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ম্ (অন্য কারুর স্পর্শে ম্লান হয়নি এমন ছোট চারাগাছের পল্লবের মত লোভনীয়) রতোৎসবেষু (মিলনোৎসবেও) সদয়মেব পীতং প্রিয়ায়াঃ বিম্বাধরং (প্রিয়ার যে রক্তিম অধর আমি সদয়ভাবে ধীরে ধীরে পান করেছি, সেই অধর) চেৎ স্পৃশসি (যদি তুমি স্পর্শ কর) ত্বাং (তবে তোমায়) কমলোদরবন্ধনস্থং কারয়ামি। (কমলিনীর অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখবো)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — আজ একে ভালোভাবেই বারণ করা হ'ল (আচ্ছা বকুনি দেওয়া হল)।

বিদূষক — তবে এই জীবকে বারণ করলেও তা কানে তোলে না।

রাজা — তাই নাকি! আমার আদেশ তুমি মানছ' না কেন? ঠিক আছে, তাহলে এবার শুনে রাখ' —

ওহে ভ্রমর, অন্য কারুর স্পর্শে ম্লান হয়নি এমন ছোট চারাগাছের নতুন পল্লবের মত লোভনীয় প্রিয়ার এই রক্তিম অধর, যা আমি মিলোনাৎসবের সময়েও সদয়ভাবে ধীরে ধীরে পান করেছি, তা যদি তুমি স্পর্শ কর, তবে তোমায় আমি কমলিনীর অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখব'।

রাঘবভট্ট—অদ্যাধুনাভিজাতং ন্যায্যং যথা স্যাদেবং খল্বেষ বারিতঃ। 'অভিজাতঃ স্মৃতো ন্যায্যে' ইতি বিশ্বঃ। প্রতিষিদ্ধাপি বামৈষা জাতিরিতি বিদূষকবচনং সোল্লুণ্ঠমেব। রাজ্ঞোঽপি পূর্ববদেব। শাসন আজ্ঞায়াম্। অক্লিষ্টেতি। অক্লিষ্টঃ কেনাপি ন মৃদিতো বালো নূতনস্তরোঃ পল্লবস্তদ্বল্লোভনীয়ং সুন্দরম্। অত্র তাৎস্থ্যং বক্তুং তরুপদোপাদানম্। যদ্বা বালো যস্তররুস্তস্য পল্লবঃ। অক্লিষ্টশ্চাসৌ বালতরুপল্লবশ্চেতি। এতেন কোমলত্বলৌহিত্যাতিশয়ো ব্যজ্যতে। প্রিয়ায়া বিম্বাধরং বিম্বসদৃশমধরমিতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। তথা চ বামনঃ — 'বিম্বাধর

ইতি বৃত্তৌ মধ্যমপদলোপি (?) ন্যাম্' ইতি। রতোৎসবেষু তয়া সহ রতমুৎসবরূপমিত্যর্থঃ। তেষু ময়োৎকণ্ঠাতিশয়বতাপি সদয়ং স্বাদং স্বাদং চ পীতং ন তু নির্দয়ং তদ্দষ্টম্। তেনাতি-কোমলত্বং ধ্বনিতম্। অথচ পীতমপ্যক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়মিতি বিধেয়ং বিশেষণম্। তেন ভ্রমরস্য স্পর্শেঽপি হেতুত্বং তেন ভ্রান্তিমানলংকারো ব্যজ্যতে। হে ভ্রমর, ত্বং চেত্তং স্পৃশসি তদা কমলস্যোদেরে বন্ধনস্থং ত্বাং কারয়ামি। অনেন সূর্যস্যাপি নিজাজ্ঞাকারিত্বং ধ্বন্যতে। স্বাভাবিকস্য তস্য স্বপ্রযোজকত্বব্যাপারেণোক্তেরতিশয়োক্তিশ্চ। প্রতিনায়ক-ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। উন্মত্তাবস্থাবর্ণনাদনৌচিত্যং ন। কমলোদরে জলমধ্যে বন্ধনস্থমিতি শ্লেষোঽপি। হেতুরূপকোপমানুপ্রাসাঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ম্ — বালঃ তরুঃ (কর্মধা) অক্লিষ্টঃ বালতরুঃ (কর্মধা) তস্য পল্লবঃ (ষষ্ঠী তৎ) তদ্বৎ লোভনীয়ম্ (উপমা কর্মধা)। [২] বিম্বাধরম্ — বিম্বাকারঃ অধরঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস), তম্। [৩] কমলোদরবন্ধনস্থম্ — কমলস্য উদরম্ (ষষ্ঠী তৎ), তদেব বন্ধনম্ (রূপক কর্মধা)। তত্র তিষ্ঠতি ইতি। [৪] প্রতিনায়কের ব্যবহার আরোপে সমাসোক্তি। 'বিম্বাধর' এ উপমা। 'কমলোদরবন্ধনে' রূপক। তাছাড়া শ্লেষ, হেতু, অনুপ্রাস। [৫] বসন্ততিলক ছন্দ।

[৬.২৯]

▶▶ বিদূষকঃ — এব্বং তিক্খণদণ্ডস্স কিংণ ভাইস্সদি। (প্রহস্য, আত্মগতম্) এসো দাব উম্মত্তো। অহং পি এদস্স সঙ্গেণ ঈদিসবণ্ণো বিঅ সংবুত্তো। (প্রকাশম্) ভো, চিত্তং ক্খু এদং। (এবং তীক্ষ্ণদণ্ডস্য কিং ন ভেষ্যতি। এষ তাবৎ উন্মত্তঃ। অহম্ অপি এতস্য সঙ্গেন ঈদৃশবর্ণ ইব সংবৃত্তঃ। ভোঃ, চিত্রং খলু এতৎ।)

রাজা — কথং, চিত্রম্?

সানুমতী — অহং পি দাণিং অবগদত্থা, কিং উণ জহালিহিদাণুভাবী এসো। (অহম্ অপি ইদানীম্ অবগতার্থা, কিং পুনঃ যথালিখিতানুভাবী এষঃ।)

রাজা — বয়স্য, কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্।

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা ॥ ২১ ॥

(বাষ্পং বিহরতি।)

সানুমতী — পুব্বাবরবিরোহী অপুব্বো এসো বিরহমগ্গো। (পূর্বাপরবিরোধী অপূর্বঃ এষঃ বিরহমার্গঃ।)

বিসন্ধি—কিম্ + ইদম্ + অনুষ্ঠিতম্। দর্শনসুখম্ + অনুভবতঃ। সাক্ষাৎ + ইব। পুনঃ + অপি।

অন্বয়—তন্ময়েন হৃদয়েন সাক্ষাদিব দর্শনসুখম্ অনুভবতঃ মে স্মৃতিকারিণা ত্বয়া কান্তা পুনরপি চিত্রীকৃতা।

রাজা — এবং ভোঃ, ন মে শাসনে তিষ্ঠসি। শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি —

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর প্রিয়ায়া-
স্ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥ ২০ ॥

বিসন্ধি—সদয়ম্ + এব। প্রিয়ায়াঃ + ত্বাম্।

অন্বয়—হে ভ্রমর, অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং রতোৎসবেষু ময়া সদয়মেব পীতং প্রিয়ায়াঃ বিম্বাধরং চেৎ স্পৃশসি, ত্বাং কমলোদরবন্ধনস্থং কারয়ামি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সানুমতী — অদ্য (আজ) অভিজাতং খলু এষ বারিতঃ (একে ভালোভাবেই বারণ করা হ'ল)। বিদূষকঃ — এষা জাতিঃ প্রতিষিদ্ধা অপি (এই জীবকে বারণ করলেও) বামা (তা শোনে না)। রাজা — এবং ভোঃ (ওহে, ভ্রমর, তাই নাকি)! ন মে শাসনে তিষ্ঠসি (তুমি আমার আদেশ মানছো না কেন)? শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি (তাহলে এবার শোন') — হে ভ্রমর (ওহে ভ্রমর) অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ম্ (অন্য কারুর স্পর্শে ম্লান হয়নি এমন ছোট চারাগাছের পল্লবের মত লোভনীয়) রতোৎসবেষু (মিলনোৎসবেও) সদয়মেব পীতং প্রিয়ায়াঃ বিম্বাধরং (প্রিয়ার যে রক্তিম অধর আমি সদয়ভাবে ধীরে ধীরে পান করেছি, সেই অধর) চেৎ স্পৃশসি (যদি তুমি স্পর্শ কর) ত্বাং (তবে তোমায়) কমলোদরবন্ধনস্থং কারয়ামি। (কমলিনীর অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখবো)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী — আজ একে ভালোভাবেই বারণ করা হ'ল (আচ্ছা বকুনি দেওয়া হল)।

বিদূষক — তবে এই জীবকে বারণ করলেও তা কানে তোলে না।

রাজা — তাই নাকি! আমার আদেশ তুমি মানছ' না কেন? ঠিক আছে, তাহলে এবার শুনে রাখ' —

ওহে ভ্রমর, অন্য কারুর স্পর্শে ম্লান হয়নি এমন ছোট চারাগাছের নতুন পল্লবের মত লোভনীয় প্রিয়ার এই রক্তিম অধর, যা আমি মিলোনাৎসবের সময়েও সদয়ভাবে ধীরে ধীরে পান করেছি, তা যদি তুমি স্পর্শ কর, তবে তোমায় আমি কমলিনীর অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখব'।

রাঘবভট্ট—অদ্যাধুনাভিজাতং ন্যায্যং যথা স্যাদেবং খল্বেষ বারিতঃ। 'অভিজাতঃ স্মৃতো ন্যায্যে' ইতি বিশ্বঃ। প্রতিষিদ্ধাপি বামৈষা জাতিরিতি বিদূষকবচনং সোল্লুণ্ঠমেব। রাজ্ঞোঽপি পূর্ববদেব। শাসন আজ্ঞায়াম্। অক্লিষ্টেতি। অক্লিষ্টঃ কেনাপি ন মৃদিতো বালো নূতনস্তরোঃ পল্লবস্তদ্বল্লোভনীয়ং সুন্দরম্। অত্র তাৎস্থ্যং বক্তুং তরুপদোপাদানম্। যদ্বা বালো যস্তরুস্তস্য পল্লবঃ। অক্লিষ্টশ্চাসৌ বালতরুপল্লবশ্চেতি। এতেন কোমলত্বলৌহিত্যাতিশয়ো ব্যজ্যতে। প্রিয়ায়া বিম্বাধরং বিম্বসদৃশমধরমিতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। তথা চ বামনঃ — 'বিম্বাধর

ইতি বৃত্তৌ মধ্যমপদলোপি (?) ন্যাম্' ইতি। রতোৎসবেষু তয়া সহ রতমুৎসবরূপমিত্যর্থঃ। তেষু ময়োৎকণ্ঠাতিশয়বতাপি সদয়ং স্বাদং স্বাদং চ পীতং ন তু নির্দয়ং তদ্দষ্টম্। তেনাতি-কোমলত্বং ধ্বনিতম্। অথচ পীতমপ্যক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়মিতি বিধেয়ং বিশেষণম্। তেন ভ্রমরস্য স্পর্শেঽপি হেতুত্বং তেন ভ্রান্তিমানলংকারো ব্যজ্যতে। হে ভ্রমর, ত্বং চেত্তং স্পৃশসি তদা কমলস্যোদেরে বন্ধনস্থং ত্বাং কারয়ামি। অনেন সূর্যস্যাপি নিজাজ্ঞাকারিত্বং ধ্বন্যতে। স্বাভাবিকস্য তস্য স্বপ্রযোজকত্বব্যাপারেণোক্তেরতিশয়োক্তিশ্চ। প্রতিনায়ক-ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। উন্মত্তাবস্থাবর্ণনাদনৌচিত্যং ন। কমলোদরে জলমধ্যে বন্ধনস্থমিতি শ্লেষোঽপি। হেতুরূপকোপমানুপ্রাসাঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ম্ — বালঃ তরুঃ (কর্মধা) অক্লিষ্টঃ বালতরুঃ (কর্মধা) তস্য পল্লবঃ (ষষ্ঠী তৎ) তদ্বৎ লোভনীয়ম্ (উপমা কর্মধা)। [২] বিম্বাধরম্ — বিম্বাকারঃ অধরঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস), তম্। [৩] কমলোদরবন্ধনস্থম্ — কমলস্য উদরম্ (ষষ্ঠী তৎ), তদেব বন্ধনম্ (রূপক কর্মধা)। তত্র তিষ্ঠতি ইতি। [৪] প্রতিনায়কের ব্যবহার আরোপে সমাসোক্তি। 'বিম্বাধর' এ উপমা। 'কমলোদরবন্ধনে' রূপক। তাছাড়া শ্লেষ, হেতু, অনুপ্রাস। [৫] বসন্ততিলক ছন্দ।

[৬.২৯]

বিদূষকঃ — এব্বং তিক্খণদণ্ডস্স কিংণ ভাইস্সদি। (প্রহস্য, আত্মগতম্) এসো দাব উন্মত্তো। অহং পি এদস্স সঙ্গেণ ঈদিসবণ্ণো বিঅ সংবুত্তো। (প্রকাশম্) ভো, চিত্তং ক্খু এদং। (এবং তীক্ষ্ণদণ্ডস্য কিং ন ভেষ্যতি। এষ তাবৎ উন্মত্তঃ। অহম্ অপি এতস্য সঙ্গেন ঈদৃশবর্ণ ইব সংবৃত্তঃ। ভোঃ, চিত্রং খলু এতৎ।)

রাজা — কথং, চিত্রম্?

সানুমতী — অহং পি দাণিং অবগদত্থা, কিং উণ জহালিহিদাণুভাবী এসো। (অহম্ অপি ইদানীম্ অবগতার্থা, কিং পুনঃ যথালিখিতানুভাবী এষঃ।)

রাজা — বয়স্য, কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্।

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা ॥ ২১ ॥

(বাষ্পং বিহরতি।)

সানুমতী — পুব্বাবরবিরোহী অপুব্বো এসো বিরহমগ্গো। (পূর্বাপরবিরোধী অপূর্বঃ এষঃ বিরহমার্গঃ।)

বিসন্ধি—কিম্ + ইদম্ + অনুষ্ঠিতম্। দর্শনসুখম্ + অনুভবতঃ। সাক্ষাৎ + ইব। পুনঃ + অপি।

অন্বয়—তন্ময়েন হৃদয়েন সাক্ষাদিব দর্শনসুখম্ অনুভবতঃ মে স্মৃতিকারিণা ত্বয়া কান্তা পুনরপি চিত্রীকৃতা।

বাংলা প্রতিশব্দ—বিদূষকঃ — এবং তীক্ষ্ণদণ্ডস্য (আপনি যদি এত কঠোর দণ্ড দেন) কিং ন ভেষ্যতি (তবে কেন ভয় পাবে না)! [প্রহস্য, আত্মগতম্ — হেসে, মনে মনে] এষঃ তাবৎ উন্মত্তঃ (ইনি পাগল হয়ে গেছেন)। অহমপি (আমিও) এতস্য সঙ্গেন (এঁর সঙ্গে থেকে) ঈদৃশবর্ণঃ ইব সংবৃত্তঃ (সেইরকমই হয়ে যাচ্ছি)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] ভোঃ (বন্ধু), চিত্রং খলু এতৎ (আরে এটাতো ছবি)। রাজা — কথং, চিত্রম্ (কি বললে, এটা ছবি)? সানুমতী — অহমপি ইদানীম্ অবগতার্থা (আমিও ভুলে গিয়েছিলাম যে এটা ছবি, এখন আবার যা সত্য তা ধরতে পারলাম) ; কিং পুনঃ যথালিখিতানুভাবী এষঃ (সুতরাং যিনি আঁকা জিনিষকে নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করছেন — তাঁরতো এরকম ভ্রম হতেই পারে)। রাজা — বয়স্য (বন্ধু) কিমিদং পৌরোভাগ্যম্ অনুষ্ঠিতম্ (তুমি এমন অন্যায় কাজ করলে কেন?) তন্ময়েন হৃদয়েন (তন্ময় হৃদয়ে) সাক্ষাৎ ইব দর্শনসুখম্ অনুভবতঃ (সাক্ষাৎ প্রিয়ার দর্শনে যে সুখ তাই অনুভব ক'রছিলাম) ; মে স্মৃতিকারিণা ত্বয়া (কিন্তু আমাকে 'এটা ছবি' একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি) কান্তা পুনরপি চিত্রীকৃতা (আমার প্রিয়াকে আবার ছবিতে পরিণত করেছ')। বাষ্পং বিহরতি — অশ্রুবিসর্জন করতে থাকলেন]। সানুমতী — পূর্বাপরবিরোধী (পূর্বাপরবিরুদ্ধ) অপূর্বঃ এষঃ বিরহমার্গঃ (অপূর্ব এই বিরহমার্গ)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক — আপনি যদি এত কঠিন শাস্তি দেন তবে আর ভয় পাবে না কেন! (হেসে, মনে মনে) ইনিতো পাগল হয়ে গেছেন। এঁর সঙ্গে থেকে আমারও দেখছি সেই দশাই হয়েছে। (প্রকাশ্যে) আরে বন্ধু, এটাতো ছবি।

রাজা — কি বললে? ছবি?

সানুমতী — আমিও ভুলে গিয়েছিলাম যে এটা ছবি ;এখন আবার যা সত্যি, তা ধরতে পারলাম। সুতরাং যিনি আঁকা জিনিষকেই হৃদয় দিয়ে অনুভব্ করছেন — তাঁরতো এরকম ভ্রম হতেই পারে।

রাজা — বন্ধু, তুমি এরকম অন্যায় কাজ করলে কেন?

আমি তন্ময় হৃদয়ে প্রিয়ার সাক্ষাৎ দর্শনে যে সুখ, তাই অনুভব ক'রছিলাম। কিন্তু এটা ছবি' — একথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি আমার প্রিয়াকে আবার ছবিতে পরিণত করেছ'।

(অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।)

সানুমতী — পূর্বাপরবিরোধী অপূর্ব এই বিরহমার্গ।

রাঘবভট্ট—এবং তীক্ষ্ণদণ্ডস্য কিং ন ভেষ্যতি। এষ তাবদুন্মত্তঃ। অহমপ্যেতস্য সঙ্গেনেদৃশা বর্ণা অক্ষরাণি যস্য স ইব সংবৃত্তঃ। সোল্লুণ্ঠোত্তরদানেন সহজতয়োন্মত্তাবস্থায়াং পর্যবসানাদিতি ভাবঃ। ভোঃ, চিত্রং খল্বেতৎ। 'রাজা — যুজ্যতে' ইত্যাদিনৈতদন্তেন ভ্রান্তির্নাম সংধ্যন্তরাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'ভ্রান্তির্বিপর্যয়জ্ঞানং প্রসঙ্গস্যাবিনিশ্চয়াৎ' ইতি। অহমপীদানীমবগতার্থা। চিত্রমিতি জ্ঞানং মমাপ্যধুনা জাতমিত্যর্থঃ। কিং পুনর্যথা-

লিখিতানুভাব্যেষ বিদূষকঃ (? রাজা)। 'রাজা — ননু বার্যতামেষ ধৃষ্টঃ' ইত্যাদিনা 'বঞ্চনস্থম্' ইত্যন্তেন তন্ময়ত্বপ্রবাসবিপ্রলম্ভকামদশাবস্থা সূচিতা। 'তন্ময়ং তৎপ্রকাশে হি বাহ্যাভ্যন্তরতস্তথা' ইতি তল্লক্ষণাৎ। পৌরোভাগ্যং দোষদর্শিত্বম্। 'দোষৈকদৃক্ পুরোভাগী' ইত্যমরঃ। দর্শনেতি। তন্ময়েন শকুন্তলাময়েন সাক্ষাদিব দর্শনে সুখমনুভবতো মম স্মৃতিকারিণা চিত্রমিতি স্মরণং কৃতবতা ত্বয়া কান্তা চিত্রীকৃতালেখ্যস্থা কৃতা। অথবাশ্চর্যরূপা কৃতা। 'আলেখ্যাশ্চর্যয়ো-শ্চিত্রম্' ইত্যমরঃ। স্মৃতিকারিণা চিত্রীকৃতেতি শব্দশক্তিমূলো বিরোধাভাসো ব্যঙ্গ্যঃ। উৎপ্রেক্ষা। বতবতেতি যেনযেনেতি কৃতাকান্তেতি ছেকশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। ভোজেন তু — 'পরপ্রযত্নাদপি স্মরণে স্মরণালংকারঃ' ইত্যুক্ত্বা তদলংকারে ইদমুদাহৃতম্। 'রাজা — অকারণপরিত্যাগ —' ইত্যাদিনৈতদন্তেন চিত্রং নাম সংধ্যন্তরাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণম্ — 'চিত্রং ত্বাকারস্য বিলেখনম্' ইতি। পূর্বাপরবিরোধ্যপূর্ব এষ বিরহমার্গঃ। পূর্বং চিত্রস্য চিত্রত্বেন জ্ঞানম্, পুনস্তস্যোন্মাদাবস্থায়াং সত্যত্বেন জ্ঞানম্, পুনরপি চিত্রত্বেন জ্ঞানমিতি পূর্বাপরবিরোধঃ! উন্মাদাবস্থানন্তরং মূর্চ্ছাদ্যবস্থায়া অভাবাদিতি ভাবঃ। অত এবাপূর্ব আশ্চর্যকারী।

সুষমা—[১] পৌরোভাগ্যম্ — পুরোভাগী = দোষৈকদর্শী॥ (পঞ্চম অঙ্কে ব্যখ্যাত)। ষ্যঞ্ প্রত্যয়। [২] হৃদয়েন — করণে তৃতীয়া। [৩] স্মৃতিকারিণা — স্মৃতিং করোতি ইতি স্মৃতি + কৃ + ণিনি সাধুকারিণি কর্তরি = স্মৃতিকারী। তেন। [৪] চিত্রীকৃতা — অভূততদ্ভাবে চ্বি। [৫] উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ভোজরাজ এই শ্লোক স্মরণ অলঙ্কারের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সাম্যবশতঃ চিত্রে শকুন্তলার দর্শনসুখের উল্লেখে ভ্রান্তিমান্। [৬] আর্যা ছন্দ।

অধ্যাপনা—'পূর্বাপরবিরোধী' অপূর্ব বিরহ! প্রথমে চিত্রে চিত্রজ্ঞান, উন্মাদাবস্থায় চিত্রে বাস্তবপ্রতীতি আবার শেষে পুনরায় চিত্রজ্ঞান। একই সঙ্গে অনঙ্গদশায় উন্মাদাবস্থার পরে মূর্চ্ছা। এখানে তার বর্ণনা নেই। সেই কারণেও বিরোধ (দ্রঃ অর্থদ্যোতনিকা) — রাঘবভট্ট এরকম ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

[৬.৩০]

রাজা — বয়স্য, কথমেবমবিশ্রান্তদুঃখমনুভবামি।

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥ ২২ ॥

সানুমতী — সব্বহা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেসদুক্খং সউন্দলাএ। (সর্বথা প্রমার্জিতঃ ত্বয়া প্রত্যাদেশদুঃখং শকুন্তলায়াঃ।)

বিসন্ধি—কথম্ + এবম্ + অবিশ্রান্তদুঃখম্ + অনুভবামি। খিলীভূতঃ + তস্যাঃ। বাষ্পঃ + তু। দদাতি + এনাম্। চিত্রগতাম্ + অপি।

অন্বয়—প্রজাগরাৎ তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ খিলীভূতঃ ; বাষ্পস্তু এনাং চিত্রগতামপি দ্রষ্টুং ন দদাতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — বয়স্য (বন্ধু), কথম্ এবম্ অবিশ্রান্তদুঃখম্ অনুভবামি (এই অবিরাম দুঃখ কিভাবে সহ্য করি)? প্রজাগরাৎ (রাতে ঘুম হয় না, তাই) তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ (স্বপ্নের মাঝে তাকে যে দেখব') খিলীভূতঃ (সে পথ বন্ধ)। বাষ্পস্তু (আবার চোখে জল এসে) এনাং চিত্রগতামপি (ছবিতে আঁকা একেও) দ্রষ্টুং ন দদাতি (দেখতে দিচ্ছে না)। সানুমতী — শকুন্তলায়াঃ প্রত্যাদেশদুঃখং (শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে আপনি তাকে যত দুঃখ দিয়েছেন) ত্বয়া সর্বথা প্রমার্জিতম্ (আপনি সব রকম ভাবেই তা আজ ধুয়ে-মুছে দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — বন্ধু, এই অবিরাম দুঃখ কিভাবে সহ্য করি?

রাতে ঘুম আসে না; তাই স্বপ্নের মধ্যে যে তার সঙ্গে মিলিত হব — সে পথ বন্ধ। আবার চোখে জল এসে ছবিতে আঁকা একেও দেখতে দিচ্ছে না।

সানুমতী — শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে যত দুঃখ দিয়েছিলেন, আজ সব রকম ভাবেই তা ধুয়ে-মুছে দিলেন।

রাঘবভট্ট—প্রজাগরাদিতি। তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ প্রজাগরাৎ খিলীভূতো নিরুদ্ধঃ। তু পুনর্বাষ্পোঽশ্রুপ্রবাহঃ। 'বাষ্পো নেত্রজলোষ্মণোঃ' ইতি বিশ্বঃ। এনাং চিত্রগতামপি। প্রত্যক্ষদর্শনং পুনরনুপপন্নমিত্যপিশব্দার্থঃ। দ্রষ্টুং ন দদাতি। হেত্বনুপ্রাসৌ। সর্বথা প্রমার্জিতং ত্বয়া প্রত্যাদেশদুঃখং শকুন্তলায়াঃ।

সুষমা—[১] প্রজাগরাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [২] খিলীভূতঃ — অভূততদ্ভাবে চ্বি। [৩] দ্রষ্টুম্ — এখানে তুমুনের প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'বাষ্পঃ এনাং দ্রষ্টুং ন দদাতি।' 'দদাতি'র কর্তা বাষ্প। 'দ্রষ্টুম্' এর কর্তা উহ্য 'অহম্'। কবিবিবক্ষায় ভিন্নকর্তৃত্বেও তুমুন্। অনুরূপ প্রয়োগ বহুব্যবহৃত। অনেকে এরকম ক্ষেত্রে 'স্থিত' প্রভৃতি শব্দ অধ্যাহার করে থাকেন। [৪] হেতু অলঙ্কার। তাছাড়া অনুপ্রাস। [৫] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—সত্যিই রাজার অবিশ্রান্ত দুঃখ। জাগ্রত অবস্থায় শকুন্তলাকে কাছে পান না। স্বেচ্ছায় আগত তাকে তিনি অন্যায়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বপ্নে তাকে পেলে কিছু শান্তি পেতেন। কিন্তু স্বপ্নের জন্য যে নিদ্রার প্রয়োজন — আর তিনি তো কাটান বিনিদ্র রজনী। সুতরাং স্বপ্নেও তাকে পান না। চিত্রে অঙ্কন করে দেখবেন — তারও উপায় নেই। চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুতরাং শকুন্তলার বিরহে কোন ছেদ নেই। "হৃদয়মিষুভিঃ কামস্যান্তঃ সশল্যমিদং সদা / কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্। / ন চ সুবদনামালেখ্যেঽপি প্রিয়ামসমাপ্য তাং / মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি ॥' — (বিক্রমোর্বশীয়, ২.১০)। "ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া- / মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্। / অস্ত্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে / ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥" (মেঘদূত, উত্তরমেঘ)।

[৬.৩১]

●▸ চতুরিকা — জেদু জেদু ভট্টা। বট্টিআকরণ্ডঅং গেণ্হিঅ ইদোমুহং পত্থিদ ম্হি। (জয়তু জয়তু ভর্তা। বর্তিকাকরণ্ডকং গৃহীত্বা ইতোমুখং প্রস্থিতা অস্মি।)

রাজা — কিংচ।

চতুরিকা — সো মে হত্থাদো অন্তরা তরলিআদুদীআএ দেবীএ বসুমদী অহং এব্ব অজ্জউত্তস্স উবণইস্সং ত্তি সবলক্কারং গহীদো। (সঃ মে হস্তাৎ অন্তরা তরলিকাদ্বিতীয়য়া দেব্যা বসুমত্যা অহম্ এব আর্যপুত্রস্য উপনেষ্যামি ইতি সবলাৎকারং গৃহীতঃ।)

বিদূষকঃ — দিট্ঠিআ তুমং মুক্কা। (দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা।)

চতুরিকা — জাব দেবীএ বিডবলগ্গং উত্তরীঅং তরলিআ মোচেদি তাব মএ ণিব্বাহিদো অত্তা। (যাবৎ দেব্যাঃ বিটপলগ্নম্ উত্তরীয়ং তরলিকা মোচয়তি তাবৎ ময়া নির্বাহিতঃ আত্মা।)

রাজা — বয়স্য, উপস্থিতা দেবী বহুমানগর্বিতা চ। ভবানিমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু।

বিদূষকঃ — অত্তাণং ত্তি ভণাহি। (চিত্রফলকমাদায়োত্থায় চ) জই ভবং অন্তেউরকালকূডাদো মুঞ্চীঅদি তদো মং মেহপ্পডিচ্ছন্দে প্পাসাদে সদ্দাবেহি। (দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ) (আত্মানম্ ইতি ভণ। যদি ভবান্ অন্তঃপুরকালকূটাৎ মোক্ষ্যতে তদা মাং মেঘপ্রতিচ্ছন্দে প্রাসাদে শব্দাপয়।)

সানুমতী — অণ্ণসংকন্তহিঅও বি পঢ়মসংভাবণং অবেক্খদি সিঢিলসোহদো দাণিং এসো। (অন্যসংক্রান্তহৃদয়ঃ অপি প্রথমসংভাবনাম্ অপেক্ষতে শিথিলসৌহার্দং ইদানীম্ এষঃ।)

বিসন্ধি—ভবান্ + ইমাম্। চিত্রফলকম্ + আদায় + উত্থায়।

বাংলা প্রতিশব্দ—[প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] চতুরিকা — জয়তু জয়তু ভর্তা (প্রভুর জয় হোক্ জয় হোক্)। বর্তিকাকরণ্ডকং গৃহীত্বা (তুলির পাত্র নিয়ে) ইতোমুখং প্রস্থিতা অস্মি (এইদিকে আসছিলাম)। রাজা — কিং চ (তারপর)? চতুরিকা — অন্তরা (পথিমধ্যে) তরলিকাদ্বিতীয়য়া দেব্যা বসুমত্যা (তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে দেবী বসুমতী উপস্থিত হয়ে) অহম্ এব আর্যপুত্রস্য উপনেষ্যামি (আমিই আর্যপুত্রের কাছে এগুলো নিয়ে যাচ্ছি) ইতি (এই ব'লে) সঃ (সেই তুলির পাত্র) মে হস্তাৎ (আমার হাত থেকে) সবলাৎকারং গৃহীতঃ (জোর করে নিয়ে নিলেন)। বিদূষকঃ — দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা (বরাত-জোরে তুমি ছাড়া পেয়েছ')। চতুরিকা — দেব্যাঃ বিটপলগ্নম্ উত্তরীয়ং (গাছের ডালে দেবীর উত্তরীয় জড়িয়ে গেলে) যাবৎ তরলিকা মোচয়তি (তরলিকা যখন তা ছাড়াতে গেল) তাবৎ (সেই অবসরে) ময়া

নির্বাহিতঃ আত্মা (আমি পালিয়ে এলাম)। রাজা — বয়স্য (বন্ধু), উপস্থিতা দেবী (দেবী এসে পড়েছেন) বহুমানগর্বিতা চ (এবং (তিনি খুব অভিমানিনী)। ভবান্, ইমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু (তুমি এই ছবিখানাকে রক্ষা কর)। বিদূষকঃ — আত্মানম্ ইতি ভণ ('আমাকে রক্ষা কর' — এটাই বলুন)। [চিত্রফলকম্ আদায় উত্থায় চ — ছবি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে] যদি ভবান্ (যদি আপনি) অন্তঃপুরকালকূটাৎ মোক্ষ্যতে (অন্তঃপুরের কালকূট-বিষ থেকে মুক্তি পান) তদা (তাহলে) মাং (আমাকে) মেঘপ্রতিচ্ছন্দে প্রাসাদে শব্দাপয় (মেঘপ্রতিচ্ছন্দ নামক প্রাসাদে গিয়ে আমাকে ডাকবেন)। [দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ — দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন]। সানুমতী — অন্যসংক্রান্তহৃদয়ঃ অপি (হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত হলেও) প্রথমসংভাবনাম্ অপেক্ষতে (ইনি প্রথম প্রণয়ের গৌরব রক্ষা করে চলেন) ; শিথিলসৌহার্দঃ ইদানীম্ এষঃ (অবশ্য সৌহার্দ এখন কিছুটা শিথিল)।

বঙ্গানুবাদ— (প্রবেশ করে)

চতুরিকা — জয় হোক, প্রভুর জয় হোক। (আপনার আদেশমত) আমি তুলির পাত্র নিয়ে এদিকে আসছিলাম।

রাজা — তারপর?

চতুরিকা — পথিমধ্যে তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে দেবী বসুমতী উপস্থিত হলেন এবং 'আর্যপুত্রের কাছে আমিই এগুলো নিয়ে যাচ্ছি' এই বলে সেই তুলির পাত্র আমার হাত থেকে জোর করে নিয়ে গেলেন।

বিদূষক — বরাত-জোরে তুমি ছাড়া পেয়েছ।

চতুরিকা — গাছের ডালে দেবীর উত্তরীয় জড়িয়ে গেলে তরলিকা যখন তা ছাড়াতে গেল, সেই অবসরে আমি পালিয়ে এসেছি।

রাজা — বন্ধু, দেবী এসে পড়েছেন এবং তিনি খুব অভিমানিনী। তুমি ছবিখানাকে রক্ষা কর।

বিদূষক — 'আমাকে রক্ষা কর' — এটাই বলুন। (ছবি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) যদি আপনি অন্তঃপুরের কালকূট বিষ থেকে মুক্তি পান তবে মেঘছন্দ নামের প্রাসাদে গিয়ে আমাকে ডাকবেন। (দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।)

সানুমতী — হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত হ'লেও ইনি প্রথম প্রণয়ের গৌরব রক্ষা করে চলেন। অবশ্য সৌহার্দ এখন শিথিল হয়েছে।

রাঘবভট্ট—জয়তু জয়তু ভর্তা। 'বর্তিকাকরণ্ডকং তূলিকাবর্ণকাদিভাণ্ডং গৃহীত্বেতোমুখং প্রস্থিতাস্মি। স বর্তিকাকরণ্ডকো মে মম হস্তাদন্তরা মধ্যে তরলিকাদ্বিতীয়য়া দেব্যা বসুমত্যাহমেবার্যপুত্রস্যোপনেষ্যামীতি সবলাৎকারং গৃহীতঃ। দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা। যাবদ্দেব্যা বিটপলগ্নমুত্তরীয়ং তরলিকা মোচয়তি তাবন্ময়া নির্বাহিত আত্মা। পলায়িতাস্মীত্যর্থঃ। ইমাং প্রতিকৃতিং লিখিতাং শকুন্তলাপ্রতিমাম্। আত্মানমিতি ভণ। কেবলং প্রতিকৃতিরেব রক্ষণীয়েতি

ন, অপি ত্বাত্মাপি রক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। অত্রাত্মশব্দেন বিদূষকো রাজা চেত্যুভয়মপি গৃহ্যতে। তেন প্রতিকৃতিরক্ষণেনোভাবপি রক্ষিতাবিতি ভাবঃ। যদি ভবানন্তঃপুরকালকূটা-ন্মোক্ষ্যতে তদা মাং মেঘপ্রতিচ্ছন্দনামনি প্রাসাদে শব্দাপয়। আকারয়েত্যর্থঃ। অন্য সংক্রান্তহৃদয়োঽপি প্রথমসংভাবনামপেক্ষতে। শিথিলসৌহার্দ ইদানীমেষঃ।

[৬.৩২]

(প্রবিশ্য পত্রহস্তা)

প্রতীহারী — জেদু জেদু দেবো। (জয়তু জয়তু দেবঃ।)

রাজা — বেত্রবতি, ন খল্বন্তরা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী?

প্রতীহারী — অহ ইং। পত্তহত্থং মং দেক্খিঅ পডিণিউত্তা। (অথ কিম্। পত্রহস্তাং মাং প্রেক্ষ্য প্রতিনিবৃত্তা।)

রাজা — কার্যজ্ঞা কার্যোপরোধং মে পরিহরতি।

প্রতীহারী — দেব, অমচ্চো বিণ্ণবেদি — অত্থজাদস্স গণণাবহুলদাএ একং এব্ব পোরকজ্জং অবেক্খিদং। তং দেবো পত্তারূঢ়ং পচ্চক্খীকরেদু ত্তি। (দেব, অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি — অর্থজাতস্য গণনাবহুলতয়া একম্ এব পৌরকার্যম্ অবেক্ষিতম্। তৎ দেবঃ পত্রারূঢ়ং প্রত্যক্ষীকরোতু ইতি।)

রাজা — ইতঃ পত্রিকাং দর্শয়।

(প্রতীহার্যুপনয়তি)

(অনুবাচ্য) কথম্। সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্রো নাম নৌব্যসনে বিপন্নঃ। অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী। রাজগামী তস্যার্থসঞ্চয় ইত্যেতদমাত্যেন লিখিতম্। কষ্টং খল্বনপত্যতা। বহুধনত্বাদ্বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্। বিচার্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বা তস্য ভার্যাসু স্যাৎ।

বিসন্ধি—খলু + অন্তরা। প্রতীহারী + উপনয়তি। অনপত্যঃ + চ। তস্য + অর্থসঞ্চয়ঃ। ইতি + এতৎ + অমাত্যেন। খলু + অনপত্যতা। বহুধনত্বাৎ + বহুপত্নীকেন। কাচিৎ + আপন্নসত্ত্বা।

বাংলা প্রতিশব্দ—[প্রবিশ্য পত্রহস্তা — হাতে পত্র নিয়ে প্রবেশ ক'রে] প্রতীহারী — জয়তু জয়তু দেবঃ (মহারাজের জয় হোক, জয় হোক)। রাজা — বেত্রবতি (বেত্রবতী), ন খলু অন্তরা ত্বয়া দৃষ্টা দেবী (তুমি কি পথে মহারাণীকে আসতে দেখ নি)? প্রতীহারী — অথ কিম্ (হ্যাঁ মহারাজ)! পত্রহস্তাং মাং প্রেক্ষ্য (কিন্তু আমাকে হাতে পত্র নিয়ে আসতে দেখে) প্রতিনিবৃত্তা (তিনি ফিরে গেলেন)। রাজা — কার্যজ্ঞা (তিনি কাজের মূল্য বোঝেন, তাই) মে কার্যোপরোধং পরিহরতি (আমার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করেননি)। প্রতীহারী — দেব (মহারাজ), অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি (মন্ত্রী এই সংবাদ জানিয়েছেন) — অর্থজাতস্য

গণনাবহুলতয়া (রাজস্ব গণনার ব্যাপারে আজ অনেক কাজ থাকায়) একম্ এব পৌরকার্যম্ অবেক্ষিতম্ (আজ কেবলমাত্র একটি প্রজাসংক্রান্ত কাজ দেখা সম্ভব হয়েছে)। পত্রারূঢ়ং তৎ (তা আমি পত্রে লিখে আপনার কাছে পাঠালাম), দেবঃ প্রত্যক্ষীকরোতু ইতি (মহারাজ নিজে তা একবার দেখুন)। রাজা — ইতঃ পত্রিকাং দর্শয় (পত্রখানা এইদিকে দাও)। [প্রতীহারী উপনয়তি — প্রতীহারী রাজাকে পত্রখানা দিলেন] [অনুবাচ্য — রাজা পত্র পাঠ ক'রে] কথম্ (সেকি)! ধনমিত্রো নাম (ধনমিত্র নামে) সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহঃ (সমুদ্রে যাতায়াতকারী বণিক) নৌব্যসনে বিপন্নঃ (জাহাজডুবিতে মারা গেছেন)! অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী (বেচারা আবার নিঃসন্তান)। রাজগামী তস্যার্থসঞ্চয়ঃ (তার সঞ্চিত অর্থসম্পত্তি রাজার প্রাপ্য) ইতি এতৎ অমাত্যেন লিখিতম্ (এই কথা মন্ত্রী লিখেছেন)। কষ্টং খলু অনপত্যতা (নিঃসন্তান হওয়া কি দুঃখের)! বহুধনত্বাৎ (যেহেতু তাঁর অনেক টাকা-পয়সা) বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্ (সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকার সম্ভাবনা আছে)। বিচার্যতাং (অনুসন্ধান ক'রে দেখ) তস্য ভার্যাসু (তাঁর পত্নীদের মধ্যে) যদি কাচিৎ আপন্নসত্ত্বা ভবেৎ (কেউ গর্ভবতী আছে কিনা)।

বঙ্গানুবাদ— (হাতে পত্র নিয়ে প্রবেশ ক'রে)

প্রতীহারী — মহারাজের জয় হোক, জয় হোক।

রাজা — বেত্রবতী, তুমি কি পথে মহারাণীকে আসতে দেখনি?

প্রতীহারী — হ্যাঁ মহারাজ। কিন্তু হাতে পত্র নিয়ে আমাকে আসতে দেখে তিনি ফিরে গেলেন।

রাজা — তিনি কাজের মূল্য বোঝেন, তাই আমার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি ক'রলেন না।

প্রতীহারী — মহারাজ, মন্ত্রী এই সংবাদ জানিয়েছেন — 'রাজস্ব গণনার ব্যাপারে আজ অনেক কাজ থাকায় প্রজাসংক্রান্ত কেবলমাত্র একটি কাজ করে ওঠা গেছে। পত্রে লিখে তা আপনার কাছে পাঠালাম — আপনি স্বয়ং একবার তা দেখুন।'

রাজা — এইদিকে পত্রখানা দেখাও।

(প্রতীহারী রাজাকে পত্র দিলেন)

(পাঠ ক'রে) সেকি! ধনমিত্র নামে সমুদ্রে যাতায়াতকারী বণিক জাহাজডুবিতে মারা গেছেন! বেচারা আবার নিঃসন্তান। তাঁর সঞ্চিত ধনসম্পত্তি রাজার প্রাপ্য — এই কথা মন্ত্রী লিখেছেন। নিঃসন্তান হওয়া কি দুঃখের! যেহেতু তাঁর অনেক টাকা-পয়সা ছিল, সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকার সম্ভাবনা। সুতরাং তাঁর পত্নীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী আছে কিনা অনুসন্ধান ক'রে দেখা হোক।

রাঘবভট্ট—জয়তু জয়তু দেবঃ। অথ কিম্। পত্রহস্তাং মাং প্রেক্ষ্য প্রতিনিবৃত্তা। দেব, অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি। অর্থজাতস্য দ্রব্যসমূহস্য গণনাবহুলতয়ৈকমেব পৌরকার্যমবেক্ষিতং তদ্দেবঃ পত্রারূঢ়ং প্রত্যক্ষীকরোত্বিতি। নৌব্যসনে পোতভ্রংশে। 'ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে' ইত্যমরঃ। বিচার্যতামন্বিষ্যতাম্। তস্য বণিজো ভার্যাসু মধ্যে কাচিদ্ ভার্যাপন্নসত্ত্বা গুর্বিণী স্যাৎ।

অধ্যাপনা—প্রতীহারীর হাতে পত্র (ফাইল) দেখে দেবী বসুমতী আর দুষ্যন্তের কাছে আসেননি। আগের অনুচ্ছেদেই দেখেছি, রাজা দেবী বসুমতীর কাছে শকুন্তলাব্যাপার গোপন রাখার জন্য কত ব্যগ্র। এখন যদি তিনি এসে উপস্থিত হতেন, তবে ঘটনা আরো জটিল হয়ে উঠত এবং মূল ঘটনা থেকে কিছুটা সরে আসতে হত। কালিদাস সুকৌশলে দেবী বসুমতীকে সরিয়ে দিলেন।

সমুদ্রব্যবহারী ধনমিত্র পুত্রহীন। 'অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী'। তপস্বী = হতভাগ্য। এমতাবস্থায় তাঁর সম্পত্তি রাজগামী হবে — একথা জানলাম। আবার 'বহুধনত্বাৎ' বহুপত্নীকত্বে'র কথাও জানা গেল। একাধিক পত্নীর মধ্যে কেউ অন্তঃসত্ত্বা থাকলে ভাবী সন্তান অর্থের অধিকারী হবে — উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এসবও এখানে বলা হয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি জানার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

পতির মৃত্যুর পর নিঃসন্তান পত্নীর পতির সম্পত্তিতে অধিকার না থাকার কথা বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় আছে — 'অহার্যং ব্রাহ্মণদ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্যমিতি স্থিতিঃ। ইতরেষাং তু বর্ণানাং সর্বাভাবে হরেন্নৃপঃ ॥' (৯.১৮১)। পরবর্তী কালে বৃহস্পতি, বিষ্ণু, লিখিত প্রভৃতি সংহিতায় কিন্তু অপুত্রকের ধন পত্নীগামী হবে। এরকম মত দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতি সংহিতার কাল যদি প্রথম খৃষ্টাব্দ ধরা হয় (সাধারণভাবে স্বীকৃত) তবে কালিদাসকে তৎপূর্ববর্তী স্বীকার করতে হয়।

[৬.৩৩]

◆ প্রতীহারী — দেব, দাণিং এব্ব সাকেদঅস্স সেঠ্ঠিণো দুহিআ ণিব্বুত্তপুংসবণা জাআ সে সুণীঅদি। (দেব, ইদানীম্ এব সাকেতকস্য শ্রেষ্ঠিনো দুহিতা নির্বৃত্তপুংসবনা জায়া অস্য শ্রূয়তে।)

রাজা — ননু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্থমর্হতি। গচ্ছ, এবমমাত্যং ব্রূহি।

প্রতীহারী — জং দেবো আণবেদি। (প্রস্থিতা) (যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি।)

রাজা — এহি তাবৎ।

প্রতীহারী — ইঅম্হি। (ইয়ম্ অস্মি।)

রাজা — কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি।

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥

প্রতীহারী — এব্বং ণাম ঘোসইদব্বং। (নিষ্ক্রম্য, পুনঃ প্রবিশ্য) কালে পবুট্ঠং বিঅ অহিণন্দিদং দেবস্স সাসণম্। (এবং নাম ঘোষয়িতব্যম্। কালে প্রবৃষ্টম্ ইব অভিনন্দিতং দেবস্য শাসনম্।)

বিসন্ধি—রিক্থম্ + অর্হতি। এবম্ + অমাত্যম্। কিম্ + অনেন। সন্ততিঃ + অস্তি। নাস্তি + ইতি। পাপাৎ + ঋতে।

অন্বয়—প্রজাঃ যেন যেন স্নিগ্ধেন বন্ধুনা বিযুজ্যন্তে পাপাৎ ঋতে দুষ্যন্তঃ তাসাং সঃ সঃ ইতি ঘুষ্যতাম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রতীহারী — দেব (মহারাজ) ; ইদানীম্ এব (সম্প্রতি) অস্য জায়া (এঁর পত্নী) সাকেতকস্য শ্রেষ্ঠিনঃ দুহিতা (সাকেত-নগরের শ্রেষ্ঠীর কন্যার) নির্বৃত্তপুংসবনা (পুংসবন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে) শ্রূয়তে (এই কথা আমরা শুনেছি)। রাজা — ননু গর্ভঃ (গর্ভস্থ শিশু) পিত্র্যং রিক্থম্ অর্হতি (পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী)। গচ্ছ (যাও), এবম্ অমাত্যং ব্রূহি (মন্ত্রীকে গিয়ে এই কথা জানাও)। প্রতীহারী — যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি (মহারাজ যা আদেশ করেন)। [প্রস্থিতা — যাওয়ার উপক্রম করলেন] রাজা — এহি তাবৎ (শোন')। প্রতীহারী — ইয়ম্ অস্মি (এই যে আমি এসেছি)। রাজা — কিম্ অনেন সন্ততিরস্তি নাস্তি ইতি (সন্তান আছে কি নেই — এই কথায় কি প্রয়োজন)? প্রজাঃ যেন যেন স্নিগ্ধেন বন্ধুনা বিযুজ্যন্তে (প্রজাদের মধ্যে যে কেউ তার অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে হারাবে) পাপাৎ ঋতে (সেই সম্বন্ধ যদি পাপযুক্ত না হয় তবে) দুষ্যন্তঃ তাসাং সঃ সঃ (দুষ্যন্তই তাদের সেই সেই হারানো আত্মীয়স্বজনের স্থান গ্রহণ করবে) ইতি ঘুষ্যতাম্ (এই কথা ঘোষণা করে দাও)। প্রতীহারী — এবং নাম ঘোষয়িতব্যম্ (ঠিক আছে, এইরকমই ঘোষণা করা হবে)। [নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য — বেরিয়ে গিয়ে আবার প্রবেশ ক'রে] দেবস্য শাসনম্ মহারাজের এই আদেশকে) কালে প্রবৃষ্টম্ ইব (উপযুক্ত সময়ে পর্যাপ্ত বর্ষণের মত) অভিনন্দিতম্ (প্রজারা অভিনন্দন জানিয়েছেন)।

বঙ্গানুবাদ—প্রতীহারী — মহারাজ, সাকেত নগরীর শ্রেষ্ঠীর কন্যা এঁর পত্নী এবং সম্প্রতি তার পুংসবন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে — এরকম কথা আমরা শুনেছি।

রাজা — শোন, গর্ভস্থ শিশুও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়। যাও, মন্ত্রীকে গিয়ে একথা জানাও।

প্রতীহারী — মহারাজ যা আদেশ করেন। (বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন)

রাজা — শোন'।

প্রতীহারী — এই যে আমি এসেছি।

রাজা — সন্তান আছে কি নেই — এসব কথায় কি প্রয়োজন।

প্রজাদের মধ্যে যে কেউ তার অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে হারাবে, সেই সম্বন্ধ যদি পাপের না হয়, তবে দুষ্যন্তই সেই সেই হারাণো আত্মীয়স্বজনের স্থান গ্রহণ করবে — এই কথা ঘোষণা করে দাও।

প্রতীহারী — ঠিক আছে, এরকমই ঘোষণা হবে। (বেরিয়ে গিয়ে আবার প্রবেশ ক'রে) মহারাজের এই আদেশকে প্রজারা উপযুক্ত সময়ে পর্যাপ্ত বর্ষণের মত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রাঘবভট্ট—দেব, ইদানীমেব সাকেতস্যাযোধ্যায়াঃ। 'স্যাৎ সাকেতোঽযোধ্যায়াম্' ইতি হৈমঃ। শ্রেষ্ঠিনো দুহিতা নির্বৃত্তপুংসবনা জায়া ভার্যাস্য শ্রূয়তে। পিত্র্যং পিতৃসংবন্ধি রিক্থং ধনম্। 'রিক্থং ধনং বসু' ইত্যমরঃ। যদ্দেব আজ্ঞাপয়তীতি। ইয়মস্মি। যেনেতি। পাপাদৃতে। স্ত্রীণাং ভর্তৃত্বেন বিনেত্যর্থঃ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। এবং নাম ঘোষয়িতব্যম্। কালে প্রবৃষ্টমিবাপেক্ষিতসময়ে প্রবর্ষণমিবাভিনন্দিতং দেবস্য শাসনমিতি।

সুষমা—[১] সাকেদঅস্স — রাঘবভট্ট এর সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন 'সাকেতস্য'। গ্রাহ্য অনুবাদ 'সাকেতকস্য'। সাকেতে বসতীতি সাকেত + বুঞ্ = সাকেতক। সাকেত = অযোধ্যা। বৌদ্ধ আমলে অযোধ্যার এই নামকরণ হয়। রামায়ণ যে প্রাক্-বুদ্ধ কালের — এটা তার একটা প্রমাণ। [২] ণিব্বুত্তপুংসবণা (নির্বৃত্তপুংসবনা) — হিন্দুর আচরণীয় বিভিন্ন সংস্কারের অন্যতম। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ-মাসে পুত্রজন্মের অভিলাষে পুংসবন অনুষ্ঠানের বিধান। [৩] গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্থমর্হতি — "যে জাতা যেঽপ্যজাতা বা যে চ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ। বৃত্তিং তেঽপি হি কাঙ্ক্ষন্তি বৃত্তিলোপঃ বিগর্হিতঃ॥" (ভৃগু) [৪] পাপাৎ — 'ঋতে'-যোগে পঞ্চমী। 'পাপ' পদের দ্বারা পাপীকে বোঝান হচ্ছে ধরে অনেকে মত্বর্থীয় অচ্ স্বীকার করেছেন। তাঁরা 'পাপী না হলে দুষ্যন্ত হারাণো স্বজনের স্থান নেবেন' — এরকম অর্থ করেছেন। রাঘবভট্ট কিন্তু 'পাপ' = পাপকর্ম অর্থ ধরেছেন। বর্তমান সম্পাদকের অনুবাদ তদনুসারী। 'পাপসম্পর্ক না হলে দুষ্যন্ত ...' ইত্যাদি। অর্থাৎ দুষ্যন্ত মৃত স্বামীর স্থান ছাড়া অন্য যে কোন স্বজনের স্থান গ্রহণ করবেন। রমেন্দ্রমোহন বসু — 'বন্ধুনা' পদের দ্বারাই দুষ্যন্ত কেবল বন্ধুর স্থান নেবেন এই অর্থের বোধ হওয়ায় 'পাপ' পাপী-অর্থেই গ্রহণ করেছেন। [৫] ঘুষ্যতাম্ — ঘুষ্ (চুরাদি) + লোট্ + তাম্ (কর্মণি)। [৬] ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৬.৩৪]

রাজা — (দীর্ঘমুষ্ণং চ নিঃশ্বস্য) এবং ভোঃ সন্ততিচ্ছেদনিরবলম্বানাং কুলানাং মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তি। মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রিয়ঃ এষ বৃত্তান্তঃ।

প্রতীহারী — পড়িহদং অমঙ্গলম্। (প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্।)

রাজা — ধিঙ্ মামুপস্থিতশ্রেয়োঽবমানিনম্।

সানুমতী — অসংসঅং সহিং এব্ব হিঅএ করিঅ ণিন্দিদো ণেণ অপ্পা। (অসংশয়ং সখীম্ এব হৃদয়ে কৃত্বা নিন্দিতঃ অনেন আত্মা।)

রাজা —

সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্মপত্নী
ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায়
বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা ॥ ২৪ ॥

সানুমতী — অপরিচ্ছিণ্ণা দাণিং দে সংদদী ভবিস্সদি। (অপরিচ্ছিন্না ইদানীং তে সন্ততিঃ ভবিষ্যতি।)

বিসন্ধি—দীর্ঘম্ + উষ্ণম্। পরম্ + উপতিষ্ঠন্তি। মম + অপি + অন্তে। ধিক্ + মাম্ + উপস্থিত ...। সংরোপিতে + অপি + আত্মনি। ইব + উপ্তবীজা।

অন্বয়—কালে উপ্তবীজা মহতে ফলায় কল্পিষ্যমাণা বসুন্ধরা ইব কুলপ্রতিষ্ঠা ধর্মপত্নী আত্মনি সংরোপিতে অপি ময়া নাম ত্যক্তা।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [দীর্ঘম্ উষ্ণং চ নিঃশ্বস্য — দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে] এবং ভোঃ (এইভাবেই) সন্ততিচ্ছেদনিরবলম্বানাং কুলানাং (সন্তান না থাকায় নিরালম্ব বংশের) মূলপুরুষাবসানে (মূল পুরুষের মৃত্যুর পর) সম্পদঃ (ধনসম্পদ) পরম্ উপতিষ্ঠন্তি (পরের হাতে যায়)। মম অপি অন্তে (আমার মৃত্যুর পরেও) পুরুবংশশ্রিয়ঃ (পুরুবংশের বৈভবের) এষঃ বৃত্তান্তঃ (এরকমই ঘটবে)। প্রতীহারী — প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্ (এই অমঙ্গল দূর হোক)। রাজা — ধিক্ মাম্ (আমায় ধিক্), উপস্থিতশ্রেয়োঽবমানিনম্ (ভাগ্যলক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে উপেক্ষা করেছি)। সানুমতী — অসংশয়ং (নিশ্চয়ই) সখীম্ এব হৃদয়ে (আমার সখীকে মনে করেই) অনেন আত্মা নিন্দিতঃ (ইনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন)। রাজা — কালে উপ্তবীজা (যথাসময় বীজ বপন করলে) বসুন্ধরা (পৃথিবী) ইব (যেমন) মহতে ফলায় কল্পিষ্যমাণা (প্রচুর শস্য প্রদান করে, তেমনি) আত্মনি সংরোপিতে অপি (আমার নিজের আত্মাই গর্ভরূপে প্রবিষ্ট হয়ে সন্তানের জন্মদানে বংশকে রক্ষা করতে পারত' ; কিন্তু) কুলপ্রতিষ্ঠা ধর্মপত্নী (আমার বংশের রক্ষাকর্ত্রী ধর্মপত্নীকে) ময়া নাম ত্যক্তা (আমি নিজেই পরিত্যাগ করেছি)। সানুমতী — অপরিচ্ছিন্না ইদানীং তে সন্ততিঃ ভবিষ্যতি (আপনার সন্তানবিচ্ছেদ কখন' ঘটবে না)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে) এইভাবেই সন্তান না থাকায় নিরালম্ব বংশের মূল পুরুষের মৃত্যুর পর ধনসম্পদ পরের হাতে যায়। আমার মৃত্যুর পরেও পুরুবংশের বৈভবের এই দশা ঘটবে।

প্রতীহারী — এই অমঙ্গল দূর হোক।

রাজা — আমায় ধিক্। ভাগ্যলক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে উপেক্ষা ক'রেছি।

সানুমতী — নিশ্চয়ই আমার সখীকে মনে ক'রে তিনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন।

রাজা — যথাসময়ে বীজ বপন ক'রলে পৃথিবী যেমন প্রচুর শস্য প্রদান করে, তেমনি আমার নিজের আত্মাই গর্ভরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমার বংশের রক্ষার কারণ হতে পারত' ; কিন্তু আমার বংশের রক্ষাকর্ত্রী সেই ধর্মপত্নীকে আমি নিজেই পরিত্যাগ ক'রেছি।

সানুমতী — (ভয় পাবেন না)। আপনার সন্তানবিচ্ছেদ হবে না।

রাঘবভট্ট—অকাল উপ্তবীজা ভূরির মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রীরেবংবৃত্তেত্যন্বয়ঃ। প্রতিহতম-মঙ্গলম্। উপস্থিতং প্রাপ্তং শ্রেয়ঃ সগর্ভশকুন্তলারূপম্। অসংশয়ং সখীমেব হৃদয়ে কৃত্বা নিন্দিতোঽনেনাত্মা। সংরোপিত ইতি। নামেতি সংভাবনায়াম্। ময়া তাদৃশধার্মিকেন তাদৃশসাবধানেন সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি পুত্রগর্ভ উৎপাদিতেঽপি। 'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি' ইতি শ্রুতেঃ।* কুলপ্রতিষ্ঠা পুত্রপ্রসূতত্বাদ্ধর্মপত্নী ত্যক্তাবধীরিতা। কালে স্বসময় উপ্তবীজা ন্যস্তবীজাত এব মহতে ফলায় সস্যায় কল্পিষ্যমাণা বসুন্ধরা যথোপেক্ষ্যতে ইত্যুপমা। কাব্যলিঙ্গং চ। শ্রুত্যনুপ্রাসঃ। অষ্টম্যুপজাতিরিন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ। অপরিচ্ছিন্নেদানীং তে সন্ততির্ভবিষ্যতি।

সুষমা—[১] 'মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রিয়ঃ এষ বৃত্তান্তঃ'— পাঠান্তর ঃ 'মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রীরকাল ইবোপ্তবীজা ভূরেবংবৃত্তা' (নির্ণয় সাগর প্রেস সংস্করণ, সম্পাদক — নারায়ণ বালকৃষ্ণ গোড়বোলে ; রাঘবভট্ট ইত্যাদি)। উপমা যথার্থ নয় এবং অর্থও পরিষ্কার হচ্ছে না বিধায় গ্রহণ করা হয়নি। [২] সংরোপিতে — সম্ + রুহ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি। [৩] ধর্মপত্নী — ধর্মস্য পত্নী (অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠী সমাস)। অথবা ধর্মার্থা পত্নী (শাকপার্থিবাদি সমাস)। [৪] কল্পিষ্যমাণা — কৢপ্ + লৃট্ + শানচ্, টাপ্। [৫] মহতে ফলায় — 'কৢপি সম্পদ্যমানে চ' সূত্রে চতুর্থী। [৬] উপ্তবীজা — উপ্তং বীজং যস্যাং সা তথোক্তা (বহুব্রী)। [৭] উপমা, কাব্যলিঙ্গ, শ্রুত্যনুপ্রাস অলঙ্কার। [৮] উপজাতি ছন্দ।

অধ্যাপনা—'আত্মনি সংরোপিতে অপি' — পতি স্বয়ং পত্নীগর্ভে আশ্রয় নিয়ে পুত্ররূপে আবির্ভূত হন — হিন্দুধর্মের তাই ধারণা। এইজন্যই পত্নীকে 'জায়া' বলা হয়। জায়তে অস্যাম্ ইতি জায়া। তুঃ "পতির্জায়াং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥" (মনু, নবম অধ্যায়)। তুঃ "অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীবঃ শরদঃ শতম্ ॥" (মহাভারত, আদিপর্ব, শকুন্তলোপাখ্যান, আর্য্যশাস্ত্র সংস্করণে ৭৪ অধ্যায়।)

[৬.৩৫]

চতুরিকা — (জনান্তিকম্) অএ, ইমিণা সত্থবাহবুত্তন্তেণ দ্বিউণুব্বেও ভট্টা। ণং অস্‌সাসিদুং মেহপ্পডিচ্ছন্দাদো অজ্জং মাঢব্বং গেণ্‌হিঅ আঅচ্ছামি। (অয়ে, অনেন সার্থবাহবৃত্তান্তেন দ্বিগুণোদ্বেগঃ ভর্ত্তা। এনম্ আশ্বাসয়িতুং মেঘপ্রতিচ্ছন্দাৎ আর্যং মাঢব্যং গৃহীত্বা আগচ্ছামি।)

প্রতীহারী — সুঠ্‌ঠু ভণাসি। (নিষ্ক্রান্তা) (সুষ্ঠু ভণসি।)

রাজা — অহো দুষ্যন্তস্য সংশয়মারূঢ়া পিণ্ডভাজঃ। কুতঃ —

অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি
কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি।

নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং
ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি ॥ ২৫ ॥
(মোহমুপগতঃ)

বিসন্ধি—সংশয়ম্ + আরূঢ়াঃ। নিযচ্ছতি + ইতি। ধৌতাশ্রুশেষম্ + উদকম্। মোহম্ + উপগতঃ।

অন্বয়—কুলে নঃ অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি নিবপনানি কঃ নিযচ্ছতি ইতি পিতরঃ নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তম্ উদকং ধৌতাশ্রুশেষং পিবন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—চতুরিকা — [জনান্তিকম্ — জনান্তিকে] অয়ে, অনেন সার্থবাহবৃত্তান্তেন (দেখতে পাচ্ছি যে এই বণিকের ঘটনা শোনার পর থেকেই) দ্বিগুণোদ্বেগঃ ভর্ত্তা (প্রভু দ্বিগুণ উদ্বিগ্ন হয়েছেন)। এনম্ আশ্বাসয়িতুং (এঁকে আশ্বস্ত করার জন্য) মেঘপ্রতিচ্ছন্দাৎ (মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ থেকে) আর্যং মাধব্যং গৃহীত্বা (আর্য মাধব্যকে নিয়ে) আগচ্ছামি (আসি)। প্রতীহারী — সুষ্ঠু ভণসি (ভালো কথাই বলেছ)। [নিষ্ক্রান্তা — বেরিয়ে গেলেন] রাজা — অহো (হায়), দুষ্যন্তস্য পিণ্ডভাজঃ (দুষ্যন্তের পিণ্ডভাগীরা) সংশয়মারূঢ়াঃ (সন্দেহে পড়েছেন)। কুতঃ (কেননা) — কুলে নঃ (আমাদের বংশে) অস্মাৎ পরং বত (আমার মৃত্যুর পর) যথাশ্রুতি সংভৃতানি নিবপনানি কঃ নিযচ্ছতি (বৈদিক বিধানানুসারে পিণ্ডপ্রভৃতি কে দেবে) ইতি (এই কথা ভেবে) প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তম্ উদকম্ (পুত্রহীন আমি তর্পণ করে যেই জল দিচ্ছি) ধৌতাশ্রুশেষং পিবন্তি (সেই দিয়ে তাঁরা নিজেদের চোখের জল ধুয়ে তারপর বাকী অংশ পান করছেন)। [মোহম্ উপগতঃ — মূর্চ্ছা গেলেন।]

বঙ্গানুবাদ—চতুরিকা — (জনান্তিকে) দেখছি বণিকের এই ঘটনা শোনার পর থেকে প্রভু দ্বিগুণ উদ্বিগ্ন হ'য়েছেন। এঁকে আশ্বস্ত করার জন্য মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ থেকে আর্য মাধব্যকে ডেকে নিয়ে আসি।

প্রতীহারী — ভালো কথাই বলেছ'। (বেরিয়ে গেলেন।)

রাজা — হায়, দুষ্যন্তের পিণ্ডভাগীরা (আগামী দিনে পিণ্ড পাবেন কিনা এই ভেবে) সংশয়ে পড়েছেন। কেননা,

আমাদের বংশে আমার মৃত্যুর পরে বৈদিক বিধানানুসারে পিণ্ডপ্রভৃতি কে দেবেন এই কথা ভেবে পুত্রহীন আমি তর্পণ ক'রে যেই জল দিচ্ছি, সেই জল দিয়ে তাঁরা নিজেদের চোখের জল ধুয়ে তারপর বাকী অংশ পান ক'রছেন।

(দুষ্যন্ত মূর্চ্ছা গেলেন)।

রাঘবভট্ট—অয়ে, ইমিণা অনেন সার্থবাহবৃত্তান্তেন দ্বিগুণোদ্বেগো ভর্তা। এনমাশ্বাসয়িতুং মেঘপ্রতিচ্ছন্দনাম্নঃ সকাশাদার্যং মাঢব্যং বিদূষকং গৃহীত্বাগচ্ছ। সুষ্ঠু ভণসি। সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডদাভাবাৎ। পিণ্ডভাজঃ পিতরঃ। অস্মাদিতি। বতেতি খেদে। অস্মাৎ পরং দুষ্যন্তাৎ পরং

যথাশ্রুতি বেদানতিক্রমেণ নোঽস্মাকং কুলে সংভৃতানি ৰহূপকরণযুক্তানি নিবপনানি শ্রাদ্ধাদীনি। 'পিতৃদানং নিবাপঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। কো নিযচ্ছতি দদাতি। দাস্যতীত্যর্থঃ। 'বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা' ইতি লট্। ইতিকারণান্নুনমুৎপ্রেক্ষে। প্রসূতিবিকলেন পুত্ররহিতেন ময়া প্রসিক্তং দত্তমুদকং ধৌতমশ্রু যেন তচ্চ তচ্ছেষং চ তাদৃক্ পিতরঃ পিবন্তি। কাব্যলিঙ্গোৎপ্রেক্ষানুপ্রাসাঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্। 'রাজা — দীর্ঘমুষ্ণং চ নিঃশ্বস্য' ইত্যাদি-নৈতদন্তেন ছলনং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'আত্মাবসাদনং যত্তু ছলনং তদুদাহৃতম্' ইতি। 'রাজা — সংরোপিতে' ইত্যাদিনা 'মোহমুপগতঃ' ইত্যন্তেন মূর্চ্ছনা নাম কামদশোক্তা।

সুষমা—[১] পিণ্ডভাজঃ — শাস্ত্রগতভাবে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ — এই তিন পিতৃপুরুষকে বোঝায়। সাধারণভাবে পরলোকগত যে কোন পিতৃপুরুষকে বোঝায়। [২] যথাশ্রুতি — শ্রুতিমনতিক্রম্য (অব্যয়ীভাব)। [৩] নিবপনানি নিযচ্ছতি — নি-বপ্ + ল্যুট্ ভাবে = নিবপনম্। পিতৃদান অর্থ। সুতরাং এর পরে আবার 'নিযচ্ছতি'র (দা-ধাতুর) প্রয়োগ পুনরুক্তির মত মনে হয়। তবে 'বাচমুবাচ'বৎ গ্রাহ্য। অনেকে 'নিবপনানি করিষ্যতি' পাঠ গ্রহণ করেছেন। [৪] প্রসূতিবিকলেন — প্র-সূ + ক্তিন্ কর্মণি = প্রসূতি। তয়া বিকলঃ (তৃতীয়া তৎ), তেন। [৫] ধৌতাশ্রুশেষম্ — ধাব্ + ক্ত কর্মণি = ধৌত। 'ছ্বোঃ শূড়নুনাসিকে' সূত্রে ব্ স্থলে ঊঠ্। তারপর 'এত্যেধত্যূঠ্‌সু' সূত্রে বৃদ্ধি। ধৌতানি অশ্রূণি যেন তৎ (বহুব্রী); ধৌতাশ্রু চ তৎ শেষং চ (কর্মধা), তম্। [৬] উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ, অনুপ্রাস। [৭] মূর্চ্ছনা নামক কামদশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। [৮] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—'সার্থবাহ ধনমিত্রের বৃত্তান্তে রাজা দ্বিগুণ উদ্বিগ্ন হয়েছেন' — চতুরিকার এই উক্তিতে ধনমিত্রের বৃত্তান্ত সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাচ্ছে। ধনমিত্রের অপুত্রক অবস্থার বৃত্তান্ত জেনে তাঁর নিজেরও পুত্রহীনতার কথা মনে পড়ল। এতদিন পর্যন্ত শুধু শকুন্তলার অভাবই অনুভব করেছেন। এখন স্বয়মুপগত পুত্রলাভের সম্ভাবনাকেও তিনি নির্মূল করেছেন বুঝে আরো কাতর হচ্ছেন। রূপজ মোহের আবরণ ভেদ করে বিবাহের গভীরতর তাৎপর্য এখন রাজা বুঝেছেন। বিবাহিতা পত্নী শুধু সুখভোগের উপকরণ নয়, সে যে 'ধর্মপত্নী' — এই বোধ এখন উপলব্ধিতে এসেছে।

দুষ্যন্ত পিতৃপুরুষের পিণ্ডলাভের দুশ্চিন্তায় অথবা নিজের পুত্রহীনতার চিন্তায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত হলেন — শকুন্তলার অভাবের কথা ভেবে নয় — এটা লক্ষ্য করার বিষয়। শাশ্বত প্রেমের প্রতিফলন পুত্রলাভে — এটা কি বক্তব্য হতে পারে? ষষ্ঠ অঙ্কে শকুন্তলার প্রতি রাজার যে অকৃত্রিম প্রেম লক্ষ্য করেছি তা শুধুমাত্র রূপজ-ইন্দ্রিয়জ প্রেম বলে মনে হয় না। শকুন্তলাকে হারানোর কারণে, অকারণে নিন্দাবাদসহ প্রত্যাখ্যানের কারণে, শকুন্তলার বিশ্বাস-ভরা অশ্রুসজল দৃষ্টি স্মরণ করে রাজার এই দশার বর্ণনা হলে দুষ্যন্তের প্রেমের অবনমন হ'ত বলে মনে হয় না।

[৬.৩৬]

চতুরিকা — (সসংভ্রমমবলোক্য) সমস্সসদু ভট্টা। (সমাশ্বসিতু ভর্তা।)

সানুমতী — হদ্ধী হদ্ধী। সদি ক্খু দীবে ববধাণদোসেণ এসো অন্ধআরদোসং অনুহোদি। অহং দাণিং এব্ব ণিব্বুদং করেমি। অহবা সুদং মএ সউন্দলং সমস্সসঅন্তীএ মহেন্দ্রজণণীএ মুহাদো জণ্ণভাওস্সুআ দেবা এব্ব তহ অনুচিঠ্ঠিস্সন্তি জহ অইরেণ ধম্মপদিণিং ভট্টা অহিণন্দিস্সদি ত্তি। তা ণ জুত্তং কালং পড়িপালিদুং। জাব ইমিণা বুত্তন্তেণ পিঅসহিং সমাস্সাসেমি। (উদ্ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা) (হা ধিক্ হা ধিক্। সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণ এষঃ অন্ধকারদোষম্ অনুভবতি। অহম্ ইদানীম্ এব নির্বৃতং করোমি। অথবা শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যাঃ মহেন্দ্রজনন্যাঃ মুখাৎ যজ্ঞভাগোৎসুকা দেবা এব তথা অনুষ্ঠাস্যন্তি যথা অচিরেণ ধর্মপত্নীং ভর্তা অভিনন্দিষ্যতি ইতি। তৎ ন যুক্তং কালং প্রতিপালয়িতুম্। যাবৎ অনেন বৃত্তান্তেন প্রিয়সখীং সমাশ্বাসয়ামি।)

বিসন্ধি—সসংভ্রমম্ + অবলোক্য।

বাংলা প্রতিশব্দ—চতুরিকা — [সসংভ্রমম্ অবলোক্য — উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য ক'রে] সমাশ্বসিতু ভর্তা (প্রভু, আশ্বস্ত হ'ন)। সানুমতী — হা ধিক্, হা ধিক্ (হায় ধিক্, হায় ধিক্)। সতি খলু দীপে (প্রদীপ থাকতেও) ব্যবধানদোষেণ (দূরে থাকার কারণে) এষঃ অন্ধকারদোষম্ অনুভবতি (ইনি অন্ধকারের ফল ভোগ করছেন)। অহম্ ইদানীম্ এব (আমি এখনই) নির্বৃতং করোমি (এঁকে আশ্বস্ত করি)। অথবা (অথবা থাক্), শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যাঃ (শকুন্তলাকে প্রবোধ দেবার সময়) মহেন্দ্রজনন্যাঃ মুখাৎ (ইন্দ্রের মাতার মুখ থেকে) ময়া শ্রুতং (আমি শুনেছি যে) যজ্ঞভাগোৎসুকা দেবা এব (যজ্ঞের অংশ পাবার জন্য উৎসুক দেবতারাই) তথা অনুষ্ঠাস্যন্তি (এমন উপায় ক'রবেন) যথা (যাতে) অচিরেণ (শীঘ্রই) ভর্তা (স্বামী দুষ্যন্ত) ধর্মপত্নীম্ অভিনন্দিষ্যতি ইতি (ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে সাদরে গ্রহণ করবেন)। তৎ (সুতরাং) ন যুক্তং কালং প্রতিপালয়িতুম্ (সময় নষ্ট করা উচিত হবে না)। যাবৎ অনেন বৃত্তান্তেন (এখন যাই, এই সংবাদ দিয়ে) প্রিয়সখীং সমাশ্বাসয়ামি (প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করি)। [উদ্ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা — একধরণের নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।]

বঙ্গানুবাদ—চতুরিকা (উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে) প্রভু, আপনি আশ্বস্ত হ'ন।

সানুমতী — হায় ধিক্, হায় ধিক্। প্রদীপ থাকতেও দূরে থাকার কারণে ইনি অন্ধকারের ফল ভোগ ক'রছেন। আমি এখনই এঁকে আশ্বস্ত করি। অথবা থাক, শকুন্তলাকে প্রবোধ দেবার সময় ইন্দ্রের মায়ের মুখে শুনেছি যে যজ্ঞের ভাগ পাবার জন্য উৎসুক দেবতারাই এমন উপায় করবেন যাতে শীঘ্রই স্বামী (দুষ্যন্ত) ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে সাদরে গ্রহণ করবেন। সুতরাং এখন আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। এখন এই সংবাদ প্রিয়সখী শকুন্তলাকে জানিয়ে তাকে আশ্বস্ত করি। (এক ধরণের নৃত্য ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে গেলেন)।

রাঘবভট্ট—সমাশ্বসিতু ভর্তা। সতি, খলু দীপে ব্যবধানং দেশান্তরেণাপবরকাদিনা চ স এব দোষস্তেনান্ধকারদোষং মোহলক্ষণম্। অথ চ তিমিরকৃতং দোষং বস্ত্বদর্শনলক্ষণমনুভবতি। সত্যামপি শকুন্তলায়াং তদদর্শনে প্রস্তুতে সাম্যাদ্দীপকস্যাপ্রস্তুতস্য বচনাদপ্রস্তুতপ্রশংসা। অহমিদানীমেব নির্বৃতং সুখিতং করোমি। অথবেত্যাক্ষেপে। শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যা মহেন্দ্রজনন্যা অদিতের্মুখাদ্যজ্ঞভাগোৎসুকা দেবা এব তথানুষ্ঠাস্যন্তি যথাঽচিরেণ ধর্মপত্নীং শকুন্তলাং ভর্তাভিনন্দিষ্যতীতি। তন্ন যুক্তং কালং প্রতিপালয়িতুম্। বিলম্বং কর্তুমিত্যর্থঃ। যাবদনেন বৃত্তান্তেন প্রিয়সখীং শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ামি। শ্রুতমিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাতলিপ্রবেশঃ সূচিতঃ। অনেনাদানং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বীজকার্যো-পগমনমাদানমিতি সংজ্ঞিতম্' ইতি। ভর্তা শকুন্তলামভিনন্দিষ্যতীতি বীজকার্যোপগমনম্। উদ্ভ্রান্তকেনেত্যুদ্ভ্রান্তকনাম্নোৎপ্লুতিকরণেন। তল্লক্ষণং সংগীতসুধানিধৌ — 'পূর্বং দক্ষিণমঙ্‌ঘ্রিমুত্থাপয়িত্বাত্র কুঞ্চয়েৎ। বামং শীঘ্রং ভ্রমেদ্বামাবর্তমুদ্ভ্রান্তকং বিদুঃ ॥ দেশীবিদাং তু কেষাঞ্চিদ্বাহ্যভ্রমরিকা মতা ॥' ইতি।

অধ্যাপনা—সানুমতী রাজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে নিষ্ক্রান্ত হলেন। নাটকে এই সানুমতী চরিত্রের অবতারণা করে কালিদাস একাধিক নাটকীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। সানুমতী শকুন্তলার মা মেনকার দ্বারা প্রেরিত এক অপ্সরা। মেনকা তাকে পাঠিয়েছেন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের পর রাজার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য।

নিদারুণ অপমানিতা শকুন্তলা মারীচের আশ্রমে বিরহে দিন কাটাচ্ছেন। দুর্বাসার অভিশাপ তিনি জানেন না। স্বাভাবিক কারণেই দুষ্যন্তের প্রতি তার ঘৃণা অপরিসীম। সানুমতী রাজার অকৃত্রিম অনুরাগ শকুন্তলাকে জানিয়ে ভবিষ্যৎ মিলনের প্রস্তুতির সাহায্য করেছে। সানুমতী আগেই শুনেছেন — দেবতারাও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলনের জন্য উৎসুক। কিন্তু রাজা দুষ্যন্ত প্রকৃতই শকুন্তলাকে ভালবাসেন কিনা তা না জানা পর্যন্ত মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সানুমতী চরিত্র অবতারণায় সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। দর্শকরা সানুমতীর কথা থেকে জেনেছেন — শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলনে দেবতারাও আগ্রহী এবং রাজা দুষ্যন্তের সন্ততিচ্ছেদ হবে না। সুতরাং তাঁরাও সমাসন্ন মিলনান্ত পরিসমাপ্তির সম্ভাবনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

[৬.৩৭]

(নেপথ্যে)

অব্বহ্মণ্ণম্। (অব্রহ্মণ্যম্।)

রাজা — (প্রত্যাগতচেতনঃ কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, মাধব্যস্যেবার্তস্বরঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ!

(প্রবিশ্য)

প্রতীহারী — (সসংভ্রমম্) পরিত্তাঅদু দেবো সংসঅগদং বঅস্সম্। (পরিত্রায়তাং দেবঃ সংশয়গতং বয়স্যম্।)

রাজা — কেনাত্তগন্ধো মাণবকঃ।

প্রতীহারী — অদিট্ঠরূবেণ কেণ বি সত্তেণ অদিক্কমিঅ মেহপ্পডিচ্ছন্দস্স প্পাসাদস্স অগ্গভূমিং আরোবিদো। (অদৃষ্টরূপেণ কেন অপি সত্ত্বেন অতিক্রম্য মেঘপ্রতিচ্ছন্দস্য প্রাসাদস্য অগ্রভূমিম্ আরোপিতঃ।)

রাজা — (উত্থায়) মা তাবৎ। মমাপি সত্ত্বৈরভিভূয়ন্তে গৃহাঃ। অথবা,

অহন্যহন্যাত্মন এব তাবজ্
জ্ঞাতুং প্রমাদস্খলিতং ন শক্যম্।
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রয়াতী-
ত্যশেষতো বেদিতুমস্তি শক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

বিসন্ধি—মাধব্যস্য + ইব + আর্তস্বরঃ। কঃ + অত্র। কেন + আত্তগন্ধঃ। মম + অপি। সত্ত্বৈঃ + অভিভূয়ন্তে। অহনি + অহনি + আত্মনঃ। তাবৎ + জ্ঞাতুম্। প্রয়াতি + ইতি + অশেষতঃ। বেদিতুম্ + অস্তি।

অন্বয়—অহনি অহনি আত্মনঃ এব প্রমাদস্খলিতং তাবৎ জ্ঞাতুং ন শক্যম্ ; প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রযাতি ইতি অশেষতঃ বেদিতুং শক্তিঃ অস্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] অব্রহ্মণ্যম্ (ব্রাহ্মণকে উৎপীড়ন করে মারা হচ্ছে — বাঁচাও)। রাজা — [প্রত্যাগতচেতনঃ — জ্ঞান ফিরে পেয়ে ; কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে শুনে] অয়ে (আরে!) মাধব্যস্য ইব আর্তস্বরঃ (মনে হচ্ছে যেন বয়স্য মাধব্যের আর্তস্বর)! কঃ কোঽত্র ভোঃ (কে, কে আছো এখানে? শোন')। [প্রবিশ্য — প্রবেশ করে] প্রতীহারী — [সসংভ্রমম্ — ব্যস্ততার সঙ্গে] পরিত্রায়তাং দেবঃ (মহারাজ রক্ষা করুন) সংশয়গতং বয়স্যম্ (বন্ধু বিদূষকের প্রাণসংশয় উপস্থিত)। রাজা — কেন আত্তগন্ধঃ মাণবকঃ (কে এই বিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে নির্যাতন করছে)? প্রতীহারী — অদৃষ্টরূপেণ (অদৃশ্যভাবে থেকে) কেন অপি সত্ত্বেন (কোন এক জীব) অতিক্রম্য (আপনার বন্ধুকে আক্রমণ করে) মেঘপ্রতিচ্ছন্দস্য প্রাসাদস্য (মেঘপ্রতিচ্ছন্দ নামক প্রাসাদের) অগ্রভূমিম্ আরোপিতঃ (চূড়ায় নিয়ে গেছে)। রাজা — [উত্থায় — উঠে দাঁড়িয়ে] মা তাবৎ (তা কখনই হতে দেব না)। মমাপি গৃহাঃ (আমার ঘরেও) সত্ত্বৈঃ অভিভূয়ন্তে (ভূত-প্রেতের উপদ্রব)! অথবা (অথবা এতে আশ্চর্যের কিছু নেই) — অহনি অহনি (প্রতিদিন) আত্মনঃ এব প্রমাদস্খলিতং (নিজেরাই অজ্ঞানকৃত দোষ) জ্ঞাতুং ন শক্যম্ (জানতে পারছি না) ; প্রজাসু (সুতরাং প্রজাদের মধ্যে) কঃ কেন পথা প্রযাতি (কে কোন্ পথে চলছে) ইতি অশেষতঃ বেদিতুং (এটা পুরোপুরি জানা) শক্তিঃ অস্তি (সম্ভব হবে কিভাবে)?

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

ব্রাহ্মণকে উৎপীড়ন ক'রে মেরে ফেলছে — বাঁচাও!

রাজা — (জ্ঞান ফিরে পেয়ে, কান পেতে শুনে) আরে, মনে হচ্ছে এ যেন বয়স্য মাধব্যের আর্তনাদ! কে, কে আছো এখানে? শোন'।

(প্রবেশ ক'রে)

প্রতীহারী — (ব্যস্তভাবে) মহারাজ, বন্ধু বিদূষকের প্রাণসংশয় উপস্থিত! তাঁকে রক্ষা করুন।

রাজা — এই বিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে কে নির্যাতন করছে?

প্রতীহারী — অদৃশ্যভাবে থেকে কোন এক জীব আপনার বন্ধুকে আক্রমণ করে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের চূড়ায় নিয়ে গেছে।

রাজা — (উঠে দাঁড়িয়ে) তা কখনই হতে দেব না। আমার ঘরেও ভূত-প্রেতের উপদ্রব! অথবা এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

প্রতিদিন নিজেরই অজ্ঞানকৃত দোষ আমি জানতে পারি না। সুতরাং প্রজাদের মধ্যে কে কোন্ পথে চলছে তা পুরোপুরি জানা সম্ভব হবে কিভাবে?

রাঘবভট্ট—অব্রহ্মণ্যমবধ্যঃ। 'অব্রহ্মণ্যমবধ্যোক্তৌ' ইত্যমরঃ। মাঢ়ব্যস্যেব বিদূষকস্যেব। পরিত্রায়তাং দেবঃ সংশয়গতং জীবনমরণসংশয়ং প্রাপ্তং বয়স্যং বিদূষকম্। অনেন ভয়নামকং সন্ধ্যন্তরাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'ভয়ং ত্বাকস্মিকত্রাসঃ' ইতি। আত্তগন্ধোঽভিভূতঃ। 'আত্তগন্ধোঽভিভূতঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। মাণবকো বিদূষকঃ। অদৃষ্টরূপেণ কেনচিৎ সত্ত্বেন জন্তুনাতিক্রম্য মেঘপ্রতিচ্ছন্দনাম্নঃ প্রাসাদস্যাগ্রভূমিমারোপিতঃ। সত্ত্বেনাতিক্রম্যেতি যদুক্তং তন্নিষেধে। মা তাবদিতি ভিন্নং বাক্যম্। মমাপ্যতিধার্মিকস্য যথাশাস্ত্রং প্রজাপরিপালকস্য নানাযজ্ঞাদিকর্তুর্গৃহাঃ সত্ত্বৈরভিভূয়ন্ত ইতি প্রশ্নকাকুঃ। অথবেত্যাক্ষেপে। অহনীতি। অহন্যহনি প্রতিদিনমাত্মনঃ প্রমাদস্খলিতমনবধানেন বিপরীতকরণং জ্ঞাতুং তাবদাদৌ ন শক্যম্। এবকারব্যবচ্ছেদ্যমাহ — প্রজাস্বিতি। প্রজাসু মধ্যে কো জনঃ কেন পথা প্রযাতীত্যশেষতো বেদিতুং জ্ঞাতুমাত্মনঃ শক্তির্নাস্তীতি সংবন্ধঃ। জ্ঞাতুং বেদিতুমিত্যর্থালংকারঃ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। ত্রয়োদশ্যুপজাতিরিন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ।

সুষমা—[১] আত্তগন্ধঃ — আত্তঃ গন্ধঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [২] মাণবকঃ — কুৎসিত মানব এই অর্থে 'ণ'। বিদূষক বিকৃতাঙ্গ। 'বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈঃ হাস্যকারী বিদূষকঃ'। "অপত্যে কুৎসিতে চৈব মনোরৌৎসর্গিকঃ স্মৃতঃ। ন-কারস্য চ মূর্ধন্যস্তেন সিধ্যতি মাণবঃ ॥" (মহাভাষ্যে ৪.১.১৬১ সূত্রে পতঞ্জলি কর্তৃক উদ্ধৃত।)। 'ব্রাহ্মণমাণববাড়বাৎ যৎ' — এই জ্ঞাপক সূত্রও প্রমাণ। [৩] প্রমাদস্খলিতম্ — প্রমাদেন স্খলিতম্ (তৃতীয়া তৎ)। [৪] সামান্য থেকে বিশেষের প্রতীতিতে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার। তাছাড়া অর্থাপত্তি ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৫] উপজাতি ছন্দ।

[৬.৩৮]

(নেপথ্যে)

ভো বঅস্স, অবিহা অবিহা। (ভো বয়স্য, অবিহা অবিহা।)

রাজা — (গতিভেদেন পরিক্রামন্) সখে, ন ভেতব্যং, ন ভেতব্যম্।

(নেপথ্যে)

(পুনস্তদেব পঠিত্বা) কহং ণ ভাইস্সং? এস মং কো বি পচ্চবণদসিরোহরং ইচ্ছুং বিঅ তিণ্ণভঙ্গং করেদি। (কথং ন ভেষ্যামি? এষ মাং কঃ অপি প্রত্যবনতশিরোধরম্ ইক্ষুম্ ইব ত্রিভঙ্গং করোতি।)

রাজা — (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ধনুস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য শার্ঙ্গহস্তা)

যবনী — ভট্টা, এদং হত্থাবাবসহিদং সরাসণং। (ভর্তঃ, এতৎ হস্তাবাপসহিতং শরাসনম্।)

(রাজা সশরং ধনুরাদত্তে)

(নেপথ্যে)

এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী
শার্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্।
আর্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা
দুষ্যন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্ ॥ ২৭ ॥

রাজা — (সরোষম্) কথং মামেবোদ্দিশতি! তিষ্ঠ কুণপাশন, ত্বমিদানীং ন ভবিষ্যসি। (শার্ঙ্গমারোপ্য) বেত্রবতি, সোপানমার্গমাদেশয়।

প্রতীহারী — ইদো ইদো দেবো। (ইতঃ ইতঃ দেবঃ।)

(সর্বে সত্বরমুপসর্পন্তি।)

বিসন্ধি—পুনঃ + তৎ + এব। ধনু + তাবৎ। ধনুঃ + আদত্তে। ত্বাম্ + অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী। পশুম্ + ইব। ভয়ম্ + অপনেতুম্ + আত্তধন্বা। দুষ্যন্তঃ + তব। ভবতু + ইদানীম্। মাম্ + এব + উদ্দিশতি। ত্বম্ + ইদানীম্। শার্ঙ্গম্ + আরোপ্য। সোপানমার্গম্ + আদেশয়। সত্বরম্ + উপসর্পন্তি।

অন্বয়—অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দূলঃ পশুমিব অহং চেষ্টমানং ত্বাম্ এষঃ হন্মি ; আর্ত্তানাং ভয়ম্ অপনেতুম্ আত্তধন্বা দুষ্যন্তঃ ইদানীং তব শরণং ভবতু।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] ভোঃ বয়স্য (বয়স্য, শোন)! অবিহা, অবিহা (আমায় মেরে ফেলছে, মেরে ফেলছে)! রাজা — [গতিভেদেন পরিক্রামন্ — দ্রুতবেগে গিয়ে] সখে ন ভেতব্যং, ন ভেতব্যম্ (বন্ধু, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না)। [নেপথ্যে] [পুনঃ তদেব পঠিত্বা

— পুনরায় 'আমায় মেরে ফেলছে, মেরে ফেলছে' — এই কথা ব'লে] কথং ন ভেষ্যামি (কেন ভয় পাবো না)? এষঃ কঃ অপি (এই যে কে একজন) মাং (আমাকে) প্রত্যবনতশিরোধরং (ঘাড়টা নীচের দিকে মুচড়ে ধরে) ইক্ষুম্ ইব (আখের মত ক'রে) ত্রিভঙ্গং করোতি (তিন টুকরো করে ফেলছে)। রাজা — [সদৃষ্টিক্ষেপম্ — দৃষ্টিপাত ক'রে] ধনুস্তাবৎ (আমার ধনু নিয়ে এসো)। [প্রবিশ্য শার্ঙ্গহস্তা — ধনু হাতে প্রবেশ ক'রে] যবনী — ভর্তঃ (প্রভু), এতৎ হস্তাবাপসহিতং শরাসনম্ (এই যে আপনার শরাসন, সঙ্গে হস্তাবরণ অর্থাৎ ধনুর ঘষা থেকে রক্ষার জন্য চামড়ার আবরণ)। [রাজা সশরং ধনুরাদত্তে — রাজা ধনুক এবং শর গ্রহণ করলেন] [নেপথ্যে] অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী (গলায় কামড় দিয়ে তাজা রক্ত পান করার জন্য) শার্দূলঃ পশুম্ ইব (বাঘ যেমন পশুকে হত্যা করে) অহং চেষ্টমানং ত্বাম্ এষঃ হন্মি (তেমনি তুমি যতই বাঁচতে চেষ্টা কর না কেন, তোমাকে আমি এখুনি মারছি)। আর্তানাং (দুর্গতদের) ভয়ম্ অপনেতুং (ভয় দূর করার জন্য) আত্তধন্বা দুষ্যন্তঃ (যে দুষ্যন্ত ধনু ধারণ করেন) ইদানীং তব শরণং ভবতু (এখন তিনি তোমায় রক্ষা করুন)। রাজা — [সরোষম্ — ক্রোধের সঙ্গে] কথং মামেব উদ্দিশতি (সেকি! এযে দেখছি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে)। তিষ্ঠ কুণপাশন (দাঁড়া, শবভক্ষক পিশাচ), ত্বম্ ইদানীং ন ভবিষ্যসি (এই মুহূর্তেই তোকে শেষ করছি)। [শার্ঙ্গমারোপ্য — ধনুতে তীর যোজনা ক'রে] বেত্রবতি, সোপনামার্গম্ আদেশয় (বেত্রবতী, সিঁড়ির পথ দেখাও)। প্রতীহারী — ইতঃ ইতঃ দেবঃ (মহারাজ, এইদিকে, এইদিকে)। [সর্বে সত্বরম্ উপসর্পন্তি — সবাই তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলেন]।

বঙ্গানুবাদ—

(নেপথ্যে)

বয়স্য শোন'! আমায় মেরে ফেলছে, মেরে ফেলছে!

রাজা — (দ্রুতবেগে গিয়ে) বন্ধু, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না!

(নেপথ্যে)

(পুনরায় 'আমায় মেরে ফেলছে, মেরে ফেলছে' এরকম ব'লে) কেন ভয় পাবো না? এই যে কে একজন আমার ঘাড়টা নীচের দিকে মুচড়ে ধরে আখের মত আমাকে যেন তিন টুকরো করে ফেলছে।

রাজা — (দৃষ্টিপাত ক'রে) আমার ধনু নিয়ে এসো।

(ধনু-হাতে প্রবেশ ক'রে)

যবনী — প্রভু, এই যে আপনার শরাসন, সঙ্গে হস্তাবরণ।

(রাজা তীর ও ধনু গ্রহণ করলেন)

(নেপথ্যে)

গলায় কামড় বসিয়ে তাজা রক্ত পান করার লোভে বাঘ যেমন পশুকে হত্যা করে, তেমনি তুমি যতই বাঁচার চেষ্টা কর না কেন তোমাকে আমি এখুনি মারছি। যে দুষ্যন্ত বিপন্নদের ভয় দূর করার জন্য ধনু ধারণ করেন, এখন তিনি তোমায় বাঁচান।

রাজা — (ক্রোধের সঙ্গে) সেকি, এ যে দেখছি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে। দাঁড়া শবভক্ষক পিশাচ, এই মুহূর্তেই তোকে শেষ করছি। (ধনুতে তীর যোজনা ক'রে) বেত্রবতী, আমাকে সিঁড়ির পথ দেখাও।

প্রতীহারী — এইদিকে মহারাজ, এইদিকে।

(সকলে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলেন)

রাঘবভট্ট— ভো বয়স্য, অবিহেতি খেদে নিপাতঃ। 'অবিহাবিহা নির্বেদে' ইত্যুক্তেঃ। গতিভেদেন। ক্রোধোদ্ধতগত্যেত্যর্থঃ। কথং ন ভেষ্যামি। এষ মাং কোঽপি প্রত্যবনতশিরো-ধরমিক্ষুমিব ত্রিভঙ্গং ত্রিখণ্ডং করোতি। এতদ্ধস্তাবাপসহিতং জ্যাঘাতবারণসহিতং শরাসনং ধনুঃ। এষ ইতি। অভিনবং নূতনং যৎ কণ্ঠশোণিতং তদর্থী শার্দূলো ব্যাঘ্রঃ। 'শার্দূলদ্বীপিনৌ ব্যাঘ্রে' ইত্যমরঃ। চেষ্টমানমিতস্ততো বলমানং পশুমিবৈষ ত্বাং হন্মি। অভিনবেত্যাদি-বিশেষণমেতদোঽপি যোজ্যম্। চেষ্টমানমিতি যুষ্মদোঽপি। অনেন বীভৎসরসো ধ্বনিতঃ। তল্লক্ষণং তু — 'হৃদ্যানাং তু পদার্থানাং দর্শনশ্রবণাদয়ঃ। স্বভাবাদ্ধাতুদোষাদ্বা বস্তুত্যন্তাপ্রিয়া-ত্মকম্। স্যাদ্বিভাবোঽথানুভাবাদ্ধৃৎকম্পো গাত্রধুননম্। অথ সংচারিণো মোহাবেগাপ-স্মারমৃত্যবঃ। ব্যাধিশ্চ যত্র বীভৎসঃ সঃ স্থায়িন্যা জুগুপ্সয়া। শুদ্ধোঽশুদ্ধোঽত্যন্তশুদ্ধো বীভৎসস্তু ত্রিধা মতঃ। আদ্যৌ রুধিরবিষ্ঠাদিশুদ্ধাশুদ্ধবিভাবজৌ ॥' ইতি। দশরূপকেঽপি — রুধিরান্ত্রকীকসবসাস্নয্বাদিভিঃ ক্ষোভণঃ' ইতি দ্বিতীয়ো বীভৎসভেদঃ। আর্তানাং পীড়িতানাং ভয়মপনেতুং দূরীকর্তুমাত্তধন্বা গৃহীতচাপ ইতি স্বাভাবিকং ক্রোধাবেগসূচনম্। উপমাবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। প্রহর্ষিণীবৃত্তম্। অনেনৌজা নাম সন্ধ্যন্তরাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'ওজস্তু বাগুপন্যাসো নিজশক্তিপ্রকাশকঃ' ইতি। এতদভিপ্রায়েণ রাজা সরোষমিতি। রুণপাশন রাক্ষস। 'রাজা — সরোষম্' ইত্যাদিনৈতদন্তেন ক্রোধো নাম সন্ধ্যন্তরাঙ্গমুপ-ক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'ক্রোধস্তু চেতসো দীপ্তিরপরাধাদিদর্শনাৎ' ইতি। ইত ইতো দেব।

সুষমা—[১] অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী — অভিনবং কণ্ঠশোণিতম্ (কর্মধা), তস্য অর্থী (ষষ্ঠী তৎ)। [২] আত্তধন্বা — আত্তং ধনুঃ যেন সঃ (বহুব্রী)। 'ধনুষশ্চ' সূত্রে অনঙ্। [৩] উপমা অলংকার। বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৪] প্রহর্ষিণী ছন্দ।

[৬.৩৯]

➜ রাজা — (সমন্তাদ্বিলোক্য) শূন্যং খল্বিদম্।

(নেপথ্যে)

অবিহা অবিহা। অহং অত্তভবন্তং পেক্খামি। তুমং মং ণ পেক্খসি। বিড়ালগ্গহীদো মূসও বিঅ ণিরাসো ম্হি জীবিদে সংবুত্তো। (অবিহা অবিহা। অহম্ অত্রভবন্তং পশ্যামি। ত্বং মাং ন পশ্যসি। বিড়ালগৃহীতঃ মূষিকঃ ইব নিরাশঃ অস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ।)

রাজা — ভোস্তিরস্করিণীগর্বিত, মদীয়ং শস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি। এষ তমিষুং সংদধে,

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষতি চ দ্বিজম্।

হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ ॥ ২৮ ॥

(অস্ত্রং সংধত্তে।)

বিসন্ধি—সমন্তাৎ + বিলোক্য। খলু + ইদম্। ভোঃ + তিরস্করিণীগর্বিত। তম্ + ইষুম্। ক্ষীরম্ + আদত্তে। বর্জয়তি + অপঃ।

অন্বয়—যঃ বধ্যং ত্বাং হনিষ্যতি, রক্ষ্যং চ দ্বিজং রক্ষতি। হংসঃ ক্ষীরম্ আদত্তে হি, তন্মিশ্রা অপঃ বর্জয়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [সমন্তাৎ বিলোক্য — চারদিকে তাকিয়ে] শূন্যং খলু ইদম্ (সেকি! এখানে তো কেউ নেই)। [নেপথ্যে] অবিহা অবিহা (আমায় মেরে ফেলছে, মেরে ফেলছে)। অহম্ অত্রভবন্তং পশ্যামি (আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি)। ত্বং মাং ন পশ্যসি (আপনি আমায় দেখতে পাচ্ছেন না)। বিড়ালগৃহীতঃ মূষিক ইব (বিড়ালের হাতে ধরা-পড়া ইঁদুরের মত) নিরাশঃ অস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ (আমার বাঁচার কোন আশা দেখছি না)। রাজা — ভোঃ তিরস্করিণীগর্বিত (অদৃশ্য থাকার শক্তিতে গর্বিত রাক্ষস, তুমি শোন'), মদীয়ং শস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি (আমার অস্ত্র তোমাকে ঠিক খুঁজে নেবে)। এষ তম্ ইষুং সংদধে (এখন আমি সেই বাণ যোজনা করছি), যঃ (যেই বাণ) বধ্যং ত্বাং হনিষ্যতি (বধের যোগ্য তোমাকে বধ করবে) রক্ষ্যং চ দ্বিজং রক্ষতি (আর যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করার, তাঁকে রক্ষা করবে)। হংসো হি ক্ষীরম্ আদত্তে (হাঁস কেবলমাত্র দুধই গ্রহণ করে) তন্মিশ্রা অপঃ বর্জয়তি (দুধের সঙ্গে মেশান' জল সে পরিত্যাগ করে। [অস্ত্রং সংধত্তে — অস্ত্র অর্থাৎ বাণ যোজনা ক'রলেন]

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (সবদিকে তাকিয়ে) সেকি, এখানে তো কেউ নেই।

(নেপথ্যে)

আমায় মেরে ফেলছে, মেরে ফেলছে। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনি আমায় দেখতে পাচ্ছেন না। বিড়ালের হাতে ধরা-পড়া ইঁদুরের মত আমি বাঁচার আর কোন আশা দেখছি না।

রাজা — অদৃশ্য থাকার শক্তিতে গর্বিত রাক্ষস, তুমি শোন' — আমার অস্ত্র তোমাকে ঠিক খুঁজে নেবে। এখন আমি সেই বাণ যোজনা করছি —

যেই বাণ, বধযোগ্য তোমাকে বধ করবে, আর যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে হবে তাঁকে রক্ষা করবে। হাঁস কেবল দুধই গ্রহণ করে, দুধের সঙ্গে মেশান' জল পরিত্যাগ করে। (বাণ যোজনা ক'রলেন।)

রাঘবভট্ট—অবিহা খেদে। অহমত্রভবন্তং পূজ্যং রাজানং পশ্যামি। ত্বং মাং ন পশ্যসি। বিড়ালগৃহীতো মার্জারগৃহীতো মূষিক ইব নিরাশোঽস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ। অনেনোপমানেন

ত্যাগেঽপি জীবিতাভাবঃ সূচিতঃ। তিরস্করিণী বিদ্যা তয়া গর্বিত, যদ্যহং ন পশ্যামি তথাপি মদীয়ং শস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি। এষ ইত্যস্য শ্লোকেনান্বয়ঃ। য ইতি। যঃ শরো বধ্যং ত্বাং হনিষ্যতি প্রহরিষ্যতি। দ্বিজং বিদূষকং রক্ষ্যং রক্ষতি রক্ষিষ্যতি। তমিষুং সংদধ ইতি সংবন্ধঃ। একস্যোভয়কারিত্বে দৃষ্টান্তমাহ — হংস ইতি। অত্রোপমেয় উভয়স্যাদৃষ্টত্বেন রূপেণৈক্যং বিবক্ষিতম্। 'রাজা — ভোঃ' ইত্যাদিনৈতদন্তেন ব্যবসায়ো নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং দশরূপকে — 'ব্যবসায়ঃ স্বশক্ত্যুক্তিঃ' ইতি। রাজ্ঞা স্বশক্তেরাবিষ্করণাৎ। 'নেপথ্যে' ইত্যাদি-নৈতদন্তেন রৌদ্রো রসঃ ধ্বনিতঃ। তল্লক্ষণং তু — 'হস্তুপ্রকৃতয়ো রক্ষোদৈত্যাদ্যন্যায়কারিণঃ। জিঘাংসাদ্যাশ্চ যত্র স্যুর্বিভাবাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ভ্রূকুটী রক্তনেত্রত্বং কপোলস্ফুরণং তথা। দন্তৌষ্ঠপীড়নং হস্তনিষ্পেষোঽথান্যবিগ্রহো॥ তলাদ্যৈস্তাড়নং ছেদো মর্দঃ পাটনমোটনে। শস্ত্রাণাং গ্রহণং ঘাতঃ প্রহারো রুধিরস্রুতিঃ॥ এতেঽনুভাবা ৰোধাবমর্শাবেগৌ চ চাপলম্। স্বেদবেপথুরোমাঞ্চগদ্‌গদস্বরতাদয়ঃ॥ ভাবাঃ সংচারিণঃ স্থায়ী ক্রোধো রৌদ্রোঽভ্যধায়ি সঃ॥' ইতি।

সুষমা—[১] বধ্যম্ — বধম্ অর্হতি এই অর্থে হন্ + যৎ। 'হনো বা যদ্বধশ্চ বক্তব্যঃ' ইতি হন্ এর বধাদেশ। [২] হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে ... অপঃ — প্রসিদ্ধ প্রবাদ। তুঃ 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'। (পঞ্চতন্ত্র)। বাস্তব সত্যতা নেই। প্রথমে শব্দটি 'কীর' (জলীয় পোকা) ছিল ব'লে অনেকের ধারণা। [৩] দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। তাছাড়া পরিকর। [৪] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৬.৪০]

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকমুৎসৃজ্য মাতলিঃ)

মাতলিঃ — রাজন্,

কৃতাঃ শরব্যং হরিণা তবাসুরাঃ
শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতামিদম্।
প্রসাদসৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে
পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ ॥ ২৯ ॥

বিসন্ধি—বিদূষকম্ + উৎসৃজ্য। তব + অসুরাঃ। বিকৃষ্যতাম্ + ইদম্।

অন্বয়—হরিণা অসুরাঃ তব শরব্যং কৃতাঃ। তেষু ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম্। সতাং প্রসাদসৌম্যানি চক্ষূংষি সুহৃজ্জনে পতন্তি — দারুণাঃ শরাঃ ন (পতন্তি)।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ বিদূষকম্ উৎসৃজ্য মাতলিঃ প্রবিশতি — তারপর বিদূষককে ছেড়ে দিয়ে মাতলি প্রবেশ ক'রলেন।] মাতলিঃ — রাজন্ (মহারাজ), হরিণা (দেবরাজ ইন্দ্র) অসুরাঃ তব শরব্যং কৃতাঃ (অসুরদের আপনার শরের লক্ষ্য স্থির করেছেন)। তেষু ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম্ (তাদের লক্ষ্য ক'রে আপনি বাণ সংযোজন করুন)। সতাং

প্রসাদসৌম্যানি চক্ষুংষি (সজ্জনের স্নেহ-মধুর দৃষ্টি) সুহৃজ্জনে পতন্তি (বন্ধুজনের উপর বর্ষিত হয়) দারুণাঃ শরাঃ ন (কঠোর বাণ নয়)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর বিদূষককে ছেড়ে দিয়ে মাতলি প্রবেশ করলেন।)

মাতলি — মহারাজ,

দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের আপনার বাণের লক্ষ্য স্থির করেছেন। তাদের লক্ষ্য করে আপনি বাণ সংযোজন করুন। সজ্জনের স্নেহ-মধুর দৃষ্টি বন্ধুজনের উপর বর্ষিত হয়, কঠোর বাণ বর্ষিত হয় না।

রাঘবভট্ট—কৃতা ইতি। হরিণেন্দ্রেণাসুরা দৈত্যাস্তব শরব্যং লক্ষ্যং কৃতাঃ। 'লক্ষং লক্ষ্যং শরব্যং চ' ইত্যমরঃ। অত ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম্। তদর্থমহমাগতোঽস্মীতি সূচিতম্। সূক্ষ্ম কাব্যলিঙ্গং চ। সুহৃজ্জনে সতাং প্রসাদেন সৌম্যান্যনুগ্রাণি চক্ষুংষি পতন্তি ন দারুণা মর্মভেদিনঃ শরাঃ। তেন তেষু ধনুরাকর্ষণমাত্রং ন, অপি তু শরপাতোঽপি কর্তব্য ইতি ভাবঃ। অত্র তব ময়ীতি বিশেষে বক্তব্যে সতাং সুহৃজ্জন ইতি সামান্যোক্তেরপ্রস্তুতপ্রশংসা। সতাং তাদৃশচক্ষুষা সুহৃজ্জনসংবন্ধপ্রতীতেঃ সমালংকারো ব্যঙ্গ্যঃ। ন দারুণা ইতি ব্যতিরেকঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ। বংশস্থং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] শরব্যম্ — শৃণাতি হন্তি ইতি শ্ + উ = শরু। তস্মৈ ইতি শরু + যৎ = শরব্যম্। [২] হরিণা — হরি = দেবরাজ ইন্দ্র। 'হরির্যমানিলেন্দ্রার্কবিষ্ণুসিংহাংশুবাজিষু। বৃকাহিকপিভেকেষু হরির্না কপিলে ত্রিষু ॥' [৩] প্রসাদসৌম্যানি — প্রসাদেন সৌম্যম্ (তৃতীয়া তৎ), তানি। সোম + ষ্যঞ্ = সৌম্য ॥ [৪] উত্তরার্দ্ধের সামান্যের দ্বারা পূর্বার্দ্ধের বিশেষের সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। প্রথম চরণ দ্বিতীয় চরণের কারণ। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ। 'তব' এবং 'ময়ি' এই প্রস্তুত বিশেষের স্থলে 'সতাম্' এবং 'সুহৃজ্জনে' — এই সামান্যের উক্তিতে অপ্রস্তুতপ্রশংসা। তাছাড়া ব্যতিরেক, বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৫] বংশস্থবিল ছন্দ।

[৬.৪১]

রাজা — (অস্ত্রমুপসংহরন্) অয়ে মাতলিঃ। স্বাগতং মহেন্দ্রসারথে।

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ — অহং জেণ ইট্ঠিপসুমারং মারিদো সো ইমিণা সাঅদেণ অহিণন্দীঅদি। (অহং যেন ইষ্টিপশুমারং মারিতঃ সঃ অনেন স্বাগতেন অভিনন্দ্যতে।)

মাতলিঃ — (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্, শ্রূয়তাং যদস্মি হরিণা ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ।

রাজা — অবহিতোঽস্মি।

মাতলিঃ — অস্তি কালনেমিপ্রসূতির্দুর্জয়ো নাম দানবগণঃ।

রাজা — অস্তি। শ্রুতপূর্বং ময়া নারদাৎ।

মাতলিঃ —

সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্য-
স্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তি-
স্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ ॥ ৩০ ॥

স ভবানাত্তশস্ত্র এব ইদানীং তমৈন্দ্ররথমারুহ্য বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম্।

বিসন্ধি—অস্ত্রম্ + উপসংহরন্। যৎ + অস্মি। অবহিতঃ + অস্মি। কালনেমিপ্রসূতিঃ + দুর্জয়ঃ। সখ্যুঃ + তে। শতক্রতোঃ + অজয্যঃ + তস্য। যৎ + ন। সপ্তসপ্তিঃ + তৎ + নৈশম্। তিমিরম্ + অপাকরোতি। ভবান্ + আত্তশস্ত্রঃ। তম্ + ঐন্দ্ররথম্ + আরুহ্য।

অন্বয়—সঃ তে সখ্যুঃ শতক্রতোঃ অজয্যঃ কিল ; রণশিরসি ত্বং তস্য নিহন্তা স্মৃতঃ। সপ্তসপ্তিঃ যৎ নৈশং তিমিরম্ উচ্ছেত্তুং ন প্রভবতি তৎ চন্দ্রঃ অপাকরোতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [অস্ত্রম্ উপসংহরন্ — অস্ত্র সংবরণ ক'রে] অয়ে মাতলিঃ (আরে, এযে দেখি মাতলি)! স্বাগতং মহেন্দ্রসারথে (ইন্দ্রের সারথিকে অভিনন্দন)! [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] বিদূষকঃ — অহং যেন (যে আমাকে) ইষ্টিপশুমারং মারিতঃ (যজ্ঞের বধ্য পশুর মত মারছিল) সঃ (তাকেই) অনেন (ইতি অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্ত) স্বাগতেন অভিনন্দ্যতে (সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছেন)। মাতলিঃ — [সস্মিতম্ — হেসে] আয়ুষ্মন্ (রথীকে উদ্দেশ্য করে সারথির সম্বোধন, মহারাজ, আপনি শুনুন' — এইরকম অর্থ) শ্রূয়তাং (শুনুন) যৎ (যে কারণে) হরিণা ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ অস্মি (দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন)। রাজা — অবহিতঃ অস্মি (শুনছি, আপনি বলুন)। মাতলিঃ — কালনেমিপ্রসূতিঃ দুর্জয়ঃ নাম দানবগণঃ-অস্তি (কালনেমির দুর্জয় নামে কতগুলি দানব সন্তান আছে)। রাজা — অস্তি (আছে)। শ্রুতপূর্বং ময়া নারদাৎ (নারদের মুখে তা আগেই শুনেছি)। মাতলিঃ — সঃ (সেই দুর্জয় নামে দানবেরা) তে সখ্যুঃ শতক্রতোঃ (আপনার বন্ধু ইন্দ্রের পক্ষে) অজয্যঃ কিল (অপরাজেয়)। ত্বং (আপনি) রণশিরসি (যুদ্ধের সম্মুখভাগে থেকে) তস্য নিহন্তা স্মৃতঃ (সেই দানবদের মারবেন — এরকম স্থির হয়েছে)। সপ্তসপ্তিঃ (সূর্য) যৎ নৈশং তিমিরং (যে রাতের অন্ধকার) উচ্ছেত্তুং ন প্রভবতি (দূর করতে পারেন না) তৎ চন্দ্রঃ অপাকরোতি (চন্দ্র সেই অন্ধকার দূর ক'রে থাকে)। স ভবান্ আত্তশস্ত্র এব (তা আপনিতো শস্ত্র ধারণ করেই আছেন) ; ইদানীং (সুতরাং এখনই) তম্ ইন্দ্ররথম্ আরুহ্য (ইন্দ্রের পাঠানো এই রথে আরোহণ ক'রে) বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম্ (যুদ্ধজয়ের জন্য যাত্রা করুন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (অস্ত্র সংবরণ ক'রে) আরে এযে দেখছি মাতলি! ইন্দ্রের সারথিকে অভিনন্দন!

(প্রবেশ ক'রে)

বিদূষক — এতক্ষণ যে আমাকে যজ্ঞের বধ্য পশুর মত মারছিল, তাকেই দেখি ইনি সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

মাতলি (অল্প হেসে) আয়ুষ্মন্ (মহারাজ)! যে কারণে দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন তা শুনুন।

রাজা — বলুন; শুনছি।

মাতলি — কালনেমির দুর্জয় নামে কতগুলি দানব সন্তান আছে।

রাজা — আছে। নারদের মুখে ইতিপূর্বেই তা শুনেছি।

মাতলি — সেই দানবেরা আপনার বন্ধু ইন্দ্রের পক্ষে অপরাজেয়। আপনি যুদ্ধের সম্মুখভাগে থেকে তাদের বধ করবেন — এরকম স্থির হয়েছে। রাতের যে অন্ধকার সূর্য দূর করতে পারে না, চন্দ্র তা করে থাকে।

আপনি শস্ত্র ধারণ করেই আছেন। সুতরাং এখনি আপনি ইন্দ্রের পাঠানো এই রথে আরোহণ করে যুদ্ধজয়ের জন্য যাত্রা করুন।

রাঘবভট্ট—অস্ত্রং বাণম্। অয়ে ইত্যাশ্চর্যে। মাতলের্মহত্ত্বমিন্দ্রসারথিত্বেনৈবেতি মহেন্দ্রসারথে ইত্যুক্তিঃ। অহং যেনেষ্টিপশুমারং মারিতঃ সোঽনেন স্বাগতেনাভিনন্দ্যতে। অস্মীত্যহমর্থে নিপাতঃ। হরিণেন্দ্রেণ। অবহিতোঽস্মি সাবধানোঽস্মি। 'রাজা — অস্তি' ইতি পূর্বস্যোত্তররূপং ভিন্নং বাক্যম্। সখ্যুরিতি। কিলেতি প্রসিদ্ধৌ। তে তব সখ্যুর্মিত্রস্য। অনেন জন্মপ্রভৃতি তেন সহ মৈত্র্যভিনিয়োগত্বেনেদং মন্তব্যমিতি ভাবঃ। শতক্রতো-রিন্দ্রস্যাজয্যঃ। প্রযত্নসহস্রৈরপি জেতুমশক্য ইত্যর্থঃ। 'ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে' ইতি নিপাতঃ। রণশিরসি সংগ্রামাগ্রে তস্য দানবগণস্য ত্বং নিয়ন্তা স্মৃতঃ। সপ্তসপ্তিঃ সূর্যো যন্নৈশং নিশাসংবন্ধি তিমিরিমুচ্ছেত্তুং নাশয়িতুং ন প্রভবতি সমর্থো ন ভবতি চন্দ্রস্তদপাকরোতি। দৃষ্টান্তঃ। স্তেসন্তস্যেতি সপ্তসপ্তীতি চ্ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। প্রহর্ষিণীবৃত্তম্। অত্রানেন স্বস্বামিনঃ সূর্যোপ-মানত্বেন তেজস্বিত্বং বদতা তদশক্যকরত্বেনাস্য চন্দ্রোপমানত্বং বদতোভয়ত্রৌচিত্যং ধ্বনিতম্।

সুষমা—[১] শ্রুতপূর্বম্ — পূর্বং শ্রুতম্ (সহসুপা)। [২] অজয্যঃ — জি + যৎ কর্মণি = জয্যঃ। 'ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে'। ন জয্যঃ (নঞ্ তৎ)। [৩] উচ্ছেত্তুম্ — উৎ-ছিদ্ + তুমুন্। [৪] সপ্তসপ্তিঃ — সপ্ত সপ্তয়ঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৫] দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। তাছাড়া ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৬] প্রহর্ষিণী ছন্দ।

[৬.৪২]

রাজা — অনুগৃহীতোঽহমনয়া মঘবতঃ সংভাবনয়া। অথ মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্।

মাতলিঃ — তদপি কথ্যতে। কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসংতাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি। কুতঃ —

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণাং কুরুতে।
প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ ॥ ৩১ ॥

বিসন্ধি—অনুগৃহীতঃ + অহম্ + অনয়া। কিম্ + এবম্। তৎ + অপি। কিঞ্চিন্নিমিত্তাৎ + অপি। মনঃসংতাপাৎ + আয়ুষ্মান্। কোপয়িতুম্ + আয়ুষ্মন্তম্। কৃতবান্ + অস্মি। চলিতেন্ধনঃ + অগ্নিঃ + বিপ্রকৃতঃ।

অন্বয়—অগ্নিঃ চলিতেন্ধনঃ (সন্) জ্বলতি ; পন্নগঃ বিপ্রকৃতঃ (সন্) ফণাং কুরুতে। প্রায়ঃ জনঃ ক্ষোভাৎ স্বং মহিমানং প্রতিপদ্যতে হি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা মঘবতঃ অনয়া সংভাবনয়া (দেবরাজ ইন্দ্রের এই গৌরবসূচক অনুরোধে) অনুগৃহীতোঽহম্ (আমি অনুগৃহীত হ'লাম)। অথ (আচ্ছা) মাধব্যং প্রতি (আমার বিদূষক মাধব্যের প্রতি) ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্ (আপনি এরকম আচরণ করলেন কেন)? মাতলিঃ — তদপি কথ্যতে (তাও বলছি)। কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি (কোন' কারণে) মনঃসন্তাপাৎ (মনের কষ্টে) আয়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ (আপনাকে আমি খুব কাতর দেখলাম)। পশ্চাৎ (তখন) আয়ুষ্মন্তং কোপয়িতুম্ (আপনাকে ক্রুদ্ধ করার জন্য) তথা কৃতবানস্মি (আমি ঐরকম করেছিলাম)। কুতঃ (কেননা) — অগ্নিঃ চলিতেন্ধনঃ (সন্) জ্বলতি (আগুন যখন কমে আসে তখন তাকে একটু নাড়িয়ে দিলে তা আবার ভালোভাবে জ্বলে ওঠে) ; পন্নগঃ বিপ্রকৃতঃ সন্ (সাপকে আঘাত ক'রলে) ফণাং কুরুতে (সে ফণা তুলে আক্রমণ করে)। প্রায়ঃ জনঃ (মানুষ সাধারণতঃ) ক্ষোভাৎ (ক্রুদ্ধ হ'লেই) স্বং মহিমানং প্রতিপদ্যতে হি (নিজের তেজ প্রকাশ করে থাকে)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — দেবরাজ ইন্দ্রের এই গৌরবসূচক অনুরোধে আমি কৃতার্থ হ'লাম। আচ্ছা, আমার বিদূষক মাধব্যের প্রতি ওরকম ব্যবহার করলেন কেন?

মাতলি — তাও বলছি। আমি এসে দেখলাম কোন কারণে মনের কষ্টে আপনি খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। তখন আপনাকে ক্রুদ্ধ করার জন্য আমি ঐরকম করেছি। কেননা —

আগুন নিভে এলে তাকে একটু খুঁচিয়ে দিলে তা আবার জ্বলে ওঠে ; সাপকে যখন কেউ আঘাত করে তখনই সাপ ফণা তুলে আক্রমণ করে। মানুষ সাধারণতঃ ক্রুদ্ধ হ'লেই নিজের তেজ প্রকাশ ক'রে থাকে।

রাঘবভট্ট—জ্বলতীতি। চলিতং চলনং প্রাপ্তমিন্ধনং যস্য সোঽগ্নির্জ্বলতি। বিপ্রকৃতঃ কোপিতঃ পন্নগঃ সর্পঃ ফণাং ফটামূর্দ্ধং কুরুত ইত্যর্থঃ। 'ফটায়াং তু ফণা দ্বয়োঃ ইত্যমরঃ। হি নিশ্চিতং জনঃ সর্বো লোকঃ ক্ষোভাচ্চিত্তক্রৌর্যাৎ স্বং মহিমানমাত্মপ্রভাবং প্রায়ো বাহুল্যেন প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি। মালাদৃষ্টান্তালংকারঃ। ভবানিতি বিশেষে প্রস্তুতে জন ইতি সামান্যোক্তেরপ্রস্তুত-প্রশংসা। লতিলিতে ইতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] কোপয়িতুম্ — কুপ্ + ণিচ্ + তুমুন্। [২] চলিতেন্ধনঃ — চলিতানি ইন্ধনানি যস্য সঃ (বহুব্রী)। চল্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি = চলিতম্। [৩] বিপ্রকৃতঃ — বি + প্র — কৃ + ক্ত কর্মণি। [৪] 'ভবান্' এই বিশেষের স্থলে 'জনঃ' এই সামান্যের উল্লেখে অপ্রস্তুতপ্রশংসা। উত্তরার্দ্ধের সামান্যের দ্বারা পূর্বার্দ্ধের বিশেষের সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। একই পরাক্রমপ্রকাশ ধর্মের বাক্যভেদে পৃথক নির্দেশে প্রতিবস্তূপমা। সমানধর্মের প্রতিবিম্বনে দৃষ্টান্ত। তাছাড়া ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৫] আর্যা ছন্দ।

[৬.৪৩]

রাজা — (জনান্তিকম্) বয়স্য, অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা। তদত্র পরিগতার্থং কৃত্বা মদবচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি —

ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তুঃ প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ ॥ ৩২ ॥

বিদূষকঃ — জং ভবং আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তঃ) (যৎ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি।)

মাতলিঃ — আয়ুষ্মান্ রথমারোহতু।

(রাজা রথাধিরোহণং নাটয়তি)

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

বিসন্ধি—দিবস্পতেঃ + আজ্ঞা। তৎ + অত্র। মদ্বচনাৎ + অমাত্যপিশুনম্। অধিজ্যম্ + ইদম্ + অন্যস্মিন্। রথম্ + আরোহতু। ষষ্ঠঃ + অঙ্কঃ।

অন্বয়—কেবলা ত্বন্মতিঃ তাবৎ প্রজাঃ পরিপালয়তু। অধিজ্যম্ ইদং ধনুঃ অন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [জনান্তিকম্ — জনান্তিকে] বয়স্য (বন্ধু), অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা (স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের আদেশ অলঙ্ঘনীয়)। তদত্র পরিগতার্থং কৃত্বা (সুতরাং এখানকার সব ঘটনা বুঝিয়ে বলে) মদ্বচনাৎ অমাত্যপিশুনং ব্রূহি (আমার কথায় মন্ত্রী পিশুনকে গিয়ে বলবে) — কেবলা ত্বন্মতিঃ (কেবলমাত্র আপনার বুদ্ধিই) তাবৎ (আমি না আসা পর্যন্ত) প্রজাঃ পরিপালয়তু (প্রজাসাধারণকে প্রতিপালন করুক)। অধিজ্যম্ ইদং ধনুঃ (গুণ পরানো হয়েছে এমন আমার এই ধনু) অন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতম্ (এখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবে)। বিদূষকঃ — যৎ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি (আপনি যা আদেশ করেন)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন।] মাতলিঃ — আয়ুষ্মান্ রথমারোহতু (আপনি রথে আরোহণ করুন)।

[রাজা রথাধিরোহণং নাটয়তি — রাজা রথে আরোহণের অভিনয় করলেন] [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে — সবাই বেরিয়ে গেলেন] ষষ্ঠঃ অঙ্কঃ — ষষ্ঠ অঙ্কের সমাপ্তি।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (জনান্তিকে) বন্ধু, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং এখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে মন্ত্রী পিশুনকে আমার কথায় গিয়ে বলো —

কেবলমাত্র আপনার বুদ্ধিই আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রজাসাধারণকে প্রতিপালন করুক। গুণ পরানো হয়েছে এমন আমার এই ধনু এখন অন্য এক কাজে ব্যস্ত থাকবে।

বিদূষক — আপনি যা আদেশ করেন। (বেরিয়ে গেলেন)

মাতলি — আয়ুষ্মান্ রথে আরোহণ করুন।

(রাজা রথে আরোহণের অভিনয় করলেন)

(সকলে বেরিয়ে গেলেন)

॥ ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

রাঘবভট্ট—তৎ তস্মাদত্র বিষয়ে মমেন্দ্রাজ্ঞয়া তত্র গমনরূপেণ পরিগতার্থং জ্ঞাতার্থং কৃত্বা। পিশুন ইতি মন্ত্রিনাম। ত্বন্মতিরিতি। ইতি ব্রূহীতি সংবন্ধঃ। পূর্বং প্রজাপরিপালন উভয়মপি ব্যাপৃতমাসীৎ। অধুনা তে মতিরেবেতি কেবলেত্যুক্তম্। অনেনোভয়ায়ত্তসিদ্ধিত্বমাত্মনঃ সূচিতম্। দ্বিতীয়স্যান্যত্র বিনিয়োগমাহ — অধীতি। অন্যস্মিন্ কর্মণি দানবমারণে। এতেন লোকদ্বয়রক্ষকত্বমস্য ধ্বনিতম্। যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তি। রথাধিরোহণং নাটয়তীত্যূর্ধ্বজানুচর্যা। তল্লক্ষণং তু সঙ্গীতরত্নাকরে — 'কুঞ্চিতোৎক্ষিপ্তপাদঃ স্যাজ্জানুস্তনসমং যদা। ন্যস্তস্যাধঃ কৃতোঽন্যোঽঙ্ঘ্রিরূর্ধ্বজানুস্তদা ভবেৎ ॥' ইতি।

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকায়ামর্থদ্যোতনিকায়াং

॥ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সুষমা—[১] দিবস্পতেঃ — দিবঃ পতিঃ = দিবস্পতিঃ। 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রপৃষ্ঠপার —' ইত্যাদি সূত্রে (লোকে এবং বেদে — উভয়ত্র প্রযোজ্য ধরে নিয়ে) সত্ব। অলুক্ সমাস। [২] মদ্বচনাৎ — ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। [৩] অধিজ্যম্ — অধ্যারূঢ়া জ্যা যত্র তৎ (বহুব্রী)। [৪] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। [৫] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সপ্তমোঽঙ্কঃ

[৭.১]

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন রথাধিরূঢ়ো রাজা মাতলিশ্চ)

রাজা — মাতলে, অনুষ্ঠিতনিদেশোঽপি মঘবতঃ সৎক্রিয়াবিশেষাদনুপযুক্তমিবাত্মানং সমর্থয়ে।

মাতলিঃ — (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্, উভয়মপ্যপরিতোষং সমর্থয়ে।

প্রথমোপকৃতং মরুত্বতঃ
প্রতিপত্ত্যা লঘু মন্যতে ভবান্।
গণয়ত্যবদানবিস্মিতো
ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়াগুণান্ ॥ ১ ॥

বিসন্ধি—সপ্তমঃ + অঙ্কঃ। প্রবিশতি + আকাশযানেন। মাতলিঃ + চ। অনুষ্ঠিনিদেশঃ + অপি। সৎক্রিয়াবিশেষাৎ + অনুপযুক্তম্ + ইব + আত্মানম্। উভয়ম্ + অপি + অপরিতোষম্। গণয়তি + অবদানবিস্মিতঃ। সঃ + অপি।

অন্বয়—ভবান্ মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা প্রথমোপকৃতং লঘু মন্যতে, স (ইন্দ্রঃ) অপি ভবতঃ অবদানবিস্মিতঃ সৎক্রিয়াগুণান্ ন গণয়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—সপ্তমোঽঙ্কঃ — সপ্তম অঙ্ক শুরু হচ্ছে। [ততঃ — তারপর ; রথাধিরূঢ়ঃ রাজা মাতলিশ্চ — রথারূঢ় রাজা এবং মাতলি ; আকাশযানেন প্রবিশতি — আকাশপথে প্রবেশ ক'রলেন] রাজা — মাতলে (মাতলি), অনুষ্ঠিতনিদেশঃ অপি (দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ পালন করলেও) মঘবতঃ সৎক্রিয়াবিশেষাৎ (ইন্দ্রের আদর আপ্যায়ন দেখে), আত্মানম্ অনুপযুক্তম্ ইব (নিজেকে যেন সেই সমাদরের অনুপযুক্ত) সমর্থয়ে (মনে করছি)। মাতলিঃ — [সস্মিতম্ — একটু হেসে] আয়ুষ্মন্, উভয়ম্ অপি (আয়ুষ্মন্, আপনারা দুজনেই) অপরিতোষং সমর্থয়ে (এব্যাপারে অতৃপ্ত মনে হচ্ছে)। সঃ অপি (আবার ইন্দ্রও) ভবতঃ অবদানবিস্মিতঃ (আপনার কাজে বিস্মিত হ'য়ে) সৎক্রিয়াগুণান্ ন গণয়তি (নিজের করা আদর-আপ্যায়ন যথেষ্ট হয়নি বলে মনে করছেন)।

বঙ্গানুবাদ— (তারপর রথারূঢ় রাজা এবং মাতলি আকাশপথে প্রবেশ করলেন।)

রাজা — মাতলি, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ পালন ক'রলেও তাঁর আদর-আপ্যায়ন দেখে নিজেকে সেই সমাদরের অনুপযুক্ত মনে হচ্ছে।

মাতলি — (একটু হেসে) আপনারা দুজনেই এ ব্যাপারে অতৃপ্ত মনে হচ্ছে।

আপনি দেবরাজের আদর-আপ্যায়ন দেখে আপনার প্রথমে করা উপকারকে তুচ্ছ ভাবছেন ; আবার তিনিও (ইন্দ্রও) আপনার কাজে বিস্মিত হয়ে নিজের করা আদর-আপ্যায়ন যথেষ্ট হয়নি মনে করছেন।

রাঘবভট্ট—ইতো নির্বহণসন্ধিঃ সমাপ্তিং যাবৎ। তল্লক্ষণং যথা সুধাকরে — "মুখসন্ধ্যাদয়ো যত্র বিকীর্ণা বীজসংযুতাঃ। মহা (যদা) প্রয়োজনং যান্তি তন্নির্বহণমুচ্যতে ॥" ইতি। কার্যফলপ্রয়োগেণাস্য সন্ধিত্বম্। তল্লক্ষণং মাতৃগুপ্তাচার্যৈরুক্তম্ — "যদাধিকারিকং বস্তু সম্যক্ প্রাজ্ঞৈঃ প্রযুজ্যতে। তদর্থো যঃ সমারম্ভস্তৎ কার্যং কথ্যতে ইতি ॥ অভিপ্রেতং সমর্থং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলম্। ইতিবৃত্তং ভবেদ্যস্মিন্ ফলযোগঃ স উচ্যতে ॥" ইতি। অঙ্গানি তু — 'সন্ধির্নিবোধো গ্রথনং নির্ণয়ঃ পরিভাষণম্। প্রসাদানন্দসময়ঃ কৃতির্ভাবোঽবগূহনম্ ॥ পূর্বভাবোপসংহারৌ প্রশস্তিশ্চ চতুর্দশ ॥' ইতি। এতেষাং লক্ষণানি ব্যাখ্যানাবসরে তত্র তত্র বক্ষ্যামঃ। অত্র দানবযুদ্ধং যুদ্ধত্বেন সাক্ষান্নিষিদ্ধমিত্যঙ্কেনৈব সূচিতম্। প্রকৃতে প্রয়োজনাভাবা-দন্যদ্বারা বাচিকাভিনয়েনাপি নোক্তম্। অনঙ্গস্যাভিধানমিতি রসদোষাপত্তেঃ। অতঃ কৃতকার্যয়োঃ সূতরথিনোরেব প্রবেশঃ। তৎসংবাদেনৈব কার্যমুন্নেয়ম্। আকাশযানেনেত্যনেন মরীচ্যাশ্রমগমনং ধ্বনিতম্। অনুষ্ঠিতনিদেশঃ কৃতাজ্ঞঃ। মঘবত ইন্দ্রস্যেতি মধ্যমস্থমুভয়ত্রা-প্যন্বেতি। সৎক্রিয়াবিশেষাৎ সম্মানাধিক্যাৎ। অনুপযুক্তমিবোপযোগরহিতমিব, অর্থাদিন্দ্রং প্রতি যন্ময়া কার্যং কৃতং তদিন্দ্রসম্মাননায়াঃ সহস্রাংশেনাপি তুলয়িতুং ন ক্ষমমিতি সূক্ষ্মালংকারঃ। এতেনেন্দ্রস্য প্রত্যুপকারশীলত্বং বিনয়যুক্তত্বং গুণগ্রাহিত্বং চ। আত্মনস্তু পরমশৌর্যশালিত্বমিন্দ্রেণ তথাপূজিতত্বাদত্যন্তসৌভাগ্যাস্পদ চ ব্যজ্যতে। উভয়ং ভবদুপ-কৃতিমিন্দ্রসৎকৃতং চ। ত্বং ত্বাম্নোপকৃতমেব তথা সমর্থয়সে। অহং পুনরুভয়মপি। ন বিদ্যতে পরিতোষো যত্রার্থাৎ কর্ত্রোস্তদপরিতোষং সমর্থয়ে। ইন্দ্রস্তু ত্বৎকর্মাধিকং মন্যতে, ত্বং ত্বিন্দ্রকৃতাং পূজামধিকাং মন্যস ইতি ভাবঃ। তদেব দর্শয়তি — প্রথমেতি। ভবান্ মরুত্বত ইন্দ্রস্য প্রতিপত্ত্যা গৌরবেণ পশ্চাৎকৃতেন প্রথমমুপকৃতং লঘু স্বল্পং মন্যতে। ভবতোঽবদানেন শুদ্ধকর্মণা বিস্মিতঃ। 'অবদানং শুদ্ধকর্ম' ইত্যমরঃ। সোঽপীন্দ্রঃ সৎক্রিয়া স্বকৃতসম্মাননা তস্যাং গুণানাদরাতিশয়াদীনথবা তয়া গুণাংস্তস্মিন্ বিনয়ার্জবাদীন্ন গণয়তি। তব কর্ম স্মৃত্বা ময়া তস্য সংমাননা কৃতেতি চেতস্যপি তস্য নায়াতীত্যর্থঃ। বহুবচনেন সম্মাননাধিক্যং ধ্বন্যতে। ক্রিয়া চেৎ কথং গুণা ইতি বিরোধাভাসো ব্যঙ্গ্যঃ শব্দশক্তিমূলঃ। ত্বদবদানস্মরণেনা-ভিব্যক্তবিস্ময়স্তে বিগলিতবেদ্যান্তরত্বেন কিমপি ন স্মরতীতি ভাবঃ। তেন 'উদারবস্তুনা সংপৎ' ইত্যুদাত্তালংকারঃ। হেতুশ্রুত্যনুপ্রাসৌ। উপমেয়োপমা ব্যঙ্গ্যা। পরস্পরং ক্রিয়াজননাদন্যো-ন্যমপি। অত্র সৎক্রিয়ালক্ষণে কারণে সত্যপি যদ্গণনলক্ষণকার্যানুৎপত্তিঃ সা বিশেষোক্তিঃ। অথ চ গণনাভাবলক্ষণ কার্যোৎপত্তৌ কারণাভাবাদ্বিভাবনাপি। যদ্যপি কারণাভাবো নোক্তস্তথাপি

তদ্বিরুদ্ধমুখেনোক্ত এবেতি সংদেহসংকরঃ। অবদানবিস্মিতত্বেনোক্তনিমিত্তত্বমুভয়ত্র। বৈতালীয়ং বৃত্তম্। অন্যে ত্বর্ধসমং প্রবোধিতাং মন্যন্তে।

সুষমা—[১] অনুষ্ঠিতনিদেশঃ — অনুষ্ঠিতঃ নিদেশঃ যেন সঃ (বহুব্রী)। [২] প্রথমোপকৃতম্ — প্রথমং যৎ উপকৃতং তৎ (কর্মধা)। [৩] প্রতিপত্ত্যা — প্রতি-পদ্ + ক্তিন্, তৃতীয়া একব। হেতৌ তৃতীয়া। [৪] অবদানবিস্মিতঃ — অবদানেন বিস্মিতঃ (তৃতীয়া তৎ)। অব-দা + ল্যুট্ করণে = অবদানম্। [৫] সৎক্রিয়াগুণান্ — সৎক্রিয়ায়াঃ গুণাঃ (ষষ্ঠী তৎ), তান্। [৬] সৎকাররূপ কারণ থাকা সত্ত্বেও গণনারূপ কার্যের অভাব উল্লেখে বিশেষোক্তি। বিপরীতদৃষ্টিতে বিভাবনা। তাছাড়া পরস্পর ক্রিয়াসৃষ্টির উল্লেখে অন্যোন্য অলঙ্কার। শ্রুত্যনুপ্রাস। [৭] সুন্দরী (বিয়োগিনী) ছন্দ।

[৭.২]

রাজা — মাতলে, মা মৈবম্। স খলু মনোরথানামপ্যভূমির্বিসর্জনাবসরসৎকারঃ। মম হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্ধাসনোপবেশিতস্য —

অন্তর্গতপ্রার্থনমন্তিকস্থং
জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা
মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥ ২ ॥

বিসন্ধি—মা + এবম্। মনোরথানাম্ + অপি + অভূমিঃ + বিসর্জনাবসর ...। সমক্ষম্ + অর্ধাসনোপবেশিতস্য। অন্তর্গতপ্রার্থনম্ + অন্তিকস্থম্। জয়ন্তম্ + উদ্বীক্ষ্য।

অন্বয়—অন্তর্গতপ্রার্থনম্ অন্তিকস্থং জয়ন্তম্ উদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন হরিণা আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা মম পিনদ্ধা।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — মাতলে, মা মৈবম্ (মাতলি! তা নয়, তা নয়)। স খলু বিসর্জনাবসরসৎকারঃ (আমাকে বিদায় দেবার সময় যে অভ্যর্থনা তিনি দিয়েছেন তা) মনোরথানামপি অভূমিঃ (আমার চিন্তারও অগোচর)। দিবৌকসাং সমক্ষম্ (দেবতাদের সামনে) অর্ধাসনোপবেশিতস্য (ইন্দ্র তাঁর সিংহাসনেরই একভাগে আমাকে বসিয়ে) অন্তর্গতপ্রার্থনম্ জয়ন্তম্ অন্তিকস্থম্ উদ্বীক্ষ্য (পুরস্কারমাল্য পাওয়ার ইচ্ছা যে জয়ন্ত মনে মনে পোষণ করছিল এবং কাছেই অপেক্ষা করছিল — তাকে দেখে) কৃতস্মিতেন হরিণা (ইন্দ্র একটু হাসলেন মাত্র) মম হি (এবং আমারই গলায়) আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা পিনদ্ধা (নিজের বক্ষঃস্থলের হরিচন্দনে অনুলিপ্ত মন্দারপুষ্পের মালা পরিয়ে দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — মাতলি, তা নয় — তা নয়। আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় যে অভ্যর্থনা তিনি দেখিয়েছেন তা আমার চিন্তারও অগোচর ছিল। দেবতাদের সামনেই ইন্দ্র তাঁর সিংহাসনের একভাগে আমাকে বসিয়ে —

পুরস্কার-মাল্য পাওয়ার ইচ্ছা যে জয়ন্ত মনে মনে পোষণ করছিল এবং কাছেই অপেক্ষা করছিল তাকে দেখে দেবরাজ একটু হাসলেন মাত্র এবং আমারই গলায় নিজের বক্ষঃস্থলের হরিচন্দনে অনুলিপ্ত মন্দার-পুষ্পের মালা পরিয়ে দিলেন।

রাঘবভট্ট—মনোরথাতিভূমিত্বমেব দর্শয়তি — মম হ্রীতি। মম মনুষ্যমাত্রস্য। দিবৌকসো দেবস্য ন, অপি তু সকলদিবৌকসাং দেবানাম্। শ্রূয়মাণতয়া ন, অপি তু সমক্ষং প্রত্যক্ষম্। আসনমাত্রে ন, অপি তু স্বার্ধাসনে। নিবিষ্টস্য ন, অপিতূপবেশিতস্যেত্যস্য শ্লোকেনান্বয়ঃ। অন্তরিতি। অন্তর্গতা হৃদ্গতা প্রার্থনা মন্দারমালাবিষয়িণী যাজ্ঞা যস্য স তম্। ন দূরস্থম্, অপি তু অন্তিকস্থং সমীপস্থম্। 'উপকণ্ঠান্তিকাভ্যর্ণব্যগ্রা' ইত্যমরঃ। জয়ন্তং পুত্রমুদধিকং বীক্ষ্য দৃষ্টা কৃতস্মিতেনেতি তস্য মনোগতাং যাজ্ঞাং জ্ঞাত্বেতি সূক্ষ্মং জয়ন্তাদপ্যাত্মনোঽধিকস্নেহপাত্রতা ধ্বন্যতে। হরিণেন্দ্রেণামৃষ্টং স্পৃষ্টং যদ্বক্ষোহরিচন্দনং হৃদয়ানুলেপঃ সোঽঙ্কশ্চিহ্নমস্যাঃ সা। অত্রাঙ্কপদোপাদানেন মালায়াস্তৎকালধারণং তস্যাস্তৎকালকৃতং চন্দনানুলেপত্বং চ ব্যজ্যতে। তেন তৎকণ্ঠযোগ্যত্বাম্লানত্বাত্যন্তসুরভিত্বমনোহরত্বাদিকং ধ্বন্যতে। মন্দার-পুষ্পানাং মালা মম পিনদ্ধামুক্তা স্বয়ং পরিধাপিতা, ন তু দত্তা। গৌরবস্যাধিক্যাদুদাত্তম্। স্তম্ভীতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। দ্বিতীয়োপজাতিরিন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ।

সুষমা—[১] দিবৌকসাম্ — দ্যৌঃ ওকঃ যেষাম্ (বহুব্রী) তেষাম্। [২] সমক্ষম্ — অক্ষ্ণোঃ সমীপে (অব্যয়ীভাব)। [৩] অর্ধাসনোপবেশিতস্য — আসনস্য অর্ধম্ (একদেশী তৎ) ; 'অর্ধং নপুংসকম্' সূত্রে সমাংশবাচী অর্ধ-শব্দের পূর্বনিপাত। অর্ধাসনে উপবেশিতঃ (সপ্তমী তৎ), তস্য। 'উপবেশিত', উপবিষ্ট নয়। তাৎপর্য্য এই — দুষ্যন্ত দেবতাদের সামনে ইন্দ্রের সঙ্গে সিংহাসনে বসে থাকা উচিত হবে কিনা ভেবে ইতস্ততঃ করছিলেন — কিন্তু ইন্দ্র তাঁকে বসালেন। গৌরবের দ্যোতনা। [৪] অন্তর্গতপ্রার্থনম্ — অন্তর্গতা প্রার্থনা যস্য (বহুব্রী) তম্। [৫] উদ্বীক্ষ্য — উৎ + বি — ঈক্ষ্ + ল্যপ্। [৬] কৃতস্মিতেন — কৃতং স্মিতং যেন (বহুব্রী) তেন। [৭] আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা — বক্ষঃস্থিতং হরিচন্দনম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস), আমৃষ্টং বক্ষোহরিচন্দনম্ (কর্মধা), তদেব অঙ্কং যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [৮] পিনদ্ধা — অপি-নহ্ + ক্ত কর্মণি + টাপ্। 'বষ্টি ভাগুরি' ইত্যাদি বচনে 'অ'-লোপ। [৯] গৌরবের আধিক্যবর্ণনায় উদাত্ত অলঙ্কার। বিশেষণগুলি অভিপ্রায়সূচক হওয়ার পরিকর। ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১০] উপজাতি ছন্দ।

[৭.৩]

মাতলিঃ — কিমিব নামায়ুষ্মানমরেশ্বরান্নার্হতি। পশ্য —

সুখপরস্য হরেরুভয়ৈঃ কৃতং
ত্রিদিবমুদ্ধৃতদানবকণ্টকম্।
তব শরৈরধুনা নতপর্বভিঃ
পুরুষকেসরিণশ্চ পুরা নখৈঃ ॥ ৩ ॥

বিসন্ধি—কিম্ + ইব। নাম + আয়ুষ্মান্ + অমরেশ্বরাৎ + ন + অর্হতি। হরেঃ + উভয়ৈঃ। ত্রিদিবম্ + উদ্ধৃতদানবকণ্টকম্। শরৈঃ + অধুনা। পুরুষকেসরিণঃ + চ।

অন্বয়—অধুনা নতপর্বভিঃ তব শরৈঃ, পুরা পুরুষকেসরিণঃ নখৈঃ চ (ইতি) উভয়ৈঃ সুখপরস্য হরেঃ ত্রিদিবম্ উদ্ধৃতদানবকণ্টকং কৃতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — আয়ুষ্মান্ (আপনি) অমরেশ্বরাৎ (দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে) কিমিব নাম ন অর্হতি (কি না পেতে পারেন)! পশ্য (দেখুন), অধুনা নতপর্বভিঃ তব শরৈঃ (ইদানীং আপনার মসৃণ শর) পুরা পুরুষকেসরিণঃ নখৈঃ চ (এবং পুরাকালে নৃসিংহমূর্ত্তি ভগবানের নখ) ইতি উভয়ৈঃ সুখপরস্য হরেঃ (এই দুয়ের কারণে ইন্দ্র সুখে আছেন, কারণ তাঁর) ত্রিদিবম্ (স্বর্গরাজ্য) উদ্ধৃতদানবকণ্টকং কৃতম্ (এঁরা অসুর-রূপ কণ্টক থেকে মুক্ত রেখেছেন)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে কি না পেতে পারেন! দেখুন, ইন্দ্র যে সুখে আছেন তার কারণ দুটি। পুরাকালে নৃসিংহমূর্ত্তিধারী ভগবান বিষ্ণুর নখ এবং আপনার মসৃণ শর — (এই দুয়ের কারণেই) স্বর্গ নিষ্কণ্টক আছে (অসুরের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছে)।

রাঘবভট্ট—কিমিব নার্হতি। যদতিপ্রিয়মতিরম্যমত্যুৎকৃষ্টং জীবিতায়মানমপি তদপ্যর্হতি, অন্যদর্হতীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। সুখেতি। সুখপরস্য সুখে পরঃ সুখপরস্তস্য। যদ্বা সুখমেব পরং যস্যাতিসুখিন ইতি বিধেয়ম্। হরেরিন্দ্রস্যোভয়ৈঃ। ত্রিদিবং স্বর্গঃ। দানবাঃ কণ্টকা ইব দানবকণ্টকাঃ। উদ্ধৃতা দানবকণ্টকা যত্র তৎ কৃতম্। অত্রোদ্ধৃতপদেন তেষাং সমূলনাশাদত্যন্তাভাবো ধ্বন্যতে। দুঃখপ্রদত্বং সাধর্ম্যং গম্যম্। অনয়া বাহনয়োঃ পুরস্তেষাং জড়তরত্বং ধ্বন্যতে। উদ্ধৃতদানবকণ্টকত্বাৎ সুখপরত্বস্য বিধেয়ত্বে বক্তব্যে যৎ তস্যার্থং বিধেয়ত্বমুক্তং তদস্য প্রাধান্যং দ্যোতয়িতুম্। কাব্যলিঙ্গং ব্যঙ্গ্যম্। যথা কশ্চিন্মার্গমুদ্ধৃতকণ্টকং করোতীত্যুক্তিলেশঃ। এতেন ক্লেশাভাবো ধ্বনিতঃ। অথ চ সুখপরস্য সিংহীবিলাসলালসস্য হরেঃ সিংহস্য ত্রিদিবমিব ত্রিদিবং স্থানম্। যদ্বা ত্রিদিবং সুখং দিদ্যতে যত্র তৎ। অর্শআদিত্বাদচ্। 'ত্রিদিবং সুখে। স্বর্গে চ ত্রিদিবা নদ্যাম্' ইতি হৈমঃ। এতাদৃশং দানং মদোদকং বান্তি প্রাপ্নুবন্তীতি দোষোপন্যাসঃ। কৈরুভয়ৈরিত্যত আহ — তবেতি। অধুনা নতানি পর্বাণি যেষাং তে নতপর্বাণস্তৈঃ। পর্বণাং নতত্বং গ্রন্থিস্থলে তল্লক্ষণাৎ। এতেন সরলত্বং শীঘ্রগত্বং মনোহরত্বং চ ধ্বনিতম্। তব পরমশূরস্য বিখ্যাতপৌরুষস্য শরৈর্নান্যস্যেতি সংবন্ধস্য ব্যঞ্জকত্বং বোদ্ধব্যম্। পুরা পূর্বং চ পুরুষকেসরিণো নৃসিংহস্য পর্বণঃ সকাশাৎ। নতমিতি ভাবে ক্তঃ। নতং পর্বণো যেষাং তৈর্নখৈশ্চ। ইন্দ্রং প্রত্যুভয়স্যাপ্রাকরণিকত্বে নতপর্বত্বসাম্যাৎ তুল্যযোগিতা। তেন নখৈঃ শরাণাং নৃসিংহপদেন চাপস্য রাজ্ঞ ঔপম্যং ধ্বনিতম্। উপমানুপ্রাসৌ। ননু দানবা এব কণ্টকা ইতি রূপকং সন্দেহসংকরো বাস্তু কথমুপমেতি চেদুচ্যতে। উদ্ধৃতপদস্য দানবকণ্টকয়োঃ সাধারণ্যান্ন রূপকসাধকত্বম্। কিংচ রূপকে

কণ্টকানাং প্রাধান্যন্নৃহরিদুষ্যন্তয়োরনুকর্ষাপাতাৎ। উপামায়াং তু দানবানামেব প্রাধান্যাৎ তদুৎকর্ষসিদ্ধেঃ। অতএব ন সংকরোঽপি। উপমাকরণপ্রয়োজনং পূর্বমেবোক্তমিতি হীনোপমাপি নাশঙ্কনীয়া। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] সুখপরস্য — সুখে পরঃ (আসক্তঃ) (সপ্তমী তৎ), তস্য। [২] উভয়ৈঃ — উভৌ অবয়বৌ যস্য এই অর্থে উভ + অয়চ্ = উভয়। শব্দটি একবচেন হলেও ভাষ্যকার-প্রয়োগের কারণে ('উভয়ে দেবমনুষ্যা') বহুবচনে প্রয়োগও সমর্থনযোগ্য। [৩] ত্রিদিবম্ — ত্র্যবয়বং দিবম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস)। সাধারণতঃ পুংলিঙ্গে প্রয়োগ হয়। [৪] উদ্ধৃতদানবকণ্টকম্ — দানব এব কণ্টক (রূপক কর্মধা), উদ্ধৃতঃ দানবকণ্টকঃ যস্মাৎ (বহুব্রী) তৎ। [৫] নতপর্বভিঃ — নতানি পর্বাণি যেষাং (বহুব্রী) তৈঃ। [৬] পুরুষকেসরিণঃ — পুরুষশ্চাসৌ কেসরী চেতি (কর্মধা), তস্য। [৭] 'উদ্ধৃতদানবকণ্টকে' লুপ্তোপমা। প্রস্তুত দুষ্যন্তের বাণ এবং অপ্রস্তুত নৃসিংহের নখ 'কৃতম্' এই একটি ক্রিয়ায় সঙ্গে সম্বন্ধে দীপক। তাছাড়া তুল্যযোগিতা। [৮] দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ।

[৭.৪]

রাজা — অত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা স্তুত্যঃ।

> সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ
> সংভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
> কিংবাঽভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা
> তং চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥ ৪ ॥

বিসন্ধি—শতক্রতোঃ + এব। মহৎসু + অপি। যৎ + নিযোজ্যাঃ। ... গুণম্ + অবেহি। তম্ + ঈশ্বরাণাম্। কিংবা + অভবিষ্যৎ + অরুণঃ + তমসাম্। ন + অকরিষ্যৎ।

অন্বয়—নিযোজ্যাঃ মহৎসু অপি কর্মসু সিধ্যন্তি (ইতি) যৎ তম্ ঈশ্বরাণাং সংভাবনাগুণম্ অবেহি। অরুণঃ তমসাং বিভেত্তা অভবিষ্যৎ কিংবা, সহস্রকিরণঃ চেৎ তং ধুরি ন অকরিষ্যৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — অত্র খলু (এ বিষয়ে) শতক্রতোঃ (ইন্দ্রের) মহিমা এব স্তুত্যঃ (মহিমারই প্রশংসা করতে হয়)। নিযোজ্যাঃ (কোন কাজে নিযুক্ত লোকেরা) মহৎসু অপি কর্মসু (বড় কাজেও) সিধ্যন্তি (সাফল্য অর্জন করে) ইতি যৎ (এইরকম যে ঘটে থাকে) তম্ ঈশ্বরাণাং সংভাবনাগুণম্ অবেহি (তাকে প্রভুর মাহাত্ম্য বলেই জানবেন)। অরুণঃ (অরুণ, সূর্যের সারথি) তমসাং বিভেত্তা (অন্ধকার নাশ করতে) অভবিষ্যৎ কিংবা (সমর্থ হতেন কি) সহস্রকিরণঃ চেৎ (যদি না সহস্রকিরণ সূর্য) তং ধুরি নাকরিষ্যৎ (তাঁকে সারথির পদে বসাতেন)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা — এ বিষয়ে ইন্দ্রের মহিমারই প্রশংসা করতে হয়।

কাজে নিযুক্ত অধীনস্থ লোকেরা কোন বিরাট কাজেও যে সাফল্য লাভ করে থাকে তার

কারণ প্রভুর মাহাত্ম্যই — এটা জেনো। সহস্রকিরণ সূর্য যদি অরুণকে সারথির পদে না নিয়োগ করতেন তবে কি অরুণ (সূর্যোদয়ের আগেই) অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হতেন?

রাঘবভট্ট—সিধ্যন্তীতি। মহৎস্বপি কর্মসু নিযোজ্যাঃ সেবকা যৎ সিধ্যন্তি কার্যনিষ্পাদকা ভবন্তি। ঈশ্বরাণাং প্রভূণাং যৎ সংভাবনা গৌরবং তস্য গুণং তমবেহি জানীহি। প্রভুমহত্ত্বেনৈব তৎকার্যসিদ্ধিঃ সেবকগুণঃ কোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। 'সংভাবনা বাসনায়াং গৌরবে ধ্যানকর্মণি' ইত্যজয়ঃ। অত্রেন্দ্র আত্মনি চ বিশেষে প্রস্তুতেঽপ্রস্তুতপ্রভুভৃত্যবচনাদপ্রস্তুতপ্রশংসা। অনয়া চ স্বস্য ভৃত্যত্বং তস্য প্রভুত্বং চ সূচয়ন্ত্যা বিনয়াতিশয়দ্যোতনাদুদাত্তালংকারো ব্যজ্যতে। অরুণস্তমসাং ভেত্তান্ধকারনাশকঃ কিংবা কথমভবিষ্যৎ। চেদ্যদি সহস্রকিরণো রবির্ধুর্যগ্রে নাকরিষ্যদিতি ক্রিয়াতিপাতঃ। দৃষ্টান্তালংকারঃ, অনুপ্রাসশ্চ। কিংবেতি নিপাত-সমুদায়ঃ কথমর্থে। বসন্ততিলকং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] স্তুত্যঃ — স্তু + ক্যপ্। [২] নিযোজ্যাঃ — নি — যুজ্ + ণ্যৎ কর্মণি। 'ঋহলোর্ণ্যৎ'। প্রযোক্তুং শক্যঃ — এই অর্থ। 'প্রযোজ্য-নিযোজ্যৌ শক্যার্থে'। [৩] সম্ভাবনাগুণম্ — সম্ — ভূ + ণিচ্ + যুচ্ ভাবে = সম্ভাবনা। সম্ভাবনায়াঃ গুণঃ (ষষ্ঠী তৎ), তম্। 'সম্ভাবনা' কথার অর্থ যোগ্যতাধ্যবসান ; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষ কাজ করতে পারবে — এই ধারণা। তুঃ 'ননু বজ্রিণ এব বীর্যমেতদ্বিজয়ন্তে দ্বিষতো যদস্যাঃ পক্ষ্যাঃ।' — (বিক্রমোর্বশীয়, প্রথম অঙ্ক)। [৪] অবেহি — অব + এহি (আ + ইণ্ লোট্ হি)। সূত্র — ওমাঙোশ্চ ॥ [৫] ঈশ্বরাণাম্ — ঈশ্ + বরচ্ = ঈশ্বরঃ। অর্থ — প্রভু। স্ত্রীং — ঈশ্বরা। অনেকের মতে অশ্ + বরট্ = ঈশ্বর (শিব)। স্ত্রীং — ঈশ্বরী। [৬] অরুণঃ — সূর্যের সারথি। গরুড়ের অগ্রজ। নাম অনূরু। [৭] বিভেত্তা — বি — ভিদ্ + তৃচ্ কর্তরি। তৃন্ প্রত্যয়-যোগে নয়। কেননা তাহলে 'তমসাম্' এ ষষ্ঠী হতে পারত না। 'ন লোকাব্যয় —' ইত্যাদি। [৮] সহস্রকিরণঃ — সহস্রং কিরণাঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৯] অকরিষ্যৎ — কৃ + লৃঙ্ প্রথমপু. একব.। ক্রিয়াতিপত্তি (অসমাপ্তি) অর্থে। লিঙ্‌নিমিত্তে লৃঙ্ ক্রিয়াতিপত্তৌ'। [১০] এখানে ইন্দ্র এবং নিজের প্রসঙ্গে প্রভুভৃত্যের কথায় অপ্রস্তুতপ্রশংসা। বিনয়াতিশয় দ্যোতিত হওয়ায় উদাত্ত। বিশেষের দ্বারা সামান্যসমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। তাছাড়া দৃষ্টান্ত (দ্রঃ-রাঘবভট্ট), অনুপ্রাস। [১১] বসন্ততিলক ছন্দ।

[৭.৫]

➜ মাতলিঃ — সদৃশমেবৈতৎ। (স্তোকমন্তরমতীত্য) আয়ুষ্মন্, ইতঃ পশ্য নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতস্য সৌভাগ্যমাত্মযশসঃ।

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং
বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং
দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥ ৫ ॥

বিসন্ধি—সদৃশম্ + এব + এতৎ। স্তোকম্ + অন্তরম্ + অতীত্য। সৌভাগ্যম্ + আত্মযশসঃ। বর্ণৈঃ + অমী। গীতক্ষমম্ + অর্থজাতম্। দিবৌকসঃ + ত্বচ্চরিতম্।

অন্বয়—অমী দিবৌকসঃ গীতক্ষমম্ অর্থজাতং বিচিন্ত্য সুরসুন্দরীণাং বিচ্ছিত্তশেষৈঃ বর্ণৈঃ কল্পলতাংশুকেষু ত্বচ্চরিতং লিখন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — সদৃশম্ এব এতৎ (এ আপনার উপযুক্ত কথা বটে)। [স্তোকম্ অন্তরম্ অতীত্য — সামান্য দূর অতিক্রম ক'রে] আয়ুষ্মন্ (আয়ুষ্মন্, আপনি) ইতঃ পশ্য (এইদিকে একটু তাকিয়ে দেখুন) নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতস্য আত্মযশসঃ সৌভাগ্যম্ (স্বর্গেও আপনার যশের মহিমা কিভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে)। অমী দিবৌকসঃ (ঐ দেবতারা) গীতক্ষমম্ অর্থজাতং বিচিন্ত্য (আপনার উদার চরিত্রের গান-যোগ্য অংশগুলি চিন্তা ক'রে নিয়ে) সুরসুন্দরীণাং বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ বর্ণৈঃ (সুরসুন্দরীদের অঙ্গরাগের পর অবশিষ্ট যে রঙ্ ছিল তা দিয়ে) কল্পলতাংশুকেষু (কোমল কল্পলতাপল্লবে) ত্বচ্চরিতং লিখন্তি (আপনার চরিত্রগাথা অর্থাৎ বীরত্বের কাহিনী লিখে রাখছে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — এ আপনার উপযুক্ত কথাই বটে। (সামান্য দূর অতিক্রম ক'রে) আয়ুষ্মন্, একবার এইদিকে তাকিয়ে দেখুন স্বর্গেও আপনার যশের মহিমা কিভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

ঐ দেবতারা আপনার উদার চরিত্রের গান-যোগ্য অংশগুলি চিন্তা ক'রে নিয়ে সুরসুন্দরীদের ব্যবহার করা অঙ্গরাগের অবশিষ্ট অংশ দিয়ে কোমল কল্পলতাপল্লবে আপনার বীরত্বগাথা লিখে রাখছে।

রাঘবভট্ট—সদৃশমেবৈতত্তবেত্যর্থঃ। তেনৈতাদৃশমেব বক্তুমুচিতমিতি ভাবঃ। স্তোকমল্প-মন্তরমবকাশমতীত্যাতিক্রম্যেতি কবিবচনম্। মাতলিঃ পুনস্তস্যৈব স্তুতিং বিবক্ষন্নাহ আয়ুষ্মন্নিতি। নাকপৃষ্ঠে স্বর্গতলে প্রতিষ্ঠিতস্য সর্বদা স্থিরত্বেন প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্তস্য। বিচ্ছিত্তীতি। সুরসুন্দরীণাং ন তু সুরযোষিতাং, বিচ্ছিত্তিশেষৈরঙ্গারাগাবশেষৈর্যক্ষকর্দমাদিভিঃ। 'বিচ্ছিত্তি-রঙ্গরাগেঽপি হরবিচ্ছেদয়োরপি' ইতি বিশ্বঃ। তৈঃ স্বহস্তেন তাসামঙ্গরাগং কৃত্বাবশেষিতৈরি-ত্যনেন ত্বচ্চরিতানামতিপ্রিয়ত্বমাসূচিতম্। বর্ণৈর্বর্ণকৈঃ সিতপীতাদিভিরমী দিবৌকসঃ কল্পলতাংশুকেষু কল্পবল্লীবস্ত্রেষু। এতেনৈতদেবাধিকরণং তল্লিখনযোগ্যমিতি ধ্বন্যতে। ত্বচ্চরিতং ত্বদবদানং লিখন্তি। চরিতস্যালেখনাসংভবাদাহ। গীতক্ষমং গাতুং যোগ্যমর্থজাত-মর্থসমূহং বিচিন্ত্য বিচার্য্য ত্বদীয়চরিতানি গীতনিবদ্ধানি কৃত্বা লিখন্তীত্যর্থঃ। কচিৎ 'অর্থতত্ত্বম্' ইতি পাঠঃ। এবং বিশিষ্টকর্তৃবিশিষ্টকরণবিশিষ্টাধিকরণনির্দেশন চরিতলেখনস্য বর্ণিতত্বাদুদা-ত্তালঙ্কারঃ। তেন তেষামেবংবিধসদাশৃঙ্গাররসোপভোগযোগ্যস্থিতিস্ত্বৎপ্রসাদাদিতি বস্তু ধ্বনিতম্। অত্র বিচ্ছিত্তিবিশেষস্য যক্ষকর্দমাদের্বর্ণকত্বেন নিরূপণাৎ তস্য চ প্রকৃতোপযো-গিত্বাচ্চ পরিণামালংকারশ্চ। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ চ। অষ্টম্যুপজাতিরিন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ।

সুষমা—[১] নাকপৃষ্ঠ ... — নাক = স্বর্গ। অবিদ্যমানম্ অকম্ অস্মিন্ (নঞ্ তৎ)। 'নভ্রাড়্-

নপাৎ-' ইত্যাদিসূত্রে নকারের অলোপ। [২] বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ — বি-ছিদ্ + ক্তিন্ ভাবে = বিচ্ছিত্তিঃ। বিচ্ছিত্তেঃ শেষাঃ (সহসুপা), তৈঃ। করণে তৃতীয়া। [৩] সুরসুন্দরীণাম্ — সুরেষু সুন্দরী (সপ্তমী তৎ), তাসাম্। শেষে ষষ্ঠী। [৪] গীতক্ষমম্ — গীতস্য ক্ষমঃ (ষষ্ঠী তৎ) তম্। [৫] সমৃদ্ধিযুক্ত বস্তুর বর্ণনায় উদাত্তালঙ্কার। বিচ্ছিত্তিশেষের লেখনে প্রকৃতোপযোগে পরিণাম অলঙ্কার। তাছাড়া রূপক ('কল্পলতাংশুকেষু') শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৬] উপজাতি ছন্দ।

[৭.৬]

রাজা — মাতলে, অসুরসংপ্রহারোৎসুকেন পূর্বেদ্যুর্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতঃ স্বর্গমার্গঃ। কতরস্মিন্ মরুতাং পথি বর্তামহে?

মাতলিঃ —

ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্তয়তি চ প্রবিভক্তরশ্মিঃ
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়ো-
র্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ ॥ ৬ ॥

বিসন্ধি—পূর্বেদ্যুঃ + দিবম্ + অধিরোহতা। বায়োঃ + ইমম্।

অন্বয়—যঃ গগনপ্রতিষ্ঠাং ত্রিস্রোতসং বহতি, জ্যোতীংষি প্রবিভক্তরশ্মিঃ বর্তয়তি চ, তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োঃ এষ দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূতঃ মার্গঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — মাতলে (মাতলি), পূর্বেদ্যুঃ (আগের দিন) অসুর-সংপ্রহারোৎসুকেন (অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা ভেবে উৎসুক থাকার জন্য) দিবম্ অধিরোহতা (স্বর্গে আরোহণ করার সময়) ন লক্ষিতঃ স্বর্গমার্গঃ (স্বর্গের পথ ভালোভাবে দেখা হয়নি)। মরুতাং কতরস্মিন্ পথি বর্তামহে (আমরা এখন কোন্ বায়ুপথে আছি)? মাতলিঃ — যঃ গগনপ্রতিষ্ঠাং ত্রিস্রোতসং বহতি (যে বায়ু ত্রিপথগা গঙ্গাকে আকাশমার্গে ধারণ করে), জ্যোতীংষি প্রবিভক্তরশ্মিঃ বর্তয়তি চ (এবং নক্ষত্রসমূহের রশ্মিমণ্ডল ইতস্ততঃ প্রসারিত ক'রে সেগুলিকে নিজের নিজের কক্ষে প্রবর্তিত করে), তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োঃ (রজঃসম্পর্কশূন্য প্রবহ নামক বায়ুর) দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূতঃ এষ মার্গঃ (এই সেই পথ — শ্রীবিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপের কারণে যা পবিত্র)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — মাতলি, আগের দিন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা ভেবে মন উৎসুক ছিল; তাই স্বর্গে আরোহণ করার সময় স্বর্গের পথ ভালোভাবে দেখা হয়নি। আচ্ছা, আমরা এখন বায়ুর কোন্ পথে আছি?

মাতলি — যে বায়ু ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে আকাশপথে ধরে রাখে এবং নক্ষত্রসমূহের রশ্মিমণ্ডল ইতস্ততঃ প্রসারিত ক'রে সেগুলিকে নিজের নিজের কক্ষে প্রবর্তিত করে — এটা সেই 'প্রবহ' নামক বায়ুর পথ বলে অভিহিত — যা রজঃসম্পর্কশূন্য (ধূলিরহিত) এবং বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের কারণে পবিত্র।

রাঘবভট্ট—মহাপুরুষত্বাদস্য স্বস্তুতিশ্রবণং লজ্জাকরমসাবপি তৎস্তুতের্ন বিরমতীতি রাজা তস্য বিষয়ান্তরসংচারং করোতি। অসুরাণাং দৈত্যানাং সংপ্রহার উৎসুকেন পূর্বেদ্যুর্দিবং স্বর্গং প্রত্যধিরোহতা স্বর্গমার্গো ন লক্ষিতঃ। কিং নু কুত্র বর্তত ইতি ন জ্ঞাতমিতি ভাবঃ। মরুতাং পথি বায়ুস্কন্ধে। তত্র সপ্ত বায়ুস্কন্ধা আবহাদয়ঃ। তন্মধ্যে কতরস্মিন্ মরুতাং স্কন্ধে বর্তামহে। তদুক্তং সিদ্ধান্তশিরোমণৌ — 'ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্ধ্বং স্যাদুদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ। অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ প্রতিপূর্বকোঽস্মাদ্বাহ্যাপরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥' ইতি। ত্রিস্রোতসমিতি। যো গগনে প্রতিষ্ঠা স্থিতির্যস্যা এবংভূতাং ত্রিস্রোতসং গঙ্গাং বহতি। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে — 'বিষ্ণোর্বিভর্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ। ততঃ সপ্তর্ষয়ো যস্যাং প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ তিষ্ঠন্তি বীচিমালাভিঃ সিচ্যমানজটাজালে। বায়োর্বৈ সংততৈর্যস্যাঃ প্লাবিতং শশিমণ্ডলম্ ॥ ভূয়োঽধিকতমাং কান্তিং বহত্যেতদহঃক্ষয়ে। মেরুপৃষ্ঠে পতত্যুচ্চৈর্নিষ্ক্রান্তা শশিমণ্ডলাৎ ॥' ইতি। যো মার্গঃ প্রবিভক্তা রশ্ময়োঽর্থাদ্বায়ুরূপা এব যত্র কর্মণি। জ্যোতীংষি ধ্রুবাদিনক্ষত্রান্তানি বর্তয়তি পরিভ্রময়তি। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে — 'সূর্যা-চন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ। বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবৈর্বদ্ধানি তানি বৈ ॥' ইতি। তথা গ্রহর্ক্ষতারাধিষ্ণ্যানি ধ্রুবে বদ্ধান্যশেষতঃ। ভ্রমন্ত্যুচিতচারেণ মৈত্রেয়ানিলরশ্মিভিঃ ॥' ইতি। তস্য পরিবহস্য পরিবহনাম্নো বায়োরিমং মার্গং বদন্তি। দ্বিতীয়ো হরের্বামনাবতারে বিক্রমঃ পাদনিক্ষেপস্তেন নিস্তমস্কং পাপরহিতং শোকরহিতং চ। 'তমোঽন্ধকারে স্বর্ভানৌপাপে শোকে গুণান্তরে' ইতি হৈমঃ। তদুক্তং বামনপুরাণে — 'ক্রমত্রয়ে তোয়মবেক্ষ্য দত্তং মহাসুরেন্দ্রেণ বিভুর্যশস্বী। চক্রে ততো লঙ্ঘয়িতুং ত্রিলোকং ত্রিবিক্রমং রূপমনন্তশক্তিঃ ॥ কৃত্বানুরূপং দিতিজাংশ্চ হত্বা প্রণম্য চর্ষীন্ প্রথমক্রমেণ। মহীং মহীধ্রৈঃ সহিতাং মহার্ণবাব্জহার রত্নাকরপত্তনৈর্যুতাম্ ॥ ভুবং সনাকং ত্রিদশাধিবাসং সোমর্কঋক্ষৈরভিনন্দিতং নভঃ। দেবো দ্বিতীয়েন জহার বেগাৎ ক্রমেণ দেবপ্রিয়মীপ্সুরীশ্বরঃ ॥' ইতি। অন্যত্রাপি — 'ক্রমেণৈকেন জগতীং স জহার চরাচরাম্। নভশ্চাক্রমস্তস্য সূর্যেন্দূ সব্যদক্ষিণৌ। দ্বিতীয়েন ক্রমেণাথ স্বর্মহর্জনতাপসাঃ ॥' ইতি। বিষ্ণুপুরাণেঽস্যান্বর্থতাপ্যুক্তা — 'যাবন্তাশ্চৈব তাস্তারা-স্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ। সর্বে ধ্রুবনিবদ্ধাস্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥ তৈলপীড়া যথা চক্রং ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি বৈ। তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতবিদ্ধানি সর্বশঃ ॥ অলাতচক্রবদ্যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু। যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি' ইতি। তদুক্তং সিদ্ধান্তশিরোমণৌ — 'ভূমের্বহির্দ্বাদশযোজনানি ভূবায়ুপুত্রাম্বুদবিদ্যুতাম্। তদূর্ধ্বগো যঃ স চিরংগতস্য প্রত্যাগতি-

স্তস্য তু মধ্যসংস্থা ॥ নক্ষত্রকক্ষাঃ খচরৈঃ সমেতা যস্মাদতস্তেন সমাগতোঽয়ম্। যথাজরঃ খেচরচক্রযুক্তো ভ্রমত্যজস্রং প্রবহানিলেন ॥' ইতি। অঙ্গভূতমহাপুরুষচরিতবর্ণনাদুদাত্তা-লংকারঃ। অনুপ্রাসশ্চ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] পূর্বদ্যুঃ — পূর্বেস্মিন্ অহনি। 'সদ্যঃ-পুপরুৎ —' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতনে সিদ্ধ। [২] ত্রিস্রোতসম্ — ত্রীণি স্রোতাংসি যস্যাঃ সা ত্রিস্রোতাঃ (বহুব্রী), তাম্। কর্মে দ্বিতীয়া। [৩] গগনপ্রতিষ্ঠাম্ — গগনে প্রতিষ্ঠা যস্যাঃ সা (বহুব্রী) তাম্। [৪] প্রবিভক্তরশ্মিঃ — প্রবিভক্তাঃ রশ্ময়ঃ যস্মিন্ কর্মণি যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রী)। [৫] ব্যপেতরজসঃ — ব্যপেতং রজঃ যস্মাৎ (বহুব্রী), তস্য। [৬] দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূতঃ — হরেঃ বিক্রমঃ (ষষ্ঠী তৎ), দ্বিতীয়ঃ হরিবিক্রমঃ (কর্মধা), তেন পূতঃ (তৃতীয়া তৎ) [৭] সমৃদ্ধিমদ্বস্তুবর্ণনায় উদাত্তালংকার। অনুপ্রাস। [৮] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—'মরুতাং পথি' — পৃথিবী থেকে দূরত্ব অনুযায়ী বায়ুর সাতটি স্তর ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে। সেগুলি হ'ল — আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ এবং পরাবহ।

ত্রিস্রোতাঃ গঙ্গা — স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে গঙ্গা এবং পাতালে ভোগবতী।

'ত্রিস্রোতসম্ —' ইত্যাদি শ্লোকের শেষার্ধের 'তস্য দ্বিতীয়হরিবিক্রমনিস্তমস্কং / বায়োরিমং পরিবহস্য বদন্তি মার্গম্ ॥' এইরকম পাঠও (দ্রঃ নির্ণয় সাগর প্রেস, রাঘবভট্ট) আছে। 'সূর্যসিদ্ধান্ত', 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুযায়ী প্রবহ নামক বায়ু জ্যোতিষ্কসমূহকে স্ব স্ব কক্ষে আবর্তিত করে। তাছাড়া রাজার অব্যবহিত পরেই 'মেঘপদবী'তে অবতীর্ণ হওয়ার কথায় (মেঘপদবী — ভূবায়ু বা আবহ অর্থাৎ প্রথম স্তর) এখানে 'প্রবহ' বায়ুর পাঠ গ্রহণই শ্রেয়ঃ। কোন কোন পুরাণে অবশ্য দ্বিতীয় স্তর সূর্যের মার্গ এবং ষষ্ঠ পরিবহে স্বর্গঙ্গা থাকে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়হরিবিক্রম — বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপের প্রসিদ্ধ কাহিনী।

[৭.৭]

➧ রাজা — মাতলে, অতঃ খলু সর্বাহ্যান্তঃকরণো মমান্তরাত্মা প্রসীদতি। (রথাঙ্গমবলোক্য) মেঘপদবীমবতীর্ণৌ স্বঃ।

মাতলিঃ — কথমবগম্যতে?

রাজা —

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি-
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।

গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে সীকরক্লিন্ননেমিঃ ॥ ৭ ॥

বিসন্ধি—মম + অন্তরাত্মা। রথাঙ্গম্ + অবলোক্য। মেঘপদবীম্ + অবতীর্ণৌ। কথম্ + অবগম্যতে। অয়ম্ + অরবিবরেভ্যঃ + চাতকৈঃ + নিষ্পতদ্ভিঃ + হরিভিঃ + অচিরভাসাম্। গতম্ + উপরি। রথঃ + তে।

অন্বয়—সীকরক্লিন্ননেমিঃ অয়ং তে রথঃ অরবিবরেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভিঃ চাতকৈঃ অচিরভাসাং তেজসা অনুলিপ্তৈঃ হরিভিঃ চ বারিগর্ভোদারাণাং ঘনানাম্ উপরি গতং পিশুনয়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — মাতলে (মাতলি)! অতঃ খলু (এই কারণেই) সবাহ্যান্তঃকরণঃ মম অন্তরাত্মা (বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার অন্তরাত্মা) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়ে উঠছে)। [রথাঙ্গম্ অবলোক্য — রথের চাকার দিকে তাকিয়ে] মেঘপদবীম্ অবতীর্ণৌ স্বঃ (আমরা এখন মেঘের পথে নেমে এসেছি)। মাতলিঃ — কথম্ অবগম্যতে (কিভাবে বুঝলেন)? সীকরক্লিন্ননেমিঃ অয়ং তে রথঃ (মেঘের জলকণায় রথের চাকার ধারগুলো ভিজে আছে) অরবিবরেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভিঃ চাতকৈঃ (চাকার শলাকার ফাঁক দিয়ে চাতকপাখিরা বেরিয়ে আসছে) অচিরভাসাং তেজসা অনুলিপ্তৈঃ হরিভিঃ চ (এবং বিদ্যুতের প্রভায় রথের ঘোড়াগুলি ঝল্সে উঠছে — এই সবই) বারিগর্ভোদরাণাং ঘনানাম্ উপরি গতং (আমরা যে জলে-ভরা মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছি তা) পিশুনয়তি (বুঝিয়ে দিচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — মাতলি, এই কারণেই আমার বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরাত্মা এমন প্রসন্ন হয়ে উঠছে। (রথের চাকার দিকে তাকিয়ে) আমরা এখন মেঘের পথে নেমে এসেছি।

মাতলি — কিভাবে বুঝলেন?

রাজা — মেঘের জলকণায় রথের চাকার ধারগুলি ভিজে আছে; চাকার শলাকার ফাঁক দিয়ে চাতক পাখিরা বেরিয়ে আসছে এবং বিদ্যুতের প্রভায় রথের ঘোড়াগুলি ঝল্সে উঠছে — এই সবই আমরা যে জলভরা মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

রাঘবভট্ট—অতঃ পূর্বোক্তপ্রবহবায়ুস্কন্ধসংচারতঃ সবাহ্যকরণো বাহ্যেন্দ্রিয়সহিতঃ। অয়মিতি। সীকরৈরম্বুকণৈঃ ক্লিন্না আর্দ্রা নেয়মশ্চক্রপ্রান্তা যস্য স তেঽয়ং রথঃ। অরাণি চক্রাঙ্গানি তেষাং বিবরেভ্যশ্ছিদ্রেভ্যঃ। 'অরং শীঘ্রে চ চক্রাঙ্গে' ইতি বিশ্বঃ। নিষ্পতদ্ভি-র্নির্গচ্ছদ্ভিশ্চাতকৈঃ পক্ষিবিশেষৈঃ কৃত্বা অচিরভাসাং বিদ্যুতাং তেজসানুলিপ্তৈঃ পরীতৈর্হরিভী রথাশ্বৈশ্চ কৃত্বা বারিগর্ভাণ্যুদরাণি যেষাং তে তাদৃশাম্। অনেন সম্পূর্ণজলভরিতত্বং ধ্বনিতম্। গর্ভোদর-য়োরন্যতরোপাদানে তু সংবন্ধমাত্রপ্রতীতেঃ ঘনানামুপরি গতং গমনং পিশুনয়তি সূচয়তি। 'পিশুনৌ খলসূচকৌ' ইত্যমরঃ। অত্র বারিগর্ভোদরাণামিত্যস্য হেতুদ্বয়ং প্রত্যার্থং হেতুত্বং বোদ্ধব্যম্। তেন হেতুকাব্যলিঙ্গয়োরঙ্গাঙ্গিভাবলক্ষণঃ সংকরঃ। বারিগর্ভোদরত্বং প্রতি রথবিশেষণস্যার্থং হেতুত্বং বোধ্যম্। রেভ্যরিভিরভেতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। মালিনী বৃত্তম্।

সুষমা—[১] সবাহ্যান্তঃকরণঃ — বাহ্যানি চ অন্তশ্চ বাহ্যান্তঃ (দ্বন্দ্ব), বাহ্যান্তঃ করণানি (কর্মধা), তৈঃ সহ বর্তমানঃ (বহুব্রী)। সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় বা করণ প্রথমতঃ বাহ্য এবং অন্তঃ ভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য আবার কর্ম এবং জ্ঞান ভেদে দ্বিবিধ। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি — বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্। অন্তরিন্দ্রিয় তিনটি — মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। বেদান্তে 'চিত্ত'কে অন্তরিন্দ্রিয় হিসাবে গণনা করে চতুর্দশ প্রকার ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হয়েছে। [২] অরবিবরেভ্যঃ — অরাণাং বিবরম্ (ষষ্ঠী তৎ), তেভ্যঃ। [৩] চাতকৈঃ — এই পাখী বৃষ্টির জল ভূমি স্পর্শ করার আগেই অর্থাৎ বাতাসে ভাসমান বারিকণা পান করে বেঁচে থাকে বলে প্রসিদ্ধি। বারিহীন মেঘ চাতক পাখী তাই পছন্দ করে না। তু. 'তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতাস্তোয়-ভরাবলম্বিনঃ।' (ঋতুসংহার, প্রাবৃড়্বর্ণনম্) ; 'অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ —' 'মেঘদূতে'র পূর্বমেঘ। [৪] অচিরভাসাম্ — চির = চিরস্থায়ী। ন চিরা (নঞ্ তৎ), তাদৃশী ভাঃ যাসাম্ (বহুব্রী) তাসাম্। অচিরভা — বিদ্যুৎ। তু. ক্ষণপ্রভা। [৫] বারিগর্ভোদরাণাম্ — বারি গর্ভে যস্য তৎ বারিগর্ভম্ (ব্যধিকরণ বহুব্রী), বারিগর্ভাণি উদরাণি যেষাং (বহুব্রী) তেষাম্। [৬] পিশুনয়তি — পিশুনং করোতি (বুঝিয়ে দেওয়া) ইতি পিশুন + ণিচ্ ('তৎকরোতি তদাচষ্টে') লট্, প্রথমপু. একব.। [৭] সীকরক্লিন্ননেমিঃ — সীকরৈঃ ক্লিন্না (তৃতীয়া তৎ) তাদৃশী নেমিঃ যস্য তাদৃশঃ (বহুব্রী) [৮] মেঘমার্গে গমনের দুটি হেতুর উপন্যাসে সমুচ্চয় অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ, অনুমান (বিভিন্ন লক্ষণ দেখে মেঘমার্গের অনুমানে), ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৯] মালিনী ছন্দ।

[৭.৮]

মাতলি — ক্ষণাদায়ুষ্মান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্তিষ্যতে।

রাজা — (অধোঽবলোক্য) বেগাবতরণাদাশ্চর্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে মনুষ্যলোকঃ। তথাহি —

> শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
> পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
> সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
> কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে ॥ ৮ ॥

বিসন্ধি—ক্ষণাৎ + আয়ুষ্মান্। অধঃ + অবলোক্য। বেগাবতরণাৎ + আশ্চর্যদর্শনঃ। শৈলানাম্ + অবরোহতি + ইব। শিখরাৎ + উন্মজ্জতাম্। পর্ণসু + আন্তরলীনতাম্। সন্তানৈঃ + তনুভাব ...। ভজন্তি + আপগাঃ। কেন + অপি + উৎক্ষিপতা + ইব। মৎপার্শ্বম্ + আনীয়তে।

অন্বয়—মেদিনী উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ অবরোহতি ইব ; পাদপাঃ স্কন্ধোদয়াৎ

পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি ; সন্তানৈঃ তনুভাবনষ্টসলিলাঃ আপগাঃ ব্যক্তিং ভজন্তি। পশ্য, উৎক্ষিপতা কেন অপি ভুবনং মৎপার্শ্বম্ আনীয়তে।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — আয়ুষ্মান্ ক্ষণাৎ (আপনি একটু বাদেই) স্বাধিকারভূমৌ (নিজের অধিকারের সীমায় অর্থাৎ পৃথিবীতে) বর্তিষ্যতে (পৌঁছে যাবেন)। রাজা — [অধঃ অবলোক্য — নিচের দিকে তাকিয়ে] বেগাবতরণাৎ (বেগে অবতরণ করায়) মনুষ্যলোকঃ (মনুষ্যলোককে) আশ্চর্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে (দেখতে আশ্চর্য লাগছে)। তথাহি (দেখনা) — মেদিনী (পৃথিবী) উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ (উপরে উঠে আসছে এমন পর্বতের চূড়া থেকে) অবরোহতি ইব (যেন নেমে আসছে)। পাদপাঃ (গাছগুলির) স্কন্ধোদয়াৎ (শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি এখন দেখা যাওয়ায়) পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি (পাতার মধ্য থেকে যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে)। সন্তানৈঃ (এখন বিস্তৃতভাবে দেখা যাওয়ায়) তনুভাবনষ্টসলিলাঃ আপগাঃ (যে নদীগুলি আগে শীর্ণ এবং জলশূন্য মনে হচ্ছিল) ব্যক্তিং ভজন্তি (এখন সেগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে)। পশ্য (দেখ), উৎক্ষিপতা কেন অপি ভুবনং (কেউ যেন পৃথিবীকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে) মৎপার্শ্বম্ আনীয়তে (আমার কাছে এনে দিচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — আপনি আর একটু বাদেই আপনার নিজের অধিকারের সীমায় (অর্থাৎ পৃথিবীতে) পৌঁছে যাবেন।

রাজা — (নীচের দিকে তাকিয়ে) বেগে অবতরণ করায় মনুষ্যলোককে আশ্চর্য দেখাচ্ছে। দেখনা,

উপরে উঠে আসছে এমন পর্বতের শিখর থেকে পৃথিবী যেন অবতরণ ক'রছে। গাছগুলির শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি এখন দেখা যাওয়ায় সেগুলি পাতার মধ্য থেকে যেন উঠে দাঁড়াচ্ছে। যে নদীগুলি আগে শীর্ণ এবং জলশূন্য মনে হচ্ছিল, বিস্তৃতি লাভ করায় সেগুলি এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দেখ, মনে হচ্ছে কেউ যেন পৃথিবীকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছে।

রাঘবভট্ট—ক্ষণাদিতি রথবেগসূচনম্। স্বস্যাধিকারো যস্যাং সা স্বাধিকারা। সা চাসৌ ভূমিশ্চ তস্যাম্। শৈলানামিতি। উন্মজ্জতাং প্রকটীভবতাম্। অত্রোন্মজ্জনেন কারণেন প্রাকট্যং কার্যং লক্ষয়তা তদ্‌গতমল্পত্বং ধ্বনিতম্। যত্র ধর্মী লক্ষ্যতে তত্র তদ্‌গতা ধর্মা ব্যঙ্গ্যাঃ। যথা তীরে লক্ষিতে তদ্‌গতপাবনত্বাদয়ঃ। যত্র ধর্মো লক্ষ্যতে তত্র ধর্মান্তরাভাবাৎ তদ্‌গতো বিশেষ এব ব্যঙ্গ্যঃ। যথা বিকাসেন প্রসৃতত্বে লক্ষিতে তদ্‌গতাতিশয়িত্বাদিতি আকার এব স্থিতম্। শৈলানাং পর্বতানাং শিখরাদগ্রভাগাৎ। জাত্যেকবচনম্। মেদিন্যবরোহতীবাধো যাতীবেত্যুৎ-প্রেক্ষা। পাদপা বৃক্ষাঃ। স্কন্ধানাং প্রকাণ্ডানামুদয়াৎ প্রাকট্যাৎ। 'অস্ত্রী প্রকাণ্ডঃ স্কন্ধঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। অত্রোদয়শব্দঃ প্রাকট্যং লক্ষয়ংস্তদতিশয়ং ধ্বনয়তি। পর্ণানাং স্বতিশয়েন যদন্তরং মধ্যং তত্র বিলীনতাং তদাকারতাং জহতি। প্রকটীভবন্তীত্যর্থঃ। তনোর্ভাব-স্তনুত্বং তেন নষ্টমদৃশ্যং সলিলং যাসাং তা আপগা নদ্যঃ সন্তানৈর্বিস্তারৈঃ। অর্থাদ্ দৃষ্টে-

রিত্যর্থঃ। 'সন্তানো বিস্তৃতৌ দেববৃক্ষে চাপত্যগোত্রয়োঃ' ইতি ধরণিঃ। ব্যক্তিং প্রকটতাং ভজন্তি যান্তি। পশ্যেতি বাক্যার্থস্য কর্মত্বম্। উৎক্ষিপতোর্ধ্বীকুর্বতেত্যুৎপ্রেক্ষা। কেনাপি ভুবনং মৎপার্শ্বং মন্নিকটমানীয়ত ইবেতি গম্যোৎপ্রেক্ষা। 'পার্শ্বং কক্ষাধরে চক্রোপান্তে পর্শুগণেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। স্বভাবোক্তিকাব্যলিঙ্গোৎপ্রেক্ষয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। তানৈস্তন্বিতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। শাদূর্লবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। অত্র 'কার্শ্যানাকলিতাম্ভসঃ পৃথুতয়া ব্যক্তিম্' ইতি পঠিত্বাঽস্থানস্থপদলক্ষণে দোষঃ পরিহরণীয়ঃ। এতেন সন্তানশব্দেঽপ্রযুক্তত্বং নিহতার্থত্বং বা। ষ্টশব্দো নাম প্রকটলক্ষণার্থানভিধানাত্তত্রাবাচকত্বং চ পরিহৃতং ভবতি। হেতুনামার্থত্বশাব্দত্বে ভিন্নবাক্যত্বেন পরিহরণীয়ে। মহাবাক্যত্বেনৈকবাক্যত্বেঽপি 'উন্মজ্জনাৎ' ইতি পঠিত্বা পরিহর্তব্যে। 'স্কন্ধোদয়া' ইতি পাঠে তু 'পৃথুতরাঃ' ইতি পঠিত্বা পরিহরণীয়ে।

সুষমা—[১] ক্ষণাৎ — ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। ক্ষণমতিবাহ্য — এই অর্থ। [২] উন্মজ্জতাম্ — উৎ-মসজ্ + শতৃ, ষষ্ঠী বহুব। শেষে ষষ্ঠী। [৩] বিজহতি — বি — হা + লট্ প্রথমপু. বহুব.। [৪] স্কন্ধোদয়াৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [৫] তনুভাবনষ্টসলিলা — তনুভাবেন নষ্টানি সলিলানি যাসাং তাঃ (বহুব্রী)। [৬] ব্যক্তিম্ — বি — অনজ্ + ক্তিন্ ভাবে, তাম্। [৭] স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া উৎপ্রেক্ষা, কাব্যলিঙ্গ, ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্য-নুপ্রাস। [৮] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—উপর থেকে পৃথিবীতে অবতরণকালীন দৃশ্যের যেন প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা।

[৭.৯]

মাতলিঃ — সাধু দৃষ্টম্। (সবহুমানমবলোক্য) অহো, উদাররমণীয়া পৃথিবী।

রাজা — মাতলে, কতমোঽয়ং পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘপরিঘঃ সানুমানালোক্যতে।

মাতলিঃ — আয়ুষ্মন্, এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্বতস্তপঃসংসিদ্ধিক্ষেত্রম্। পশ্য,

স্বায়ংভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুরগুরুঃ সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি ॥ ৯ ॥

রাজা — তেন হ্যনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি। প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুমিচ্ছামি।

মাতলিঃ — প্রথমঃ কল্পঃ।

(নাট্যেনাবতীর্ণৌ)

বিসন্ধি—সবহুমানম্ + অবলোক্য। কতমঃ + অয়ম্। সানুমান্ + আলোক্যতে। কিংপুরুষপর্বতঃ + তপঃসংসিদ্ধি ...। স্বায়ংভুবাৎ + মরীচেঃ + যঃ। সঃ + অত্র। সপত্নীকঃ + তপস্যতি। হি + অনতিক্রমণীয়ানি। গন্তুম্ + ইচ্ছামি। নাট্যেন + অবতীর্ণৌ।

পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি ; সন্তানৈঃ তনুভাবনষ্টসলিলাঃ আপগাঃ ব্যক্তিং ভজন্তি। পশ্য, উৎক্ষিপতা কেন অপি ভুবনং মৎপার্শ্বম্ আনীয়তে।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — আয়ুষ্মান্ ক্ষণাৎ (আপনি একটু বাদেই) স্বাধিকারভূমৌ (নিজের অধিকারের সীমায় অর্থাৎ পৃথিবীতে) বর্তিষ্যতে (পৌঁছে যাবেন)। রাজা — [অধঃ অবলোক্য — নিচের দিকে তাকিয়ে] বেগাবতরণাৎ (বেগে অবতরণ করায়) মনুষ্যলোকঃ (মনুষ্যলোককে) আশ্চর্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে (দেখতে আশ্চর্য লাগছে)। তথাহি (দেখনা) — মেদিনী (পৃথিবী) উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ (উপরে উঠে আসছে এমন পর্বতের চূড়া থেকে) অবরোহতি ইব (যেন নেমে আসছে)। পাদপাঃ (গাছগুলির) স্কন্ধোদয়াৎ (শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি এখন দেখা যাওয়ায়) পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি (পাতার মধ্য থেকে যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে)। সন্তানৈঃ (এখন বিস্তৃতভাবে দেখা যাওয়ায়) তনুভাবনষ্টসলিলাঃ আপগাঃ (যে নদীগুলি আগে শীর্ণ এবং জলশূন্য মনে হচ্ছিল) ব্যক্তিং ভজন্তি (এখন সেগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে)। পশ্য (দেখ), উৎক্ষিপতা কেন অপি ভুবনং (কেউ যেন পৃথিবীকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে) মৎপার্শ্বম্ আনীয়তে (আমার কাছে এনে দিচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — আপনি আর একটু বাদেই আপনার নিজের অধিকারের সীমায় (অর্থাৎ পৃথিবীতে) পৌঁছে যাবেন।

রাজা — (নীচের দিকে তাকিয়ে) বেগে অবতরণ করায় মনুষ্যলোককে আশ্চর্য দেখাচ্ছে। দেখনা,

উপরে উঠে আসছে এমন পর্বতের শিখর থেকে পৃথিবী যেন অবতরণ ক'রছে। গাছগুলির শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি এখন দেখা যাওয়ায় সেগুলি পাতার মধ্য থেকে যেন উঠে দাঁড়াচ্ছে। যে নদীগুলি আগে শীর্ণ এবং জলশূন্য মনে হচ্ছিল, বিস্তৃতি লাভ করায় সেগুলি এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দেখ, মনে হচ্ছে কেউ যেন পৃথিবীকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছে।

রাঘবভট্ট—ক্ষণাদিতি রথবেগসূচনম্। স্বস্যাধিকারো যস্যাং সা স্বাধিকারা। সা চাসৌ ভূমিশ্চ তস্যাম্। শৈলানামিতি। উন্মজ্জতাং প্রকটীভবতাম্। অত্রোন্মজ্জনেন কারণেন প্রাকট্যং কার্যং লক্ষয়তা তদ্‌গতমল্পত্বং ধ্বনিতম্। যত্র ধর্মী লক্ষ্যতে তত্র তদ্‌গতা ধর্মা ব্যঙ্গ্যাঃ। যথা তীরে লক্ষিতে তদ্‌গতপাবনত্বাদয়ঃ। যত্র ধর্মো লক্ষ্যতে তত্র ধর্মান্তরাভাবাৎ তদ্‌গতো বিশেষ এব ব্যঙ্গ্যঃ। যথা বিকাসেন প্রসৃতত্বে লক্ষিতে তদ্‌গতাতিশয়িত্বাদিতি আকার এব স্থিতম্। শৈলানাং পর্বতানাং শিখরাদগ্রভাগাৎ। জাত্যেকবচনম্। মেদিন্যবরোহতীবাধো যাতীবেত্যুৎ-প্রেক্ষা। পাদপা বৃক্ষাঃ। স্কন্ধানাং প্রকাণ্ডানামুদয়াৎ প্রাকট্যাৎ। 'অস্ত্রী প্রকাণ্ডঃ স্কন্ধঃ স্যাৎ' ইত্যমরঃ। অত্রোদয়শব্দঃ প্রাকট্যং লক্ষয়ংস্তদতিশয়ং ধ্বনয়তি। পর্ণানাং স্বতিশয়েন যদন্তরং মধ্যং তত্র বিলীনতাং তদাকারতাং জহতি। প্রকটীভবন্তীত্যর্থঃ। তনোর্ভাব-স্তনুত্বং তেন নষ্টমদৃশ্যং সলিলং যাসাং তা আপগা নদ্যঃ সন্তানৈর্বিস্তারৈঃ। অর্থাদ্ দৃষ্টে-

রিত্যর্থঃ। 'সন্তানো বিস্তৃতৌ দেববৃক্ষে চাপত্যগোত্রয়োঃ' ইতি ধরণিঃ। ব্যক্তিং প্রকটতাং ভজন্তি যান্তি। পশ্যেতি বাক্যার্থস্য কর্মত্বম্। উৎক্ষিপতোর্ধ্বীকুর্বতেত্যুৎপ্রেক্ষা। কেনাপি ভুবনং মৎপার্শ্বং মন্নিকটমানীয়ত ইবেতি গম্যোৎপ্রেক্ষা। 'পার্শ্বং কক্ষাধরে চক্রোপান্তে পর্শুগণেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। স্বভাবোক্তিকাব্যলিঙ্গোৎপ্রেক্ষয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। তানৈস্তন্বিতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। অত্র 'কার্শ্যানাকলিতাম্ভসঃ পৃথুতয়া ব্যক্তিম্' ইতি পঠিত্বাঽস্থানস্থপদলক্ষণে দোষঃ পরিহরণীয়ঃ। এতেন সন্তানশব্দেঽপ্রযুক্তত্বং নিহতার্থত্বং বা। ব্যক্তশব্দো নাম প্রকটলক্ষণার্থানভিধানাত্তত্রাবাচকত্বং চ পরিহৃতং ভবতি। হেতুনামার্থত্বশাব্দত্বে ভিন্নবাক্যত্বেন পরিহরণীয়ে। মহাবাক্যত্বেনৈকবাক্যত্বেঽপি 'উন্মজ্জনাৎ' ইতি পঠিত্বা পরিহর্তব্যে। 'স্কন্ধোদয়া' ইতি পাঠে তু 'পৃথুতরাঃ' ইতি পঠিত্বা পরিহরণীয়ে।

সুষমা—[১] ক্ষণাৎ — ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। ক্ষণমতিবাহ্য — এই অর্থ। [২] উন্মজ্জতাম্ — উৎ-মসজ্ + শতৃ, ষষ্ঠী বহুব। শেষে ষষ্ঠী। [৩] বিজহতি — বি — হা + লট্ প্রথমপু. বহুব.। [৪] স্কন্ধোদয়াৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [৫] তনুভাবনষ্টসলিলা — তনুভাবেন নষ্টানি সলিলানি যাসাং তাঃ (বহুব্রী)। [৬] ব্যক্তিম্ — বি — অনজ্ + ক্তিন্ ভাবে, তাম্। [৭] স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া উৎপ্রেক্ষা, কাব্যলিঙ্গ, ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্য-নুপ্রাস। [৮] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—উপর থেকে পৃথিবীতে অবতরণকালীন দৃশ্যের যেন প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা।

[৭.৯]

মাতলিঃ — সাধু দৃষ্টম্। (সবহুমানমবলোক্য) অহো, উদাররমণীয়া পৃথিবী।

রাজা — মাতলে, কতমোঽয়ং পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘপরিঘঃ সানুমানালোক্যতে।

মাতলিঃ — আয়ুষ্মন্, এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্বতস্তপঃসংসিদ্ধিক্ষেত্রম্। পশ্য,

স্বায়ংভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুরগুরুঃ সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি ॥ ৯ ॥

রাজা — তেন হ্যনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি। প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুমিচ্ছামি।

মাতলিঃ — প্রথমঃ কল্পঃ।

(নাট্যেনাবতীর্ণৌ)

বিসন্ধি—সবহুমানম্ + অবলোক্য। কতমঃ + অয়ম্। সানুমান্ + আলোক্যতে। কিংপুরুষপর্বতঃ + তপঃসংসিদ্ধি ...। স্বায়ংভুবাৎ + মরীচেঃ + যঃ। সঃ + অত্র। সপত্নীকঃ + তপস্যতি। হি + অনতিক্রমণীয়ানি। গন্তুম্ + ইচ্ছামি। নাট্যেন + অবতীর্ণৌ।

অন্বয়—স্বায়ংভুবাৎ মরীচেঃ যঃ প্রজাপতিঃ প্রবভূব, সুরাসুরগুরুঃ সঃ সপত্নীকঃ অত্র তপস্যতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — সাধু দৃষ্টম্ (আপনি খুব নিপুণভাবে লক্ষ্য করেছেন)। [সবহুমানম্ অবলোক্য — অত্যন্ত আদরের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে] অহো, উদার-রমণীয়া পৃথিবী (আহা, পৃথিবীকে দেখতে কি সুন্দরই না লাগছে)। রাজা — মাতলে (মাতলি)! পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ (পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত), কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘপরিঘঃ (সন্ধ্যাবেলার সোনা-ঢালা মেঘের মত) কতমঃ অয়ং সানুমান্ আলোক্যতে (এটা কোন্ পর্বত দেখা যাচ্ছে)? মাতলিঃ — আয়ুষ্মন্ (আয়ুষ্মান্), এষ খলু (এটা হচ্ছে) হেমকূটঃ নাম (হেমকূট নামে) কিম্পুরুষপর্বতঃ (কিন্নরদের পর্বত), তপঃসংসিদ্ধিক্ষেত্রম্ (এটা তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্র)। পশ্য (দেখুন) — স্বায়ংভুবাৎ মরীচেঃ (স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি থেকে) যঃ প্রজাপতিঃ প্রবভূব (যে প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েছেন) সুরাসুরগুরুঃ সঃ (দেব ও দানবের স্রষ্টা সেই কশ্যপ) সপত্নীকঃ অত্র তপস্যতি (সস্ত্রীক এই পর্বতে তপস্যা করছেন)। রাজা — তেন হি (তাহলে তো) অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি (তাঁর শুভ-দর্শন উপেক্ষা করা অন্যায় হবে)। ভগবন্তং (ভগবান্ কাশ্যপকে) প্রদক্ষিণীকৃত্য (প্রদক্ষিণ ক'রে) গন্তুমিচ্ছামি (যেতে চাই)। মাতলিঃ — প্রথমঃ কল্পঃ (খুবই ভালো প্রস্তাব)। (নাট্যেন অবতীর্ণৌ — দুজনেই রথ থেকে অবতরণের অভিনয় করলেন !

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — আপনি খুব নিখুঁতভাবে সব লক্ষ্য করেছেন। (পরম আদরের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে) আহা, পৃথিবীকে দেখতে কি সুন্দরই না লাগছে।

রাজা — মাতলি, পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, সন্ধ্যাবেলার সোনা-ঢালা মেঘের সারির মত এটা কোন্ পর্বত দেখা যাচ্ছে?

মাতলি — আয়ুষ্মান্, এটা হচ্ছে হেমকূট পর্বত — কিন্নরদের বাসভূমি এবং তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ। দেখুন —

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি থেকে যে প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েছেন, দেব ও দানবের স্রষ্টা সেই কশ্যপ সস্ত্রীক এই পর্বতে তপস্যা ক'রছেন।

রাজা — তাহলেতো তাঁর শুভ-দর্শন উপেক্ষা করা উচিত হবে না। ভগবান কশ্যপকে একবার প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই।

মাতলি — খুবই ভালো প্রস্তাব।

(দুজনে রথ থেকে অবতরণের অভিনয় করলেন)

রাঘবভট্ট—পশ্যেত্যস্যোত্তরং সাধু দৃষ্টমিতি। সবহুমানমবলোক্যেতি তৎক্রিয়ানুবাদকং কবিবাক্যম্। অহো আশ্চর্যে। উদারা মহতী রমণীয়া চ। তৎস্থানস্থিত্যৈকদৈব সর্বস্যা দৃগ্গোচরত্বাদেবমুক্তিঃ। পূর্বাপরসমুদ্রয়োরবগাঢ়ঃ সংবদ্ধঃ সান্ধ্যঃ সায়ংকালীনো মেঘোহর্গল

ইব সানুমান্ পর্বতঃ। অর্গলেনৌপম্যং দৈর্ঘ্যজ্ঞাপনার্থম্। তচ্চ বিষ্ণুপুরাণে — 'হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধস্তস্য দক্ষিণে। নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ। লক্ষ্যমাণৌ দ্বৌ মধ্যৌ' ইতি। জম্বুদ্বীপস্যাপি লক্ষযোজনত্বাৎ পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ত্বং সংভবত্যেব। কিংপুরুষেতি। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে — 'ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিংপুরুষং স্মৃতম্। হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ ॥' ইতি। তপঃসংসিদ্ধিক্ষেত্রমিত্যনেন মারীচস্য সূচনম্। স্বায়ংভুবাদিতি। স্বায়ংভুবাদ্ব্রহ্মসংবন্ধিনো মরীচের্যঃ প্রজাপতিঃ কশ্যপো বভূব। সুরাসুর-গুরুরিত্যনেনাবশ্যং নমস্করণীয়ত্বং সূচয়তি। সপত্নীক ইত্যনেন তত্রাপি পত্নীযোগোঽত্র ভাবীতি ধ্বনিতম্। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। প্রথমঃ কল্প উত্তমঃ পক্ষঃ। নাট্যেনাবতীর্ণাবিতি রথাবতরণমেবৈতয়োরারোপিতং কবিনা। কবিবাক্যং চেদম্।

সুষমা—[১] উদাররমণীয়া — উদারা চাসৌ রমণীয়া চেতি (কর্মধা)। [২] পূর্বাপর-সমুদ্রবগাঢ়ঃ — পূর্বশ্চ অপরশ্চ পূর্বাপরৌ (দ্বন্দ্ব), তৌ চ সমুদ্রৌ চ পূর্বাপরসমুদ্রৌ (কর্মধা)। তৌ অবগাঢ়ঃ (দ্বিতীয়া তৎ)। [৩] কনকরসনিস্যন্দী — কনকস্য রসঃ, তস্য নিস্যন্দঃ। নি — স্যন্দ্ + ঘঞ্ ভাবে। পক্ষে নিষ্যন্দ। সূত্র — 'অনুবিপর্যভিনিভ্যঃ স্যন্দতেরপ্রাণিষু'। তদস্য অস্তি ইতি ইনি প্রত্যয়। [৪] মেঘপরিঘঃ — মেঘঃ পরিঘ ইব (কর্মধা)। [৫] কিম্পুরুষপর্বতঃ — অশ্বমুখ নরদেহ কিংবা নরমুখ অশ্বদেহ দেবযোনিবিশেষ। কিঞ্চিৎ কুৎসিতঃ বা পুরষঃ (কর্মধারয়)। সূত্র — 'কিং ক্ষেপে'। [৬] স্বায়ংভুবাৎ মরীচেঃ — আত্মনা ভবতি ইতি স্বয়ম্ + ভূ + ক্বিপ্ কর্তরি = স্বয়ংভূঃ। তস্য অপত্যম্ — স্বয়ংভূ + অণ্ = স্বায়ংভুবঃ। 'সংজ্ঞাপূর্বকঃ বিধিরনিত্যঃ' এই সূত্রে গুণ হয়নি। তস্মাৎ। 'ভুবঃ প্রভবঃ' ইতি পঞ্চমী। [৭] সুরাসুরগুরুঃ — সুরাশ্চ অসুরাশ্চ সুরাসুরাঃ (দ্বন্দ্ব)। দেবদানবের বিরোধ শাশ্বতিক নয়, নৈমিত্তিক — তাই 'যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ' সূত্রে সমাহার হবে না। তেষাম্ গুরুঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৮] সপত্নীকঃ — পত্ন্যা সহ বর্তমানঃ (বহুব্রী)। 'নদ্যৃতশ্চ' সূত্রে সমাসান্ত কপ্। [৯] তপস্যতি — 'তপঃ আচরতি' এই অর্থে তপঃ + ক্যঙ্, লট্ প্রথমপু একব। সূত্র — 'কর্মণো রোমন্থতপোভ্যাং বর্তিচরোঃ'। 'তপসঃ পরস্মৈপদঞ্চ' বার্তিকে পরস্মৈপদ। [১০] ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১১] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—স্বায়ংভুব মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্রদের অন্যতম। প্রজাপতি কশ্যপ দেব, দানব মনুষ্য প্রভৃতির পিতারূপে স্বীকৃত। ইনি দক্ষের একাধিক কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্লোকের 'সপত্নীক' কথায় রাজা দুষ্যন্তও পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবেন — এর ব্যঞ্জনা আছে। পত্নী = ধর্মপত্নী, যজ্ঞফলভাগিনী। 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে'। 'শূদ্রস্য পত্নী' — এরকম প্রয়োগ গৌণ ধরতে হবে — কেননা শূদ্রের যজ্ঞসংযোগ নেই।

[৭.১০]

➻ রাজা — (সবিস্ময়ম্)

উপোঢ়শব্দা ন রথাঙ্গনেময়ঃ
প্রবর্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
অভূতলস্পর্শতয়ানিরুদ্ধত-
স্তবাবতীর্ণোঽপি রথো ন লক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

মাতলিঃ — এতাবানেব শতক্রতোরায়ুষ্মতশ্চ বিশেষঃ।

বিসন্ধি—অভূতলস্পর্শতয়া + অনিরুদ্ধতঃ + তব + অবতীর্ণঃ + অপি। এতাবান্ + এব। শতক্রতোঃ + আয়ুষ্মতঃ + চ।

অন্বয়—রথাঙ্গনেময়ঃ উপোঢ়শব্দাঃ ন, প্রবর্তমানং রজঃ চ ন দৃশ্যতে অনিরুদ্ধতঃ তব রথঃ অভূতলস্পর্শতয়া অবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [সবিস্ময়ম্ — বিস্ময়ের সঙ্গে] রথাঙ্গনেময়ঃ উপোঢ়শব্দাঃ ন (রথ চলা সত্ত্বেও রথের চাকা থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না), প্রবর্তমানং রজঃ চ ন দৃশ্যতে (সামনে কোন ধুলোও উড়ছে না) ; অনিরুদ্ধতঃ তব রথঃ (তুমি তোমার রথের রাশ টেনে না ধরায়) অভূতলস্পর্শতয়া (যেহেতু তা মাটি স্পর্শ করেনি) অবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে (সেহেতু রথ নামলেও তা নেমেছে বলে বোধ হচ্ছে না)। মাতলিঃ — এতাবান্ এব (এটুকুই) শতক্রতোঃ আয়ুষ্মতোঃ চ (ইন্দ্র এবং আপনার রথের মধ্যে) বিশেষঃ (পার্থক্য)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (সবিস্ময়ে) রথ চলছে, কিন্তু চাকার প্রান্ত থেকে কোন শব্দ পাচ্ছি না ; সামনে কোন ধুলোও উড়ছে না ; তুমি তোমার রথের রাশ টেনে না ধরায় এবং যেহেতু তা মাটি স্পর্শ করেনি, সেহেতু রথ নামলেও তা নেমেছে বলে বোধ হচ্ছে না।

মাতলি — ইন্দ্র এবং আপনার রথের মধ্যে এটুকুই পার্থক্য।

রাঘবভট্ট—রথাবতরণে যানি চিহ্নানি তেষামজাতত্বাৎ তদেবাহ — উপোঢ়েতি। অভূতল-স্পর্শতয়া ভূমিস্পর্শাভাবেন রথাঙ্গনেময়শ্চক্রপ্রধয় উপোঢ়শব্দাঃ কৃতস্বনা ন, রজশ্চ নেম্যুদ্ধতং প্রবর্তমানং ন দৃশ্যতে। অনিরুদ্ধতোঽনিরোধাৎ। যতো ভূতলস্পর্শে সত্যবতরণে রশ্মিনিরোধো ভবতি। অত্র তদভাবাৎ। অতত্রবাভূতলেঽপি ত্রিষ্বপি হেতুত্বেন যোজ্যম্। তব রথোঽবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে ইতি ন, অপি তু লক্ষ্যতে এব। 'তবাবতীর্ণোঽপি' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র কাকা ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র রথাবতরণে কারণে সতি তৎকার্যাণাং নেমিশব্দাদীনাম-ভাবাদুক্তনিমিত্তকাপি বিশেষোক্তিঃ শ্রুত্যনুপ্রাসশ্চ। অবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে ইতি বিরোধাভাসোঽপি। বংশস্থং বৃত্তম্। এতাবানেবেতি ব্যতিরেকালংকারঃ।

সুষমা—[১] উপোঢ়শব্দাঃ — উপোঢ়াঃ শব্দাঃ যৈঃ তে (বহুব্রী)। [২] অভূতলস্পর্শতয়া — হেতৌ তৃতীয়া। অবিদ্যমানঃ ভূতলস্পর্শঃ যস্য (বহুব্রী) তস্য ভাবঃ, তেন।

[৩] অনিরুদ্ধতঃ — রাঘবভট্ট-সম্মত পাঠ। বঙ্গীয় সংস্করণে 'নিরুদ্ধতিঃ' (নিরস্তা উদ্ধতিঃ উদ্‌ঘাতঃ যস্মাৎ তাদৃশঃ) পাঠ আছে। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে — 'যেহেতু রথ ভূমি স্পর্শ করেনি সেহেতু ঝাঁকুনিও লাগেনি'। রাঘবভট্টের মতে — যেহেতু ভূমিতলস্পর্শ করেনি সেহেতু 'রশ্মিনিরোধে'র প্রয়োজনই হয়নি। [৪] বিরোধাভাস অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ এবং বিশেষোক্তি। শ্রুত্যনুপ্রাস। [৫] বংশস্থবিল ছন্দ।

[৭.১১]

রাজা — মাতলে, কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ?

মাতলিঃ — (হস্তেন দর্শয়ন্)

বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্তিরুরসা সংদষ্টসর্পত্বচা
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসংপীড়িতঃ।
অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থানুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ১১ ॥

রাজা — নমস্তে কষ্টতপসে।

বিসন্ধি—... নিমগ্নমূর্তিঃ + উরসা। ... বলয়েন + অত্যর্থসংপীড়িতঃ। বিভ্রৎ + জটামণ্ডলম্। স্থানুঃ + ইব + অচলঃ। মুনিঃ + অসৌ + অভ্যর্কবিম্বম্। নমঃ + তে।

অন্বয়—যত্র অসৌ বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্তিঃ, সংদষ্টসর্পত্বচা উরসা (উপলক্ষিতঃ), জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েন কণ্ঠে অত্যর্থং সংপীড়িতঃ, অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং জটামণ্ডলং বিভ্রৎ, স্থানুঃ ইব অচলঃ মুনিঃ অভ্যর্কবিম্বম্ স্থিতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — মাতলে (মাতলি), কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ (মারীচের আশ্রম কোন্ দিকে)? মাতলিঃ — [হস্তেন দর্শয়ন্ — হাত দিয়ে নির্দেশ ক'রে] যত্র অসৌ বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্তিঃ (এই যে সামনে যেখানে মুনি বসে আছেন, যাঁর শরীরের অর্ধেক উঁইয়ের ঢিবির তলায় রয়েছে), সংদষ্টসর্পত্বচা উরসা (বুকে সাপের খোলস জড়িয়ে আছে), জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েন (বহুকালের শুকনো লতার বাঁধন) কণ্ঠে অত্যর্থং সংপীড়িতঃ (গলায় ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে), অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং জটামণ্ডলং বিভ্রৎ (কাঁধ পর্যন্ত জটা নেমে এসেছে — তাতে অনেক পাখী বাসা বেঁধেছে), স্থানুঃ ইব অচলঃ মুনিঃ (গাছের গুঁড়ির মত নিশ্চল সেই মুনি) অভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ (সূর্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আছেন)। রাজা — নমস্তে কষ্টতপসে (কষ্টকর তপস্যায় রত, আপনাকে প্রণাম)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — মাতলি, মারীচের আশ্রম কোন্ দিকে?

মাতলি — (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এই যে সামনে যেখানে মুনি বসে আছেন — যাঁর শরীরের অর্ধেক উঁইয়ের ঢিবির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে; বুকে তাঁর সাপের খোলস জড়িয়ে আছে;

বহুকালের শুকনো লতার বাঁধন গলায় ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরেছে। কাঁধ পর্যন্ত জটা নেমে এসেছে — তাতে অনেক পাখীর বাসা। গাছের গুঁড়ির মত নিশ্চল সেই মুনি সূর্যমন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করে আছেন।

রাজা — কঠোর তপস্যায় রত আপনাকে নমস্কার।

রাঘবভট্ট—হস্তেনেত্যুত্তানিতেন পতাকেন। বল্মীকেতি। বল্মীকস্য পিপীলিকাকৃত-মৃৎপুঞ্জস্যাগ্রং প্রান্তস্তত্র নিমগ্না মূর্তিঃ শরীরং যস্য সঃ। 'অগ্রমালম্বনে ব্রাতে' ইতি বিশ্বঃ। 'মূর্তিঃ কাঠিন্যকায়য়োঃ' ইত্যমরঃ। অনেনানেককালতপশ্চরণমুক্তম্। সংদষ্টাঃ সর্পত্বচো যত্র তেনোরসোপলক্ষিতঃ। অনেন সর্বজন্তুসাধারণত্বমুক্তম্। কণ্ঠে জীর্ণেত্যনেন স্থূলত্বং বহুশাখাত্বং ধ্বনিতম্। লতাপ্রতানং বল্লীসমূহঃ স বলয় ইব কণ্ঠরোমাণীবেত্যুপমিতসমাসঃ। সংপীড়স্য সাধকত্বাৎ। 'বলয়ঃ কণ্ঠরোগ্নি স্যাদ্বলয়ং কঙ্কণেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। তেনাত্যর্থসং পীড়িতঃ। অনেনাপকারিণ্যপ্যুপকারকত্বমুক্তম্। অংসয়োর্ব্যাপ্নোতি তদংসব্যাপি। অনেন মহত্ত্বমুক্তম্। শকুন্তানাং পক্ষিণাং নীড়ং স্থানং তেন নিচিতং ব্যাপ্তম্। 'স্থানে কুলে চয়ঃ' ইতি বিশ্বঃ। জটানাং মণ্ডলং সমূহং বিভ্রৎ। অনেন পরনিমিত্তসংপত্ত্বং দ্যোত্যতে। স্থানুরিবাচলো নিশ্চলঃ। স্থানুপক্ষেঽপি বিশেষণানি যোজ্যানি। উসরা মধ্যেন। কণ্ঠ উপকণ্ঠে। সমীপে ইতি যাবৎ। অংসঃ স্কন্ধঃ। জটা প্ররোহরূপা। অসৌ মুনিরর্কবিম্বমভি লক্ষীকৃত্য। কর্মপ্রবচনীয়ত্বেন তদ্যোগে দ্বিতীয়া। যত্র স্থিতঃ স মারীচাশ্রম ইত্যন্বয়ঃ। পরিকরশ্লেষোপমানুপ্রাসাঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্ত্তিঃ — অর্দ্ধং নিমগ্না অর্দ্ধনিমগ্না (সুপ্সুপা). বল্মীকে অর্দ্ধনিমগ্না (সুপ্সুপা), বল্মীকার্দ্ধনিমগ্না মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [২] উরসা সংদষ্টসর্পত্বচা — অচলত্বের জ্ঞাপক। 'ইত্থম্ভূতলক্ষণে' তৃতীয়া। সন্দষ্টা সর্পত্বক্ যত্র তেন (বহুব্রী)। [৩] জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েন — জীর্ণা লতা (কর্মধা), তাসাং প্রতানঃ (ষষ্ঠী তৎ) স এব বলয়ঃ (উপমিত কর্মধা), তেন। [৪] স্থানুঃ — স্থা + ণু। সূত্র — 'স্থো ণু'। [৫] অভ্যর্কবিম্বম্ — অর্কস্য বিম্বম্ (ষষ্ঠী তৎ), অভি অর্কবিম্বম্ (অব্যয়ীভাব)। [৬] সাভিপ্রায় বিশেষণের প্রয়োগে পরিকর অলঙ্কার। তাছাড়া স্থানুপক্ষেও বিশেষণের প্রয়োগে শ্লেষ। উপমা, অনুপ্রাস। [৭] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

[৭.১২]

মাতলিঃ — (সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা) মহারাজ, এতাবদিতিপরিবর্ধিত-মন্দারবৃক্ষং প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্বঃ।

রাজা — স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্। অমৃতহ্রদমিবাবগাঢ়োঽস্মি।

মাতলিঃ — (রথং স্থাপয়িত্বা) অবতরত্বায়ুষ্মান্।

রাজা — (অবতীর্য) মাতলে, ভবান্ কথমিদানীম্।

মাতলিঃ — সংযন্ত্রিতো ময়া রথঃ। বয়মপ্যবতরামঃ। (তথা কৃত্বা) ইত আয়ুষ্মন্। (পরিক্রম্য) দৃশ্যন্তামত্রভবতামৃষীণাং তপোবনভূময়ঃ।

রাজা — ননু বিস্ময়াদবলোকয়ামি।

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে ধর্মাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥ ১২ ॥

বিসন্ধি—এতৌ + অদিতিপরিবর্ধিত ...। প্রজাপতেঃ + আশ্রমম্। স্বর্গাৎ + অধিকতরম্। অমৃতহ্রদম্ + ইব + অবগাঢ়ঃ + অস্মি। অবতরতু + আয়ুষ্মান্। কথম্ + ইদানীম্। বয়ম্ + অপি + অবতরামঃ। দৃশ্যন্তাম্ + অত্রভবতাম্ + ঋষীণাম্। বিস্ময়াৎ + অবলোকয়ামি। প্রাণানাম্ + অনিলেন। বৃত্তিঃ + উচিতা। তপোভিঃ + অন্যমুনয়ঃ + তস্মিন্ + তপস্যন্তি + অমী।

অন্বয়—সৎকল্পবৃক্ষে বনে অনিলেন প্রাণানাং বৃত্তিঃ উচিতা। কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে তোয়ে ধর্মাভিষেকক্রিয়া (সম্পাদ্যতে) ; রত্নশিলাতলেষু ধ্যানং (সম্পাদ্যতে) ; বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমঃ (সম্পাদ্যতে) ; অন্যমুনয়ঃ তপোভিঃ যৎ কাঙ্ক্ষন্তি অমী তস্মিন্ তপস্যন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — [সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা — রথের রাশ টেনে ধ'রে] মহারাজ (মহারাজ), এতৌ (এইতো আমরা) অদিতিপরিবর্ধিতমন্দারবৃক্ষং প্রজাপতেঃ আশ্রমং (অদিতির যত্নে বেড়ে ওঠা মন্দারবৃক্ষ শোভা পাচ্ছে এমন প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে) প্রবিষ্টৌ স্বঃ (প্রবেশ ক'রলাম)। রাজা — স্বর্গাৎ অধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্ (এ যেন স্বর্গের চাইতেও বেশী শান্তির জায়গা)। অমৃতহ্রদমিব অবগাঢ়ঃ অস্মি (মনে হচ্ছে যেন অমৃতের হ্রদে স্নান করে উঠলাম)। মাতলিঃ — [রথং স্থাপয়িত্বা — রথ থামিয়ে] অবতরতু আয়ুষ্মান্ (আপনি নামুন)। রাজা — [অবতীর্য — রথ থেকে নেমে] মাতলে (মাতলি), ভবান্ কথম্ ইদানীম্ (তুমি এখন কি করবে)? মাতলিঃ — সংযন্ত্রিতো ময়া রথঃ (আমি রথ থামিয়ে দিয়েছি)। বয়মপি অবতরামঃ (আমিও নামছি)। [তথা কৃত্বা — নেমে।] ইত আয়ুষ্মান্ (এইদিকে আসুন)। [পরিক্রম্য — একটু এগিয়ে] দৃশ্যন্তাম্ (এই দেখুন), অত্রভবতাম্ ঋষীণাং তপোবনভূময়ঃ (পূজনীয় ঋষিদের তপোবন)। রাজা — ননু বিস্ময়াৎ অবলোকয়ামি (আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছি)। সৎকল্পবৃক্ষে বনে (কল্পবৃক্ষ আছে এমন বনে থেকেও) অনিলেন প্রাণানাং বৃত্তিঃ উচিতা (কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ ক'রছেন) ; কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে তোয়ে (সোনার পদ্মের পরাগে সরোবরের জল পিঙ্গল হয়ে আছে ; সেই জলে) ধর্মাভিষেকক্রিয়া সম্পাদ্যতে (স্নানআহ্নিক করে থাকেন) ; রত্নশিলাতলেষু ধ্যানম্ (রত্নশিলায় উপবেশন ক'রে এঁরা ধ্যান করেন) ; বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমঃ (সুরাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে থেকে এঁরা সংযম অভ্যাস করেন) ; অন্যমুনয়ঃ তপোভিঃ যৎ কাঙ্ক্ষন্তি (অন্যান্য

মুনিঋষিরা তপস্যা ক'রে যা পেতে চান) অমী তস্মিন্ তপস্যন্তি (এঁরা সেইসব জিনিষের মধ্যে থেকেই তপস্যা করে থাকেন)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — (রথের রাশ টেনে ধ'রে) এইতো আমরা প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে প্রবেশ করলাম — (এই দেখুন) অদিতি যত্ন করে যে মন্দারবৃক্ষকে বাড়িয়ে তুলেছেন, তা এখানে শোভা পাচ্ছে।

রাজা — এখানে যেন স্বর্গের চাইতেও বেশী শান্তি। মনে হচ্ছে যে অমৃতের হ্রদে স্নান ক'রে উঠলাম।

মাতলি — (রথ থামিয়ে) আপনি নামুন।

রাজা — (রথ থেকে নেমে) মাতলি, তুমি এখন কি করবে?

মাতলি — আমি রথ থামিয়ে দিয়েছি। আমিও নামছি। (নেমে) এইদিকে আসুন। (একটু এগিয়ে) এই দেখুন — পূজনীয় ঋষিদের তপোবনভূমি।

রাজা — আমি সবিস্ময়ে দেখছি।

কল্পবৃক্ষ আছে এমন বনে থেকেও কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ ক'রে এঁরা জীবন ধারণ ক'রছেন। প্রস্ফুটিত সোনার পদ্মের পরাগে সরোবরের জল পিঙ্গল হ'য়ে আছে। সেই জলে এঁরা স্নান-আহ্নিক করে থাকেন। রত্নশিলায় উপবেশন ক'রে এঁরা ধ্যান করেন। সুরাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে এঁরা সংযম অভ্যাস করেন। অন্যান্য মুনি-ঋষিরা তপস্যা করে যেসব জিনিষ পেতে চান এঁরা সেইসব ভোগের মধ্যে থেকেই তপস্যা করে থাকেন।

রাঘবভট্ট—সংযতা নিয়মিতাঃ প্রগ্রহা রশ্মিরজ্জবো যত্র তৎ। রথমিত্যার্থম্। কৃত্বেতি কবিবচনম্। রথস্য ভূমিস্পৃষ্টত্বাদিতি কৃত্বা মাতলির্বদতীত্যন্বয়ঃ। কিমুক্তং তত্রাহ এতাবাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্ব ইতি। অদিতিস্তৎপত্নী তয়া পরিবর্ধিতা মন্দারবৃক্ষা যত্র। স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতিস্থানং সুখস্থানমিতি ভিন্নং বাক্যম্। অমৃতেতি। জ্ঞানামৃতহ্রদাবগাহন ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। অত্র পূর্ববাক্যং হেতুত্বেন জ্ঞেয়ম্। কথমিতি প্রশ্নে। কিং করিষ্যসীত্যর্থঃ। প্রাণানামিতি। সৎকল্পবৃক্ষেঽপি বন উচিতাবশ্যকর্তব্যা প্রাণানাং বৃত্তিঃ প্রাণধারণক্রিয়ানিলেন বায়ুনা, ন তু কল্পবৃক্ষদত্তবস্তুনা। কাঞ্চনপদ্মরেণুভিঃ কপিশে পিঙ্গটবর্ণে তোয়ে জলে ধর্মার্থম্, ন তু ভোগার্থমভিষেকক্রিয়া স্নানবিধিঃ। রত্নশিলাতলেষু ধ্যানম্। আধারমাত্রপর্যবসিতত্বাৎ, ন তু রত্নশিলাতলত্বেন তত্র ক্রীড়াদি। বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ দেবযোষিদভ্যাশে সংযমঃ। অন্যসন্নিধাবেব সংযমো ন সিধ্যতি বিশেষতঃ স্ত্রীসন্নিধৌ ততোঽপি দেবস্ত্রীসন্নিধাবিত্যর্থঃ। অত্র কল্পবৃক্ষাদীনাং কারণানাং সদ্ভাবে সতি তৎকার্যাভাবে বক্তব্যে তদ্বিরুদ্ধানিলপ্রাণবৃত্তিত্বাদ্যুক্তে-রুক্তনিমিত্তা মালাবিশেষোক্তিঃ। এতয়া চৈতন্নিবাসিনাং তপস্বিনাং ধৈর্যাতিশয়ো ব্যজ্যতে। অন্যমুনয়ো ভূমিষ্ঠাস্তপস্বিনো যৎস্থানং তপোভিঃ কাঙ্ক্ষন্তি তপঃফলেনেচ্ছন্তি তস্মিন্ স্থানে অমী তপস্যন্তি তপশ্চরন্তি। 'কর্মণো রোমন্থতপোভ্যাং বর্তিচরোঃ' ইতি ক্যঙ্। 'তপসঃ

পরস্মৈপদং চ' ইতি পরস্মৈপদম্। তপোতপ ইতি ন্যনয়েতি স্ততেতি ছেকশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। হেত্বলংকারো ব্যঙ্গ্যঃ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্।

সুষমা—[১] স্বর্গাৎ অধিকতরম্ — 'পঞ্চমী বিভক্তেঃ' সূত্রে পঞ্চমী। [২] বিস্ময়াৎ — ল্যব্লোপে পঞ্চমী। [৩] উচিতা — এখানে 'অভ্যস্তা' অর্থ। [৪] সংকল্পবৃক্ষে — সন্তো বিদ্যমানাঃ কল্পবৃক্ষা্ যস্মিন্ (বহুব্রী) তস্মিন্। [৫] কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে — কাঞ্চনময়ং পদ্মম্ (শাকপার্থিবাদি সমাস) তেষাং রেণবঃ (ষষ্ঠী তৎ) তৈঃ কপিশম্ (তৃতীয়া তৎ), তস্মিন্। [৬] তস্মিন্ — অনাদরে ভাবলক্ষণে সপ্তমী। অথবা 'তস্মিন্ স্থানে' এই অর্থ। [৭] হেতু থাকা সত্ত্বেও ফলের অভাবে বিশেষোক্তি। প্রথম তিন চরণ চতুর্থ চরণের হেতু। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ। তাছাড়া উভয়ের ভেদ-বর্ণনায় ব্যতিরেক। ছেক-বৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৮] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

[৭.১৩]

মাতলিঃ — উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা। (পরিক্রম্য আকাশে) অয়ে বৃদ্ধশাকল্য, কিমনুতিষ্ঠতি ভগবান্ মারীচঃ? কিং ব্রবীষি? দাক্ষায়ণ্যা পতিব্রতা-ধর্মমধিকৃত্য পৃষ্টস্তস্যৈ মহর্ষিপত্নীসহিতায়ৈ কথয়তীতি?

রাজা — (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ।

মাতলিঃ — (রাজানমবলোক্য) অস্মিন্নশোকবৃক্ষমূলে তাবদাস্তামায়ুষ্মান্, যাবত্ত্বামিন্দ্রগুরবে নিবেদয়িতুমন্তরান্বেষী ভবামি।

রাজা — যথা ভবান্ মন্যতে। (ইতি স্থিতঃ)

মাতলিঃ — আয়ুষ্মন্, সাধয়াম্যহম্। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা — (নিমিত্তং সূচয়িত্বা)

মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা।
পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ততে ॥ ১৩ ॥

বিসন্ধি—কিম্ + অনুতিষ্ঠতি। পতিব্রতাধর্ম্ম + অধিকৃত্য। পৃষ্টঃ + তস্যৈ। রাজানম্ + অবলোক্য। অস্মিন্ + অশোকবৃক্ষমূলে। তাবৎ + আস্তাম্ + আয়ুষ্মান্। যাবৎ + ত্বাম্ + ইন্দ্রগুরবে। নিবেদয়িতুম্ + অন্তরান্বেষী। সাধয়ামি + অহম্। ন + আশংসে।

অন্বয়—মনোরথায় (অহং) ন আশংসে। বাহো, কিং বৃথা স্পন্দসে? পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ হি দুঃখং (সৎ) পরিবর্ততে।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — মহতাং প্রার্থনা (মহৎ ব্যক্তিদের আকাঙ্ক্ষা) উৎসর্পিণী খলু (উত্তরোত্তর উন্নত বিষয় অবলম্বন করে ঊর্ধ্বগামিনী হয়ে থাকে)। [পরিক্রম্য — একটু অগ্রসর হয়ে, আকাশে — শূন্যে লক্ষ্য ক'রে] অয়ে বৃদ্ধশাকল্য (ওহে বৃদ্ধশাকল্য) কিম্

অনুতিষ্ঠতি ভগবান্ মারীচঃ (ভগবান্ মারীচ এখন কি ক'রছেন)? কিং ব্রবীষি (কি বললে?) পতিব্রতাতাধর্মম্ অধিকৃত্য (পতিব্রতার ধর্ম সম্পর্কে) দাক্ষায়ণ্যা পৃষ্টঃ (দাক্ষায়ণী অর্থাৎ অদিতি কিছু জানতে চেয়েছেন) ; তস্যৈ মহর্ষিপত্নীসহিতয়ৈ (মহর্ষি পত্নীদের সঙ্গে তাঁকে) কথয়তি ইতি (সেই বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন)? রাজা — [কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে শুনে] অয়ে (শোন') প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ (এই ধরণের আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবসরের অপেক্ষা করা উচিত হবে ; অর্থাৎ এই আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করা অনুচিত হবে)। মাতলিঃ — [রাজানম্ অবলোক্য — রাজার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে] অস্মিন্ অশোকবৃক্ষমূলে (এই অশোকবৃক্ষের মূলে) আয়ুষ্মান্ আস্তাম্ তাবৎ (আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন), যাবৎ ত্বাম্ ইন্দ্রগুরবে নিবেদয়িতুম্ (ইতিমধ্যে আমি আপনার আগমনের সংবাদ মারীচের কাছে নিবেদন করার) অন্তরান্বেষী ভবামি (সুযোগের সন্ধান করি)। রাজা — যথা ভবান্ মন্যতে (তুমি যা ভাল বোঝ')। [ইতি স্থিতঃ — দুষ্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন]। মাতলিঃ — আয়ুষ্মন্, সাধয়াম্যহম্ (আয়ুষ্মন্, আমি যাচ্ছি)। [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন] রাজা — [নিমিত্তং সূচয়িত্বা — দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দনের দ্বারা শুভ ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে] মনোরথায় নাশংসে (আমার অভিলাষ পূরণের আশা আর আমি পোষণ করি না)। বাহো (হে বাহু), কিং বৃথা স্পন্দসে (তুমি অকারণে কেন স্পন্দিত হচ্ছ)? পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ হি (কল্যাণ বিষয়কে আগে প্রত্যাখ্যান ক'রলে) দুঃখং সৎ পরিবর্ততে (তাই দুঃখ হ'য়ে পরে ফিরে আসে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — মহৎ ব্যক্তিদের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর উন্নত বিষয় অবলম্বন ক'রে ঊর্ধ্বগামিনী হয়ে থাকে। (একটু অগ্রসর হ'য়ে, শূন্যে লক্ষ্য করে) ওহে বৃদ্ধশাকল্য, ভগবান্ মারীচ এখন কি করছেন? কি বললে? পতিব্রতার ধর্ম সম্পর্কে দাক্ষায়ণী (অদিতি) কিছু জানতে চেয়েছেন — মহর্ষিপত্নীদের সঙ্গে তাঁকে তিনি সেই বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন?

রাজা — (কান পেতে শুনে) শোন', এই ধরণের আলোচনার মধ্যে বাধা না দিয়ে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় হবে।

মাতলি — (রাজার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে) আপনি এই অশোকবৃক্ষের মূলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। ইতিমধ্যে আমি আপনার এই আশ্রমে আগমনের সংবাদ মারীচের কাছে নিবেদনের সুযোগ সন্ধান করি।

রাজা — তা তুমি যা ভালো মনে কর। (অপেক্ষা করতে লাগলেন।)

মাতলি — আয়ুষ্মন্, আমি যাচ্ছি। (বেরিয়ে গেলেন।)

রাজা — (দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন অনুভব ক'রে ভাবী মঙ্গলের ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে)

আমি আমার অভিলাষ পূরণের কোন আশা আর পোষণ করি না। সুতরাং হে বাহু, তুমি অকারণেই স্পন্দিত হ'চ্ছ। কল্যাণ বিষয়কে আগে প্রত্যাখ্যান ক'রলে, তাই পরে দুঃখ হয়ে ফিরে আসে।

রাঘবভট্ট—খলু যস্মাদুৎসর্পিণ্যুপর্যপুরি ধাবন্তী মহতাং প্রার্থনেতি পূর্বার্ধস্য সমর্থকত্বাদর্থান্তরন্যাসঃ। অয়ং প্রস্তাবঃ পতিব্রতাধর্মকথনলক্ষণঃ। খলু নিশ্চিতম্। প্রতিপাল্যোঽ-বসরঃ সময়ো যস্য সঃ। পুনরুক্তবদাভাসোঽলংকারঃ। অশোকবৃক্ষেত্যনেনাত্রোপবিষ্টস্য শোকরাহিত্যং ভবিষ্যতীতি ধ্বনিতম্। অন্তরং মধ্যমন্বেষ্টুং শীলং যস্য সঃ। নিমিত্তং দক্ষিণবাহুস্ফুরণম্। মন ইতি। হে বাহো, বৃথা কিং স্পন্দসে স্ফুরসি। বৃথাত্বং কুত ইত্যাহ — মনোরথায় শকুন্তলারূপায় নাশংসে। মম তু মনোরথাশংসাপি নাস্তি প্রাপ্তিস্তু দূরতো নিরস্তেতি ভাবঃ। মনোরথায়েতি বিষয়স্য নিগরণাদতিশয়োক্তিঃ। পূর্বমবধীরিতং তিরস্কৃতম্, ন তু ত্যক্তং, শ্রেয়ঃ কল্যাণং দুঃখং যথা স্যাৎ তথা পরিবর্ততে ব্যাবর্ততে। অর্থান্তরন্যাসঃ। বৃত্ত্যনুপ্রাসোঽপি।

সুষমা—[১] দাক্ষায়ণ্যা — দক্ষস্য অপত্যং স্ত্রী ইতি দক্ষ + ফিঞ্ ('বা নামধেয়স্য' ইতি বৃদ্ধসংজ্ঞায়াম্ 'উদীচাং বৃদ্ধাদগোত্রাৎ' ইতি ফিঞ্) + ঙীষ্ (গৌরাদিত্বাৎ)। [২] তস্যৈ — 'তাং বোধয়িতুম্' এই অর্থে তুমর্থে কর্মে চতুর্থী। অথবা 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'। [৩] প্রতিপাল্যাবসরঃ — প্রতিপাল্যঃ প্রতীক্ষণীয়ঃ অবসরঃ যস্য তাদৃশঃ (বহুব্রী)। [৪] অন্তরান্বেষী — অন্তরম্ অবকাশম্ অন্বিষ্যতি যঃ সঃ — সাধুকারিণি ণিনি। [৫] মনোরথায় — মনোরথং লব্ধুম্ ইতি তুমর্থে কর্মণি চতুর্থী। [৬] পূর্বাবধীরিতম্ — পূর্বম্ অবধীরিতম্ (সহসুপা) 'ভূতপূর্বে চরট্' এই (জ্ঞাপকসূত্রানুসারে পূর্বশব্দের পরনিপাতের প্রাপ্তি থাকলেও "জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্বত্র" — এই নিয়মে পরনিপাত। অবধীর + ক্ত কর্মণি = অবধীরিত। অবধীর — অবজ্ঞা-অর্থে চুরাদিগণীয় ধাতু। [৭] মনোরথ — এই অপ্রকৃতের দ্বারা প্রকৃত শকুন্তলার নিগরণে অতিশয়োক্তি। সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস। বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রথম অঙ্কে বর্ণিত রাজার বাহুস্পন্দনের প্রতিক্রিয়ার ('শান্তমিদমাশ্রমপদং ... সর্বত্র') সঙ্গে এখনকার প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষণীয়। সেখানে তিনি ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্র ভেবে আশা ত্যাগ করেন নি। এখানে তা নয়। যে নিদারুণ মর্মান্তিক অপবাদের সঙ্গে তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন — তাতে তাকে আর ফিরে পাবার আশাই করেন না।

[৭.১৪]

(নেপথ্যে)

মা কৃখু চাবলং করেহি। কহং গদো এব্ব অত্তণো পকিদিং? (মা খলু চাপলং কুরু। কথং গত এব আত্মনঃ প্রকৃতিম্?)

রাজা — (কর্ণং দত্ত্বা) অভূমিরিয়মবিনয়স্য। কো নু খল্বেষ নিষিধ্যতে। (শব্দানুসারেণাবলোক্য। সবিস্ময়ম্।) অয়ে, কো নু খল্বয়মনুবধ্যমানস্তপস্বিনীভ্যামবালসত্ত্বো বালঃ।

অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেসরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং ৰলাৎকারেণ কর্ষতি ॥ ১৪ ॥

বিসন্ধি—অভূমিঃ + ইয়ম্ + অবিনয়স্য। খলু + এষঃ। শব্দানুসারেণ + অবলোক্য। খলু + অয়ম্ + অনুৰধ্যমানঃ + তপস্বিনীভ্যাম্ + অৰালসত্ত্বঃ। মাতুঃ + আমর্দক্লিষ্টকেসরম্।

অন্বয়—(অয়ং ৰালঃ) মাতুঃ অর্ধপীতস্তনম্ আমর্দক্লিষ্টকেসরম্ সিংহশিশুং প্রক্রীড়িতুং ৰলাৎকারেণ কর্ষতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[নেপথ্যে] মা খলু চাপলং কুরু (চপলতা ক'রো না)। কথম্ আত্মনঃ প্রকৃতিং গত এব (সেকি! আবারও নিজের খুসিমত কাজ করছ? আবারও নিজের জেদী স্বভাবের অনুসরণ ক'রছ)? রাজা — [কর্ণং দত্ত্বা — কান পেতে শুনে] অভূমিঃ ইয়ম্ অবিনয়স্য (এতো অবিনয়ের জায়গা নয়)। কো নু খলু এষঃ নিষিধ্যতে (এখানে তবে কাকে বারণ করা হচ্ছে)? [শব্দানুসারেণ অবলোক্য — শব্দ অনুসরণ ক'রে দৃষ্টিপাত ক'রে ; সবিস্ময়ম্ — বিস্ময়ের সঙ্গে] অয়ে (আরে), কঃ নু খলু অয়ম্ অৰালসত্ত্বঃ ৰালঃ (যুবকের মতো শক্তিশালী কে এই বালক)? তপস্বিনীভিঃ অনুৰধ্যমানঃ (দুজন তপস্বিনীকে এর সঙ্গে দেখছি)। [অয়ং ৰালঃ — এই বালক] মাতুঃ অর্ধপীতস্তনম্ (মায়ের দুধ অর্ধেক পান করেছে, এমন) আমর্দক্লিষ্টকেসরম্ সিংহশিশুম্ (সিংহের একটি বাচ্চাকে কেসর ধরে অত্যাচার ক'রে) প্রক্রীড়িতুং ৰলাৎকারেণ কর্ষতি (খেলার জন্য জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে।)

বঙ্গানুবাদ— (নেপথ্যে)

চপলতা ক'রো না। সেকি! আবারও তুমি তোমার (জেদী) স্বভাবের অনুসরণ ক'রছ?

রাজা — (কান পেতে শুনে) এতো অবিনয়ের জায়গা নয়। তবে কাকে এভাবে বারণ করা হচ্ছে? (শব্দ অনুসরণ ক'রে দৃষ্টিপাত ক'রে ; বিস্ময়ের সঙ্গে) আরে, যুবকের মত শক্তিশালী কে এই বালক? দুজন তপস্বিনীকেও এর সঙ্গে দেখছি।

এই বালক, মায়ের দুধ অর্ধেকমাত্র পান করেছে এমন সিংহশিশুকে কেসর ধরে টেনে অত্যাচার ক'রে, খেলার জন্য জোর ক'রে নিয়ে চলেছে।

রাঘবভট্ট—মা খলু চাপলং কুরু। কথং গত এবাত্মনঃ প্রকৃতিম্। স্বভাবচাপলং কৃতবানেবেত্যর্থঃ। অভূমিরস্থানম্। অৰালস্যেব সত্ত্বং ৰলং যস্য সঃ। অর্ধেতি। কো নু খলু ৰালঃ কেবলং কর্ষণেনানায়াস্তং সিংহশিশুং ৰলাৎকারেণ কর্ষতীতি চূর্ণিকয়া সহান্বয়ঃ। কিং কর্তুম্। প্রক্রীড়িতুং ক্রীড়াং কর্তুম্। মনোবিনোদনার্থমিতি ভাবঃ। এতেনাবশ্যকার্যার্থং সাহসমপি ক্রিয়েত। ক্রীড়ার্থং তৎকারিত্বে মানাতিশয়ৰলদর্পতয়া জগত্তৃণবন্মন্যত ইতি ধ্বন্যতে। কীদৃশম্। মাতুরর্ধপীতস্তনম্। শিশুনান্যৎকর্ষণমেব দুষ্করম্, তত্রাপি সিংহশিশুকর্ষণম্, তত্রাপ্যন্যস্মাৎ, তত্রাপি মাতুঃ ক্রোড়াৎ, তত্রাপি স্তনং ধয়ন্তমিতি সর্বোৎকর্ষো ব্যজ্যতে। পুনঃ

কীদৃশম্। আমর্দেনাকর্ষণেনাবেগেন ক্লিষ্টা বিসংস্থুলাঃ কেসরাঃ স্কন্ধবালা যস্য তম্। স্বভাবোক্তিঃ উদাত্তমনুপ্রাসশ্চ।

সুষমা—[১] অনুবধ্যমানঃ — অনু — বধ্ + যক্ + শানচ্। [২] অবালসত্ত্বঃ — অবালস্য সত্ত্বম্ (ষষ্ঠী তৎ) তদ্বৎ সত্ত্বং যস্য তথাভূতঃ (উত্তরপদলোপী বহুব্রীহি)। [৩] অর্ধপীতস্তনম্ — অর্ধং পীতঃ অর্ধপীতঃ (সুপ্সুপা), অর্ধপীতঃ স্তনঃ যেন (বহুব্রী), তম্। [৪] আমর্দক্লিষ্টকেসরম্ — আমর্দেন ক্লিষ্টঃ (তৃতীয়া তৎ), আমর্দক্লিষ্টঃ কেসরঃ যস্য (বহুব্রী) তম্। [৫] বলাৎকারেণ — 'বলাৎ' হঠার্থে অব্যয়। বলাৎ কারঃ (কর্মধা)। তেন। করণে তৃতীয়া। কৃ + ঘঞ্ ভাবে = কারঃ। [৬] বালকের স্বভাববর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। তাছাড়া উদাত্ত, অনুপ্রাস। [৭] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৭.১৫]

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টকর্মা তপস্বিনীভ্যাং বালঃ)

বালঃ — জিম্ভ সিঙ্ঘ, দন্তাইং দে গণইস্সং। (জৃম্ভস্ব সিংহ, দন্তান্ তে গণয়িষ্যে।)

প্রথমা — অবিণীদ, কিং ণো অপচ্চণিব্বিসেসাণি সত্তাণি বিপ্পঅরেসি। হন্ত, বড্‌ঢই দে সংরম্ভো। ঠাণে ক্খু ইসিজণেণ সব্বদমণো ত্তি কিদণামহেও সি। (অবিনীত, কিং নঃ অপত্যনির্বিশেষাণি সত্ত্বানি বিপ্রকরোষি। হন্ত, বর্ধতে তব সংরম্ভঃ। স্থানে খলু ঋষিজনেন সর্বদমন ইতি কৃতনামধেয়ঃ অসি।)

রাজা — কিং নু খলু বালেঽস্মিন্নৌরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ। নূনমনপত্যতা মাং বৎসলয়তি।

দ্বিতীয়া — এসো ক্খু কেসরিণী তুমং লঙ্ঘেদি জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চেসি। (এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি যদি তস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি।)

বালঃ — (সস্মিতম্) অম্মহে, বলিঅং ক্খু ভীদো ম্হি। (ইত্যধরং দর্শয়তি।) (অহো, বলীয়ঃ খলু ভীতঃ অস্মি।)

রাজা —

মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

বিসন্ধি—বালে + অস্মিন্ + ঔরসে + ইব। নূনম্ + অনপত্যতা। ইতি + অধরম্। মহতঃ + তেজসঃ। বালঃ + অয়ম্। বহ্নিঃ + এধাপেক্ষঃ।

অন্বয়—এধাপেক্ষঃ স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিঃ ইব স্থিতঃ অয়ং বালঃ মহতস্তেজসঃ বীজম্ ইব মে প্রতিভাতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ — তারপর ; তপস্বিনীভ্যাম্ — দুই তপস্বিনীর সঙ্গে ; যথানির্দিষ্টকর্মা বালঃ প্রবিশতি — সিংহের বাচ্চাকে উৎপীড়ন করছে এমন বালকের প্রবেশ।] বালঃ — জৃম্ভস্ব সিংহ (ওরে সিংহ, মুখ খোল্), দন্তান্ তে গণয়িষ্যে (তোর দাঁত গুণবো)। প্রথমা (প্রথম তপস্বিনী) — অবিনীত (ওরে অবাধ্য), কিং (অকারণে কেন) নঃ (আমাদের) অপত্যনির্বিশেষাণি সত্ত্বানি (সন্তানতুল্য এই পশুদের) বিপ্রকরোষি (উৎপীড়ন ক'রছ)? হন্ত (একি)! বর্ধতে তব সংরম্ভঃ (তুমি যে আরো বেশী উৎপীড়ন শুরু করলে)! ঋষিজনেন (ঋষিরা যে) সর্বদমন ইতি কৃতনামধেয়ঃ অসি (তোমার নাম 'সর্বদমন' দিয়েছেন) স্থানে খলু (তা যুক্তিযুক্তই হয়েছে) রাজা — বালেঽস্মিন্ (এই বালককে দেখে) মে মনঃ (আমার মনে) ঔরসে ইব পুত্রে স্নিহ্যতি (নিজের সন্তানের মত স্নেহের উদয় হচ্ছে) কিং নু খলু (কেন)? নূনম্ (নিশ্চয়ই) অনপত্যতা মাং বৎসলয়তি (আমার সন্তান নেই বলে এরকম বাৎসল্য স্নেহের উদয় হচ্ছে)। দ্বিতীয়া (দ্বিতীয় তপস্বিনী) — এষা খলু কেসরিণী (এই সিংহী কিন্তু) ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি (তোমাকে আক্রমণ ক'রবে) যদি তস্যাঃ পুত্রকং (যদি তার বাচ্চাকে) ন মুঞ্চসি (তুমি না ছেড়ে দাও)। বালঃ — [সস্মিতম্ — একটু হেসে] অহো, বলীয়ঃ খলু ভীতঃ অস্মি (ইস্, কি দারুণ ভয় পেয়েছি)! [ইতি অধরং দর্শয়তি — ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভাব দেখাল।] রাজা — এধাপেক্ষঃ (ইন্ধনের অপেক্ষায় থাকা) স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিঃ ইব (স্ফুলিঙ্গ অবস্থার আগুনের মত) অয়ং বালঃ (এই বালক) মহতঃ তেজসঃ (মহৎ তেজের, অপ্রতিম তেজের) বীজম্ ইব (অঙ্কুরের মত) মে প্রতিভাতি (আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর দুই তপস্বিনীর সঙ্গে সিংহের বাচ্চাকে উৎপীড়ন করছে এমন বালকের প্রবেশ)

বালকঃ — ওরে সিংহ, মুখ খোল্। তোর দাঁত গুণব।

প্রথম তপস্বিনী — ওরে অবাধ্য! অকারণে কেন আমরা (আশ্রমের) যে পশুগুলিকে নিজেদের সন্তানের মত ভালবাসি তাদের উপর উৎপীড়ন ক'রছ? একি, তুমি দেখছি আরো বেশী উৎপীড়ন শুরু করলে! ঋষিরা তোমার নাম যে সর্বদমন রেখেছেন — তা দেখছি ঠিকই হয়েছে।

রাজা — এই বালককে দেখে আমার মনে নিজের সন্তানের মত স্নেহের উদয় হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই আমার সন্তান নেই বলে এরকম বাৎসল্য স্নেহের উদয় হচ্ছে।

দ্বিতীয় তপস্বিনী — যদি তার (অর্থাৎ সিংহীর) বাচ্চাকে তুমি ছেড়ে না দাও তবে সিংহী কিন্তু তোমায় আক্রমণ করবে।

বালক — (একটু হেসে) ইস্; কি দারুণ ভয় পেয়েছি — (এই বলে ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভাব দেখাল।)

রাজা — ইন্ধনের অপেক্ষায় থাকা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত এই বালককে মহৎ তেজের অঙ্কুর ব'লে আমার মনে হচ্ছে।

রাঘবভট্ট—যথানির্দিষ্টং সিংহবালকাকর্ষণরূপং কর্ম যস্য সঃ। তপস্বিনীভ্যামিতি সহার্থে তৃতীয়া। জৃম্ভস্ব সিংহ, দন্তাংস্তে গণয়িষ্যে। অবিনীত, কিং নোঽস্মাকমপত্যনির্বিশেষাণি সত্ত্বানি প্রাণিনো বিপ্রকরোষি। হন্তেতি খেদে। বর্ধতে তব সংরম্ভঃ। স্থানে যুক্তং খলু ঋষিজনেন সর্বদমন ইতি কৃতনামধেয়োঽসি। এষা খলু কেসরিণী সিংহী ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি তবোদ্রবং কিংচিৎ করিষ্যতি। 'বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা' ইতি বর্তমানপ্রয়োগঃ। যদি তস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি। অম্মহে আশ্চর্যে। ত্বদ্বচনাদ্বলিঅং অধিকং ভীতোঽস্মীতি সোল্লুণ্ঠম্। অধরং বিসৃষ্টং তস্যৈব তত্র বিনিয়োগাৎ। তদুক্তং সংগীতসুধানিধৌ — 'বিনিঃক্রান্তো বিসৃষ্টঃ স্যাদধরোঽলক্তকাদিনা। রঞ্জনে বালকানাং চ চেষ্টাভেদে নিযুজ্যতে। স্ত্রীণাং বিলাসবিব্বোক-কহর্ষাদিষু চ কীর্তিতঃ॥' ইতি। মহত ইতি। অয়ং বালো মহতস্তেজসো বীজং মূলম্। বাল্যান্মহন্নিগূঢ়ং তেজোঽস্মিন্ বর্তত ইত্যর্থঃ। স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া স্থিতো বহ্নিরিব। মহতস্তেজসো বীজমিত্যস্য প্রতিবিম্বমেধাপেক্ষ ইতি। উপমানুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] ঔরসঃ — উরসঃ বক্ষসঃ নির্মিতঃ ইতি উরস্ + অণ্। সূত্র — 'উরসোঽণ্ চ'। তঃ "অঙ্গাদঙ্গাদ্ সম্ভবসি হৃদয়াদ্ অভিজায়সে"। [২] বৎসলয়তি — বৎসলং (সস্নেহং) করোতি ইতি বৎসল + ণিচ্ + লট্ প্রথমপু. একব.। [৩] এধাপেক্ষঃ — এধাংসি অপেক্ষতে যঃ তথাভূতঃ। কর্মণ্যুপপদে ণ। [৪] উপমা, অনুপ্রাস। [৫] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৭.১৬]

→ প্রথমা — বচ্ছ, এদং বালমিইন্দঅং মুঞ্চ। অবরং দে কীলণঅং দাইস্সং। (বৎস, এনং বালমৃগেন্দ্রং মুঞ্চ। অপরং তে ক্রীড়নকং দাস্যামি।)

বালঃ — কহিং? দেহি ণং। (হস্তং প্রসারয়তি) (কুত্র? দেহি তৎ।)

রাজা — (বালস্য হস্তমবলোক্য) কথং চক্রবর্তিলক্ষণমপ্যনেন ধার্যতে। তথা হ্যস্য —

> প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো
> বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
> অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া
> নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজাম্ ॥ ১৬ ॥

বিসন্ধি—হস্তম্ + অবলোক্য। চক্রবর্তিলক্ষণম্ + অপি + অনেন। হি + অস্য। ... পত্রান্তরম্ + ইদ্ধরাগয়া। ভিন্নম্ + ইব + একপঙ্কজম্।

অন্বয়—প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতঃ জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ ইদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নম্ অলক্ষ্যপত্রান্তরম্ একপঙ্কজম্ ইব বিভাতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—প্রথমা (প্রথম তপস্বিনী) — বৎস (শোন' বাছা), এনং বালমৃগেন্দ্রং (এই

সিংহের বাচ্চাকে) মুঞ্চ (তুমি ছেড়ে দাও)। অপরং তে ক্রীড়নকং দাস্যামি (তোমাকে অন্য আর একটা খেলনা এনে দিচ্ছি)। বালঃ (বালক) — কুত্র (কোথায়)? দেহি তৎ (সেটা আগে দাও)। [হস্তং প্রসারয়তি — হাত বাড়িয়ে দিল] রাজা — [বালস্য হস্তম্ অবলোক্য — বালকের হাত লক্ষ্য করে] কথং (সেকি)! চক্রবর্তিলক্ষণমপি অনেন ধার্যতে (এর হাতে তো রাজচক্রবর্তীর লক্ষণও রয়েছে দেখতে পাচ্ছি)। তথাহি অস্য (এইতো, এর) — প্রলোভ্যবস্তুপ্রসারিতঃ (লোভনীয় খেলনা পাওয়ার আশায় বাড়িয়ে ধরেছে এমন) জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ (আঙুলগুলি লেগে আছে এমন হাত) ইদ্ধরাগয়া (রক্তিম আভায়) নবোষসা (ভোরবেলায়) ভিন্নম্ (খানিকটা ফুটেছে এমন) অলক্ষ্যপত্রান্তরম্ একপঙ্কজম্ ইব (অন্যান্য পাঁপড়িগুলো দেখা যাচ্ছে না এমন পদ্মের মত) বিভাতি (দেখতে লাগছে, শোভা পাচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—প্রথম তপস্বিনী — শোন' বাছা, সিংহের এই বাচ্চাকে তুমি ছেড়ে দাও। তোমাকে অন্য আরেকটা খেলনা এনে দিচ্ছি।

বালক — কই? সেটা আগে দাও। (হাত বাড়িয়ে দিল)।

রাজা — (বালকের হাত লক্ষ্য ক'রে) সেকি! এর হাতে যে রাজ-চক্রবর্তীর চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। এইতো,

লোভনীয় খেলনার আশায় সে, তার আঙুলগুলো পরস্পর লেগে আছে এমন হাতখানা মেলে ধরেছে। রক্তিম আভা তার হাতের তালুতে। দেখে মনে হচ্ছে যেন খুব ভোরের একটা আধফোটা পদ্ম, যার ভেতরের পাঁপড়িগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে না।

রাঘবভট্ট—বৎস, এনং ৰালমৃগেন্দ্রং মুঞ্চ। অপরং তে ক্রীড়নকং দাস্যামি। কহিং কুত্র। দেহি ণং। 'তদো ণঃ স্যাদৌ কচিৎ' ইতি ণাদেশঃ। প্রলোভ্যেতি। প্রলোভ্যং প্রলোভকারকং যদ্বস্তু তত্র যঃ প্রণয়ো যাজ্ঞা প্রীতির্বা তেন প্রসারিত ইতি স্বভাবাখ্যানম্। তেন বিনা দর্শনা-সংভবাৎ। করো বিভাতি জালবদ্গ্রথিতা অঙ্গুলয়ো যস্য সঃ। উক্তং চ পুরুষলক্ষণে সামুদ্রে — 'অতিরক্তঃ করো যস্য গ্রথিতাঙ্গুলিকো মৃদুঃ। চাপাঙ্কুশাঙ্কিতঃ সোঽপি চক্রবর্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ইতি। একং মুখ্যং পঙ্কজমিব। তৎ প্রথমবিকাসিত্বান্মুখ্যত্বম্। কীদৃক্। ইদ্ধঃ সমৃদ্ধো রাগো লৌহিত্যং যস্যাস্তয়া। অনেনৈতস্য বিকাসসামর্থ্যং ধ্বনিতম্। নবোষসা নূতনপ্রাতঃকালেন। নূতনত্বমজরঠীভাবঃ। 'উষা রাত্রৌ তদন্তে স্যাদত্রানব্যয়মপ্যুষা' ইতি বিশ্বঃ। তেন ভিন্নং ভেদং প্রাপ্তম্। ন তু সম্যগ্ বিকসিতম্। অত এবালক্ষ্যাণি পত্রাণামন্তরাণি সংধিভাগা যস্য তৎ। কাব্যলিঙ্গোপমে। প্রপ্রেতি ত্রান্তরেতি ছেকশ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসাঃ। অত্র ৰিম্বপ্রতিৰিম্ব-ভাবেনৌপম্যাদুপমায়া ভিন্নলিঙ্গত্বং ন সহৃদয়োদ্বেগকরম্। প্রসারিতমিত্যস্য প্রতিৰিম্বত্বেন ভিন্নমিত্যুপাত্তম্। তত্র ৰালককরত্বাৎ সম্যগ্বিকাসো নোক্তঃ। জালেত্যাদেরলক্ষ্যেত্যাদিরুপমা। বংশস্থং বৃত্তম্।

সুষমা—[১] চক্রবর্তিলক্ষণম্ — 'অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ। চক্রবর্তী

ভবেন্নিত্যং সমুদ্রকবচো যথা।' পদ্ম, চক্র, প্রভৃতি চিহ্ন হাতের রেখায় থাকলে সে ব্যক্তি 'রাজচক্রবর্তী' অর্থাৎ সার্বভৌম রাজা হন — এরকম কথা হস্তরেখাবিদেরা বলে থাকেন। ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটকে চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র মৃত রোহিতাশ্বের দেহে বিভিন্ন সামুদ্রিক চিহ্ন লক্ষ্য করে তাকে পুত্র বলে বুঝতে পারেন। "ছত্রাকারমিদং শিরঃ পৃথুললাটাস্তং বিশালেক্ষণং / চক্রাঙ্কৌ চরণৌ করৌ সকমলাবাজানুলম্বৌ ভুজৌ।' (পঞ্চম অঙ্ক)। শৈব্যাও হরিশ্চন্দ্রের হাতে রাজচক্রবর্তী চিহ্ন লক্ষ্য করে তাঁকে স্বামী বলে জানতে পারেন। [২] প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতঃ — প্রলোভ্যং বস্তু (কর্মধা) তস্মিন্ প্রণয়ঃ (সপ্তমী তৎ), তেন প্রসারিতঃ (তৃতীয়া তৎ)। [৩] জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ — জালবৎ গ্রথিতাঃ অঙ্গুলয়ঃ যস্মিন্ স তথোক্তঃ (বহুব্রী)। [৪] অলক্ষ্যপত্রান্তরম্ — অলক্ষ্যাণি পত্রান্তরাণি যস্মিন্ তৎ (বহুব্রী)। [৫] নবোষসা — নবা উষাঃ নবোষাঃ (কর্মধা), তয়া। [৬] উপমা অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ, ছেকবৃত্তি-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৭] বংশস্থবিল ছন্দ।

[৭.১৭]

→ দ্বিতীয়া — সুব্বদে, ণ সক্কো এসো বাআমেত্তেণ বিরময়িদুং। গচ্ছ তুমং মমকেরএ উডএ মক্কণ্ডেয়অস্স ইসিকুমারঅস্স বণ্ণচিত্তিদো মিত্তিআমোরও চিট্ঠদি। তং সে উবহর। (সুব্রতে, ন শক্য এষ বাচামাত্রেণ বিরময়িতুম্। গচ্ছ ত্বম্। মদীয়ে উটজে মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকুমারস্য বর্ণচিত্রিতঃ মৃত্তিকাময়ূরঃ তিষ্ঠতি। তম্ অস্য উপহর।)

প্রথমা — তহ। (নিষ্ক্রান্তা) (তথা।)

বালঃ — ইমিণা এব্ব দাব কীলিস্সং। (তাপসীং বিলোক্য হসতি।) (অনেন এব তাবৎ ক্রীড়িষ্যামি।)

রাজা — স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায়াস্মৈ।

> আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-
> রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।
> অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
> ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি ॥ ১৭ ॥

বিসন্ধি—দুর্ললিতায় + অস্মৈ। আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ + অনিমিত্তহাসৈঃ + অব্যক্তবর্ণ ...। অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনঃ + তনয়ান্। ধন্যাঃ + তদঙ্গরজসা।

অন্বয়—ধন্যাঃ অনিমিত্তহাসৈঃ আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্ অঙ্কাশ্রয়-প্রণয়িনঃ তনয়ান্ বহন্তঃ তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—দ্বিতীয়া (দ্বিতীয় তপস্বিনী) — সুব্রতে (শোন' সুব্রতা), বাচামাত্রেণ (কেবল কথায়) এষঃ (এই বালককে) ন শক্যঃ বিরময়িতুম্ (থামানো যাবে না)। গচ্ছ

ত্বম্ (তুমি যাও)। মদীয়ে উটজে (আমার কুটীরে) মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকুমারস্য (ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের) বর্ণচিত্রিতঃ (রঙ-বেরঙের) মৃত্তিকাময়ূরঃ তিষ্ঠতি (একটা মাটির তৈরী ময়ূর আছে), তম্ অস্য উপহর (একে সেটা এনে দাও)। প্রথমা (প্রথম তপস্বিনী) — তথা (তাই করি)। [নিষ্ক্রান্তা — বেরিয়ে গেলেন] বালঃ (বালক) — অনেন এব তাবৎ ক্রীড়িষ্যামি (ততক্ষণতো একে নিয়ে খেলি)। [তাপসীং বিলোক্য হসতি — তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।] রাজা — দুর্ললিতায় অস্মৈ (এই দুরন্ত বালককে পেতে) স্পৃহয়ামি খলু (আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে)। ধন্যাঃ (যাঁরা পুণ্যবান তারা) অনিমিত্তহাসৈঃ (অকারণে হাসায়) আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ (যে শিশুর ফুলের কুঁড়ির মত দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে) অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্ (যার আধো আধো বুলি শুনতে বড় ভালো লাগে) অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনঃ (কোলে আসার জন্য যে সবসময় উন্মুখ) তনয়ান্ বহন্তঃ (এমন সন্তানকে কোলে নিয়ে) তদঙ্গরজসা (সেই শিশুর গায়ের ধুলোয়) মলিনীভবন্তি (নিজেরাও ধূসরিত হন)।

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় তপস্বিনী — শোন' সুব্রতা, শুধু কথায় এই বালককে থামান যাবে না। তুমি যাও — আমার কুটীরে ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের রঙ-বেরঙের একটা মাটির ময়ূর আছে; একে সেটা এনে দাও।

প্রথম তপস্বিনী — তাই করি। (বেরিয়ে গেলেন)

বালক — ততক্ষণতো একে (অর্থাৎ সিংহের বাচ্চাকে) নিয়েই খেলি। (তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল)

রাজা — এই দুরন্ত বালককে কাছে পেতে আমার খুবই ইচ্ছা হচ্ছে।

তাঁরাই পুণ্যবান্, যাঁরা অকারণে হাসায় যে শিশুর ফুলের কুঁড়ির মত দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে, যার আধো বুলি শুনতে বড় ভালো লাগে, কোলে আসার জন্য যে সবসময় উন্মুখ — এমন সন্তানকে কোলে নিয়ে সেই শিশুর গায়ের ধূলায় নিজেরাও ধূসরিত হন।

রাঘবভট্ট—সুব্রতে ইতি তাপস্যাঃ সংবুদ্ধিঃ। ন শক্য এবো বাচামাত্রেণ বিরময়িতুম্। ত্বং গচ্ছ। মমকেরএ মদীয়ে। 'ইদমর্থে কেরঃ' ইতি ইদমর্থপ্রত্যয়স্য কেরাদেশে 'স্বার্থে কশ্চ' ইতি কে রূপম্। উটজে মার্কণ্ডেয়স্যর্ষিকুমারস্য বর্ণৈ রক্তপীতাদিভিশ্চিত্রিতো মৃত্তিকাময়ূর-স্তিষ্ঠতি তমস্যোপহর। তহ ইতি তথেতি। অনেনৈব তাবৎ ক্রীড়িষ্যামি। অস্মৈ ইতি 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' ইতি সংপ্রদানত্বে চতুর্থী। আলক্ষ্যেতি। অনিমিত্তহাসৈরকারণহাসৈর্দন্তা মুকুলা ইবেত্যুপমিতসমাসঃ। হাসানাং সাধকত্বাৎ। আ ঈষল্লক্ষ্যা দৃশ্যা দন্তমুকুলা যেষাং তে তান্। অব্যক্তা বর্ণা যাসু তা অতএব রমণীয়া বচঃপ্রবৃত্তয়ো যেষাং তানিতি বহুব্রীহিগর্ভো বহুব্রীহিঃ। অঙ্কে ক্রোড়ে য আশ্রয়ঃ স্থিতিস্তত্র প্রণয়ো যাচ্ঞা প্রীতির্বা। যেষাং বালানা-মঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি। অত এতদ্বালেত্যাদিবিশেষে প্রস্তুতে সামান্যবচনাদপ্রস্তুতপ্রশংসা।

তয়া চাহমধন্য ইতি ব্যজ্যতে। ণীয়ণয়ীতি স্তস্তেতি নয়ান্যেতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্।

সুষমা—[১] দুর্ললিতায় — ললিতং বিলাসঃ। দুষ্টং ললিতং যস্য (বহুব্রী) তস্মৈ। 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' সূত্রে চতুর্থী। [২] আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ — দন্তাঃ মুকুলা ইব (উপমিত কর্মধা), আলক্ষ্যাঃ দন্তমুকুলাঃ (কর্মধা), তান্। [৩] অনিমিত্তহাসৈঃ অবিদ্যমানং নিমিত্তং যেষাং তে অনিমিত্তাঃ (বহুব্রী), তাদৃশাঃ হাসাঃ (কর্মধা), তৈঃ। হেতৌ তৃতীয়া। [৪] অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্ — অব্যক্তা বর্ণাঃ (কর্মধা) তৈঃ রমণীয়াঃ (তৃতীয়া তৎ), বচসঃ প্রবৃত্তয়ঃ (ষষ্ঠী তৎ) ; অব্যক্তবর্ণরমণীয়াঃ বচপ্রবৃত্তয়ঃ যেষাং (বহুব্রী) তান্। [৫] মলিনীভবন্তি — মলিন + চ্বি (অভূততদ্ভাবে) + ভূ + লট্, প্রথমপু. বহুব। [৬] বালকের স্বভাব বর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। প্রস্তুত সর্বদমনের (বিশেষের) স্থানে অপ্রস্তুত বালসামান্যের বর্ণনায় অপ্রস্তুতপ্রশংসা। 'আমি অধন্য' এই ব্যঞ্জনায় পরিসংখ্যা। তাছাড়া প্রথমচরণে লুপ্তোপমা। ছেক-শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—ধূলিধূসরিত পুত্র যখন পিতাকে আলিঙ্গন করে তখন পিতা নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন — এই ভাবের অনুরূপ অভিব্যক্তি — "প্রতিপদ্য যদা সূনুর্ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ। পিতুরাশ্লিষ্যতেঽঙ্গানি কিমস্ত্যভ্যধিকং ততঃ ॥" (মহাভারত, আদিপর্ব ; আর্য্যশাস্ত্রে ৭৪ অধ্যায়)।

'শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব' কবিতায় দীনবন্ধু মিত্র — "এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে, / নবনীত বিনিন্দিত কমনীয় কায়রে, / বদনে বালেন্দু হাসে, / তারকা নয়নে ভাসে, / অধরে বান্ধুলি চারু কিবা শোভা পায়রে, / নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভিছে মাথায় রে, / নব তামরস রাগ হাতের তলায় রে। / এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে, / কেন বা উদয় বারি নয়ন কোণায় রে, / পরের সন্তানে মন, / কেন হেন নিমগন, / অবিরাম দরশন করিবারে চায় রে, / বাসনা হৃদয়ে রাখি সোনার বাছায় রে।

[৭.১৮]

➜ তাপসী — হোদু। ণ মং অঅং গণেদি। (পার্শ্বমবলোকয়তি) কো এত্থ ইসিকুমারাণং। (রাজানমবলোক্য) ভদ্দমুহ, এহি দাব। মোএহি ইমিণা দুম্মোঅহত্থগ্গহেণ ডিম্ভলীলাএ ৰাহীঅমাণং ৰালমিইন্দঅং। (ভবতু। ন মাম্ অয়ং গণয়তি। কঃ অত্র ঋষিকুমারাণাম্। ভদ্রমুখ, এহি তাবৎ। মোচয় অনেন দুর্মোকহস্তগ্রহেণ ডিম্ভলীলয়া ৰাধ্যমানং বালমৃগেন্দ্রম্।)

রাজা — (উপগম্য, সস্মিতম্) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র,

এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা
সংযমঃ কিমিতি জন্মতস্ত্বয়া।
সত্ত্বসংশ্রয়সুখোঽপি দূষ্যতে
কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনম্ ॥ ১৮ ॥

বিসন্ধি—পার্শ্বম্ + অবলোকয়তি। রাজানম্ + অবলোক্য। এবম্ + আশ্রমবিরুদ্ধ ...। কিম্ + ইতি। জন্মতঃ + ত্বয়া। সত্ত্বসংশ্রয়সুখঃ + অপি। কৃষ্ণসর্পশিশুনা + ইব।

অন্বয়—আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা ত্বয়া সত্ত্বসংশ্রয়সুখঃ অপি সংযমঃ কৃষ্ণসর্পশিশুনা চন্দনম্ ইব কিমিতি জন্মতঃ এবং দূষ্যতে।

বাংলা প্রতিশব্দ—তাপসী — ভবতু (আচ্ছা), ন মাম্ অয়ং গণয়তি (এ আমায় গ্রাহ্য করছে না)। [পার্শ্বম্ অবলোকয়তি — পাশে তাকালেন] কঃ অত্র ঋষিকুমারাণাম্ (ঋষিকুমারদের কে এখানে আছ')? [রাজানম্ অবলোক্য — রাজাকে দেখতে পেয়ে] ভদ্রমুখ (মহাশয়), এহি তাবৎ (একবার এইদিকে আসুনতো)। অনেন দুর্মোকহস্তগ্রহেণ (এই নাছোড়বান্দার হাত থেকে) ডিম্ভলীলয়া বাধ্যমানং (এর খেলার অত্যাচারে উৎপীড়িত) বালমৃগেন্দ্রং মোচয় (এই সিংহের বাচ্চাকে ছাড়িয়ে দিন)। রাজা — [উপগম্য — কাছে গিয়ে ; সস্মিতম্ — একটু হেসে] অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র (শোন' হে মহর্ষির পুত্র)! আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা ত্বয়া (আশ্রমের বিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা তুমি) সত্ত্বসংশ্রয়সুখঃ অপি সংযমঃ (প্রাণীদের সুখদায়ক আশ্রয়স্বরূপ সংযম গুণ) কৃষ্ণসর্পশিশুনা চন্দনম্ ইব (বিষাক্ত কেউটে সাপ যেমন চন্দনগাছকে দূষিত করে সেইভাবে) কিমিতি জন্মতঃ এবং দূষ্যতে (বাল্যকাল থেকেই এভাবে দূষিত করছ' কেন)?

বঙ্গানুবাদ—তাপসী — আচ্ছা, এতো আমার কথা গ্রাহ্য করছে না (পাশে তাকালেন।) ঋষিকুমারদের মধ্যে কে এখানে আছ'? (রাজাকে দেখে) মহাশয়, একবার এইদিকে আসুনতো। এই নাছোড়বান্দা ছেলের হাত থেকে এর খেলার অত্যাচারে জর্জরিত সিংহের বাচ্চাকে একবার ছাড়িয়ে দিন।

রাজা — (কাছে গিয়ে, একটু হেসে) শোন'হে মহর্ষির পুত্র, —

আশ্রমের বিরুদ্ধ কাজ ক'রে তুমি প্রাণীদের সুখের আশ্রয় যে সংযম গুণ তাকে, (বিষাক্ত) কেউটে সাপ যেমন চন্দন গাছকে দূষিত করে সেইভাবে, বাল্যকাল থেকেই এভাবে দূষিত করছ কেন?

রাঘবভট্ট—ভবতু। ন মাময়ং গণয়তি। কোঽত্র ঋষিকুমারাণাম্। ভদ্রমুখ, এহি তাবৎ। মোচয়ানেন দুর্মোকহস্তগ্রহেণ। দুর্মোকো মোচয়িতুমশক্যো হস্তেন গ্রহো যস্যার্থাদস্মাভিস্তেন। ডিম্ভলীলয়া বালক্রীড়য়া বাধ্যমানং বালমৃগেন্দ্রং মোচয়েতি সংবন্ধঃ। এবমিতি। আশ্রমস্য বিরুদ্ধা বৃত্তির্যস্য তেন ত্বয়া। সত্ত্বানাং জন্তূনাং সংশ্রয়ঃ। সুখয়তীতি সুখঃ। সত্ত্বসংশ্রয় চাসৌ

সুখশ্চ। সোঽপি সংযমঃ সম্যগ্যমোঽহিংসাদিঃ। জন্মতো জন্মারভ্য। এবং সত্ত্বোপ-দ্রবাদিনা কিমিতি দূষ্যত ইতি সংবন্ধঃ। কৃষ্ণসর্পশিশুনা যথা চন্দনং দূষ্যতে। উপমানুপ্রাসৌ। অত্রাপি সামান্যধর্মস্যোভয়ত্র যথাস্থিতত্বেনান্বয়ান্ন বিলিঙ্গত্বং দোষঃ। অথবা 'চন্দনোঽস্ত্রিয়াম্' ইতি কোশাচ্চন্দন ইতি পঠনীয়ম্। তদা সত্ত্বসংশ্রয়সুখ ইতি বিশেষণমত্রাপি যোজ্যম্। পূর্বত্রপক্ষেঽপি বিভক্তিবিপরিণামেন যোজ্যম্। আশ্রমেত্যাদিবিশিষ্টস্যেবোপমেয়ত্বান্ন ন্যূনোপমাত্বম্। স্বাগতা বৃত্তম্।

সুষমা—[১] আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা — আশ্রমস্য বিরুদ্ধবৃত্তিঃ যস্য (বহুব্রী) তেন। [২] সত্ত্ব-সংশ্রয়সুখঃ — সুখয়তীতি সুখঃ। সত্ত্বানাং সংশ্রয়ঃ (ষষ্ঠী তৎ) সত্ত্বসংশ্রয়শ্চাসৌ সুখশ্চ (কর্মধা)। [৩] কৃষ্ণসর্প ... — কৃষ্ণসর্প-অবিগ্রহ নিত্য সমাস। (কর্মধা) [৪] উপমা অলঙ্কার। অনুপ্রাস। [৫] রথোদ্ধতা ছন্দ। রাঘবভট্ট এই শ্লোকে স্বাগতা ছন্দ বলেছেন। শ্লোকের কোন পাঠান্তর ছিল এরকমও মনে হয় না। কেননা টীকা থেকে প্রথম চরণ হুবহু ছিল বোঝা যাচ্ছে।

অধ্যাপনা—বালক সর্বদমনের উদ্দেশে রাজার এই উপদেশ এবং শিশুর চাপল্যের সঙ্গে কৃষ্ণসর্পের চন্দনতরু দূষিত করার উপমায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় এই শ্লোকটি প্রকৃতই কালিদাসের রচনা কিনা এবিষয়ে সন্দেহ প্রকার করেছেন। (দ্রঃ পৃ ৬৯২)। সম্বোধনে 'মহর্ষিপুত্র' থাকলেও তাপসীদের শুনিয়ে রাজার শিশুকে নিবৃত্ত করার এই প্রয়াস যথাযথ হয়েছে বলে ধরা চলে কিনা বিবেচ্য।

[৭.১৯]

◆ তাপসী — ভদ্দমুহ, ণ ক্খু অঅং ইসিকুমারও। (ভদ্রমুখ, ন খলু অয়ম্ ঋষিকুমারঃ।)

রাজা — আকারসদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি। স্থানপ্রত্যয়াত্তু বয়মেবং তর্কিণঃ। (যথাভ্যর্থিতমনুতিষ্ঠন্ বালস্পর্শমুপলভ্য, আত্মগতম্)

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ
স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্যা-
দ্যস্যায়মঙ্কাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিসন্ধি—চেষ্টিতম্ + এব + অস্য। স্থানপ্রত্যয়াৎ + তু। বয়ম্ + এবংতর্কিণঃ। যতাভ্যর্থিতম্ + অনুতিষ্ঠন্। বালস্পর্শম্ + উপলভ্য। কস্য + অপি। মম + এবম্। কুর্যাৎ + যস্য + অয়ম্ + অঙ্কাৎ।

অন্বয়—কস্য অপি কুলাঙ্কুরেণ অনেন গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য মম এবং সুখং (ভবতি) ; যস্য কৃতিনঃ অঙ্কাৎ অয়ং প্ররূঢ়ঃ তস্য চেতসি কাং নির্বৃতিং কুর্যাৎ।

বাংলা প্রতিশব্দ—তাপসী — ভদ্রমুখ (মহাশয়), ন খলু অয়ম্ ঋষিকুমারঃ (এ বালক ঋষিকুমার নয়)। রাজা — অস্য (এর) আকারসদৃশং চেষ্টিতম্ এব (চেহারার অনুরূপ দুরন্তপনাই) কথয়তি (তা বলে দিচ্ছে)। স্থানপ্রত্যয়াৎ তু (তথাপি এটা আশ্রম — এই ভেবে) বয়ম্ (আমি) এবং তর্কিণঃ (এরকম ভাবছিলাম)। [যথাভ্যর্থিতম্ অনুতিষ্ঠন্ — অনুরোধ অনুসারে বালকের হাত থেকে সিংহের বাচ্চাকে ছাড়ানোর সময় ; বালস্পর্শম্ উপলভ্য — বালকের স্পর্শ অনুভব ক'রে ; আত্মগতম্ — মনে মনে] কস্য অপি কুলাঙ্কুরেণ অনেন (এ সন্তান কোন্ ব্যক্তির বংশধর — তা আমি জানি না) গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য মম (কিন্তু এর গাত্রস্পর্শ করেই আমার) এবং সুখম্ (এমন আনন্দ হচ্ছে)। যস্য কৃতিনঃ (যে ভাগ্যবানের) অঙ্কাৎ (কোলে থেকে) অয়ং প্ররূঢ়ঃ (এ বেড়ে উঠেছে) তস্য চেতসি (তাঁর মনে) কাং নির্বৃতিং কুর্যাৎ (কি অনির্বচনীয় আনন্দই না হয়ে থাকে)।

বঙ্গানুবাদ—তাপসী — মহাশয়, এ বালক ঋষিকুমার নয়।

রাজা — এর চেহারার অনুরূপ দুরন্তপনাই তা বলে দিচ্ছে। তথাপি, এটা আশ্রম — এই ভেবে আমি এরকম ভাবছিলাম। (অনুরোধ অনুসারে বালকের হাত থেকে সিংহের বাচ্চাকে ছাড়ানোর সময় বালকের গাত্রস্পর্শ অনুভব ক'রে ; স্বগতভাবে)

এ সন্তান কোন্ ব্যক্তির বংশধর আমি জানি না। তথাপি এর গাত্রস্পর্শেই আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। তাহলে যে ভাগ্যবানের কোলে থেকে এ সন্তান বেড়ে উঠেছে, তাঁর মনে কি অনির্বচনীয় আনন্দই না হয়ে থাকে।

রাঘবভট্ট—ভদ্রমুখ, ন খল্বয়মৃষিকুমারঃ। আকারেতি। আকারশ্চেষ্টিতম্। ঋষিকুমারোঽয়ং ন ভবতীতি কথয়তীত্যর্থঃ। স্থানপ্রত্যয়াৎ স্থানবিশ্বাসাৎ। যথাভ্যর্থিতং বালমৃগেন্দ্র-মোচনমনুতিষ্ঠন্ কুর্বন্। অনেনেতি। কস্যাপ্যজ্ঞায়মানস্যাথবা বাচা বর্ণয়িতুমশক্যস্য কুলেঽঙ্কুরেণাল্পদিনজাতত্বকোমলত্বমনোহরত্বাদিনাঙ্কুররূপেণানেন গাত্রেষু দ্বিত্রেষ্বয়বেষু স্পৃষ্টস্য ন তু সর্বাঙ্গস্পৃষ্টস্য মমৈবং বক্তুমশক্যমনুভবৈকগম্যং বিগলিতবেদ্যান্তরং সুখং যদি তদা কৃতিনঃ। অয়মেব কৃতীত্যর্থঃ। যস্যাঙ্কাদুৎসঙ্গাদয়ং প্ররূঢ়ো বৃদ্ধিং প্রাপ্তস্তস্য চেতসি কাং নির্বৃতিং কিং সুখং কুর্যাদিতি ন জ্ঞায়ত ইতি ভাবঃ। তস্য সুখানুভবেন প্রাকরণিকেনার্থেন তৎপিত্রাদেঃ সুখাতিশয়স্যার্থাদাপতনাদর্থাপত্তিরলংকারঃ। রূপকম্। তসিতস্যেতি কাৎকৃতীতি ছেকবৃত্তিশ্রুত্যনুপ্রাসাঃ। ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ প্রথমোপজাতিঃ।

সুষমা—[১] এবংতর্কিণঃ — এবম্ + তর্ক + ণিচ্ + ণিনি কর্তরি, প্রথমা বহুব.। 'অস্মদো দ্বয়শ্চ' সূত্রে বহুবচন। 'সবিশেষণানাঞ্চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ' এই বার্তিকে সবিশেষণ পদের ক্ষেত্রে প্রতিষেধ থাকলেও বিধেয় হওয়ায় সমাধেয়। [২] অর্থাপত্তি অলঙ্কার। তাছাড়া রূপক, অনুপ্রাস। [৩] উপজাতি ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রথম অঙ্কে বর্ণিত দুষ্যন্তের শকুন্তলার অপ্সরার গর্ভে জন্মের বৃত্তান্তজ্ঞানের সঙ্গে এখনকার বর্ণনা তুলনীয়। ('ণ ক্খু অঅং ইসিকুমারও')। 'মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ' (প্রথম অঙ্ক) — 'আকারসদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি' (এই অনুচ্ছেদ)। পুত্রস্পর্শে পিতৃহৃদয়ের অনুরূপ অনাবিল আনন্দানুভবের কথা রামায়ণ, মহাভারত, উত্তররামচরিত প্রভৃতিতে আছে। তুঃ "মলয়াচ্চন্দনং জাতমতিশীতং বদন্তি বৈ ॥ শিশোরালিঙ্গনং তস্মাচ্চন্দনাদধিকং ভবেৎ। ন বাসসাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথাবিধঃ। শিশোরালিঙ্গ্যমানস্য স্পর্শঃ সূনোর্যথা সুখঃ। ... পুত্রস্পর্শাৎ সুখতরঃ স্পর্শো লোকে ন বিদ্যতে ॥" (মহাভারত, আদিপর্ব, আর্যশাস্ত্র সংস্করণে ৭৪ অধ্যায়, শকুন্তলোপাখ্যান।)

[৭.২০]

তাপসী — (উভৌ নির্বর্ণ্য) অচ্ছরিঅং অচ্ছরিঅং। (আশ্চর্যম্ আশ্চর্যম্।)

রাজা — আর্যে, কিমিব।

তাপসী — ইমস্স বালঅস্স দে বি সংবাদিণী আকিদী ত্তি বিম্হাবিদম্হি। অপরিইদস্স বি দে অপ্পডিলোমো সংবুত্তো ত্তি। (অস্য বালকস্য তে অপি সংবাদিনী আকৃতিঃ ইতি বিস্মাপিতা অস্মি। অপরিচিতস্য অপি তে অপ্রতিলোমঃ সংবৃত্তঃ ইতি।)

রাজা — (বালকমুপলালয়ন্) ন চেন্মুনিকুমারোঽয়ম্; অথ কোঽস্য ব্যপদেশঃ?

তাপসী — পুরুবংসো। (পুরুবংশঃ।)

রাজা — (আত্মগতম্) কথমেকান্বয়ো মম। অতঃ খলু মদনুকারিণমেনমত্রভবতী মন্যতে। অস্ত্যেতৎ পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্।

> ভবনেষু রসাধিকেষু পূর্বং
> ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্।
> নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাৎ
> তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্ ॥ ২০ ॥

(প্রকাশম্) ন পুনরাত্মগত্যা মানুষাণামেব বিষয়ঃ।

বিসন্ধি—কিম্ + ইব। বালকম্ + উপলালয়ন্। চেৎ + মুনিকুমারঃ + অয়ম্। কঃ + অস্য। কথম্ + একান্বয়ঃ। মদনুকারিণম্ + এনম্ + অত্রভবতী। অস্তি + এতৎ। পৌরবাণাম্ + অন্ত্যম্। ক্ষিতিরক্ষার্থম্ + উশন্তি। পুনঃ + আত্মগত্যা। মানুষাণাম্ + এষঃ।

অন্বয়—যে (পৌরবাঃ) পূর্বং ক্ষিতিরক্ষার্থং রসাধিকেষু ভবনেষু নিবাসম্ উশন্তি, পশ্চাৎ নিয়তৈকযতিব্রতানি তরুমূলানি তেষাং গৃহীভবন্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—তাপসী — [উভৌ নির্বর্ণ্য — দুজনকে দেখে] আশ্চর্যম্, আশ্চর্যম্ (আশ্চর্য, আশ্চর্য)। রাজা — আর্যে কিমিব (আর্যে, কি ব্যাপার)? তাপসী — অস্য

বালকস্য (এই বালকের) তে অপি (এবং আপনার) সংবাদিনী আকৃতিঃ (চেহারা একই রকম) ইতি বিস্মাপিতা অস্মি (তাই বিস্মিত হয়েছি)। অপরিচিতস্য অপি তে (এইজন্য আপনি অপরিচিত হলেও) অপ্রতিলোমঃ সংবৃত্তঃ ইতি (এ আপনার অবাধ্য হচ্ছে না)। রাজা — [বালকম্ উপলালয়ন্ — আদর করে বালকের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে] ন চেৎ মুনিকুমারঃ অয়ম্ (আচ্ছা, এ যদি ঋষিকুমার অর্থাৎ ঋষির সন্তান না হয়) অথ (তাহলে) কঃ অস্য ব্যপদেশঃ (এ কোন্ বংশের সন্তান)? তাপসী — পুরুবংশঃ (পুরুবংশের)। রাজা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] কথম্ একান্বয়ঃ মম (সেকি! আমার এবং এই বালকের একই বংশ)! অতঃ খলু (এই কারণেই) অত্রভবতী (এই তাপসী) এনম্ (এই বালককে) মদনুকারিণম্ মন্যতে (আমার মত দেখতে লাগছে — এইরকম মনে করছিলেন)। পৌরবাণাম্ (পুরুবংশীয়দের) অস্তি এতৎ অন্ত্যং কুলব্রতম্ (এটা শেষ বয়সে পালনীয় কুলধর্ম)। যে (যে পুরুবংশীয়রা) পূর্বং (পূর্বে অর্থাৎ যৌবনে) ক্ষিতিরক্ষার্থং (পৃথিবী রক্ষার জন্য) রসাধিকেষু ভবনেষু (নানারকম উপভোগে পরিপূর্ণ গৃহে) নিবাসম্ উশন্তি (বাস করতে চান অর্থাৎ কালযাপন করেন), পশ্চাৎ (পরে অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে তাঁরাই) নিয়তৈকযতিব্রতানি (বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে) তরুমূলানি তেষাং গৃহীভবন্তি (গাছের তলাকেই নিজেদের ঘর মনে ক'রে সেখানে দিনযাপন করেন)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] পুনঃ (কিন্তু) আত্মগত্যা (নিজের ইচ্ছায়) মানুষাণাম্ এষ ন বিষয়ঃ (মানুষতো এখানে আসতে পারে না)!

বঙ্গানুবাদ—তাপসী — (দুজনকে লক্ষ্য ক'রে) আশ্চর্য, আশ্চর্য!

রাজা — আর্যে, কি ব্যাপার?

তাপসী — এই বালকের এবং আপনার একই রকম চেহারা দেখে বিস্মিত হচ্ছি। এইজন্যই আপনি অপরিচিত হ'লেও এ আপনার অবাধ্য হচ্ছে না।

রাজা — (আদর করে বালকের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) আচ্ছা, এ যদি ঋষির সন্তান না হয়, তাহলে এ কোন্ বংশের সন্তান?

তাপসী — পুরুবংশের।

রাজা — (মনে মনে) সেকি, আমার এবং এই বালকের একই বংশ! সেই কারণেই এই তাপসী এই বালককে আমার মত দেখতে লাগছে — এরকম মনে করেছিলেন। পুরুবংশীয়দের এটা হচ্ছে শেষ বয়সে পালনীয় কুলধর্ম যে —

যে পুরুবংশীয়েরা যৌবনে পৃথিবী রক্ষার জন্য নানারকম ভোগের উপকরণে পরিপূর্ণ গৃহে কালযাপন করেন, তাঁরাই বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে গাছের তলাকেই নিজেদের ঘর মনে করে সেখানে দিন যাপন করেন।

(প্রকাশ্যে) কিন্তু নিজের ইচ্ছায়তো মানুষ এখানে আসতে পারে না!

রাঘবভট্ট—উভৌ বালদুষ্যন্তৌ। নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা। আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। ইমস্স অস্য বালস্য তব চ সংবন্ধেন সংবাদিনী সদৃশ্যাকৃতিরিতি বিস্মাপিতাস্মি। অপরিচিতস্যাপি তেঽপ্রতিলোমোঽ-

নুকূলঃ সংবৃত্ত ইতি বিস্মাপিতাস্মীত্যনুষজ্যতে। কোঽস্য ব্যপদেশঃ কিং কুলম্। পুরুবংশঃ। অন্ত্যং বানপ্রস্থাশ্রমবিষয়ম্। ভবনেষ্বিতি। পূর্বং যৌবনে যে রাজানঃ। রসো রাগঃ শৃঙ্গারাদিশ্চ মধুরাদিশ্চাস্বাদশ্চ এতে অধিকা যেষু। এতৈর্বাধিকান্যুত্তমানি তেষু। 'রসো গন্ধরসে স্বাদে তিক্তাদৌ বিষরাগয়োঃ। শৃঙ্গারাদৌ দ্রবে বীর্যে দেহধাত্বম্বুপারদে' ইতি বিশ্বঃ। ভবনেষু গৃহেষু। ক্ষিতিরক্ষার্থং পৃথ্বীরক্ষণায়। নিবাসং স্থিতিমুশন্তি বাঞ্ছন্তি। 'বশ কান্তৌ' ইতি ধাতুঃ। কান্তিরিচ্ছেতি ক্ষীরতরঙ্গিনীকারঃ। তত্র কেবলং মহীরক্ষায়ৈ স্থিতিবাঞ্ছৈব ন তত্ত্বতঃ স্থিতিরিতি ভাবঃ। পশ্চাদ্বার্ধকে। তেষাং রাজ্ঞাং তরুমূলানি গৃহীভবন্তি। বানপ্রস্থাশ্রমং বিধায় তত্রাশ্রমে নিবসন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশানি তরুমূলানি। নিয়তা নিয়মযুক্তা তপঃসংতোষাদিযুক্তৈকা কেবলা পতিব্রতা ধর্মপত্নী যেষু তানি। এতেন তৎপুত্রজন্মাদিসংভাবনাপাকৃতা। রূপকানুপ্রাসৌ। মালভারিণী বৃত্তম্। আত্মগত্যা স্বভাবগত্যা মানুষস্বরূপেণেতি যাবৎ। এষ দেশো মানুষাণাং বিষয়ো ন পুনরিতি সংবন্ধঃ। এবমুভয়থাত্ম স্পর্শিত্বমেবাভিব্যক্তম্।

সুষমা—[১] রসাধিকেষু — রসাঃ অধিকাঃ প্রধানাঃ যেষাম্ (বহুব্রী) তেষু। তু 'মেঘদূতে'র উত্তরমেঘে অলকাপুরীর বর্ণনা। [২] ক্ষিতিরক্ষার্থম্ — ক্ষিতেঃ রক্ষা (ষষ্ঠী তৎ), ক্ষিতিরক্ষায়ৈ ইদম্ = ক্ষিতিরক্ষার্থম্ (চতুর্থী তৎ)। 'অর্থেন নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্'। [৩] উশন্তি — বশ্ কান্তৌ। কান্তিরিচ্ছা। বশ্ + লট্, প্রথমপু. বহুব.। বশ্ ধাতু বৈদিক। তবে লৌকিক সংস্কৃতেও ব্যবহার আছে। তুঃ 'বষ্টি ভাগুরি —' ইত্যাদি। [৪] নিয়তৈকযতিব্রতানি — নিয়তম্ একং যতিব্রতম্ যেষু (বহুব্রী) তানি। পাঠান্তর — পতিব্রতানি।' তবে 'যতিব্রত' পাঠই শ্রেয়ঃ। কেননা বানপ্রস্থে যতিব্রতই (ব্রহ্মচর্যই) নির্দিষ্ট। বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবৎ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।' (মনু. ষষ্ঠ)। [৫] তরুমূলানি — বার্ধক্যে 'পুত্রেষু দারান্ নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা' (মনু. ষষ্ঠ) এই নিয়ম। [৬] গৃহীভবন্তি — অভূততদ্ভাবে চ্বি। [৭] তরুমূলে ভবনত্বারোপে প্রকৃতোপযোগ থাকায় পরিণাম অলঙ্কার। অনুপ্রাস। [৮] মালভারিণী ছন্দ। অর্দ্ধসমবৃত্ত। নামান্তর কালভারিণী।

[৭.২১]

তাপসী — জহ ভদ্দমুহো ভণাদি। অচ্ছরাসংবন্ধেণ ইমস্স জণণী এত্থ দেবগুরুণো তবোবণে প্পসূদা। (যথা ভদ্রমুখঃ ভণতি। অপ্সরঃসংবন্ধেন অস্য জননী অত্র দেবগুরোঃ তপোবনে প্রসূতা।)

রাজা — (অপবার্য) হন্ত, দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্। (প্রকাশম্) অথ সা তত্রভবতী কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী।

তাপসী — কো তস্স ধম্মদারপরিচ্চাইণো ণাম সংকীত্তিদুং চিন্তিস্সদি। (কঃ তস্য, ধর্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম সংকীর্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি।)

রাজা — (স্বগতম্) ইয়ং খলু কথা মামেব লক্ষ্যীকরোতি। যদি তাবদস্য শিশোর্মাতরং নামতঃ পৃচ্ছামি। অথবানার্যঃ পরদারব্যবহারঃ।

বিসন্ধি—দ্বিতীয়ম্ + ইদম্ + আশাজননম্। কিম্ + আখ্যস্য। মাম্ + এব। তাবৎ + অস্য। শিশোঃ + মাতরম্। অথবা + অনার্যঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—তাপসী — যথা ভদ্রমুখঃ ভণতি (মহাশয়, আপনি ঠিকই বলেছেন)। অপ্সরঃসম্বন্ধেন (অপ্সরার সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ) অস্য জননী (এর মা) অত্র দেবগুরোঃ তপোবনে (দেবগুরু মারীচের এই আশ্রমে) প্রসূতা (প্রসব করেছিল)। রাজা — [অপবার্য — যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে] হন্ত (আহা), দ্বিতীয়ম্ ইদম্ আশাজননম্ (আমার আশার দ্বিতীয় অর্থাৎ আরো একটি সূত্র পেলাম)। [প্রকাশম্ — প্রকাশ্যে] অথ সা তত্রভবতী (আচ্ছা, তবে তিনি) কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী (কোন্ রাজর্ষির পত্নী)? তাপসী — তস্য ধর্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম (সেই ধর্মপত্নী পরিত্যাগকারীর নাম) কঃ সংকীর্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি (কে উচ্চারণ করবে, মুখে আনবে কে)? রাজা — [স্বগতম্ — আপনমনে] ইয়ং কথা (এইসব কথা) মাম্ এব খলু লক্ষ্যীকরোতি (আমাকে লক্ষ করেই বলা হচ্ছে)। যদি তাবৎ (আচ্ছা যদি) অস্য শিশোঃ (এই শিশুর) মাতরং নামতঃ পৃচ্ছামি (মায়ের নামটা জানতে চাই — তবেইতো সব জানা যায়)। অথবা (কিন্তু) অনার্যঃ পরদারব্যবহারঃ (অন্যের স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়াটা ভদ্রজনোচিত ব্যাপার নয়)।

বঙ্গানুবাদ—তাপসী — মহাশয়, আপনি ঠিকই ধরেছেন। অপ্সরার সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ এর মা একে দেবগুরু মারীচের এই আশ্রমে প্রসব করেছিল।

রাজা — (জনান্তিকে) আহা, আমার আশা করার আরো একটা কারণ পেলাম। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তবে তিনি কোন্ রাজর্ষির পত্নী?

তাপসী — সেই ধর্মপত্নী-পরিত্যাগকারীর নাম কে মুখে আনবে?

রাজা — (আপনমনে) এইসব কথা আমাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে। আচ্ছা, যদি এই শিশুর মায়ের নামটা জানতে চাই (— তবেইতো সব জানা যায়)। কিন্তু অন্যের স্ত্রী সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়াটা ভদ্রজনোচিত ব্যাপার নয়।

রাঘবভট্ট—যথা ভদ্রমুখো ভণতি। তৎ তথৈবেত্যার্থম্। অপ্সরঃসংৰন্ধেনাস্য ৰালস্য জনন্যত্র দেবগুরোঃ কশ্যপস্য তপোবনে প্রসূতা। হন্তেতি হর্ষে। একো বংশঃ। একমিদমিতি দ্বিতীয়ম্। কস্তস্য ধর্মদারপরিত্যাগিনো নাম সংকীর্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি। সংকীর্তনার্থং হৃদি চিন্তেনেঽপি দোষঃ। সংকীর্তনে পুনঃ কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। 'অন্ত্যেতৎ পৌরবাণাম্' ইত্যাদিনা 'পরদারব্যবহারঃ' ইত্যন্তেন বিৰোধনামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'কার্যস্যান্বেষণং যুক্ত্যা বিৰোধঃ। পরিকীর্তিতঃ' ইতি।

অধ্যাপনা—আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান দুষ্যন্ত। প্রথম অঙ্কেও বহু সন্দেহের স্তর ক্রমে

ক্রমে অতিক্রম করে তিনি নিশ্চয়ে পৌঁছেছেন। এখানেও তাই। 'ধম্মদারপরিচ্চাইণো' (ধর্মদারপরিত্যাগিনঃ) — এই নিন্দাবিশেষণই এখন তাঁর আশায় আলো। এই বিশেষণই তাঁর কাছে এখন ভূষণসম লোভনীয়। লক্ষণীয়, আগ্রহের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও রাজা সৌজন্যবোধ ত্যাগ করেনি। 'অনার্যঃ পরদারব্যবহারঃ'। তু. 'অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্'। (৫ম অঙ্ক)।

[৭.২২]

(প্রবিশ্য মৃণ্ময়ূরহস্তা)

তাপসী — **সব্বদমণ, সউন্দলাবণ্ণং পেক্খ। (সর্বদমন, শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব।)**

বালঃ — **(সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহিং বা মে অজ্জু। (কুত্র বা মম মাতা।)**

উভে — **ণামসারিস্সেণ বঞ্চিদো মাউবচ্ছলো। (নামসাদৃশ্যেন বঞ্চিতঃ মাতৃবৎসলঃ।)**

দ্বিতীয়া — **বচ্ছ, ইমস্স মিত্তিআমোরঅস্স রম্মত্তণং দেক্খ ত্তি ভণিদো সি। (বৎস, অস্য মৃত্তিকাময়ূরস্য রম্যত্বং পশ্য ইতি ভণিতঃ অসি।)**

রাজা — **(আত্মগতম্) কিংবা শকুন্তলেত্যস্য মাতুরাখ্যা। সন্তি পুনর্নামধেয়সাদৃশ্যানি। অপি নাম মৃগতৃষ্ণিকেব নামমাত্রপ্রস্তাবো মে বিষাদায় কল্পতে।**

সন্ধি—শকুন্তলা + ইত্যস্য। মাতুঃ + আখ্যা। পুনঃ + নামধেয়সাদৃশ্যানি। মৃগতৃষ্ণিকা + ইব।

বাংলা প্রতিশব্দ—[প্রবিশ্য মৃণ্ময়ূরহস্তা — মাটির ময়ূর হাতে নিয়ে প্রবেশ ক'রে] তাপসী — সর্বদমন, শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব (সর্বদমন, 'শকুন্তলাবণ্য' দেখ ; অর্থ, পাখিটা কি সুন্দর দেখ — উচ্চারণে 'শকুন্তলাবণ্য')। বালঃ — [সদৃষ্টিক্ষেপম্ — তাড়াতাড়ি তাকিয়ে] কুত্র বা মম মাতা (কোথায় আমার মা)? উভে (দুইজনে অর্থাৎ দুই তাপসী) — নামসাদৃশ্যেন (নামের মিলে) বঞ্চিতঃ মাতৃবৎসলঃ (এই মা-অন্ত-প্রাণ বালক ঠকে গেছে)। দ্বিতীয়া (দ্বিতীয় তাপসী) — বৎস (শোন বাছা), অস্য মৃত্তিকাময়ূরস্য (এই মাটির ময়ূরের) রম্যত্বং পশ্য (সৌন্দর্য দেখ) ইতি ভণিতঃ অসি (তোমাকে এই কথা বলা হয়েছে)। রাজা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] কিংবা শকুন্তলা ইতি অস্য মাতুঃ আখ্যা (তবে কি এর মায়ের নাম শকুন্তলা)? সন্তি পুনঃ নামধেয়সাদৃশ্যানি (কিন্তু নামের মিলতো অনেক সময়ই দেখা যায়)। অপি নাম (নাকি) নামমাত্রপ্রস্তাবো (কেবলমাত্র এই নামোল্লেখ) মৃগতৃষ্ণিকা ইব (মরীচিকার মত) মে বিষাদায় কল্পতে (আমার দুঃখেরই কারণ হবে)।

বঙ্গানুবাদ— (মাটির ময়ূর হাতে নিয়ে প্রবেশ করে)

তাপসী — সর্বদমন, 'শকুন্তলাবণ্য' দেখ (অর্থাৎ পাখিটা কি সুন্দর দেখ)

বালক — (তাড়াতাড়ি তাকিয়ে) কোথায় আমার মা?

দুই তাপসী — নামের মিলে এই মা-অন্ত-প্রাণ বালক ঠকে গেছে।

দ্বিতীয় তাপসী — শোন বাছা, এই মাটির ময়ূরটা কি সুন্দর দেখ — তোমাকে এই কথা বলা হয়েছে।

রাজা — (মনে মনে) তবে কি এর মায়ের নাম শকুন্তলা? অবশ্য নামের মিল অনেক সময়ই দেখা যায়। নাকি কেবলমাত্র এই নামোল্লেখ মরীচিকার মত আমার দুঃখেরই কারণ হবে?

রাঘবভট্ট—সর্বদমন, শকুন্তস্য পক্ষিণো লাবণ্যম্। অথ শকুন্তলায়া বর্ণং পশ্যেতি শ্লেষবক্রোক্ত্যলংকারঃ। কুত্র বা মে মম অজ্জু মাতা। 'অজ্জ অজ্জু চ মাতরি' ইতি দেশীকোশঃ। আর্যভবিষ্ণু শ্বশ্রামেব (?)। তথা চ সূত্রম্ — 'আর্যায়াং বা শ্বশ্রাম্' ইতি। নামসাদৃশ্যেন বঞ্চিতো মাতৃবৎসলঃ। বৎস, অস্য মৃত্তিকাময়ূরস্য রম্যত্বং পশ্যেতি ময়া ভণিতোঽসি। রাজা — 'যদি তাবদস্য' ইত্যাদিনা 'মাতুরাখ্যা' ইত্যন্তেনাক্ষরসংঘাতকং নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বাক্যমক্ষরসংঘাতো ভিন্নার্থঃ শ্লিষ্টবর্ণকম্' ইতি। অপি নামেতি। যথা মৃগতৃষ্ণিকা বিষাদায় কল্পতে তদ্বন্নামমাত্রপ্রস্তাব ইত্যর্থঃ। অত্র সন্তি পুনর্নামধেয়সাদৃশ্যানীতি হেতুত্বেন যোজ্যম্।

অধ্যাপনা—তাপসীর 'সউন্দলাবণ্ণং পেক্খ' — এই কথার বক্তব্য — সউন্দস্স (শকুন্তস্য) — পাখীর, লাবণ্ণং (লাবণ্যম্) সৌন্দর্য্য, পেক্খ (পশ্য) দেখ। সর্বদমন বুঝল — সউন্দলাএ (শকুন্তলায়াঃ) শকুন্তলার, বণ্ণং (বর্ণম্), রঙ ; এখানে চেহারা বা আকৃতি, দেখ ; সোজা কথায় — শকুন্তলাকে দেখ। তাই সে — 'কহিং বা মে অজ্জু'? (কোথায় আমার মা?) — এই প্রশ্ন করছে। বণ্ণ = বর্ণ = রঙ (complexion,— দ্রঃ রমেন্দ্রমোহন বসু, এ. বি. গজেন্দ্রগদকর ইত্যাদি) — এই অর্থ গ্রহণ করলে দ্বিতীয় অর্থ হয় শকুন্তলার গায়ের রঙ দেখ'। কোন বালক কেউ তাকে মায়ের গায়ের রঙ দেখতে বলছে (যা তার অতিপরিচিত) এরকম ভাবতে পারে বলে বোধ হয় না। 'বর্ণ' (রঙ-অর্থে) শব্দের দ্বারা শকুন্তলার রঙ কত পরিবর্তিত হয়েছে — দর্শকদের তার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে — এরকম প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হলেও [দ্রঃ উল্লিখিত দুই সম্পাদক, পৃ. যথাক্রমে ২১০ (প্রকৃপক্ষে ৫০৪+২১০=৭১৪, কেননা ৫০৪ পৃষ্ঠার পর থেকে পুনরায় ১ থেকে পৃষ্ঠা শুরু হয়েছে) এবং ৫১৭] এক্ষেত্রে বালক কোন অর্থে গ্রহণ করছে তাই প্রধানভাবে বিবেচ্য।

[৭.২৩]

বালঃ — অজ্জুএ, রোঅদি মে এসো ভদ্দমোরও। (ক্রীড়নকমাদত্তে) (মাতঃ, রোচতে মে এষঃ ভদ্রময়ূরঃ।)

প্রথমা — (বিলোক্য সোদ্বেগম্) অম্হহে, রক্খাকবণ্ডঅং সে মণিবন্ধে ণ দীসদি। (অহো, রক্ষাকবণ্ডকম্ অস্য মণিবন্ধে ন দৃশ্যতে।)

রাজা — অলমলমাবেগেন। নন্বিদমস্য সিংহশাববিমর্দাৎ পরিভ্রষ্টম্।

(আদাতুমিচ্ছতি)

উভে — মা কৃখু এদং অবলম্বিঅ। কহং গহীদং ণেণ। (বিস্ময়াদুরোনিহিতহস্তে পরস্পরমবলোকয়তঃ) (মা খলু ইদম্ অবলম্ব্য। কথং গৃহীতম্ অনেন।)

রাজা — কিমর্থং প্রতিষিদ্ধাঃ স্মঃ।

প্রথমা — সুণাদু মহারাও। এসা অবরাজিদা ণাম ওসহী ইমস্স জাতকম্মসমএ ভঅবদা মারীএণ দিণ্ণা। এদং কিল মাদাপিদরো অপ্পাণং চ বজ্জিঅ অবরো ভূমিপড়িদং ণ গেণ্হাদি। (শৃণোতু মহারাজঃ। এষা অপরাজিতা নাম ওষধিঃ অস্য জাতকর্মসময়ে ভগবতা মারীচেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জয়িত্বা অপরঃ ভূমিপতিতাং ন গৃহ্ণাতি।)

রাজা — অথ গৃহ্ণাতি?

প্রথমা — তদো তং সপ্পো ভবিঅ দংসই। (ততঃ তং সর্পঃ ভূত্বা দশতি।)

রাজা — ভবতীভ্যাং কদাচিদস্যাঃ প্রত্যক্ষীকৃতা বিক্রিয়া?

উভে — অণেঅসো। (অনেকশঃ।)

রাজা — (সহর্ষম্, আত্মগতম্) কথমিব সম্পূর্ণমপি মে মনোরথং নাভিনন্দামি। (ইতি বালং পরিষ্বজতে)

দ্বিতীয়া — সুব্বদে, এহি। ইমং বুত্তন্তং ণিঅমব্বাবুডাএ সউন্দলাএ ণিবেদেম্হ। (সুব্রতে, এহি। ইমং বৃত্তান্তং নিয়মব্যাপৃতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ নিবেদয়াবঃ।)

(নিষ্ক্রান্তে)

বিসন্ধি—ক্রীড়নকম্ + আদত্তে। অলম্ + অলম্ + আবেগেন। ননু + ইদম্ + অস্য। আদাতুম্ + ইচ্ছতি। বিস্ময়াৎ + উরোনিহিতহস্তে। পরস্পরম্ + অবলোকয়তঃ। কিম্ + অর্থম্। কদাচিৎ + অস্যাঃ। কথম্ + ইব। সম্পূর্ণম্ + অপি। ন + অভিনন্দামি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বালঃ — মাতঃ (মা), এষঃ ভদ্রময়ূরঃ (এই সুন্দর ময়ূরটি) মে রোচতে (আমার খুব পছন্দ হয়েছে)। [ক্রীড়নকম্ আদত্তে — খেলনাটা নিল]। প্রথমা (প্রথম তাপসী) — [বিলোক্য, সোদ্বেগম্ — দেখে, উদ্বেগের সাথে] অহো (হায়, সর্বনাশ)! রক্ষাকরণ্ডকম্ (রক্ষাকবচটা) অস্য মণিবন্ধে ন দৃশ্যতে (এর মণিবন্ধে দেখছি নাতো)! রাজা — অলম্ অলম্

আবেগেন (উদ্বিগ্ন হবেন না)। সিংহশাববিমর্দাৎ (সিংহের বাচ্চার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে) অস্য ইদম্ (ওর এই কবচ) পরিভ্রষ্টং ননু (এইতো খুলে পড়েছে)। [আদাতুম্ ইচ্ছতি — তুলতে গেলেন।] উভে (দুই তাপসী) — মা খলু ইদম্ অবলম্ব্য (এটা তুলবেন না)। কথং গৃহীতম্ অনেন (সেকি! ইনি যে তুলে ফেললেন)! [বিস্ময়াৎ — বিস্ময়ে ; উরোনিহিতহস্তে পরস্পরম্ অবলোকয়তঃ — বুকে হাত রেখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।] রাজা — কিমর্থং প্রতিষিদ্ধাঃ (আমাকে নিষেধ করছিলেন কেন)? প্রথমা (প্রথম তাপসী) — শৃণোতু মহারাজঃ (মহারাজ শুনুন)। এষা অপরাজিতা নাম ওষধিঃ (অপরাজিতা নামে এই ওষধি) অস্য জাতকর্মসময়ে (এই বালকের জাতকর্মের সময়ে) ভগবতা মারীচেন দত্তা (ভগবান্ মারীচ দিয়েছেন)। এতাং কিল ভূমিপতিতাং (এই ওষধি মাটিতে পড়ে গেলে) মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জয়িত্বা (মা-বাবা এবং নিজে ছাড়া) অপরঃ (অন্য কেউ) ন গৃহ্ণাতি (মাটি থেকে তুলতে পারে না)। রাজা — অথ গৃহ্ণাতি (যদি তোলে)? প্রথমা — ততঃ (তখন) তং সর্পো ভূত্বা দশতি (এই কবচ সাপ হয়ে তাকে দংশন করে)। রাজা — ভবতীভ্যাং (আপনারা) কদাচিৎ (কখনও) অস্যাঃ বিক্রিয়া প্রত্যক্ষীকৃতা (এর এইরকম পরিবর্তন দেখেছেন)? উভে (দুই জনে) — অনেকশঃ (অনেকবার)। রাজা — [সহর্ষম্, আত্মগতম্ — সানন্দে, আত্মগতভাবে] সম্পূর্ণম্ অপি মে মনোরথম্ (আমার মনোবাসনা যখন পূর্ণ হয়েছে তখন) কথমিব ন অভিনন্দামি (একে আদর করব না কেন)? [বালং পরিষ্বজতে — বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।] দ্বিতীয়া (দ্বিতীয় তাপসী) — সুব্রতে, এহি (সুব্রতা, চল')। ইমং বৃত্তান্তং (এই ঘটনা) নিয়মব্যাপৃতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ (ব্রত প্রভৃতি নিয়ম পালনে রত শকুন্তলাকে) নিবেদয়াবঃ (জানাই)। [নিষ্ক্রান্তে — দুজনেই বেরিয়ে গেলেন।]

বঙ্গানুবাদ—বালক — মা, এই সুন্দর ময়ূরটা আমার (খুব) পছন্দ হয়েছে। (খেলনা ময়ূরটা নিল)।

প্রথম তাপসী — (দেখে, উদ্বেগের সাথে) হায়, সর্বনাশ! রক্ষাকবচটা এর মণিবন্ধে দেখছি না তো।

রাজা — উদ্বিগ্ন হবেন না। সিংহের বাচ্চার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে ওর কবচ এইতো খুলে পড়ে গেছে। (তুলতে গেলেন)

দুই তাপসী — এটা তুলবেন না। সেকি! ইনি যে তুলে ফেললেন! (বিস্ময়ে, বুকে হাত রেখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।)

রাজা — আমাকে নিষেধ করছিলেন কেন?

প্রথম তাপসী — মহারাজ শুনুন। ভগবান্ মারীচ অপরাজিতা নামে এই ওষধি এই বালকের জাতকর্মের সময়ে একে দিয়েছেন। এই ওষধি মাটিতে পড়ে গেলে মা-বাবা এবং নিজে ছাড়া অন্য কেউ (মাটি থেকে) তা তুলতে পারে না।

রাজা — যদি তোলে?

প্রথম তাপসী — তখন এই কবচ সাপ হয়ে তাকে দংশন করে।

রাজা —'আপনারা কখনও এর (অর্থাৎ এই ওষধির) এইরকম পরিবর্তন দেখেছেন?

দুই তাপসী — অনেকবার।

রাজা — (সানন্দে, আত্মগতভাবে) আমার মনোবাসনা যখন পূর্ণ হয়েছে তখন আর একে আদর না করি কেন? (বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।)

দ্বিতীয় তাপসী — সুব্রতা চল'। এই ঘটনা ব্রত প্রভৃতি নিয়ম পালনে রত শকুন্তলাকে জানাই।

(দুজনে বেরিয়ে গেলেন)

রাঘবভট্ট—অজ্জুএ মাতঃ। রোচতে ম এষ ভদ্রময়ূরঃ। অম্হহে ইতি খেদে। রক্ষাকরণ্ডকং মণিবন্ধেঽস্য ন দৃশ্যতে। রক্ষাকরণ্ডং রক্ষাবীটিকা। 'করণ্ডো মধুকোশে স্যাদ্বীটিকাখড়্গ-কোশয়োঃ' ইত্যমরঃ। মা খল্বিদমবলম্ব্য। কথং গৃহীতমনেন। উরোনিহিতহস্তে ইতি বিস্ময়াভিনয়ঃ। এতদুক্তমাদিভরতে চিত্রাভিনয়াধ্যায়ে — 'শিরোধুতং পতাকশ্চ বক্ষস্থো বিস্ময়ে ভবেৎ' ইতি। অনেনৈতৎস্থায়ী অদ্ভুতরসো ব্যজ্যতে। তল্লক্ষণং প্রাগুক্তমেব। উক্তং চ ধনিকেন — 'কুর্যান্নির্বহণেঽদ্ভুতম্' ইতি। আদিভরতেনাপি — 'নির্বহণে কর্তব্যো নিত্যং হি রসোঽদ্ভুতঃ কবিভিঃ' ইতি। অনেনোপগূহনলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'অদ্ভুতস্য তু যা প্রাপ্তির্ভবেত্তদুপগূহনম্' ইতি। শৃণোতু মহারাজঃ। এষাঽপরাজিতা নামৌষধিরস্য জাতকর্মসময়ে ভগবতা মারীচেন কাশ্যপেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরাবাত্মানং চ বর্জয়িত্বাঽপরো ভূমিপতিতাং ন গৃহ্ণাতি। ততস্তং সর্পো ভূত্বা দশতি। অনেকশঃ। প্রথমা — সুণাদু মহারাও' ইত্যাদিনা' অণেঅসো' ইত্যন্তেন পূর্বভাবনামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'পূর্বভাবস্তু বিজ্ঞেয়ো যথার্থোক্তোপদেশকঃ' ইতি। সুব্রতে এহি। ইমং বৃত্তান্তং নিয়মব্যাপৃতায়ৈ। অনেনাদ্যাপি তৎপ্রাপ্ত্যর্থং নিয়মকারিত্বমুক্তম্। শকুন্তলায়ৈ নিবেদয়াবঃ।

[৭.২৪]

বালঃ — মুঞ্চ মং। জাব অজ্জুএ সআসং গমিস্সং। (মুঞ্চ মাম্। যাবৎ মাতুঃ সকাশং গমিষ্যামি।)

রাজা — পুত্রক, ময়া সহৈব মাতরমভিনন্দিষ্যসি।

বালঃ — মম ক্খু তাদো দুস্সন্দো। ণ তুমং। (মম খলু তাতঃ দুষ্যন্তঃ। ন ত্বম্।)

রাজা — (সস্মিতম্) এবং বিবাদ এব প্রত্যায়য়তি।

(ততঃ প্রবিশত্যেকবেণীধরা শকুন্তলা)

শকুন্তলা — বিআরকালে বি পকিদিখং সব্বদমণস্স ওসহিং সুণিঅ ণ মে আসা

আসি অত্তণো ভাঅহেএসু। অহবা জহ সাণুমদীএ আচক্খিদং তহ সংভাবীঅদি এদং। (বিকারকালে অপি প্রকৃতিস্থাং সর্বদমনস্যৌষধিং শ্রুত্বা ন মে আশা আসীৎ আত্মনঃ ভাগধেয়েষু। অথবা যথা সানুমত্যা আখ্যাতং তথা সংভাব্যতে এতৎ।)

রাজা — (শকুন্তলাং বিলোক্য) অয়ে, সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা। যৈষা —

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥ ২১ ॥

বিসন্ধি—সহ + এব। মাতরম্ + অভিনন্দিষ্যসি। প্রবিশতি + একবেণীধরা। সা + ইয়ম্ + অত্রভবতী। যা + এষা।

অন্বয়—পরিধূসরে বসনে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ শুদ্ধশীলা যা এষা অতিনিষ্করুণস্য মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বালঃ (বালক) — মুঞ্চ মাম্ (আমাকে ছেড়ে দাও)। যাবৎ মাতুঃ সকাশং গমিষ্যামি (আমি মায়ের কাছে যাবো)। রাজা — পুত্রক (বৎস), ময়া সহ এব (আমার সঙ্গেই) মাতরম্ অভিনন্দিষ্যসি (তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে)। বালঃ — মম খলু তাতঃ দুষ্যন্তঃ (আমার বাবা দুষ্যন্ত)। ন ত্বম্ (তুমি নও)। রাজা — [সস্মিতম্ — একটু হেসে] এবং বিবাদ এব প্রত্যায়য়তি (তোমার এই অবিশ্বাসই আমাকে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিচ্ছে)। [ততঃ প্রবিশতি একবেণীধরা শকুন্তলা — তারপর শকুন্তলা প্রবেশ করলেন ; মাথায় তাঁর একটিমাত্র বেণী।] শকুন্তলা — বিকারকালে (কবচটার যখন বিকার অর্থাৎ সাপে পরিণত হওয়ার কথা তখনও) সর্বদমনস্য ওষধিং (সর্বদমনের ওষধি) প্রকৃতিস্থাং শ্রুত্বা অপি (একই রকম অর্থাৎ আগের মতই ছিল — একথা শুনেও) ন মে আশা আসীৎ আত্মনঃ ভাগধেয়েষু (আমার নিজের ভাগ্যের সম্বন্ধে কোন' আশা হয় নি)। অথবা যথা সানুমত্যা আখ্যাতম্ (অথবা সানুমতী যা বলেছিল) তথা সংভাব্যতে এতৎ (তাই হয়তো ঘটতে চলেছে)। রাজা — [শকুন্তলাং বিলোক্য — শকুন্তলাকে দেখে] অয়ে (আরে), সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা (এইতো সেই শকুন্তলা)। যা এষা (যে শকুন্তলা) পরিধূসরে বসনে বসানা (দুখানা মলিন বসন পরিধান করে আছে), নিয়মক্ষামমুখী (নিয়ত ব্রতপালনে যার মুখখানা শুকিয়ে গেছে), ধৃতৈকবেণিঃ (মাথায় একটিমাত্র বেণী), শুদ্ধশীলা (পূতচরিত্র) — অতিনিষ্করুণস্য মম (অতি নৃশংস আমার কারণে) দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি (দীর্ঘকাল ধরে বিরহব্রত পালন করে চলেছে, বিরহ ভোগ করছে)।

বঙ্গানুবাদ—বালক — আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার মায়ের কাছে যাবো।

রাজা — বৎস, আমার সঙ্গেই তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে।

বালক — আমার বাবা দুষ্যন্ত। তুমি নও।

রাজা — (একটু হেসে) তোমার এই অবিশ্বাসই আমাকে বিশ্বাস এনে দিচ্ছে।

(তারপর শকুন্তলা প্রবেশ করলেন ; মাথায় তাঁর একটিমাত্র বেণী)

শকুন্তলা — সর্বদমনের ওষধির কবচটার যখন বিকার হওয়ার কথা (অর্থাৎ সাপ হয়ে দংশন করার কথা) তখনও তা একই রকম ছিল — একথা শুনেও আমি আমার নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে কোন আশা করিনি। অথবা সানুমতী যা ব'লেছিল তাই হয়তো ঘটতে চলেছে।

রাজা — (শকুন্তলাকে দেখে) আরে, এই তো সেই শকুন্তলা!

পরণে তার দুখানা ধূলায় মলিন বসন ; নিয়ত ব্রত-পালনে মুখখানা তার শীর্ণ ; মাথায় তার একটিমাত্র বেণী। পূতচরিত্র এই শকুন্তলা অতি নৃশংস আমার জন্য (অকারণে) দীর্ঘকাল ধরে বিরহ ভোগ করে চলেছে।

রাঘবভট্ট—মুঞ্চ মাম্। যাবন্মাতুঃ সকাশং গমিষ্যামি। মম খলু তাতো দুষ্যন্তঃ। ন ত্বম্। প্রত্যায়য়তীত্যেতাবৎপর্যন্তং প্রত্যয়ো নোৎপন্ন এবেতি ভাবঃ। বিকারকালেঽপি প্রকৃতিস্থাং সর্বদমনস্যৌষধিং শ্রুত্বা ন ম আশাসীদাত্মনো ভাগধেয়েষু। অথবা যথা সানুমত্যাখ্যাতং তথা সংভাব্যত এতৎ। অনেন সময়াখ্যমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণম্ — 'দুঃখস্যাপগমো যত্র সময়ঃ স নিগদ্যতে' ইতি। বসন ইতি। পরিতঃ সর্বতো ধূসরে নোজ্জ্বলে। ইদমেব বিধেয়ম্। বসনে অন্তরীয়োপসংব্যানে বসানা। নিয়মেন তপআদিনা ক্ষামং কৃশং মুখং যস্যাঃ সা। অত্রাপাবৃতমুখ্যা মুখস্যৈব দর্শনাৎ ক্ষামমুখীত্যুক্তিঃ। অনেন নাভিগৃহস্থিতাবপ্যতি-শয়লজ্জালুত্বং ব্যজ্যতে। মুখাপবরণং তু চিরতরকালতদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তদর্থমেব চ প্রবৃত্তেরিতি নানৌচিত্যম্। ধৃতৈকা বেণির্যস্যাঃ সা। যত এতাদৃশ্যত এব শুদ্ধশীলা শুদ্ধস্বভাবা। অতিনিষ্করুণস্যাতিশয়কৃপাহীনস্য মম মৎসংবন্ধিনং দীর্ঘং বহুকালীনং বিরহব্রতং বিভর্তি। কাব্যলিঙ্গস্বভাবোক্তী। বসবসেতি সনেসানেতি ছেকানুপ্রাসবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বৃত্তমনন্তরোক্তম্। 'রাজা' — ইত্যাদিনৈতদন্তেন সন্ধির্নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'মুখবীজোপগমনং সন্ধিরিত্যভিধীয়তে' ইতি।

সুষমা—[১] বসানা — বস্ + শানচ্ কর্তরি স্ত্রিয়াম্। [২] নিয়মক্ষামমুখী — নিয়মেন ক্ষামম্ (তৃতীয়া তৎ) তাদৃশং মুখং যস্যাঃ (বহুব্রী) সা। পক্ষে-নিয়মক্ষামমুখা। সূত্র — 'সাঙ্গাচ্চোপসর্জনাদসংযোগোপধাৎ'। ক্ষৈ + ক্ত কর্তরি = ক্ষাম। [৩] ধৃতৈকবেণিঃ — একা বেণিঃ একবেণিঃ (কর্মধা), ধৃতা একবেণিঃ যয়া সা (বহুব্রী)। বেণিঃ এবং বেণী — দুরকম বানানই শুদ্ধ। তু. 'একবেণীধরা'। [৪] শুদ্ধশীলা — শুদ্ধং শীলং যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [৫] বিরহাবস্থায় শকুন্তলার স্বাভাবিক বর্ণনায় স্বভাবোক্তি। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ ('নিয়মক্ষামমুখী'), ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৬] মালভারিণী ছন্দ। নামান্তর-কালভারিণী।

অধ্যাপনা—দুষ্যন্তের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হ'য়েও শকুন্তলা মারীচের আশ্রমে প্রোষিতভর্তৃকার যাবতীয় নিয়ম নিষ্ঠাভরে পালন ক'রে চলেছেন। পরিধানে একটি বস্ত্র এবং একটি উত্তরীয়,

একবেণীধরা, ব্রতাদিপালনে শীর্ণ মুখমণ্ডল। তুঃ 'পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং / দধতী বিলোলকবরীকমাননম্। / করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী / বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥' (উত্তররামচরিত)। যেই শকুন্তলাকে রাজা 'পরভৃচ্চরিত্র' ('স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম্ —' ইত্যাদি ; পঞ্চম অঙ্ক), 'কূলংকষা' নদী ('ব্যপদেশমাবিলয়িতুম্ —' ইত্যাদি ; পঞ্চম অঙ্ক) বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন — সেই শকুন্তলাই এই অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। 'সেয়মত্রভবতী' ...। প্রত্যভিজ্ঞা কেবল স্মরণ নয়। 'অবহা জহ সাণুমদীএ' — বোঝা যাচ্ছে, সানুমতী সবই জানিয়েছেন। ভিত্তি প্রস্তুত।

[৭.২৫]

শকুন্তলা — (পশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃষ্ট্বা) ণ ক্খু অজ্জউত্তো বিঅ। তদো কো এসো দাণিং কিদরক্খামঙ্গলং দারঅং মে গত্তসংসগ্গেণ দূসেদি। (ন খলু আর্যপুত্র ইব। ততঃ কঃ এষঃ ইদানীং কৃতরক্ষামঙ্গলং দারকং মে গাত্রসংসর্গেণ দূষয়তি।)

বালঃ — (মাতরমুপেত্য) অজ্জুএ, এসো কোবি পুরিসো মং পুত্ত ত্তি আলিঙ্গদি। (মাতঃ, এষঃ কঃ অপি পুরষঃ মাং পুত্র ইতি আলিঙ্গতি।)

রাজা — প্রিয়ে, ক্রৌর্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্, যদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানং পশ্যামি।

শকুন্তলা — (আত্মগতম্) হিঅঅ, অস্সস, অস্স। পরিচ্চত্তমচ্ছরেণ অণুঅম্পিঅ ম্হি দেব্বেণ। অজ্জউত্তো ক্খু এসো। (হৃদয়, আশ্বসিহি, আশ্বসিহি। পরিত্যক্তমৎসরেণ অনুকম্পিতা অস্মি দৈবেন। আর্যপুত্রঃ খলু এষঃ।)

রাজা — প্রিয়ে,

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্ ॥ ২২ ॥

বিসন্ধি—মাতরম্ + উপেত্য। ক্রৌর্যম্ + অপি। প্রযুক্তম্ + অনুকূলপরিণামম্। যৎ + অহম্ + ইদানীম্। প্রত্যভিজ্ঞাতম্ + আত্মানম্। স্থিতা + অসি।

অন্বয়—সুমুখি দিষ্ট্যা স্মৃতিভিন্নমোহতমসো মে প্রমুখে স্থিতা অসি। (তথাহি) উপরাগান্তে রোহিণী শশিনা যোগং সমুপগতা।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [পশ্চাত্তাপবিবর্ণং — অনুতাপে মলিন ; রাজানং বিলোক্য — রাজাকে দেখে] ন খলু আর্যপুত্র ইব (আর্যপুত্রের মত মনে হচ্ছে না)! ততঃ (তা নাহলে) কঃ এষঃ ইদানীং (ইনি কোন্ ব্যক্তি) কৃতরক্ষামঙ্গলং মে দারকং (কবচে সুরক্ষিত আমার পুত্রকে)

গাত্রসংসর্গেন দূষয়তি (নিজের গাত্রস্পর্শে দূষিত করবেন)! বালঃ — [মাতরম্ উপেত্য — মায়ের কাছে গিয়ে] মাতঃ (মা), এষঃ কোঽপি পুরুষঃ (এই দেখ, কোন একটা লোক) মাং (আমাকে) পুত্র ইতি আলিঙ্গতি (তার পুত্র বলে আলিঙ্গন করছে)। রাজা — প্রিয়ে (প্রিয়া), ত্বয়ি প্রযুক্তং মে ক্রৌর্যম্ অপি (তোমার প্রতি আমি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি তাও) অনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্ (পরিণামে আমার পক্ষে সুখেরই হ'ল), যৎ অহম্ ইদানীম্ (কেননা, এখন) ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতম্ আত্মানং পশ্যামি (তুমি আমায় চিনতে পারলে দেখছি)। শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] হৃদয়, আশ্বসিহি, আশ্বসিহি (হে হৃদয়, তুমি আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও)। পরিত্যক্তমৎসরেণ অনুকম্পিতা অস্মি দৈবেন (অদৃষ্টদেবতা তাঁর নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন)। আর্যপুত্রঃ খলু এষঃ (ইনি আর্যপুত্রই বটে)। রাজা — প্রিয়ে, সুমুখি (শোন' সুমুখী প্রিয়া), দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) স্মৃতিভিন্নমোহতমসো (স্মৃতির আবির্ভাবে যখন আমার মোহন্ধকার দূর হয়েছে, তখনই) মে প্রমুখে স্থিতা অসি (তুমি আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ')। উপরাগান্তে (গ্রহণের শেষে) রোহিণী শশিনা যোগং সমুপগতা (রোহিণী আবার চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হ'ল — এরকম মনে হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — [অনুতাপে মলিন রাজাকে দেখে) এঁকে আর্যপুত্রের মত মনে হচ্ছে না! তা নাহলে আমার কবচে সুরক্ষিত পুত্রকে নিজের গাত্রস্পর্শে কে দূষিত করবেন!

বালক — (মায়ের কাছে গিয়ে) মা, এই দেখ, কোন্ একটা লোক আমাকে তার পুত্র বলে আলিঙ্গন করছে।

রাজা — প্রিয়ে, তোমার প্রতি আমি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি তা কিন্তু পরিণামে আমার পক্ষে সুখেরই হল। কেননা আজ তুমি আমায় চিনতে পারলে দেখছি।

শকুন্তলা — (মনে মনে) হে হৃদয়, তুমি আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। অদৃষ্টদেবতা (এতদিন বাদে) তাঁর নিষ্ঠুরতা ত্যাগ ক'রে আমাকে অনুকম্পা করলেন দেখছি। ইনি আর্যপুত্রই বটে।

রাজা — শোন' সুমুখী প্রিয়ে,

সৌভাগ্যবশতঃ স্মৃতির আবির্ভাব যখন আমার মোহান্ধকার দূর হ'য়েছে, তখনই তুমি আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছ'। মনে হচ্ছে যেন গ্রহণের শেষে রোহিণী আবার চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হ'ল।

রাঘবভট্ট—ন খল্বার্যপুত্র ইব। পশ্চাত্তাপবিবর্ণত্বং হেতুত্বেন যোজ্যম্। ততঃ ক এষ ইদানীং কৃতরক্ষামঙ্গলং দারকং মে গাত্রসংসর্গেণ দূষয়তি। মাতঃ এষ কোঽপি পুরুষঃ পুত্র ইতি মামালিঙ্গতি। অনুকূলঃ পরিণামঃ পরিপাকো যস্য তৎ। ত্বং যদাগতাসি তদা ময়া ন প্রত্যভিজ্ঞাতাসি। ময়ি পুনরাগতে ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাত ইত্যনুকূলপরিণামতা। হৃদয়, আশ্বসিহি। পরিত্যক্তমৎসরেণানুকম্পিতাস্মি দৈবেন। আর্যপুত্রঃ খল্বেষঃ। অনেনানন্দনামকমঙ্গমুপ-

ক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'সমাগমস্তু যোঽর্থানামানন্দঃ স তু কীর্ত্যতে' ইতি। স্মৃতীতি। মোহস্তমো রাহুরিব মোহতমঃ। অনেনোপমানেন রাজ্ঞা তস্য গাঢ়ত্বমুক্তম্। 'তমস্তু রাহুঃ স্বর্ভানুঃ' ইত্যমরঃ। উপমাসাধকমনন্তরমেব বক্ষ্যামঃ। স্মৃত্যা ভিন্নং দূরীকৃতং মোহতমো যস্য তস্য মে মম প্রমুখে সংমুখে দিষ্ট্যা দৈবেন হে সুমুখি, স্থিতাসি। সুমুখীতি সাভিপ্রায়ম্। সুমুখস্যৈব সংমুখে স্থাতুং যোগ্যত্বাৎ কুমুখগোপনমেব করোতীতি যাবৎ। উপরাগান্তে গ্রহান্তে। 'উপরাগো গ্রহো রাহুগ্রস্তে ত্বিন্দৌ চ পূষ্ণি চ' ইত্যমরঃ। শশিনশ্চন্দ্রস্য রোহিণী নক্ষত্রবিশেষো যোগং সংবন্ধং সমুপগতা। অত্র মুখেমুখীতি সিমেসম্বিতি ছেকানুপ্রাসঃ। সংদেহসংকরঃ। তকারাদীনাং দন্ত্যাক্ষরাণাং মকারাদীনামোষ্ঠ্যাক্ষরাণাং বহূনাং সত্ত্বাচ্ছ্রুত্যনুপ্রাসঃ। অনেন সহপূর্বস্যৈকবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ। অর্থাভ্যাং যত্তদ্ভ্যামেকবাক্যত্বাৎ সংভবদ্বস্তুসংবন্ধান্নিদর্শনম্। মোহতম ইত্যেকদেশবিবর্তিন্যুপমানে তৎস্মৃতের্নিয়তত্বমপ্যুপমিতম্। ততশ্চ বিশেষণত্বেনাপি যোজ্যম্। নিয়ত্যা ভিন্নং মোহবত্তমো রাহুর্যস্যেত্যুপমাসাধিকা চাত্র নিদর্শনৈব। অন্যে তু দৃষ্টান্তমেবাহুঃ। অন্যে সাধকবাধকপ্রমাণাভাবাদুভয়োঃ সংদেহসংকরমাহুঃ।

সুষমা—[১] স্মৃতিভিন্নমোহতমসঃ — স্মৃত্যা ভিন্নঃ (তৃতীয়া তৎ) মোহঃ তমঃ ইব (উপমিত কর্মধা), স্মৃতিভিন্নং মোহতমঃ যস্য (বহুব্রী) তস্য। [২] দিষ্ট্যা — অব্যয়। [৩] প্রমুখে — প্রগতং মুখম্ (প্রাদি তৎ) তস্মিন্। [৪] সুমুখি — সুমুখী শব্দের সম্বোধন। পক্ষে — সুমুখা। [৫] রোহিণী — দক্ষকন্যা। চন্দ্রের শ্রেষ্ঠা ভার্যা। শকুন্তলাও দুষ্যন্তের 'পরিগ্রহবহুত্বেঽপি' প্রিয়তমা হবেন — এই ধ্বনি। [৬] শ্লোকে দুটি পৃথক্ বাক্য আছে ধরলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। রাঘবভট্ট এখানে নিদর্শনা স্বীকার করেছেন। ছেক-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৭] আর্যা ছন্দ।

[৭.২৬]

শকুন্তলা — জেদু জেদু অজ্জউত্তো। (ইত্যর্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি।) (জয়তু জয়তু আর্যপুত্রঃ।)

রাজা — সুন্দরি,

বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ২৩ ॥

বিসন্ধি—ইতি + অর্ধোক্তে। প্রতিষিদ্ধে + অপি। যৎ + তে। দৃষ্টম্ + অসংস্কার ...।

অন্বয়—সুন্দরি, জয়শব্দে বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি ময়া জিতম্ (এব)। যৎ অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং (ময়া) দৃষ্টম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — জয়তু জয়তু আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্রের জয় হোক্, জয় হোক্)। [ইতি অর্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি — বলতে বলতেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় নীরব

রইলেন।] রাজা — সুন্দরি (শোন' সুন্দরী), জয়শব্দে বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি ('জয়' শব্দ উদ্‌গত বাষ্পের কারণে উচ্চারিত না হলেও) ময়া জিতম্ (আমার কিন্তু জয় হ'ল)। যৎ (কেননা) অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং দৃষ্টম্ (বহুকাল বাদে সংস্কারের অভাব সত্ত্বেও তোমার রক্তিম ওষ্ঠশোভিত মুখখানি আজ দেখলাম)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — আর্যপুত্রের জয় হোক্, জয় হোক্। (বলতে বলতেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় নীরব রইলেন)।

রাজা — শোন' সুন্দরী, 'জয়' শব্দ উদ্‌গত বাষ্পে উচ্চারিত না হলেও, আমার কিন্তু জয়ই হ'ল। কেননা (এতকাল পরে আজ) সংস্কারের অভাবেও তোমার রক্তিম ওষ্ঠশোভিত মুখখানি আমি দেখলাম।

রাঘবভট্ট—জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ। বাষ্পেণেতি। বাষ্পেণাশ্রুপ্রারম্ভেণ। এতেন চাতিবিরহ-ক্লান্তত্বং ব্যজ্যতে। এতাদৃশং তে মুখং দৃষ্টমিতি বিশিষ্টং বিধেয়ম্। বিশিষ্টমুখদর্শনেন চ বিরহনাশঃ। অত এব জয় ইত্যবধাতব্যম্। জয়শব্দে প্রতিষিদ্ধেঽপি জিতমিতি বিরোধাভাসঃ। জিতং প্রত্যুত্তরার্ধস্য হেতুত্বেনোপাদানাৎ কাব্যলিঙ্গমপি। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটম্ — অসংস্কারেণ পাটলঃ ওষ্ঠপুটঃ যস্য তৎ তাদৃশম্ (বহুব্রী)। অসংস্কারেণ অপি পাটলঃ — এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। [২] 'জিতম্' এর প্রতি শ্লোকের উত্তরার্ধে হেতু। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। 'জয়শব্দ' প্রতিষিদ্ধ হলেও 'জিতম্' — তাই বিরোধভাস। 'অসংস্কারেণ অপি পাটলঃ' — এই অর্থে বিভাবনা। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৩] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৭.২৭]

বালঃ — অজ্জুএ, কো এসো? (মাতঃ, ক এষঃ?)

শকুন্তলা — বচ্ছ, দে ভাঅহেআইং পুচ্ছেহি (বৎস, তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ।)

(ইতি রোদিতি)

রাজা —

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সংমোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু প্রবৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া ॥ ২৪ ॥

(ইতি পাদয়োঃ পততি)

শকুন্তলা — উট্ঠেদু অজ্জউত্তো। ণূণং মে সুঅরিঅপ্পড়িবন্ধঅং পুরাকিদং তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং আসী জেণ সাণুক্কোসো বি অজ্জউত্তো মই বিরসো সংবুত্তো।

ক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'সমাগমস্তু যোঽর্থানামানন্দঃ স তু কীর্ত্যতে' ইতি। স্মৃতীতি। মোহস্তমো রাহুরিব মোহতমঃ। অনেনোপমানেন রাজ্ঞা তস্য গাঢ়ত্বমুক্তম্। 'তমস্তু রাহুঃ স্বর্ভানুঃ' ইত্যমরঃ। উপমাসাধকমনন্তরমেব বক্ষ্যামঃ। স্মৃত্যা ভিন্নং দূরীকৃতং মোহতমো যস্য তস্য মে মম প্রমুখে সংমুখে দিষ্ট্যা দৈবেন হে সুমুখি, স্থিতাসি। সুমুখীতি সাভিপ্রায়ম্। সুমুখস্যৈব সংমুখে স্থাতুং যোগ্যত্বাৎ কুমুখগোপনমেব করোতীতি যাবৎ। উপরাগান্তে গ্রহান্তে। 'উপরাগো গ্রহো রাহুগ্রস্তে ত্বিন্দৌ চ পুষ্ণি চ' ইত্যমরঃ। শশিনশ্চন্দ্রস্য রোহিণী নক্ষত্রবিশেষো যোগং সংবন্ধং সমুপগতা। অত্র মুখেমুখীতি সিমেসম্বিতি ছেকানুপ্রাসঃ। সংদেহসংকরঃ। সকারাদীনাং দন্ত্যাক্ষরাণাং মকারাদীনামোষ্ঠ্যাক্ষরাণাং বহূনাং সত্ত্বাচ্ছ্রুত্যনুপ্রাসঃ। অনেন সহপূর্বস্যৈকবাচকানুপ্রবেশলক্ষণঃ সংকরঃ। অর্থাভ্যাং যত্তদ্ভ্যামেকবাক্যত্বাৎ সংভবদ্বস্তুসংবন্ধান্নিদর্শনম্। মোহতম ইত্যেকদেশবিবর্তিন্যুপমানে তৎস্মৃতের্নিয়তত্বমপ্যুপমিতম্। ততশ্চ বিশেষণত্বেনাপি যোজ্যম্। নিয়ত্যা ভিন্নং মোহবত্তমো রাহুর্যস্যেত্যুপমাসাধিকা চাত্র নিদর্শনৈব। অন্যে তু দৃষ্টান্তমেবাহুঃ। অন্যে সাধকবাধকপ্রমাণাভাবাদুভয়োঃ সংদেহসংকরমাহুঃ।

সুষমা—[১] স্মৃতিভিন্নমোহতমসঃ — স্মৃত্যা ভিন্নঃ (তৃতীয়া তৎ) মোহঃ তমঃ ইব (উপমিত কর্মধা), স্মৃতিভিন্নং মোহতমঃ যস্য (বহুব্রী) তস্য। [২] দিষ্ট্যা — অব্যয়। [৩] প্রমুখে — প্রগতং মুখম্ (প্রাদি তৎ) তস্মিন্। [৪] সুমুখি — সুমুখী শব্দের সম্বোধন। পক্ষে — সুমুখা। [৫] রোহিণী — দক্ষকন্যা। চন্দ্রের শ্রেষ্ঠা ভার্যা। শকুন্তলাও দুষ্যন্তের 'পরিগ্রহবহুত্বেঽপি' প্রিয়তমা হবেন — এই ধ্বনি। [৬] শ্লোকে দুটি পৃথক্ বাক্য আছে ধরলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। রাঘবভট্ট এখানে নিদর্শনা স্বীকার করেছেন। ছেক-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৭] আর্যা ছন্দ।

[৭.২৬]

→ **শকুন্তলা — জেদু জেদু অজ্জউত্তো। (ইত্যর্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি।)**
(জয়তু জয়তু আর্যপুত্রঃ।)

রাজা — সুন্দরি,

বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ২৩ ॥

বিসন্ধি—ইতি + অর্ধোক্তে। প্রতিষিদ্ধে + অপি। যৎ + তে। দৃষ্টম্ + অসংস্কার ...।

অন্বয়—সুন্দরি, জয়শব্দে বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি ময়া জিতম্ (এব)। যৎ অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং (ময়া) দৃষ্টম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — জয়তু জয়তু আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্রের জয় হোক্, জয় হোক্)। [ইতি অর্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি — বলতে বলতেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় নীরব

রইলেন।] রাজা — সুন্দরি (শোন' সুন্দরী), জয়শব্দে ৰাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি ('জয়' শব্দ উদ্‌গত বাষ্পের কারণে উচ্চারিত না হলেও) ময়া জিতম্ (আমার কিন্তু জয় হ'ল)। যৎ (কেননা) অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং দৃষ্টম্ (বহুকাল বাদে সংস্কারের অভাব সত্ত্বেও তোমার রক্তিম ওষ্ঠশোভিত মুখখানি আজ দেখলাম)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — আর্যপুত্রের জয় হোক্, জয় হোক্। (বলতে বলতেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় নীরব রইলেন)।

রাজা — শোন' সুন্দরী, 'জয়' শব্দ উদ্‌গত বাষ্পে উচ্চারিত না হলেও, আমার কিন্তু জয়ই হ'ল। কেননা (এতকাল পরে আজ) সংস্কারের অভাবেও তোমার রক্তিম ওষ্ঠশোভিত মুখখানি আমি দেখলাম।

রাঘবভট্ট—জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ। ৰাষ্পেণেতি। ৰাষ্পেণাশ্রুপ্রারম্ভেণ। এতেন চাতিবিরহ-ক্লান্তত্বং ব্যজ্যতে। এতাদৃশং তে মুখং দৃষ্টমিতি বিশিষ্টং বিধেয়ম্। বিশিষ্টমুখদর্শনেন চ বিরহনাশঃ। অত এব জয় ইত্যবধাতব্যম্। জয়শব্দে প্রতিষিদ্ধেঽপি জিতমিতি বিরোধাভাসঃ। জিতং প্রত্যুত্তরার্ধস্য হেতুত্বেনোপাদানাৎ কাব্যলিঙ্গমপি। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ।

সুষমা—[১] অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটম্ — অসংস্কারেণ পাটলঃ ওষ্ঠপুটঃ যস্য তৎ তাদৃশম্ (বহুব্রী)। অসংস্কারেণ অপি পাটলঃ — এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। [২] 'জিতম্' এর প্রতি শ্লোকের উত্তরার্ধে হেতু। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। 'জয়শব্দ' প্রতিষিদ্ধ হলেও 'জিতম্' — তাই বিরোধভাস। 'অসংস্কারেণ অপি পাটলঃ' — এই অর্থে বিভাবনা। শ্রুতি-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৩] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৭.২৭]

বালঃ — অজ্জুএ, কো এসো? (মাতঃ, ক এষঃ?)

শকুন্তলা — বচ্ছ, দে ভাঅহেআইং পুচ্ছেহি (বৎস, তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ।)

(ইতি রোদিতি)

রাজা —

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সংমোহো মে তদা ৰলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু প্রবৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া ॥ ২৪ ॥

(ইতি পাদয়োঃ পততি)

শকুন্তলা — উট্‌ঠেদু অজ্জউত্তো। ণূণং মে সুঅরিঅপ্পড়িবন্ধঅং পুরাকিদং তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং আসী জেণ সাণুক্কোসো বি অজ্জউত্তো মই বিরসো সংবুত্তো।

(রাজোত্তিষ্ঠতি)

অহ কহং অজ্জউত্তেণ সুমরিদো দুক্‌খভাঈ অঅং জণো? (উত্তিষ্ঠত্বার্যপুত্রঃ। নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং তেষু দিবসেষু পরিণামমুখম্ আসীৎ যেন সানুক্রোশঃ অপি আর্যপুত্রঃ ময়ি বিরসঃ সংবৃত্তঃ। অথ কথম্ আর্যপুত্রেণ স্মৃতো দুঃখভাগী অয়ং জনঃ?)

বিসন্ধি—প্রত্যাদেশব্যলীকম্ + অপৈতু। বলবান্ + অভূৎ। প্রবলতমসাম্ + এবংপ্রায়াঃ। স্রজম্ + অপি। শিরসি + অন্ধঃ। ধুনোতি + অহিশঙ্কয়া। রাজা + উত্তিষ্ঠতি।

অন্বয়—সুতনু! হৃদয়াৎ তে প্রত্যাদেশব্যলীকম্ অপৈতু। তদা মে মনসঃ সংমোহঃ কিমপি বলবান্ অভূৎ। তথাহি শুভেষু প্রবলতমসাং প্রবৃত্তয়ঃ এবংপ্রায়াঃ ভবন্তি। অন্ধঃ শিরসি ক্ষিপ্তাং স্রজমপি অহিশঙ্কয়া ধুনোতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—বালঃ — মাতঃ, ক এষঃ (মা, ইনি কে)? শকুন্তলা — বৎস, তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ (বৎস, তোমার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর)। [ইতি রোদিতি — কাঁদতে থাকলেন।] রাজা — সুতনু (হে সুতনু, সুন্দরি), হৃদয়াৎ তে (তোমার মন থেকে) প্রত্যাদেশব্যলীকম্ অপৈতু (তোমাকে প্রত্যাখ্যানের দুঃখ মুছে যাক্, ভুলে যাও)। তদা (সেই সময়) মে মনসঃ (আমার মনে) কিমপি বলবান্ সংমোহঃ অভূৎ (কোন এক প্রবল মোহ উপস্থিত হয়েছিল)। তথাহি, প্রবলতমসাং (দেখা যায় — যাঁরা প্রবল তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাঁরা) শুভেষু (মঙ্গলজনক কোন কাজে) এবংপ্রায়াঃ প্রবৃত্তয়ঃ ভবন্তি (অনেক সময়ই এরকম আচরণ করে থাকেন)। অন্ধঃ (অন্ধ ব্যক্তি) শিরসি ক্ষিপ্তাং স্রজমপি (গলায় পরিয়ে দেওয়া মালাকেও ভুল করে) অহিশঙ্কয়া (সাপ ভেবে) ধুনোতি (দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়)। [ইতি পাদয়োঃ পততি — এই বলে শকুন্তলার পায়ে পড়লেন] শকুন্তলা — উত্তিষ্ঠতু আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্র, উঠুন)। নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং (নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মকৃত কোন মঙ্গলপ্রতিবন্ধক পাপ) তেষু দিবসেষু (সেই সময়ে) পরিণামমুখম্ আসীৎ (পরিণতির অপেক্ষায় ছিল) যেন (যে কারণে) সানুক্রোশঃ অপি আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্র এত সদয় হ'য়েও) ময়ি বিরসঃ সংবৃত্তঃ (আমার প্রতি এরকম বীতরাগ হয়েছিলেন)। [রাজা উত্তিষ্ঠতি — রাজা উঠে দাঁড়ালেন।] দুঃখভাগী অয়ং জনঃ (দুখিনী এই আমাকে) অথ কথম্ আর্যপুত্রেণ স্মৃতঃ (আর্যপুত্রের কিভাবে মনে পড়ল)?

বঙ্গানুবাদ—বালক — মা, ইনি কে?

শকুন্তলা — বৎস, তোমার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর। (কাঁদতে থাকলেন)

রাজা — শোন' সুতনু, তোমাকে প্রত্যাখ্যানের দুঃখ মন থেকে মুছে ফেল। সেই সময় আমার মনে কোন প্রবল মোহ উপস্থিত হ'য়েছিল। যাঁরা প্রবল তমোগুণে আচ্ছন্ন, দেখা যায় তাঁরা কোন মঙ্গলজনক কাজে অনেক সময়ই এরকম আচরণ করে থাকেন। অন্ধ ব্যক্তি গলায় পরিয়ে দেওয়া ফুলের মালাকেও ভুল করে সাপ ভেবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

(শকুন্তলার পায়ে পড়লেন)

শকুন্তলা — আর্যপুত্র উঠুন। নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলপ্রতিবন্ধক কোন পূর্বজন্মকৃত পাপ সেই সময়ে পরিণতির অপেক্ষায় ছিল ; যে কারণে আর্যপুত্র এত সদয় হ'য়েও আমার প্রতি (তখন) এরকম বীতরাগ হয়েছিলেন।

(রাজা উঠে দাঁড়ালেন)

দুখিনী এই আমাকে আর্যপুত্রের কিভাবে মনে পড়ল?

রাঘবভট্ট—মাতঃ, এষ কঃ। বৎস, তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ। ক্বচিৎ পুস্তকে 'পুচ্ছেহি' ইতি নাস্তি। তস্মিন্ পাঠে রূপকম্। সুতম্বিতি। কৃতনাবপ্রীতির্নি সুতনাবিতি সংবোধনং হে সুতম্বিতি। তব হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকং নিরাকরণাপ্রিয়মপৈতু দূরীভবতু। 'ব্যলীকং ত্বপ্রিয়েঽনৃতে' ইত্যমরঃ। অপ্রিয়স্য হৃদয়াত্ত্যাগেঽর্থতঃ সিদ্ধেঽপি পুনস্তদ্গ্রহণং বিপ্রিয়ং ময়া কৃতমিতি বাঙ্মাত্রেণ ন ত্যাগঃ। অপি তু তৎসংস্কারোন্মূলনপূর্বকং ত্যাগ ইতি ধ্বনয়তি। কিমর্থমপ্রিয়ং কৃতং তত্রাহ — কিমপীষন্মনো যস্যাসৌ কিমপিমনাস্তস্য কিমপিমনসো মে মম তদা ত্বদ্দর্শনসময়ে বলবানধিকঃ সংমোহোঽজ্ঞানমভূদিতি বিশিষ্টং বিধেয়ম্। তেন সংমোহেন মনঃসমুন্মূলনং জাতমিত্যর্থঃ। তেন চিত্তাভাবাৎ কৃতমিদং ক্ষন্তব্যমিতি ভাবঃ। সংমোহান্মনঃসমুন্মূলনং জাতমিত্যস্য শব্দে বিধেয়ত্বে বক্তব্যে পদার্থবিধেয়ত্বং তৎসংমোহস্য প্রাধান্যদ্যোতনায়। তেন সংমোহস্য মনোধর্মত্বান্মনসঃ সংমোহো জাত ইত্যার্থপৌনরুক্ত্যং নিরস্তম্। প্রবলেতি। প্রবলতমসামধিকসংমোহানাম্। অত্র প্রবলতমঃশব্দেনাধিকশোক উচ্যতে তেন তজ্জন্যঃ সংমোহো লক্ষ্যতে তদতিশয়ো ব্যজ্যতে। অতএবোদ্দেশ্যপ্রতি-নির্দেশ্যপ্রক্রমভঙ্গো নাশঙ্কনীয়ঃ। 'তমঃ শোকে গুণান্তরে' ইতি বিশ্বঃ। শুভেষু কার্যেষু এবং-প্রায়াঃ শুভত্যাগরূপাঃ প্রবৃত্তয়ো ভবন্তি ইত্যর্থান্তরন্যাসঃ। দৃষ্টান্তমপ্যাহ — স্রজমিতি। অন্ধঃ শিরঃস্থাপিতাং পরিধাপিতাং স্রজং মালামপ্যহিশঙ্কয়া সর্পশঙ্কয়া ধুনোতি তিরস্করোতি। অহিশঙ্কয়েতি ভ্রান্তিমান্। কাব্যলিঙ্গশ্রুত্যনুপ্রাসৌ। কমকির্মেতি মপৈমপীতি বলবলেতি ছেকানুপ্রাসঃ। হরিণীবৃত্তম্। 'রাজা — শকুন্তলায়াঃ পাদয়োঃ প্রণিপত্য' ইত্যাদিনানুনয়ো নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'অভ্যর্থনাপরং বাক্যং বিজ্ঞেয়োঽনুনয়ো বুধৈঃ' ইতি। উত্তিষ্ঠত্বার্যপুত্রঃ। নূনং নিশ্চিতং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতম্। কর্মেত্যর্থঃ। তেষু দিবসেষু পরিণামমুখং পরিপাকোন্মুখমাসীদ্যেন সানুক্রোশোঽপি সকৃপোঽপ্যার্যপুত্রো ময়ি বিরসো বিরাগঃ সংবৃত্ত। অথ কথমার্যপুত্রেণ স্মৃতো দুঃখভাগ্যয়ং জনঃ।

সুষমা—[১] সুতনু — সুষ্ঠুঃ তনুঃ যস্যাঃ সা সুতনুঃ (বহুব্রী)। সমাসান্তবিধি নিত্য নয়। তাই 'নদ্যৃতশ্চ' সূত্রে কপ্ হয়নি। সম্বোধনে — সুতনু। তনু এবং তনূ — দুই রকমই সাধু। 'স্ত্রিয়াং মূর্তিস্তনুস্তনূঃ' — অমরকোষ। অথবা 'তনু' শব্দের শোভনা তনুঃ যস্যাঃ সা সুতনূ ('ঊঙুতঃ' সূত্রে ঊঙ্)। সমাসান্ত কপ্ যোগ হচ্ছে না। সম্বোধনে সুতনু। তনু — স্ত্রী জাতি, কান্তা এই অর্থেও প্রয়োগ আছে। শোভনা তনুঃ — সুতনুঃ (কর্মধা)। 'ঊঙুতঃ'ইতি ঊঙ্। সম্বোধনে হ্রস্ব।

[২] প্রত্যাদেশব্যলীকম্ — প্রত্যাদেশেন ব্যলীকম্ (তৃতীয়া তৎ)। [৩] প্রবলতমসাম্ — প্রবলং তমঃ যেষাং তেষাং তাদৃশানাম্ (বহুব্রী)। [৪] এবংপ্রায়াঃ — প্রায়েণ এবম্ (সুপ্সুপা)। 'একবিভক্তি চাপূর্বনিপাতে' সূত্রে 'প্রায়' শব্দের পরনিপাত। [৫] স্রজম্ — সৃজ্ + ক্বিন্ = স্রজ্। দ্বিতীয়া একব.। [৬] মূঢ় লোকেরা শুভকেও অনাদর করে — এই অর্থে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। প্রথম চরণের প্রতি দ্বিতীয় চরণ হেতু। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ। তাছাড়া ভ্রান্তিমান্ ('অহিশঙ্কয়া'), ছেক-শ্রুত্যনুপ্রাস। [৭] হরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—শকুন্তলার নিজের পুত্রকেই 'ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর' এই উক্তিতে তার বহুদিবসের সঞ্চিত দুঃখ যেন দ্রবীভূত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছে। শকুন্তলার এই রোদনের গভীরতা অপরিমেয়।

'সুতনু —' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে রাঘবভট্ট — '(শকুন্তলায়াঃ পাদয়োঃ প্রণিপত্য)' এরকম নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু রাজা হরিণী ছন্দে রচিত (১৭ × ৪ = ৬৮ টি বর্ণ) গোটা শ্লোকের আবৃত্তি পর্যন্ত শকুন্তলার পায়ে পড়ে থাকবেন এবং (দর্শকরা তা চাইলেও) শকুন্তলা তারপরে রাজাকে উঠতে বলবেন — এমনটা মনে হয় না। বরং রাজা একটু নত হতেই শকুন্তলা তাঁকে বারণ করবেন — এটাই অভিপ্রেত। শকুন্তলার এই সম্ভ্রম বোঝাতেই কোন' কোন' সংস্করণে 'উট্‌ঠেদু উট্‌ঠেদু' — এইরকম দ্বিরুক্তি আছে। সব দিক বিচার করে শ্লোকের পরে 'পাদয়োঃ পততি' এই নির্দেশ রাখা হয়েছে।

'রাজোত্তিষ্ঠতি' — 'শকুন্তলা রাজানম্ উত্থাপয়তি' — এমনটী নয়। শকুন্তলার সারল্য, বিহুলভাব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'দুর্বাসার শাপ' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য — "কিন্তু রাজা পায়ে পড়িলে তাঁহাকে যে উঠাইয়া দিতে হয়, সে বোধ তাহার এখনো হয় নাই, তাই রাজা আপনিই ঝাড়িয়া উঠিলেন।" ইত্যাদি।

শকুন্তলা রাজাকে দোষ দিলেন না। দোষ দিলেন নিজের ভাগ্যকে। আদর্শ হিন্দু রমণীর মূর্ত-প্রতীক। তু. 'কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ। মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ ॥' (রঘুবংশ, চতুর্দশ সর্গ)।

[৭.২৮]

●→ রাজা — উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ কথয়িষ্যামি।

মোহাম্ময়া সুতনু পূর্বমুপেক্ষিতস্তে
যো ৰাষ্পৰিন্দুরধরং পরিৰাধমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নমদ্য
ৰাষ্পং প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

(যথোক্তমনুতিষ্ঠতি)

বিসন্ধি—মোহাৎ + ময়া। পূর্বম্ + উপেক্ষিতঃ + তে। ৰাষ্পৰিন্দুঃ + অধরম্। তাবৎ + আকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নম্ + অদ্য। যথোক্তম্ + অনুতিষ্ঠতি।

অন্বয়—সুতনু, ময়া মোহাৎ অধরং পবিৰাধমানঃ তে যঃ ৰাষ্পবিন্দুঃ পূর্বম্ উপেক্ষিতঃ আকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নং তং ৰাষ্পম্ অদ্য প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ঃ ভবেয়ম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — উদ্ধৃতবিষাশদশল্যঃ কথয়িষ্যামি (আমার বুকে যে বিষাদের শেল বিদ্ধ হয়ে আছে আগে তা উৎপাটিত করি — তারপর ব'লব)। সুতনু (শোন সুতনু), ময়া (আমি) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অধরং পরিৰাধমানঃ তে যঃ ৰাষ্পবিন্দুঃ (তোমার অধরে পতিত যে অশ্রুবিন্দু) পূর্বম্ উপেক্ষিতঃ (আগে উপেক্ষা করেছিলাম) আকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নং তং ৰাষ্পম্ (সামান্য কুঞ্চিত তোমার চোখের পালকে লেগে থাকা সেই অশ্রুবিন্দু) অদ্য (আজ) প্রমৃজ্য (মুছে দিয়ে) বিগতানুশয়ঃ ভবেয়ম্ (সেই অনুতাপ দূর করব)। [যথোক্তম্ অনুতিষ্ঠতি — তাই করলেন, অর্থাৎ চোখ মুখে দিলেন।]

বঙ্গানুবাদ—রাজা — আমার বুকে যে বিষাদের শেল বিদ্ধ হয়ে আছে আগে তা উৎপাটিত করি — তারপর ব'লব।

শোন' সুতনু, মোহবশতঃ তোমার অধরে পতিত যে অশ্রুবিন্দু আগে আমি উপেক্ষা করেছিলাম, আজ তোমার সামান্য কুঞ্চিত চোখের পালকে লেগে থাকা সেই অশ্রুবিন্দু মুছে দিয়ে আমার অনুতাপ দূর ক'রব।

(চোখের জল মুছে দিলেন)

রাঘবভট্ট—উদ্ধৃতবিষাদশল্য ইত্যুপমা। ইহ শ্লোকে শোকস্য বক্ষ্যমাণত্বাদতিখেদবত্ত্বং ব্যঙ্গ্যম্। মোহাদিতি। হে সুতনু, ময়া পরমবিবেকিনা ধর্মভীরুণা পরমবিদগ্ধেন দুষ্যন্তেনেত্যর্থান্তর-সংক্রান্তম্। মোহাদজ্ঞানাত্তে তব ৰাষ্পবিন্দুঃ। জাত্যেকবচনম্। উপেক্ষিতো ন মার্জিতোঽত এবাধরং পরিতঃ সর্বতো ৰাধমানঃ স্থিত ইতি শেষঃ। অনেন বিন্দুনামনবরতপাতিতা স্থূলতোষ্ণতাদ্যয়াবস্থিতিশ্চ ধ্বনিতা। তেন মার্জনকারণসামগ্র্যাং সত্যামপি যত্তদনুৎপত্তিঃ সা বিশেষোক্তিঃ। মোহাদিতি নিমিত্তস্যোক্তত্বাদুক্তনিমিত্ততা। তাবদাদাবাদিত্বকথনাপেক্ষয়া তং ৰাষ্পং প্রমৃজ্য প্রাস্য বিগতানুশয়ো গতপশ্চাত্তাপো ভবেয়ম্। আশংসায়াং লিঙ্। কীদৃশম্। আ ঈষৎকুটিলং যৎ পক্ষ্ম তত্র বিলগ্নং সংৰদ্ধম্। অনেনাস্য ৰাষ্পস্য ৰিন্দুত্বাভাবস্তদভাবে-নাধরপীড়নাভাবশ্চ ধ্বনিতঃ। ননু তস্য ৰাষ্পস্যাতীতত্বাৎ তমিতি তচ্ছেষনির্দেশঃ কথমিতি চেদুচ্যতে। যতশ্চিরানুভূতান্যপি ৰন্ধুদর্শনাজ্জনস্য দুঃখানি নবীভবন্তীত্যক্তদিশা এনং দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পূর্বদুঃখস্মরণেন যো ৰাষ্প উৎপন্নঃ স তচ্ছব্দেন রাজ্ঞা পরামৃষ্টঃ। দুঃখহেতুত্বাদুভয়োঃ আকুটিলেতি ব্যতিরেকঃ। যস্তদা শোকাবেগবশাদ্বিন্দুরূপ এবোৎপন্নঃ। অধুনা ক্রমিকত্বাত্তদ-বস্থাভাব ইতি ৰোদ্ধব্যম্। অত এতৎপ্রমার্জনেন বিগতানুশয়ত্বম্। ইদমেবোদ্ধৃতবিষাদশল্য-ত্বম্। যতোঽপরাধাদিনানুশয়ো হি বিষাদঃ। তদুক্তং সুধাকরে — 'অপরাধপরিজ্ঞানাদনুতাপস্তু যো ভবেৎ। স বিষাদঃ' ইতি। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। যথোক্তমনুতিষ্ঠতি। ৰাষ্পমার্জনং করোতীত্যর্থঃ। তচ্চ ত্রিপতাকবক্রানামিকয়েতি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং

সংগীতরত্নাকরে — 'তন্মার্জনে চ স্যাদধো যাস্তীমনামিকাম্। নেত্রক্ষেত্রগতাং বিভ্রৎ' ইতি। অনেন কথয়িষ্যামীতি যদুক্তং তৎপ্রসঙ্গোঽপ্যুপদর্শিতঃ।

সুষমা—[১] উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ — বিষাদরূপং শল্যম্ বিষাদশল্যম্ (রূপক কর্মধা) উদ্ধৃতং বিষাদশল্যং যেন তাদৃশঃ (বহুব্রী)। [২] পবিবাধমানঃ — পরি — বাধ্ + শানচ্। [৩] আকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নম্ — আ ঈষৎ কুটিলম্ (প্রাদি তৎ), আকুটিলেষু পক্ষ্মসু বিলগ্নম্ (সপ্তমী তৎ)। [৪] প্রমৃজ্য — প্র — মৃজ্ + ল্যপ্। [৫] বিগতানুশয়ঃ — বিগতঃ অনুশয়ঃ যস্য (বহুব্রী) সঃ। [৬] কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। শ্রুতিবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৭] বসন্ততিলক ছন্দ।

[৭.২৯]

শকুন্তলা — (নামমুদ্রাং দৃষ্ট্বা) অজ্জউত্ত, এদং তে অঙ্গুলীঅঅং। (আর্যপুত্র, ইদং তে অঙ্গুলীয়কম্।)

রাজা — অস্মাদঙ্গুলীয়োপলম্ভাৎ খলু স্মৃতিরুপলব্ধা।

শকুন্তলা — বিসমং কিদং ণেণ জং তদা অজ্জউত্তস্স পচ্চঅকালে দুল্লহং আসি। (বিষমং কৃতম্ অনেন যৎ তদা আর্যপুত্রস্য প্রত্যয়কালে দুর্লভম্ আসীৎ।)

রাজা — তেন হ্যতুসমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম্।

শকুন্তলা — ণ সে বিস্সসামি। অজ্জউত্তো এব্ব ণং ধারেদু। (ন অস্য বিশ্বসিমি। আর্যপুত্র এব এতৎ ধারয়তু।)

(ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ)

মাতলিঃ — দিষ্ট্যা ধর্মপত্নীসমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চায়ুষ্মান্ বর্ধতে।

রাজা — অভূৎ সংপাদিতস্বাদুফলো মে মনোরথঃ। মাতলে, ন খলু বিদিতোঽয়মাখণ্ডলেন বৃত্তান্তঃ স্যাৎ।

মাতলিঃ — (সস্মিতম্) কিমীশ্বরাণাং পরোক্ষম্। এত্বায়ুষ্মান্। ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনং বিতরতি।

রাজা — শকুন্তলে, অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ। ত্বাং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

শকুন্তলা — হিরিআমি অজ্জউত্তেণ সহ গুরুসমীবং গন্তুং। (জিহ্রেমি আর্যপুত্রেণ সহ গুরুসমীপে গন্তুম্।)

রাজা — অপ্যাচরিতব্যমভ্যুদয়কালেষু। এহ্যেহি।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

বিসন্ধি—অস্মাৎ + অঙ্গুলীয়োপলম্ভাৎ। স্মৃতিঃ + উপলব্ধা। হি + ঋতুসমবায়চিহ্নম্। চ + আয়ুষ্মান্। বিদিতঃ + অয়ম্ + আখণ্ডলেন। কিম্ + ঈশ্বরাণাম্। এতু + আয়ুষ্মান্। মারীচঃ + তে। দ্রষ্টুম্ + ইচ্ছামি। অপি + আচরিতব্যম্ + অভ্যুদয়কালেষু। এহি + এহি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [নামমুদ্রাং দৃষ্ট্বা — আংটি দেখতে পেয়ে, রাজার আঙ্গুলে নিজের নাম খোদাই করা সেই আংটি দেখতে পেয়ে] আর্যপুত্র, ইদং তে অঙ্গুলীয়কম্ (আর্যপুত্র, এই তো আপনার সেই আংটি)। রাজা — অস্মাৎ অঙ্গুলীয়োপলম্ভাৎ খলু (এই আংটি পাওয়ার পরেই) স্মৃতিঃ উপলব্ধা (আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে)। শকুন্তলা — আর্যপুত্রস্য প্রত্যয়কালে (আর্যপুত্রের বিশ্বাস উৎপাদনের সময়) বিষমং কৃতম্ অনেন (এই আংটিই বিষম অনর্থ ঘটিয়েছিল) যৎ তদা দুর্লভম্ আসীৎ (কেননা তখন এটাকে আর পাওয়া যায়নি।)। রাজা — তেন হি (তাহলে) ঋতুসমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাম্ লতাকুসুমম্ (ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্নস্বরূপ এই কুসুম ধারণ কর)। শকুন্তলা — ন অস্য বিশ্বসিমি (এই আংটিকে আমি আর বিশ্বাস করি না)। আর্যপুত্র এব এতৎ ধারয়তু (আর্যপুত্রই এটা ধারণ করুন)। [ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ — তারপর মাতলি প্রবেশ করলেন]। মাতলিঃ — দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) ধর্মপত্নীসমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চ (ধর্মপত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং পুত্রমুখ দর্শন ক'রে) আয়ুষ্মান্ বর্ধতে (আপনার মঙ্গল হ'ল) রাজা — অভূৎ সংপাদিতস্বাদুফলো মে মনোরথঃ (আমার মনোবাসনার খুবই মনোরম পরিণতি ঘটল)। মাতলে (মাতলি), অয়ং বৃত্তান্তঃ (এই ঘটনা) আখণ্ডলেন ন খলু বিদিতঃ স্যাৎ (ইন্দ্র বোধহয় জানতে পারেননি)। মাতলিঃ — [সস্মিতম্ — একটু হেসে] কিম্ ঈশ্বরাণাং পরোক্ষম্ (ঈশ্বরের কিছুই অজানা থাকে না)। এতু আয়ুষ্মান্ (আপনি আসুন)। ভগবান্ মারীচঃ (ভগবান্ মারীচ) তে দর্শনং বিতরতি (আপনার সঙ্গে দেখা করবেন)। রাজা — শকুন্তলে, অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ (শকুন্তলা, তুমি পুত্রকে কোলে নাও)। ত্বাং পুরস্কৃত্য (তোমাকে সামনে রেখে) ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি (ভগবান মারীচের সঙ্গে দেখা করব)। শকুন্তলা — আর্যপুত্রেণ সহ (আর্যপুত্রের সঙ্গে) গুরুসমীপে গন্তুং জিহ্রেমি (গুরুজনের সামনে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে)। রাজা — অপি আচরিতব্যম্ অভ্যুদয়কালেষু (অভ্যুদয়ের সময় এরকমই আচরণ করতে হয়)। এহি এহি (তাড়াতাড়ি চল)। [সর্বে পরিক্রামন্তি — সবাই এগিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (রাজার আঙ্গুলে নাম-খোদিত সেই আংটি দেখতে পেয়ে) আর্যপুত্র, এইতো আপনার সেই আংটি।

রাজা — এই আংটি পাওয়ার পরেই আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।

শকুন্তলা — আর্যপুত্রের বিশ্বাস উৎপাদনের সময় এই আংটিই বিষম অনর্থ ঘটিয়েছিল। কেননা, তখন এটাকে আর পাওয়া যায়নি।

রাজা — তাহলে ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্নস্বরূপ এই কুসুম ধারণ কর।

শকুন্তলা — এই আংটিকে আর আমি বিশ্বাস করি না। আর্যপুত্রই এটা ধারণ করুন।

(তারপর মাতলি প্রবেশ করলেন)

মাতলি — সৌভাগ্যবশতঃ ধর্মপত্নীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে এবং পুত্রমুখ দর্শন ক'রে আপনার মঙ্গল হ'ল।

রাজা — আমার মনোবাসনার মধুর পরিণতি ঘটল। মাতলি, এই ঘটনা ইন্দ্র বোধ হয় জানতে পারেননি।

মাতলি — (একটু হেসে) ঈশ্বরের কিছুই অজানা থাকে না। আপনি আসুন। ভগবান্ মারীচ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

রাজা — শকুন্তলা, তুমি পুত্রকে কোলে নাও। তোমাকে সামনে রেখে ভগবান মারীচের সঙ্গে দেখা করব।

শকুন্তলা — আর্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনের সামনে যেতে লজ্জা পাচ্ছি।

রাজা — অভ্যুদয়ের সময় এরকমই আচরণ করতে হয়। তাড়াতাড়ি চল।

(সবাই এগিয়ে গেলেন)

রাঘবভট্ট—আর্যপুত্র, ইদং তেঽঙ্গুলীয়কম্। অঙ্গুলীয়স্যোপলম্ভঃ প্রাপ্তিস্তস্মাৎ। বিষমং কৃতমনেন যত্তদার্যপুত্রস্য প্রত্যয়কালে দুর্লভমাসীৎ। তেন কারণেন হি নিশ্চিতং লতা কর্ত্রী ঋতোঃ সমবায়ঃ সংবন্ধস্তস্য চিহ্নং কুসুমং প্রতিপদ্যতাম্। অত্র ত্বয়াঙ্গুলীয়কং ধারণীয়মিতি প্রস্তুতে যল্লতাকুসুমবৃত্তান্তোঽন্যোঽপ্রস্তুত উক্তঃ। সাদৃশ্যেন সাঽপ্রস্তুতপ্রশংসা। নাস্য বিশ্বসিমি। আর্যপুত্র এবৈতদ্ধারয়তু। 'রাজা — প্রিয়ে, স্মৃতিভিন্ন' ইত্যাদিনৈতদন্তেন পরিভাষণং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'মিথঃ সংজল্পনং যৎ স্যাত্তদাহুঃ পরিভাষণম্' ইতি। 'ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ'ইত্যাদিনা গ্রথনং নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — উপক্ষেপস্তু কার্যাণাং গ্রথনং পরিকীর্তিতম্' ইতি। 'রাজা — অভূৎ সংপাদিতস্বাদুফলো মে মনোরথঃ' ইত্যনেন প্রহর্ষনামা নাট্যলংকার উপক্ষিপ্তঃ। তল্লক্ষণং তু — 'প্রহর্ষঃ প্রমদাদ্বাক্যম্' ইতি। লজ্জাম্যার্যপুত্রেণ সহ গুরুসমীপং গন্তুম্। অভ্যুদয়কালেষু মঙ্গলোৎসবাদি-সময়েষ্বিদমাচরিতব্যমেব।

সুষমা—[১] পরোক্ষম্ — অক্ষ্ণোঃ পরম্ (অব্যয়ীভাব)। 'প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ' এই সূত্রে সমাসান্ত টচ্। 'পরোক্ষে লিট্' — এই জ্ঞাপক প্রয়োগে ও-কার নিপাতনে সিদ্ধ।

অধ্যাপনা—শকুন্তলার অঙ্গুরীয়কে অবিশ্বাস দুষ্যন্তের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের এবং সারল্যের প্রমাণ। আর্যপুত্র দুষ্যন্তের সঙ্গে গুরুজনের সামনে যেতে শকুন্তলার নারীসুলভ লজ্জা এবং স্নিগ্ধতা লক্ষণীয়।

[৭.৩০]

(ততঃ প্রবিশত্যদিত্যা সার্ধমাসনস্থো মারীচঃ)

মারীচঃ — (রাজানমবলোক্য) দাক্ষায়ণি,

পুত্রস্য তে রণশিরস্যয়মগ্রযায়ী
দুষ্যন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য ভর্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্তিতকর্ম জাতং
তৎ কোটিমৎ কুলিশমাভরণং মঘোনঃ ॥ ২৬ ॥

অদিতিঃ — সংভাবণীআণুভাবা সে আকিদী। (সংভাবনীয়া অস্য আকৃতিঃ।)

বিসন্ধি—প্রবিশতি + অদিত্যা। সার্ধম্ + আসনস্থঃ। রাজানম্ + অবলোক্য। রণশিরসি + অয়ম্ + অগ্রযায়ী। ইতি + অভিহিতঃ। কুলিশম্ + আভরণম্।

অন্বয়—অয়ং দুষ্যন্তঃ ইতি অভিহিতঃ ভুবনস্য ভর্তা পুত্রস্য তে রণশিরসি অগ্রযায়ী। যস্য চাপেন বিনিবর্তিতকর্ম (সৎ) কোটিমৎ তৎ কুলিশং মঘোনঃ আভরণং জাতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—[ততঃ — তারপর, অদিত্যা সার্ধম্ — অদিতির সঙ্গে, আসনস্থঃ মারীচঃ প্রবিশতি — আসনে উপবিষ্ট মারীচ প্রবেশ ক'রলেন।] মারীচঃ — [রাজানম্ অবলোক্য — রাজাকে দেখে] দাক্ষায়ণি (শোন' দাক্ষায়ণী), অয়ং দুষ্যন্ত ইতি অভিহিতঃ (এঁর নাম দুষ্যন্ত), ভুবনস্য ভর্তা (ইনি পৃথিবীর পালনকর্তা), পুত্রস্য তে রণশিরসি অগ্রযায়ী (তোমার পুত্র ইন্দ্রের যুদ্ধবিগ্রহে ইনিই সম্মুখভাগে থাকেন)। যস্য চাপেন (এঁর ধনুকের প্রভাবে) কোটিমৎ তৎ কুলিশং (তীক্ষ্ণাগ্রযুক্ত ইন্দ্রের বজ্রের) বিনিবর্তিতকর্ম সৎ (আর কোন কাজ না থাকায়) মঘোনঃ আভরণং জাতম্ (তা এখন ইন্দ্রের অলঙ্কার হিসাবে গণ্য হচ্ছে)। অদিতিঃ — সংভাবনীয়া অস্য আকৃতিঃ (এঁর চেহারা দেখেই তেজের অনুমান করা চলে)।

বঙ্গানুবাদ— (তারপর অদিতির সঙ্গে আসনে উপবিষ্ট মারীচ প্রবেশ করলেন)

মারীচ — (রাজাকে দেখে) শোন' দাক্ষায়ণী,

এঁর নাম দুষ্যন্ত — ইনি পৃথিবীর পালনকর্তা। তোমার পুত্র ইন্দ্রের যুদ্ধবিগ্রহে ইনিই সম্মুখভাগে থাকেন। এঁর ধনুকের প্রভাবে তীক্ষ্ণাগ্রযুক্ত ইন্দ্রের বজ্রের আর কোন কাজ না থাকায় তা এখন (ইন্দ্রের) অলঙ্কার হিসাবে গণ্য হচ্ছে।

অদিতি — এঁর চেহারা দেখেই তেজের অনুমান করা চলে।

রাঘবভট্ট—দাক্ষায়ণি দক্ষপুত্রি। পুত্রস্যেতি। অয়ং দুষ্যন্ত ইত্যভিহিতঃ। ইতিনা পরামর্শাচ্ছব্দপরো নির্দেশঃ। তেন দুষ্যন্তনামধেয়ক ইত্যর্থঃ। ভুবনস্য ভর্তা ভূমণ্ডলস্য পালকঃ। তে তব পুত্রস্যেন্দ্রস্য রণশিরস্যগ্রযায্যগ্রেসরঃ। ইদমেব বিধেয়ম্। যস্য চাপেন ধনুষা বিনিবর্তিতকর্ম সমাপিতকার্যং কোটিমদিত্যকুণ্ঠকোটিমদিত্যর্থঃ। তেন যুদ্ধক্ষমত্বং ধ্বন্যতে। এতাদৃগপি মঘোনঃ কুলিশং বজ্রমাভরণং জাতম্। বীর্যলক্ষণস্য বস্তুনোঽতিশয়িতত্বেন বর্ণনাদুদাত্তং রূপকং চ। সাস্যেতি যযযাযীতি ছেক-বৃত্তানুপ্রাসৌ চ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্। সংভাবনীয়ানুভাবাঽস্যাকৃতিঃ। সংভাবনীয়োঽনুভাবঃ প্রভাবো যস্যাঃ সা।

সুষমা—[১] দাক্ষায়ণি — দক্ষস্য অপত্যং স্ত্রী ইতি ফিঞ্। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্। পূর্বে ব্যাখ্যাত।

[২] বিনিবর্তিতকর্ম — বিনিবর্তিতং কর্ম যস্য তৎ (বহুব্রী)। [৩] 'বিনিবর্তিতকর্ম' আভরণত্বের হেতু। সুতরাং কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। দুষ্যন্তের বীর্যের অতিশয়িতবর্ণনে উদাত্ত অলঙ্কার। দুষ্যন্তের চাপ ইন্দ্রের বজ্রের কাজ করছে এই বর্ণনায় পর্যায়োক্ত। তাছাড়া রূপক ('আভরণম্')। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৪] বসন্ততিলক ছন্দ।

[৭.৩১]

মাতলিঃ — আয়ুষ্মন্, এতৌ পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরাবায়ুষ্মন্তমবলোকয়তঃ। তাবুপসর্প।

রাজা — মাতলে, এতৌ —

প্রাহুর্দ্বাদশধা স্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং
ভর্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদ্যজ্ঞভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং
দ্বন্দ্বং দক্ষমরীচিসংভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্ ॥ ২৭ ॥

মাতলিঃ — অথ কিম্।

বিসন্ধি—পিতরৌ + আয়ুষ্মন্তম্ + অবলোকয়তঃ। তৌ + উপসর্প। প্রাহুঃ + দ্বাদশধা। যৎ + যজ্ঞভাগেশ্বরম্। যস্মিন্ + আত্মভবঃ। পরঃ + অপি। পুরুষঃ + চক্রে। ভবায় + আস্পদম্। ... সংভবম্ + ইদম্। স্রষ্টুঃ + একান্তরম্।

অন্বয়—ইদং তৎ দক্ষমরীচিসম্ভবং স্রষ্টুঃ একান্তরং দ্বন্দ্বং যৎ মুনয়ঃ দ্বাদশধা স্থিতস্য তেজসঃ কারণং প্রাহুঃ, যৎ ভুবনত্রয়স্য ভর্তারং যজ্ঞভাগেশ্বরং সুষুবে ; যস্মিন্ আত্মভবঃ পরঃ পুরুষঃ অপি ভবায় আস্পদং চক্রে।

বাংলা প্রতিশব্দ—মাতলিঃ — আয়ুষ্মন্ (আয়ুষ্মন্ দেখুন), এতৌ দিবৌকসাং পিতরৌ (স্বর্গবাসী দেবতাদের পিতা-মাতা) পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা (পুত্রের প্রতি স্নেহ-ঝরা দৃষ্টিতে) আয়ুষ্মন্তম্ অবলোকয়তঃ (আপনাকে দেখছেন)। তৌ উপসর্প (তাঁদের কাছে চলুন)। রাজা — মাতলে (মাতলি), এতৌ (এঁরা হলেন) — ইদং তৎ দক্ষমরীচিসম্ভবং স্রষ্টুঃ একান্তরং দ্বন্দ্বম্ (ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি এবং ব্রহ্মার পুত্র মরীচির পুত্র এই কশ্যপ — এঁরা দুজন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে মাত্র এক পুরুষ দূরে)। যৎ মুনয়ঃ দ্বাদশধা স্থিতস্য তেজসঃ কারণং প্রাহুঃ (মুনিরা এঁদেরকেই দ্বাদশ আদিত্যের কারণ বলে থাকেন)। যৎ ভুবনত্রয়স্য ভর্তারং যজ্ঞভাগেশ্বরং সুষুবে (ত্রিভুবনের পালক দেবরাজ ইন্দ্র এঁদের সন্তান) ; যস্মিন্ আত্মভবঃ পরঃ পুরুষঃ অপি ভবায় আস্পদং চক্রে (স্বয়ম্ভু বিষ্ণুও এঁদের আশ্রয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন)। মাতলিঃ — অথ কিম্ (যথার্থই বটে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি — আয়ুষ্মান্ দেখুন, স্বর্গবাসী দেবতাদের পিতা-মাতা পুত্রের দিকে স্নেহ-ঝরা দৃষ্টিতে আপনাকে দেখছেন। তাঁদের কাছে চলুন।

রাজা — মাতলি, এঁরা হলেন —

(ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি) দক্ষের কন্যা অদিতি এবং (ব্রহ্মার পুত্র) মরীচির পুত্র এই কশ্যপ — ব্রহ্মা থেকে মাত্র এক পুরুষ ব্যবধানে এঁরা আছেন। মুনিরা এঁদেরকেই দ্বাদশ আদিত্যের কারণ বলে থাকেন। ত্রিভুবনের পালক দেবরাজ ইন্দ্র এঁদের সন্তান এবং স্বয়ম্ভু বিষ্ণুও এঁদের আশ্রয়ে থেকেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন।

মাতলি — যথার্থই বটে।

রাঘবভট্ট—পুত্রপ্রীতিপিশুনেন পুত্রস্নেহসূচকেন। 'পিশুনৌ খলসূচকৌ' ইত্যমরঃ। ইন্দ্রোঽনয়োঃ পুত্রস্তস্য ইত্যর্থঃ। দিবৌকসাং দেবানাং পিতরাবদিতিকশ্যপৌ। প্রাহুরিতি। মুনয়ো ব্যাসাদয়ঃ। ইত্যনেনৈষাং বিপ্রলম্ভকরণাপাটবাদিরাহিত্যং ধ্বন্যতে। তেন চ তদুক্তে-র্বেদানুমানেন প্রামাণ্যম্। দ্বাদশধা স্থিতস্য দ্বাদশসু মাসেষু দ্বাদশমূর্তিধরস্য তেজসঃ সূর্যস্য যৎ কারণং নিদানমামনন্তি। জগৎপ্রদীপস্য বিশ্বাশেষক্রিয়াকলাপকারণ-ভূতস্যোৎপাদকত্বেন তেজোরাশিত্বং ধ্বনিতম্। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে —তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি। অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ ॥ বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশু-র্ভগশ্চাদিতিজ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্বমাসে যে তুষিতাঃ সুরাঃ। বৈবস্বতেঽন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥' ইতি। অথবা দ্বাদশধা স্থিতস্য দ্বাদশকলাত্মকস্য। তদুক্তমাচার্যৈঃ — 'তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচির্জ্বালিনী রুচিঃ। সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ কভাদ্যা বসুধা সৌর্যা ঠভান্তা দ্বাদশেরিতাঃ' ইতি। ভুবনত্রয়স্য ভূর্ভুবঃস্বর্লক্ষণস্য ভর্তারং পোষকত্বেন ধারণসমর্থম্। স্বামিনমিতি যাবৎ। যজ্ঞস্য ভাগো বিদ্যতে যেষাং তে যজ্ঞভাগা দেবাস্তেষামীশ্বরম্। ইন্দ্রমিত্যর্থঃ। সুষুবে জনয়ামাস। যজ্ঞভাগেশ্বরম্, ন সুরেশ্বরম্, ন ভুবনস্য ভর্তারম্ অপি তু ত্রয়স্যেতি। তস্যোৎকর্ষং বদতা পাদসমুদায়েন তদুৎপাদকত্বাৎ তস্য কোঽপ্যতিশয়ো ধ্বনিতঃ। যস্মিন্ দ্বন্দ্বে আত্মনা ভবতী-ত্যাত্মভবঃ স্বয়ংভূঃ পরঃ পুরুষো বিষ্ণুর্ভবায় জন্মন আস্পদং স্থানং চক্রে। বিষ্ণুপুরাণে — 'মন্বন্তরে চ সংপ্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজ। বামনঃ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরদিত্যাং সংবভূব হ ॥' ইতি। ইদং চ দ্বন্দ্বং মিথুনম্। দক্ষঃ প্রজাপতিস্তৎসংভবাদিতিঃ। মরীচিসংভবঃ কশ্যপঃ। অতএব স্রষ্টুর্ব্রহ্মণ একো মরীচ্যাদিরন্তরং যস্য সঃ। অনেন ব্রহ্মতুল্যত্বং ধ্বনিতম্। 'অঙ্গভূতমহাপুরুষ-চরিতবর্ণনমুদাত্তম্' ইতি তল্লক্ষণাদত্র পাদত্রয়ে মালোদাত্তালংকারঃ। আত্মভবো ভবায়েতি বিরোধাভাসোঽপি। ভবোভবেতি দ্বন্দ্বেতি ছেকানুপ্রাসবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। যজ্ঞভাগেশ্বরমিতি বিশেষ্যম্। পরঃ পুরুষ ইতি বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গো ন শঙ্কনীয়ঃ। সমুদায়েন সংজ্ঞিপ্রতি-পাদকত্বমবয়বার্থেন চ ব্যঞ্জকত্বং কপালিপদবন্ন বিরুদ্ধম্। কারণং সুষুবে ভবায়াস্পদং চক্র ইতি পর্যায়েরেকস্যৈবার্থস্য গ্রহণাদর্থাবৃত্তিরলংকারঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে — 'অথান্যান্মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ। ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা। মরীচিং দক্ষমত্রিং চ মানসান্' ইতি। তথা 'ভৃগোঃ খ্যাতির্ভবেৎ সত্যং সংসৃতিশ্চ মরীচয়ঃ' ইতি। তথা 'ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা দারিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্। দদৌ স

দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥' ইতি। তথা 'মারীচাঃ কশ্যপাজ্জাতাস্তে দৈত্যা দক্ষকন্যয়োঃ' ইতি। ইয়ং চ সৃষ্টির্বৈবস্বতমন্বন্তরে। নন্বয়ং প্রাচেতসঃ পৃথুবংশসমুদ্ভবো দক্ষস্তস্য স্রষ্টুরেকান্তরত্বং কথমিতি চেদুচ্যতে — 'স এব দক্ষস্তত্রত্যঃ' ইত্যদোষঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্ — 'দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ। জজ্ঞে দক্ষো মহাভাগো যঃ পূর্বং ব্রহ্মণোঽভবৎ ॥' ইতি।

সুষমা—[১] দ্বাদশধা — 'সংখ্যায়া বিধাঽর্থে ধা' সূত্রে ধা প্রত্যয়। দ্বাদশ আদিত্য অথবা আদিত্যের দ্বাদশ কলা। দ্রষ্টব্য — অর্থদ্যোতনিকা। [২] যজ্ঞভাগেশ্বরম্ — যজ্ঞস্য ভাগঃ (ষষ্ঠী তৎ)। সঃ অস্তি এষাম্ ইতি যজ্ঞভাগ + অচ্ মত্বর্থে = যজ্ঞভাগাঃ। তেষাম্ ঈশ্বরঃ (ষষ্ঠী তৎ)। [৩] আত্মভবঃ — আত্মনঃ ভবঃ জন্ম যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৪] পুরোঽপি পুরুষঃ — কালিদাস এখানে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। শিবের প্রতি কালিদাসের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং তুলনামূলকভাবে অধিক পক্ষপাত (বিভিন্ন কাব্যনাটকে অন্ততঃ উল্লেখের সংখ্যাধিক্যে) থাকলেও তিনি যে ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এটা তার প্রমাণ বলে বিবেচিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠ অঙ্কের 'শহজে —' ইত্যাদি শ্লোকের 'অধ্যাপনা' দ্রষ্টব্য। [৫] ভবায় — ভূ + অচ্ কর্তরি। তস্মৈ। তাদর্থ্যে চতুর্থী। [৬] আস্পদম্ — আ সমন্তাৎ পদ্যতে অস্মিন্ ইতি আ — পদ্ + ঘ অধিকরণে। [৭] দ্বন্দ্বম্ — দ্বয়ম্ অভিব্যজ্যতে ইতি দ্বি দ্বি = দ্বন্দ্বম্। 'দ্বন্দ্বং রহস্যমর্যাদাবচনব্যুৎক্রমণযজ্ঞপাত্রপ্রয়োগোঽভিব্যক্তিষু' সূত্রে নিপাতনে সিদ্ধ। "দ্বি-শব্দস্য দ্বির্বচনং পূর্বপদস্য অম্ভাবো অত্বঞ্চোত্তরপদস্য নিপাত্যতে" — বৃত্তি। [৮] স্রষ্টুরেকান্তরম্ — স্রষ্টা = ব্রহ্মা। তাঁর পুত্র দক্ষ। তাঁর কন্যা অদিতি। আবার ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। তাঁর পুত্র কশ্যপ। সুতরাং অদিতি এবং কশ্যপের (দ্বন্দ্ব) স্রষ্টার সঙ্গে ব্যবধান এক পুরুষের। [৯] উদাত্ত অলঙ্কার। তাছাড়া বিরোধভাস ('আত্মভবঃ' 'ভবায়'), ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [১০] শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

অধ্যাপনা—'আত্মভবঃ' — এর পাঠান্তর 'আত্মভুবঃ' (আত্মভু অর্থাৎ ব্রহ্মা। পঞ্চমীর একবচন)। বিষ্ণু 'আত্মভব' — এরকম প্রসিদ্ধ নয়। বরং ব্রহ্মাই আত্মভু হিসাবে প্রসিদ্ধ। (দ্রঃ গজেন্দ্রগদ্‌কর — পৃঃ ৫২৫)। তবে অধিকাংশ গ্রন্থে 'আত্মভব' পাঠই আছে।

কশ্যপ এবং অদিতি উভয়ের পিতামহ ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। তাঁর পুত্র কশ্যপ। অপর পুত্র দক্ষের কন্যা অদিতি। এমতাবস্থায় কশ্যপ — অদিতি, খুল্লতাত ভ্রাতাভগিনী। এই পারস্পরিক সম্পর্কে বিবাহ হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে, মনুষ্যলোকের মানদণ্ড দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ধরতে হবে। অথবা তৎকালে প্রচলিত ছিল কিনা বিবেচনার বিষয়।

[৭.৩২]

➡ রাজা — (উপগম্য) উভাভ্যামপি বাসবানুযোজ্যো দুষ্যন্তঃ প্রণমতি।

মারীচঃ — বৎস, চিরং জীব। পৃথিবীং পালয়।

অদিতিঃ — বচ্ছ, অপ্পডিরহো হোহি। (বৎস, অপ্রতিরথঃ ভব।)

শকুন্তলা — দারঅসহিদা বো পাদবন্দণং করেমি। (দারকসহিতা বাং পাদবন্দনং করোমি।)

মারীচঃ — বৎসে,

আখণ্ডলসমো ভর্তা জয়ন্তপ্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমীসদৃশী ভব ॥ ২৮ ॥

অদিতিঃ — জাদে, ভত্তুণো অভিমদা হোহি। অবস্সং দীহাউ বচ্ছও উহঅকুলণন্দণো হোদু। উববিসহ। (জাতে, ভর্তুঃ অভিমতা ভব। অবশ্যং দীর্ঘায়ুঃ বৎসক উভয়কুলনন্দনঃ ভবতু। উপবিশত।)

(সর্বে প্রজাপতিমভিত উপবিশন্তি)

বিসন্ধি—উভাভ্যাম্ + অপি। আশীঃ + অন্যা। প্রজাপতিম্ + অভিতঃ।

অন্বয়—ভর্তা আখণ্ডলসমঃ, সুতঃ জয়ন্তপ্রতিমঃ। অন্যা আশীঃ ন তে যোজ্যা — পৌলোমীসদৃশী ভব।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — [উপগম্য — কাছে গিয়ে] উভাভ্যাম্ অপি (আপনাদের দুজনকেই) বাসবানুযোজ্যঃ দুষ্যন্তঃ (বাসবের আজ্ঞাবহ দুষ্যন্ত) প্রণমতি (প্রণাম করছে)। মারীচঃ — বৎস, চিরং জীব (বৎস, চিরজীবী হও)। পৃথিবীং পালয় (পৃথিবী পালন কর)। অদিতিঃ — বৎস, অপ্রতিরথঃ ভব (বৎস, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও) শকুন্তলা — দারকসহিতা বাং পাদবন্দনং করোমি (পুত্রের সঙ্গে আমি আপনাদের চরণ-বন্দনা করছি)। মারীচঃ — বৎসে (বৎসে), ভর্তা আখণ্ডলসমঃ (তোমার স্বামী ইন্দ্রের মত প্রতাপশালী), সুতঃ জয়ন্তপ্রতিমঃ (তোমার পুত্র জয়ন্তের মত)। অন্যা আশীঃ তে ন যোজ্যা (অন্য কোন' আশীর্বাদ তোমার জন্য প্রযোজ্য নয়) — পৌলোমীসদৃশী ভব (শুধু বলি ইন্দ্রপত্নী শচীর মত হও)। অদিতিঃ — জাতে (বৎসে), ভর্তুঃ অভিমতা ভব (স্বামীর মনের মত হও)। অবশ্যং দীর্ঘায়ুঃ বৎসকঃ উভয়কুলনন্দনঃ ভবতু (তোমার পুত্র দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে তোমাদের দুই কুলেরই আনন্দ বর্ধন করুক)। উপবিশত (তোমরা বসো)। [সর্বে প্রজাপতিমভিত উপবিশন্তি — সকলে প্রজাপতি মারীচকে ঘিরে বসলেন।]

বঙ্গানুবাদ—রাজা — (কাছে গিয়ে) আপনাদের দুজনকেই বাসবের আজ্ঞাবহ দুষ্যন্ত প্রমাণ করছে।

মারীচ — বৎস, চিরজীবী হও। পৃথিবী পালন কর।

অদিতি — বৎস, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও।

শকুন্তলা — পুত্রের সঙ্গে আমি আপনাদের চরণ বন্দনা করছি।

মারীচ — বৎসে,

তোমার স্বামী ইন্দ্রের মত প্রতাপশালী ; তোমার পুত্র জয়ন্তের মত। সুতরাং অন্য কোন' আশীর্বাদ তোমার জন্য প্রযোজ্য নয়। — শুধু বলি তুমি ইন্দ্রের পত্নী শচীর মত হও।

অদিতি — বৎসে, স্বামীর মনের মত হও। তোমার পুত্র দীর্ঘজীবন লাভ করে তোমাদের দুই কুলেরই আনন্দ বর্ধন করুক। তোমরা বসো।

(সকলে প্রজাপতিকে ঘিরে বসলেন)

রাঘবভট্ট—অপ্রতিরথো ভব। দারকসহিতা বালকযুতা বাং যুষ্মাকং পাদবন্দনং করোমি। আখণ্ডলেতি। তে তব ভর্তাখণ্ডলস্য সম ইন্দ্রতুল্যঃ। সুতো জয়ন্তপ্রতিম ইন্দ্রপুত্রতুল্যঃ। অতঃ কারণাৎ তে তবান্যাশীর্যোগ্যা ন। তৃতীয়চরণার্থে পূর্বার্ধং হেতুত্বেন যোজ্যম্। পৌলোম্যাঃ শচ্যাঃ সদৃশী ভবেতীয়মেব যুক্তাশীরিত্যর্থঃ। কাব্যলিঙ্গোপমে অনুপ্রাসশ্চ। জাতে ভর্তুরভিমতা ভব। অবশ্যং দীর্ঘায়ুর্বৎস উভয়কুলনন্দনো ভবতু। উপবিশত।

সুষমা—[১] উভাভ্যাম্ — তুমর্থে কর্মণি চতুর্থী। উভে অনুকূলয়িতুম্ — এই অর্থ। সূত্র — 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ'। [২] জয়ন্তপ্রতিমঃ — জয়ন্তেন তুল্যঃ (অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস)। [৩] পৌলোমীসদৃশী — পৌলোম্যা সদৃশী (তৃতীয়া তৎ)। ইন্দ্রপত্নী শচীর মত অবৈধব্যের ইঙ্গিত। [৪] কাব্যলিঙ্গ, উপমা এবং অনুপ্রাস অলঙ্কার। [৫] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৭.৩৩]

→ মারীচঃ — (একৈকং নির্দিশন্)

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ ২৯ ॥

বিসন্ধি—সৎ + অপত্যম্ + ইদম্। বিধিঃ + চ + ইতি।

অন্বয়—দিষ্ট্যা সাধ্বী শকুন্তলা, সৎ অপত্যম্, ভবান্ ইতি শ্রদ্ধা, বিত্তং, বিধিশ্চ তৎ ত্রিতয়ং সমাগতম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—মারীচঃ — [একৈকং নির্দিশন্ — প্রত্যেককে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ ক'রে] দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) সাধ্বী শকুন্তলা (সাধ্বী শকুন্তলা) সৎ অপত্যম্ (পবিত্র সন্তান) ভবান্ (এবং আপনি দুষ্যন্ত) — ইতি (আপনাদের এই তিনের মিলনে) শ্রদ্ধা, বিত্তং, বিধিশ্চ (শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধি) তৎ ত্রিতয়ং সমাগতম্ (এই তিনের একসঙ্গে মিলন ঘটেছে)।

বঙ্গানুবাদ—মারীচ — (প্রত্যেককে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ ক'রে)

সৌভাগ্যক্রমে সাধ্বী শকুন্তলা, পবিত্র সন্তান এবং আপনি দুষ্যন্ত — এই তিনজন একসঙ্গে মিলেছেন। (মনে হচ্ছে) শ্রদ্ধা, বিত্ত আর বিধি — এই তিনের একসঙ্গে মিলন ঘটল।

রাঘবভট্ট—দিষ্ট্যেতি। সাধ্বী শকুন্তলা। ইদং সদপত্যম্। ভবানিত্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যম্।

তেন তত্তদ্‌গুণগরিষ্ঠো ভবানিত্যনেন বিশেষণপ্রক্রমভঙ্গঃ পরিহৃতঃ। শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং সমাগতং তদ্দিষ্ট্যেতি সংবন্ধঃ। নিদর্শনা। শ্রদ্ধাদিভিরৌপম্যস্য কল্পিতত্বাৎ। 'ত্রিতয়ং বঃ সমাগতম্' ইতি পাঠ একৈকং নির্দিশন্নিতি যোজনা। তেনাভিরূপসমাগমাৎ সমালংকারঃ। ত্রিতয়পদেন সমাগমং প্রতি প্রত্যেকং কর্তৃত্বং বোধয়তা স্ত্রীবালাবিত্যনয়োরবজ্ঞা ন কার্যেতি ভাবঃ।

সুষমা—[১] দিষ্ট্যা — অব্যয়। [২] ত্রিতয়ম্ — ত্র্যবয়বং বস্তু ইতি ত্রি + তয়প্। [৩] নিদর্শনা অলঙ্কার। শকুন্তলা, অপত্য, দুষ্যন্তের ক্রমানুসারে শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধির উল্লেখে যথাসংখ্য। [৪] অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

[৭.৩৪]

রাজা — ভগবন্ প্রাগভিপ্রেতসিদ্ধিঃ। পশ্চাদ্দর্শনম্। অতোঽপূর্বঃ খলু বোঽনুগ্রহঃ। কুতঃ —

উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রম-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সংপদঃ ॥ ৩০ ॥

মাতলিঃ — এবং বিধাতারঃ প্রসীদন্তি।

বিসন্ধি—প্রাক্ + অভিপ্রেতসিদ্ধিঃ। পশ্চাৎ + দর্শনম্। অতঃ + অপূর্বঃ। বঃ + অনুগ্রহঃ। ... নৈমিত্তিকয়োঃ + অয়ম্। ক্রমঃ + তব। পুরঃ + তু।

অন্বয়—পূর্বং কুসুমম্ উদেতি, ততঃ ফলম্ ; ঘনোদয়ঃ প্রাক্, পয়ঃ তদনন্তরম্। অয়ং নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োঃ ক্রমঃ — তব তু প্রসাদস্য পুরঃ সংপদঃ (জায়ন্তে)।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — ভগবন্, প্রাক্ অভিপ্রেতসিদ্ধিঃ (ভগবান্, আগে আমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ল)। পশ্চাৎ দর্শনম্ (তারপরে আপনার দর্শনলাভ হ'ল)। অতঃ অপূর্বঃ খলু বঃ অনুগ্রহঃ (সুতরাং আপনার এই অনুগ্রহ অপূর্ব বটে)। কুতঃ (কেননা), পূর্বং কুসুমম্ উদেতি (আগে ফুল ফোটে), ততঃ ফলম্ (তারপর গাছে ফল আসে)। ঘনোদয়ঃ প্রাক্ (আগে মেঘ হয়) পয়ঃ তদনন্তরম্ (তারপরে আসে বৃষ্টি)। অয়ং নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োঃ ক্রমঃ (এটাই কারণ এবং কার্যের ক্রম)। তব তু (আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু) প্রসাদস্য পুরঃ সংপদঃ (আপনার অনুগ্রহের আগেই সিদ্ধিলাভ)। মাতলিঃ — এবং বিধাতারঃ প্রসীদন্তি (বিধাতারা এভাবেই প্রসাদ বিতরণ করে থাকেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — ভগবান্, আগে আমার অভিলাষ পূর্ণ হল, তারপরে, আপনার দর্শন লাভ ঘটল। সুতরাং আপনার এই অনুগ্রহ অভিনব বটে। কেননা —

আগে (গাছে) ফুল ফোটে — তারপরে ফল আসে। আগে মেঘের উদয় — তারপরে বর্ষণ। কারণ এবং কার্যের এটাই ক্রম। আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনুগ্রহ পাবার আগেই সিদ্ধিলাভ হল।

মাতলি — বিধাতারা এভাবেই প্রসাদ বিতরণ করে থাকেন।

রাঘবভট্ট—দেবানামপি যে দেবা মহাত্মানো মহর্ষয়ঃ। ভগবন্নিতি তে বাচ্যা যাস্তেষাং যোষিতস্তথা' ॥ ইতি ভরতোক্তের্ভগবন্নিতি সংবুদ্ধিঃ। উদেতীতি। কুসুমং পূর্বমুদেতি ততঃ ফলমুদেতীত্যেব ঘনোদয়ো মেঘোদ্গমঃ প্রাগুদেতীত্যেব। তদনন্তরং পয়ো জলমুদেতীত্যেব আদিক্রিয়াদীপকম্। নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োঃ কার্যকারণয়োরয়ং পূর্বোক্তঃ ক্রমঃ প্রাকরণিকত্বেন প্রাকরণিকার্থাপাতান্মালার্থাপত্তিঃ। ব্যতিরেকমাহ — তব প্রসাদস্য পুরঃ পূর্বং সংপদ ইতি কার্যকারণবিপর্যয়াদতিশয়োক্তিঃ। মম শকুন্তলাপুত্রলাভ ইতি প্রস্তুতস্য বিশেষস্য গম্যত্বে সংপদ ইত্যপ্রস্তুতপ্রশংসা। নিমিনৈমীতি নিমিত্তনৈমিত্তীতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বংশস্থং বৃত্তম্। অনেন মধুরং নাম ভূষণমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'যৎপ্রত্যয়েন মনসা পূজ্যপূজয়িতুর্বচঃ। স্মৃতিপ্রকাশনং যত্তৎ স্মৃতং মধুরভাষণম্ ॥' ইতি। বিধাতারঃ স্রষ্টারঃ।

সুষমা—[১] 'উদেতি' ইত্যাদি শ্লোকে — তৃতীয় চরণের প্রতি শ্লোকের প্রথমার্ধের হেতুত্বে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার। বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থনে (তৃতীয় চরণ) অর্থান্তরন্যাস। কার্যকারণের বিপর্যয়ে (চতুর্থচরণ) অতিশয়োক্তি। শকুন্তলা এবং পুত্রলাভ এই প্রস্তুত বিশেষের অর্থলাভে ('সম্পদঃ' — এই অপ্রস্তুত থেকে) অপ্রস্তুতপ্রশংসা। 'তু' এই পদের দ্বারা ব্যতিরেক। তাছাড়া দীপক, ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [২] বংশস্থবিল ছন্দ।

[৭.৩৫]

➤➤ রাজা — ভগবন্, ইমামাজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্বেণ বিবাহবিধিনোপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতিশৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্নপরাদ্ধোঽস্মি তত্রভবতো যুষ্মৎগোত্রস্য কণ্বস্য। পশ্চাদঙ্গুলীয়কদর্শনাদূঢ়পূর্বাং তদ্দুহিতরমবগতোঽহম্। তচ্চিত্রমিব মে প্রতিভাতি।

যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে
তস্মিন্নপক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা ভবেৎ প্রতীতি-
স্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ ॥ ৩১ ॥

মারীচঃ — বৎস, অলমাত্মাপরাধশঙ্কয়া। সংমোহোঽপি ত্বয্যনুপপন্নঃ। শ্রূয়তাম্।

রাজা — অবহিতোঽস্মি।

মারীচঃ — যদৈবাপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাং শকুন্তলামাদায় মেনকা

দাক্ষায়ণীমুপগতা তদৈব ধ্যানাদবগতোঽস্মি দুর্বাসসঃ শাপাদিয়ং তপস্বিনী সহধর্মচারিণী ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা, নান্যথেতি। স চায়মঙ্গুলীয়কদর্শনাবসানঃ।

রাজা — (সোচ্ছ্বাসম্) এষ বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি।

বিসন্ধি—ইমাম্ + আজ্ঞাকরীম্। বিবাহবিধিনা + উপযম্য। বন্ধুভিঃ + আনীতাম্। প্রত্যাদিশন্ + অপরাদ্ধঃ + অস্মি। পশ্চাৎ + অঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ + ঊঢ়পূর্বাম্। তদ্দুহিতরম্ + অবগতঃ + অহম্। তৎ + চিত্রম্ + ইব। ন + ইতি। তস্মিন্ + অপক্রামতি। প্রতীতিঃ + তথাবিধঃ। অলম্ + আত্মাপরাধ...। সংমোহঃ + অপি। ত্বয়ি + অনুপপন্নঃ। অবহিতঃ + অস্মি। যদা + এব + অপ্সর ...। শকুন্তলাম্ + আদায়। দাক্ষায়ণীম্ + উপগতা। তদা + এব। ধ্যানাৎ + অবগতঃ + অস্মি। শাপাৎ + ইয়ম্। ন + অন্যথা + ইতি। চ + অয়ম্ + অঙ্গুলীয়ক ...। বচনীয়াৎ + মুক্তঃ + অস্মি।

অন্বয়—যথা সমক্ষরূপে গজঃ ন ইতি তস্মিন্ অপক্রামতি (সতি) সংশয়ঃ স্যাৎ, (পশ্চাৎ) তু পদানি দৃষ্ট্বা প্রতীতিঃ ভবেৎ — মনসো মে বিকারঃ তথাবিধঃ জাতঃ।

বাংলা প্রতিশব্দ—রাজা — ভগবন্ (ভগবান্), বঃ (আপনাদের) ইমাম্ আজ্ঞাকরীম্ (এই আজ্ঞাপলনকারী শকুন্তলাকে) গান্ধর্বেণ বিবাহবিধিনা উপযম্য (গান্ধর্বমতে বিবাহ করেও) কস্যচিৎ কালস্য (কিছুদিন পরে) বন্ধুভিঃ আনীতাম্ (এর আত্মীয়রা যখন নিয়ে এলেন তখন) স্মৃতিশৈথিল্যাৎ (বিস্মৃতি ঘটায়) প্রত্যাদিশন্ (একে প্রত্যাখ্যান ক'রে) তত্রভবতঃ যুষ্মৎগোত্রস্য কণ্বস্য (আপনার গোত্রের মহর্ষি কণ্বের কাছে) অপরাদ্ধঃ অস্মি (অপরাধী হয়ে আছি)। পশ্চাৎ (পরে) অঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ (আংটি ফিরে পেয়ে) ঊঢ়পূর্বাং তদ্দুহিতরম্ অবগতঃ অহম্ (এই কন্যাকে যে আগে বিবাহ করেছিলাম সে কথা মনে পড়ে)। তৎ চিত্রম্ ইব মে প্রতিভাতি (এটা আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে)। যথা (যেমন নাকি) সমক্ষরূপে গজঃ ন ইতি (একটা হাতী যখন সামনে এসে উপস্থিত হল তখন ভাবলাম এটা হাতী নয়), তস্মিন্ অপক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ (সেটা যখন চলে গেল তখন সন্দেহ উপস্থিত হল — ওটা হাতী ছিল কি)? পশ্চাৎ তু (পরে কিন্তু) পদানি দৃষ্ট্বা প্রতীতিঃ ভবেৎ (পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চিত হলাম যে ওটা হাতীই ছিল) — মনসো মে বিকারঃ তথাবিধঃ (আমার মনের বিকার ঠিক সেরকমই)। মারীচঃ — বৎস, অলম্ আত্মাপরাধশঙ্কয়া (বৎস, এব্যাপারে তুমি নিজেকে অপরাধী ভেবো না)। সংমোহঃ অপি ত্বয়ি অনুপপন্নঃ (এরকম মোহ অকারণে তোমার হতে পারে না)। শ্রূয়তাম্ (আসল ঘটনা শোন')। রাজা — অবহিতঃ অস্মি (আমি শুনছি — বলুন)। মারীচঃ — যদৈব (যখনই) অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ (অপ্সরতীর্থে অবতরণ ক'রে) প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাং শকুন্তলামাদায় (শকুন্তলার শোচনীয় অবস্থা দেখে তাকে নিয়ে) মেনকা দাক্ষায়ণীয়ম্ উপগতা (মেনকা দাক্ষায়ণীর কাছে এলে) তদৈব (তখনই) ধ্যানাৎ অবগতঃ অস্মি (আমি ধ্যানে জানতে পারলাম) দুর্বাসসঃ শাপাৎ (দুর্বাসার শাপে) ইয়ং তপস্বিনী

সহধর্মচারিণী (এই দুর্ভাগিনী সহধর্মিণীকে) ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা (তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ)। নান্যথা ইতি (অন্যথায় এরকম ঘটত না)। স চ অয়ম্ অঙ্গুলীয়কদর্শনাবসানঃ (সেই অভিশাপ এই আংটির দেখা পাওয়া মাত্রই অবসিত হয়েছে)। রাজা — [সোচ্ছ্বাসম্ — সোচ্ছ্বাসে] এষ বচনীয়াৎ মুক্তঃ অস্মি (আপনার এই কথা শুনে আমি লোকনিন্দা থেকে মুক্ত হ'লাম)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা — আপনাদের আজ্ঞাপালনকারিণী শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ ক'রেও কিছুদিন পরে এর আত্মীয়রা যখন একে নিয়ে এলেন তখন বিস্মৃতিবশতঃ একে প্রত্যাখ্যান করে আপনার গোত্রের মহর্ষি কণ্বের কাছে অপরাধী হয়ে আছি। পরে আংটি ফিরে পেয়ে এই কন্যাকে যে আগে বিবাহ করেছিলাম তা মনে পড়ে। এটা আমার কাছে বড় অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

যেমন নাকি, একটা হাতী যখন সামনে এল তখন ভাবলাম — এটা হাতী নয়। ওটা চলে যাবার পরে সন্দেহ উপস্থিত হল — ওটা হাতী ছিল কি? পরে তার পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চিত হ'লাম — ওটা হাতীই ছিল। আমার মনের বিকারও ঠিক সেই রকম হয়েছে।

মারীচ — বৎস, এব্যাপারে তুমি নিজেকে অপরাধী ভেবো না। এরকম মোহ অকারণে তোমার হ'তে পারে না। (আসল ঘটনা) শোন'।

রাজা — বলুন, আমি শুনছি।

মারীচ — যখনই অপ্সরতীর্থে অবতরণ করে শকুন্তলার শোচনীয় অবস্থা দেখে মেনকা তাকে দাক্ষায়ণীর কাছে নিয়ে এল তখনই আমি ধ্যানে জানতে পারলাম যে দুর্বাসার শাপে এই দুর্ভাগিনী সহধর্মিণীকে তুমি পরিত্যাগ করেছ'। অন্যথায় এরকম ঘটনা ঘটত না। সেই অভিশাপ এই আংটির দেখা পাওয়ার পরই অবসিত হয়েছে।

রাজা — (সোচ্ছ্বাসে) আপনার এই কথায় আমি লোকনিন্দা থেকে মুক্ত হলাম।

রাঘবভট্ট—ব আজ্ঞাকরীমিত্যনেন বিনয়োক্তিঃ। উপযম্য বিবাহ্য। স্মৃতিশৈথিল্যান্ন তত্ত্বতঃ স্মৃতেরভাবঃ। স্থায়িন্যা রতেরবিচ্ছেদাৎ প্রত্যাদিশন্নিরাকুর্বন্। তত্রভবতঃ পূজ্যস্য। যথেতি। সমক্ষরূপে গজেঽয়ং গজো ন বেতি সংশয়ঃ স্যাৎ তস্মিন্নপক্রামতি গচ্ছতি সতি পদানি ভূমৌ চরণচিহ্নানি দৃষ্ট্বা যথা প্রতীতির্নিশ্চয়বুদ্ধির্ভবতি গজ এবায়মিতি তথাবিধস্তাদৃশো মে মনসো বিকার আসীৎ। নিদর্শনানুপ্রাসশ্চ। দ্বাদশ্যুপজাতিরিন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ। অলমিতি নিষেধে। আত্মনোঽপরাধস্তচ্ছঙ্কয়ালমিতি সমন্বয়ঃ। দাক্ষায়ণীমদিতিম্। ধ্যানাদবগতং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্মিন্নিত্যবগতোঽস্মি জ্ঞানবানস্মি। 'মারীচঃ — বৎস, অলমাত্মা —' ইত্যাদিনা 'দর্শনাবসানঃ' ইত্যন্তেন নির্ণয়নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'অনুভূতার্থকথনং নির্ণয়ঃ সমুদাহৃতঃ' ইতি। বচনীয়াল্লোকাপবাদাৎ।

সুষমা—[১] আজ্ঞাকরীম্ — আজ্ঞাং করোতি ইতি আজ্ঞা + কৃ + ট কর্তরি তাচ্ছীল্যে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। [২] অপরাদ্ধঃ — অপ-রাধ্ + ক্ত কর্তরি। [৩] যুষ্মৎগোত্রস্য — ত্বমেব

গোত্রং যস্য (বহুব্রী) তস্য। পাঠান্তর — 'যুষ্মৎসগোত্রস্য'। সগোত্র = সমান গোত্র যার। কশ্যপ স্বয়ং গোত্রপ্রবর্তক। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে 'সগোত্র' বলা বিচার্য। [৪] কণ্বস্য — সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী। [৫] উঢ়পূর্বাম্ — পূর্বম্ উঢ়া = উঢ়পূর্বা (সুপ্সুপা)। 'ভূতপূর্বে চরট্' এই নির্দেশে 'পূর্ব'-শব্দের পরিনপাত। [৬] সমক্ষরূপে — অক্ষ্ণোঃ সমীপম্ সমক্ষম্ (অব্যয়ীভাব)। 'প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ' সূত্রে সমাসান্ত টচ্। সমক্ষম্ অস্তি অস্য ইতি সমক্ষ + অচ্ (মত্বর্থে) = সমক্ষম্। তাদৃশং রূপং যস্য (বহুব্রী) তস্মিন্। [৭] তস্মিন্ অপক্রামতি — ভাবে সপ্তমী। [৮] নিদর্শনা অলঙ্কার। অনুপ্রাস। [৯] উপজাতি ছন্দ। [১০] আত্মাপরাধশঙ্কয়া — করণে তৃতীয়া। 'গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা'। [১১] প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাম্ — প্রত্যক্ষং বৈক্লব্যং যস্যাঃ তথাভূতাম্ (বহুব্রী)। [১২] তপস্বিনী — হতভাগ্যা।

অধ্যাপনা—শকুন্তলা যখন (পঞ্চম অঙ্কে) সামনে, রাজা তাকে চিনতে পারলেন না। 'চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি'। শকুন্তলা যখন চলে গেলেন তখন আবার সন্দেহ হল। 'কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্। বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মাং হৃদয়ম্ ॥' (পঞ্চম অঙ্কের অন্তিম শ্লোকে)। ষষ্ঠ অঙ্কে অঙ্গুরীয়ক দেখে রাজার সব বৃত্তান্ত মনে পড়ল এবং শকুন্তলার সঙ্গে গান্ধর্ববিবাহের নিশ্চয় হ'ল। 'যদৈব খলু অঙ্গুলীয়কদর্শনাদনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্বা মে তত্রভবতী রহসি শকুন্তলা ...' ইত্যাদি। (ষষ্ঠ অঙ্কে কঞ্চুকীর উক্তি)। প্রত্যক্ষে অস্বীকার, অনুমানে সন্দেহ এবং স্মারকদর্শনে প্রত্যয়। শ্লোকের গজদর্শন ইত্যাদির সঙ্গে সুন্দর উপমা।

এইভাবে তিন স্তরের ব্যাখ্যা বহু সংস্করণে আছে। তবে অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে। চোখের সামনে দিয়ে হাতী চলে যাওয়ার সময় 'ওটা হাতী কিনা' — এই সন্দেহ এবং পরে পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চিত হওয়ার মতই শকুন্তলা-ব্যাপারটি ঘটেছে — এটা দুষ্যন্ত বলছেন। প্রকৃতপক্ষে দুষ্যন্ত প্রথমাবধিই (শকুন্তলাকে অপ্সরতীর্থে নিয়ে যাওয়ার আগেও) সন্দেহে ছিলেন। তুলনীয় — "অকৈতব ইব্যস্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে।" (পঞ্চম অঙ্ক)। রাঘবভট্টও সমক্ষে সন্দেহ, পরোক্ষে চিহ্ন দেখে নিশ্চয় — এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। তবে 'অপক্রামতি সতি' কে (লক্ষণীয় — শ্লোকে 'অপক্রান্তে সতি' নেই) তিনি পরোক্ষের সঙ্গে কীভাবে ধরেছেন — তা বিচার্য।

'এষ বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি' — এতদিন রাজা অকারণ প্রত্যাখ্যানের বেদনায় দগ্ধ হয়েছেন। এখন গ্লানি দূর হ'ল। এতদিন রিপু-উদ্দামতার প্রায়শ্চিত্তের বোঝা বইয়ে তবে কালিদাস রেহাই দিলেন। অনুতাপের অনলে স্থূল কামকে দগ্ধ ক'রে প্রেমের নিকষিত হেমে পরিণত করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, মারীচ বহু পূর্বেই দুর্বাসার শাপের কথা ধ্যানে জেনেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে — শকুন্তলাকে কেন সে কথা জানানো হয়নি। শকুন্তলা এতদিন ভেবেছে সে অকারণে

প্রত্যাখ্যাতা। (দ্রঃ পরের অনুচ্ছেদের 'অকারণপচ্চাদেসী')। উত্তর সম্ভবত একই। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকে প্রেমে পরিণতি দান।

[৭.৩৬]

শকুন্তলা — (স্বগতম্) দিট্‌ঠিআ অকারণপচ্চাদেসী ণ অজ্জউত্তো। ণ হু সত্তং অত্তাণং সুমরেমি। অহবা পত্তো মএ স হি সাবো বিরহসুণ্ণহিঅআএ ণ বিদিদো। অদো সহীহিং সংদিট্‌ঠ ম্হি ভত্তুণো অঙ্গুলীঅঅং দংসইদব্বং ত্তি। (দিষ্ট্যা অকারণপ্রত্যাদেশী ন আর্যপুত্রঃ। ন খলু শপ্তম্ আত্মানং স্মরামি। অথবা প্রাপ্তো ময়া স হি শাপো বিরহশূন্যহৃদয়য়া ন বিদিতঃ। অতঃ সখীভ্যাং সংদিষ্টা অস্মি ভর্তুঃ অঙ্গুলীয়কং দর্শয়িতব্যম্ ইতি।)

মারীচঃ — বৎসে, চরিতার্থাসি। সহধর্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্যঃ। পশ্য,

শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিরোধরুক্ষে
ভর্তর্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব।
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা ॥ ৩২ ॥

রাজা — যথাহ ভগবান্।

বিসন্ধি—চরিতার্থা + অসি। শাপাৎ + অসি। ভর্তরি + অপেততমসি। তব + এব। যথা + আহ।

অন্বয়—ভর্তরি শাপাৎ স্মৃতিরোধরুক্ষে প্রতিহতা অসি, অপেততমসি (তস্মিন্) তব এব প্রভুতা। মলোপহতপ্রসাদে ছায়া ন মূর্চ্ছতি, শুদ্ধে তু (তস্মিন্) সুলভাবকাশা ভবতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—শকুন্তলা — [স্বগতম্ — আপনমনে] দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) অকারণপ্রত্যাদেশী ন আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্র আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেননি)। ন খলু শপ্তম্ আত্মানম্ স্মরামি (কিন্তু কেউ আমাকে অভিশাপ দিয়েছে এরকমতো মনে পড়ে না)। অথবা প্রাপ্তো ময়া (অথবা অভিশাপ দিলেও) স হি শাপো (সেই অভিশাপ) বিরহশূন্যহৃদয়য়া ন বিদিতঃ (বিরহে শূন্যহৃদয় আমি জানতেই পারিনি)। অতঃ (এই কারণেই) সখীভ্যাং সংদিষ্টা অস্মি (সখীরা আমায় বলেছিল) — ভর্তুঃ অঙ্গুলীয়কং দর্শয়িতব্যম্ ইতি (স্বামীকে আংটিটা দেখিও)। মারীচঃ — বৎসে, চরিতার্থা অসি (বৎসে, তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে)। সহধর্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্যঃ (স্বামীর উপর এখন আর রাগ পোষণ ক'র না)। পশ্য (দেখ), ভর্তরি শাপাৎ স্মৃতিরোধরুক্ষে (অভিশাপে স্বামীর স্মৃতি লোপ পাওয়ায় নির্দয়ভাবে) প্রতিহতা অসি (তুমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলে)। অপেততমসি তব এব প্রভুতা (সেই মোহ এখন দূর হয়েছে — স্বামীর উপর এখন তোমারই

কর্তৃত্ব)। মলোপহতপ্রসাদে ছায়া ন মূর্চ্ছতি (দর্পণে মালিন্য থাকলে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না)। শুদ্ধে তু সুলভাবকাশা ভবতি (নির্মল দর্পণে কিন্তু সহজেই প্রতিবিম্ব পড়ে)। রাজা — যথাহ ভগবান্ (আপনি ঠিকই বলেছেন)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা — (আপনমনে) আর্যপুত্র আমায় অকারণে পরিত্যাগ করেননি — এটাই আমার ভাগ্য। কিন্তু আমায় কেউ অভিশাপ দিয়েছে এরকমতো মনে পড়ে না। অথবা অভিশাপ দিলেও সেই অভিশাপ, বিরহে শূন্যহৃদয় আমি জানতেই পারিনি। এই কারণেই সখীরা আমায় বলেছিল — স্বামীকে আংটিটা দেখিও।

মারীচ — বৎসে, এখন তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে। স্বামীর উপর এখন আর রাগ পোষণ ক'রনা। দেখ,

অভিশাপে স্বামীর স্মৃতি লোপ পাওয়ায় তুমি নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলে। সেই মোহ দূর হয়েছে। স্বামীর উপর এখন তোমারই কর্তৃত্ব। দর্পণে মালিন্য থাকলে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না। নির্মল দর্পণে কিন্তু তা সহজেই পড়ে।

রাজা — আপনি ঠিকই বলেছেন।

রাঘবভট্ট—দিষ্ট্যা দৈবেন। অকারণপ্রত্যাদেশী নার্যপুত্রঃ। ন খলু শপ্তমাত্মানাং স্মরামি। অহবা অথবা। প্রাপ্তো ময়া স হি শাপো বিরহশূন্যহৃদয়য়া ন বিদিতঃ। অতঃ সখীভ্যাং সংদিষ্টাস্মি ভর্তুরঙ্গুলীয়কং দর্শয়িতব্যমিতি। চরিতার্থা কৃতার্থাসি। সহধর্মচারিণং প্রতি। পশ্যেতি। বাক্যার্থস্য কর্মত্বম্। শাপাদিতি। শাপাত্বং প্রতিহতাসি তিরস্কৃতাসি অর্থাদ্ ভর্ত্রেত্যর্থঃ। অত্রাপি শাপাদিত্যনেন তস্য দোষাভাব উক্তঃ। পূর্বং স্মৃতেঃ স্মরণস্য রোধেন রুক্ষে নিঃস্নেহ ইব। অত্রাপি শাপাদিত্যনুষজ্যতে। অধুনাপেতং দূরীভূতং তমঃ শাপলক্ষণং যস্মাদেবংভূতে ভর্তরি তবৈব প্রভুতা। অসংবন্ধে সংবন্ধাতিশয়োক্তিরিয়ং ভর্তৃসংবন্ধায়াঃ প্রভুতায়াঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। অথ চ যো ভর্তা স প্রভুঃ, যা বনিতা সা গুণভৃতা ইতি শাস্ত্রস্থিতৌ ভর্তৃত্বং তস্মিন্ প্রভুতা চাস্যামিত্যসংগতিশ্চ। অতিশয়োক্ত্যা সহাঙ্গাঙ্গিভাবঃ। মলেনাগন্তুকেন দোষেণোপহতো দূরীকৃতঃ প্রসাদো যস্য তস্মিন্ দর্পণতল আদর্শে ছায়া প্রতিবিম্বং ন মূর্চ্ছতি ন প্রসরতি। 'ছায়া সূর্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপঃ' ইত্যমরঃ। সা ছায়া শুদ্ধে নির্মলে দর্পণতলে সুলভাবকাশা। অত্যন্তং ব্যক্তা দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। হেতুদৃষ্টান্তৌ। ততত্যতেতি তমতিমেতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। বসন্ততিলকা বৃত্তম্।

সুষমা—[১] চরিতার্থা — চরিতঃ অর্থঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। [২] শাপাৎ — হেতৌ পঞ্চমী। [৩] স্মৃতিরোধরুক্ষে — স্মৃতেঃ রোধঃ (ষষ্ঠী তৎ) তেন রুক্ষঃ (তৃতীয়া তৎ) তস্মিন্। [৪] অপেততমসি — অপেতং তমঃ যস্মাৎ সঃ (বহুব্রী) তস্মিন্। [৫] মলোপহতপ্রসাদে — মলেন উপহতঃ (তৃতীয়া তৎ) মলোপহতঃ প্রসাদঃ যস্য (বহুব্রী) তস্মিন্। [৬] সুলভাবকাশা — সুলভঃ অবকাশঃ যয়া সা তথোক্তা (বহুব্রী)। [৭] উপমা অলঙ্কার। ছায়া এবং শকুন্তলার সাম্য প্রণিধানগম্য। তাই দৃষ্টান্ত। ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাস। [৮] বসন্ততিলক ছন্দ।

অধ্যাপনা—প্রভুতা হয় ভর্তার — পত্নীর নয়। এখানে শকুন্তলার প্রভুতা বলায় অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপা অতিশয়োক্তি এবং শাস্ত্রবিরোধী কথায় 'অসঙ্গতি' অলঙ্কার এরকম বলা হয়েছে। দ্রঃ 'কুমারসন্তোষিণী' টীকা (রমেন্দ্রমোহন বসু), 'চন্দ্রিকা' (শাস্ত্রী-দ্বিবেদী) ইত্যাদি। শাস্ত্রের (অলঙ্কারশাস্ত্রেরও বটে) কথা আলাদা। অনভূতির কথা আলাদা। স্বামীর উপর স্ত্রীর (অবশ্যই পতিব্রতা স্ত্রীর) প্রভুতা থাকে কিনা তা সুধীজনবিবেচ্য। কালিদাস বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রী 'পরবতী' — একথা মানলেও গার্হস্থ্যজীবনের পরিপূর্ণতায়, সার্থকতায় স্ত্রীর ভূমিকাকে প্রশ্নাতীত মর্যাদা দিয়েছেন। অলঙ্কার-অন্বেষীরা সেখানে অতিশয়োক্তি, অসঙ্গতি ইত্যাদি নির্ণয় করেছেন।

'সোনার তরী' তে সংকলিত 'দুর্বোধ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "এ যে সখী, সমস্ত হৃদয়। / কোথা জল, কোথা কূল, / দিক হয়ে যায় ভুল, / অন্তহীন রহস্যনিলয়। / এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী — / এ তবু তোমার রাজধানী।" জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবিমানসী' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন — 'কবিকণ্ঠের এই আবেগগর্ভ স্বীকৃতির মধ্যে কবিচিত্তে কবিজায়ার আধিপত্য ও অধিকারের জয়বার্তাই বিঘোষিত হয়েছে।' (কবিমানসী প্রথম খণ্ড ঃ জীবনভাষ্য, পৃ. ২৫৫)

[৭.৩৭]

মারীচঃ — বৎস, কচ্চিদভিনন্দিতস্ত্বয়া বিধিবদস্মাভিরনুষ্ঠিতজাতকর্মা পুত্র এষঃ শাকুন্তলেয়ঃ।

রাজা — ভগবন্, অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা।

মারীচঃ — তথা ভাবিনমেনং চক্রবর্তিলক্ষণমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্য,

রথেনানুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।
ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ
পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ ॥ ৩৩ ॥

রাজা — ভগবতা কৃতসংস্কারে সর্বমস্মিন্ বয়মাশাস্মহে।

বিসন্ধি—কচ্চিৎ + অভিনন্দিতঃ + ত্বয়া। বিধিবৎ + অস্মাভিঃ + অনুষ্ঠিতজাতকর্মা। ভাবিনম্ + এনম্। ... লক্ষণম্ + অবগচ্ছতু। রথেন + অনুদ্‌ঘাত ...। বসুধাম্ + অপ্রতিরথঃ। ইহ + অয়ম্। পুনঃ + যাস্যতি + আখ্যাম্। সর্বম্ + অস্মিন্। বয়ম্ + আশাস্মহে।

অন্বয়—অয়ম্ অপ্রতিরথঃ (সন্) অনুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা রথেন তীর্ণজলধিঃ পুরা সপ্তদ্বীপাং বসুধাং জয়তি, ইহ সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ পুনঃ লোকস্য ভরণাৎ ভরত ইতি আখ্যাং যাস্যতি।

বাংলা প্রতিশব্দ—মারীচঃ — বৎস, এষঃ শাকুন্তলেয়ঃ পুত্রঃ (বৎস, শকুন্তলার এই পুত্রের)

অস্মাভিঃ বিধিবৎ অনুষ্ঠিতজাতকর্মা (জাতকর্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথাবিধি আমরা করেছি)। কচ্চিৎ ত্বয়া অভিনন্দিতঃ (তুমি একে অভিনন্দন জানিয়েছ তো)? রাজা — ভগবন্ অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা (ভগবান্, এই পুত্রই আমার বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ)। মারীচঃ — তথা ভাবিনম্ এনম্ (তোমার বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ এই পুত্র) চক্রবর্তিলক্ষণম্ অবগচ্ছতু ভবান্ (রাজচক্রবর্তী হবে — এটা জেনে রাখ)। পশ্য (দেখ), অয়ম্ অপ্রতিরথঃ সন্ (এই পুত্র অপ্রতিহতগতিতে) অনুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা (প্রতিঘাতহীন স্থিরগতি রথে) তীর্ণজলধিঃ (সমুদ্র পার হ'য়ে) পুরা সপ্তদ্বীপাং বসুধাং জয়তি (শীঘ্রই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করবে)। ইহ (এখানে) সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ (সব প্রাণীকে জোর করে দমন করে রাখত' — তাই এর নাম সর্বদমন), পুনঃ লোকস্য ভরণাৎ (পরে পৃথিবীকে ভরণপোষণ করায়) ভরত ইতি আখ্যাং যাস্যতি (এর নাম হবে ভরত)। রাজা — ভগবতা কৃতসংস্কারে (আপনি যখন এর জাতকর্ম সম্পাদন করেছেন) সর্বম্ অস্মিন্ বয়ম্ আশাস্মহে (তখন এর সম্বন্ধে আমরা সবই আশা করতে পারি)।

বঙ্গানুবাদ—মারীচ — বৎস, শকুন্তলার এই পুত্রের জাতকর্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান আমরা যথাবিধি করেছি। তুমি একে অভিনন্দন জানিয়েছ তো?

রাজা — ভগবান, এই পুত্রই আমার বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ।

মারীচ — তোমার বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ এই পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে — এটা জেনে রাখ। দেখ,

এই পুত্র অপ্রতিহতগতিতে প্রতিঘাতহীন স্থির রথে সমুদ্র পার হ'য়ে শীঘ্রই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করবে। এখানে (এই আশ্রমে) সব প্রাণীকে জোর করে দমন করে রাখত — তাই এর নাম হয়েছে 'সর্বদমন'। পরে এ পৃথিবীর ভরণপোষণের জন্য 'ভরত' এই নামে খ্যাত হবে।

রাজা — আপনি যখন এর জাতকর্ম প্রভৃতি করেছেন তখন এর সম্বন্ধে আমরা এ সবকিছুই আশা করতে পারি।

রাঘবভট্ট—রথেনেতি। ন বিদ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বী রথো যস্য সোঽপ্রতিরথোঽয়ম্। অনুদ্‌ঘাতা-স্খলিতাত এব স্তিমিতা নিশ্চলা গতির্যস্য তেনেতি স্বভাবোক্তিঃ। জলে স্খলনাসংভবাৎ। এবং ভূতেন তীর্ণজলধিরুত্তীর্ণসমুদ্রঃ সপ্ত কুশক্রৌঞ্চাদীনি দ্বীপানি যস্যাঃ সা সপ্তদ্বীপা তাং বসুধাং পুরা জয়তি জেষ্যতি। 'যাবৎপুরানিপাতয়োর্লট্'। অত্র ভাবিকালংকারঃ। 'প্রত্যক্ষা ইব যত্রার্থাঃ ক্রিয়ন্তে ভূতভাবিনঃ। তদ্ভাবিকম্' ইতি তল্লক্ষণাৎ। অতএব জেষ্যতীতি বক্তব্যে পুরাযোগে লডিত্যবধেয়ম্। ইহাশ্রমে সত্ত্বানাং প্রাণিনাং প্রসভং হঠেন দমনাৎ সর্বদমন ইত্যা-খ্যামভিধাং যাতঃ। পুনর্লোকস্য জনস্য ভুবনস্য বা ভরণাদ্ রক্ষণাৎ পোষণাদ্বা ভরত ইত্যাখ্যাং যাস্যতি। 'লোকস্তু ভুবনে জনে' ইত্যমরঃ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ কাব্যলিঙ্গং চ। শিখরিণী বৃত্তম্।

'মারীচঃ — বৎসে, চরিতার্থাসি' ইত্যাদিনা 'আশাস্মহে' ইত্যন্তেন প্রসাদলক্ষণঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'শুশ্রূষাদ্যুপসংপন্না প্রসাদস্তু প্রসন্নতা' ইতি।

সুষমা—[১] অনুষ্ঠিতজাতকর্মা — অনুষ্ঠিতং জাতকর্ম যস্য তথাবিধঃ (বহুব্রী)। [২] শাকুন্তলেয়ঃ — শকুন্তলা + ঢক্। 'স্ত্রীভ্যো ঢক্'। [৩] অনুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা — অনুদ্‌ঘাতেন স্তিমিতা গতিঃ যস্য (বহুব্রী) তাদৃশেন। [৪] তীর্ণজলিধঃ — তীর্ণাঃ জলধয়ঃ (সপ্তসাগরাঃ) যেন (বহুব্রী)। তথাবিধঃ। [৫] জয়তি — 'ভবিষ্যতি' অর্থে লট্। 'যাবৎপুরানিপাতয়োর্লট্'। [৬] অপ্রতিরথঃ — প্রতিগতঃ রথঃ (প্রাদি তৎ)। অবিদ্যমানঃ প্রতিরথঃ যস্য তাদৃশঃ (বহুব্রী)। [৭] ভরত ইতি — 'ইতি' এই অব্যয়যোগে অভিহিতে প্রথমা। 'ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্'। [৮] ভাবী বিজয়ের উল্লেখে ভাবিক অলঙ্কার। তাছাড়া কাব্যলিঙ্গ। ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাস। [৯] শিখরিণী ছন্দ।

অধ্যাপনা—সর্বদমনের অপর নাম ভরত। মহাভারতে বলা হয়েছে — "শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌষ্যন্তিং ভর পৌরব। ভর্তব্যোঽয়ং ত্বয়া যস্মাদস্মাকং বচনাদপি ॥ তস্মাদ্ ভবত্বয়ং নাম্না ভরতো নাম তে সুতঃ।" (আদিপর্ব, আর্য্যশাস্ত্র সং, ৭৪ অধ্যায়) অর্থাৎ 'একে ভরণ করা কর্তব্য' এই অর্থ থেকেই 'ভরত' নাম। মারীচের বক্তব্যের সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়। এই ভরতের নাম থেকেই এই দেশের নাম ভারতবর্ষ — এরকম কথা অনেকে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'শিক্ষা' গ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তত্ত্বজ্ঞানী রাজা প্রিয়ব্রতের বংশের ঋষভনামে এক মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত — এইরকম বলা হয়েছে। তাঁর নামানুসারেই এই দেশের নাম ভারত। তুঃ "যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীদ্ যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি।" (৫/৪/৯)। কোন কোন পুরাণে আবার মনুকে (প্রজানাং ভরণাৎ ভরত) 'ভরত' নাম দিয়ে তাঁর নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' নামকরণ — এরকম বলা হয়েছে।

[৭.৩৮]

●➤ অদিতি — ভঅবং, ইমাএ দুহিদুমণোরহসংপত্তীএ কণ্ণো বি দাব সুদবিত্থারো করীঅদু। দুহিদুবচ্ছলা মেণআ ইহ এব্ব উপচরন্তী চিট্ঠদি। (ভগবন্, অনয়া দুহিতৃমনোরথসংপত্ত্যা কণ্বঃ অপি তাবৎ শ্রুতবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্। দুহিতৃবৎসলা মেনকা ইহ এব উপচরন্তী তিষ্ঠতি।)

শকুন্তলা — (আত্মগতম্) মণোরহো ক্খু মে ভণিদো ভঅবদীএ। (মনোরথঃ খলু মে ভণিতঃ ভগবত্যা)।

মারীচঃ — তপঃপ্রভাবাৎ প্রত্যক্ষং সর্বমেব তত্রভবতঃ।

রাজা — অতঃ খলু মম নাতিক্রুদ্ধো মুনিঃ।

মারীচঃ — তথাপ্যসৌ প্রিয়মস্মাভিঃ শ্রাবয়িতব্যঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ?

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ — ভগবন্, অয়মস্মি।

মারীচঃ — গালব, ইদানীমেব বিহায়সা গত্বা মম বচনাৎ তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয় যথা পুত্রবতী শকুন্তলা তচ্ছাপনিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন প্রতিগৃহীতেতি।

শিষ্যঃ — যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। (নিষ্ক্রান্তঃ)

বিসন্ধি—সর্বম্ + এব। ন + অতিক্রুদ্ধঃ। তথাপি + অসৌ। প্রিয়ম্ + অস্মাভিঃ। কঃ + অত্র। অয়ম্ + অস্মি। ইদানীম্ + এব। প্রিয়ম্ + আবেদয়। প্রতিগৃহীতা + ইতি। যৎ + আজ্ঞাপয়তি।

বাংলা প্রতিশব্দ—অদিতিঃ — ভগবন্, অনয়া দুহিতৃমনোরথসংপত্ত্যা (ভগবান্, কন্যার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার এই ঘটনা) কণ্বঃ অপি তাবৎ শ্রুতবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্ (কণ্বকেও বিস্তারিতভাবে জানানোর ব্যবস্থা করুন)। দুহিতৃবৎসলা মেনকা (কন্যার প্রতি স্নেহশীল মেনকা) ইহ এব উপচরন্তী তিষ্ঠতি (এখানেই আমাকে পরিচর্যার জন্য আছে)। শকুন্তলা — [আত্মগতম্ — মনে মনে] ভগবত্যা মে মনোরথঃ খলু ভণিতঃ (ইনি আমার মনের কথাই বলেছেন)। মারীচঃ — তপঃপ্রভাবাৎ তত্রভবতঃ সর্বম্ এব প্রত্যক্ষম্ (তপস্যার প্রভাবে ইনি সবই অবগত আছেন)। রাজা — অতঃ খলু (তবে নিশ্চয়ই) মম ন অতিক্রুদ্ধঃ মুনিঃ (মুনি কণ্ব আমার উপর বেশী রেগে নেই)। মারীচঃ — তথাপি (তবুও) অসৌ (এই মুনিকে) অস্মাভিঃ প্রিয়ং শ্রাবয়িতব্য (এই প্রিয় সংবাদ আমাদের জানানো উচিত)। কঃ, কঃ অত্র ভোঃ (কে আছ এখানে)? [প্রবিশ্য — প্রবেশ ক'রে] শিষ্যঃ ভগবন্, অয়ম্ অস্মি (ভগবান এই আমি)। মারীচঃ — গালব (গালব), ইদানীম্ এব (এখনই) বিহায়সা গত্বা (আকাশপথে গিয়ে) মম বচনাৎ (আমার কথামত) তত্রভবতে কণ্বায় (মাননীয় কণ্বকে) প্রিয়ম্ আবেদয় যথা (এই প্রিয় সংবাদ জানাও যে) পুত্রবতী শকুন্তলা (পুত্রবতী শকুন্তলা) তচ্ছাপনিবৃত্তৌ (সেই অভিশাপের শেষে) স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন (দুষ্যন্তের স্মৃতি ফিরে আসায়) প্রতিগৃহীতা ইতি (আবার গৃহীত হয়েছে)। শিষ্যঃ — যৎ আজ্ঞাপয়তি ভগবান্ (আপনি যা আদেশ করেন) [নিষ্ক্রান্তঃ — বেরিয়ে গেলেন]।

বঙ্গানুবাদ—অদিতি — ভগবান্, কন্যার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার এই বৃত্তান্ত কণ্বকেও বিস্তারিতভাবে জানানোর ব্যবস্থা করুন। কন্যার প্রতি স্নেহশীল মেনকা তো আমাকে পরিচর্যার জন্য এখানেই আছে।

শকুন্তলা — (মনে মনে) ইনি আমার মনের কথাই বললেন।

মারীচ — তপস্যার প্রভাবে ইনি সব বৃত্তান্তই অবগত আছেন।

রাজা — তাহলে নিশ্চয়ই মুনি কণ্ব আমার উপর খুব রেগে নেই।

মারীচ — তবুও সেই মুনিকে এই প্রিয় সংবাদ আমাদের জানানো উচিত। 'কে আছ' এখানে?

(প্রবেশ ক'রে)

শিষ্য — ভগবান্, এই যে আমি।

মারীচ — গালব, এখনই আকাশপথে গিয়ে আমার কথামত মাননীয় কণ্বকে এই প্রিয় সংবাদ জানাও যে অভিশাপের অবসানে স্মৃতি ফিরে আসায় দুষ্যন্ত পুত্রবতী শকুন্তলাকে আবার গ্রহণ করেছেন।

শিষ্য — আপনি যা আদেশ করেন। (বেরিয়ে গেলেন)

রাঘবভট্ট—ভগবন্, অনয়া দুহিতৃমনোরথসংপত্ত্যা কণ্বোঽপি তাবচ্ছ্রুতিবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্। দুহিতৃবৎসলা মেনকেহৈবোপচরন্তী সমীপচারিণী তিষ্ঠতি। মনোরথঃ খলু মে ভণিতো ভগবত্যা। অত্র কৃতির্নামাঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণম্ — 'লব্ধস্যার্থস্য শমনং কৃতিরিত্য-ভিধীয়তে' ইতি।

অধ্যাপনা—দেখা যাচ্ছে, ভগবান মারীচও কম লৌকিকজ্ঞ নন। মহর্ষি কণ্ব সবই জানেন — সেটা বড় কথা নয়। তাঁকে জানানো অবশ্য পালনীয় লোকাচার — তা তিনি ভুলে যাননি।

[৭.৩৯]

মারীচঃ — বৎস, ত্বমপি সাপত্যদারঃ সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব।

রাজা — যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

মারীচঃ — অপিচ,

তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু
ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ প্রীণয়ালম্।
যুগশতপরিবর্তানেবমন্যোন্যকৃত্যৈ-
র্নয়তমুভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ ॥ ৩৪ ॥

রাজা — ভগবন্, যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে।

বিসন্ধি—ত্বম্ + অপি। সখ্যুঃ + আখণ্ডলস্য। রথম্ + আরুহ্য। যৎ + আজ্ঞাপয়তি। ত্বম্ + অপি। প্রীণয় + অলম্। ... পরিবর্তান্ + এবম্ + অন্যোন্যকৃত্যৈঃ + নয়তম্ + উভয় ...।

অন্বয়—বিড়ৌজাঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু ; ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ অলং প্রীণয় ; এবম্ উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ যুগশতপরিবর্তান্ নয়তম্।

বাংলা প্রতিশব্দ—মারীচঃ — বৎস, ত্বমপি সাপত্যদারঃ (বৎস, তুমিও স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে)

সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য (বন্ধু ইন্দ্রের রথে চড়ে) রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব (রাজধানীতে যাও)। রাজা — যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ (আপনি যা আদেশ করেন)। মারীচঃ — অপি চ (তাছাড়া), বিড়ৌজাঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু (ইন্দ্র তোমার প্রজার মঙ্গলের জন্য প্রচুর বর্ষণ করুন)। ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ (তুমিও নিরন্তর যজ্ঞ ক'রে) স্বর্গিনঃ অলং প্রীণয় (দেবতাদের অত্যন্ত আনন্দ দাও)। এবম্ উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ (এইভাবে উভয় জগতের পারস্পরিক মঙ্গল বিধান করে) যুগশতপরিবর্তান্ নয়তম্ (বহু যুগ রাজ্যপালন কর)। রাজা — ভগবন্, যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে (ভগবান, এ ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব)।

বঙ্গানুবাদ—মারীচ — বৎস, তুমিও স্ত্রী এবং পুত্রের সঙ্গে বন্ধু ইন্দ্রের রথে চ'ড়ে রাজধানীতে ফিরে যাও।

রাজা — আপনি যা আদেশ করেন।

মারীচ — তাছাড়া আরও বলি —

ইন্দ্র তোমার প্রজার মঙ্গলের জন্য প্রচুর বর্ষণ করুন। তুমিও নিরন্তর যজ্ঞ ক'রে দেবতাদের অত্যন্ত আনন্দ দাও। এইভাবে উভয় জগতের মঙ্গলবিধায়ক পারস্পরিক কাজ ক'রে বহু যুগ ধরে রাজ্যপালন কর।

রাজা — ভগবান, এ ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

সুষমা—[১] সাপত্যদারঃ — অপত্যং চ দারাশ্চ অপত্যদারৌ (দ্বন্দ্ব) ; দারা-শব্দ সাধারণতঃ বহুবচনান্ত হলেও সমাসে দারা-শব্দ অন্তে থাকলে কি হবে তার বিশেষ নিয়ম না থাকায় সাধারণ নিয়মে দ্বিবচন হয়েছে। 'পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োঃ' নিয়মে পুংলিঙ্গ। অপত্যদারাভ্যাং সহ (বহুব্রী)। [২] বিড়ৌজাঃ — বেবেষ্টি ইতি বিষ্ + ক্বিপ্ = বিট্ (ব্যাপক)। বিট্ ওজঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৩] প্রাজ্যবৃষ্টিঃ — প্রাজ্যা বৃষ্টিঃ যস্মাৎ সঃ (বহুব্রী)। [৪] বিততযজ্ঞঃ — বিততাঃ যজ্ঞাঃ যেন সঃ (বহুব্রী)। [৫] যুগশতপরিবর্তান্ — শতসংখ্যকাঃ পরিবর্তাঃ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাস) যুগানাং শতপরিবর্তাঃ (ষষ্ঠী তৎ), তান্। [৬] অন্যোন্যকৃত্যৈঃ — অন্যস্য অন্যস্য কৃত্যানি। 'কর্মব্যতিহারে সর্বনাম্নো দ্বে বাচ্যে সমাসবচ্চ বহুলম্' এই নিয়মে 'অন্যস্য' পদের দ্বিরাবৃত্তি। 'অন্যপরয়োর্ন সমাসবৎ' এই নিয়মে এখানে সমাসবৎ ব্যবহার না হয়ে 'অসমাসবদ্ভাবে পূর্বপদস্য সুপঃ সুর্বক্তব্যঃ' নিয়মে অন্যঃ অন্যস্য = অন্যোন্যস্য। [৭] উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ — উভৌ লোকৌ = উভয়লোকৌ (কর্মধা)। 'উভ' শব্দে বৃত্তিবিষয়ে নিত্য অয়চ্ প্রত্যয় হয়। তয়োঃ অনুগ্রহঃ (ষষ্ঠী তৎ) তেন শ্লাঘনীয়ানি (তৃতীয়া তৎ) তৈঃ। [৮] অন্যোন্য এবং অর্থাপত্তি অলঙ্কার। [৯] মালিনী ছন্দ।

অধ্যাপনা—আলোচ্য শ্লোকটি নির্ণয়সাগর সংস্করণে নেই। রাঘবভট্টও এর টীকা করেননি। তবে বহু সংস্করণে এই শ্লোকটি আছে।

[৭.৪০]

মারীচঃ — বৎস, কিংতে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি?

রাজা — অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি? যদিহ ভগবান্ প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছতি তর্হীদমস্তু —

(ভরতবাক্যম্)

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥ ৩৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

॥ সমাপ্তমিদমভিজ্ঞান-শকুন্তলং নাম নাটকম্ ॥

সন্ধি—প্রিয়ম্ + উপকরোমি। পরম্ + অপি। প্রিয়ম্ + অস্তি। যৎ + ইহ। কর্তুম্ + ইচ্ছতি। তর্হি + ইদম্ + অস্তু। মম + অপি। পরিগতশক্তিঃ + আত্মভূঃ। সপ্তমঃ + অঙ্কঃ। সমাপ্তম্ + ইদম্ + অভিজ্ঞান - শকুন্তলম্।

অন্বয়—পার্থিবঃ প্রকৃতিহিতায় প্রবর্ততাম্ ; শ্রুতমহতাং সরস্বতী মহীয়তাম্। পরিগতশক্তিঃ আত্মভূঃ নীললোহিতঃ চ মম অপি পুনর্ভবং ক্ষপয়তু।

বাংলা প্রতিশব্দ—মারীচঃ — বৎস, কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়ম্ উপকরোমি (বৎস, তোমার আর কোন্ প্রিয় কাজ আমি করতে পারি)। রাজা — অতঃপরম্ অপি প্রিয়ম্ অস্তি (এর পরেও আর কি প্রিয় জিনিষ থাকতে পারে)? যদিহ ভগবান্ প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছতি (এর পরেও যদি কিছু প্রিয় করতে চান) তর্হি ইদমস্তু (তাহলে এই হোক্) — [ভরতবাক্যম্ — নাটকের অন্তিম মঙ্গলশ্লোক] পার্থিবঃ প্রকৃতিহিতায় প্রবর্ততাম্ (রাজা প্রজাসাধারণের মঙ্গল করুন) ; শ্রুতমহতাম্ (জ্ঞানগরিষ্ঠ মনস্বীদের) সরস্বতী (বাণী) মহীয়তাম্ (আদৃত হোক, সমাদর লাভ করুক)। পরিগতশক্তিঃ আত্মভূঃ নীললোহিতঃ চ (এবং শক্তিধর স্বয়ম্ভু শঙ্কর) মম অপি পুনর্ভবং ক্ষপয়তু (আমার পুনর্জন্ম নিবারণ করুন)। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে — সকলের প্রস্থান] সপ্তমঃ অঙ্কঃ — সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত। সমাপ্তম্ ইদম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলং নাম নাটকম্ — অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক সমাপ্ত হ'ল।

বঙ্গানুবাদ—মারীচ — বৎস, তোমার আর কোন প্রিয় কাজ করতে পারি?

রাজা — এরপরেও আর কি প্রিয় থাকতে পারে? তথাপি যদি কোন' প্রিয় কাজ করতে চান তবে এই হোক্ —

(ভরতবাক্য)

রাজা প্রজাসাধারণের মঙ্গল করুন ; জ্ঞানগরিষ্ঠ (মনস্বীদের) বাণী সমাদর লাভ করুক। আর শক্তিধর স্বয়ম্ভু নীললোহিত শঙ্কর আমার পুনর্জন্ম নিবারণ করুন।

(সকলের প্রস্থান)

॥ সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামে নাটক এখানে শেষ হ'ল ॥

রাঘবভট্ট—'কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি' ইত্যনেন কাব্যসংহারলক্ষণমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'বরপ্রদানসংপ্রাপ্তিঃ কাব্যসংহার উচ্যতে' ইতি ভরতবাক্যং নটবাক্যম্। নাটকাভিনয়সমাপ্তৌ সামাজিকেভ্যো নটেনাশীর্দীয়ত ইত্যর্থঃ। প্রস্তাবনানন্তরং নটবাক্যাভাবাদত্র ভরতবাক্যমিত্যুক্তিঃ। প্রবর্ততামিতি। প্রকৃতিহিতায় পৌরশ্রেণিহিতায় পার্থিবঃ প্রবর্ততাম্। শ্রুতেন শাস্ত্রশ্রবণেন মহতাং গরিষ্ঠানাং মহীয়সামুৎকৃষ্টশক্তিমতাং কবীনাম্। বিশেষণেনৈব বিশেষপ্রতিপত্তের্ন বিশেষ্যোপাদানম্। সরস্বতী প্রবর্ততামিত্যনুষজ্যতে। আদিক্রিয়াদীপকম্। নীললোহিতো মহাদেবো মম পুনর্ভবং জন্মান্তরং ক্ষপয়তু নাশয়তু। কীদৃঙ্ নীললোহিতঃ। আত্মনা ভবতীত্যাত্মভূঃ। পরিতো গতা ব্যাপ্তা শক্তিঃ সামর্থ্যমস্যেত্যনেন তত্তচ্ছক্তিত্বং ব্যজ্যতে। ক্রিয়াসমুচ্চয়ঃ তমতামেতি মহমহীতি ছেকবৃত্ত্যনুপ্রাসৌ। রুচিরা বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু — 'চতুর্গ্রহৈরিহ রুচিরা জভৌ সজৌ গঃ' ইতি। অনেন প্রশস্তিনামকমঙ্গমুপক্ষিপ্তম্। তল্লক্ষণমাদিভরতে — 'দেবদ্বিজনৃপাদীনাং প্রশস্তিঃ স্যাৎ প্রশংসনম্' ইতি ॥

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশাকুন্তলটীকায়ামর্থদ্যোতনিকায়াং
॥ সপ্তমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ ॥

সুষমা—[১] প্রকৃতিহিতায় — তাদর্থ্যে চতুর্থী। [২] শ্রুতমহতাম্ — শ্রুতেন মহান্তঃ (তৃতীয়া তৎ) তেষাম্। [৩] মহীয়তাম্ — পাঠান্তর 'মহীয়সাম্' (রাঘবভট্ট)। [৪] নীললোহিতঃ — নীলশ্চাসৌ লোহিতশ্চেতি (কর্মধা)। [৫] পুনর্ভবম্ — ভবতীতি ভবঃ। ভূ + অচ্ কর্তরি। পুনঃ ভবঃ পুনর্ভবঃ (সুপ্সুপা), তম্। [৬] পরিগতশক্তিঃ —

পরিতঃ গতা (প্রাদিতৎ), পরিগতা শক্তির্যস্য সঃ (বহুব্রী)। [৭] আত্মভূঃ — সাধারণতঃ ব্রহ্মাকে বোঝালেও এখানে উদ্দেশ্য শিব। 'নীললোহিত' ('শম্ভুরীশঃ পশুপতিঃ শিবঃ শূলী মহেশ্বরঃ। ... ধূর্জটির্নীললোহিতঃ' — অমরকোষ) পদটি তার প্রমাণ। [৮] সমুচ্চয় অলঙ্কার। বৃত্তি-ছেকানুপ্রাস। [৯] রুচিরা ছন্দ।

অধ্যাপনা—'ভরতবাক্য' নাটকের অন্তিম আশীর্বাদশ্লোক বা 'শান্তিবাক্য'। সংস্কৃত নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য। নির্বহণ সন্ধি বা উপসংহৃতি সন্ধির ১৪টি অঙ্গ, (পরিশিষ্টে 'অঙ্গ-পরিচয়ে' দ্রষ্টব্য)। শেষতমটির নাম প্রশস্তি। 'সাহিত্য-দর্পণে' এর লক্ষণ বলা হয়েছে — 'নৃপদেশাদিশান্তিস্তু প্রশস্তিরভিধীয়তে'। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। এই প্রশস্তিবাক্য যখন নাটকের কোন পাত্র পাঠ করেন তখন তাকে বলে 'প্রশস্তি', আর সূত্রধার জাতীয় প্রধান নট মঞ্চে প্রবেশ করে পাঠ করলে তাকে 'ভরতবাক্য' বলে। 'ভরত' কথার দ্বারা নটকে বোঝান হয়। তাই এই নাম। ভাসের কয়েকটি নাটক ছাড়া সব সংস্কৃত নাটকেই এই প্রশস্তিবাক্য আছে। নির্বহণসন্ধি নাটকের ফলপ্রাপ্তি। মুখসন্ধিতে যে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম এই সন্ধিতে তা ফুলে-ফলে পরিণতি লাভ করে। সংস্কৃত নাটক সাধারণভাবে মিলনান্ত হয়। 'নায়কাভ্যুদয়' প্রভৃতি তাতে থাকতে হয়। নায়ক কে হবেন — সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে — তিনি হবেন 'ধীরোদাত্ত', 'গুণবান্' ইত্যাদি। এখন এই নায়কের যদি বিয়োগান্ত পরিণতি দেখান হয় তবে সংস্কৃত কাব্যের উপদেশমূলকতা (Didactic role) ব্যাহত হয়। ভারতীয় সমাজে সাহিত্য জীবনকে সুন্দরতর করে তোলার উপায় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তাই তাতে নায়কের বিয়োগান্ত পরিণতির প্রভাব সমাজকে দূষিত করতে পারে ভেবে তা থেকে নাট্যকাররা নিবৃত্ত থেকেছেন। যাই হোক, মঙ্গলময় পরিণতির অবসানে সকলের আশীর্বাদপ্রার্থনা, জগতের সকলের মঙ্গলকামনায় নাটকের পরিসমাপ্তি — সংস্কৃত নাটকের আবশ্যিক অঙ্গ বলা চলে।

আলোচ্য প্রশস্তিবাক্যটি রাজা দুষ্যন্ত পাঠ করছেন এরকম ধরা চলে। আবার সূত্রধার এসে পাঠ করবেন তাও হতে পারে। অনেক সময় সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী মিলে এই প্রশস্তি পাঠ করছেন — তাও দেখা গেছে।

॥ অধ্যাপনা সমাপ্ত ॥

ঃ সমাপ্ত ঃ

পরিশিষ্ট (১)

ছন্দবিশ্লেষণ

ছন্দ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অক্ষর বা মাত্রা দ্বারা নিয়মিত পদসমষ্টিকে পদ্য বলে। প্রতি পদ্যে চারটি চরণ। 'পদ্যং চতুষ্পদী'। আমরা সাধারণভাবে পদ্যকে শ্লোক বলে থাকি। প্রকৃতপক্ষে 'শ্লোক' এক বিশেষ পদ্যের নাম। অতিপ্রসিদ্ধির কারণে (রামায়ণ, মহাভারত, অসংখ্য পুরাণ, বিভিন্ন সংহিতাগ্রন্থে প্রধানভাবে শ্লোক ছন্দের ব্যবহার) পদ্যমাত্রেই এই ব্যবহার চলে আসছে। (বস্তুতঃ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রানুসারে 'নাটক' এক ধরণের দৃশ্যকাব্য হলেও যেকোন ধরনের দৃশ্যকাব্যকেই সাধারণভাবে আমরা 'নাটক' বলে থাকি।) প্রতিটি চরণের অক্ষরগণনার দ্বারা যে ছন্দ নিরূপিত হয় তাকে বলে বৃত্ত ছন্দ। আর মাত্রা গণনার দ্বারা যে ছন্দ নিরূপিত হয় তাকে বলে জাতি। 'বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ।' বৃত্ত-ছন্দের তিন ভেদ — সম, অর্ধসম এবং বিষম। যে বৃত্তে চারটি পাদে বা চরণে সমান সংখ্যক অক্ষর তাকে সমবৃত্ত বলে। যে বৃত্তে প্রথম পাদে যত অক্ষর তৃতীয় পাদেও তত অক্ষর, আবার দ্বিতীয় পাদে যত অক্ষর চতুর্থ পাদেও তত অক্ষর, তার নাম অর্ধসমবৃত্ত। যে বৃত্তের চারটি চরণ চার রকম তা বিষম বৃত্ত। বৃত্তছন্দকে দশটি সংকেত অক্ষরের দ্বারা বোঝান হয়। এই দশটি অক্ষর হ'ল — ম, ন, ভ, য, জ, র, স, ত, গ, এবং ল। এগুলিকে 'গণ' বলা হয়। তিনটি অক্ষর মিলে একটি গণ হয়। তবে শেষের দুটি অর্থাৎ 'গ' এবং 'ল' এক একটি অক্ষর নিয়ে গঠিত। লঘু এবং গুরু অক্ষরের বিশেষ বিশেষ অবস্থানভেদে এই গণ-ব্যবস্থা। লঘু অক্ষরকে সাধারণতঃ '⌣' এই চিহ্ন এবং গুরু অক্ষরকে '—' এই চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

"মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ ॥
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।"

ম গণ	—	তিনটিই গুরু ;	— — —	যেমন, বাগীশঃ
ন "	—	তিনটিই লঘু ;	⌣ ⌣ ⌣	" বিজয়
ভ "	—	প্রথমটি গুরু, শেষ দুটি লঘু ;	— ⌣ ⌣	" শংকর
য "	—	প্রথমটি লঘু, শেষ দুটি গুরু ;	⌣ — —	" মহেশঃ

জ গণ —	প্রথম ও শেষ লঘু, মধ্যে গুরু ;	⌣ — ⌣	যেমন, শিবায়
র „ —	প্রথম ও শেষ গুরু, মধ্যে লঘু ;	— ⌣ —	„ চন্দ্রমাঃ
স „ —	প্রথম দুটি লঘু, শেষটি গুরু ;	⌣ ⌣ —	„ রমণী
ত „ —	প্রথম দুটি গুরু, শেষটি লঘু ;	— — ⌣	„ রত্নানি
গ „ —	একটি মাত্র গুরু বর্ণ	—	„ শ্রীঃ
ল „ —	একটি মাত্র লঘু বর্ণ	⌣	„ চ

গুরু-লঘু নির্ণয় সম্বন্ধে সামান্যভাবে জ্ঞাতব্য হ'ল এই যে — অনুস্বারযুক্ত বর্ণ, বিসর্গযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘস্বর এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্বর গুরু। চরণের অন্তস্থিত বর্ণের লঘু-গুরু ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হয়।

মাত্রা গণনা অনুসারে যে জাতি ছন্দ, তাতে চারটি মাত্রা নিয়ে পাঁচটি গণ আছে। বাম উরুর উপর বাম হাতের তালু মণ্ডলাকারে ঘুরিয়ে আনতে যত সময় লাগে তার নাম মাত্রা। হ্রস্বস্বরের এক, দীর্ঘস্বরের দুই, প্লুতের তিন, এবং ব্যঞ্জনের আধ মাত্রা।

শ্লোক উচ্চারণের সময় জিভ যেখানে বিশ্রাম চায় সেই জায়গাকে 'যতি' বলে। 'যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে'।

(ক) অনুষ্টুপ্ — এই ছন্দের আরেক নাম শ্লোক। "পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ। গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ ॥" এই ছন্দের প্রতিপাদে আটটি অক্ষর। সমস্ত পাদেই পঞ্চমবর্ণ লঘু এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুরু। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ লঘু ; অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই। কালিদাসের নামে প্রচলিত 'শ্রুতবোধ' নামক ছন্দোগ্রন্থে এই ছন্দের লক্ষণ এভাবে দেওয়া হয়েছে — "শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্। দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ ॥" যেমন, তৎ সাধুকৃতসন্ধানং / প্রতিসংহর সায়কম্। / আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং / ন প্রহর্তুমনাগসি ॥

(খ) অপরবক্ত্র — অর্দ্ধসমবৃত্ত। অযুজি ননরলা গুরুঃ সমে তদপরবক্ত্রমিদং নজৌ জরৌ'। প্রথম এবং তৃতীয় পাদে ন-ন-র-ল-গ ক্রমে ১১ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ন-জ-জ-র ক্রমে ১২ অক্ষর।

(গ) আর্যা — মাত্রা দ্বারা নির্দ্ধারিত জাতি ছন্দ। অপর নাম 'গাথা'। 'যস্যাঃ প্রথমে পাদে দ্বাদশ মাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সাঽহর্যা'। প্রথম পাদে ১২ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১৮ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ১২ মাত্রা এবং চতুর্থ পাদে ১৫ মাত্রা।

(ঘ) ইন্দ্রবজ্রা — 'স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ'। প্রতিপাদে ত-ত-জ-গ-গ এই ক্রমে ১১ টি অক্ষর।

(ঙ) উদ্‌গাথা — 'আর্যা 'র প্রকারভেদ। নামান্তর 'গীতি'। প্রতি অর্দ্ধে ৩০ মাত্রা। মোট ৬০ মাত্রা। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ১ মাত্রা বেশী থাকলেও প্রাকৃত ছন্দঃশাস্ত্রের বিশেষ বিধানে সিদ্ধ।

(চ) উপজাতি — সাধারণতঃ ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের মিশ্রণ। উপেন্দ্রবজ্রার লক্ষণ — 'উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা'। প্রতিপাদে জ-ত-জ-গ-গ এই ক্রমে ১১ টি অক্ষর। উপজাতির লক্ষণ — 'অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ পাদৌ যদীয়াবুপজাতয়স্তাঃ। ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু বদন্তি জাতিষ্বিদমেব নাম ॥' চারটি পাদের ক'টি ইন্দ্রবজ্রা বা ক'টি উপেন্দ্রবজ্রা তা নির্দিষ্ট নয়। ক্রমেরও কোন নিয়ম নেই। ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রা ছাড়া অন্যান্য দুটি ছন্দের মিশ্রণেও উপজাতি হয়।

(ছ) দ্রুতবিলম্বিত — 'দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ'। প্রতিপাদে ন-ভ-ভ-র এই ক্রমে ১২টি অক্ষর।

(জ) পুষ্পিতাগ্রা — অর্ধসমবৃত্ত। 'অযুজি নযুগরেফতো যকারো যুজি চ নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা'। প্রথম ও তৃতীয় পাদে ন-ন-র-য ক্রমে ১২ টি অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ন-জ-জ-র-গ ক্রমে ১৩ টি অক্ষর।

(ঝ) প্রহর্ষিণী — 'ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ম্'। প্রতিপাদে ম-ন-জ-র-গ ক্রমে ১৩ টি অক্ষর। ত্রি = তিন। আশা অর্থাৎ দিক্ দশটি। যতি প্রথমে তৃতীয় অক্ষরে, পরে দশম অক্ষরে।

(ঞ) মন্দাক্রান্তা — 'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্'। প্রতিপাদে ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ ক্রমে ১৭ টি অক্ষর। অম্বুধি = সমুদ্র — চারটি। রস — ছটি। নগ অর্থাৎ পর্বত সাতটি। যতি প্রথম চতুর্থে, পরে ষষ্ঠে এবং অবশেষে সপ্তমে।

(ট) মালভারিণী — অর্ধসমবৃত্ত। নামান্তর — কালভারিণী, ঔপচ্ছন্দসিক। 'বিষমে সসজা যদা গুরু চেৎ সভরা যেন তু মাল(কাল)ভারিণীয়ম্'। প্রথম এবং তৃতীয় পাদে স-স-জ-গ-গ ক্রমে ১১ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে স-ভ-র-য ক্রমে ১২ অক্ষর।

(ঠ) মালিনী — 'ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ'। প্রতিপাদে ন-ন-ম-য-য ক্রমে ১৫ টি অক্ষর। ভোগী-আট। লোক-সাত। যতি প্রথমে আটে, পরে সাতে।

(ড) রথোদ্ধতা — 'রাৎ পরৈর্নরলগৈ রথোদ্ধতা'। প্রতিপাদে র-ন-র-ল-গ ক্রমে ১৩ অক্ষর।

(ঢ) রুচিরা — 'জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ'। প্রতিপাদে জ-ভ-স-জ-গ ক্রমে ১৩ অক্ষর। যতি প্রথমে চতুর্থে, পরে নবমে (< গ্রহ = নয়)।

(ণ) বংশস্থবিল — 'বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ।' প্রতিপাদে জ-ত-জ-র ক্রমে ১২ অক্ষর।

(ত) বসন্ততিলক — 'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌগঃ'। প্রতিপাদে ত-ভ-জ-জ-গ-গ ক্রমে ১৪ অক্ষর।

(থ) **শার্দূলবিক্রীড়িত** — 'সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্'। প্রতিপাদে ম-স-জ-স-ত-ত-গ ক্রমে ১৯ অক্ষর। যতি প্রথমে দ্বাদশে (< দ্বাদশ আদিত্য) এবং পরে সাতে (< সূর্যের সপ্তাশ্ব)।

(দ) **শালিনী** — 'মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ'। প্রতিপাদে ম-ত-ত-গ-গ ক্রমে ১১ অক্ষর। যতি প্রথম চতুর্থে (< চার বেদ) এবং পরে সাতে (< সপ্তলোক)।

(ধ) **শিখরিণী** — 'রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণী।' প্রতিপাদে য-ম-ন-স-ভ-ল-গ ক্রমে ১৭ অক্ষর। যতি প্রথম ষষ্ঠে (< ছয় রস), পরে একাদশে (< একাদশ রুদ্র)।

(ন) **সুন্দরী** — নামান্তর বিয়োগিনী। অর্ধসমবৃত্ত। 'অযুজোর্যদি সৌ জগৌ সমে সভরা লগৌ যদি সুন্দরী তদা'। প্রথম এবং তৃতীয় পাদে স-স-জ-গ ক্রমে ১০ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে স-ভ-র-ল-গ ক্রমে ১১ অক্ষর।

(প) **স্রগ্ধরা** — 'ম্রভৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্'। প্রতিপাদে ম-র-ভ-ন-য-য-য ক্রমে ২১ অক্ষর। প্রতি সপ্তমে যতি।

(ফ) **হরিণী** — 'নসমরসলাগঃ ষড়্বেদৈর্হয়ৈর্হরিণী মতা'। প্রতিপাদে ন-স-ম-র-স-ল-গ ক্রমে ১৭ অক্ষর। যতি প্রথমে ষষ্ঠে (< ষড়্), পরে চতুর্থে (< চার বেদ) এবং অবশেষে সপ্তমে (< হয় — অশ্ব, সপ্তাশ্ব)।

—ঃ০ঃ—

ছন্দ বিশ্লেষণ

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	
অক্ষর (প্রতিপাদে)	৮	৮		১১			১২		১৩	১৭		১৫	১৩	১৩	১২	১৪	১৯	১১	১৭		২১	১৭	
ছন্দ	অনুষ্টুভ্	অপরবক্ত্র	আর্যা	ইন্দ্রবজ্রা	উদ্গাথা	উপজাতি	দ্রুতবিলম্বিত	পুষ্পিতাগ্রা	প্রহর্ষিণী	মন্দাক্রান্তা	মালভারিণী	মালিনী	রথোদ্ধতা	রুচিরা	বংশস্থবিল	বসন্ততিলক	শার্দূলবিক্রীড়িত	শালিনী	শিখরিণী	সুন্দরী	স্রগ্ধরা	হরিণী	মোট
প্রথম অঙ্ক	৫,৬, ১১,১২, ২৩		২,৩, ১৩,১৫ ১৬,১৯, ২২,২৫, ২৬,৩১		৪			২৯		৩০		১০ ১৮			১৭,২০	৮,২৪ ২৮	১৪,২১		৯, ২১		১, ৭		৩১
দ্বিতীয় অঙ্ক	১৩,১৬, ১৭		১,৮			৭	১১	৩		১৪ ১৫		৪				৯,১২	২,৫, ৬		১০	১৮			১৮
তৃতীয় অঙ্ক	১,১৭ ২০		২,৪,৫, ৯,১২, ১৪,১৫, ১৯		১৩		১৬				২১ ২২	৩			১১	৮,১৮, ২৪	৭,২৩		৬			১০	২৪
চতুর্থ অঙ্ক	৪,৭	১০	১২,১৬, ২১	২২		৮°									১	২,৩,১১ ১৩,১৪, ১৫,২০	৫,৬, ৯,১৭, ১৮					১৯	২২
পঞ্চম অঙ্ক	১৪,২৪ ২৬,২৯	১	১১,১৩, ১৬,১৮ ২১,২৮, ৩১	৪		৫,২০, ২৫	২৭					৭ ৮ ১৯			১২,১৫ ১৭	২,৩,৬ ২২,২৩	৯	৩০	১০				৩১
ষষ্ঠ অঙ্ক	১৪,২২, ২৩,২৮, ৩২		২,৩,৭, ১৫,১৯, ২১,৩১			১০,২৪ ২৬	৮	১১	২৭ ৩০						১৩,১৮, ২৯	১২,১৬, ২০,২৫	৪,৫, ৬,১৭		৯	১			৩২
সপ্তম অঙ্ক	৯,১৩, ১৪,১৫, ২০,২৮, ২৯		২২			২,৫, ১৯,৩১	৩				২০ ২১	৭ ৩৪	১৮	৩৫	১০,১৬, ৩০	৪,৬,১৭, ২৫,২৬, ৩২	৮,১১ ১২,২৭		৩৩	১		২৪	৩৫
মোট	২৯	২	৩৮	২	২	১২	৫	৩	২	৩	৪	৯	১	১	১৩	৩০	২১	১	৭	৩	২	৩	১৯০

পরিশিষ্ট (২)

অলঙ্কার-পরিচয়

ব্যাপক অর্থে সৌন্দর্যমাত্রই অলঙ্কার-পদবাচ্য। আবার সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে অনুপ্রাস, উপমা, রূপক প্রভৃতি কবি-সমাজে প্রচলিত বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গী, যা কবির করা বর্ণনাকে সাধারণ বর্ণনা থেকে পৃথক করে, তাকেও অলঙ্কার বলা হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কাব্যের সারভূত যে সৌন্দর্য ('রস', 'রমণীয়তা') তা এবং সৌন্দর্যসাধক বা বর্দ্ধক যে উপাদান তা — এই দুয়েরই কথা 'অলঙ্কারে'র দ্বারা বোঝান' যেতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে অলঙ্কার মনুষ্যদেহের শোভাবর্দ্ধক কটক-কেয়ূরাদির মতো বহিরঙ্গ বস্তু — একথা যেমন সত্য, তেমনি ব্যাপক অর্থে কাব্যের প্রাণভূত অতি-অন্তরঙ্গ বস্তু — এরকমটাও সত্য। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই অলঙ্কার-শাস্ত্র বলতে কাব্য-সৌন্দর্য্যতত্ত্বই বোঝান' হয়ে থাকে। আচার্য্য বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি'তে বলেছেন — "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ"। অর্থ হ'ল — 'কাব্য সকলের কাছে উপাদেয়, কারণ তাতে অলঙ্কার আছে।' এই অলঙ্কার যে ব্যাপক এবং সংকীর্ণ দুই অর্থেই ধরা যেতে পারে তাও তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন — "অলঙ্কৃতিরলঙ্কারঃ। করণব্যুৎপত্ত্যা পুনঃ অলঙ্কারশব্দোঽয়মুপমাদিষু বর্ততে।" আচার্য্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' বলেছেন — "কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে"। অর্থ — 'যেসব ধর্ম কাব্যের শোভা জন্মায় — সেগুলিকে অলঙ্কার বলা হয়।

'অলঙ্কার' শব্দের দ্বারা কাব্যের সৌন্দর্য্যাধায়ক যে কোন ধর্মকেই বোঝান গেলেও উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গীরূপ সংকীর্ণ অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহার হয়। যোগরূঢ় শব্দ 'পঙ্কজ' যেমন পদ্মকেই বুঝিয়ে থাকে, পঙ্কে জাত অন্য পদার্থকে সাধারণভাবে নির্দেশ করে না — তেমনি গুণ, রীতি, ধ্বনি, রস এসব না বুঝিয়ে 'অলঙ্কার' শুধুমাত্র অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারকে বুঝিয়ে থাকে। বহু আলঙ্কারিক অলঙ্কারকে কাব্যের শোভাবর্দ্ধক বহিরঙ্গ গুণমাত্র বলে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন — ভামহ ("রূপকাদিরলঙ্কারস্তস্যান্যৈর্বহুধোদিতঃ। ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্ ॥"), বামন ("তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ।" — শোভার কর্তা গুণসমূহ,— অলঙ্কারসমূহ শোভাবর্দ্ধক মাত্র। গুণসমূহ নিত্য — অলঙ্কার অনিত্য।), বিশ্বনাথ ("শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ। রসাদীনুপকুর্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ ॥ — অস্থির বা অনিত্য ধর্ম, অঙ্গদাদির মত শোভাবর্দ্ধক।) প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে উপমাদি অলঙ্কার কাব্যের বহিরঙ্গ, অনিত্য, অস্থির ধর্ম বলা হ'লে সম্ভবতঃ এগুলির প্রতি অবিচার করা হয়। কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহে এইসব অলঙ্কার স্বতঃই প্রবিষ্ট থাকে। মধ্যম বা অধম কাব্যে অলঙ্কার যে জোর করে প্রয়োগ করা হচ্ছে — এরকম অনুভব অনেক ক্ষেত্রেই হয় — এ কথা সত্য ; কিন্তু প্রতিভাবান কবির লেখায় তা অপরিবর্তনীয় এবং অতি আবশ্যিক মর্যাদায় স্বতঃ উৎসারিত হয়ে থাকে।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এই অনুভবেই 'রসাদীনুপকুর্বন্তঃ' অর্থাৎ 'কাব্যাত্মভূত রসের উপকারক হয়ে' — এরকম বলেছেন।

ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দ এবং অর্থভেদে অলঙ্কারকে দুভাগে ভাগ করেছেন। পরবর্তীকালে শব্দ, অর্থ, শব্দ-অর্থ এবং রসগতভাবে অলঙ্কারের চার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। যেখানে শব্দের সন্নিবেশেই শ্রুতিমাধুর্য প্রভৃতির জন্ম হয় তা শব্দালঙ্কার। যেখানে অর্থচমৎকৃতির কারণে অলঙ্কার তা অর্থালঙ্কার। যেখানে উভয়েরই চমৎকৃতি — তা হল শব্দার্থালঙ্কার। যেমন, পুনরুক্তবদাভাস। মুখ্যরসের গুণীভূত উপকারক রসবৎ, প্রেয়ঃ প্রভৃতিকে রসালঙ্কার বলে। 'অলঙ্কার-পরিচয়'এ বিভিন্ন অলঙ্কারের লক্ষণ বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণ' থেকে দেওয়া হচ্ছে। রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' এবং ব[illegible]ন সম্পাদকের 'সুষমা'য় সামান্যভাবে অলঙ্কার নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে অলঙ্কারের লক্ষণে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে 'কবিসম্মত প্রসিদ্ধি অনুসারে' অথবা 'কাব্যিকভাবে' — এই কথা সর্বত্র যুক্ত আছে ধরে নিতে হবে। সেটাই বড় কথা। তাই শুধুমাত্র সাদৃশ্য থাকলেই উপমা অলঙ্কার হয় না — যেমন, গোসদৃশঃ গবয়ঃ — উপমা অলঙ্কার নয়। সন্দেহ থাকলেও 'এটা স্থানু না পুরুষ' — সন্দেহ অলঙ্কার হবে না।

অতিশয়োক্তি — "সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।" বিষয়ের অপলাপ করে বিষয়ীর অভেদত্ব আরোপকে বলে অধ্যবসায়। সম্ভাবনাযুক্ত অধ্যবসায় যখন নিশ্চয়াত্মক হয় তখন তাকে অতিশয়োক্তি বলে। ভেদে অভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অভেদে ভেদ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্যকারণের পৌর্বাপর্য্যের ব্যতিক্রম — এই পাঁচ ভাবে অতিশয়োক্তি হয়।

অনন্বয় — "উপমানোপমেয়ত্বমেকস্যৈব ত্বনন্বয়ঃ।" একই পদার্থে যুগপৎ উপমানত্ব এবং উপমেয়ত্ব কল্পনা করা হলে অনন্বয় অলঙ্কার হয়। বর্ণনীয় পদার্থের সদৃশ আর কিছু নেই — এটা বোঝাতেই এই অলঙ্কারের ব্যবহার হয়।

অনুপ্রাস — "অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।" স্বরবর্ণের সাদৃশ্য থাক বা না থাক ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্যের সঙ্গে আবৃত্তিকে অনুপ্রাস বলে। অর্থাৎ কোন এক বর্ণ উচ্চারণ করে সেই বর্ণজাতীয় অন্য কোন বর্ণ কিংবা সেই বর্ণের সঙ্গে একই স্থান (কণ্ঠ, তালু ইত্যাদি) থেকে উচ্চার্য অন্য বর্ণের উচ্চারণ করা হলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। রসাদির অনুকূলে উৎকৃষ্ট বর্ণ বিন্যাসের জন্য অনুপ্রাস নামকরণ হয়েছে।

অনুপ্রাস পাঁচ প্রকারের। ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস এবং লাটানুপ্রাস।

ছেকানুপ্রাস — "ছেকো ব্যঞ্জনসঙ্ঘস্য সকৃৎসাম্যমনেকধা।" ব্যঞ্জনসমূহের স্বরূপানুসারে এবং ক্রমানুসারে সাদৃশ্য অবলম্বন করে পুনরুচ্চারণকে ছেকানুপ্রাস বলে। বর্ণগুলির পৌর্বাপর্য্য নিয়মরক্ষা না করে কেবল বর্ণগত সাদৃশ্যকে স্বরূপসাদৃশ্য বলে। যেমন, রস-সর। পৌর্বাপর্য্য নিয়ম রক্ষা করে বর্ণের সাদৃশ্যকে ক্রমসাদৃশ্য বলে। যেমন, — রস-রস। ছেক = বিদগ্ধ পুরুষ। তাঁদের প্রয়োগ-যোগ্য বলে নাম হয়েছে ছেকানুপ্রাস।

বৃত্ত্যনুপ্রাস — "অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাঽপ্যনেকধা। একস্য সকৃদপেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস

পরিশিষ্ট (২)
অলঙ্কার-পরিচয়

ব্যাপক অর্থে সৌন্দর্যমাত্রই অলঙ্কার-পদবাচ্য। আবার সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে অনুপ্রাস, উপমা, রূপক প্রভৃতি কবি-সমাজে প্রচলিত বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গী, যা কবির করা বর্ণনাকে সাধারণ বর্ণনা থেকে পৃথক করে, তাকেও অলঙ্কার বলা হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কাব্যের সারভূত যে সৌন্দর্য ('রস', 'রমণীয়তা') তা এবং সৌন্দর্যসাধক বা বর্দ্ধক যে উপাদান তা — এই দুয়েরই কথা 'অলঙ্কারে'র দ্বারা বোঝান' যেতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে অলঙ্কার মনুষ্যদেহের শোভাবর্দ্ধক কটক-কেয়ূরাদির মতো বহিরঙ্গ বস্তু — একথা যেমন সত্য, তেমনি ব্যাপক অর্থে কাব্যের প্রাণভূত অতি-অন্তরঙ্গ বস্তু — এরকমটাও সত্য। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই অলঙ্কার-শাস্ত্র বলতে কাব্য-সৌন্দর্য্যতত্ত্বই বোঝান' হয়ে থাকে। আচার্য্য বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি'তে বলেছেন — "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ"। অর্থ হ'ল — 'কাব্য সকলের কাছে উপাদেয়, কারণ তাতে অলঙ্কার আছে।' এই অলঙ্কার যে ব্যাপক এবং সংকীর্ণ দুই অর্থেই ধরা যেতে পারে তাও তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন — "অলঙ্কৃতিরলঙ্কারঃ। করণব্যুৎপত্ত্যা পুনঃ অলঙ্কারশব্দোঽয়মুপমাদিষু বর্ততে।" আচার্য্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' বলেছেন — "কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে"। অর্থ — 'যেসব ধর্ম কাব্যের শোভা জন্মায় — সেগুলিকে অলঙ্কার বলা হয়।

'অলঙ্কার' শব্দের দ্বারা কাব্যের সৌন্দর্য্যাধায়ক যে কোন ধর্মকেই বোঝান গেলেও উপমা, অনুপ্রাস প্রভৃতি বিশিষ্ট বর্ণনাভঙ্গীরূপ সংকীর্ণ অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহার হয়। যোগরূঢ় শব্দ 'পঙ্কজ' যেমন পদ্মকেই বুঝিয়ে থাকে, পঙ্কে জাত অন্য পদার্থকে সাধারণভাবে নির্দেশ করে না — তেমনি গুণ, রীতি, ধ্বনি, রস এসব না বুঝিয়ে 'অলঙ্কার' শুধুমাত্র অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারকে বুঝিয়ে থাকে। বহু আলঙ্কারিক অলঙ্কারকে কাব্যের শোভাবর্দ্ধক বহিরঙ্গ গুণমাত্র বলে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন — ভামহ ("রূপকাদিরলঙ্কারস্তস্যান্যৈর্বহুধোদিতঃ। ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্ ৷৷"), বামন ("তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ।" — শোভার কর্তা গুণসমূহ,— অলঙ্কারসমূহ শোভাবর্দ্ধক মাত্র। গুণসমূহ নিত্য — অলঙ্কার অনিত্য।), বিশ্বনাথ ("শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ। রসাদীনুপকুর্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ ৷৷ — অস্থির বা অনিত্য ধর্ম, অঙ্গদাদির মত শোভাবর্দ্ধক।) প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে উপমাদি অলঙ্কার কাব্যের বহিরঙ্গ, অনিত্য, অস্থির ধর্ম বলা হ'লে সম্ভবতঃ এগুলির প্রতি অবিচার করা হয়। কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহে এইসব অলঙ্কার স্বতঃই প্রবিষ্ট থাকে। মধ্যম বা অধম কাব্যে অলঙ্কার যে জোর করে প্রয়োগ করা হচ্ছে — এরকম অনুভব অনেক ক্ষেত্রেই হয় — এ কথা সত্য ; কিন্তু প্রতিভাবান কবির লেখায় তা অপরিবর্তনীয় এবং অতি আবশ্যিক মর্যাদায় স্বতঃ উৎসারিত হয়ে থাকে।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এই অনুভবেই 'রসাদীনুপকুর্বন্তঃ' অর্থাৎ 'কাব্যাত্মভূত রসের উপকারক হয়ে' — এরকম বলেছেন।

ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দ এবং অর্থভেদে অলঙ্কারকে দুভাগে ভাগ করেছেন। পরবর্তীকালে শব্দ, অর্থ, শব্দ-অর্থ এবং রসগতভাবে অলঙ্কারের চার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। যেখানে শব্দের সন্নিবেশেই শ্রুতিমাধুর্য প্রভৃতির জন্ম হয় তা শব্দালঙ্কার। যেখানে অর্থচমৎকৃতির কারণে অলঙ্কার তা অর্থালঙ্কার। যেখানে উভয়েরই চমৎকৃতি — তা হল শব্দার্থালঙ্কার। যেমন, পুনরুক্তবদাভাস। মুখ্যরসের গুণীভূত উপকারক রসবৎ, প্রেয়ঃ প্রভৃতিকে রসালঙ্কার বলে। 'অলঙ্কার-পরিচয়'এ বিভিন্ন অলঙ্কারের লক্ষণ বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণ' থেকে দেওয়া হচ্ছে। রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' এবং ব[illegible]ন সম্পাদকের 'সুষমা'য় সামান্যভাবে অলঙ্কার নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে অলঙ্কারের লক্ষণে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে 'কবিসম্মত প্রসিদ্ধি অনুসারে' অথবা 'কাব্যিকভাবে' — এই কথা সর্বত্র যুক্ত আছে ধরে নিতে হবে। সেটাই বড় কথা। তাই শুধুমাত্র সাদৃশ্য থাকলেই উপমা অলঙ্কার হয় না — যেমন, গোসদৃশঃ গবয়ঃ — উপমা অলঙ্কার নয়। সন্দেহ থাকলেও 'এটা স্থানু না পুরুষ' — সন্দেহ অলঙ্কার হবে না।

অতিশয়োক্তি — "সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।" বিষয়ের অপলাপ করে বিষয়ীর অভেদত্ব আরোপকে বলে অধ্যবসায়। সম্ভাবনাযুক্ত অধ্যবসায় যখন নিশ্চয়াত্মক হয় তখন তাকে অতিশয়োক্তি বলে। ভেদে অভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অভেদে ভেদ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্যকারণের পৌর্বাপর্য্যের ব্যতিক্রম — এই পাঁচ ভাবে অতিশয়োক্তি হয়।

অনন্বয় — "উপমানোপমেয়ত্বমেকস্যৈব ত্বনন্বয়ঃ।" একই পদার্থে যুগপৎ উপমানত্ব এবং উপমেয়ত্ব কল্পনা করা হলে অনন্বয় অলঙ্কার হয়। বর্ণনীয় পদার্থের সদৃশ আর কিছু নেই — এটা বোঝাতেই এই অলঙ্কারের ব্যবহার হয়।

অনুপ্রাস — "অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।" স্বরবর্ণের সাদৃশ্য থাক বা না থাক ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্যের সঙ্গে আবৃত্তিকে অনুপ্রাস বলে। অর্থাৎ কোন এক বর্ণ উচ্চারণ করে সেই বর্ণজাতীয় অন্য কোন বর্ণ কিংবা সেই বর্ণের সঙ্গে একই স্থান (কণ্ঠ, তালু ইত্যাদি) থেকে উচ্চার্য অন্য বর্ণের উচ্চারণ করা হলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। রসাদির অনুকূলে উৎকৃষ্ট বর্ণ বিন্যাসের জন্য অনুপ্রাস নামকরণ হয়েছে।

অনুপ্রাস পাঁচ প্রকারের। ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস এবং লাটানুপ্রাস।

ছেকানুপ্রাস — "ছেকো ব্যঞ্জনসঙ্ঘস্য সকৃৎসাম্যমনেকধা।" ব্যঞ্জনসমূহের স্বরূপানুসারে এবং ক্রমানুসারে সাদৃশ্য অবলম্বন করে পুনরুচ্চারণকে ছেকানুপ্রাস বলে। বর্ণগুলির পৌর্বাপর্য্য নিয়মরক্ষা না করে কেবল বর্ণগত সাদৃশ্যকে স্বরূপাসাদৃশ্য বলে। যেমন, রস-সর। পৌর্বাপর্য্য নিয়ম রক্ষা করে বর্ণের সাদৃশ্যকে ক্রমসাদৃশ্য বলে। যেমন, — রস-রস। ছেক = বিদগ্ধ পুরুষ। তাঁদের প্রয়োগ-যোগ্য বলে নাম হয়েছে ছেকানুপ্রাস।

বৃত্ত্যনুপ্রাস — "অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাঽপ্যনেকধা। একস্য সকৃদপেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস

উচ্যতে ॥" অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরূপ অনুসারে (ক্রমানুসারে নয়) আবৃত্তি অথবা স্বরূপ এবং ক্রম — দুভাবেই বার বার আবৃত্তি হলে তাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলে। বৃত্তি = রীতি। রীতির অনুসরণে উৎকৃষ্ট বর্ণবিন্যাসের কারণে এই নাম।

শ্রুত্যনুপ্রাস — "উচ্চার্য্যত্বাদ্ যদেকত্র স্থানে তালুরদাদিকে। সাদৃশ্যং ব্যঞ্জনস্যৈব শ্রুত্যনুপ্রাস উচ্যতে ॥" তালু দন্ত প্রভৃতি একই জায়গায় উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণের যে সাদৃশ্য তাকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে। শ্রুতিমধুর বলেই নাম হয়েছে শ্রুত্যনুপ্রাস।

অন্ত্যানুপ্রাস — "ব্যঞ্জনং চেদ্ যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বরেণ তু। আবর্ত্যতেঽন্ত্যযোজ্যত্বাদন্ত্যানুপ্রাস এব তৎ ॥" পদের বা শ্লোকপাদের অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ যেভাবে অনুস্বার, বিসর্গ বা স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবস্থান করে যথাসম্ভব সেভাবেই যদি সেই বর্ণের আদিস্থিত স্বরের সঙ্গে আবৃত্তি হয় — তবে তা অন্ত্যানুপ্রাস হবে। পদের বা পাদের অন্তে থাকে বলে এই নাম।

লাটানুপ্রাস — "শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্ত্যং ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ। লাটানুপ্রাস ইত্যুক্তঃ...।" কেবল তাৎপর্যের প্রভেদ থাকলে শব্দ ও অর্থের যে পুনরুক্ততা তার নাম লাটানুপ্রাস। লাট = সহৃদয়। সহৃদয়ের প্রিয় — তাই নাম লাটানুপ্রাস।

অনুমান — "অনুমানং তু বিচ্ছিত্ত্যা জ্ঞানং সাধ্যস্য সাধনাৎ।" চমৎকারিতার সঙ্গে ব্যাপ্য হেতুর জ্ঞান থেকে ব্যাপক সাধ্যের জ্ঞান হলে অনুমান অলঙ্কার হয়। যে পদার্থের অভাবে যেটি থাকে না তাদের প্রথমটি ব্যাপক এবং পরেরটি ব্যাপ্য। যেমন, ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে আগুন ব্যাপক, ধোঁয়া ব্যাপ্য।

অন্যোন্য — "অন্যোন্যমুভয়োরেকক্রিয়ায়াঃ করণং মিথঃ।" দুটি বস্তু একজাতীয় ক্রিয়ার প্রতি কারণ হলে অন্যোন্য অলঙ্কার বলে।

অপহ্নুতি — "প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ।" প্রকৃত অর্থাৎ বর্ণনীয় উপমেয়ের প্রকৃত স্বরূপ অস্বীকার করে উপমানের স্বরূপ আরোপ করলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। কখনও আগে নিষেধ — পরে আরোপ, কখনো বা আগে আরোপ পরে নিষেধ — দুভাবে এই অলঙ্কার হয়।

অপহ্নুতি অলঙ্কারের আরো একটি লক্ষণ আছে। "গোপনীয়ং কমপ্যর্থং দ্যোতয়িত্বা কথঞ্চন। যদি শ্লেষেণান্যথা বান্যথয়েৎ সাঽপ্যপহ্নুতিঃ ॥" অর্থাৎ গোপনীয় কোন বিষয় কোনভাবে প্রকাশ করে বক্তা যদি শ্লেষের দ্বারা কিংবা অন্যভাবে প্রকাশিত বাক্যকে অন্য অর্থে সংযোজিত করে তাও অপহ্নুতি অলঙ্কার হবে।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা — "ক্বচিদ্বিশেষঃ সামান্যাৎ সামান্যং বা বিশেষতঃ। কার্য্যান্নিমিত্তং কার্য্যঞ্চ হেতোরথ সমাৎ সমম্ ॥ অপ্রস্তুতাৎ প্রস্তুতঞ্চেদ্ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ। অপ্রস্তুতপ্রশংসা স্যাৎ।" অপ্রস্তুতের দ্বারা প্রস্তুতের প্রশংসা অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রতিপাদন করা হলে অপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কার হয়। পাঁচভাবে এটা সম্ভব — সামান্য অপ্রস্তুত থেকে বিশেষ প্রস্তুত, বিশেষ অপ্রস্তুত থেকে সামান্য প্রস্তুত, কার্য্যরূপ অপ্রস্তুত থেকে কারণরূপ প্রস্তুত, কারণরূপ অপ্রস্তুত থেকে কার্য্যরূপ প্রস্তুত এবং সমান অপ্রস্তুত থেকে সমান প্রস্তুত। শেষের প্রকারে অপ্রস্তুত সামান্য হলে প্রস্তুতও সামান্য, অপ্রস্তুত কার্য্য হলে প্রস্তুতও কার্য্য হয়ে থাকে।

অর্থান্তরন্যাস — "সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি। কার্য্যঞ্চ কারণেনেদং কার্যেণ বা সমর্থ্যতে। সাধ্যর্ম্যেণেতরেণার্থান্তরন্যাসোঽষ্টধা ততঃ ॥" বিশেষের দ্বারা সামান্য, সামান্যের দ্বারা বিশেষ, কার্য্যের দ্বারা কারণ কিংবা কারণের দ্বারা কার্য্যের সমর্থন করা হলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়।

এই চার ভেদের প্রতিটি আবার সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে দু'রকমের হয়ে থাকে। তাই আট রকমের অর্থান্তরন্যাস।

অর্থাপত্তি — "দণ্ডাপূপিকয়ান্যার্থাগমোঽর্থাপত্তিরিষ্যতে।" কোন মূষিক দণ্ড-ভক্ষণ করেছে — এই কথা বললে মূষিক দণ্ডের সঙ্গে লাগানো অপূপ অর্থাৎ পিঠেও খেয়েছে এই বোধ অনায়াসে হয়। অনুরূপভাবে কোন জায়গায় এক পদার্থের জ্ঞান থেকে অপর পদার্থের জ্ঞান সহজেই বোধগম্য হলে তাকে 'দণ্ডাপূপিকা' ন্যায় বলে। এই ন্যায় অনুসারে অন্য অর্থের জ্ঞান হলে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হয়।

আক্ষেপ — "বস্তুনো বক্তুমিষ্টস্য বিশেষপ্রতিপত্তয়ে। নিষেধাভাস আক্ষেপো বক্ষ্যমাণোক্তগো দ্বিধা ॥" যা বলার ইচ্ছে সেই বিষয়ের বিশেষভাবে প্রতীতি ঘটানোর কারণে কোন বিধি অভিপ্রেত হলেও আপাততঃ নিষেধের মত মনে হলে আক্ষেপ অলঙ্কার হয়। আবার অনভিলষিত কার্য আপাততঃ ঈপ্সিত এরকম প্রতীতি হলেও এই অলঙ্কার হয়।

উৎপ্রেক্ষা — "ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।" উপমেয়ে উপমানের সম্ভাবনা (সংশয়)-কে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে। 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকলে তা বাচ্য, না থেকেও বোঝালে তা গম্য।

উদাত্ত — "লোকাতিশয়সম্পত্তিবর্ণনোদাত্তমুচ্যতে। যদ্বাপি প্রস্তুতস্যাঙ্গং মহতাং চরিতং ভবেৎ ॥" কোনও বর্ণনীয় পদার্থের অলৌকিক সমৃদ্ধি বর্ণনা করা হ'লে অথবা কোনও মহাত্মার মাহাত্ম্য-প্রকাশক চরিত্রের বর্ণনা যদি বর্ণনীয় পদার্থের উপকারী হয় তবে উদাত্ত অলঙ্কার হয়।

উপমা — "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ।" এক বাক্যে বিরুদ্ধ ধর্মের উল্লেখ না ক'রে দুটি পদার্থের সাদৃশ্য বাচ্যভাবে প্রকাশ করা হলে উপমা অলঙ্কার হয়।

উল্লেখ — "ক্বচিদ্ ভেদাদ্ গ্রহীতৃণাং বিষয়াণাং তথা ক্বচিৎ। একস্যানেকধোল্লেখো যঃ স উল্লেখ ইষ্যতে ॥" কোন একটি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহীতা (জ্ঞাতা — যিনি পদার্থটিকে বর্ণনা করছেন) এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণের অনুসারে বহুরূপে বর্ণনাকে উল্লেখ অলঙ্কার বলে।

কাব্যলিঙ্গ — "হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে।" কোন বাক্যার্থ কিংবা কোন পদার্থ ব্যঞ্জনাবশতঃ কোন বিষয়ের হেতুরূপে প্রতীয়মান হলে তাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলে।

তুল্যযোগিতা — "পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ। একধর্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা ॥" সকল প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত অর্থাৎ প্রকৃত এবং অপ্রকৃত পদার্থের গুণ বা ক্রিয়ারূপ এক ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে তাকে তুল্যযোগিতা বলে। বর্ণনীয় পদার্থ বা তার অঙ্গকে প্রকৃত বা প্রস্তুত বলে।

দীপক — "অপ্রস্তুতপ্রস্তুতয়োর্দীপকন্তু নিগদ্যতে। অথ কারকমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেৎ ॥" প্রকৃত এবং অপ্রকৃত — দুই প্রকার পদার্থের এক ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে দীপক অলঙ্কার হয়। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অনেকে এই অলঙ্কারকে গুণ বা ক্রিয়ারূপ ধর্মের প্রথমে, মধ্যে এবং অন্তে অবস্থানের কারণে আদিদীপক, মধ্যদীপক এবং অন্ত্যদীপক এই তিন ভেদ স্বীকার করেছেন।

দৃষ্টান্ত — "দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্।" দুটি বাক্যের দুটি সাধারণ ধর্ম যদি পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত হয় এবং সেই সাদৃশ্য যদি তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় তবে তাকে দৃষ্টান্তালঙ্কার বলে। এই সাদৃশ্য আবার সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য দুইভাবে পাওয়া যেতে পারে।

নিদর্শনা — "সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ। যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥" কোন পদার্থের সম্বন্ধ কোথাও বাধিত এবং কোথাও অবাধিতভাবে হয়ে বর্ণিত পদার্থ দুটির সাদৃশ্য তাৎপর্য্য দ্বারা প্রকাশ করলে নির্দেশনা অলঙ্কার হয়। দৃষ্টান্ত ও নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য এই যে নিদর্শনায় বাক্যার্থের পরস্পরের সাদৃশ্যবোধ না হলে ব্যাকার্থের বোধ সমাপ্ত হয় না — বাধিত থাকে। কিন্তু দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে প্রথমে বাক্যার্থের বোধ সমাপ্ত হলেও শেষে তাৎপর্য্য শক্তির সাহায্যে বাক্যার্থের সাদৃশ্যবোধ হয়ে থাকে।

পরিকর — "উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।" প্রকৃতপদার্থের পরিপুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে বহু বিশেষণের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের উপস্থাপন হলে পরিকর অলঙ্কার হয়।

পরিণাম — "বিষয়াত্মতয়ারোপ্যে প্রকৃতার্থোপযোগিনি। পরিণামো ভবেত্তুল্যা-তুল্যাধিকরণো দ্বিধা ॥" বর্ণনীয় পদার্থের উপকারী বা উপযোগী পদার্থ বিষয়ের অর্থাৎ উপমেয়ের সঙ্গে অভিন্নভাবে আরোপিত হলে পরিণাম অলঙ্কার হয়। উপমান উপমেয়ের আত্মরূপে পরিণত হয় — তাই এই নাম।

পর্যায়োক্ত — "পর্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে।" — বাক্যের বৈচিত্রবশতঃ বক্তব্য বিষয় বাচ্যের মত স্পষ্টাকারে প্রকাশিত হলে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার হয়।

পুনরুক্তবদাভাস — "আপাততো যদর্থস্য পৌনরুক্ত্যাবভাসনম্। পুনরুক্তবদাভাসঃ স ভিন্নাকারশব্দগঃ ॥" আপাততঃ পুনরুক্তি বলে মনে হলেও অর্থবোধের পর যদি তাকে আর পুনরুক্তি মনে না হয় — তাকে পুনরুক্তবদাভাস বলে। পুনরুক্তবৎ আভাস অর্থাৎ অযথার্থ প্রতীতি = পুনরুক্তবদভাস।

প্রতিবস্তূপমা — "প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্ বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ। একোঽপি ধর্মঃ সামান্যো যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্ ॥" দুটি বাক্যের পরস্পর সাদৃশ্য যদি সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত না হয়ে তাৎপর্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় এবং এরকম দুই বাক্যের একই সাধারণ ধর্ম ভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয় তবে তাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলে। উপমায় একই বাক্য। এখানে দুটি। উপমায় সাদৃশ্য বাচ্য — এখানে তা গম্য।

ভাবিক — "অদ্ভুতস্য পদার্থস্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ। যৎ প্রত্যক্ষায়মাণত্বং

তদ্ভাবিকমুদাহৃতম্ ॥" কোন অসম্ভব পদার্থের কিংবা অতীত বা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন পদার্থের যেন প্রত্যক্ষ দর্শন হচ্ছে — এরকম বর্ণনা করা হলে ভাবিক অলঙ্কার হয়।

ভ্রান্তিমান্ — "সাম্যাদতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রান্তিমান্ প্রতিভোত্থিতঃ।" সাদৃশ্যবশতঃ যে জিনিষ যা নয়, তাকে সেই জিনিষ বলে গ্রহণ করার কবিত্বময় বর্ণনার নাম ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার।

মালোপমা — "মালোপমা যদেকস্যোপমানং বহু দৃশ্যতে।" — যে অলঙ্কারে একটি মাত্র উপমেয়ের অনেক উপমান থাকে তাকে মালোপমা বলে।

যথাসংখ্য — "যথাসংখ্যমনুদ্দেশ উদ্দিষ্টানাং ক্রমেণ যৎ।" প্রথমে নির্দ্দিষ্ট পদার্থসমূহের পরে নির্দিষ্ট পদার্থের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সম্বন্ধ হলে যথাসংখ্য অলঙ্কার বলে।

যমক — "সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ। ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে ॥" অর্থ থাকলে ভিন্ন অর্থে এবং অর্থ না থাকলে নিরর্থকভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনের একবার উচ্চারণের পর পূর্বক্রমানুসারে পুনরায় উচ্চারণ করা হলে যমক অলঙ্কার হয়।

রূপক — "রূপকং রূপিতারোপঃ বিষয়ে নিরপহ্নবে।" — উপমেয়ের নিষেধ না করে উপমেয় পদার্থে উপমানের যে অভেদ কল্পনা তার নাম রূপক। রূপিত কথার অর্থ যাকে আরোপ করা হয় অর্থাৎ উপমান।

লেশ — "লেশো লেশেন নির্ভিন্নবস্তুরূপনিগূহনম্।" (কাব্যাদর্শ, ২য় পরি.)। গোপনীয় বস্তু কোন ভাবে প্রকাশিত হয়ে গেলে অন্য কোন উপায়ে তাকে গোপন করাকে লেশ অলঙ্কার বলে।

বিকল্প — "বিকল্পস্তুল্যবলয়োর্বিরোধশ্চাতুরীযুতঃ।" চমৎকারিতার সঙ্গে তুল্যশক্তিবিশিষ্ট দুটি বস্তুর বিরোধ হলে বিকল্প অলঙ্কার হয়।

বিভাবনা — "বিভাবনা বিনা হেতুং কার্য্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।" কারণ নেই কিন্তু কার্য আছে এরকম বোঝালে বিভাবনা অলঙ্কার হয়।

বিরোধ — "জাতিশ্চতুর্ভির্জাত্যাদ্যৈর্গুণো গুণাদিভিস্ত্রিভিঃ। ক্রিয়া ক্রিয়াদ্রব্যাভ্যাং যদ্ দ্রব্যং দ্রব্যেণ বা মিথঃ। বিরুদ্ধমিব ভাসেত বিরোধোঽসৌ দশাকৃতিঃ।" জাতি, দ্রব্য, গুণ অথবা ক্রিয়ার সঙ্গে জাতির, গুণ, ক্রিয়া কিংবা জাতির সঙ্গে গুণের, ক্রিয়া ও দ্রব্যের সঙ্গে ক্রিয়ার কিংবা দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হলে বিরোধ অলঙ্কার বলে। আপাততঃ বিরোধ — তাই নামান্তর বিরোধাভাস। তুঃ পুনরুক্তবদাভাস।

বিশেষোক্তি — "সতি হেতৌ ফলাভাবঃ বিশেষোক্তিঃ।" কারণ আছে কিন্তু কার্য্য নেই — এরকম বোঝালে বিশেষোক্তি অলঙ্কার বলে। প্রকৃতপক্ষে বিভাবনা এবং বিশেষোক্তি দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একই অলঙ্কার বলা চলে। যেমন আগুন থাকলে তবেই ধোঁয়া হয়। যদি বলা হয় আগুন নেই — ধোঁয়া আছে, তবে কারণ নেই কিন্তু কার্য্য আছে, এই বিবেচনায় বিভাবনা। আবার আগুনের অভাবরূপ কারণ আছে কিন্তু ধোঁয়ার অভাবরূপ কার্য্য নেই, এই বিবেচনায় এটাকে বিশেষোক্তিও বলা চলে। এই কারণেই বিভাবনা ও বিশেষোক্তির শুদ্ধ উদাহরণ দুর্লভ (নেই) — এরকম বলা হয়ে থাকে।

বিষম — "গুণৌ ক্রিয়ে বা যৎ স্যাতাং বিরুদ্ধে হেতুকার্যয়োঃ। যদ্বারব্ধস্য বৈফল্যমনর্থস্য চ সম্ভবঃ ॥ বিরূপয়োঃ সংঘটনা যা চ তদ্বিষমং মতম্।" কারণের গুণ থেকে কার্যের গুণ অথবা কারণের ক্রিয়া থেকে কার্যের ক্রিয়া বিজাতীয় হলে, অথবা, কোন' আরব্ধ কর্ম অভিলষিত ফল উৎপাদন না ক'রে অনভিলষিত ফল উৎপাদন করলে, অথবা পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি পদার্থের একই অধিকরণে মিলন হ'লে বিষম অলঙ্কার হয়।

ব্যতিরেক — "আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতাঽথবা ব্যতিরেকঃ।" উপমানের তুলনায় উপমেয়ের উৎকর্ষের আধিক্য অথবা অপকর্ষ বর্ণনা করা হলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ছাড়া কেবলমাত্র উপমান-উপমেয়ের বৈধর্ম্যেও ব্যতিরেক স্বীকার করা হয়। কোন কোন আলঙ্কারিক কেবলমাত্র উপমেয়ের উৎকর্ষেই ব্যতিরেক অলঙ্কার মানেন।

ব্যাজস্তুতি — "উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ, নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ।" ব্যক্ত নিন্দার দ্বারা স্তুতি এবং ব্যক্ত স্তুতির দ্বারা নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়।

ব্যাজোক্তি — "ব্যাজোক্তির্গোপনং ব্যাজাদুদ্ভিন্নস্যাপি বস্তুনঃ।" গোপনীয় রহস্য কোন কাজের দ্বারা প্রকাশ হয়ে গেলে ছলনা করে তা গোপন করার চেষ্টাকে ব্যাজোক্তি বলে।

শ্লেষ — "শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে।" একই প্রযত্নে উচ্চারণের কারণে একাধিক শব্দের ভেদ লোপ পেলে যে মিলন হয় — তাকে শ্লেষ বলে। এইরকম শ্লেষযুক্ত শব্দের দ্বারা অভিধা শক্তির সাহায্যে একাধিক অর্থ প্রকাশই শ্লেষ অলঙ্কার। এটা শব্দশ্লেষের লক্ষণ এবং ব্যাখ্যা। অর্থশ্লেষ হল — "শব্দৈঃ স্বভাবাদেকার্থৈঃ শ্লেষোঽনেকার্থবাচনম্।" অর্থাৎ একার্থবাচক শব্দের প্রয়োগে অভিধা ও লক্ষণার দ্বারা অনেক অর্থ প্রকাশিত হলে অর্থশ্লেষ হয়।

সন্দেহ — "সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ।" কবি-সমাজে প্রসিদ্ধ সাদৃশ্যের কারণে উপমেয়ে উপমানের সংশয় উৎপন্ন হলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়।

সম — "সমং স্যাদানুরূপ্যেণ শ্লাঘা যোগ্যস্য বস্তুনঃ।" যোগ্য পদার্থের উপযুক্ত সম্মিলনবশতঃ হর্ষ প্রকাশ পেলে সম অলঙ্কার হয়।

সমাধি — "সমাধিঃ সুকরে কার্যে দৈবাদ্বস্ত্বন্তরাগমাৎ।" কোন' কারণ-অবলম্বনে আরব্ধ কার্য দৈববশতঃ উপস্থিত অন্য কারণের দ্বারা সুসম্পন্ন হ'লে সমাধি অলঙ্কার হয়।

সমাসোক্তি — "সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ। ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ ॥" সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ এবং সমান বিশেষণের প্রয়োগের দ্বারা কোন প্রকৃত পদার্থে অপ্রকৃত পদার্থের ব্যবহার অর্থাৎ অবস্থার আরোপ হলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়।

সমুচ্চয় — "সমুচ্চয়োঽয়মেকস্মিন্ সতি কার্যস্য সাধকে ॥ খলেকপোতিকান্যায়াত্তৎকরঃ স্যাৎ পরোঽপি চেৎ। গুণৌ ক্রিয়ে বা যুগপৎ স্যাতাং যদ্বা গুণক্রিয়ে ॥" বৃদ্ধ যুবা শিশু সকল প্রকারের কপোত একই সঙ্গে খাবার রাখার পাত্রে (খাবার দিলে) জড়ো হয়। তেমনি কোন'

কার্যের একটি কারণ থাকা সত্ত্বেও সেই কার্যের সম্পাদকরূপে অন্যান্য কারণের উল্লেখ করলে (খলে-কপোতিকা-ন্যায়ে) সমুচ্চয় অলঙ্কার হয়।

সূক্ষ্ম — "সংলক্ষিতস্তু সূক্ষ্মোঽর্থ আকারেণেঙ্গিতেন বা। কয়াপি সূচ্যতে ভঙ্গ্যা যত্র সূক্ষ্মং তদুচ্যতে ॥" আকৃতি বা বিশেষ কোন ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিত কোন গূঢ় বিষয় (যা সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রয়োগে জানা যায়) যদি বিচিত্র ব্যাপারের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, তবে সূক্ষ্ম অলঙ্কার হয়।

স্মরণ — "সদৃশানুভবাদ্বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে।" সদৃশ কোন বস্তুর দর্শনে পূর্বানুভূত কোন' বিষয়ের স্মরণে স্মরণ অলঙ্কার হয়।

স্বভাবোক্তি — "স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্।" সাধারণের চোখে যা ধরা পড়ে না কিন্তু কবিরা যা অনুধাবন করতে পারেন এরকম শিশু, পশু, পাখী প্রভৃতির অকৃত্রিম বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি বলে।

হেতু — "অভেদেনাভিধা হেতুর্হেতোর্হেতুমতা সহ।" কার্যের সঙ্গে কারণের অভেদারোপ হলে হেতু অলঙ্কার হয়।

পরিশিষ্ট (৩)

প্রাকৃত-পরিচয়

প্রাকৃত' শব্দটি 'প্রকৃতি' শব্দ থেকে এসেছে। 'প্রকৃতি' কথার অর্থ মূল। এখন এই মূল কী তা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে 'প্রাকৃত' কথার আসল তাৎপর্য হল প্রকৃতি অর্থাৎ সাধারণ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা। শিষ্টসমাজে শুদ্ধ ভাষা ছিল সংস্কৃত। সুতরাং যে ভাষা জনসাধারণের মুখে চলত, এবং যে ভাষা সাধারণজনের বোধগম্য ছিল, তাই-ই প্রাকৃত। প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধম্ ইতি প্রাকৃতম্ অথবা প্রাকৃতজনানাং ভাষা প্রাকৃতম্। আবার প্রাকৃত বৈয়াকরণ এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা 'প্রকৃতি' কথার অর্থ ধরেছেন সংস্কৃত। প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে সৃষ্ট — তাই-ই প্রাকৃত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এখানে 'প্রকৃতি' বলতে যে সংস্কৃতের কথা ধরা হয়েছে — তা বৈদিক সংস্কৃত এবং তৎকালপ্রচলিত বিভিন্ন কথ্য সংস্কৃত। তা নাহলে অর্থাৎ প্রকৃতি বলতে যদি আমরা পাণিনি-পতঞ্জলি নির্ধারিত সংস্কৃতকে বুঝি, তবে সবক্ষেত্রে তা থেকেই যে প্রাকৃত-ভাষার উৎপত্তি হয়েছে — তা বলা যাবে না। ব্যতিক্রম অবশ্য শৌরসেনী প্রাকৃত — এই প্রাকৃত মূলতঃ ক্লাসিকাল সংস্কৃত থেকেই সৃষ্ট।

সংস্কৃত নাটকের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মুখে একই ভাষার সংলাপ ব্যবহৃত হয় না। অনেকেরই মুখে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণতঃ মার্জিতবুদ্ধি, শিক্ষিত এবং সামাজিক মর্য্যাদাসম্পন্ন উত্তম ও মধ্যমশ্রেণীর পাত্রের ভাষা হয় সংস্কৃত এবং নারী ও অধম পাত্রের ভাষা হয় প্রাকৃত। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে নায়ক রাজা দুষ্যন্ত, মহর্ষি কন্ব — এঁরা উত্তম পাত্র। তাই তাঁদের ভাষা সংস্কৃত। আবার অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা, গৌতমী — এইসব নারী চরিত্রদের এবং বিদূষক, রাজশ্যালক, ধীবর, রক্ষিপুরুষ — এদের মুখের ভাষা প্রাকৃত। নাটক মূলতঃ ঘাত-সংঘাতময় বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই যে যেভাবে ব্যবহারিক জীবনে কথা বলে, নাটকেও তাই ব্যবহার করা হয়। তা না হলে, গোটা জিনিষটাই একটা কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এটাই বা কেমন হয়, প্রণয়ী দুষ্যন্ত সংস্কৃতে কথা বলছেন — আর শকুন্তলা বলছেন প্রাকৃতে ? দুই ভাষায় পারস্পরিক প্রণয়ালাপ — কতটা অকৃত্রিম তাও ভাবার বিষয়। উত্তরে বলা যেতে পারে — যে শকুন্তলা জীবনের প্রতিটি কাজে সর্বসময়ের জন্য প্রাকৃতভাষায় কথা বলে, তার মুখে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করলেই বরং বেশী আড়ষ্টতা প্রকাশ পাবে। সদ্য-আগত পূর্ববঙ্গবাসী (বর্তমানে বাংলাদেশ) যখন কলকাতায় প্রচলিত এদেশীয় বাংলাভাষা উচ্চারণের অক্ষম অনুকরণ করার চেষ্টা করেন, তা যেমন অনেকক্ষেত্রেই পীড়ার কারণ হয়, এক্ষেত্রেও তাই-ই হতো। অর্থাৎ স্বাভাবিকতা ব্যাহত হত। এই স্বাভাবিকতা রক্ষার কারণেই একই নাটকে পাত্রভেদে একাধিক প্রাকৃতেরও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত 'সাহিত্য-দর্পণে' নাটকীয় পাত্রদের ভাষা-বিভাগ সম্বন্ধে এরকম বলা হয়েছে —

"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশানাঞ্চ যোষিতাম্ ॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েত্।
অত্রোক্তা মাগধীভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্ ॥
কার্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যা ভাষাবিপর্য্যয়ঃ।
যোষিত্-সখী-বাল-বেশ্যা-কিতবাপ্সরসাং তথা ॥
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা।"

মূলকথা হল, উচ্চপাত্র, শিক্ষিত, অভিজাতবংশীয় — এঁদের মুখের ভাষা হবে সংস্কৃত। ঐস্থানীয় মহিলারা কথা বলবেন শৌরসেনী প্রাকৃতে। বিদূষক প্রভৃতি মধ্যম পাত্রের মুখের ভাষা হবে প্রাচ্য প্রাকৃত। সারথি, কঞ্চুকী এঁদের মুখের ভাষা সংস্কৃত ইত্যাদি। তবে প্রয়োজন বিশেষে ভাষা ব্যবহারের এই নিয়মেরও পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

প্রাকৃত ভাষার অনেক ভেদ — মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ইত্যাদি। এখন সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃত ভাষার সাধারণ এবং প্রধান পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

[১] সংস্কৃত স্বরধ্বনির সংখ্যা প্রাকৃতে হ্রাস পেয়েছে। সংস্কৃত, ঋ, ৯, ঋ, > প্রাকৃত, অ, ই, উ বা স্বরবর্ণযুক্ত র-এ পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত, ঐ এবং ঔ > প্রাঃ এ এবং ও। [২] শ্, ষ্ এবং স্ — সংস্কৃতের এই তিনটি পৃথক শিশ্‌ধ্বনি প্রাকৃতে স্-তে রূপান্তরিত হয়েছে। (মাগধী প্রাকৃতে অবশ্য কেবল শ্)। [৩] পদান্তে প্রধানতঃ ম্-কার, কখনও ন-কার-জাত অনুস্বার ছাড়া ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পায়। বিসর্গ লোপ পায়। [৪] পদের আদিস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে প্রাকৃতে সরল করা হয়েছে এবং একটিমাত্র ব্যঞ্জন রক্ষিত হয়েছে। পদমধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বরভক্তির সাহায্যে বিশ্লেষ অথবা সমীভবন করে দ্বিত্ব হয়। তুঃ আশ্রম > অস্সম, ধর্ম > ধম্ম ইত্যাদি। [৫] স্বরমধ্যগত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের (ট্, ঠ, ড্, ঢ্ — বাদে) লোপ হয়। [৬] র্ বা ঋ এর প্রভাবে দন্ত্য বর্ণের মূর্দ্ধণ্যে পরিণতি। [৭] শব্দরূপ সরল হয়েছে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্তে পরিণতি ঘটেছে। দ্বিবচন, প্রথমা এবং দ্বিতীয়ার বহুবচনে পার্থক্য, এবং চতুর্থী বিভক্তি লোপ পেয়েছে। [৮] ধাতুরূপও সরল হয়েছে। আত্মনেপদ লোপ পেয়েছে। দ্বিবচনের লোপ হয়েছে। লট্, লোট্, বিধিলিঙ্ এবং লৃট্ — এই চারটির প্রয়োগ দেখা যায়। লঙ্, লিট্, লুঙ্, লেট্ ইত্যাদির প্রয়োগ নেই। [৯] সংস্কৃত ক্, প্, ত্, থ্, প্রাকৃতে খ্, ফ্, ট্, হ্, তে প্রায়শই পরিবর্তিত হয়।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে প্রধানতঃ শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার হয়েছে। শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, বিদূষক — এঁদের মুখে শৌরসেনী প্রাকৃত এবং ধীবর, রক্ষী প্রভৃতির মুখে মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার করা হয়েছে। এখন সংস্কৃতের সঙ্গে এই দুই প্রাকৃতের বিশেষ পার্থক্যগুলি সামান্যভাবে দেখানো হচ্ছে।

শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃতের উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলি হল — [১] স্বরমধ্যগত সংস্কৃতের 'দ্' এবং 'ধ্' যথাক্রমে 'ত্' এবং 'থ্' তে পরিবর্তিত হয়। [২] সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমা এবং দ্বিতীয়ার বহুবচনের 'নি' ('ণি') অংশ ইং'-এ পরিবর্তিত হয়। যেমন বনানি > বণাইং, জলানি > জলাইং ইত্যাদি। [৩] সপ্তমীর একবচনের 'স্মিন্' অংশ 'স্মিং' — এ পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন — পূর্বস্মিন্ > পুব্বস্সিং। [৪] সংস্কৃতের বয়ম্ > বঅং — হয়। [৫] সং-স্ত্রী > ইত্থী। [৬] সং — আশ্চর্য্য > অচ্ছরিঅ। [৭] সং-ইব > বিঅ। [৮] সং -এব > জ্জেব।

সংস্কৃতের সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ পার্থক্যগুলি হল — [১] সং-শ, ষ, স > শ। [২] সং-র > ল। [৩] সং-প্রথমার একবচনের অঃ > এ। যেমন — পুরুষঃ > পুলিশে। [৪] সং অস্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচন অহম্ > হগে। [৫] সংস্কৃত অন্তঃস্থ য > জ। [৬] সং র্য এবং র্জ > য্য। [৭] সং — ত্বা > দাণি। [৮] সং — ক্ত > ড। যেমন কৃত > কডে, মৃত > মডে ইত্যাদি। [৯] সং অ-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের 'স্য' 'হ' — এ পরিণত হয়। তবে 'হ'-এর পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়ে যায়। যেমন — পুরুষস্য > পুলিশাহ।

পরিশিষ্ট (৪)

নাট্যলক্ষণ এবং নাট্যালঙ্কার

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে কাব্যবন্ধে ছত্রিশটি নাট্যলক্ষণ থাকা কর্তব্য। এই লক্ষণগুলির সবকটি নাটকে অবশ্যকর্তব্য — এমন নয়। প্রয়োজন অনুসারে এগুলি যথাসম্ভব ব্যবহার হয় এবং এগুলির দ্বারা নাটকের শোভাবৃদ্ধি হয়। নাটকের পাত্র পাত্রীর বিচিত্র সংলাপের মধ্যেই এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। দশরূপককার ধনঞ্জয় এইসব নাট্যলক্ষণগুলির পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেননি। যাই হোক, নাট্যলক্ষণ সমূহ হল —

(১) ভূষণ (২) অক্ষরসংঘাত (৩) শোভা (৪) উদাহরণ (৫) হেতু (৬) সংশয় (৭) দৃষ্টান্ত (৮) তুল্যতর্ক (৯) পদোচ্চয় (১০) নিদর্শন (১১) অভিপ্রায় (১২) প্তপ্তি (১৩) বিচার (১৪) দিষ্ট (১৫) উপদিষ্ট (১৬) গুণাতিপাত (১৭) গুণাতিশয় (১৮) বিশেষণ (১৯) নিরুক্তি (২০) সিদ্ধি (২১) ভ্রংশ (২২) বিপর্যয় (২৩) দাক্ষিণ্য (২৪) অনুনয় (২৫) মালা (২৬) অর্থাপত্তি (২৭) গর্হণ (২৮) পৃচ্ছা (২৯) প্রসিদ্ধি (৩০) সারূপ্য (৩১) সংক্ষেপ (৩২) গুণকীর্তন (৩৩) লেশ (৩৪) মনোরথ (৩৫) অনুক্তসিদ্ধি (৩৬) প্রিয়বচঃ।

স্থানাভাববশতঃ সবগুলির লক্ষণ উল্লেখ করা হল না। দু' একটির লক্ষণ বলা হচ্ছে — উপমা প্রভৃতি বহু অলঙ্কারের সঙ্গে মাধুর্য প্রভৃতির সম্মেলনকে 'ভূষণ' বলা হয় ; বিচিত্র অর্থযুক্ত পরিমিত অক্ষরে কোনও বিষয়ের বর্ণনাকে 'অক্ষরসংঘাত' বলে ; যদি প্রসিদ্ধ কোন বিষয়ের সঙ্গে অপ্রসিদ্ধ বিষয় প্রকাশিত হয় এবং শ্লিষ্ট বিচিত্র অর্থের যোগ হয় তখন তাকে 'শোভা' বলে ; ইত্যাদি। রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা'য় অধিকাংশক্ষেত্রেই লক্ষণসহ এইসব নাট্যলক্ষণের উল্লেখ আছে।

উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি কাব্যে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ অলঙ্কার। অনুরূপভাবে 'সাহিত্য-দর্পণে' তেত্রিশটি নাট্যালঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। কাব্যালঙ্কারগুলি যেমন কাব্য-শোভাকর তেমনি নাট্যালঙ্কারগুলি নাট্যশোভার কারণ বলা হয়ে থাকে। নাট্যালঙ্কার প্রয়োগের নির্দিষ্ট কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। নাটকের প্রয়োজন অনুসারে তা স্থানে স্থানে নিবেশ করা হয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে নাট্যালঙ্কার এবং নাট্যলক্ষণ — এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 'সাহিত্য-দর্পণে' বলা হয়েছে — "এষাঞ্চ লক্ষণনাট্যালঙ্কারাণাং সামান্যত একরূপত্বেঽপি ভেদেন ব্যপদেশো গড্ডলিকাপ্রবাহেন।" অর্থাৎ দুইয়েরই একই স্বরূপ হলেও গড্ডলিকা-প্রবাহ অনুসারে এদের ভেদ দেখান হয়েছে। শুধু তাই নয়, নাট্যলক্ষণ এবং নাট্যালঙ্কার — দুটিকেই কাব্যের গুণ, অলঙ্কার, ভাব, সন্ধ্যঙ্গ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত করা চলে। বিশেষভাবে এদের উল্লেখ করার কারণ এই যে — নাটকে যেন এগুলি থাকে — একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

'সাহিত্যদর্পণে' উল্লিখিত তেত্রিশটি নাট্যালঙ্কার হল —

(১) আশীঃ (২) আক্রন্দ (৩) কপট (৪) অক্ষমা (৫) গর্ব (৬) উদ্যম (৭) আশ্রয় (৮) উৎপ্রাসন (৯) স্পৃহা (১০) ক্ষোভ (১১) পশ্চাত্তাপ (১২) উপপত্তি (১৩) আশংসা (১৪) অধ্যবসায় (১৫) বিসর্প (১৬) উল্লেখ (১৭) উত্তেজন (১৮) পরীবাদ (১৯) নীতি (২০) অর্থবিশেষণ (২১) প্রোৎসাহন (২২) সাহায্য (২৩) অভিমান (২৪) অনুবর্তন (২৫) উৎকীর্তন (২৬) যাজ্ঞা (২৭) পরিহার (২৮) নিবেদন (২৯) প্রবর্তন (৩০) আখ্যান (৩১) যুক্তি (৩২) প্রহর্ষ (৩৩) উপদেশন

আশীর্বাদ, শোকের বিলাপ, ছলনা, অসহিষ্ণুতা, ক্ষোভ, অনুতাপ, উত্তেজনা, ভৎর্সনা ইত্যাদি মানুষের একটি বিশিষ্ট মনোভাব প্রকাশের সময় এইসব অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়। রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা'য় লক্ষণসহ এইসব অলঙ্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যলক্ষণ এবং নাট্যালঙ্কারের বিশেষ আলোচনার জন্য 'সাহিত্যদর্পণ' দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট (৫)

অঙ্গ-পরিচয়

নাটক 'পঞ্চসন্ধিসমন্বিত'। এই পাঁচ সন্ধি হ'ল — মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ এবং উপসংহৃতি। প্রতিটি সন্ধিই কতকগুলি অঙ্গে বিভক্ত। নাটকে এই অঙ্গগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'সাহিত্য-দর্পণকার' বিশ্বনাথ বলেছেন —

'ইষ্টার্থরচনাশ্চর্য্যলাভো বৃত্তান্তবিস্তরঃ।
রাগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগস্য গোপ্যানাং গোপনং তথা ॥
প্রকাশনং প্রকাশ্যানামঙ্গানাং ষড়্বিধং ফলম্।
অঙ্গহীনো নরো যদ্বন্নৈবারম্ভক্ষমো ভবেৎ ॥
অঙ্গহীনং তথা কাব্যং ন প্রয়োগায় যুজ্যতে।'

অর্থ হ'ল — অভীষ্ট বিষয়ের রচনা, চমৎকারিত্ব, ঘটনার বিস্তার, দর্শকদের অনুরাগসৃষ্টি, গুপ্ত বিষয়ের গোপন এবং প্রকাশ্য বিষয়ের প্রকাশন — এই ছটি হল অঙ্গের ফল। যেমন অঙ্গহীন ব্যক্তি কোন কাজ করতে পারে না, তেমনি অঙ্গহীন কাব্যও প্রয়োগের অযোগ্য বিবেচিত হয়।

অঙ্গের (সন্ধিতে) সংখ্যা চৌষট্টি। তার মধ্যে মুখসন্ধির বারটি অঙ্গ — উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, করণ ও ভেদ। প্রতিমুখসন্ধির তেরটি অঙ্গ — বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, তাপন, নর্ম, নর্ম্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্য্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার। গর্ভসন্ধিতে আছে তেরটি অঙ্গ — অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, ক্ষিপ্তি, ত্রোটক, অধিবল, উদ্বেগ এবং বিদ্রব। বিমর্শসন্ধিতে তেরটি অঙ্গ — অপবাদ, সংফেট, ব্যবসায়, দ্রব, দ্যুতি, শক্তি, প্রসঙ্গ, খেদ, প্রতিষেধ, বিরোধন, প্ররোচনা, আদান ও ছাদন। নির্বহণ সন্ধির অঙ্গসংখ্যা চোদ্দ — সন্ধি, বিবোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, ভাষণ, পূর্ববাক্য, কাব্যসংহার ও প্রশস্তি।

সব মিলিয়ে ১২ + ১৩ + ১৩ + ১৩ + ১৪ = ৬৫ হয়। অথচ 'চতুঃষষ্টিবিধং হ্যেতদ্' — এরকম বলা হয়েছে কেন — প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশ্বনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন — "গর্ভসন্ধিতে 'প্রার্থনা' নামক অঙ্গ স্বীকার করলে নির্বহণসন্ধিতে প্রশস্তি নামক অঙ্গ স্বীকারের সার্থকতা থাকে না। বিশেষতঃ তাতে নাট্যশাস্ত্র নির্দিষ্ট অঙ্গের সাংখ্যাধিক্য হয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থকার জনপ্রিয়তার কারণে 'প্রার্থনা' অঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন।"

এই অঙ্গগুলির মধ্যে মুখসন্ধিতে উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, যুক্তি, উদ্ভেদ ও সমাধান

— এই ছয়টির, প্রতিমুখসন্ধিতে পরিসর্পণ, প্রগমণ, বজ্র, উপন্যাস এবং পুষ্প — এই পাঁচটির গর্ভসন্ধিতে অভূতাহরণ, মার্গ, ত্রোটক, অধিবল ও ক্ষেপ — এই পাঁচটির, বিমর্শসন্ধিতে অপবাদ, শক্তি, ব্যবসায়, প্ররোচনা ও আদান — এই পাঁচটির আবশ্যিক এবং অন্য অঙ্গের যথাসম্ভব প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অনেকে যে সন্ধিতে যে অঙ্গ, সেই সন্ধিতেই সেই অঙ্গের প্রয়োগ হবে — এরকম বললেও তা সমীচীন নয়। কেননা অনেকক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রসের অনুকূল হলে অঙ্গগুলিকে যে কোন সন্ধিতেই প্রয়োগ করা চলে। কারণ সন্ধির অঙ্গগুলির আসল লক্ষ্যই হল রসের পরিপুষ্টি — তা ব্যাহত না হলেই হল। প্রতিটি অঙ্গের লক্ষণ ইত্যাদি স্থানাভাবে দেওয়া হচ্ছে না। রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণসহ যথাস্থানে অঙ্গগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে একটি অঙ্গ ব্যাখ্যা করে দেখান হচ্ছে। সপ্তম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত তাপসীর কাছে বালকের (সর্বদমনের) মায়ের নাম জানতে চাইবেন ভাবলেন। এই অংশে 'বিবোধ' নামক নির্বহণ সন্ধির অঙ্গ আছে। 'সাহিত্য-দর্পণে' এই অঙ্গের লক্ষণ — 'বিবোধঃ কার্য্যমার্গণাম্'। অর্থাৎ কার্যের অন্বেষণকে 'বিবোধ' বলা হয়। এখানে রাজা দুষ্যন্ত তাঁর পূর্বপ্রত্যাখ্যাতা পত্নীকে পাবার আশায় এই প্রশ্ন করার কথা ভেবেছিলেন বলে 'বিবোধ' অঙ্গের প্রয়োগ হয়েছে।

সন্ধ্যঙ্গ ছাড়াও রূপকের অন্যতম ভেদ (রূপক দশ প্রকার — নাটক, প্রকরণ, ইত্যাদি) বীথিতে তেরটি বিশেষ অঙ্গ আছে। বীথির অঙ্গ — তাই এদের নাম বীথ্যঙ্গ। এগুলি হল — উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎপ্রলাপ, ব্যাহার এবং মৃদব। এই অঙ্গগুলিরও নাটকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার হয়ে থাকে। "যোজ্যান্যত্র যথালাভং বীথ্যঙ্গানীতরাণ্যপি" (সা. দর্পণ)।

—ঃ০ঃ—

পরিশিষ্ট (৬)

সুভাষিত-সংগ্রহ

* বিনীতবেষেণ প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ৫৭
* বিবক্ষিতং হ্যনুক্তমনুতাপং জনয়তি। ২২১
* শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্ বমন্তি ॥ ১৪৪
* শহজে কিল জে বিণিন্দিএ ণ হু দে কম্ম বিবজ্জণীঅএ। (সহজং কিল যদ্ বিনিন্দিতং ন খলু তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্।) ৩৯৮
* শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥ ৩০৪
* সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ। ৭২
* সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ ৩৬১
* সদি কৃখু দীবে ববধাণদোসেণ এসো অন্ধআরদোসং অনুহোদি। (সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণ এষঃ অন্ধকারদোষম্ অনুভবতি।) ৪৮১
* সন্ততিচ্ছেদনিরবলম্বানাং কুলানাং মূলপুরুষাবসানে সংপদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তি। ৪৭৭
* সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্ মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি। ৬৫
* সর্বঃ খলু কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি। ১৪৭
* সর্বঃ প্রার্থিতমর্থমধিগম্য সুখী সংপদ্যতে জন্তুঃ। ৩৩৬
* সাঅরং উজ্ঝিঅ কহিং বা মহাণঈ ওদরই। (সাগরমুজ্ঝিত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি।) ২০৫
* সিণিদ্ধজণসংবিভত্তং হি দুক্খং সজ্ঝবেদণং হোদি। (স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি।) ২০১
* সিণেহো পাবসঙ্কী। (স্নেহঃ পাপশঙ্কী।) ৩১০
* সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ
সংভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিং বাঽভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা
তং চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥ ৫০৩

—ঃ ০ ঃ—

বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর

(১) 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে শিবের যে প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্ত্তির কথা বলা হয়েছে সেগুলির উল্লেখ কর।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের প্রারম্ভিক মঙ্গলশ্লোকে প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্ত্তিধর শিবের স্তুতি করা হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ আটটি মূর্ত্তি হল — [১] প্রজাপতি ব্রহ্মার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান জল, [২] শাস্ত্রবিধানানুসারে হব্যবাহক অগ্নি, [৩] হোম-সম্পাদক যজমান, [৪-৫] সময় বিধানকর্তা চন্দ্র এবং সূর্য, [৬] কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সর্বব্যাপক আকাশ, [৭] সকল বীজের আধার পৃথিবী এবং [৮] প্রাণিবর্গের বলদাতা বায়ু।

উল্লিখিত আটটি মূর্ত্তির মধ্যে আকাশ এবং বায়ুকে সাধারণতঃ অনুমেয় বলা হয় — প্রত্যক্ষ নয়। তবে বেদান্তমতে আকাশ প্রত্যক্ষ। বায়ুরও স্পার্শন প্রত্যক্ষ স্বীকার করে তাকে প্রত্যক্ষ বলা চলে।

(২) 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার গ্রীষ্মকালের উপভোগযোগ্যতা কিভাবে বর্ণনা করেছেন ?

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার গ্রীষ্মকালের উপভোগযোগ্য সময় অবলম্বনে একটা গান গাইবার জন্য নটীকে অনুরোধ করলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি বললেন গ্রীষ্মে জলে স্নান খুবই আরামের ; পাটলপুষ্পের সৌরভে এই সময় বাতাস ভরপুর থাকে ; শীতল ছায়ায় সহজেই নিদ্রা আসে এবং দিনের শেষভাগ খুবই মনোরম হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অনেকে গ্রীষ্মকালের এই উপভোগযোগ্যতার বর্ণনায় শকুন্তলার শচীতীর্থে অঙ্গুরীয়ক হারানো, তার পুনরায় প্রাপ্তি, শকুন্তলার মারীচাশ্রমে যাওয়া, দুর্বাসার অভিশাপ, দুষ্যন্তের সাময়িক মোহ এবং অবশেষে মিলনান্ত বৃত্তান্তের সূচনা আছে বলে মনে করেছেন।

(৩) সূত্রধারের অনুরোধ অনুসারে নটী গ্রীষ্মকাল অবলম্বন করে যে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, তার কথাগুলি নিজের ভাষায় উপস্থিত করে এর কোন নাটকীয় ব্যঞ্জনা আছে কিনা — আলোচনা কর।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের অনুরোধে নটী গ্রীষ্মকাল অবলম্বন করে যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সেটির কথাগুলি হল, বিলাসিনী রমণীরা এই সময়ে ভ্রমরের দ্বারা অল্প অল্প চুম্বিত কোমল কেশরাগ্রবিশিষ্ট শিরীষফুল মৃদুহাতে তাঁদের কানে অলঙ্কার হিসাবে পরছেন।

আলোচ্য সঙ্গীতে নাটকীয় ঘটনার সূচনা আছে বলে অনেকে মনে করেন। যেমন.

'সুকুমারকেশরশিখানি' নবযৌবনা শকুন্তলা। 'ভ্রমর' মধুকরবৃত্তি কামপরবশ রাজা দুষ্যন্ত, ফুলে ফলে মধু আহরণ যাঁর স্বভাব। বহুপত্নীকত্বের দ্যোতনা 'ঈষচ্চুম্বিত' — দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার সাময়িক মিলন। 'দয়মানাঃ প্রমদাঃ' ইত্যাদিতে মেনকা প্রভৃতির দ্বারা শকুন্তলাকে মারীচাশ্রমে প্রতিপালন।

(৪) "মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্" — 'উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে কার সম্বন্ধে করা?

উক্তিটি মৃগয়াপর রাজ্য দুষ্যন্তের সারথির। তীর ও ধনু হাতে হরিণ শাবকের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি রাজা দুষ্যন্তকে দেখে সারথি, তিনি যেন হরিণ অনুসরণরত সাক্ষাৎ পিনাকীকে দেখছেন এই মন্তব্য করেন।

(৫) "মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্" এই অংশে যে পুরাকাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে তা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি শিব বা সতী কাউকেই নিমন্ত্রণ করলেন না। বিনা নিমন্ত্রণেই সতী সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন। দক্ষ তাঁর সামনেই শিবের নিন্দাবাদ করলে সতী সেই দুঃখে দেহত্যাগ করেন। শিব এই সংবাদে রুদ্রমূর্তিতে সেখানে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞনাশ করতে উদ্যত হন। ভয়ে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করে পালাতে থাকেন। সেই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করার সময় শিবের কপাল থেকে স্বেদবিন্দু পতিত হয় এবং তা থেকে এক ভীষণ পুরুষের জন্ম হয়, যিনি যজ্ঞকে বধ করেন।

(৬) নাটকের প্রথম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত প্রাণভয়ে ভীত ধাবমান হরিণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় উপস্থিত কর।

রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বেরিয়ে এক হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে বধ করতে চেষ্টা করলেও দ্রুতগতি সেই হরিণ তাঁকে বহুদূর টেনে নিয়ে যায়। প্রাণভয়ে ভীত পলায়মান ঐ হরিণের এক নিখুঁত বাস্তব বর্ণনা আমরা রাজার মুখে পাই। হরিণটি বারংবার ছুটে আসা রথের দিকে গলা ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল, বাণ বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে শরীরের পেছন দিকের অনেকটাই যেন সামনের দিকে ঢুকে ছিল, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মুখ হাঁ হয়ে থাকায় তা থেকে আধ-চেবানো কুশঘাস পথে ছড়িয়ে পড়ছিল আর সে এত লাফিয়ে ছুটছিল যে মনে হচ্ছিল সে শূন্যেই বেশীক্ষণ থাকছে, মাটিতে যেন পা-থাকছেই না।

(৭) "জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব" — কে, কাকে, কি প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন?

রাজা দুষ্যন্তকে উদ্দেশ্য করে কণ্বাশ্রমের বৈখানস এই উক্তি করেছিলেন।

হরিণশাবককে বিদ্ধ করার পূর্ব মুহূর্তে বৈখনাসের আশ্রমমৃগ বধ না করার অনুরোধ কানে যাওয়া মাত্র দুষ্যন্ত বাণ সংবরণ করলে বৈখনাস এই প্রশংসাবাক্য ("যিনি পুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন — তাঁর পক্ষে এই আচরণই যুক্তিযুক্ত") উচ্চারণ করেন।

(৮) যখন দুষ্যন্ত কণ্বের আশ্রম পরিদর্শন করেন তখন কণ্ব কোথায় গিয়েছিলেন এবং কেন ?

দুষ্যন্ত যখন কণ্বের আশ্রম পরিদর্শন করেন তখন মহর্ষি কণ্ব তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলার দুরদৃষ্টের শান্তির জন্য সোমতীর্থে (প্রভাসে) গিয়েছিলেন। রাজা দুষ্যন্ত বৈখনাসের কাছে এই সংবাদ পান।

(৯) দুষ্যন্ত কি করে বুঝেছিলেন যে তিনি আশ্রমের সন্নিকটে এসে পড়েছেন ?

আশ্রম অভিমুখে যাবার সময় রাজা দুষ্যন্ত লক্ষ করেন যে শুক পাখী থাকে এমন গাছের কোটর থেকে গাছের তলায় নীবার ধান ছড়িয়ে আছে ; কোন জায়গায় ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গার পাথর পড়ে আছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ হরিণেরা রথের শব্দ শুনেও ভয় পালাচ্ছে না, জলাশয়ের পথগুলি স্নান করে ফেরা ঋষিদের পরিধেয় বাকল থেকে পড়া জলের ধারায় চিহ্নিত ; — এসব দেখেই তিনি নিশ্চিন্ত হন যে তিনি আশ্রমের কাছেই এসে পড়েছেন।

(১০) দুষ্যন্ত কণ্বাশ্রমে কখন এবং কেন প্রবেশ করেন ?

মৃগয়ায় বেরিয়ে এক হরিণশাবকের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে রাজা দুষ্যন্ত কণ্বাশ্রমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। শরনিক্ষেপের পূর্বমুহূর্তে এক বৈখনাসের কথায় রাজা জানলেন ঐ হরিণ কণ্বের তপোবনের এবং তাঁর অনুরোধে তিনি বাণ সংবরণ করেন। সেই বৈখনাসই জানান — নিকটেই মালিনীতীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম। এও জানালেন মহর্ষি কণ্ব অতিথিসৎকারের দায়িত্ব কন্যা শকুন্তলার উপর প্রদান করে সোমতীর্থে গেছেন। রাজা দুষ্যন্ত তখন তিনি সেই কন্যার কাছেই মহর্ষির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন স্থির করে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

(১১) "অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ" — এটি কার মন্তব্য ? পূজনীয় কাশ্যপ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ তিনি কখন এবং কেন করেছিলেন ?

মন্তব্যটি রাজা দুষ্যন্তের।

অপরূপ সৌন্দর্যময়ী কোমলাঙ্গী শকুন্তলাকে গাছে জলসেচন করতে দেখে এবং শকুন্তলার মুখেই পিতা কণ্ব তাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন শুনে রাজা মহর্ষি কণ্ব 'অসাধুদর্শী' (অবিবেচক) — এই মন্তব্য করেন। কেননা তাঁর মতে শকুন্তলার মত কোমলাঙ্গীকে এই শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা নীলোৎপলের পাতার ধার দিয়ে শমীগাছের শাখা ছেদন করতে চাওয়ার মতই অবিবেচনাপ্রসূত কাজ।

(১২) "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" — কে, কখন এই মন্তব্য করেন ?

মন্তব্যটি রাজা দুষ্যন্তের।

অনিন্দ্যসুন্দর শকুন্তলার দেহে বল্কল-বসন দেখে রাজা এই মন্তব্য করেন। তাঁর মতে বল্কল শকুন্তলার দেহের যোগ্য না হলেও তা যে শকুন্তলার সৌন্দর্য বাড়ায়নি — এমনটা নয়। পদ্ম শৈবালে ঘেরা থাকলেও তা সুন্দর লাগে, চাঁদের কলঙ্ক মলিন হলেও তা চাঁদের সৌন্দর্য

বাড়ায়। ঠিক তেমনি সামান্য বল্কলেই এই শকুন্তলা অপরূপ সুন্দরী মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে যে সুন্দর — সবই তার অলঙ্কার।

(১৩) শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা — দুষ্যন্ত এ ধারণা কিভাবে করলেন ?

কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দেখামাত্রই তার প্রতি অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেন। কিন্তু এই শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা কিনা — এ-ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। সন্দেহস্থলে সজ্জন ব্যক্তির মানসিক প্রবৃত্তিই তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করে। রাজা দুষ্যন্ত পুরুবংশপ্রদীপস্বরূপ। তাঁর মন যখন শকুন্তলাকে পেতে চাইছে, তখন শকুন্তলা অবশ্যই ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা — তিনি এই ধারণা করেন।

(১৪) "কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি, কথং বা আত্মাপহারং করোমি" — উক্তিটি কার এবং কোন প্রসঙ্গে করা ? বক্তা কোন্ উত্তর দিয়ে নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন ?

উক্তিটি রাজা দুষ্যন্তের। অনসূয়া রাজার কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি স্বগতভাবে এই মন্তব্য করেছিলেন। 'রাজা' — এই পরিচয় দিলে আশ্রমবালিকাদের ব্যবহারে স্বাভাবিকতা ব্যাহত হবে। আবার আত্মপরিচয় গোপন করাও অন্যায় সুতরাং কি উত্তর দেবেন — তাই তিনি ভাবছিলেন।

অবশেষে — পুরুবংশের রাজা ধর্ম রক্ষণাবেক্ষণে তাঁকে নিযুক্ত করেছেন এবং সেই কারণেই আশ্রমে যাগযজ্ঞ ঠিকভাবে চলছে কিনা জানতে তিনি এসেছেন — এই উত্তর দিয়ে আত্মপরিচয় সরাসরি প্রকাশ করলেন না। অবশ্য শ্লেষের সাহায্যে পুরু বংশের রাজা (দুষ্যন্তের পিতা) তাঁকে ধর্মরক্ষণাবেক্ষণে সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন — এরকম অর্থও উদ্ধার করা যেতে পারে।

(১৫) "ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ" — এখানে কার সঙ্গে প্রভাতরল জ্যোতির সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে? কে এবং কেন এই মন্তব্য করেছিলেন ?

'প্রভাতরল জ্যোতি' কথার অর্থ আকাশের বিদ্যুৎ। শকুন্তলার অলোকসামান্য রূপের তুলনা দিয়ে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শকুন্তলা অপ্সরার গর্ভজাত। অনসূয়ার মুখে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত থেকে রাজা তা জানলেন। তখন তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন — বিদ্যুতের ছটা যেমন মাটি থেকে ওঠে না, ঠিক তেমনি শকুন্তলার যে সৌন্দর্য্য তা পৃথিবীতে সৃষ্টি হতে পারে না।

(১৬) "আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্" — 'স্পর্শক্ষম রত্ন' কাকে বলা হয়েছে? কেন তাকে অগ্নি বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল ?

এখানে 'স্পর্শক্ষম রত্ন' বলতে শকুন্তলাকে বোঝান হয়েছে।

প্রথম দর্শনেই রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেন। প্রথমে শকুন্তলাকে তিনি তপস্বিকন্যা বলে মনে করেছিলেন। নিজে ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ তপস্বিকন্যার প্রতি আসক্তি অন্যায় জেনেও তিনি আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারছিলেন না। শকুন্তলা অলভ্য

ভেবে তিনি তাকে স্পর্শের অযোগ্য অগ্নি ভাবছিলেন। পরে সুনিপুণভাবে একে একে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত, মহর্ষি কণ্বের তাকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণের ইচ্ছা ইত্যাদি জেনে আশ্বস্ত হয়ে তিনি আলোচ্য মন্তব্য করেন।

(১৭) "ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ" — এখানে উল্লিখিত ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

রাজা দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবার বাসনায় তপোবনে প্রবেশ করে দুই সখীর সঙ্গে শকুন্তলাকে দেখলেন এবং প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁদের পারস্পরিক প্রণয়ালাপের মধ্যেই আশ্রমে কোলাহল উত্থিত হল। জনৈক তাপসের সাবধানবাণীতে জানা গেল যে এক মত্ত হাতী দুষ্যন্তের রথ দেখে ভয় পেয়ে আশ্রমে প্রবেশ করেছে এবং আশ্রমের তরুলতা ধ্বংস করেছে ; জোরে আঘাত করায় কোন এক গাছের ডালে তার একটা দাঁত গেঁথে গেছে, পায়ে জড়িয়ে আছে টেনে আনা অনেক লতা এবং আশ্রমের হরিণেরা তাকে দেখে ভয়ে চতুর্দিকে ছুটে পালাচ্ছে। এই কথা শুনে ভয়ে অনসূয়া রাজার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সখীদের সঙ্গে কুটীরে ফিরে গেলেন এবং রাজা দুষ্যন্তও তৎক্ষণাৎ আশ্রমের বিঘ্ন দূর করতে সচেষ্ট হলেন।

(১৮) "দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে তন্বী স্থিতা" — দৃশ্যটির বর্ণনা দাও।

দৃশ্যটি প্রথম অঙ্কের। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা প্রথমদর্শনেই পরস্পরের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব করেন। দুই সখীর সঙ্গে শকুন্তলা এবং রাজা দুষ্যন্তের মধ্যে প্রণয়ালাপ চলাকালীন আশ্রমে কোলাহল উত্থিত হল যে এক মত্ত হাতী আশ্রমে প্রবেশ করে সব গাছপালা ভাঙ্গছে। এই খবর শুনে ভয় পেয়ে অনসূয়ারা কুটীরে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন। রাজা দুষ্যন্তও আশ্রমের উপদ্রব যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন। সেই সময় গমনোন্মুখ রাজাকে আরো একবার দেখার জন্য শকুন্তলা কিছু না ঘটলেও নতুন গজানো কুশের ডগা তাঁর পায়ে বিঁধেছে, পরণের জন্য বল্কল কুরবকের ডালে জড়িয়ে আছে — এই ছল করে রাজাকে দেখতে থাকলেন। এই দৃশ্যেরই উল্লেখ রাজা বিদূষকের কাছে (দ্বিতীয় অঙ্কে) করেছেন।

(১৯) শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর আশ্রম ত্যাগ করে আসার সময় দুষ্যন্তের মানসিক অবস্থা বর্ণনা কর।

কর্তব্যের তাগিদে দুষ্যন্ত আশ্রম ত্যাগ করতে উদ্যোগ নিলেও শকুন্তলার প্রতি আসক্তিবশতঃ তিনি নগরে ফিরে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ কিছুতেই তিনি পরিত্যাগ করতে পারছিলেন না। তিনি স্বমুখেই নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন — 'বাতাসের প্রতিকূলে নিয়ে যাওয়া পতাকার চীনাংশুকের মত আমার দেহ সামনের দিকে চললেও চঞ্চল মন পেছনে ছুটে চলেছে।'

(২০) "তদো গণ্ডস্স উবরি পিণ্ডও সংবুত্তো" (ততো গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ) কে, কেন একথা বলেছিলেন ?

উক্তিটি রাজার নর্মসহচর বিদূষকের। মৃগয়াশীল রাজার সঙ্গে থাকার কারণে অখাদ্য এবং

অনিয়মিত আহার, অপর্যাপ্ত ঘুম, গ্রীষ্মকালের ছায়াহীন বনে ছোটাছুটি ইত্যাদিতে ব্যতিব্যস্ত বিদূষক। মৃগয়া শেষ করে শীঘ্রই নগরে ফিরে যাবার সম্ভাবনা যা ছিল তাও নষ্ট হয়েছে। কেননা, গতকালই দুষ্যন্ত শকুন্তলা নাম্নী এক তপস্বিকন্যাকে দেখেছেন এবং সেকারণে নগরে ফিরে যাবার কোন উদ্যোগই নেই। তাই বিদূষকের অভিযোগ, 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়েছে।' একে মৃগয়ার কষ্ট, তদুপরি তা দীর্ঘতর হবার সম্ভাবনা।

(২১) "সংপদং ণঅরগমণস্‌স মণং কহং বি ণ করেদি" (সাম্প্রতং নগরমনস্য মনঃ কথমপি ন করোতি) — বক্তা কে? কার সম্বন্ধে, কি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে?

বক্তা রাজা দুষ্যন্তের নর্মসহচর বিদূষক। শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর যখন রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতি দুর্নিবার আসক্তির কারণে নগরে ফিরে যাবার ব্যাপারে কোন উদ্যোগই করছিলেন না তখন মৃগয়ার পরিশ্রমে ব্যতিব্যস্ত বিদূষক রাজা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন।

(২২) দুষ্যন্তের সেনাপতি মৃগয়ার কোন্ কোন্ গুণের উল্লেখ করেছিলেন?

মৃগয়ার পরিশ্রমে মেদ ঝরে যায়, ফলে উদরের পরিমাণ হ্রাস পায়। শরীর সবসময় ঝরঝরে থাকে, তাছাড়া যে কোন কাজেই শরীর থাকে উদ্যমে ভরা, এছাড়া পশুরা ভয় পেলে বা ক্রুদ্ধ হলে তাদের আচরণে কিরকম পরিবর্তন হয় — তা জানা যায় এবং ধাবমান পশুকে নিখুঁতভাবে তীরবিদ্ধ করে ধনুর্ধর হিসাবে নিজের যোগ্যতা যাচাই করা যায়। সুতরাং মৃগয়ায় একই সঙ্গে উপকার এবং আনন্দ — দুইই লাভ করা যায়।

(২৩) "অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমালিকাকুসুমম্" — পংক্তিটির প্রসঙ্গ এবং তাৎপর্য নির্ণয় কর।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক তপস্বিকন্যা শকুন্তলার ব্যাপারে রাজাকে নিরুৎসাহ করতে চাইলে রাজা বললেন যে — 'পুরুবংশীয়দের মন পরিহরণীয় বিষয়ে কখনই আসক্ত হয় না। শকুন্তলা তপস্বিকন্যা নয়, অপ্সরার গর্ভজাত। জন্মের পরে মা তাকে ত্যাগ করলে মুনি তাকে পালন করেছেন মাত্র।' এই প্রসঙ্গেই শকুন্তলার উপমা দিতে গিয়ে তিনি বললেন — 'শকুন্তলা যেন আকন্দ ফুলের ওপর খসে পড়া এক নবমালিকা ফুল। অর্ক, নবমল্লিকা এবং কুসুম যথাক্রমে শকুন্তলার পালক পিতা, মাতা এবং শকুন্তলাকে বোঝাচ্ছে। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের এক কাব্যিক বর্ণনা এতে পাওয়া যাচ্ছে।

(২৪) তপস্বিরা রাজাকে কি প্রকার কর দিয়ে থাকেন?

সাধারণ প্রজারা পশু, হিরণ্য, ধান্য প্রভৃতি বিশেষ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ কর হিসাবে রাজাকে দিতেন। অরণ্যনিবাসী তপস্বীরা কিন্তু কর হিসাবে কোন দ্রব্য রাজাকে দিতেন না। তবে তাঁদের রক্ষার কারণে তপস্বীরা নিজেদের সঞ্চিত পুণ্যের ষড়্‌ভাগ (অর্থাৎ ৬ ভাগের ১ ভাগ) রাজাকে দিয়ে থাকেন। মনুসংহিতায় আছে — "ম্রিয়মাণোঽপি আদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্"। (ষষ্ঠ অধ্যায়)। "সর্বতো ধর্মষড়্‌ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।" (অষ্টম অধ্যায়)।

(২৫) "আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ" নাটকে দুষ্যন্তের চরিত্রে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখাও।

প্রথম অঙ্কের শেষভাগে আশ্রমে এক মত্ত হস্তীর উপদ্রবে আশ্রমবাসীরা ভীত হয়েছেন শুনেই দুষ্যন্ত সেই উপদ্রব নিবারণে সচেষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কেও ঋষিকুমাররা যখন জানালেন যে মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাক্ষসরা যজ্ঞের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্যন্ত তা নিবারণে যত্নবান হয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কের অন্তিম পর্বেও রাক্ষসরা যজ্ঞ ব্যাঘাতের জন্য উপস্থিত হয়েছে শুনেই তিনি কর্তব্যে ব্রতী হয়েছেন। ষষ্ঠ অঙ্কেও বিদূষককে পীড়ন করা হচ্ছে শুনে তিনি ধনুর্বাণ হাতে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়েছেন। ঐ অঙ্কেই মাতলি যখন জানালেন অসুরনিধনে দেবরাজ ইন্দ্র তার সাহায্যপ্রার্থী তখনও কালবিলম্ব না করে রাজকার্যের ভার মন্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে তিনি স্বর্গের পথে পা বাড়িয়েছেন। 'পুরুবংশীয়রা আপন্নের অভয়াদানে দীক্ষিত' — দুষ্যন্তের চরিত্রেও তা বর্তমান — এই সবই তার প্রমাণ।

(২৬) করভক কে? দুষ্যন্তের কাছে তিনি কোন্ সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন?

করভক রাজমাতার (রাজা দুষ্যন্তের মায়ের) বার্তাবহ।

আগামী চতুর্থদিনে রাজমাতার উপবাসভঙ্গের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে রাজাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে — রাজমাতার এই আদেশ তিনি বহন করে এনেছিলেন।

(২৭) রাজমাতার প্রেরিত বার্তা পেয়ে দুষ্যন্ত কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? অথবা "কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাৎ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ" — সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

কণ্বাশ্রমে অবস্থানের সময় দুই ঋষিকুমার রাজা দুষ্যন্তকে জানান যে পূজনীয় মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাক্ষসরা যজ্ঞের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। আশ্রমবাসীরা রাজাকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রম রক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছেন — একথাও তাঁরা জানালেন। দুষ্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই সেই অনুরোধ সানন্দে রক্ষা করবেন জানালেন।

ইতিমধ্যে রাজধানী থেকে রাজমাতার বার্তাবহ করভক এসে রাজাকে জানালেন যে রাজমাতা আদেশ করেছেন যে আগামী চতুর্থদিনে তাঁর উপবাসভঙ্গের অনুষ্ঠানে রাজাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

এই অবস্থায় দুই ভিন্ন জায়গায় একই সঙ্গে তপস্বীদের কাজ এবং রাজমাতার আদেশ প্রতিপালনের সমস্যায় পড়ে রাজা আকুল হলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন — সামনের পর্বতে বাধা পেয়ে নদীর স্রোত যেমন দু ভাগ হয়ে যায়, আজ দুই অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে তাঁরও তেমনি মানসিক অবস্থা।

(২৮) "সাঅরং উজ্ঝিঅ কহিং বা মহাণঈ ওদরই" (সাগরমুজ্ঝিত্বা কুত্র বা মহানদ্যবতরতি) কাকে উপলক্ষ্য করে কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছিল?

শকুন্তলাকে উপলক্ষ্য করে প্রিয়ংবদা এই কথা বলেছিলো। এখানে সাগরের সঙ্গে দুষ্যন্তের উপমা, মহানদীর সঙ্গে শকুন্তলার। শকুন্তলা যখন তার সখীদের কাছে দুষ্যন্তের প্রতি তার ভালোবাসার কথা জানায় তখন প্রিয়ংবদা সৌভাগ্যক্রমে যোগ্যজনেই শকুন্তলার প্রণয় নিবেদিত হয়েছে — একথা বলতে গিয়ে আলোচ্য উপমা ব্যবহার করে।

(২৯) "কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্ততে" — কে, কেন এই কথাগুলি বলেছিলেন? কাদের সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে?

অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার কাছে শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের প্রতি তার অনুরাগের কথা জানালে দুই সখীই মন্তব্য করে যে সৌভাগ্যক্রমে শকুন্তলা যোগ্যপাত্রে তার হৃদয় সমর্পণ করেছে। অন্তরাল থেকে রাজা দুষ্যন্ত তাদের এই কথোপকথন শুনে আলোচ্য মন্তব্যটি করেন।

এখানে 'শশাঙ্কলেখা' শকুন্তলাকে এবং 'বিশাখে' (বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়) শকুন্তলার দুই সখীকে নির্দেশ করছে। বিশাখা নক্ষত্রদ্বয় সবসময় একসঙ্গে থাকে এবং চন্দ্রকে অনুবর্তন করে। মদনপীড়িতা শকুন্তলা আজ ক্ষীণতনু — তাই 'শশাঙ্কলেখা' — শশাঙ্ক নয়।

(৩০) "লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ" — কার উক্তি? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর।

উক্তিটি রাজা দুষ্যন্তের।

শকুন্তলার বিরহে দুষ্যন্ত বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। আবার শকুন্তলাও দুষ্যন্তের প্রতি ভালোবাসায় মদনসন্তপ্ত। কিন্তু কেউই পরস্পরের ভালবাসার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নন। শকুন্তলাকে দেখার আশায় দুষ্যন্ত (তৃতীয় অঙ্কে) বেতস কুঞ্জের দিকে গিয়ে দেখলেন অসুস্থ শকুন্তলাকে সখীরা সেবা করছে। অন্তরালে থেকে তিনি তাদের কথোপকথন শুনতে থাকলেন। সখীরা শকুন্তলাকে রাজার কাছে প্রেমপত্র পাঠাতে বললে শকুন্তলা রাজা অবজ্ঞা করেন কিনা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সেই কথা শুনেই দুষ্যন্ত বলেন — যে ব্যক্তি তাকে পাবার জন্য উন্মুখ তার কাছ থেকে শকুন্তলা অবজ্ঞার ভয় পাচ্ছে। যে লক্ষ্মীকে চায় সে লক্ষ্মী পেতেও পারে, নাও পারে ; কিন্তু স্বয়ং লক্ষ্মী যাকে চান — তার কাছে তিনি কখনই দুর্লভ হতে পারেন না।

(৩১) শকুন্তলার লেখা প্রেমপত্র কিভাবে রাজার কাছে পাঠানো হয়েছিল? উপায়টি কে বের করেছিল?

শকুন্তলার লেখা প্রেমপত্র দেবতার প্রসাদের ছলে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাজার হাতে পৌঁছে দেওয়া স্থির হয়েছিল।

শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা এই উপায় বের করেছিল।

(৩২) শকুন্তলার প্রেমপত্র রচনার সামগ্রী এবং তার কথাগুলি কি ছিল লেখ।

সখীদের অনুরোধে শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের কাছে প্রেমপত্র পাঠানো স্থির করলেন। কিসে লিখবেন, কি দিয়ে লিখবেন শকুন্তলা জানতে চাইলে প্রিয়ংবদার কথামত শুকোদর-কোমল পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে প্রেমপত্র রচনা করেন।

শকুন্তলা লেখেন — 'ওগো নিঠুর, তোমার মনের কথা আমি জানিনা। আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক এই দেহকে কামদেব দিবারাত্র ভীষণভাবে দগ্ধ করছে।'

(৩৩) "ভদ্রে, সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ" — কার উক্তি ? সপ্রসঙ্গ আলোচনা কর।

উক্তিটি রাজা দুষ্যন্তের।

রাজা দুষ্যন্ত বেতসকুঞ্জে সসখী শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হলে সখীরা জানালেন শকুন্তলা রাজাকে ভালোবাসার কারণে মদনসন্তপ্ত এবং ভীষণ অসুস্থ হয়েছেন। এই অবস্থায় একমাত্র রাজাই তাঁকে গ্রহণ করে বাঁচাতে পারেন। সখীদের এই অনুরোধের উত্তরেই রাজা বললেন যে ভালোবাসার কারণে তাঁরও সেই একই অবস্থা। সুতরাং তাঁর অনুরোধ — তাঁদের সখীও যেন রাজাকে বাঁচান। অনুরোধটি দুই পক্ষেই সাধারণ অর্থাৎ সমান।

(৩৪) "পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে" — কার উক্তি ? প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 'দ্বে প্রতিষ্ঠে' বলতে কাদের নির্দেশ করা হয়েছে দেখাও।

উক্তিটি রাজা দুষ্যন্তের।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বেতসকুঞ্জে মদনপীড়িতা শকুন্তলা এবং তার সখীদের সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তের সাক্ষাৎ হলে সখীরা দুষ্যন্তকে জানান যে শকুন্তলা তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। অনুরূপভাবে দুষ্যন্তও স্বমুখে জানালেন যে তিনিও তাদের সখী শকুন্তলাকে পত্নী হিসাবে পেতে উন্মুখ। রাজাদের একাধিক পত্নী থাকে এবং সেই কারণে রাজ-অন্তঃপুরে সখী শকুন্তলার অমর্যাদা হতে পারে আশঙ্কা করে অনসূয়া রাজাকে অনুরোধ করলেন যে তাদের এই প্রিয়সখী শকুন্তলা বিবাহোত্তর জীবনে যেন তার আত্মীয়-স্বজনের দুঃখের কারণ না হয়। রাজ-অন্তঃপুরে শকুন্তলা যেন যোগ্য মর্যাদা পায় — এই তাদের বিনীত নিবেদন। উত্তরে রাজা 'সসাগরা পৃথিবী এবং তাঁদের সখী শকুন্তলা — এই দুটিকেই ('দ্বে') তিনি তাঁর বংশ গৌরবের হেতু ('প্রতিষ্ঠে') বলে জানেন' জানিয়ে সখীদের নিশ্চিত করেন।

(৩৫) শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিবাহে সম্মত করাতে দুষ্যন্ত কোন্ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন ?

রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করতে চাইলেও শকুন্তলা গুরুজনের অজ্ঞাতে তার প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া অন্যায় হচ্ছে ভেবে তাঁকে জানান যে মদনসন্তপ্তা হলেও নিজের উপর তার কোন প্রভুত্ব নেই। তখন রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিবাহে সম্মত করাতে গান্ধর্ব বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ এবং এই গান্ধর্বমতে বহু রাজর্ষিকন্যা বিবাহ করেছেন ও তাঁদের গুরুজনদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন — এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

(৩৬) দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি ? কোন্ মতে তাঁদের বিবাহ হয় ?

হ্যাঁ, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ। গান্ধর্ব মতে তাঁদের বিবাহ হয়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে — "ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাঽঽসুরঃ। গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমো মতঃ ॥" 'তুমি আমার পতি, 'তুমি আমার ভার্যা' — এই রকম পরস্পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে যে বিবাহ, তাকেই গান্ধর্ব বিবাহ বলে। শাস্ত্রসম্মত হলেও এ বিবাহ 'মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ' — এরকম কথা মনুসংহিতায় বলা হয়েছে। কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়রাই গান্ধর্ব বিবাহের অধিকারী। "গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্মৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।" (মনু)।

(৩৭) "চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্টিআ রঅণী" — সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

'চক্রবাকবধূ প্রিয় সহচরকে বিদায় দাও। রাত হয়ে এল' — চক্রবাকবধূকে সাবধান করার নেপথ্যবাণী শকুন্তলার সখীদের। রাজা এবং তাদের সখীর গোপন মিলনের সুযোগ করে দিয়ে সখীকে বাঁচানোর সকল দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তারা সতর্কভাবে নজর রেখেছে যাতে তাদের সখীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে না হয়। তাই গৌতমী আসার পূর্বেই সতর্কবাণী — 'সহচরের কাছ থেকে বিদায় নাও।'

(৩৮) দুর্বাসা শকুন্তলাকে কি অভিশাপ দিয়েছিলেন ? কেন ?

যাকে অনন্যমনে চিন্তা করতে গিয়ে শকুন্তলা উপস্থিত তপস্বীকে অবজ্ঞা করেছে — সে কিন্তু, তাকে মনে করিয়ে দিলেও, পাগল যেমন তার আগের বলা কথা আর স্মরণ করতে পারেনা, ঠিক তেমনি তাকে (শকুন্তলাকে) স্মরণ করতে পারবে না — এই ছিল দুর্বাসার অভিশাপ।

'অতিথি দেবতাতুল্য' — ভারতীয় সংস্কৃতির এ এক চিরন্তন নিয়ম। দুর্বাসার মত 'তপোধন' অতিথি আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর যথাযোগ্য পূজা হয়নি। পূজ্যের পূজা না হওয়া তাঁর অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই দুর্বাসার এই অভিশাপ। "প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।" (রঘুবংশ)।

(৩৯) দুর্বাসার শাপ প্রশমনের জন্য শকুন্তলার সখীদের প্রচেষ্টার বর্ণনা দাও।

শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চনার জন্য দুই সখী যখন ফুল তুলছিলেন তখন প্রিয়ংবদার কানে গেল পতিচিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলাকে কোন এক ঋষি অভিশাপ দিচ্ছেন। তাকিয়ে দেখলেন সুলভকোপ মহর্ষি দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়ে দুর্বার বেগে চলে যাচ্ছেন। অনসূয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ংবদাকে পাঠালেন পায়ে ধরে তাঁকে শান্ত করার জন্য — নিজে গেলেন পা ধোয়ার জল আর অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করতে। প্রিয়ংবদা মহর্ষির কাছে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর কন্যাসম শকুন্তলার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করেন। অবশেষে মহর্ষির কাছ থেকে কোন' অভিজ্ঞান আভরণ দেখাতে পারলে শাপের অবসান হবে — এই আশ্বাস নিয়ে তিনি আসেন।

(৪০) শকুন্তলা বিবাহিতা — কণ্ব একথা জানলেন কিভাবে ?

রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার যখন গান্ধর্বমতে বিবাহ হয় তখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ছিলেন না। তিনি ছিলেন সোমতীর্থে। তীর্থ থেকে ফিরে যখন আশ্রমে এসে তিনি অগ্নিশালায় প্রবেশ করেন তখন এক অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী তাঁকে জানান যে — শকুন্তলা দুষ্যন্ত কর্তৃক বিবাহিতা এবং সে দুষ্যন্তের ঔরস সন্তান গর্ভে ধারণ করছে।

(৪১) "সুসিস্সপরিদিণ্ণ বিজ্জা বিঅ অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা" (সুশিষ্যপরিদত্তা ইব বিদ্যা অশোচনীয়াসি সংবৃত্তা) — কথাটি কে কোন্ উপলক্ষ্যে বলেছেন ?

'সুশিষ্যপরিদত্তা' ইত্যাদি মন্তব্য মহর্ষি কণ্বের। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে প্রিয়ংবদার মুখ থেকে আমরা তা জানতে পারি।

সোমতীর্থ থেকে তপোবনে ফিরে এসে মহর্ষি কণ্ব অগ্নিশালায় প্রবেশ করলে এক

ছন্দোময়ী অশরীরী বাণী তাঁকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ এবং শকুন্তলার আপন্নসত্ত্বা হওয়ার কথা জানান। পরে লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে সস্নেহে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন যে সৌভাগ্যক্রমে শকুন্তলা যোগ্য পাত্রই নির্বাচন করেছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন যে — যোগ্য শিষ্যে বিদ্যা দান করলে তা যেমন বিফলে যায় না, তেমনি যোগ্যপাত্রে নিজেকে সমর্পণ করায় শকুন্তলার জন্য কোনদিনও তাঁদের অনুশোচনা করতে হবে না।

(৪২) **"দিট্‌ঠিআ ধূমাউলিদদিট্‌ঠিণো বি জঅমাণস্‌স পাঅএ এব্ব আহুদী পডিদা" (দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবকে এব আহুতিঃ পতিতা।) — বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন?**

বক্তা মহর্ষি কণ্ব। (নাটকে প্রিয়ংবদার মুখ থেকে তা জানতে পারি।)

মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ থেকে যখন নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন তখন এক অশরীরী ছন্দোময়ী বাণীতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহ এবং শকুন্তলার আপন্নসত্ত্বা হওয়ার কথা জানতে পারেন। অতঃপর লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে তাকে যোগ্য বর নির্বাচনের জন্য অভিনন্দন জানান। যেমন হোমাগ্নির ধূমে যজমানের চোখ আচ্ছন্ন হওয়ার কারণে অনেক সময়ই আহুতি যজ্ঞাগ্নিতে পড়ে না, তেমনি কামনায় তাড়িত হয়ে অজ্ঞাতহৃদয়জনে নিজেকে সমর্পণ করলে অনেক ক্ষেত্রেই তা দুঃখের কারণ হয়। সৌভাগ্যক্রমে শকুন্তলার ক্ষেত্রে তা হয়নি ; সে যোগ্যপাত্রেই নিজেকে সমর্পণ করেছে — এই কথা বলার সময় মহর্ষি কণ্ব "দিষ্ট্যা ..." ইত্যাদি মন্তব্য করেছিলেন।

(৪৩) **শকুন্তলার যাত্রাকালে কণ্বের বিচ্ছেদকাতর অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।**

মহর্ষি কণ্ব তপোধন সন্ন্যাসী হলেও তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময় সাধারণ সংসারীর মতই শোকে অভিভূত হয়েছেন। নিজের মুখেই তিনি তাঁর কাতর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন — শকুন্তলা আজ আশ্রম ত্যাগ করে যাবে এ কথা ভেবে তাঁর মন উৎকণ্ঠায় আকুল, চোখ তাঁর বাষ্পাচ্ছন্ন, উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করতে গিয়ে বারংবার তাঁর কণ্ঠরোধ হচ্ছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে জড়তা অনুভূত হচ্ছে। শকুন্তলা আশ্রম ত্যাগের পূর্বক্ষণে তাঁকে আলিঙ্গন করলে মহর্ষি কণ্ব অধীর হয়ে পড়েন এবং বলেন যে কুটীরের সামনে পাখিদের খাওয়ানোর জন্য শকুন্তলা যে ধান ছড়িয়ে দিতো তা থেকে যে অঙ্কুর বেরিয়েছে, তা দেখলে তিনি সংযত থাকতে পারবেন না।

(৪৪) **শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্ব তাকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন?**

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে মহর্ষি কণ্ব তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন পতিগৃহে গিয়ে শ্বশুরাদি গুরুজনকে সেবা করে, সতীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মত ব্যবহার করে, স্বামী কর্কশ ব্যবহার করলেও রাগের বশে সে যেন স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু না করে, পরিজনদের প্রতি যেন তার দয়া-দাক্ষিণ্য বজায় রাখে এবং নিজের ভাগ্যে যেন গর্বিত না হয়। কেবল এরকম আচরণের দ্বারাই যুবতীরা প্রকৃত গৃহিণীর মর্যাদা পায়। যারা এর বিপরীত আচরণ করে তারা সংসারের যন্ত্রণার কারণ হয় — একথাও তিনি তাকে স্মরণ রাখতে বলেন।

(৪৫) কণ্বাশ্রম থেকে শকুন্তলার বিদায় নেবার সময় আশ্রমবাসী এবং প্রকৃতির যে ছবি আঁকা হয়েছে তার অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

শকুন্তলা, আশ্রমজীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ, আশ্রমবাসী পিতৃভূত কণ্ব, মাতৃসমা গৌতমী, অভিন্নহৃদয় দুই সখী, আশ্রমের জীবকুল, এমনকি আশ্রমের প্রতিটি তরুতলার সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ক। তাই তার বিদায়বেলার সকলেই শোকে অধীর। জিতেন্দ্রিয় তপোধন মহর্ষি কণ্বও আজ একজন সাধারণ স্নেহপরায়ণ গৃহীর মত শকুন্তলার বিচ্ছেদব্যথায় কাতর। তাঁর হৃদয় আকুল, চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন, উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করতে গিয়ে বারংবার তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হচ্ছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে ছাড়া আশ্রমে থাকার কথা চিন্তাতেই আনতে পারে না। স্বামী দুষ্যন্তকে দেখার জন্য উৎসুক হলেও আশ্রম ত্যাগ করতে শকুন্তলার পা উঠছে না — সে কেঁদেই আকুল। সমস্ত তপোবন আজ শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদ চিন্তায় কাতর। মৃগীর মুখের গ্রাস পড়ে যাচ্ছে, ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করে স্থির হয়ে আছে, এমনকি শুকনো পাতা পরিত্যাগের ছলে তরুলতা অশ্রুমোচন করছে। শকুন্তলার সযত্নলালিত মাতৃহীন মৃগশিশু আজ তার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে তাকে আশ্রমত্যাগে বিরত করতে চাইছে। তপস্যার কষ্টে ক্ষীণদেহ মহর্ষি কণ্বকে আলিঙ্গন করে শকুন্তলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। সমগ্র আশ্রমে আজ এক করুণ বিদায়দৃশ্য।

(৪৬) 'বনবাসী হয়েও মহর্ষি কণ্ব লৌকিকজ্ঞ' — উদাহরণ দিয়ে তাঁর লোকজ্ঞানের পরিচয় দাও।

'বনবাসী হলেও লোকাচার জানি' — নিজের সম্বন্ধে করা মহর্ষি কণ্বের এই মন্তব্যের সার্থকতা প্রথমত দেখি শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর প্রাক্‌কালে পতিকুলে শকুন্তলার আচরণীয় কর্তব্যনির্দেশে। পতিকুলে গুরুজনের সেবা, সপত্নীর সঙ্গে প্রিয়সখীর মত ব্যবহার, স্বামী রুষ্ট হলেও তাঁকে কটু কথা না বলা, সৌভাগ্যগর্বে স্ফীত না হওয়া, পরিজনের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রতিটি উপদেশ লোকাচারজ্ঞান মন্থন করা অভিজ্ঞতা।

বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে বেশীদিন থাকলে নানা ধরণের অপবাদ উঠতে পারে — এই আশংকা করে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বিবাহিতা বলে জানা মাত্রই তাকে পতিগৃহে পাঠানোর যে উদ্যোগ নেন, তাতেও তাঁর লোকজ্ঞানের পরিচয় মেলে।

শকুন্তলা তার দুই সখীও তার সঙ্গে রাজধানীতে যাবে কিনা জানতে চাইলে মহর্ষি কণ্ব জানান যে তাদের সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না — কারণ তারাও বিবাহযোগ্যা এবং শীঘ্রই যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান করতে হবে। নাগরিক পরিবেশে কামিজনের লোলুপ দৃষ্টি থেকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে রক্ষার এই প্রচেষ্টাতেও মহর্ষি কণ্বের লৌকিকজ্ঞতার পরিচয় পাই।

এছাড়াও পতিগৃহে গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ, বিশেষভাবে সন্তানলাভের পর, পিতৃগৃহের বিচ্ছেদ-বেদনার কথা মনেও থাকে না — মহর্ষি কণ্বের এই উক্তিতেও তাঁর লোকজ্ঞানের পরিচয় মেলে।

(৪৭) "ভঅবং, বরো কৃখু এসো, ণ আসিসা" (ভগবন্, বরঃ খলু এষঃ ন আশীঃ) — কথাটি কে বলেছিলেন? কোন্ বরের উল্লেখ করা হয়েছে? আশীর্বাদমাত্র নয় কেন, বল।

উক্তিটি গৌতমীর।

শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময় মহর্ষি কণ্ব তাকে আশীর্বাদ করেন — সে যেন যযাতির কাছে শর্মিষ্ঠা যেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন তেমন প্রিয় হয় এবং শর্মিষ্ঠা যেমন পুরুকে পুত্র হিসাবে পেয়েছিলেন, সেও যেন তেমনি এক সম্রাট্ পুত্রের জননী হয়। এখানে সেই বরের উল্লেখ করা হয়েছে।

মহর্ষি কণ্বের আশীর্বাদ শুভেচ্ছামাত্র নয়। তা সাক্ষাৎ বর। আশীর্বাদ কখনো ফলে, কখনো নয়। ঋষিমুখনিঃসৃত আশীর্বাদ অমোঘ — তাই তা বর। তুঃ "লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ততে। ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥" (উত্তরামচরিত)

(৪৮) শকুন্তলা যখন কণ্বের আশ্রম ত্যাগ করছিলেন তখন কে এবং কেন তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করেছিল ?

মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ত্যাগ করে পতিগৃহে যাওয়ার সময় এক মৃগশিশু শকুন্তলার বস্ত্র আকর্ষণ করে তাকে আশ্রম ছেড়ে যেতে বাধা দিতে চাইছিল। এই মৃগশিশু জন্মের পরেই মাতৃহীন হলে শকুন্তলাই তাকে মাতৃস্নেহে বড় করে তুলেছে ; কুশের ডগায় তার মুখ ক্ষতবিক্ষত হলে সে সযত্নে তাতে ইঙ্গুদীর তেলের প্রলেপ দিয়েছে ; শ্যামাধানের মুঠি খাইয়ে সে তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই মৃগশিশুকে সে পুত্র বলে গ্রহণ করেছে। স্বাভাবিক কারণেই সেই মৃগশিশু শকুন্তলার বিচ্ছেদে দ্বিতীয়বার মাতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করে তাকে ছাড়তে চাইছে না।

(৪৯) "সিণেহো পাবসঙ্কী" (স্নেহঃ পাপশঙ্কী) — কে,কেন এই কথাগুলি বলেছিল ?

তপোবন ত্যাগ করে পতিগৃহে যাওয়ার প্রাক্কালে শকুন্তলার দুই সখী যদি রাজা দুষ্যন্ত তাকে চিনতে না পারেন তবে যেন রাজার নাম-খোদিত আঙ্টিটা তাঁকে দেখান — এই কথা বলে দেন। রাজার তাকে না চিনতে পারার আশঙ্কার কথা শুনেই শকুন্তলা ভয় পেয়ে গেলেন। তখন সখীরা জানালেন যে শকুন্তলার ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে যে যাকে ভালোবাসে তার সম্বন্ধে সবসময়ই অমঙ্গল আশঙ্কা করে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দুর্বাসার অভিশাপ এবং অভিশাপ প্রতিকারের উপায়ের কথা কেবলমাত্র দুই সখীই জানতো — শকুন্তলা এসবের কিছুই জানত না। তাই রাজার চিনতে না পারার সম্ভাবনার কথায় সে অবাক হয়েছিল।

(৫০) "অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব" — বক্তা কে ? কথাগুলির প্রাসঙ্গিকতা প্রতিপাদন কর।

বক্তা মহর্ষি কণ্ব।

পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দেওয়ার পর শোকাতুর অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এবং যেন নিজেকেও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য — 'কন্যা পরের জিনিষ, পিতৃগৃহে সে যেন অন্যের গচ্ছিত ধন' — এই মন্তব্য করেন। কন্যাকে চিরকাল পিতামাতার স্নেহাঞ্চলে রাখা যায় না — যথাকালে তাকে নতুন জীবনে প্রবেশ করানোর দায়িত্বও পিতামাতার — এই কর্তব্যের কথাও এখানে ধ্বনিত হচ্ছে।

(৫১) হংসপদিকার গানের কথাগুলি নিজের ভাষায় লেখ।

হংসপদিকা রাজা দুষ্যন্তের অন্যতমা পত্নী। রাজা দুষ্যন্তের প্রণয়ের আস্বাদ সে একবারমাত্র পেয়েছে। অভিমান-ভরা কথায় গানের মধ্যে সে তার বঞ্চনার কথা জানিয়েছে — ভ্রমর যেমন নবমধুবিলাসী — রাজা দুষ্যন্তও তেমনি এক নারীতে তৃপ্ত নন। আর তাই, ভ্রমর যেমন সহকারমঞ্জরীকে উপভোগ করে এসে পদ্মের মধুপানের সময় সহকারমঞ্জরীকে ভুলে যায় তেমনি রাজা দুষ্যন্তও আজ অন্য রমণীতে আসক্ত হয়ে তাকে ভুলে গেছেন।

(৫২) হংসপদিকার সঙ্গীত শ্রবণের পর রাজা দুষ্যন্তের কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

হংসপদিকার রাজার প্রতি অভিমানভরা সঙ্গীত শ্রবণের পর দুষ্যন্ত কোন প্রিয়জনের সঙ্গে বিরহ না হলেও এক অজ্ঞাত কারণে, উৎকণ্ঠা অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হল সুন্দর কোন দৃশ্য দেখে বা মধুর কোন সঙ্গীত শ্রবণ করলে সুখী মানুষও অনেক সময় তাঁর মনে সংস্কাররূপে দৃঢ়ভাবে গাঁথা জন্মান্তরের কোন' সৌহার্দ অবচেতন মনে স্মরণ করে থাকে বলেই তাঁর এরকম বোধ হচ্ছে।

(৫৩) রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় শার্ঙ্গরবের কি রকম অনুভূতি হয়েছিল?

আশ্রম থেকে শকুন্তলাকে পতিগৃহে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব মহর্ষি কণ্ব, যাঁদের উপর দিয়েছিলেন শার্ঙ্গরব তাঁদের অন্যতম। চিরকাল শান্ত, নির্জন আশ্রমে থাকার কারণে জনকোলাহলমুখর রাজবাড়ীতে প্রবেশ ক'রে তাঁর অগ্নিবেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করেছেন এরকম অনুভূতি হয়েছিল। লক্ষণীয়, শার্ঙ্গরব শান্ত আশ্রম আর জনকোলাহলমুখর রাজপ্রাসাদের বাহ্য পার্থক্য যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন।

(৫৪) রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় শারদ্বতের কি রকম অনুভূতি হয়েছিল?

মহর্ষি কণ্বের অন্যতম শিষ্য শারদ্বত শকুন্তলাকে পতিগৃহে দিয়ে আসার দায়িত্ব পেয়ে তাকে নিয়ে রাজধানীতে এলেন। মুমুক্ষু সন্ন্যাসীদের আশ্রয় তপোবন থেকে সুখভোগে নিরত সংসারী মানুষে পরিপূর্ণ রাজসভায় এসে, — স্নান সমাধা করেছে, এমন লোকের গায়ে তেল-মাখা লোক দেখলে যে অনুভূতি হয়, শুচি লোক অশুচি লোককে দেখলে যেমন বোধ করে, জাগ্রত লোকের নিদ্রিতকে দেখে যে অনুভূতি হয়, কিংবা স্বাধীন লোকের পরাধীন লোক দেখলে যে অনুভব হয় — শারদ্বতের তেমন অনুভূতি হচ্ছিল। লক্ষণীয়, শারদ্বত গৃহী এবং সন্ন্যাসীর আন্তরিক পার্থক্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

(৫৫) 'অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ' — উক্তিটি কার এবং কোন্ প্রসঙ্গে করা? রাজ্যশাসনে বিশ্রামের অবকাশ না থাকার সঙ্গে বক্তা কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মের তুলনা দিয়েছিলেন?

উক্তিটির কঞ্চুকীর। বিচারকার্য পরিচালনার পর রাজা দুষ্যন্ত বিশ্রাম নিচ্ছেন — এমন

সময় কণ্বাশ্রমের তপস্বীরা উপস্থিত হলে কঞ্চুকী রাজার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে বুঝেও তপস্বীদের আগমনবার্তা জানাতে গেলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন — সূর্য যেমন তাঁর রথে একবার অশ্বযোজনা করে অনন্তকাল ধরে চলেছেন, বায়ু যেমন দিনরাত প্রবাহিত হয়, অনন্তনাগ যেমন সবসময় পৃথিবী ধারণ করে থাকেন তেমনি রাজাও সর্বদাই রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন — এঁদের কারুরই বিশ্রামের অবকাশ নেই।

(৫৬) **"রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখান্তরৈব" — এই উক্তির বক্তা কে এবং উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।**

বিচার পরিচালনার পরে ক্লান্ত রাজা দুষ্যন্ত যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন কণ্বশিষ্যরা এসেছেন শুনে রাজা তখনই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং বললেন — রাজার জীবনের সার্থকতা কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। কেননা, কোন প্রার্থিত জিনিষের লাভ হলে কেবল ঔৎসুক্যের অবসান হয় মাত্র, পাবার পরে কিন্তু আর আনন্দ থাকে না। উপরন্তু পাওয়া জিনিষের রক্ষণাবেক্ষণে কষ্টই হয়। ছাতা যেমন নিজের হাতে বইলে যত না আরাম দেয় — তার চাইতে বেশী কষ্ট দেয়, রাজার কাছে রাজ্যভোগও তেমনি।

(৫৭) **কণ্বশিষ্যদের আগমনের কি কারণ রাজা আশঙ্কা করেছিলেন ?**

মহর্ষি কণ্ব (কাশ্যপ) তাঁর শিষ্যদের রাজার কাছে পাঠিয়েছেন শুনে রাজা দুষ্যন্ত ব্রতচারী তপস্বীদের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি, তপোবনের জীবজন্তুর উপর অন্যায় উৎপীড়ন অথবা তাঁর নিজেরই কোন অপরাধে তপোবনের লতায় ফুল-ফল না হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন।

(৫৮) **শার্ঙ্গরবের ভাষায় পরোপকারীর স্বভাব বর্ণনা কর।**

রাজা তপস্বীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য বিনীতভাবে আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রাজপুরোহিত তপস্বীদের কাছে রাজার বিনয়ের প্রশংসা করলে শার্ঙ্গরব বললেন — এতে তিনি অভিনবত্বের কিছু দেখেন না। কেননা গাছে ফল এলে তা আপনা থেকেই নত হয়, নূতন মেঘ জলের ভারে আপনা থেকেই নুইয়ে পড়ে, সৎলোকেরা ধন-সম্পত্তি লাভ করেও উদ্ধত হন না — এক কথায় তাঁরা চিরকালই বিনীত থাকেন।

(৫৯) **কণ্বাশ্রমের লোকজনের সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে দেখে দুষ্যন্ত কি মন্তব্য করেছিলেন ?**

কণ্বাশ্রমের লোকজনদের সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্ত পাণ্ডুবর্ণের পত্রের মধ্যে কিশলয়ের মত, ঋষিদের মধ্যে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যার দেহলাবণ্য খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না (এমন), অবগুণ্ঠনবতী এই রমণী কে — এই মন্তব্য করেছিলেন।

(৬০) **কি কারণে শকুন্তলা দুষ্যন্তকে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দেখাতে পারেন নি ?**

কণ্বাশ্রম থেকে রাজধানীতে আসার পথে শকুন্তলা শক্রাবতার নামে জায়গায় শচীতীর্থের সরোবরের জলে দেবতার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দেওয়ার সময় সেই রাজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় জলে পড়ে যায়। ফলে শকুন্তলা যখন তাঁর পত্নীত্ব প্রতিষ্ঠা করার মানসে সেই আংটি দেখাতে চাইলেন, তখন তা পারলেন না।

(৬১) অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক না পেয়ে শকুন্তলা কোন বৃত্তান্ত বলে রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেছিলেন? প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল কি?

শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তকে তপোবনে তাদের গান্ধর্ব বিবাহের কথা মনে করিয়ে দিলেও দুষ্যন্ত যখন পূর্বের বিবাহ অস্বীকার করলেন, তখন শকুন্তলা রাজারই দেওয়া স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করতে গিয়ে দেখলেন যে সেই আংটি হারিয়ে গেছে। তখন তিনি রাজাকে দীর্ঘাপাঙ্গ নামে হরিণশিশুর বৃত্তান্ত বলে রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেছিলেন। রাজার আশ্রমে থাকাকালীন দুষ্যন্ত কোন একদিন নবমালিকাকুঞ্জে পদ্মপাতায় তৈরী পাত্রে জল নিয়ে পান করাতে যাওয়ার সময় হরিণ শিশুটিকে দেখে প্রথমে তাকেই জল খাওয়ানোর জন্য লোভ দেখিয়ে ডাকলেন। কিন্তু অপরিচয়ের কারণে সেই হরিণ শিশু কাছে এল না। কিন্তু শকুন্তলা তাকে ডাকতেই সে সাগ্রহে এল। তখন রাজা উপহাস করে শকুন্তলাকে বলেছিলেন — তারা (শকুন্তলা এবং হরিণশিশু) দুজনেই বনের বাসিন্দা। তাই হরিণশিশু শকুন্তলাকে আপনজন ভেবে বিশ্বাস করে।

না ; রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শকুন্তলার এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। উপরন্তু শকুন্তলার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে শ্রোতব্য প্রমাণ দর্শনের প্রচেষ্টাকে তিনি স্ত্রীলোকদের নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য ছলনাপূর্ণ প্রচেষ্টা বলে মন্তব্য করেন।

(৬২) কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরবের সঙ্গে দুষ্যন্তের বাদানুবাদের সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপিত কর।

শার্ঙ্গরব রাজা দুষ্যন্তকে তাঁর পরিণীতা স্ত্রীকে গ্রহণ করার অনুরোধ করলে রাজা যখন অবাক হলেন, তখন তিনি রাজাকে পরিষ্কার জানালেন যে রাজা দুষ্যন্ত লোকব্যবহারে অভিজ্ঞ হয়েও পরিণীতা স্ত্রী চিরকাল পিতৃগৃহে থাকুক — এটা চাইছেন কিভাবে — তা তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। অতঃপর দুষ্যন্ত বিবাহের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলে শার্ঙ্গরব জানান যে কৃতকার্যের প্রতি বিদ্বেষ, ধর্মে বিরাগ অথবা সজ্ঞানে কৃতকর্ম অস্বীকার করার এই প্রয়াস ঐশ্বর্যে মত্ত পুরুষের প্রায়ই হয়ে থাকে। দুষ্যন্ত শকুন্তলার সঙ্গে বিবাহের কথা স্মরণ না হওয়া সত্ত্বেও কি করে তাঁকে গ্রহণ করবেন এই কথা জানালে ক্ষুব্ধ শার্ঙ্গরব তাঁকে দস্যুর মত আচরণকারী এবং প্রবঞ্চক বলে ভৎর্সনা করলেন। রাজা শকুন্তলাকে অকারণে প্রবঞ্চনা করে তাঁর কি লাভ থাকতে পারে বললে শার্ঙ্গরব তাঁকে সমূলে বিনাশের অভিশাপ দেন।

(৬৩) কণ্বশিষ্য শারদ্বতের যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দাও।

শারদ্বত শার্ঙ্গরবের তুলনায় ধীর, স্থির এবং যুক্তিনিষ্ঠ। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে তাঁর পত্নী বলে অস্বীকার করলে শারদ্বত শকুন্তলাকে বললেন — তাঁদের যা বলার তা তাঁরা বলেছেন। রাজা তার উত্তরে যা বলেছেন — তা শকুন্তলা শুনেছে। এখন প্রমাণ দেওয়ার দায়িত্ব তার। অতঃপর শকুন্তলা প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে রাজা পরস্ত্রী গ্রহণের ভয়ে শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে শারদ্বত পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন — এই শকুন্তলা তাঁর (দুষ্যন্তের) পত্নী। সুতরাং রাজার কাছেই তাকে রেখে যাচ্ছেন। রাজা তাকে গ্রহণ করবেন বা বর্জন করবেন — তা একান্তভাবে তাঁর উপর নির্ভর করে। গুরুর আদেশ তাঁরা পালন করেছেন — অন্য কোন বক্তব্য তাঁদের নেই। শার্ঙ্গরবের মত তিনি উত্তপ্ত, বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হননি।

(৬৪) "তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা" — এখানে এষা কান্তা কে? 'ভবতঃ' বলতে কাকে বোঝান হয়েছে। 'ত্যজ বা' 'গৃহাণ বা' বলার কারণ কি?

এখানে 'এষা কান্তা' বলতে শকুন্তলা এবং 'ভবতঃ' বলতে রাজা দুষ্যন্তকে নির্দেশ করা হয়েছে।

কণ্বশিষ্যরা রাজাকে তাঁর বিবাহিতা পত্নী শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে বললেন। রাজা তো বিবাহ অস্বীকার করলেন। কেননা দুর্বাসার শাপের প্রভাবে তাঁর শকুন্তলাসম্বন্ধীয় স্মৃতি লোপ পেয়েছে। শকুন্তলা বিবাহিতা স্ত্রী — স্বামীর কাছেই থাকা কর্তব্য। তাই শারদ্বত জানালেন — তাঁর হাতে সমর্পণ করে তাঁরা যাচ্ছেন। পত্নীকে গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার স্বামীতে বর্তায়। এ ব্যাপারে তাঁদের কিছু বক্তব্য নেই।

(৬৫) "অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে / প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ" — উক্তিটি কার? প্রসঙ্গ নির্দেশ করে 'অতঃ' (অতএব) কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উক্তিটি মহর্ষি কণ্বের শিষ্য শার্ঙ্গরবের। মহর্ষির নির্দেশ অনুসারে রাজাকে তাঁর পরিণীতা শকুন্তলাকে গ্রহণ করার অনুরোধ করলে শাপের প্রভাবে বিগত-স্মৃতি দুষ্যন্ত যখন সেই সংবাদ শুনে অবাক হলেন তখন শার্ঙ্গরব, স্ত্রী স্বামীর প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোন না কেন স্বামীর কাছেই তার থাকা উচিত — এই কথা বলেন।

স্বামী আছে এমন স্ত্রী যদি সর্বদাই পিতৃগৃহে থাকে তবে সেই স্ত্রী নিতান্ত সাধ্বী হলেও লোকেরা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। এই কারণেই ('অতঃ') কোন স্ত্রী স্বামী বর্তমান থাকতে তাঁর কাছেই থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬৬) রাজা বিবাহব্যাপারের কথা মনে না পড়ায় শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে শকুন্তলা কণ্বশিষ্য এবং গৌতমীকে কি অনুরোধ করেছিলেন? অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল কি?

শকুন্তলাকে রাজার কাছে রেখে কণ্বশিষ্যরা এবং গৌতমী চলে যেতে উদ্যত হলে শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের প্রতারণার দোষে তাঁরাও তাকে যেন পরিত্যাগ করে না যান এই অনুরোধ করেছিলেন এবং তাঁদের পেছন পেছন যেতে থাকলেন। মাতা গৌতমী স্নেহবশতঃ তাঁর অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেও শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে তাঁদের সঙ্গে আসতে কঠোর ভাবে নিষেধ করলেন এবং প্রয়োজন হলে তার পতিকুলে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করেও থাকা বাঞ্ছনীয় — একথা জানিয়ে চলে গেলেন।

(৬৭) কণ্বশিষ্যরা শকুন্তলাকে রাজার কাছে রেখে চলে যেতে উদ্যত হলে রাজা তাঁদের কি বলেছিলেন?

কণ্বশিষ্যরা বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর কাছেই থাকা উচিত — এই সিদ্ধান্ত করে তাকে রাজার কাছে রেখে চলে যেতে উদ্যত হলে রাজা তাঁরা শকুন্তলাকে প্রবঞ্চিত করছেন কেন জানতে চাইলেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন — চন্দ্র যেমন কেবল কুমুদকেই বিকশিত করে, সূর্য যেমন কেবল পদ্মকেই বিকশিত করে — অন্যকে নয়, ঠিক তেমনি জিতেন্দ্রিয় তিনি পরস্ত্রীস্পর্শের কামনায় কখন' নিজেকে দূষিত করবেন না।

(৬৮) রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করবার পর রাজপুরোহিত শকুন্তলা সম্বন্ধে কি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ?

দুর্বাসার অভিশাপের কারণে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না এবং তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। আবার মহর্ষি কণ্বের শিষ্যরা এবং গৌতমীও শকুন্তলাকে রাজসভাতে রেখেই চলে গেলেন। এমতাবস্থায় রাজা রাজপুরোহিতের কাছে তাঁর কি করণীয় জানতে চাইলেন। রাজপুরোহিত প্রস্তাব দিলেন — সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত শকুন্তলা তাঁর (রাজপুরোহিতের) ঘরে থাকবেন। সাধুরা রাজার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে রাজার প্রথম সন্তান রাজচক্রবর্তি-লক্ষণযুক্ত হবে। শকুন্তালর সন্তান যদি ঐ চিহ্নযুক্ত হয় তবে শকুন্তলাকে সংবর্ধনা জানিয়ে রাজা তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে আসবেন। আর যদি অন্যথা হয়, তবে শকুন্তলাকে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

(৬৯) কণ্বশিষ্যগণ শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে রেখে প্রত্যাবর্তন করলে শকুন্তলার ভাগ্যে কি ঘটেছিল ?

রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও কণ্বশিষ্যরা 'পতিকুঞ্জে দাস্যও শ্রেয়ঃ' এই কথা বলে তাকে সেখানে রেখে চলে গেলেন। অতঃপর সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত শকুন্তলার রাজপুরোহিতের গৃহে থাকার প্রস্তাব হয়। তখন শকুন্তলা নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে হাত তুলে কাঁদতে থাকলে স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দূর থেকে তাকে উপরে তুলে অপ্সরাতীর্থের দিকে নিয়ে যায়।

(৭০) 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের ধীবরের বৃত্তান্তে সেকালের রক্ষীবাহিনীর আচরণ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ?

ধীবরের বৃত্তান্তে রক্ষীবাহিনীর আচরণের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা খুব প্রশংসনীয় নয়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নিরপরাধকেও তর্জন এবং প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে হত। ধৃত ব্যক্তির সৎ জীবিকা প্রভৃতি নিয়ে উপহাস-বিদ্রূপে রক্ষীদের অরুচি ছিল না। ধীবরকে বধ করার জন্য প্রহরীদের ব্যগ্রতা এবং উল্লাসে তাদের অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রতিফলিত হয়েছে। 'উপরি' গ্রহণে রক্ষীদের আগ্রহ যথেষ্টই ছিল। [টাকা নিয়ে কাজ উদ্ধার করে দেওয়াকে উৎকোচ গ্রহণ বা ঘুষ নেওয়া বলে। আর কাজ উদ্ধারের পর প্রায় আবশ্যিক কিছু নেওয়াকে 'উপরি' বলে। ধীবর মুক্ত হবার পর পারিতোষিকের অর্দ্ধেক দিয়েছে — তাই উৎকোচ না বলে 'উপরি' বলা হল।] রক্ষীদলের শুঁড়িখানায় গতায়াতের অভ্যাস ভালোই ছিল। মদের পাত্র সাক্ষী করে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথাতেই তার পরিচয় মেলে।

তবে দায়িত্ব-সচেতনতা এবং কর্তব্যকর্মে অবহেলা না করার মতো উজ্জ্বল দিকও (যদি কর্তব্যপালনের প্রেরণা উৎকোচাদি — এরকম না ধরা হয়) ধীবরের বৃত্তান্তে দেখানো হয়েছে। রক্ষীদের কাজে দীর্ঘসূত্রতাও প্রতিফলিত হয়নি।

(৭১) 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে ধীবরের বৃত্তান্তে চৌর্যাপরাধে কোন্ শাস্তির কথা বলা হয়েছে ? তা কার্যকর করার উপায় কি ছিল ?

শক্রাবতারবাসী ধীবরের হাতে মহামূল্য রাজ-অঙ্গুরীয়ক দেখে নগররক্ষায় নিযুক্ত

রাজশ্যাল এবং রক্ষীপুরুষেরা তাকে ধরে। তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে জানতে পারি যে চৌর্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। শূলে চড়িয়ে বধদণ্ড কার্যকর করার কথা পাই সূচকের মুখে ('শূলাদো অবদালিঅ ...')। আবার ক্ষিপ্ত কুকুরের আহার অথবা শকুনির আহার হিসাবে ব্যবহার করেও তা কার্যকর করা হত — একথা জানতে পারি জানুক নামে আরেক রক্ষীর মুখে। বধদণ্ড কার্যকর করার আগে বধ্য অপরাধীর গলায় মালা পরানোর বিধান ছিল — তাও এই বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি।

(৭২) দুষ্যন্ত হারানো আংটি কিভাবে ফেরৎ পেয়েছিলেন? এর তাৎক্ষণিক কি প্রতিক্রিয়া তাঁর উপর লক্ষিত হয়েছিল?

শক্রাবতারের পাশে শচীতীর্থের জলে অঞ্জলি দেবার সময় শকুন্তলার হাত থেকে দুষ্যন্তের দেওয়া আংটিটি পড়ে যায়। এক রুই মাছ সেটিকে আহার্য ভেবে উদরসাৎ করে। পরে জনৈক ধীবরের জালে সেই মাছটি ধরা পড়ে এবং বাজারে নিয়ে কাটার সময় তার পেট থেকে ঐ আংটি আবিষ্কার হয়। ধীবর সেই আংটি বিক্রয় করতে গেলে তা নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজ্যশ্যালক এবং রক্ষীপুরুষদের চোখে পড়ে এবং ধীবরকে চোর সন্দেহ করে তারা তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে আসে। রাজশ্যালক সেই আংটি রাজার হাতে দিয়ে বিচার প্রার্থনা করেছিলেন। এইভাবে রাজা দুষ্যন্ত হারানো আংটি ফেরৎ পান।

আংটি ফেরৎ পেয়েই রাজার শকুন্তলার সব কথা মনে পড়ল এবং অকারণে চূড়ান্ত অপমান করে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বুঝে নিদারুণ আঘাত পেলেন। স্বভাবতঃ গম্ভীর হলেও মুহূর্তের জন্য রাজার চোখে জল এল।

(৭৩) শকুন্তলাকে বিবাহ করার কথা কিভাবে দুষ্যন্তের স্মরণে এসেছিল?

তপোবন ত্যাগের সময় রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে স্বনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় দিয়ে আসেন। রাজধানীতে আসার পথে শচীতীর্থের জলে দেবতাকে অঞ্জলি দেবার সময় সেই অঙ্গুরীয় জলে পড়ে যায়। শক্রাবতারবাসী এক ধীবরের জালে ধরা পড়া এক রুই মাছের পেট থেকে পরে সেই অঙ্গুরীয় উদ্ধার হয়। ধীবরের কাছে মহামূল্য রাজঅঙ্গুরীয় দেখতে পেয়ে নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও রক্ষী পুরুষেরা তাকে চোর স্থির করে রাজার কাছে নিয়ে আসেন। রাজশ্যালক রাজাকে সেই অঙ্গুরীয়ক দিলে রাজার সঙ্গে সঙ্গেই শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা মনে পড়ে।

(৭৪) দুষ্যন্তের আদেশে বসন্তোৎসব বন্ধ করা হলে প্রকৃতিও তাঁর আদেশ কিভাবে মেনে চলেছিল?

শকুন্তলাকে অকারণ প্রত্যাখ্যানের বেদনায় রাজা দুষ্যন্ত তাঁর রাজ্যে বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিলে, প্রকৃতিও তা মান্য করে চলেছিল। আমের মুকুল, বহুদিন আগে বের হলেও তাতে পরাগ জন্মায় নি। কুরবক ফুল কুঁড়ি অবস্থাতেই থেকে গেছে — বিকশিত হয়নি। আর শীতকাল চলে গেলেও কোকিলের কুহুরব তাদের কণ্ঠেই রুদ্ধ হয়ে ছিল।

(৭৫) শকুন্তলাকে অকারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন বোঝার পর দুষ্যন্তের অনুতাপের বর্ণনা দাও।

শকুন্তলাকে মোহবশতঃ অকারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন বুঝে দুষ্যন্ত নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হতে থাকলেন। সুন্দরের পূজারী দুষ্যন্ত এখন আর সুন্দর কোন জিনিষ সহ্য করতে পারেন না। প্রজাদের সঙ্গে তিনি আগের মত প্রতিদিন দেখা করেন না। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। প্রত্যাখ্যানের পর মর্মাহত শকুন্তলার প্রস্থান-দৃশ্যের কথা মনে করে তিনি নিরন্তর দগ্ধ হতে থাকেন। নিজের আঁকা শকুন্তলার চিত্র দেখে চোখ সার্থক করার প্রয়াসও তাঁর সফল হয় না। কারণ, বারংবার তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। বিনিদ্র রজনী কাটান, তাই স্বপ্নেও তিনি শকুন্তলাকে পান না।

(৭৬) সানুমতী কে? কিভাবে এবং কেন তিনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করেছিলেন?

সানুমতী শকুন্তলার মাতা মেনকার অতিপরিচিত জন। মেনকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে তিনি শকুন্তলাকে তাঁর নিজের সখী বলে ভাবেন।

মেনকা তাঁর কন্যার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, রাজা দুষ্যন্ত এখন শকুন্তলা সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন তা জানতে সানুমতীকে অনুরোধ করেছিলেন। তাই অপ্সরাতীর্থের দায়িত্ব সম্পাদনের পর তিনি রাজ-উদ্যানে প্রবেশ করে তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে বিভিন্ন লোকের কথা শুনে সেই সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন।

(৭৭) রাজা দুষ্যন্তের অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় দাও।

রাজা দুষ্যন্তের অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় পাই তাঁর আঁকা মালিনী-তীরের কণ্বাশ্রমের একটি দৃশ্যে — যেখানে তিনি জলসেচনরতা শকুন্তলা এবং তার সখীদের শান্ত আশ্রমের পটভূমিতে সুন্দরভাবে এঁকেছিলেন। সেই ছবি দেখে বিদূষক মন্তব্য করেছিলেন যে — ছবিতে অঙ্গের বিন্যাস এত সুন্দর হয়েছে যে তাঁর মনে হচ্ছে ছবিতে মনের ভাব ব্যক্ত হচ্ছে। ছবিতে আঁকা উঁচু-নীচু জায়গায় তাঁর দৃষ্টি স্থির থাকছে না। সানুমতীও বলেছে — ছবিতে আঁকা শকুন্তলাকে দেখে তাঁর মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং শকুন্তলা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাজা নিজেও সবিনয়ে স্বীকার করেছেন — একেবারে নিখুঁত না হলেও রেখার মাধ্যমে শকুন্তলার লাবণ্য কিছুটা তুলে ধরতে পেরেছেন। তাছাড়া ছবিতে সম্পূর্ণতা আনার জন্য আরো যা যা আঁকতে হবে বলে রাজা বলেছেন তাতেও তাঁর অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় মেলে।

(৭৮) "ণং পবাদে বি ণিক্কম্পা গিরীও" — (ননু প্রবাতে অপি নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ) বক্তা কে? কখন তিনি একথা বলেছিলেন?

রাজা দুষ্যন্তের বিদূষক মাধব্য 'ণং পবাদে ...' ইত্যাদির বক্তা।

ধীবরের কাছে থেকে শকুন্তলাকে দেওয়া অঙ্গুরীয় ফেরৎ পাওয়ার পর রাজার মনে শকুন্তলার সঙ্গে পূর্বের গান্ধর্ব-বিবাহের কথা মনে পড়ল এবং অকারণে বিবাহিতা পত্নীকে তিনি নিন্দাবাদ করে প্রত্যাখ্যান করার অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। তাঁর অধীরতা লক্ষ করে বিদূষক তাঁকে 'সৎপুরুষেরা কখনো শোকে অধীর হননা ঃ প্রবল ঝঞ্ঝাতেও পর্বত নিষ্কম্প থাকে' — প্রভৃতি বলে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

(৭৯) 'সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণায়মন্ধকারদোষমনুভবতি" — বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে এবং কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে?

'সতি খলু দীপে ...' ইত্যাদি শকুন্তলার মাতা মেনকার অতি ঘনিষ্ঠ সানুমতীর উক্তি।

মেনকার নির্দেশে সানুমতী শকুন্তলা-বিরহে রাজা দুষ্যন্তের মানসিক অবস্থা জানতে এসে দেখলেন যে রাজা শকুন্তলাকে অকারণে প্রত্যাখ্যানের কারণে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। শুধু তাই নয় — নিঃসন্তান ধনমিত্রের বৃত্তান্ত শোনার পর রাজা নিজেও নিঃসন্তান এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশের পিতৃপুরুষেরা পিণ্ড প্রভৃতি পাবেন না ভেবে তিনি মূর্চ্ছা গেলেন। দুষ্যন্তের এই অবস্থা দেখে সানুমতী 'প্রদীপ থাকতেও দূরে থাকার কারণে ইনি অন্ধকারের ফল ভোগ করছেন' — এই মন্তব্য করেছিলেন।

(৮০) ধনমিত্র কে? তাঁর সম্বন্ধে দুষ্যন্ত কি রায় দিয়েছিলেন?

ধনমিত্র একজন সমুদ্রপথে যাতায়াতকারী বণিক্।

ধনমিত্র জাহাজডুবিতে মারা যান। নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁর সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য — একথা মন্ত্রী জানালেন। রাজা দুষ্যন্ত বললেন — ধনমিত্র প্রচুর অর্থের অধিকারী, সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকার সম্ভাবনা। সেই পত্নীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী আছে কিনা তা আগে জানা হোক বলে তিনি নির্দেশ দিলেন। প্রতীহারী যখন জানালেন যে সাকেত নগরীর শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের অন্যতম পত্নী এবং সম্প্রতি তার পুংসবন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তখন দুষ্যন্ত বললেন যে গর্ভস্থ শিশুই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হবে।

(৮১) বিদূষক কেন অদৃশ্য শক্তিদ্বারা নিপীড়িত হয়েছিল?

স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সারথি মাতলিকে রাজা দুষ্যন্তের কাছে পাঠালেন স্বর্গে দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। মাতলি দুষ্যন্তের কাছে এসে দেখলেন যে তিনি কোন এক কারণে মনের দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে আছেন। তাই তাঁকে কুপিত করে তাঁর পৌরুষ জাগ্রত করার বাসনায় তিনি রাজার প্রিয় বিদূষককে অদৃশ্যভাবে থেকে পীড়ন করেছিলেন।

(৮২) মাতলি কে? দুষ্যন্ত সকাশে তিনি কি বার্তা এনেছিলেন?

মাতলি স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি।

কালনেমির দুর্জয় নামে সন্তানেরা স্বর্গে অত্যাচার করছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের জয় করতে অসমর্থ হওয়ায় তাদের বধ করার জন্য তিনি দুষ্যন্তের সাহায্যপ্রার্থী — ইন্দ্রের এই বার্তা মাতলি দুষ্যন্তের কাছে নিয়ে আসেন।

(৮৩) স্বর্গে দানববিজয়ের পর ইন্দ্র দুষ্যন্তের কীভাবে সমাদর করেছিলেন — তা বর্ণনা কর।

দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে দুষ্যন্ত স্বর্গে অসুরনিধন করে ফিরে এলে, ইন্দ্র দেবতাদের

সামনেই তাঁকে তাঁর সিংহাসনের একভাগে বসালেন। শুধু তাই নয়, যে জয়মাল্য নিজের পুত্র জয়ন্ত মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করছিল, তাঁকে উপেক্ষা করে তিনি দুষ্যন্তের গলায় নিজের বক্ষঃস্থলের হরিচন্দনে লিপ্ত মন্দার পুষ্পের মালা পরিয়ে দিলেন। এত সত্ত্বেও তিনি দুষ্যন্তের যথাযথ আদর আপ্যায়ন হয়নি হলে মনে করেছেন।

(৮৪) 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে প্রবহ-নামক বায়ু-পথের যে লক্ষণ আছে — তা লেখ।

স্বর্গে যুদ্ধজয়ের পর আকাশ-মার্গে মর্ত্যে ফিরে আসার সময়, রাজা দুষ্যন্ত মাতলিকে এক জায়গায় প্রশ্ন করলেন যে তাঁরা এখন বায়ুর কোন্ পথে আছেন? মাতলি জানালেন তাঁরা প্রবহ নামক বায়ু-পথে আছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন — প্রবহবায়ু ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে আকাশ-পথে ধরে রাখে এবং নক্ষত্রসমূহের রশ্মিমণ্ডল ইতস্ততঃ প্রসারিত করে সেগুলিকে নিজের নিজের কক্ষে প্রবর্ত্তিত করে। এই প্রবহবায়ু রজঃসম্পর্কশূন্য অর্থাৎ ধূলিমালিন্যরহিত এবং বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের কারণে পবিত্র।

(৮৫) স্বর্গ থেকে ফেরার পথে দুষ্যন্ত কি করে বুঝলেন যে তিনি মেঘপদবীতে পৌঁছেছেন।

দুষ্যন্ত লক্ষ্য করলেন মেঘের জলকণায় রথের চাকার ধারগুলি ভিজে আছে ; চাকার শলাকার ফাঁক দিয়ে চাতক পাখিরা বেরিয়ে আসছে এবং বিদ্যুতের প্রভায় রথের ঘোড়াগুলি ঝলসে উঠছে — এসব দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি মেঘের পথে এসে পৌঁছেছেন।

(৮৬) মেঘলোক থেকে অবতরণের সময় পৃথিবীর ক্রমশঃ দৃশ্যমান রূপের বর্ণনা দাও।

মেঘলোক থেকে সবেগে পৃথিবীতে অবতরণের সময় মনে হচ্ছিল পৃথিবীর পর্বতগুলি যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ; তাদের চূড়াগুলি থেকে পৃথিবী যেন নীচে নেমে যাচ্ছে ; গাছের মূল এবং কাণ্ড ক্রমশঃ পাতার ফাঁক থেকে দৃশ্যমান হচ্ছিল ; জল কম থাকায় যে নদীগুলি আগে দেখা যাচ্ছিল না — তা ক্রমে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, কোন লোক যেন সমস্ত পৃথিবীকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

(৮৭) মারীচাশ্রমে তপস্যারত ঋষির মাতলি-প্রদত্ত বর্ণনা নিজের ভাষায় উপস্থিত কর।

স্বর্গ থেকে ফেরার পথে ইন্দ্রসারথি মাতলি রাজা দুষ্যন্তকে মারীচাশ্রম নির্দেশ করতে গিয়ে সেখানে তপস্যারত জনৈক ঋষির প্রতি দুষ্যন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ধ্যানমগ্ন সেই ঋষির দেহের অর্দ্ধেক উঁইয়ে চাপা পড়েছে। বুকে সাপের খোলশ জড়িয়ে আছে। শুকনো লতাপাতা তাঁর গলায় জড়িয়ে আছে। জটায় তাঁর পাখীরা বাসা বেঁধেছে। এবং নিশ্চলভাবে সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি তপস্যা করছিলেন।

(৮৮) "যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী" — উক্তিটি কার? তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কর।

উক্তিটি রাজা দুষ্যন্তের। স্বর্গে অসুর-বিজয়ের পর পৃথিবীতে ফেরার পথে মারীচের

আশ্রমে তপস্যারত ঋষিদের দেখে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন।

মারীচাশ্রমে সকল প্রকার অভিলাষের পরিপূরক কল্পতরু-বনে ঋষিরা তপস্যা করেন। কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণে তাঁরা জীবনধারণ করেন। সোনার পদ্মের রেণুতে পিঙ্গল সরোবরের জলে তাঁরা নিয়ত আচমনাদিক্রিয়া করেন। মণি-খচিত শিলাগৃহে সুরাঙ্গনাদের মধ্যে থেকেই এঁরা তপস্যায় রত থাকেন। অন্য সাধারণ মুনিরা যা পেতে তপস্যা করেন, মারীচাশ্রমে ঋষিরা সেখান থেকেই তপস্যা করেন — এই তাঁদের বিশেষত্ব।

(৮৯) রাজা দুষ্যন্ত তাঁর পুত্রের হাতে কোন্ রাজচক্রবর্ত্তি-লক্ষণ লক্ষ করেছিলেন?

মারীচাশ্রমে সর্বদমনের হাত থেকে সিংহশাবককে ছাড়ানোর জন্যে তাপসীরা তাকে একটা খেলনার লোভ দেখালে বালক প্রথমেই সেই খেলনা পাওয়ার জন্য হাত বাড়াল। রাজা দুষ্যন্ত গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেন — ঐ শিশুর হাতের আঙুলগুলি জালের মত পরস্পর সংযুক্ত ; হাতের তালুতে তার রক্তিম আভা। এই লক্ষণ রাজচক্রবর্তিত্বের সূচক। এই প্রসঙ্গে রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা'য় উদ্ধৃত সামুদ্রিকবচন —

"অতিরক্তঃ করো যস্য গ্রথিতাঙ্গুলিকো মৃদুঃ।
চাপাঙ্কুশাঙ্কিতঃ সোঽপি চক্রবর্ত্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥"

(৯০) "ণামসারিস্সেণ বঞ্চিদো মাউবচ্ছলো" (নাম-সাদৃশ্যেন বঞ্চিতঃ মাতৃবৎসলঃ) — ঘটনাটি বিবৃত কর।

বালক সর্বদমনের হাত থেকে সিংহশাবককে ছাড়ানোর জন্য তাপসীরা কুটীর থেকে একটি মাটির ময়ূর এনে বালককে লোভ দেখানোর জন্য বললেন "সউন্দলাবণ্ণং পেক্খ"। অর্থ হল, পাখিটা কি সুন্দর-দেখ! সিংহশাবককে ছেড়ে দিলে তুমি এটা পাবে — এই ভাব। বালক কিন্তু তাপসীর এই কথা শুনে বলল — 'কহিং বা মে অজ্জু?' অর্থাৎ 'আমার মা কই'? বালক 'সউন্দ-লাবণ্ণে'র (শকুন্ত-লাবণ্য) স্থলে 'সউন্দলা-বণ্ণ' (শকুন্তলা-বর্ণ) অর্থ ধরায় তার এই বিভ্রান্তি হয়েছিল। বালক সর্বদমন মায়ের নাম শকুন্তলা হওয়ার তার মায়ের নামের সাদৃশ্যের ফলে এই ভুল করেছিলো।

(৯১) মারীচাশ্রমে তাপসীরা দুষ্যন্তকে সর্বদমনের রক্ষাকবচ স্পর্শ করতে নিষেধ করেছিলেন কেন?

সর্বদমনের জাতকর্মের সময়ে ভগবান্ মারীচ তাকে এই রক্ষাকবচটি দেন। এই কবচটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে বালকের হাত থেকে কবচটি মাটিতে পড়ে গেলে বালকের মাতাপিতা কিংবা বালক নিজে ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করলে কবচটি সাপ হয়ে স্পর্শকারীকে দংশন করত। সিংহশাবকের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় কবচটি মাটিতে পড়ে গেলে রাজা তা তুলতে উদ্যত হলে তাপসীরা রাজাকে তা তুলতে নিষেধ করেছিলেন ; কেননা রাজা দুষ্যন্তই যে সর্বদমনের পিতা, একথা তখনো প্রকাশিত হয়নি।

(৯২) অপরাজিতা রক্ষাকবচ কে, কাকে এবং কখন দিয়েছিলেন ? এই কবচের প্রভাব উল্লেখ কর।

রাজা দুষ্যন্তের পুত্র মারীচাশ্রমে জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্মসময়ে ভগবান কাশ্যপ তাকে অপরাজিতা নামে এই রক্ষাকবচ প্রদান করেন।

এই রক্ষাকবচের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বালকের হাত থেকে এই রক্ষাকবচ মাটিতে পড়ে গেল, বালক অথবা তার পিতামাতা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করলে সেই রক্ষাকবচ স্পর্শকারীকে সাপ হয়ে দংশন করত।

(৯৩) মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্ত নিজের পুত্রকে কিভাবে চিনলেন ?

সর্বদমনকে মারীচের আশ্রমে সিংহশিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখেই রাজা পুত্রস্নেহ অনুভব করতে থাকেন। তারপর তাপসীদের কথায় জানলেন যে ঐ বালক ঋষিকুমার নয়, পুরুবংশে তার জন্ম। বালকের মাতার সঙ্গে অপ্সরাদের সম্পর্ক আছে বলে সেই বালক মারীচাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেছে — একথা শুনে তিনি বালকের মাতা কার স্ত্রী জানতে চাইলে তাপসী ধর্মপত্নীপরিত্যাগকারী সেই ব্যক্তির নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন না। অতঃপর মৃত্তিকাময়ূরের লোভে বালক হাত প্রসারিত করলে তাতে রাজচক্রবর্তী চিহ্ন দেখতে পেলেন এবং তাপসীর 'সউন্দলাবণ্ণং (শকুন্তলাবণ্যং) পেক্‌খ' কথায় বালকের 'আমার মা কোথায়' এই প্রশ্নে রাজা প্রায় নিশ্চিত হলেন যে এই বালক তাঁর পুত্র। অবশেষে মাটিতে পড়ে যাওয়া রক্ষাকবচ তুলে বালককে পরিয়ে দিলে যখন তাপসীরা জানাল ভগবান্ মারীচের দেওয়া এই রক্ষাকবচ মাটিতে পড়ে গেলে বালক স্বয়ং কিংবা তার পিতামাতা ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করলে সেই রক্ষাকবচ সাপ হয়ে স্পর্শকারীকে দংশন করে এবং এই ঘটনা তাঁরা বহুবার ঘটতে দেখেছে — তখন রাজা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন যে ঐ বালক তাঁরই পুত্র। এইভাবে ক্রমশঃ দুষ্যন্ত সর্বদমনের তদীয় পুত্রত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন।

(৯৪) মারীচাশ্রমে বিরহিণী শকুন্তলার বর্ণনা দাও।

দুষ্যন্তের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েও শকুন্তলা মারীচের আশ্রমে প্রোষিতভর্তৃকার জীবন অতিবাহিত করছিলেন। পরনে তাঁর দুখানা মলিন বসন, নিয়ত ব্রতপালনে মুখমণ্ডল শীর্ণ। মাথায় তাঁর একটিমাত্র বেণী।

(৯৫) "প্রাগভিপ্রেতসিদ্ধিঃ পশ্চাদ্দর্শনম্" — কে, কখন এই কথা বলেন ?

উক্তিটি রাজা দুষ্যন্তের।

স্বর্গে অসুরবিজয়ের পর দুষ্যন্ত যখন মারীচের আশ্রমে যান তখন সেখানে ভগবান মারীচের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তিনি নিজের পুত্র এবং শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হন। পরে তাঁরা যখন মহর্ষির আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করতে যান তখন রাজা বলেন — মহর্ষি মারীচকে দেখার পূর্বেই তিনি তাঁর অভিলষিত সব কিছু পেলেন। সাধারণতঃ আগে কারণ — পরে কার্য, — এটাই নিয়ম। এখানে কিন্তু আগেই ফললাভ, পরে মহর্ষির পূণ্যদর্শনরূপ কারণ। সুতরাং এ এক অদ্ভুত অনুগ্রহ বলে দুষ্যন্তের কাছে মনে হচ্ছে।

(৯৬) ভগবান মারীচ অদিতির কাছে কিভাবে দুষ্যন্তের পরিচয় দিয়েছিলেন ?

মারীচাশ্রমে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলা এবং পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবান মারীচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি অদিতির কাছে দুষ্যন্তের পরিচয় এই ভাবে দেন — দুষ্যন্ত ইন্দ্রের সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান সহায় এবং অগ্রগামী ; তিনি পৃথিবীর পালনকর্তা এবং তাঁর ধনুর্বলে ইন্দ্রের যাবতীয় কাজ সমাধা হয়। ফলতঃ এঁরই কল্যাণে ইন্দ্রের বজ্র তাঁর কাছে অলঙ্কার মাত্র হয়ে আছে।

(৯৭) দুষ্যন্ত কখন বুঝলেন যে তিনি শাপের প্রভাবে শকুন্তলাকে অকারণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ?

নাটকের সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত দানববিজয়ের পর স্বর্গ থেকে ফেরার পথে হেমকূট পর্বতে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে আসেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। সেখানেই নিজের পুত্র এবং শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হন। দুষ্যন্ত ভগবান মারীচের কাছে জানতে চান — কেন তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল এবং কেনই বা আংটি ফিরে পাবার পর তাঁর স্মৃতি পুনরায় ফিরে আসে। তখন ভগবান মারীচ তাঁকে জানান যে দুর্বাসার শাপের কারণেই রাজা শকুন্তলাকে অকারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এইভাবে তিনি তাঁকে অপরাধবোধের গ্লানি থেকে মুক্ত করেন।

(৯৮) "শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্" — কে, কি উপলক্ষ্যে এই কথা বলেছিলেন ? 'শ্রদ্ধা', 'বিত্ত' এবং 'বিধি' পদে কাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

মহর্ষি ভগবান মারীচ আলোচ্য কথাটি বলেছিলেন। মারীচের আশ্রমে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলা এবং পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর ভগবান মারীচের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গেলে তিনি তাঁদের তিনজনকে একত্রে উপস্থিত দেখে 'শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধি একত্রে মিলিত হল' বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এখানে 'শ্রদ্ধা' বলতে শকুন্তলাকে, 'বিত্ত' বলতে সর্বদমনকে এবং 'বিধি' বলতে দুষ্যন্তকে নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রদ্ধা (ভক্তি), বিত্ত (শাস্ত্রীয় কাজের দ্রব্য) এবং বিধি (অনুষ্ঠান) — এই তিনের একত্র সমাবেশে যেমন যজ্ঞীয় কাজের সম্পূর্ণতা, তেমনি দুষ্যন্ত শকুন্তলা এবং সর্বদমনের মিলনে তাঁদের জীবনের পরিপূর্ণতা এল — এই বক্তব্য।

(৯৯) দুষ্যন্তের পুত্রের নাম সর্বদমন কেন রাখা হয়েছিল ? পরবর্তী কালে তিনি কি নামে পরিচিত হয়েছিলেন ?

স্বর্গে অসুরবিজয়ের পর ফেরার পথে রাজা দুষ্যন্ত মারীচের আশ্রমে তাঁর পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর এই পুত্র মারীচের আশ্রমেই জন্মগ্রহণ করেছিল। ছোটবেলাতেই আশ্রমের সব প্রাণীকে দমন করায় এই শিশু সকলের কাছে 'সর্বদমন' নামে পরিচিত হয়। ভগবান মারীচ রাজা দুষ্যন্তকে এই কথা জানালেন এবং সেই সঙ্গে এও বললেন যে ভবিষ্যতে সমস্ত জগতের ভরণপোষণহেতু এই পুত্রই 'ভরত' নামে জগতে খ্যাত হবে।

(১০০) পূজনীয় মারীচ এবং অদিতি শকুন্তলাকে কি আশীর্ব্বাদ করেছিলেন ?

রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে পুনর্বার মিলিত হয়ে শকুন্তলা স্বামী-পুত্রের সঙ্গে পূজনীয় মারীচ

এবং অদিতিকে প্রণাম করলে মারীচ — তার স্বামী ইন্দ্রের মত, পুত্র ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের মত ; সুতরাং তার ইন্দ্রাণীর মত অবৈধব্যের বর ছাড়া আর কিছু পাওয়ার নেই — এই বলে শকুন্তলাকে ইন্দ্রাণীর মত মঙ্গলবতী হওয়ার আশীর্বাদ করলেন। অদিতি তাকে স্বামীর আদরিণী হওয়ার এবং তার পুত্রের দীর্ঘায়ু হয়ে দুই কুলের গৌরববৃদ্ধির আশীর্বাদ করেছিলেন।

(১০১) দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনরায় মিলন হয়েছে — এই সংবাদ মহর্ষি কণ্বকে জানানোর জন্য কে, কাকে পাঠিয়েছিলেন ?

মারীচাশ্রমে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনরায় মিলন হলে অদিতি ভগবান মারীচকে মহর্ষি কণ্বকেও এই শুভ বৃত্তান্ত জানাতে অনুরোধ করেন। কণ্ব তপস্যার প্রভাবেই সব জানতে পারবেন — এটা জেনেও মারীচ গালব নামে তাঁর এক শিষ্যকে আকাশপথে গিয়ে কণ্বকে এই বৃত্তান্ত জানানোর আদেশ দিলে শিষ্য তা পালন করেন।

শ্লোকসূচী

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

[মূল গ্রন্থের ক্ষেত্রে গ্রন্থনামের এবং আলোচনামূলক গ্রন্থের ক্ষেত্রে রচয়িতার বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। আখ্যাপত্রের 'বিশ্বস্ততা' এবং বর্ণানুক্রম রক্ষার অনুরোধে গ্রন্থনামের পূর্বে সংযোজিত অপ্রাসঙ্গিক অংশ পৃথক্‌ভাবে দেখান হয়েছে।]

* কালিদাসস্ — অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — নারায়ণ বালকৃষ্ণ গোড়বোলে সম্পাদিত, দশম সংস্করণ, বোম্বাই, ১৮৫৫ (শক)।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — নারায়ণ রাম আচার্য সম্পাদিত, রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকা সহ, বোম্বাই, ১৯৪৭।

* দি — অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — এম. আর. কালে সম্পাদিত, নবম সংস্করণ, বুকসেলার্স পাবলিশিং কোং, বোম্বাই, ১৯৬১।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — (নরহরির এবং শঙ্করের টীকা সমেত) — মিথিলা পোষ্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইন্সটিটিউট, দ্বারভাঙ্গা, ১৯৫৭।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত এবং স্বরচিত 'সুখবোধিনী' টীকা সমেত, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯১৪।

* দি — অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — (অফ্ কালিদাস) ; সম্পাদক এ. বি. গজেন্দ্রগদকর ; সপ্তম সংস্করণ, দি পপুলার পাবলিশিং হাউস, সুরাট, ১৯৬২।

* শকুন্তলা — দেবনাগরী সংস্করণ, — মোনিয়ার উইলিয়ামস্, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্সফোর্ড, ১৮৭৬।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — বিধুভূষণ গোস্বামী সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৩।

* কালিদাস'স — (অভিজ্ঞান) শকুন্তলা — সম্পাদক, রিচার্ড পিশেল, (বঙ্গীয় সং), কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেট্‌স্, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯২২।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — আর. ডি. কারমারকার, প্রথম সংস্করণ, পুণা, ১৯৫২।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — কৃষ্ণকান্ত ত্রিপাঠী এবং বিষ্ণুদেব শর্মা, কমলা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, কানপুর, ১৯৭১।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত 'অভিজ্ঞান-কৌমুদী' টীকা সমেত, কলিকাতা, ১৩৩০ (বঙ্গাব্দ)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — < মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী — (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক, ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৭৭ (গ্রঃ)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — < কালিদাসের গ্রন্থাবলী — (তৃতীয় ভাগ), রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ, একাদশ সংস্করণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৯ (গ্রঃ)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — < কালিদাসগ্রন্থাবলী — সম্পাদক, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৬।

কালিদাস'স

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — সারদারঞ্জন রায় সম্পাদিত, 'মিতভাষিণী' (সম্পাদক কৃত) সহ, একাদশ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৯ (গ্রঃ)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — (অভিরামের টীকা সমেত), শ্রীবাণীবিলাস প্রেস সংস্কৃত সীরিজ, নং ১৩, বাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ সম্পাদিত, ('বিষমপদ-ব্যাখ্যা'সমেত), কলিকাতা, ১৭৮১ শকাব্দ, (ইং১৮৬০)।

দি

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — শ্রীনিবাসাচার্যের 'শকুন্তলাব্যাখ্যা' এবং রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' সহ, চেন্নপুরী, ১৯৫৪।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — শ্রী কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য, 'প্রবেশিকা' ব্যাখ্যা সমেত, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮২৪ (শকাব্দ)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — ডঃ হরিদত্ত শাস্ত্রী এবং শিববালক দ্বিবেদী সম্পাদিত, গ্রন্থম, কানপুর, ১৯৮৩।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪৬ (সংবৎ)।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — (পঃ নবকিশোর করশর্মার 'কিশোরকলি' সংস্কৃত টীকা সমেত) — সম্পাদক রামতেজ পাণ্ডেয়, চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ, বারাণসী, ১৯৩৫।

কালিদাসের

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — শ্রী কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন কলিকাতা, ১৯৩২।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — (গৌরীনাথ পাঠকের 'সুবোধিনী' টীকা সহ) ; সম্পাদক, শিবকুমার শাস্ত্রী, সারদাভবন, কাশী, ১৯৩৪।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং কেদারনাথ তর্করত্ন সম্পাদিত, মজুমদার সিরিজ, কলিকাতা, ১৯২৬ (সংবৎ)।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — (এ সিন্থেটিক স্টাডি), সম্পাদক, রমেন্দ্র মোহন বোস (বসু), সম্পাদকের 'কুমারসন্তোষিণী' টীকা সহ, পঞ্চম সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লি, কলিকাতা, ১৯৭০।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — La Reconnaissance de Sacountala de Calidasa. — A. L. Chezy, Paris, MDcccxxx. (i.e. 1830 A.D.)।

* অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ — সম্পাদক, দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক ৯০, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৮০। এ রিকন্সট্রাক-শান অফ দি

* আধুনিক বাংলা কবিতা — বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা, ১৯৬৫।

* আর. ডি. কারমারকার — কালিদাস, কর্ণাটক ইউনিভার্সিটি, ধারওয়ার, ১৯৭১।

* এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার — এ হিস্ট্রি অফ ক্লাসিকাল স্যান্সকৃট লিটারেচার, তৃতীয় সংস্করণ, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৭৪।

* এস. এন. দাশগুপ্ত এবং এস. কে. দে — এ হিষ্ট্রি অফ স্যান্সকৃট লিটারেচার, (ক্লাসিকাল পর্ব), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

* কল্যাণীশঙ্কর ঘটক — রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮০।

* কাব্যমালঞ্চ — যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

* কালিদাস রায় — কাব্যে শকুন্তলা, ইউ. এন. ধর য়্যাণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা, ১৩৫৩ (গ্রঃ)।

* গণরত্নমহোদধি — জুলিয়াস এগলিং সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণের (১৮৭০ খ্রীঃ) পুনর্মুদ্রণ, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৬৩।

* চণ্ডকৌশিক — ক্ষেমীশ্বর রচিত ; সম্পাদক, জগন্মোহন শর্ম্মা, ১৭৮৯ (শকাব্দ)

* চন্দ্রনাথ বসু — শকুন্তলাতত্ত্ব অর্থাৎ অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমালোচনা; দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা ১৩৯০ (বাং)।

* চিত্রমীমাংসা — অপ্পয়দীক্ষিত প্রণীত, সম্পাদক, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৮৯।

* ছন্দোমঞ্জরী — (গঙ্গাদাস বিরচিত) ; সম্পাদক, গুরুনাথ বিদ্যানিধি, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৩৬৯ (বং)।

* জগদীশ ভট্টাচার্য — কবি-মানসী (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৭।

* টি. জি. মৈনকর — স্টাডিজ ইন স্যান্সকৃট ড্রামাটিক ক্রিটিসিজম, প্রথম সংস্করণ, মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, পাটনা, বারানসী, ১৯৫১।

* দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ — প্রধান সম্পাদক, গোপাল হালদার ; প্রথম প্রকাশ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭৩।

* দেবেন্দ্রনাথ বসু — শকুন্তলায় নাট্যকলা ; কলিকাতা, ১৩৩৩ (বাং)।

* দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী — (প্রথম খণ্ড), ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৬৪।

* নন্দকুমার রায় — অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক (অনুবাদ), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৮২ ইং।

* নরেশ চন্দ্র জানা — কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৮।

* নরেশ চন্দ্র জানা — বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৭৭।

* নৈষধীয়চরিত — শ্রীহর্ষরচিত, সম্পাদক, শিবদত্ত, ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ দাস, বোম্বাই, ১৯২৭।

* পরেশচন্দ্র মজুমদার — সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, প্রথম প্রকাশ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৮ (বাং)।

* প্রবোধচন্দ্র সেন — ভারতাত্মা কবি কালিদাস — প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা ১৯৭৩।

* বঙ্গদর্শন (নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ) — সম্পাদক, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি, কলিকাতা, ১৯৭৫।

* বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী — সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৯।

* দি বিক্রমোর্বশীয় (অফ কালিদাস) — এম. আর. কালে সম্পাদিত, একাদশ সংস্করণ, মোতিলাল বনারসীদাস, দিল্লী (শাখা), ১৯৬১।

* বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ — প্রধান সম্পাদক, শ্রী নেপাল হালদার, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা, ১৯৭৪।

* বিমলকান্তি সমাদ্দার — রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৬৫ (বাং)।

* বুদ্ধদেব বসু — কালিদাসের মেঘদূত (অনুবাদ), চতুর্থ সংস্করণ ; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লিঃ, কলিকাতা, ১৯৬৮।

* বৈষ্ণব পদাবলী — শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য-সংসদ, কলিকাতা, ১৯৬১।

* মধুসূদন রচনাবলী — প্রধান সম্পাদক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩।

* মহাভারতম্ — ('আর্যশাস্ত্র' পত্রিকায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত), কলিকাতা, ১৩৭৫ (প্রথম খণ্ড)।

* মাধুকরী — (কবিতা সংকলন) কবিশেখর কালিদাস রায় সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট বুক কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯।

* দি মেঘদূত (অফ কালিদাস) — এম. আর. কালে সম্পাদিত, ষষ্ঠ সংস্করণ, বুকসেলার্স পাবলিশিং কোং, বোম্বে।

* রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — অভিজ্ঞান-শকুন্তল সহায়িকা ; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৬৯।

* রবীন্দ্র-রচনাবলী — পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৮০ সাল থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত।

* রমেশ রচনাবলী — সম্পাদক, ডঃ আশুতোষ দাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫

* রাজবাহনচরিতম্ — (দণ্ডিরচিত দশকুমারচরিতের প্রথম উচ্ছ্বাস), ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী এবং উশ্রী চক্রবর্তী সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৯৮৪।

* রাজেন্দ্রনাথ দেবশর্মা — কালিদাস ; কলিকাতা, ১৩১৫ (গ্রঃ)।

* সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় — ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৭৪ (গ্রঃ)।

* সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী — কালিদাস, বোধদয় গ্রন্থমালা নং—৩৩, প্রথম সংস্করণ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২।

* সত্যপাল নারঙ্গ — কালিদাস বিবলিওগ্রাফী, প্রথম প্রকাশ, হেরিটেজ পাবলিশার্স, নিউদিল্লী, ১৯৭৬।

* সাহিত্যদর্পণঃ — (বিশ্বনাথ বিরচিত) ; সম্পাদক, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, কলিকাতা।

* সাহিত্য-সম্পুট — প্রমথনাথ বিশী এবং বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৬৯।

* সুখময় ভট্টাচার্য — সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৪।